LIBRARY
No. ~~23~~ 1/R
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

উপনিষৎ গ্রন্থাবলী

দ্বিতীয় ভাগ

1/11

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত

LIBRARY
No. 23 1/11
Shri Shri [illegible] Anandamayee Ashram
BANARAS

উদ্বোধন-কার্যালয়, কলিকাতা

প্রকাশক
স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৩

মুদ্রাকর
শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস
ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোং (প্রাঃ) লিঃ
২৮ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ কর্তৃক
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

পঞ্চম সংস্করণ
১৩৭১

পাঁচ টাকা

সূচী-পত্র

ভূমিকা ... ... ১—২৩

প্রথমাধ্যায় ... ... ২৪—৮৭

(১) ওঙ্কারোপাসনা—(২) প্রাণদৃষ্টিতে উদ্‌গীথোপাসনা—(৩) আদিত্যদৃষ্টিতে ও ব্যান-দৃষ্টিতে উদ্‌গীথোপাসনা, এবং উদ্‌গীথনামের অক্ষরোপাসনা—(৪) অভয় ও অমৃত গুণবিশিষ্ট স্বরাখ্য উদ্‌গীথ-ওঙ্কারের উপাসনা—(৫) ভেদগুণবিশিষ্ট আদিত্য- ও প্রাণদৃষ্টিতে উপাসনা—(৬) অধিদৈবত আদিত্যপুরুষের উপাসনা—(৭) অধ্যাত্ম অক্ষিপুরুষের উপাসনা—(৮) প্রবাহণ জৈবলির উপাখ্যান, পরোবরীয়ান উদ্‌গীথের উপাসনা—(৯) প্রবাহণ জৈবলির উপাখ্যানের শেষাংশ—(১০) উষস্তির উপাখ্যান—(১১) উষস্তির উপাখ্যান ; সামের প্রস্তাব, উদ্‌গীথ ও প্রতিহার ভক্তির দেবতানির্ণয়—(১২) শৌব উদ্‌গীথ—(১৩) স্তোভাক্ষরোপাসনা।

দ্বিতীয়াধ্যায় ... ... ৮৮—১৩৮

(১) সাধুদৃষ্টিতে পঞ্চাবয়ব সমস্ত সামের উপাসনা—(২) লোকদৃষ্টিতে পঞ্চাবয়ব সামের উপাসনা—(৩) বৃষ্টিদৃষ্টিতে পঞ্চাবয়ব সামের উপাসনা—(৪) জলদৃষ্টিতে পঞ্চাবয়ব সামের উপাসনা—(৫) ঋতুদৃষ্টিতে পঞ্চাবয়ব সামের উপাসনা—(৬) পশুদৃষ্টিতে পঞ্চাবয়ব সামের উপাসনা—(৭) ইন্দ্রিয়দৃষ্টিতে পঞ্চাবয়ব সামের উপাসনা—(৮) বাগ্‌দৃষ্টিতে সপ্তাবয়ব সামের উপাসনা—(৯) আদিত্যদৃষ্টিতে সপ্তাবয়ব সামের উপাসনা—(১০) অতিমৃত্যু সপ্তাবয়ব সামের উপাসনা—(১১) প্রাণে প্রতিষ্ঠিত গায়ত্র সামের উপাসনা—(১২) অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত রথন্তর সামের উপাসনা—(১৩) মিথুনে প্রতিষ্ঠিত বামদেব্য সামের উপাসনা—(১৪) আদিত্যে প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ সামের উপাসনা—(১৫) পর্জন্যে প্রতিষ্ঠিত বৈরূপ সামের উপাসনা—(১৬) ঋতুতে প্রতিষ্ঠিত

বৈরাজ সামের উপাসনা—(১৭) লোকসমূহে প্রতিষ্ঠিত শক্বরীসামের উপাসনা—(১৮) পশুবর্গে প্রতিষ্ঠিত রেবতীসামের উপাসনা—(১৯) অঙ্গসমুদয়ে প্রতিষ্ঠিত যজ্ঞাযজ্ঞীয় সামের উপাসনা—(২০) দেববৃন্দে প্রতিষ্ঠিত রাজনসামের উপাসনা—(২১) সর্বপদার্থে প্রতিষ্ঠিত সামসমুদয়ের উপাসনা—(২২) উদ্গাতার জন্য গানবিশেষাদি সম্পদের উপদেশ—(২৩) অকর্মাঙ্গভূত ওঙ্কারের স্তুতি—(২৪) যজমানের লোকলাভ।

তৃতীয়াধ্যায় ... ... ১৩৯—১৯৮

(১) সূর্যোপাসনা, মধুবিদ্যা—(২) সূর্যোপাসনা, দক্ষিণ মধুনাড়ী—(৩) সূর্যোপাসনা, পশ্চিম মধুনাড়ী—(৪) সূর্যোপাসনা, উত্তর মধুনাড়ী—(৫) সূর্যোপাসনা, ঊর্ধ্ব মধুনাড়ী—(৬) মধুভোজী বসুগণ ধ্যেয়—(৭) মধুভোজী রুদ্রগণ ধ্যেয়—(৮) মধুভোজী আদিত্যগণ ধ্যেয়—(৯) মধুভোজী মরুদ্গণ ধ্যেয়—(১০) মধুভোজী সাধ্যগণ ধ্যেয়—(১১) মধুবিদ্যার ফল—(১২)—গায়ত্র্যুপাধিক ব্রহ্মের উপাসনা—(১৩) দ্বারপালোপাসনা—(১৪) শাণ্ডিল্যবিদ্যা—(১৫) কোশবিজ্ঞান—(১৬) পুরুষযজ্ঞ—(১৭) পুরুষযজ্ঞের অবশিষ্টাংশ—(১৮) মন ও আকাশে ব্রহ্মদৃষ্টি—(১৯) আদিত্যে ব্রহ্মদৃষ্টি।

চতুর্থাধ্যায় ১৯৯-২৪৮

(১) জানশ্রুতি ও রৈক্কের উপাখ্যান—(২) রৈক্ক-জানশ্রুতি-সংবাদ—(৩) রৈক্ক-জানশ্রুতি-সংবাদ, সম্বর্গবিদ্যা—(৪) সত্যকাম জাবালের উপাখ্যান—(৫) সত্যকামের প্রতি ঋষভের উপদেশ—(৬) সত্যকামের প্রতি অগ্নির উপদেশ—(৭) সত্যকামের প্রতি হংসের উপদেশ—(৮) সত্যকামের প্রতি মদ্গুর উপদেশ—(৯) সত্যকামের প্রতি গুরুর উপদেশ—(১০) উপকোসলের উপাখ্যান, আত্মবিদ্যা—(১১) উপকোসলোপাখ্যান, গার্হপত্যাগ্নিবিদ্যা—(১২) উপকোসলোপাখ্যান,

দক্ষিণাগ্নিবিদ্যা—(১৩) উপকোসলোপাখ্যান, আহবনীয়াগ্নিবিদ্যা—(১৪) উপকোসলোপাখ্যান, গুরুশিষ্য-সংবাদ—(১৫) উপকোসলোপাখ্যান, অক্ষিপুরুষের উপাসনা—(১৬) ব্রহ্মার মৌনবিধান—(১৭) মৌনভঙ্গে প্রায়শ্চিত্ত।

পঞ্চমাধ্যায় ২৪৯-৩০৩

(১) শ্রেষ্ঠত্বাদিযুক্ত প্রাণের উপাসনা—(২) প্রাণোপাসনার অঙ্গ, অন্ন-বাস-দৃষ্টি—(৩) শ্বেতকেতু-প্রবাহণ-সংবাদ—(৪) পঞ্চাগ্নিবিদ্যা, শ্রদ্ধাহুতি—(৫) পঞ্চাগ্নিবিদ্যা, সোমাহুতি—(৬) পঞ্চাগ্নিবিদ্যা, বর্ষাহুতি—(৭) পঞ্চাগ্নিবিদ্যা, অন্নাহুতি—(৮) পঞ্চাগ্নিবিদ্যা, শুক্রাহুতি—(৯) পঞ্চাগ্নিবিদ্যা, জন্মমৃত্যু—(১০) পঞ্চাগ্নিবিদ্যা, গতি—(১১) অশ্বপতি ও ছয় ব্রাহ্মণ, বৈশ্বানর আত্মা—(১২) বৈশ্বানর আত্মার মস্তক, সুতেজস্ত্বগুণ-বিশিষ্ট দ্যুলোক—(১৩) বৈশ্বানর আত্মার চক্ষু, বিশ্বরূপত্ব-গুণ-বিশিষ্ট আদিত্য—(১৪) বৈশ্বানর আত্মার প্রাণ, পৃথগ্‌বর্ত্মত্ব-গুণ-বিশিষ্ট বায়ু—(১৫) বৈশ্বানর আত্মার স্কন্ধ, বহুলত্ব-গুণ-বিশিষ্ট আকাশ—(১৬) বৈশ্বানর আত্মার বস্তি, রয়িত্ব-গুণ-বিশিষ্ট জল—(১৭) বৈশ্বানর আত্মার পদ, প্রতিষ্ঠাত্ব-গুণ-বিশিষ্ট পৃথিবী—(১৮) সর্বান্নপ্রাপ্তি ও প্রাণাগ্নিহোত্র—(১৯) প্রাণাগ্নিহোত্রে "প্রাণায় স্বাহা"—(২০) প্রাণাগ্নিহোত্রে "ব্যানায় স্বাহা"—(২১) প্রাণাগ্নিহোত্রে "অপানায় স্বাহা"—(২২) প্রাণাগ্নিহোত্রে "সমানায় স্বাহা"—(২৩) প্রাণাগ্নিহোত্রে "উদানায় স্বাহা"—(২৪) প্রাণাগ্নিহোত্রের ফল।

ষষ্ঠাধ্যায় ... ... ৩০৪—৩৪৫

(১) শ্বেতকেতু ও আরুণি, একজ্ঞানে সর্বজ্ঞান—(২) ব্রহ্ম জগৎ-কারণ—(৩) ত্রিবৃৎকরণ—(৪) ত্রিবৃৎকৃত স্থূলভূত—(৫) শরীরে ত্রিবৃৎকরণ, অন্তঃকরণাদি ভৌতিক—(৬) কারণের একাংশে কার্যোৎপত্তি—(৭) অন্তঃকরণের অন্নময়ত্বে প্রমাণ—(৮) ব্রহ্ম সকলের

অধিষ্ঠান —(৯) সুষুপ্তিতে ব্যক্তিত্বের অভাব—(১০) সুষুপ্তিতে বিশেষ জ্ঞানের অভাব—(১১) জীব অবিনাশী—(১২) সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের উৎপত্তি—(১৩) বিদ্যমান বস্তুর অপ্রত্যক্ষতা—(১৪) ব্রহ্মজ্ঞানের উপায় —(১৫) জ্ঞানীর দেহত্যাগ ও সৎ সম্পত্তির ক্রম—(১৬) ব্রহ্মজ্ঞের অপুনরাবৃত্তি।

সপ্তমাধ্যায় ৩৪৬-৩৮৯

(১) নারদ-সনৎকুমার-সংবাদ, নামব্রহ্ম—(২) বাগ্-ব্রহ্ম—(৩) মনোব্রহ্ম —(৪) সঙ্কল্পব্রহ্ম—(৫) চিত্তব্রহ্ম—(৬) ধ্যানব্রহ্ম—(৭) বিজ্ঞানব্রহ্ম—(৮) বলব্রহ্ম—(৯) অন্নব্রহ্ম—(১০) জলব্রহ্ম—(১১) তেজোব্রহ্ম (১২) আকাশব্রহ্ম—(১৩) স্মৃতিব্রহ্ম—(১৪) আশাব্রহ্ম—(১৫) প্রাণব্রহ্ম ও গৌণ অতিবাদী—(১৬) মুখ্য অতিবাদী—(১৭) সত্য বিজ্ঞানসাপেক্ষ—(১৮) বিজ্ঞান মননসাপেক্ষ—(১৯) মনন শ্রদ্ধাসাপেক্ষ—(২০) শ্রদ্ধা নিষ্ঠাসাপেক্ষ—(২১) নিষ্ঠা একাগ্রতাসাপেক্ষ —(২২) একাগ্রতা সুখসাপেক্ষ—(২৩) ভূমাই সুখ—(২৪) ভূমার লক্ষণ—(২৫) ভূমার উপদেশ—(২৬) ভূমার উপলব্ধি।

অষ্টমাধ্যায় ... ... ৩৯০—৪৪১

(১) দহরাকাশ—(২) ব্রহ্মজ্ঞ যথাকামচারী—(৩) সম্প্রসাদ আত্মা ও সত্যব্রহ্ম—(৪) ব্রহ্মসেতু—(৫) ব্রহ্মচর্য—(৬) নাড়ীসমূহ—(৭) ইন্দ্র-বিরোচন-প্রজাপতি-সংবাদ, অক্ষিপুরুষ—(৮) আসুরী উপনিষৎ—(৯) ছায়াদেহ নশ্বর—(১০) স্বপ্নাত্মা—(১১) সুষুপ্তাত্মা —(১২) আত্মা অশরীর—(১৩) শ্যাম ও শবল—(১৪) ব্রহ্মোপাসনা —(১৫) বিদ্যাসম্প্রদায়।

নির্ঘণ্ট ... ... ৪৪২—৪৪৮

সাঙ্কেতিক শব্দের সূচী ৪৪৮

LIBRARY
No............
Shri Shri ... Ashram
BANARAS.

ভূমিকা

শ্রীভগবানের কৃপায় আমরা উপনিষৎ গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় ভাগ পাঠকদের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম ; ইহাতে সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষৎখানি স্থান পাইয়াছে। বর্তমান ভাগে প্রথম ভাগের রচনাপ্রণালীই অবলম্বিত হইয়াছে ; এবং অন্বয়ার্থ, অনুবাদ, টীকা প্রভৃতিতে পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্যের ভাষ্য ও আনন্দগিরির টীকা অনুসৃত হইয়াছে। শ্রীমৎ স্বামী জগদানন্দ প্রথম ভাগের ন্যায় এই ভাগও আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন, এবং ভূমিকা রচনায় শ্রীমৎ স্বামী ওঙ্কারানন্দ বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

ছান্দোগ্যের উপাসনা-প্রকরণ

উপনিষৎ সম্বন্ধে মূল বক্তব্যগুলি আমরা প্রথম ভাগের ভূমিকাতেই নিবদ্ধ করিয়াছি ; সুতরাং উহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। পরন্তু সেখানে উপাসনার বিষয় অতি সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে। অথচ এই উপাসনা ছান্দোগ্যোপনিষদের একটি বিশেষ বর্ণনীয় বিষয় ; উহার আটটি অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম পাঁচ অধ্যায় এবং পরেরও অনেক অংশ এই বিষয়ে ব্যাপৃত। সাধারণ পাঠক এই উপাসনাগুলির মর্মোদ্ঘাটনে অসমর্থ হওয়ায় এবং আধ্যাত্মিক-তত্ত্ব-পূর্ণ উপনিষদে উহাদের বহুল উপদেশের কোন যুক্তিসঙ্গত উদ্দেশ্য আবিষ্কার করিতে না পারায় এইগুলির প্রতি সমুচিত আদর প্রকাশ করেন না। প্রসঙ্গক্রমে আমরা বলিতে পারি যে, এই উপাসনাগুলি ব্রহ্মসূত্র ও বহু প্রকরণগ্রন্থে সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে। এইগুলির সহিত পরিচয় না হইলে বেদান্তশাস্ত্র সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা সুকঠিন। এতদ্ব্যতীত ইহাও বলা যাইতে পারে যে, যাঁহারা প্রাচীন ভারতীয় কৃষ্টির সহিত পরিচিত হইতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষেও এই উপাসনাগুলি অপরিহার্য। কিন্তু অধ্যাত্মক্ষেত্রে এই জাতীয় যুক্তি একান্তই অসার বলিয়া মনে হইবে ; এবং কেবল ইহাই প্রতিপাদনের জন্য এই ভূমিকা-রচনায়

প্রবৃত্ত হইলে আমরা হাস্যাস্পদ হইব। বস্তুতঃ উপাসনার মর্মানুভব করিতে হইলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী অন্যরূপ হওয়া আবশ্যক ; ইহার জন্য অধ্যাত্মদৃষ্টি লইয়া অধ্যাত্মক্ষেত্রেই প্রবেশ করিতে হইবে।

আমরা প্রথমে উপাসনা কথাটির অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিব। বেদান্তসার-রচয়িতা লিখিয়াছেন, “সগুণ-ব্রহ্ম-বিষয়ক মানস ব্যাপাররূপ শাণ্ডিল্যবিদ্যা (ছাঃ ৩।১৪।১-২ ; বৃঃ ৫।৬।১) প্রভৃতিই উপাসনা।” উপাসনার এই লক্ষণটি হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, ইহা একটি মানসক্রিয়া, বাহ্যক্রিয়া নহে ; অথচ জ্ঞান হইতেও ইহা পৃথক্, কেন না জ্ঞান ক্রিয়াত্মক নহে। কিন্তু এই লক্ষণে মানসক্রিয়ার স্বরূপটি প্রকটিত হয় নাই। অধিকন্তু ইহার একটি প্রধান ত্রুটি এই যে, ব্রহ্ম ভিন্ন অপরবিষয়ক উপাসনা ইহার অন্তর্ভুক্ত হয় নাই।

উপাসনার
অর্থ

পঞ্চদশীকার উপাসনা ও জ্ঞানের পার্থক্য-প্রদর্শনচ্ছলে (৯।৭৪-৮২) উপাসনার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, “জ্ঞান বস্তুতন্ত্র ; কিন্তু উপাসনা কর্তৃতন্ত্র (অর্থাৎ উহা করা, না করা ইত্যাদি কর্তার ইচ্ছাসাপেক্ষ)। আপ্ত অর্থাৎ গুরুর নিকট হইতে লব্ধ উপাস্যতত্ত্বটিতে নির্বিচারে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ঐ তত্ত্বটিকে এতাদৃশ চিত্তবৃত্তিসমূহের দ্বারা চিন্তা করিতে হয় যে, ঐ বৃত্তিপ্রবাহ বিজাতীয় প্রত্যয়ের দ্বারা খণ্ডিত না হয়। বিরোধি-প্রত্যয় ত্যাগ করিয়া নিরন্তর উপাস্যের চিন্তা করিলে এতাদৃশ উৎকৃষ্ট সংস্কার জন্মিয়া থাকে যে, স্বপ্নাদিতেও ঐ ভাবনা চলিতে থাকে।” এই বর্ণনা হইতে আমরা উপাসনার কয়েকটি বিশেষ পরিচয় লাভ করি। উপাসনাতে তিনটি বিষয় আবশ্যক—উপাসক, উপাস্যবিষয় ও প্রত্যয়াবৃত্তি বা নিরন্তর ভাবনা। উপাস্য ও উপাসকে ভেদবোধ না থাকিলে উপাসনা হয় না। দ্বিতীয়তঃ, উপাসনার মূলে রহিয়াছে বিশ্বাস, সেখানে বিচারের বিশেষ স্থান নাই। আরও দ্রষ্টব্য এই যে, এই উপাস্যতত্ত্ব শাস্ত্রাদি হইতে ও গুরুমুখে অবগন্তব্য। স্বকপোলকল্পিত চিন্তাকে উপাসনা বলে না।

উপাসনার এই সমগ্র তত্ত্বটী আচার্যের ছান্দোগ্য-ভাষ্য-ভূমিকার নিম্নোক্ত বাক্যে সুস্পষ্ট হইয়াছে ;—"উপাসনা হইতেছে—শাস্ত্রানুমোদিত কোন একটি আলম্বন বা ধ্যানের বিষয় অবলম্বনপূর্বক তাহাতে এরূপভাবে চিত্তবৃত্তির প্রবাহ উৎপাদন করিতে হইবে যে, তাহার ভিতর আর ভিন্নবিষয়ক প্রত্যয় (অর্থাৎ জ্ঞান) উদিত হইয়া ব্যবধান জন্মাইতে না পারে।"[১] বলা বাহুল্য, এই উপাস্য সগুণ ব্রহ্ম বা অপর যে কোনও শাস্ত্রবিহিত দেবতাদি হইতে পারেন।

---

[১] বৃঃ ভাষ্য ১।৩।৯এ এই লক্ষণ আছে—"উপাসনা হইতেছে—বেদের উপাস্যবিষয়ক অর্থবাদাংশে দেবতাদির স্বরূপ যে ভাবে জ্ঞাপিত হইয়াছে, সেই ভাবে মনের দ্বারা উহাকে গ্রহণ করিয়া এবং লৌকিক জ্ঞান তিরোহিত করিয়া ততক্ষণ ঐ বিষয়ে চিন্তা করিতে হইবে যতক্ষণ লৌকিক (দেহাদি) বিষয়ে আত্মাভিমানের ন্যায় সেই দেবতাদির স্বরূপে আত্মাভিমান জাত না হয়।"

পঞ্চদশীকার নির্গুণের উপাসনাও স্বীকার করেন,—"যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে—এই গীতাবচন (৫।৫) হইতে জানা যায় যে, মননাদি-সহকৃত সাংখ্য, অর্থাৎ শ্রবণনামধেয় বেদান্তবিচার যেমন ব্রহ্মপ্রাপ্তির একটি উপায়, তেমনি যোগনামধেয় নির্গুণব্রহ্মোপাসনাও একটি উপায়। নির্গুণের উপাসনা অসিদ্ধ, উহা বলা যাইতে পারে না। প্রশ্নোপনিষদে আছে, 'যিনি ত্রিমাত্র ওঙ্কারে পরম পুরুষের ধ্যান করেন' (৫।৫) ;—এখানে নির্গুণেরই উপাসনা বিহিত হইয়াছে। সূত্রকার বেদব্যাসও 'আনন্দাদি মুখ্যব্রহ্মের'—এই সূত্রে (ব্রঃ ৩।৩।১১), উপাস্যের জ্ঞান, আনন্দ প্রভৃতি ভাবরূপ গুণের, এবং 'অক্ষর পরব্রহ্ম ; তিনি বিশেষবর্জিত—এই তত্ত্ব শ্রুতির নানা স্থানে উপদিষ্ট'—এই সূত্রে (৩।৩।৩৩) উপাস্যের অস্থূলত্বাদি অভাবরূপ গুণবর্গের একত্র সমাবেশ করিয়া নির্গুণের উপাসনা করিতে হইবে বলিয়াছেন। এইরূপ বলিতে পার না যে, যেখানে আনন্দাদি গুণের সমুচ্চয় কীর্তিত হইয়াছে, সেখানে নির্গুণ উপাস্য নহেন ; কারণ 'আনন্দাদিও অস্থূলত্বাদি গুণের দ্বারা উপলক্ষিত অখণ্ডৈকরস ব্রহ্মই আমি'—এবম্প্রকারে নির্গুণত্বকে ব্যাহত না করিয়াও উপাসনা সম্ভবপর। এইরূপ উপাসনা করিলে ক্রমে উপাস্য নির্গুণ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারলাভ হয়" (সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ, ৩।৮)। পঞ্চদশী, ধ্যানদীপ দ্রঃ। এই মত কিন্তু সর্ববাদিসমাদৃত নহে।

জ্ঞান ও উপাসনা

আচার্য জ্ঞান ও উপাসনার পার্থক্য এইরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন, "যাহা বস্তুর স্বরূপকে অপেক্ষা না করিয়াই বিহিত হয়, এবং যাহা পুরুষের চিত্তবৃত্তির অধীন, তাহাই কর্ম ;—যথা—'যে দেবতার উদ্দেশে হবিঃ গৃহীত হইবে, হোতা সেই দেবতার ধ্যান করিবেন,' কিংবা 'মনের দ্বারা সন্ধ্যার ধ্যান করিবেন,'—ইত্যাদি স্থলে। ধ্যান অর্থাৎ চিন্তা ; উহা (জ্ঞানের ন্যায়) মানস হইলেও পুরুষ ইচ্ছানুসারে উহা করিতে, না করিতে, বা অন্যরূপ করিতে পারে ; কারণ উহা পুরুষের ইচ্ছাধীন। জ্ঞান কিন্তু প্রমাণসাপেক্ষ। প্রমাণ আবার বস্তুর স্বরূপ অবলম্বনে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং জ্ঞানকে করা, বা না করা, বা অন্যথা করা চলে না। উহা কেবল বস্তুসাপেক্ষ, পরন্তু বিধির অধীন নহে বা পুরুষের অধীন নহে। সুতরাং জ্ঞানপদার্থ মানস হইলেও ক্রিয়ার সহিত তাহার মহা বিলক্ষণতা আছে। যথা—'হে গৌতম, পুরুষই অগ্নি,' 'হে গৌতম, যোষিৎই অগ্নি' (ছাঃ ৫।৭।১, ৫।৮।১),—ইত্যাদি স্থলে পুরুষ ও যোষিতে যে মানসিক অগ্নিবুদ্ধি করা হয়, উহা কেবল বিধিসম্ভূত বলিয়া ক্রিয়াই বটে এবং পুরুষাধীনও বটে। কিন্তু প্রসিদ্ধ অগ্নিতে যে অগ্নিবুদ্ধি হয়, উহা বিধি বা পুরুষের ইচ্ছাধীন নহে। তবে কি ? উহা প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত অগ্নিবস্তুরই দ্বারা নিয়মিত জ্ঞানমাত্র ; উহা ক্রিয়া নহে। সর্বপ্রকার প্রমাণের বিষয়ীভূত বস্তু সম্বন্ধেই এইরূপ বুঝিতে হইবে। এইরূপ সুনিশ্চিত হওয়ায় স্থির হইল যে, যথাভূত-ব্রহ্মাত্ম-বিষয়ক জ্ঞানও বিধি দ্বারা নিয়মিত নহে" (ব্রঃ-ভাষ্য ১।১।৪)। ক্রিয়াত্মক উপাসনা চিত্তশুদ্ধিক্রমে পরম্পরায় জ্ঞানের সহায়ক হইলেও উহা প্রমাণজনিত জ্ঞানের কারণ হইতে পারে না ; সুতরাং মুক্তির প্রতিও সাক্ষাৎ কারণ হইতে পারে না।

এখন আমরা নিদিধ্যাসনের সহিত উপাসনার সম্বন্ধ বুঝিয়া লইতে চেষ্টিত হইব। আচার্য লিখিয়াছেন, "কর্মেরই ন্যায় উপাসনারও ফল দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট বলিয়া উল্লিখিত হয়। কতকগুলি উপাসনার ফল, জ্ঞানোৎপত্তিক্রমে

উপাসনা ও নিদিধ্যাসন

ক্রমমুক্তি" (ব্রঃ-ভাষ্য ৩৷৩৷১)। কোন্ উপাসনার কি ফল, তাহা উপাসনাবিধির সঙ্গে সঙ্গেই উল্লিখিত রহিয়াছে। উহাদের সাধারণ ফল চিত্তের একাগ্রতা-উৎপাদন।[১] উপাসনার মধ্যে একটা স্তরভেদ আছে। যে উপাসনা যত উচ্চস্তরের, অর্থাৎ যাহাতে সকামভাব অল্পতর এবং যাহা ব্রহ্মের অধিকতর নিকটবর্তী উহা ততই অধিক একাগ্রতাসম্পাদক। একাগ্রতাই পরিপক্ক হইয়া সমাধিতে পরিণত হয়, এবং সমাধিবলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়। এইজন্যই আচার্য লিখিয়াছেন যে, যে কোনও প্রকার সগুণ-ব্রহ্মোপাসনার ফলেই তাঁহার সাক্ষাৎকারলাভ হয়।[২] বেদান্ত-পরিভাষায়ও উল্লিখিত হইয়াছে, "সগুণোপাসনাও চিত্তের একাগ্রতারূপ দ্বার অবলম্বনে নির্বিশেষ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের সহায়ক হয়।" এই "চিত্তের একাগ্রতা" অর্থে টীকাকার নিদিধ্যাসন ধরিয়াছেন। "চিত্ত অনাদি কুসংস্কারের দ্বারা বিষয়ে আকৃষ্ট হয়;—উহাকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া আত্মবিষয়ক স্থৈর্যের অনুকূল করারূপ মানসব্যাপারই নিদিধ্যাসন।"[৩] উপাসনা ও নিদিধ্যাসনের পার্থক্য এই—নিদিধ্যাসন ফল, উপাসনা তাহার অন্যতম উপায়;[৪] নিদিধ্যাসনের পূর্বে মননরূপ বিচার আবশ্যক, উপাসনায় তাদৃশ বিচারের অপেক্ষা নাই, অপেক্ষা আছে শুধু গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধার; নিদিধ্যাসন ব্রহ্মজ্ঞানের সাক্ষাৎ উপায়, কিন্তু উপাসনা গৌণ উপায়। মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ শ্রবণজনিত অখণ্ডাকারা চিত্তবৃত্তি; সুতরাং উপাসনাসহায়ে মুক্তিলাভে কথঞ্চিৎ বিলম্বের সম্ভাবনা আছে।

---

[১] অতএব শনৈশ্চিত্তং প্রসক্তমসতাং পথি।
ভক্তিযোগেন তীব্রেণ বিরক্ত্যা চ নয়েদ্বশম্॥ ভাগবত ৩৷২৭৷৫
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন মনো ময্যর্পিতং স্থিরম্॥ ভাগবত ৩৷২৫৷৪৪

[২] ব্রঃ ভাষ্য ৩৷৩৷৫৯

[৩] বেদান্তপরিভাষা

[৪] "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা"—যোগসূত্র

জ্ঞান ও উপাসনার অধিকারী

তথাপি উপাসনা সহজসাধ্য, জ্ঞানমার্গ সুকঠিন।[১] এইজন্য বহু সাধক উপাসনামার্গ ই অবলম্বন করেন। এখানে ইহাও দ্রষ্টব্য যে, উপাসনার ফল দীর্ঘকাললভ্য হইলেও উপাসনা কখনও ব্যর্থ হয় না। কারণ শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন, "কল্যাণকারী কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। এই ধর্মের স্বল্পানুষ্ঠানও মহদ্ভয় বিদূরিত করে" (২।৪০, ৬।৪০)। ছান্দোগ্যেও বলা হইয়াছে, "মানুষ সঙ্কল্পময় ; সে এই জীবনে যেরূপ সঙ্কল্পবিশিষ্ট হয়, এই লোক হইতে গমন করিয়াও সেইরূপই হয়" (ছাঃ ৩।১৪।৯ ; গীতা ৮।৬)। সুতরাং জ্ঞানমার্গের তুলনায় উপাসনামার্গ নিম্নস্তরের হইলেও উহা হেয় নহে। বরং বিশেষ বিশেষ অধিকারীর পক্ষে উহা অধিক ফলপ্রদ। অনধিকারী জ্ঞানমার্গে অগ্রসর হইতে পারেন না। কিন্তু উপাসনামার্গে উচ্চাবচ সকল প্রকার অধিকারীরই স্থান আছে। বিশেষতঃ উপাসনাদি-সহায়ে পবিত্র ও সম্পূর্ণ নিষ্কাম হইয়া বিষয়ভোগ পরিত্যাগ না করিলে জ্ঞানমার্গে অধিকার জন্মে না। জ্ঞানমার্গে চিত্তশুদ্ধি এবং বুদ্ধির প্রাখর্যও আবশ্যক। বিচার সহকারে গুরুবাক্য ধারণা করিতে হইলে পূর্বে অন্যান্য সাধনসহায়ে অন্তঃকরণকে প্রস্তুত করা আবশ্যক।

উপাসনার প্রকারভেদ

উপনিষদে যে সকল উপাসনা বিহিত হইয়াছে, সেগুলিকে আচার্য শঙ্কর তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। কতকগুলি উপাসনা কর্মাঙ্গসম্বন্ধী ও কর্মসমৃদ্ধিকারক, অর্থাৎ কর্মফলগত অতিশয় বা শ্রেষ্ঠতার সম্পাদক। কতকগুলি অভ্যুদয়সাধন, অর্থাৎ স্বর্গাদি-ফলপ্রদ। অপরগুলি সগুণ-ব্রহ্মবিষয়ক ও ক্রমমুক্তিপ্রদ।

অন্য দৃষ্টিতে উপাসনার দুই ভাগ—ব্রহ্মোপাসনা ও প্রতীকোপাসনা। ঐতরেয় আরণ্যকের ভাষ্যে শ্রীমৎ সায়ণাচার্য লিখিয়াছেন, "উক্ত উপাসনা

---

[১] ন যুজ্যমানয়া ভক্ত্যা ভগবত্যখিলাত্মনি।
সদৃশোঽস্তি শিবঃ পন্থা যোগিনাং ব্রহ্মসিদ্ধয়ে ॥ ভাগবত ৩।২৫।১৯ ; গীতা ১২।৫

দ্বিবিধ—ব্রহ্মোপাসনা ও প্রতীকোপাসনা। ব্রহ্মকেই যখন গুণবিশিষ্টরূপে চিন্তা করা হয়, তখন উহাই ব্রহ্মোপাসনা। কিন্তু চিত্ত প্রবল লৌকিক পদার্থের সংস্কারযুক্ত হওয়ায় উহা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে প্রবেশ করিতে না পারিলে যখন ব্রহ্মদৃষ্টিতে লৌকিক বস্তুর চিন্তা করা হয়, তখন উহা প্রতীকোপাসনা। উক্ত প্রতীক দুই প্রকার—যজ্ঞের বহির্ভূত এবং যজ্ঞাঙ্গ।”[১] এইরূপে বুঝিতে পারা যায় যে প্রতীক অর্থে দ্বারীভূত আলম্বন, অর্থাৎ নাম, বাক্য (ছাঃ ৭।১।১৫), অঙ্গ, অবয়ব, বা আকৃতি প্রভৃতি—যাহা ব্রহ্ম হইতে ব্যতিরিক্ত কোনও মায়িক পদার্থ। এইরূপে প্রণব পরমাত্মার প্রতীক (কঃ ১।২।১৭) বা শালগ্রাম বিষ্ণুর প্রতীক হইতে পারে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, অনাত্ম বস্তুকে দেবতাবুদ্ধিতে বা ব্রহ্মবুদ্ধিতে যে উপাসনা করা হয়, তাহাই প্রতীকোপাসনা। প্রতীকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মধ্যান হইতে পারে না; কারণ সেখানে প্রতীকের প্রাধান্য থাকে। (বৃঃ ভাষ্য ৪।৩।১৫)।

ব্রহ্মোপাসনা ও প্রতীকোপাসনা

কর্মের অঙ্গভূত, উদ্গীথ, সাম প্রভৃতি অবলম্বনে যে প্রতীকোপাসনা, তাহা যজ্ঞাঙ্গাশ্রিত উপাসনা। এই জাতীয় উপাসনা ছান্দোগ্যের প্রথমাধ্যায়ের প্রারম্ভ হইতে দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বাবিংশ খণ্ড পর্যন্ত রহিয়াছে। বৃহদারণ্যকের প্রারম্ভেও ইহা আছে। যজ্ঞবহির্ভূত প্রতীকোপাসনায় যজ্ঞাঙ্গ ভিন্ন শাস্ত্রীয় প্রতীক গৃহীত হয়। ঐ সকল প্রতীক বৈদিক, পৌরাণিক বা তান্ত্রিক হইতে পারে। যথা, বৈদিক ওঙ্কার (ছাঃ ২।২৩।২), পৌরাণিক প্রতিমা বা তান্ত্রিক যন্ত্র ইত্যাদি।

যজ্ঞাঙ্গ ও যজ্ঞবহির্ভূত প্রতীক

১। তচ্চোপাসনং দ্বিবিধং ব্রহ্মোপাসনং প্রতীকোপাসনঞ্চেতি। ব্রহ্মণ এব গুণবিশিষ্টত্বেন চিন্তনং ব্রহ্মোপাসনম্। প্রবললৌকিকপদার্থবাসনোপেতস্য তৎপরিত্যাগেন ব্রহ্মণি চিত্তস্যাপ্রবেশে ব্রহ্মভাবনয়া লৌকিকবস্তুচিন্তনং প্রতীকোপাসনম্। তচ্চ প্রতীকং দ্বিবিধং যজ্ঞাদ্বহির্ভূতং যজ্ঞাঙ্গঞ্চেতি। তত্র মহাব্রতান্তবহুবিধযজ্ঞবাসনাবাসিতস্য যজ্ঞাঙ্গে সহসা চিত্তং প্রবিশতীতি মত্বা উক্থম্ উক্থম্ ইত্যাদিনা অঙ্গবিবদ্ধোপাসনমুচ্যতে।” ঐতরেয়-আরণ্যকভাষ্য ৩।২

দ্বিবিধ প্রতীকোপাসনা —সম্পদ্ ও অধ্যাস

প্রতীকোপাসনা দুই ভাগে বিভক্ত—সম্পদ্ ও অধ্যাস। ভাষ্যভাবপ্রকাশিকায় চিৎসুখাচার্য লিখিয়াছেন, "নিকৃষ্ট বস্তুকে আলম্বনরূপে গ্রহণ করিয়া যখন কোনও সাদৃশ্যবশতঃ তাহাতে উৎকৃষ্ট বস্তুর দৃষ্টি আরোপিত হয়, তখন উহা সম্পদ্; যেমন মনে অনন্তত্বরূপ সাদৃশ্য থাকায় তাহাতে বিশ্বদেবত্ব দর্শন। অধ্যাসে কিন্তু আলম্বনেরই (প্রাধান্য)"।[১] ভামতীকারও লিখিয়াছেন, "অনন্ত মনোবৃত্তির সহিত অনন্ত বিশ্বদেবগণের সাম্য আছে; সুতরাং বিশ্বদেবগণকে মনে আরোপিত করিয়া এবং মনোরূপ আলম্বনটিকে অবিদ্যমানপ্রায় করিয়া সম্পাদ্যমান (আরোপণীয়) বিশ্বদেবগণেরই যে প্রাধান্যতঃ অনুচিন্তা করা হয়, তদ্দ্বারা অনন্তলোকপ্রাপ্তি হয়। কিন্তু অধ্যাসে আলম্বনকেই প্রধানরূপে গ্রহণ করিয়া আরোপিত তদ্ভাবের অনুচিন্তা করা হয়। যেমন, 'মনকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিবে' (ছাঃ, ৩।১৮।১), বা 'আদিত্য ব্রহ্ম—ইহাই উপদেশ' (ছাঃ ৩।১৯।১; বৃঃ ১।১।৪)।" শালগ্রামে বিষ্ণুর পূজা অধ্যাস বা প্রতীকোপাসনার দৃষ্টান্ত; প্রতিমায় পূজা সম্পদুপাসনার দৃষ্টান্ত।[২]

সম্পদুপাসনার একটি দৃষ্টান্ত বৃহদারণ্যক হইতে গৃহীত হইতে পারে। রাজারাই অশ্বমেধের অধিকারী। কিন্তু অনধিকারী ব্রাহ্মণাদি কেহ যদি অল্পফলবিশিষ্ট অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠানকালে যথাবিধি ভাবিতে থাকেন, "আমি অশ্বমেধই করিতেছি," তবে তিনি অশ্বমেধের মহৎ ফল, অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভলোক, লাভ করেন। আবার যিনি অশ্বমেধের সকল অঙ্গ সুসম্পূর্ণরূপে সম্পাদন

---

[১] "সম্পন্নাম অল্পে বস্তুনি আলম্বনে কেনচিৎ সামান্যেন মহাবস্তুদর্শনম্। যথা—মনসোহনন্তত্বসামান্যেন বিশ্বদেবত্বদর্শনম্। অধ্যাসে তু আলম্বনস্যৈবেতি।"

[২] কল্পতরুকার—"আরোপ্যপ্রধানা সম্পদ্ অধিষ্ঠানপ্রধানোহধ্যাসঃ" (১।১।৪) পরিমলকার লিখিয়াছেন, "সম্পদুপাসনানামারোপ্যপ্রাধান্যম্। প্রতীকোপাসনানামধিষ্ঠান-প্রাধান্যম্।" এখানে প্রতীকে অর্থে অধ্যাস বুঝিতে হইবে।

করিতে অক্ষম, তিনি যদি উক্ত যজ্ঞের অঙ্গবিশেষ অবলম্বনে তাহার যাবতীয় অঙ্গের অনুষ্ঠান করেন, এবং সেই অঙ্গাশ্রিত উপাসনাবিশেষের দ্বারা যদি মহৎ ফল সম্পাদন করেন, তবে তাহাও সম্পদুপাসনা।[১]

ছান্দোগ্যের প্রারম্ভে (১।১।১) উদ্‌গাতৃ-বিষয়ক (অর্থাৎ উদ্‌গাতার কর্তব্য উদ্‌গীথগানের অঙ্গীভূত) ওঙ্কারের যে উপাসনা বিহিত হইয়াছে, উহাও সম্পদুপাসনার দৃষ্টান্ত। এখানে বাহিরের কোনও গুণ আরোপিত হয় নাই ; প্রত্যুত যে ওঙ্কার সর্ববেদব্যাপী, তাহাকে সঙ্কুচিত করিয়া উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করিতে বলা হইতেছে ; কেন না প্রণব ঐ উদ্‌গীথেও ব্যবহৃত হয়। "ওমিত্যেতদ্ অক্ষরমুদ্‌গীথম্ উপাসীত"—এখানে ওম্ ও উদ্‌গীথের সামাধিকরণ্যের দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে, উদ্‌গীথ শব্দটি ওঙ্কারের বিশেষণ। বিশেষণ বিশেষ্যকে সঙ্কুচিত করে। এখানে এইরূপে উদ্‌গীথভক্তিস্থ সঙ্কুচিত ওঙ্কারেরই উপাসনা বিহিত হইয়াছে (ব্রঃ-ভাষ্য ৩।৩।৯) এবং ব্যাপক ওঙ্কারের নিজস্ব গুণাবলী উহাতে আরোপিত হইয়াছে।

গুণাদির সাদৃশ্যের ন্যায় কোনও ক্রিয়ার সাদৃশ্যবশতও সম্পদুপাসনা বিহিত হইতে পারে। যেমন, "বায়ুর্বাব সম্বর্গঃ" (ছাঃ ৪।৩।১) ইত্যাদিতে সম্বর্গগুণবিশিষ্ট বায়ুতে প্রলয়াধিষ্ঠান অপরব্রহ্মের উপাসনা করার বিধি আছে।

অধ্যাস উপাসনায় আলম্বনের স্বরূপকে তিরোহিত না করিয়া এক বস্তুতে (অর্থাৎ আলম্বনে) অপরের (অর্থাৎ আরোপ্যের) চিন্তা করা হয়। যেমন, পূর্বের দৃষ্টান্তে মন ও আদিত্যকে তিরোহিত না করিয়া ব্রহ্মের চিন্তা করা হয়। অথবা "যেমন, 'নামব্রহ্ম' (ছাঃ ৭।১।৪) ইত্যাদি স্থলে নামে ব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপন করিলেও, নামবুদ্ধি ব্রহ্মবুদ্ধির দ্বারা বিলুপ্ত না হইয়া অনুবর্তন

১। বৃঃ-ভাষ্যে (২।১।৬) আনন্দগিরির টীকায় সম্পদের এইরূপ পরিচয় আছে। অশ্বমেধাদি মহৎ কর্মের সহিত কোনও সাদৃশ্য অবলম্বন করিয়া অগ্নিহোত্রাদি অল্প। কর্মকে অশ্বমেধাদির ন্যায় মহৎফলবান্ মনে করাকে, অথবা অগ্নিহোত্রাদি কর্মেরই আজ্যাদি আহুতির সহিত উজ্জ্বল দেবলোকাদির সাদৃশ্য থাকায় আহুতিকে দেবলোক মনে করাকে সম্পদ্ বলে।

করে ; কিংবা যেমন, প্রতিমায় (বা শালগ্রামে) বিষ্ণুবুদ্ধি অধ্যস্ত হয় (ব্রঃ-ভাষ্য ৩।৩।৯) ।”

ব্রহ্মোপাসনা

অতঃপর ব্রহ্মোপাসনা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। পরমাত্মাকে কোনও গুণ বা রূপবিশিষ্টরূপে উপাসনাই ব্রহ্মোপাসনা—ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই গুণ বা রূপ তাঁহার উপাধিস্বরূপ। উহারা তাঁহার স্বরূপভূত নহে। উপাসনারই জন্য শাস্ত্রে ঐ সব উপদিষ্ট হইয়াছে। ছান্দোগ্যে যেখানে হিরণ্যশ্মশ্রু ও হিরণ্যকেশ পুরুষের (১।৬।৬) সহিত অভিন্ন অক্ষিপুরুষের (১।৭।৫) কথা বলা হইয়াছে, সেখানে ব্রহ্মেরই উপাসনা বিহিত হইয়াছে। আচার্য এই বিষয়ে বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া লিখিয়াছেন (ব্রঃ-ভাষ্য ১।১।২০), “যদি আপত্তি হয় যে, ‘হিরণ্যশ্মশ্রু’ ইত্যাদি প্রকারে রূপবর্ণনা পরমেশ্বরের পক্ষে সঙ্গত হয় না, তবে আমরা বলি, সাধকানুগ্রহের নিমিত্ত পরমেশ্বরেরও ইচ্ছানুক্রমে মায়াময় রূপ হইয়া থাকে। যথা স্মৃতিতে আছে, ‘হে নারদ, এই বিচিত্ররূপিণী মায়া আমার দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়াই তুমি আমায় এবম্প্রকারে গুণযুক্ত দেখিতেছ ; অন্যথা তুমি আমাকে দেখিতে বা জানিতে পারিতে না।’ আর এক কথা এই যে, যেখানে পরমেশ্বরের নির্বিশেষ রূপ উপদিষ্ট হয়, সেখানে ‘তিনি শব্দস্পর্শাতীত, অরূপ ও অব্যয়’—এতাদৃশ শাস্ত্রবাক্য প্রযুক্ত হয়। আর যেখানে তিনি উপাস্যরূপে উপদিষ্ট হন, সেখানে ‘সর্বকর্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরূপ, সর্বরস’ (ছাঃ ৩।১৪।৪) ইত্যাদি বাক্যের সহায়ে কার্যভূত বিকার-ধর্মের দ্বারা তাঁহাকে বিশেষিত করা হয়, কেন না, তিনিই সকলের কারণ। সুতরাং হিরণ্যশ্মশ্রুত্বাদির উপদেশ যে উপাসনারই জন্য, ইহা স্থির হইল। ‘তিনি আদিত্যের অন্তরে’ এবম্প্রকারে আধারবর্ণনা নিরাধার ও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত পরমেশ্বরের পক্ষে সঙ্গত হয় না বটে ; কিন্তু উপাসনার জন্য, আধারবিশেষের উপদেশও অসঙ্গত নহে। তিনি যখন ব্যোমবৎ সর্বান্তর্যামী, তখন তাঁহাকে সর্বান্তর্বর্তী বলা অযৌক্তিক নহে। তাঁহার

সসীম ঐশ্বর্যও আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক উপাসনারই জন্য উপদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং পরমেশ্বরই যে উপাসনার জন্য অক্ষি ও আদিত্যের অন্তর্বর্তিরূপে উপদিষ্ট হইয়াছেন, ইহা সিদ্ধ হইল।"

আবার যেখানে কুক্ষিস্থ বৈশ্বানর অগ্নির কথা আছে (ছাঃ ৩।১৩।৭) সেখানে কাহারও মতে জাঠরাগ্নি-প্রতীক এবং কাহারও মতে জাঠরাগ্নি-উপাধিক পরমেশ্বরের উপাসনা বিহিত হইয়াছে। আচার্য লিখিয়াছেন, "শাস্ত্র যেমন মনে ব্রহ্মদর্শন করিতে বলিয়াছেন (ছাঃ ৩।১৮।১) তেমনি জাঠরাগ্নিতেও (প্রতীকোপাসনা) বলিয়াছেন। অথবা যেমন মন-উপহিত ব্রহ্মকে উপাসনা করিতে বলিয়াছেন (ছাঃ ৩।১৪।২) সেইরূপ জাঠরাগ্নিতে উপহিত ঈশ্বরের উপাসনা বলিয়াছেন (ব্রঃ-ভাষ্য ১।২।২৬)।" পরন্তু "জৈমিনি মুনির মতে জাঠরাগ্নিকে পরমেশ্বরের প্রতীক বা উপাধি কল্পনা না করিয়া ঐ বাক্যে সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের উপাসনা বিহিত হইয়াছে।"[১] যিনি বৈশ্বানর, অর্থাৎ সর্বজীবাত্মক বা সমুদয় সৃষ্টবস্তুর কর্তা, এবং যিনি অন্তঃপ্রবিষ্ট, তিনিই সেখানে উপাস্য। এই মতে সেখানে মোটেই জাঠরাগ্নির উপদেশ দেওয়া হয় নাই, প্রত্যুত অন্তঃপ্রবিষ্টত্ব প্রভৃতি বিশেষ শব্দের দ্বারা পরমেশ্বরেরই উপাসনোচিত উপাধি নির্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং ইহা ব্রহ্মোপাসনা। এইরূপে গায়ত্রী-উপহিত ব্রহ্মের উপাসনাও বিহিত হইয়াছে (ছাঃ ৩।১২ ; ব্রঃ ১।১।২৫)।

ব্রহ্মবিষয়ে আবার অহংগ্রহ-উপাসনাও করা যাইতে পারে। ব্রহ্মকে অহং (অর্থাৎ জীবাত্মারূপে) ও অহং (অর্থাৎ জীবাত্মাকে) ব্রহ্মরূপে উপাসনা করার নাম অহংগ্রহোপাসনা।[২] ছান্দোগ্যের তৃতীয়াধ্যায়ের চতুর্থ খণ্ডে এইরূপ একটি উপাসনাতে

অহংগ্রহ-উপাসনা

---

[১] ব্রঃ-ভাষ্য ১।২।২৮ দ্রঃ। এই মতে মূলের "প্রাদেশমাত্র" শব্দের যেরূপ অর্থ হইবে তাহা যথাস্থানে টীকায় দ্রষ্টব্য।

[২] "ত্বং বা অহমস্মি ভগবতি দেবতে, অহং বা ত্বমসি।" ব্রঃ-ভাষ্য ৩।৩।৩৭

দেখিতে পাই যে, নিজ হৃদয়াকাশে জীবাত্মার সহিত অভিন্নরূপে ব্রহ্মকে সাক্ষাৎভাবে উপাসনা করা হইতেছে। বৃহদারণ্যকের প্রারম্ভে প্রজাপতির সহিত আপনার অভেদচিন্তারূপ অহংগ্রহ-উপাসনা বিহিত হইয়াছে।

এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, “আমি ব্রহ্ম” ইত্যাকার চিন্তায় যদি জীব ও ব্রহ্মে ভেদজ্ঞান পরিস্ফুট থাকে, অভেদজ্ঞানটি আরোপিত মাত্র হয়, তবে ঐ (অহংগ্রহ) উপাসনা সম্পদুপাসনারই অন্তর্ভুক্ত হইবে। আর যদি উহা প্রমাণমূলক, অর্থাৎ শ্রবণ-মনন-জনিত হয়, তবে নিদিধ্যাসনপদবাচ্য হইবে। ব্রহ্মবিষয়ক অহংগ্রহ-উপাসনা সম্বন্ধে আর একটি বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে, উহাদের সবগুলিই প্রত্যেকের পক্ষে অনুষ্ঠেয় নহে। যে কোনওটি শ্রদ্ধাসহকারে গ্রহণ করিয়া উহাতে নিরত থাকিলে ব্রহ্মলোকগমন ও ক্রমমুক্তিরূপ একই পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়।

সকাম ও নিষ্কাম উপাসনা

উপাসনা সকামভাবে বা নিষ্কামভাবে করা যাইতে পারে। সকামভাবে করিলে, যে উপাসনার যে ফল শাস্ত্রে বিহিত আছে, তাহা পাওয়া যায়; কিন্তু নিষ্কাম উপাসনার ফলে চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে। “নামব্রহ্ম” (ছাঃ ৭।১) ইত্যাদি সকাম উপাসনার ও অঙ্গাশ্রিত সামোপাসনাদির (ছাঃ ২য় অধ্যায়) ফললাভ অদৃষ্টোৎপাদনক্রমে হইয়া থাকে। উপাসনাগুলি সকাম ব্যক্তি যথেচ্ছ বাছিয়া লইতে পারেন। এবম্প্রকার অঙ্গাশ্রিত উপাসনাগুলি যে কর্মানুষ্ঠানকালে অবশ্যই করিতে হইবে, এইরূপ কোনও নিয়ম নাই।[1] উপাসনার আশ্রয় না লইলেও কর্মের যথাবিহিত ফল পাওয়া যাইতে পারে (ছাঃ ১।১।১০ ; বৃ-ভাষ্য ৩।৩।১)। অঙ্গাশ্রিত উপাসনাগুলি ঋত্বিকেরই কর্তব্য, যজমানের নহে। তবে ফল যজমানের লভ্য; কেন না তিনি ঐ জন্যই ঋত্বিক্‌গণকে দক্ষিণা দেন (ব্রঃ ৩।৪।৪৬)।

---

[1] বিভিন্ন উপাসনার মধ্যে কোন্‌টি কাহার কর্তব্য ও কিরূপে কর্তব্য তাহা ব্রহ্মসূত্রে বিচারিত হইয়াছে (ব্রঃ ৩।৩।৫৭-৬৬)।

কর্ম, উপাসনা ও ব্রহ্মবিদ্যার সম্বন্ধ

অতঃপর প্রশ্ন এই উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্বই থাকা উচিত ; এখানে আবার ক্রিয়াত্মক উপাসনার উপদেশ রহিয়াছে কেন ? আর যদিই বা ব্রহ্ম-বিষয়ক মনোবৃত্তি ও রহস্যবিদ্যা হিসাবে ব্রহ্মোপাসনা উপনিষদে স্থান পাইল, তথাপি সকাম উপাসনা ও অঙ্গাশ্রিত উপাসনাকে তো বাদ দিলে চলিত ; কেবল নিষ্কাম ব্রহ্মোপাসনাই সাধকের পক্ষে যথেষ্ট নহে কি ? এই সমস্যাগুলির সমাধান করিতে হইলে আমাদিগকে প্রথমে বেদের বিভিন্ন অংশের সম্বন্ধ বুঝিয়া লইতে হইবে।

ব্রহ্মসূত্রের প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে, "যেহেতু ক্রিয়াফল অনিত্য, অতএব সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন হইয়া ব্রহ্মসম্বন্ধে বিচার করিবে।" সাধন-চতুষ্টয় এই—(১) নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক ; (২) ঐহিক ও আমুষ্মিক ভোগে বিরাগ ; (৩) শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা—এই ষট্‌সম্পত্তি ; (৪) মুমুক্ষুত্ব। উপাসনার ফলে সমাধি সহজলভ্য হয় এবং অপরাপর সাধন-সম্পদেরও উৎকর্ষ হইয়া থাকে। সুতরাং ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সহিত ইহার একটা নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে। আবার ইহাও দেখা যায় যে, উপাসনা ও কর্মের ফলোল্লেখ দ্বারা বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়। কথাটি আপাততঃ স্ববিরুদ্ধ মনে হইলেও ইহার গভীর তাৎপর্য আছে। কর্ম ও কর্মফল অপেক্ষা উপাসনার ফল শ্রেষ্ঠ, ইহা সর্বশাস্ত্রসম্মত।[১] সকাম-নিষ্কামভেদে আবার কর্ম ও উপাসনার ফলের উৎকর্ষাপকর্ষ হয়।[২] যাহারা শাস্ত্রীয় আচারে রত নহে, তাহারা অধম গতি প্রাপ্ত হয় (ছাঃ ৫।১০।৮)। যাঁহারা সকামভাবে কর্ম ও উপাসনাদি করেন, তাঁহারা এতদপেক্ষা উচ্চতর গতি প্রাপ্ত হন ; কিন্তু এই উচ্চ ফলও বিনাশী (ছাঃ ৫।১০।৩-৭)। পুণ্যোচিত ভোগলাভের পর

---

[১] "কর্মণা পিতৃলোকঃ, বিদ্যয়া দেবলোকঃ"—কর্মের দ্বারা পিতৃলোক, উপাসনাদ্বারা দেবলোক লাভ হয়।

[২] "কাম্য-কর্মানুষ্ঠাতা দেবতাযাজী অপেক্ষা আত্মশুদ্ধির জন্য কর্মকারী। আত্মযাজী শ্রেষ্ঠ"—শতপথব্রাহ্মণ ১১।২।৬।১৩

ইহারা সংসারগতি প্রাপ্ত হন।[১] বিশেষ বিশেষ উপাসনা বা কর্মের, যথা অশ্বমেধের ফলে হিরণ্যগর্ভলোক লাভ হইতে পারে, এইরূপে যাঁহারা পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিদ্ হিরণ্যগর্ভের উপাসক, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, অথবা তপঃ-শ্রদ্ধা-পরায়ণ বানপ্রস্থ বা অমুখ্য পরিব্রাজক, তাঁহাদেরও ব্রহ্মলোকে গতি হয়।[২] কিন্তু এই হিরণ্যগর্ভলোক বা ব্রহ্মলোকও বিনাশী। উপাসনার সহিত আচরিত কর্মের ফল ব্রহ্মলোককে অতিক্রম করিতে পারে না।[৩] যাঁহারা উক্ত লোকে গমন করেন, তাঁহাদিগকে কল্পান্তে পুনর্বার সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয়।[৪] এইরূপে কর্মফলের অবশ্যম্ভাবী বিনাশ প্রদর্শন করিয়া শ্রুতি ইহাই বুঝাইতেছেন যে, এতাদৃশ অকিঞ্চিৎকর ফলের প্রতি বৈরাগ্য হওয়া উচিত। কর্মবিরহিত প্রতীকোপাসনার ফলও শাশ্বত নহে। প্রতীকোপাসনার ফলে বিদ্যুৎ-লোক পর্যন্তই গতি হইতে পারে। অমানব পুরুষ (ছাঃ ৫।১০।২) এই জাতীয় উপাসকদিগকে বিনাশী ব্রহ্মলোকেও লইয়া যান না (ব্রঃ ৪।৩।১৫)। অধিকন্তু ব্রহ্মোপাসনাও সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ নহে। উহার ফলে মরণান্তে ব্রহ্মলোকে গতি হয়, এবং কল্পান্তে হিরণ্যগর্ভের সহিত মুক্তিলাভ হয়। ইহাদিগকে অবশ্য সংসারে ফিরিতে হয় না (ছাঃ ৪।১৫।৫)। কিন্তু বিজ্ঞানের তুলনায় ইহাও অকিঞ্চিৎকর। জ্ঞান জীবন্মুক্তি বা বিদেহমুক্তির কারণ ; সেখানে ক্রমমুক্তির অপেক্ষা নাই সুতরাং বিলম্বও নাই। এইরূপে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা এবং কর্ম ও উপাসনার নিকৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়া শ্রুতি ইহাই বলিতেছেন যে, সংসারে বিরক্ত মুমুক্ষুর পক্ষে জ্ঞাননিষ্ঠাই সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ।

অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে, কর্মফল বিনাশী হইলেও কর্ম সর্বথা

---

[১] মুঃ ১।২।৭ ; গীতা ৮।১৬ [২] ছাঃ ৫।১০।১-১০ ; ২।২৩।১

[৩] ব্রহ্মা বিশ্বসৃজো ধর্মো মহান্ অব্যক্তম্ এব চ।
উত্তমাং সাত্ত্বিকীমেতাং গতিমাহুর্মনীষিণঃ॥ মনু ১২।৫০

[৪] গীতা ৮।১৬ ; ভাগবত ১১।১০

কর্ম ও উপাসনার প্রয়োজনীয়তা

নিন্দনীয় নহে। ছান্দোগ্যে উহার প্রয়োজন স্পষ্টই স্বীকৃত হইয়াছে।[১] শাস্ত্রবিহিত কর্ম চিত্তের স্বাভাবিক দুষ্প্রবৃত্তি দূর করে এবং নিষ্কাম কর্ম চিত্তকে পরিশুদ্ধ করিয়া জ্ঞাননিষ্ঠার উপযোগী করে। এই জন্যই গীতায় বলা হইয়াছে যে, পূর্বে কর্মানুষ্ঠান-জনিত শুভ সংস্কার লাভ না হইলে বৈরাগ্য অসম্ভব (৩।৪)।[২] কর্মীর দৃষ্টি কিন্তু মুখ্যতঃ বাহ্য বিষয়েই আবদ্ধ থাকে। তাহাকে অন্তর্মুখ করিতে হইলে উপাসনার বিধান প্রয়োজন। মন অন্তর্মুখ হইলে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ কার্যকর হয়। এইরূপে সাধনজগতে কর্ম ও উপাসনার একটি সুনির্দিষ্ট স্থান আছে। তাহাদের মধ্যে একটি পারম্পর্যরূপ সম্বন্ধ সহজেই দৃষ্ট হয়। সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যার প্রারম্ভে অঙ্গাশ্রিত উপাসনা এবং অন্যবিধ উপাসনার উল্লেখ অসঙ্গত নহে।

উপনিষদুক্ত সাধনার ক্রম

সাধারণ মানব সকামভাবেই কর্মে লিপ্ত হয়—তাহারা প্রবৃত্তিমার্গের পথিক; তাহারা অকস্মাৎ নিষ্কাম ব্রহ্মবিদ্যায় প্রবৃত্ত হইতে পারে না। তাহাদের মনে স্থূল বিষয়ের সংস্কার অতি প্রবল। সুতরাং তাহাদিগকে ক্রমে সকাম হইতে নিষ্কামে, অর্থাৎ নিবৃত্তিমার্গে,[৩] এবং স্থূল হইতে সূক্ষ্মে লইয়া যাওয়া আবশ্যক। এইরূপেই তাহারা আধ্যাত্মিক জগতে ক্রমে উন্নীত হইতে পারে। সুতরাং ছান্দোগ্যের

[১] ছাঃ ২।২৩।১, ৪।১৬-১৭, ৮।১৫।১ ইত্যাদি

[২] অকুর্বন্ বিহিতং কর্ম নিন্দিতং চ সমাচরন্।
প্রসজ্জংশ্চেন্দ্রিয়ার্থেষু নরঃ পতনমৃচ্ছতি॥ —আনন্দগিরিধৃত শ্লোক
শোধ্যমানং তু তচ্চিত্তমীশ্বরার্পিতকর্মভিঃ।
বৈরাগ্যং ব্রহ্মলোকাদৌ ব্যনক্ত্যাশু সুনির্মলম্॥ ঐ

[৩] প্রবৃত্তং চ নিবৃত্তং চ দ্বিবিধং কর্ম বৈদিকম্।
ইহ বাহমুত্র বা কামং প্রবৃত্তং কর্ম কীর্ত্যতে॥
নিষ্কামং জ্ঞানপূর্বং তু নিবৃত্তমভিধীয়তে॥

প্রথমে কর্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনা আরম্ভ হইয়াছে। বৃহদারণ্যকেও অনুরূপ রীতি দেখিতে পাই। তৈত্তিরীয়ের প্রথমে (১।৩।১) সংহিতোপনিষৎ ব্যাখ্যার কারণও ইহাই। চিন্তার অবলম্বনরূপে মানুষ প্রথমে চিরপরিচিত স্থূলেরই অন্বেষণ করে। অত্যন্ত স্থূল ক্রিয়াদির সাহায্যে উপনিষৎ সূক্ষ্মে লইয়া যান।[1] অবশ্য উপাসনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে সাধক শাস্ত্রীয় কর্ম করিয়া উপযুক্ত অধিকার লাভ করিয়াছেন—ইহা ধরিয়া লইয়াই উপনিষৎ উপদেশদানে প্রবৃত্ত হন।[2]

সাধনায় অগ্রসর হইতে হইলে চিত্ত বিশুদ্ধ অর্থাৎ কামনাশূন্য হওয়া আবশ্যক। ইহাও ক্রমে সম্পাদ্য। হীনবুদ্ধি ব্যক্তিগণ শাস্ত্রমর্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়া যথেচ্ছাচারী হয়। তখন শাস্ত্র তাহাদের জন্য সকাম অভিচারাদি পর্যন্ত উপদেশ দিতে কুণ্ঠিত হন না। অতঃপর তাহাদের বুদ্ধি কথঞ্চিৎ শাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইলে স্বর্গাদির সাধন সকাম যজ্ঞাদি উপদিষ্ট হয়। তাহার সহায়ে আত্মার অস্তিত্ব, অতীন্দ্রিয় দেবগণ, সূক্ষ্ম লোকসকল ও কর্মফলদাতা ঈশ্বরে বিশ্বাস; দেবোদ্দেশে দ্রব্যত্যাগে আগ্রহ; দান, ভূতসেবা, সদাচার, গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা প্রভৃতি বিষয়ে উত্তম সংস্কার জাত হইলে প্রথমে বাহ্যক্রিয়ার সহিত অন্বিত সকাম উপাসনার অবতারণা করা হয়। পরে মন যেমন অন্তর্মুখ হইতে থাকে, তেমনি স্তরে স্তরে দেবতাগণের উপাসনা, সগুণ ব্রহ্মোপাসনা ও জ্ঞাননিষ্ঠা উপদিষ্ট হয়। ছান্দোগ্যে ও অপরাপর উপনিষদে এই প্রণালীই অবলম্বিত হইয়াছে।

শুভকর্মের ফলে চিত্ত শুদ্ধ হয়; শুদ্ধচিত্তে উপাসনা করিলে চিত্ত একাগ্র হয়; একাগ্রচিত্তে বেদান্তের শ্রবণে ও বিচারে প্রবৃত্ত হইলে

---

[1] "স্থূলে নির্জিতমাত্মানং শনৈঃ সূক্ষ্মং ধিয়া নয়েৎ।" ভাগবত ৫।২৬।৩৯

[2] যাবন্ন ক্রিয়তে কর্ম শুভং বাঽশুভমেব বা।
তাবন্ন জায়তে মোক্ষঃ কল্পকোটিশতৈরপি॥ মহানির্বাণতন্ত্র ১৪।১০৯

সমাধিমার্গে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়।[1] গীতায় এই মতের পরিপোষক শ্লোক (১০।১০) দেখিতে পাই, “যাহারা নিত্যযুক্ত হইয়া প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করে, আমি তাহাদিগকে তত্ত্ববিষয়ক সম্যক্ জ্ঞান প্রদান করি। এই সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা তাহারা আমাকে আত্মরূপে উপলব্ধি করে।” আরাধনা যে ব্রহ্মের আবির্ভাবের সহায়ক তাহা ব্রহ্মসূত্রের এই সূত্রে স্বীকৃত হইয়াছে, “আরাধনাকালে ব্রহ্ম পবিত্রচিত্তে প্রকাশিত হন (ব্রঃ ৩।২।২৪)।”

উপাসনার অপরাপর দিক্

বৈদিক উপাসনার আর একটি দিক্ এখানে উল্লেখযোগ্য। আমরা যে সব জাগতিক বস্তুকে সাংসারিক দৃষ্টিতে গ্রহণ করি এবং হেয় মনে করিয়া থাকি, উপনিষৎ তাহাদিগকেও বিশেষ দৃষ্টিসহায়ে উচ্চ আধ্যাত্মিক সাধনার অনুকূল করিয়া থাকেন। দৃষ্টান্তস্থলে পঞ্চাগ্নিবিদ্যার (ছাঃ ৫।৩) কথা বলা যাইতে পারে। মানুষের জন্মমৃত্যু নিত্যই হইতেছে। কিন্তু উপনিষদের বিধান ব্যতিরেকে কে ইহাকে উচ্চ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখিয়া ইহার সহায়ে ব্রহ্মলোকের পর্যন্ত অধিকারী হইতে পারে? যে গার্হস্থ্যজীবনকে আমরা ভোগদৃষ্টিতে দেখি, তাহাও এইরূপে ব্রহ্মদৃষ্টিতে পরিশোধিত হইয়া পবিত্রতর হইতে পারে।

আবার দেখিতে পাওয়া যায় যে, যদিও আমাদের লৌকিক দৃষ্টি খণ্ডপদার্থেই সীমাবদ্ধ, তথাপি উপনিষৎ ঐ খণ্ডদৃষ্টিগুলিকে উপাসনাসহায়ে একত্র গ্রথিত করিয়া আমাদিগকে স্তরে স্তরে অখণ্ডের ধারণায় উপস্থিত করেন। এইরূপে ছান্দোগ্যের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে সামাবয়বের উপাসনায় প্রথমে বিভিন্ন বস্তুর পৃথক্ পৃথক দৃষ্টি আরোপিত হইয়া পরে

---

[1] মদর্থে ধর্মকামার্থানাচরন্ মদপাশ্রয়ঃ।
লভতে নিশ্চলাং ভক্তিং ময্যুদ্ধব সনাতনে॥ ভাগবত ১১।১১।২৪
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং যদ্ ব্রহ্মদর্শনম্॥ ভাগবত ৩।৩২।২৩

সমস্ত সামে এক অখণ্ড দৃষ্টি-আরোপের বিধান দেওয়া হইয়াছে। মধুবিদ্যা, গায়ত্রী-উপাসনা (ছাঃ ৩য় অধ্যায়) প্রভৃতিতেও এই রীতি স্পষ্ট প্রতীত হয়।

ব্রহ্মবিদ্যা
সুদুর্লভ

এইরূপে বিভিন্ন প্রকারে সাধককে সহায়তা করিলেও উপনিষৎ আমাদিগকে বারংবার স্মরণ করাইয়া দেন যে, ব্রহ্মলাভের পথ অতি দুর্গম (কঃ ১।৩।১৪)। ইন্দ্রের ন্যায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকেও ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্য সুদীর্ঘ শতাধিক বৎসর গুরুগৃহে বাস করিতে হইয়াছিল (ছাঃ ৮।৭-১২)। নারদের ন্যায় ঋষিপ্রবরকেও সনৎকুমারের শিষ্যত্ব-গ্রহণ করিতে হইয়াছিল (ছাঃ ৭ম অধ্যায়)। সুতরাং এই দুর্মূল্য বস্তু সহজলভ্য নহে। এই জন্য অশেষ যত্নের আবশ্যক। এই দুর্গমপথে গুরুর সহায়তা অত্যাবশ্যক। তিনিই বলিয়া দিবেন কোন্ সাধক কোন্ মার্গের অধিকারী। উপাসনাসহায়ে শুদ্ধচিত্ত না হইয়া এবং গুরুর সহায়তা ব্যতিরেকে কেহ যদি অধিকতর ভোগপরিতৃপ্তির জন্য সাধন-মার্গে অগ্রসর হইয়া হঠকারিতাবশতঃ অতি উচ্চতত্ত্বকেও আপনার লভ্য মনে করেন, তবে জ্ঞান তাহার চিত্তফলকে প্রতিফলিত হয় না ; তিনি এক বলিতে আর বোঝেন। অসুররাজ বিরোচনই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তিনি প্রজাপতির নিকট প্রকৃত জ্ঞানপিপাসু হইয়া যান নাই—গিয়াছিলেন ভোগপিপাসু হইয়া ; সুতরাং ফলও পাইলেন তদনুরূপ (ছাঃ ৮।৭-৮)।

ভক্তি ও
উপাসনা

অধুনা আমরা ভক্তি সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা বলিতে চাই। বৈদিক উপাসনার অধিকাংশই বৈদিক কর্মের সহিত বিলুপ্ত হইয়াছে। তথাপি পুরাণ ও আগমাদি শাস্ত্রে ঐ ভাবধারা বহুল পরিমাণে রক্ষিত এবং অনেক ক্ষেত্রে বিস্তারিতও হইয়াছে। বৈদিক উপাসনা ও অধুনাপরিচিত ভক্তির মধ্যে মূলগত কোনও বিশেষ পার্থক্য নাই। এমন কি ভক্তিকে উপাসনারই একটি প্রকারভেদ বলা দোষাবহ নহে। ব্রহ্ম ও দেবতা ভিন্ন অপর বিষয়েও ভাবনামূলক উপাসনা দৃষ্ট হয়; কিন্তু ভক্তি ভগবান বা দেবতা ব্যতীত অন্য বিষয়ে প্রযুক্ত হয় না। এই

হিসাবে উপাসনার গণ্ডি অধিক প্রসারিত। আচার্য ভক্তিকে বিদ্যার সাধন হিসাবে স্থান দিয়া গিয়াছেন, “মুমুক্ষু ব্যক্তি দেবারাধনাপর, শ্রদ্ধাভক্তিপর, দেবৈকশরণ এবং বিদ্যাপ্রাপ্তি-বিষয়ে বা বিদ্যাবিষয়ে প্রমাদহীন হইবেন” (বৃঃ-ভাষ্য ১।৪।১০)। বলা বাহুল্য, আচার্যের মতে ভক্তি ও উপাসনা একার্থক। পরশুরামকল্পসূত্রেও বলা হইয়াছে, “ভগবদুদ্দেশে নিষ্কামভাবে সর্ববস্তুত্যাগ, ভগবৎকথাশ্রবণ, ভগবন্মন্ত্রজপ, ভগবন্নামস্তোত্রকীর্তন ইত্যাদির অন্যতমও উপাসনা।” আমরা প্রারম্ভে বেদান্তসারের যে মত উল্লেখ করিয়াছি, তাহাও এই মতেরই পরিপোষক।

ভক্তিমার্গে সাধারণতঃ দ্বৈতমতই অনুসৃত হয়। আমরা দেখিয়াছি যে, উপাসনামার্গ অদ্বৈতমার্গের সহায়ক হইলেও উপাসকগণ মুখ্যতঃ দ্বৈত-ভাবাপন্ন হন। অবশ্য ভক্তিমার্গে “দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ”—পূজাকালে দেবতার সহিত আপনার অভেদ চিন্তা করিবে, ইত্যাকার বিধিও আছে। তান্ত্রিক ন্যাসের দ্বারা সাধক দেবতার সহিত নিজ দেহের অভিন্নতা সম্পাদন করেন। ভূতশুদ্ধির মর্মার্থও অনুরূপ। বলা বাহুল্য, ইহা অদ্বৈতানুভূতির সহায়ক হইলেও অভেদজ্ঞান নহে। উপাস্যের সহিত জীবের ভেদ এখানে সুস্পষ্ট রহিয়াছে। সুতরাং ইহাকে অহংগ্রহ-উপাসনা বলা যাইতে পারে। এই হিসাবে এবম্প্রকার ভক্তির সহিতও উপনিষদুক্ত উপাসনার সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হইবে। অদ্বৈতবেদান্তে অহংগ্রহ-উপাসনা জ্ঞান অপেক্ষা নিম্নস্তরের হইলেও উহার স্থান অতি উচ্চে। এই হিসাবে এবম্প্রকার ভক্তি আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধার বস্তু।

উপাসনার সহিত ভক্তির অনুরূপ সাদৃশ্যও আছে। উপাসনা ও ভক্তি উভয়স্থলেই বিচারের স্থান অতি অল্প। বৈদিক উপাসনায় যেমন স্তরভেদ আছে, ভক্তিমার্গেও তাহা প্রকারান্তরে স্বীকৃত হয়। এই জন্যই ভাগবতে (৩।২৯।২৫) আছে, “যতক্ষণ সর্বভূতে অবস্থিত আমাকে সাধক নিজ হৃদয়ে অবস্থিত বলিয়া না জানিবে, ততক্ষণ সেই স্বধর্মনিরত ব্যক্তি ঈশ্বর

আমাকে প্রতিমাদিতে পূজা করিবে।” অন্যত্র আছে, ভক্তি দুই প্রকার—সগুণা ও নির্গুণা; সগুণা ভক্তি সকাম ব্যক্তির জন্য এবং নির্গুণা নির্বেদপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য। ভাগবতে নির্গুণা ভক্তির যে লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে, উচ্চতর উপাসনার সহিত তাহার কোনও পার্থক্য দেখা যায় না। যথা, “গঙ্গাবারি যেমন অবিরল ধারায় সমুদ্রে পতিত হয়, তেমনি আমার গুণাবলী শ্রবণমাত্রই যদি সর্বভূতের হৃদয়গুহায় অবস্থিত আমাতে অব্যবহিতা, অহৈতুকী ও অবিচ্ছিন্না মনোবৃত্তি হয়, তবে উহাই নির্গুণা ভক্তি (ভাগবত ৩।২৯।১১)।” এই অব্যবহিতা কথাটির অর্থ শ্রীধর স্বামী করিয়াছেন “ভেদদর্শনশূন্যা”। তাহা হইলে উহার সহিত অহংগ্রহ-উপাসনার কি প্রভেদ? আর যদি উক্ত ভেদদর্শনশূন্যতা অভেদজ্ঞানস্বরূপ হয়, তবে তো উহা নিদিধ্যাসনেরই সমপর্যায়ভুক্ত। শাণ্ডিল্যসূত্রে ভক্তির লক্ষণ আছে, “সা পরা অনুরক্তিঃ ঈশ্বরে।” আমরা দেখিলাম যে, উচ্চাঙ্গের উপাসনাতেও তৈলধারাবৎ নিরবচ্ছিন্ন অনুরাগ আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত উপনিষদে ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ ‘ক’ বলা হয় (ছাঃ ৪।১০।৪)। সুতরাং নারদীয় ভক্তিসূত্রের “সা কস্মৈচিৎ পরমপ্রেমরূপা”র সহিতও ইহার প্রভেদ নাই। তবে উপাসনামার্গে প্রেম শব্দের ব্যবহার নাই; আছে তাহার স্থলে তাহারই অনুরূপ অন্যবিধ শব্দবিন্যাস। এইরূপে আমাদের সুপরিচিত ভক্তির সহিত উপাসনার সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করিলে বৈদিক উপাসনাগুলি আর অদ্ভুত ঠেকিবে না। ইহাদের ভিতর দিয়া আমরা ভারতীয় সাধনধারার একটা সুসমঞ্জস পারম্পর্য দেখিতে পাইব এবং একের আলোকসম্পাতে অপর মার্গের গূঢ়তত্ত্ব স্ফুটতররূপে উপলব্ধি করিব।

ভক্তি ও উপাসনামার্গে মুক্তি

ভক্তিমার্গে সাধারণতঃ দ্বৈতমত অবলম্বন করিলেও তদ্দ্বারা সাক্ষাৎ মুক্তিলাভ ঘটিবে—এইরূপ অনেকে বিশ্বাস করেন। কিন্তু ইহা যুক্তিসহ নহে। প্রথমতঃ, বেদান্তসূত্রে চরমসিদ্ধান্ত হিসাবে দ্বৈতমত গৃহীত হয় নাই (২।২।৪২-৪৫)। দ্বিতীয়তঃ, জীব

যদি স্বরূপতঃ ব্রহ্ম না হয়, তবে শুধু ভাবনার দ্বারা স্বরূপ পরিবর্তন করিয়া আপনা হইতে ভিন্ন ব্রহ্মে পরিণত হইবে, ইহা অযৌক্তিক। আমরা দেখিয়াছি যে, ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্তই বিনাশী। ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন না হইয়া অবিনশ্বর মুক্তিলাভ অসম্ভব। স্মৃতরাং বেদান্তসম্মত মুক্তি স্বীকার করিতে হইলে, সাধনমার্গে দ্বৈতভাবের প্রয়োজন স্বীকার করিয়া লইলেও চরমসিদ্ধান্ত হিসাবে উহাকে ত্যাগ করিতে হয়। তৃতীয়তঃ, জ্ঞান ভিন্ন অপর কিছুই অজ্ঞানের নিবর্তক নহে। ভাবনা দ্বারা অজ্ঞান-নিবৃত্তি হয় না। যদি হইত তবে রজ্জুতে সর্পভ্রমস্থলে "ইহা সর্প নহে" এইরূপ বারংবার চিন্তা করিলেই সর্পভ্রম নিবারিত হওয়া উচিত ; অথচ ভীত ব্যক্তির পক্ষে তাহা হইতে দেখা যায় না। রজ্জুজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত তাহার ভ্রম থাকিয়াই যায়। সাধনরূপ প্রেম দ্বৈতমূলক। অনেকে বলেন, প্রেমে অদ্বৈতানুভূতি হয়। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে উহা অদ্বৈতাভাস মাত্র ; কারণ উহাতে প্রেমাস্পদের সহিত দ্বৈতব্যবহার দৃষ্ট হয়। প্রকৃত অদ্বৈতজ্ঞানে ঐরূপ হইতে পারে না। স্মৃতরাং ভক্তি স্বতন্ত্রভাবে সাক্ষাৎ মুক্তির কারণ—ইহা স্বীকার করা চলে না। মুক্তির সহিত উপাসনার যেরূপ পারম্পরিক সম্বন্ধ, ভক্তিরও তাহাই হওয়া স্বাভাবিক। ভক্তিমার্গে কখনও উপাস্যের সহিত যে অভেদ চিন্তা করা হয়, তাহা যদি আরোপমাত্রেই হয়, তবে উহা অহংগ্রহ-উপাসনা ; আর যদি উহা শব্দপ্রমাণমূলক হয়, তবে উহাকে ভক্তি না বলিয়া নিদিধ্যাসনই বলা উচিত।

অনেক ক্ষেত্রে প্রেমকে সাধনমাত্ররূপে না ধরিয়া উহাকে ভক্তির পরিণতাবস্থা বলা হয় এবং স্বীকার করা হয় যে, তখন ভগবানের সহিত একাত্মতা অনুভূত হয়। এতাদৃশ অদ্বৈতানুভূতি ও জ্ঞান একার্থক বলিয়াই গীতায় জ্ঞানীকে ভক্তশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে (৭।১৬-১৮)। কিন্তু এই আত্মসমাধিরূপ প্রেম কেবল ভক্তির পরিণতাবস্থা নহে ; কারণ ক্রম-মুক্তির উপায়ীভূত ভক্তি অদ্বৈতানুভূতিতে পরিণত না

হইয়া ও শ্রবণাদির সাহায্য না লইয়া স্বতই জীবন্মুক্তি দিতে পারে না (শ্বেঃ ৩।৭-১০)।

উপাসনা মুক্তির সহায় কেন ?

এখানে আর একটি প্রশ্ন উঠিতেছে। বেদান্তের সিদ্ধান্ত এই যে, জ্ঞানই মুক্তির একমাত্র কারণ। এই জ্ঞানলাভের পক্ষে বেদান্তবিচারই প্রশস্ত পন্থা। অবশ্য উপাসনাও শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে ; কিন্তু উপাসনার বিষয়রূপে যাহা গৃহীত হয় তাহা নির্গুণ ব্রহ্ম নহেন ; সর্বোত্তম উপাসনাতেও অধ্যস্ত গুণরাশিকে বাদ দেওয়া চলে না। বিচারদৃষ্টিতে উহারা কল্পিত, সুতরাং মিথ্যা। ব্রহ্মসূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, উপাসনার জন্যই ব্রহ্মের চতুষ্পাদত্বাদি কল্পিত হয় (৩।২।৩৩, ১।২।২)। আচার্যও লিখিয়াছেন, “আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক উপাসনার্থই তাঁহার সসীম ঐশ্বর্য উপদিষ্ট হইয়াছে (ব্রঃ-ভাষ্য ১।১।২০)।” সুতরাং ভ্রমকল্প এই সকলের সাহায্যে কিরূপে সত্যলাভ হইবে ? ইহার উত্তর এই যে, কল্পনা হইলেও ইহা ভগবানের কৃপাসম্ভূত এবং শাস্ত্রের দ্বারা উপদিষ্ট ; ইহা আমাদের ন্যায় অর্বাচীনদের কল্পনা নহে।[১]

পঞ্চদশীকার এই বিষয়ে একটি লৌকিক যুক্তিরও অবতারণা করিয়াছেন। উপাসনার জন্য স্বীকৃত গুণাদিকে যদিও ভ্রম বলা উচিত নহে, কারণ উহারা আমাদের চিন্তাদি হইতে উদ্ভূত নহে, তথাপি তর্কচ্ছলে উহাদিগকে ভ্রম বলিয়া মানিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, কতকগুলি ভ্রম সংবাদী বা ফলপ্রাপ্তির সহায়ক ; আর কতকগুলি বিসংবাদী বা এরূপ নহে। অজামিল মৃত্যুকালে নিজপুত্র নারায়ণকে ডাকিয়া বিষ্ণুলোক

---

[১] চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা ॥—রামপূর্বতাপনীয়োপনিষৎ
‘যদ্ যদ্ ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি।
তদ্ তদ্ বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥ ভাগবত ৩।৯।১১
গীতা ৪।১১ ; ছাঃ ৮।৫।৪ টীকা ; এই ভূমিকায় “জ্ঞান ও উপাসনা” দ্রঃ।

পাইয়াছিলেন। এখানে তিনি ভগবানের নারায়ণনামকে স্বপুত্রের নাম বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলেন। তথাপি উক্ত সংবাদী ভ্রম তাঁহার সদ্‌গতিলাভের সহায় হইল। কোন স্ফটিকে মণিপ্রভা পড়িয়া উহাকে মণির ন্যায় মনে হইলে কেহ যদি মণি মনে করিয়া অগ্রসর হয়, তবে ঐ সংবাদী ভ্রমই তাহার মণিপ্রাপ্তির সহায় হইবে। কিন্তু দীপপ্রভা পড়িয়া স্ফটিককে মণি-সদৃশ করিলে উহা বিসংবাদী ভ্রম হইবে; তৎসহায়ে মণিলাভ হইবে না। গোদাবরীজল স্বয়ং পবিত্র; সুতরাং কেহ গোদাবরীজলকে গঙ্গাজল ভ্রমে ব্যবহার করিলেও পবিত্রতা-ফল অবশ্যই পাইবে। এইরূপে ভগবানের রূপ ও গুণাদিও তাঁহার প্রাপ্তির সহায়ক হয়।

এতদ্ব্যতীত ইহাও শাস্ত্রসিদ্ধ যে, ভাবানুযায়ী সিদ্ধিলাভ হয় (ছাঃ ৪।৩।৬, ৩।১৪।১)। বিশেষতঃ উপাসনাসহায়ে ভগবানের শরণাপন্ন হইলে তিনি সাধকের সর্ববিঘ্ন দূর করিয়া পথ সরল করিয়া দেন।[১] ক্ষুদ্র শিশুর অর্দ্ধোচ্চারিত "মা মা" শব্দে মা কিছু কম সন্তুষ্ট হন না। সুতরাং "ব্রহ্ম ভিন্ন সব মিথ্যা, অতএব উপাসনা ব্যর্থ," এই বলিয়া ভক্তিমার্গকে ও উপাসনামার্গকে উড়াইয়া দেওয়া যুক্তিবিরুদ্ধ। অধিকন্তু শ্রীভগবানের করুণা স্বতই জীবকে আপনার প্রতি আকৃষ্ট করে বলিয়া ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে অদ্বৈতবাদীকেও ভক্তিপরায়ণ দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্যই শ্রীমৎ মধুসূদন সরস্বতী লিখিয়াছেন—

"অদ্বৈতসাম্রাজ্যপথাধিরূঢ়াস্তৃণীকৃতাখণ্ডলবৈভবাশ্চ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন।"

---

[১] "ভক্তবৎসলঃ স্বয়মেব সর্বেভ্যো মোক্ষবিঘ্নেভ্যো ভক্তিনিষ্ঠান্ সর্বান্ পরিপালয়তি, সর্বাভীষ্টান্ প্রযচ্ছতি, মোক্ষং দাপয়তি।"—ত্রিপাদবিভূতি উপনিষৎ

সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষৎ

শান্তিপাঠ

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি সর্বং ব্রহ্মৌপনিষদং মাঽহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্ত্বনিরাকরণং মেঽস্তু তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্মাস্তে ময়ি সন্তু তে ময়ি সন্তু।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

মম (আমার) অঙ্গানি (অবয়বসকল), বাক্ (বাগিন্দ্রিয়) প্রাণঃ, চক্ষুঃ, শ্রোত্রম্, অথো (ও) বলম্ (বল), চ (এবং) সর্বাণি ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহ) আপ্যায়ন্তু (পুষ্টিলাভ করুক)। সর্বম্ (সমস্ত পদার্থই) ঔপনিষদম্ ব্রহ্ম (উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম)। অহম্ (আমি) ব্রহ্ম (ব্রহ্মকে) মা নিরাকুর্যাম্ (যেন অস্বীকার না করি), ব্রহ্ম মা (=মাং আমাকে) মা নিরাকরোৎ (যেন প্রত্যাখ্যান না করেন); [তাঁহার নিকট আমার] অনিরাকরণম্ (অপ্রত্যাখ্যান) অস্তু (হউক), মে (আমার নিকট) [তাঁহার] অনিরাকরণম্ অস্তু; [অর্থাৎ আমাদের নিত্যসম্বন্ধ হউক]। উপনিষৎসু (উপনিষৎসকলে) যে ধর্মাঃ (যে সকল ধর্ম [আছে]) তে (তাহারা) তৎ-আত্মনি (সেই আত্মাতে) নিরতে (নিষ্ঠ) ময়ি (আমাতে) সন্তু (হউক), তে ময়ি সন্তু। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ (আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক,—অর্থাৎ রোগাদি, মনস্তাপাদি, হিংস্র প্রাণী প্রভৃতির কৃত হিংসাদি, এবং আকস্মিক প্রাকৃতিক বিপদাদি,—এই ত্রিবিধ বিঘ্নের বিনাশ হউক)

আমার অঙ্গসমূহ, বাক্, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, বল ও ইন্দ্রিয়সমুদয় পুষ্টিলাভ করুক। সর্ববস্তু স্বরূপতঃ উপনিষৎপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মই। আমি যেন ব্রহ্মকে অস্বীকার না করি, ব্রহ্ম যেন আমাকে প্রত্যাখ্যান না করেন; তাঁহার সহিত আমার এবং আমার সহিত তাঁহার নিত্য অবিচ্ছেদ হউক। সেই পরমাত্মায় সততনিষ্ঠ আমাতে উপনিষৎপ্রতিপাদ্য ধর্মসমূহ (প্রতিভাত) হউক; আমাতে উহা (প্রতিভাত) হউক। ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি।

প্রথমাধ্যায়—প্রথম খণ্ড

(ওঙ্কারোপাসনা)

ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত। ওমিতি হ্যুদ্গায়তি তস্যোপ-ব্যাখ্যানম্ ॥১

উদ্গীথম্ (সামের উদ্গীথ-ভক্তির অবয়ব বলিয়া উদ্গীথ শব্দের বাচ্য) ওম্ ইতি এতৎ (ওম্ এই [বর্ণাত্মক]) অক্ষরম্ (অক্ষরকে) উপাসীত (উপাসনা করিবে) ; [ইহা উদ্গীথ-ভক্তির অবয়ব] হি (কারণ) ওম্ ইতি (ওম্ এই শব্দ হইতে আরম্ভ করিয়াই) উদ্গায়তি (উদ্গীথ গান করিয়া থাকেন) । তস্য (সেই অক্ষরের) উপব্যাখ্যানম্ (উপাসনা, মহিমা, ও ফল ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাখ্যা) [আরম্ভ হইতেছে] ।১

উদ্গীথ শব্দ-বাচ্য "ওম্"[১] এই (বর্ণাত্মক[২]) অক্ষরকে উপাসনা করিবে ; কারণ "ওম্" এই শব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া উদ্গীথ[৩] গান করা হয়। সেই অক্ষরের (উপাসনা, মহিমা ও ফল প্রভৃতি বিষয়ে) ব্যাখ্যা আরম্ভ হইতেছে।১

১। এখানে উদ্গীথ শব্দটি ওম্ শব্দটির বিশেষণ ; উদ্গীথম্ ওম্=উদ্গীথভক্তিস্থ ওঙ্কার। উদ্গীথ=সামবেদীয় স্তোত্রাংশবিশেষ। উহা কর্মেরই অঙ্গ এবং কর্মেই প্রযোজ্য। ওঁ উহার একটি অবয়ব। গ্রামে কয়েকটি বাড়ী দগ্ধ হইলেও যেমন বলা হয় "গ্রাম দগ্ধ হইয়াছে", তেমনি সমুদয়ে প্রযোজ্য উদ্গীথ শব্দটিকেও অবয়ব ওঙ্কারে প্রয়োগ করিয়া সম্পদুপাসনা করা হইতেছে ; কর্মে অভ্যস্ত ব্যক্তির পক্ষে প্রথমেই কর্ম ত্যাগ করিয়া উপাসনাতে মন স্থির করা সুকঠিন ; এই জন্য প্রথমে কর্মের অঙ্গীভূত উপাসনাই বলা হইতেছে—কর্মনিরপেক্ষ উপাসনা নহে। ইহার পরে এই উপাসনার দৃষ্টফলসমূহ বলা হইবে (১।১।৭-৮)। ঐ ফল যজমানের প্রাপ্য ; কারণ তিনিই উদ্গাতাকে (=সামগানকারী ঋত্বিক্‌বিশেষকে) ঐ কর্মে নিয়োগ করিয়া দক্ষিণা প্রদানপূর্বক ফললাভের অধিকারী হইয়া থাকেন। ওম্-ই যে উদ্গীথ-শব্দবাচ্য, শ্রুতি তাহা নিজেই বলিবেন (১।৫।১)।

২। ওম্ পরমাত্মার প্রিয় নাম। মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে উহা উচ্চারণ করিতে হয়—"ব্রাহ্মণঃ প্রণবং কুর্যাদাদাবন্তে চ সর্বদা। স্রবত্যনোঙ্কৃতং পূর্বং পরস্তাচ্চ বিশীর্যতে॥" এই শ্রেষ্ঠ অক্ষরই আবার পরমাত্মার প্রতীক। বর্তমান স্থলে উহাকে ব্রহ্মের বাচকরূপে

গ্রহণ না করিয়া প্রতীকরূপে বা উপাসনার অবলম্বনরূপে গ্রহণ করা হইতেছে। কঃ ১।২।১৫-১৭ ; মূঃ ২।২।৬ ; গীতা ৮।১১, ৮।১৩, ১৭।২৩-২৪ দ্রঃ।

৩। যে কয়টি বিভাগে বিভক্ত হইয়া সাম গীত হইয়া থাকে, তাহার প্রত্যেক বিভাগকে এক একটি ভক্তি বলে। পাঞ্চভক্তিক সামের (২।২।১) পাঁচটি ভক্তির নাম—হিংকার, প্রস্তাব, উদ্গীথ, প্রতিহার ও নিধন। সাপ্তভক্তিক সামের সাতটি ভক্তির (২।৮।১) নাম—হিংকার, প্রস্তাব, আদি, উদ্গীথ, প্রতিহার, উপদ্রব ও নিধন। হিঙ্কার=“হিম” এই শব্দ উচ্চারণ। উদ্গাতার গেয় অংশ উদ্গীথ ; তাঁহার সহকারী প্রস্তোতার গেয় অংশ প্রস্তাব ; সহকারী প্রতিহর্তার গেয় অংশ প্রতিহার ; তিনজনের একসঙ্গে গেয় অংশ নিধন।

এষাং ভূতানাং পৃথিবী রস পৃথিব্যা আপো রসঃ।
অপামোষধয়ো রস ওষধীনাং পুরুষো রসঃ পুরুষস্য বাগ্ রসো
বাচ ঋগ্‌রস ঋচঃ সাম রসঃ সাম্ন উদ্‌গীথো রসঃ ॥ ২

পৃথিবী (পৃথিবী) এষাম্ (এই চরাচর) ভূতানাম্ (ভূতবর্গের) রসঃ (উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ), আপঃ (জলরাশি) পৃথিব্যাঃ (পৃথিবীর) রসঃ (কারণ) [অর্থাৎ পৃথিবী জলরাশিতে ওতপ্রোত], ওষধয়ঃ (ওষধিসমূহ) অপাম্ (জলরাশির) রসঃ (সার) [কেন না উহারা জলেরই পরিণাম], পুরুষঃ (মানবদেহ) ওষধীনাম্ (ওষধিসমূহের) রসঃ (সার) [অর্থাৎ অন্নরূপে গৃহীত ওষধির পরিণাম], বাক্ (বাগিন্দ্রিয়) পুরুষস্য (পুরুষাবয়বের) রসঃ [কেন না উহা মানবদেহের শ্রেষ্ঠ অবয়ব], ঋক্ (ছন্দোবদ্ধ ঋক্-মন্ত্র) বাচঃ (বাগিন্দ্রিয়ের) রসঃ [কারণ বাক্ দ্বারা ঋক্ উচ্চারিত হয়], সাম (গীতিযুক্ত ঋক্-মন্ত্র) ঋচঃ (ঋক্-সকলের) রসঃ [অর্থাৎ বক্তা ও শ্রোতার অধিকতর আনন্দপ্রদ], উদ্গীথঃ (উদ্গীথ, অর্থাৎ প্রস্তাবিত ওঙ্কার) সাম্নঃ (সামমন্ত্রের) রসঃ ।২

পৃথিবী এই চরাচর ভূতবর্গের রস, জলরাশি পৃথিবীর রস, ওষধিসমূহ জলরাশির রস, মানবদেহ ওষধিসমূহের রস, বাক্ মানবদেহের রস, ঋগ্‌মন্ত্র বাকের রস, সাম ঋগ্‌মন্ত্রের রস, উদ্গীথ-ওঙ্কার সামমন্ত্রের রস।[১] ২

[১] অর্থাৎ সর্ববস্তুর “রসতম-রূপ” গুণ-বিশিষ্ট জানিয়া ওঙ্কারের উপাসনা করিবে।

স এষ রসানাং রসতমঃ পরমঃ পরার্ধ্যোঽষ্টমো যদুদ্গীথঃ ॥৩

সঃ (সেই ওঙ্কার)—যৎ (=যঃ, যাহা) উদ্গীথঃ (উদ্গীথাখ্য)—এষঃ (ইহাই) রসানাম্ ([ভূতাদির উত্তরোত্তর] রসভূতদিগের মধ্যে) রসতমঃ (সর্বোত্তম রস), পরমঃ ([পরমাত্মার প্রতীক বলিয়া] সর্বপ্রধান), পর-অর্ধ্যঃ (পরমের স্থান, অর্থাৎ পরমাত্মবুদ্ধির অবলম্বন হইবার যোগ্য) অষ্টমঃ ([পৃথিব্যাদি রসভূত বস্তুর সংখ্যানুসারে] অষ্টমস্থানীয়) ।৩

সেই যে উদ্গীথাখ্য ওঙ্কার, উহাই রসসমূহের মধ্যে রসতম, সর্বোত্তম, পরমাত্মার স্থানীয় এবং অষ্টম ।৩

কতমা কতমর্ক্ কতমৎ কতমৎ সাম কতমঃ কতম উদ্গীথ ইতি বিমৃষ্টং ভবতি ॥ ৪

কতমা কতমা (কোন্ কোন্টি) ঋক্ (ঋক্), কতমৎ কতমৎ (কোন্ কোন্টি) সাম (সাম), কতমঃ কতমঃ (কোন্ কোন্টি) উদ্গীথঃ (উদ্গীথ)—ইতি (এই প্রকার) বিমৃষ্টম্ (বিবেচনা) ভবতি (হইয়া থাকে) । ৪

“কোন্ কোন্টি ঋক্, কোন্ কোন্টি সাম, এবং কোন্ কোন্টি উদ্গীথ ?”—এই প্রকার বিবেচনা হইয়া থাকে । ৪

বাগেবর্ক্ প্রাণঃ সামোমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথঃ। তদ্বা এতন্মিথুনং যদ্ বাক্ চ প্রাণশ্চর্ক্ চ সাম চ ॥ ৫

[উপাস্য প্রণবে আপ্তি-গুণবিধানের জন্য এবং পূর্ব প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য বলা হইতেছে]—বাক্ এব (বাক্ই) ঋক্ (ঋক্), [বাক্ ঋকের উচ্চারক, অতএব উহার কারণ ; কার্য ও কারণ অভিন্ন] ; প্রাণঃ (প্রাণ=বল) সাম (সাম), [বল সামগানের হেতু, কেন না, গান আয়াসসাধ্য ; অতএব উহার সহিত অভিন্ন] ; ওম্ ইতি (ওম্ এই বর্ণাত্মক) এতৎ (এই) অক্ষরম্ (অক্ষর) উদ্গীথঃ (উদ্গীথ), [অর্থাৎ উদ্গীথ শব্দে ওঙ্কারকে বুঝাইতেছে, উদ্গীথ-ভক্তিকে নহে] ; যৎ (যাহা) [ঋক্ শব্দে উল্লিখিত] বাক্

চ (এবং) [সাম শব্দে উল্লিখিত] প্রাণঃ চ, [অর্থাৎ বাক্ ও প্রাণ বলিয়া যে দুইটি উপলব্ধ হয়] তৎ বৈ (তাহাই) এতৎ মিথুনম্ (এই যুগল) [শঃ ১।৩।৩২] । ৫

বাক্ই ঋক্, প্রাণই সাম,[১] এবং ওম্ এই বর্ণাত্মক অক্ষরই উদ্গীথ। ঋক্ ও সামের কারণীভূত বাক্ ও প্রাণ উভয়ে একটি মিথুন। ৫

১। ঋক্ ও সাম এবং তৎকারণীভূত বাক্ ও প্রাণের গ্রহণের দ্বারা যাবতীয় ঋক্ ও সাম এবং তাহাদের দ্বারা সম্পাদ্য সকল কর্মের গ্রহণ করা হইল। অর্থাৎ যাবতীয় অভিলষিত কর্মফল বাক্ ও প্রাণের দ্বারা সম্পাদ্য।

তদেতন্মিথুনমোমিত্যেতস্মিন্নক্ষরে সংসৃজ্যতে যদা বৈ মিথুনৌ সমাগচ্ছত আপয়তো বৈ তাবন্যোন্যস্য কামম্ ॥ ৬

তৎ (সেই) এতৎ (এই, এবম্প্রকার) মিথুনম্ (যুগল, বাক্ ও প্রাণ) ওম্ ইতি এতস্মিন্ অক্ষরে (ওম্ এই বর্ণাত্মক অক্ষরে) সংসৃজ্যতে (সম্মিলিত হয়) ; যদা বৈ (যখনই) মিথুনৌ (যুগলাবয়ব স্ত্রী ও পুরুষ) সমাগচ্ছতঃ (পরস্পর মিলিত হয়) [তখনই] তৌ (তাহারা) অন্যোন্যস্য (পরস্পরের) কামম্ (অভিলাষ) আপয়তঃ বৈ (অবশ্যই প্রাপ্ত করায়, পূর্ণ করায়) । ৬

এতাদৃশ উক্ত যুগলটি ওম্ এই বর্ণাত্মক অক্ষরে সম্মিলিত হয়।[১] যখনই (নরনারী) যুগলের মিলন হয়, তখনই উভয়ে উভয়ের কাম চরিতার্থ করে।[২] ৬

১। কারণ এই অক্ষরটি বাঙ্ময় এবং প্রাণের চেষ্টার দ্বারা নিষ্পাদ্য।

২। বাক্ ও প্রাণ সমুদয় অভিলাষ পূর্ণ করে (১।১।৫ টীকা) ; অতএব নরনারী-যুগলের ন্যায় উহারা অভিলাষপ্রাপ্তির কারণ।

আপয়িতা হ বৈ কামানাং ভবতি য এতদেবং বিদ্বান্ অক্ষরমুদ্গীথমুপাস্তে ॥ ৭

যঃ (যে উপাসক, উদ্‌গাতা) এতৎ (এই) উদ্‌গীথম্ (উদ্‌গীথভক্তির অবয়ব) অক্ষরম্ ("ওম্" অক্ষরকে) এবম্ (এই প্রকার আপ্তিগুণ-বিশিষ্টরূপে) বিদ্বান্ (জানিয়া) উপাস্তে (উপাসনা করেন), [তিনি] কামানাম্ (যজমানের কাম্য ফলসমূহের) আপয়িতা (প্রাপয়িতা, প্রাপ্তির কারণ) হ বৈ (অবশ্যই) ভবতি (হন) । ৭

যিনি এই উদ্‌গীথাবয়ব অক্ষরকে এই প্রকার আপ্তিগুণবিশিষ্টরূপে জানিয়া উপাসনা করেন, তিনি অবশ্যই যজমানকে কাম্য ফলসমূহ প্রাপ্ত করান।[1] ৭

[1] কারণ উপাস্যকে যে গুণ-বিশিষ্টরূপে উপাসনা করা হয়, উপাসকের সেই সেই গুণ লাভ হয়।

তদ্বা এতদনুজ্ঞাক্ষরং যদ্ধি কিঞ্চানুজানাত্যোমিত্যেব তদাহৈষো
এব সমৃদ্ধির্যদনুজ্ঞা সমর্ধয়িতা হ বৈ কামানাং ভবতি য এতদেবং
বিদ্বানক্ষরমুদ্‌গীথমুপাস্তে ॥ ৮

তৎ বৈ এতৎ (সেই সেই অক্ষরই) অনুজ্ঞা-অক্ষরম্ (অনুমতিজ্ঞাপক অক্ষর) ;—হি (কারণ) যৎ কিম্ চ (যাহা কিছু) [কেহ] অনুজানাতি (অনুমোদন করে), তদা (তখন) [সে] ওম্ ইতি এব (ওম্ এই কথাই) আহ (বলিয়া থাকে) ; যৎ (=যা, যাহা) অনুজ্ঞা (অনুমতি) এষা উ এব (ইহাই আবার) সমৃদ্ধিঃ (বিভূতি [অর্থাৎ উহা বিভূতিসূচক]) ; যঃ (যিনি) এতৎ (এই) উদ্‌গীথম্ (উদ্‌গীথাবয়ব) অক্ষরম্ (অক্ষরকে, ওম্‌কে) এবম্ (এইরূপ সমৃদ্ধিগুণবিশিষ্ট) বিদ্বান্ (জানিয়া) উপাস্তে (উপাসনা করেন) [তিনি] কামানাম্ ([যজমানের] কাম্যবর্গের) হ বৈ (অবশ্যই) সমর্ধয়িতা (সম্যক্ বৃদ্ধির কারণ) ভবতি (হন) । ৮

উক্ত এই ওঙ্কারই সম্মতিজ্ঞাপক[1] অক্ষর ; কারণ যখনই কিছু অনুমোদন করা হয়, তখন "ওম্" বলা হয়। যাহা অনুমতি উহাই আবার সমৃদ্ধি।[2] যিনি উদ্‌গীথাবয়ব অক্ষরকে এইরূপ সমৃদ্ধিগুণবান্ জানিয়া উপাসনা করেন, তিনি যজমানের কাম্যফল সম্যক্ বর্ধিত করেন। ৮

১। লোকব্যবহারে এবং বেদে দেখা যায় যে, কেহ কিছু বলিলে অপরে ওম্, অর্থাৎ হাঁ, বলিয়া তাহার অনুমোদন করেন।

২। যিনি সমৃদ্ধ তিনিই ধনাদি দান বিষয়ে ওম্ বলিয়া অনুমতি করিতে পারেন। অতএব ওঙ্কার সমৃদ্ধিগুণবান্।

তেনেয়ং ত্রয়ী বিদ্যা বর্তত ওমিত্যাশ্রাবয়ত্যোমিতি শংসত্যোমিত্যুদ্গায়ত্যেতস্যৈবাক্ষরস্যাপচিত্যৈ মহিম্না রসেন ॥ ৯

[অতঃপর ওঙ্কারের উপাসনায় প্ররোচিত করিবার জন্য উহার প্রশংসা করা হইতেছে] —তেন (সেই ওঙ্কার অবলম্বনেই) ইয়ম্ (এই) ত্রয়ী বিদ্যা (ঋগ্বেদাদিরূপ বিদ্যা, অর্থাৎ বেদবিহিত কর্ম) বর্ততে (প্রবৃত্ত হয়); [কারণ] ওম্ ইতি (ওম্ উচ্চারণপূর্বক) আশ্রাবয়তি ([দেবতাদিগকে যজ্ঞকালে মন্ত্রাদি] শ্রবণ করান হয়) [অর্থাৎ অধ্বর্যু যখন বলেন "ওম্ শ্রাবয়", তখন অগ্নীধ্র বলেন "অস্তু শ্রৌষট্", তৎপরে অধ্বর্যু হোতাকে যাজ্যাপাঠের অনুমতি দেন], ওম্ ইতি শংসতি (ওম্ উচ্চারণপূর্বক হোতা স্তোত্র পাঠ করিয়া থাকেন), ওম্ ইতি উদ্গায়তি (ওম্ উচ্চারণ করিয়া উদ্গাতা সামগান করেন); [তৈঃ ১।৮]। এতস্য (এই) অক্ষরস্য এব (অক্ষরেরই) অপচিত্যৈ (পূজার্থ) [বৈদিক কর্ম প্রবর্তিত হয়], [এবং অক্ষরেরই] মহিম্না (মহিমাদ্বারা) [অর্থাৎ অক্ষরের পরিণামভূত যজমানাদির প্রাণের দ্বারা] [ও] রসেন (রসের দ্বারা) [অর্থাৎ অক্ষরের পরিণামভূত ব্রীহি-যবাদির রসরূপ হবিঃ দ্বারা] [ত্রয়ী-বিহিত কর্ম প্রবর্তিত হয়]। ৯

উক্ত ওঙ্কার অবলম্বনে বেদবিদ্যাবিহিত কর্ম প্রবৃত্ত হয়; কারণ ওম্ উচ্চারণপূর্বক দেবতাদিগকে শ্রবণ করান হয়, ওম্ উচ্চারণপূর্বক স্তোত্র পাঠ করা হয়, এবং ওম্ উচ্চারণ করিয়া সামগান করা হয়। এই অক্ষরের পূজার জন্য[1] ইহারই (পরিণামভূত ঋত্বিক্ ও যজমানাদির প্রাণরূপ) মহিমা দ্বারা এবং ইহারই (পরিণামভূত ব্রীহিযবাদির) রস হইতে নিষ্পন্ন হবিঃ দ্বারা[2] (ত্রয়ী-বিহিত কর্ম প্রবর্তিত হয়)। ৯

১। বৈদিক কর্মের দ্বারা পরমাত্মার পূজা হয় (গীতা ১৮।৪৬)। ওঙ্কার পরমাত্মার প্রতীক; অতএব পরমাত্মার পূজার দ্বারা ওঙ্কারেরই পূজা হয়।

২। ওঙ্কার উচ্চারণপূর্বক যে যাগহোমাদি হয়, তাহা আদিত্যে যায় এবং ক্রমে বৃষ্টি হইয়া ব্রীহিযবাদি হয়। তাহাতে প্রাণ তৃপ্ত হয়। সুতরাং ব্রীহিযবাদি ও প্রাণ যথাক্রমেই ওঙ্কারেরই রস ও মহিমা।

তেনোভৌ কুরুতো যশ্চৈতদেবং বেদ যশ্চ ন বেদ। নানা তু বিদ্যা চাবিদ্যা চ যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্যবত্তরং ভবতীতি খল্বেতস্যৈবাক্ষরস্যোপব্যাখ্যানং ভবতি ॥১০

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমখণ্ডঃ ॥

[এখন এইরূপ আশঙ্কার উদয় হইতে পারে যে],—যঃ চ (যিনি) এতৎ (এই অক্ষরকে) এবম্ (এই প্রকার) বেদ (জানেন), যঃ চ (এবং যিনি) ন বেদ (জানেন না), উভৌ (তাঁহারা উভয়েই) তেন (উক্ত অক্ষরের দ্বারা) কুরুতঃ (কর্ম করিয়া থাকেন) [অতএব অক্ষরের যাথাত্ম্য-জ্ঞান নিষ্ফল নহে কি] ? [অক্ষরের বিজ্ঞান] তু (কিন্তু) [নিষ্ফল নহে] ; [কারণ] বিদ্যা চ ([অক্ষরের] যাথাত্ম্যজ্ঞান বা উপাসনা) অবিদ্যা চ (এবং কেবল কর্মের জ্ঞান) নানা (বিভিন্ন) ; যৎ এব (যাহাই) বিদ্যয়া ([উদ্গীথের অঙ্গাদি বিষয়ে] বিজ্ঞানবান্ হইয়া) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধাসহকারে) উপনিষদা (দেবতাবিষয়ক উপাসনাদি সহকারে) করোতি (করেন) তৎ এব (সেই কর্মই) বীর্যবত্তরম্ (অধিক ফলপ্রদ) ভবতি (হয়) ; ইতি (ইহা) খলু এতস্য (এই) অক্ষরস্য এব (অক্ষরেরই) উপব্যাখ্যানম্ (মহিমাদির ব্যাখ্যা) ভবতি (হয়)। ১০

যিনি এই ওঙ্কাররূপ অক্ষরকে জানেন এবং যিনি জানেন না, তাঁহারা উভয়েই এই অক্ষরেরই দ্বারা কর্ম করিয়া থাকেন বটে ; পরন্তু (অক্ষরবিজ্ঞান নিষ্ফল নহে ; কারণ) উপাসনা ও উপাসনাহীন কর্মের জ্ঞান হইতে বিভিন্ন ফল হয়। বিজ্ঞান ও উপাসনাদি সহকারে যে কর্ম করা হয়, তাহা অধিক ফলপ্রদ হয়। এই পর্যন্ত অক্ষরেরই মহিমাদি ব্যাখ্যাত হইল।[১] ১০

১। এই খণ্ডে রসতমত্ব, আপ্তি ও সমৃদ্ধি এই তিন গুণে সমন্বিত ওঙ্কারের একটিমাত্র উপাসনা বিহিত হইয়াছে—তিনটি উপাসনা নহে। গুণত্রয়বিশিষ্ট, উদ্গীথাবয়ব, ব্রহ্মপ্রতীক ওঙ্কার ব্রহ্মের ন্যায় উপাস্য।

প্রথমাধ্যায়—দ্বিতীয় খণ্ড

(প্রাণদৃষ্টিতে উদ্গীথোপাসনা)

দেবাসুরা হ বৈ যত্র সংযেতিরে উভয়ে প্রাজাপত্যাস্তদ্ধ দেবা উদ্গীথমাজহ্রুরনেনৈনানভিভবিষ্যাম ইতি ॥ ১

প্রাজাপত্যাঃ (প্রজাপতি=কর্ম ও জ্ঞানে অধিকারী পুরুষ ; তাঁহার সন্তানস্থানীয়) দেব-অসুরাঃ (দেব=শাস্ত্রোদ্ভাসিত ইন্দ্রিয়বৃত্তিসকল, অসুর=স্বাভাবিক তমোময় ইন্দ্রিয়-বৃত্তিসকল) উভয়ে (উভয়ে) যত্র (যে বিষয়ে, অর্থাৎ পরস্পরের সম্পদ্ অপহরণপূর্বক পরাজয়ার্থ) হ বৈ ([পূর্ববৃত্তান্তের সূচক অব্যয়] একদা) সংযেতিরে (সংগ্রাম করিয়াছিলেন), তৎ হ (তাহাতে, সেই যুদ্ধে) দেবাঃ (দেবগণ) "অনেন (এই কর্ম দ্বারা) এনান্ (এই অসুরদিগকে) অভিভবিষ্যামঃ (পরাজয় করিব)" ইতি (এই মনে করিয়া) উদ্গীথম্ (উদ্গীথ, অর্থাৎ উদ্গীথ-ভক্তির দ্বারা উপলক্ষিত উদ্গাতার অনুষ্ঠেয় কর্ম) আজহ্রুঃ (আহরণ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোমাদির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন) । ১

প্রজাপতির সন্তান দেবতা ও অসুরগণ পুরাকালে যখন পরস্পরের পরাজয়ার্থ সংগ্রাম করিয়াছিলেন[১], তখন দেবগণ "এই কর্মসহায়ে অসুরগণকে পরাভূত করিব", এই মনে করিয়া উদ্গীথকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১

[১] বহির্মুখ ইন্দ্রিয়বৃত্তি অধর্ম ও ধ্বংসের কারণ হয়, এবং সাত্ত্বিক অন্তর্মুখ ইন্দ্রিয়বৃত্তি ধর্মের কারণ হয়,—ইহাই বুঝাইবার জন্য এই আখ্যায়িকা। প্রতি জীবদেহে অনাদিকাল হইতে এই উভয়বৃত্তির যে দ্বন্দ্ব চলিতেছে, তাহাকেই দেবাসুরের যুদ্ধরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। জীবই এখানে প্রজাপতি।

তে হ নাসিক্যং প্রাণমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তং হাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুস্তস্মাত্তেনোভয়ং জিঘ্রতি সুরভি চ দুর্গন্ধি চ পাপ্মনা হ্যেষ বিদ্ধঃ ॥ ২

[সেই উদ্গীথ-কর্ম করিতে ইচ্ছুক] তে হ (উক্ত দেবগণ) নাসিক্যম্ (নাসিকায় অবস্থিত) প্রাণম্, ([চৈতন্যাধিষ্ঠিত] ঘ্রাণাখ্য প্রাণকে) উদ্গীথম্ (উদ্গীথভক্তির দ্বারা

উপলক্ষিত] উদগীথকর্তা বা উদ্‌গাতারূপে) উপাসাঞ্চক্রিরে (উপাসনা করিয়াছিলেন) ; তম্ হ (তাঁহাকে, ঘ্রাণদেবতাকে) অসুরাঃ (অসুরগণ, স্বাভাবিক তমোবৃত্তিসমূহ) পাপ্মনা (পাপের দ্বারা) বিবিধুঃ (বিদ্ধ করিয়াছিল), [অর্থাৎ "যাহা কিছু উত্তম গন্ধ গৃহীত হয়, তাহা আমার," এই মনে করিয়া নাসিকায় অবস্থিত প্রাণদেবতা অহঙ্কৃত হইলেন এবং তজ্জন্য বিবেকজ্ঞান হারাইলেন] ; তস্মাৎ (সেইজন্য, পাপবিদ্ধ হওয়ায়) তেন (সেই ঘ্রাণের দ্বারা) [লোকে] সুরভি চ দুর্গন্ধি চ (সুগন্ধি ও দুর্গন্ধি) উভয়ম্ (উভয়ই) জিঘ্রতি (আঘ্রাণ করিয়া থাকে) ; হি (কারণ) পাপ্মনা (পাপের দ্বারা) এষঃ (এই ঘ্রাণ) বিদ্ধঃ (সংস্পৃষ্ট হইয়াছেন) । ২

উক্ত দেবগণ নাসিকায় অবস্থিত ঘ্রাণদেবতাকে উদ্‌গীথকর্তারূপে উপাসনা করিয়াছিলেন ;[১] তাঁহাকে অসুরগণ পাপের দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিল। যেহেতু এই ঘ্রাণ পাপের দ্বারা বিদ্ধ হইয়াছেন, এই জন্য লোকে উহার দ্বারা সুরভি ও দুর্গন্ধি উভয়ই[২] আঘ্রাণ করিয়া থাকে। ২

[১] ১। উদ্‌গীথাখ্য ওঙ্কারকে ঘ্রাণাখ্য প্রাণদৃষ্টিতে উপাসনা করিয়াছিলেন। পরেও সর্বত্র এইরূপই বুঝিতে হইবে। আরও দ্রষ্টব্য এই যে, চৈতন্যাধিষ্ঠিত একই প্রাণ নাসিকাদি ইন্দ্রিয়গোলকে ঘ্রাণদেবতাদিরূপে অবস্থিত আছেন।

[২] ২। যদিও এখানে উভয় শব্দ আছে, তথাপি বুঝিতে হইবে যে, পাপের ফলে কেবল অনভীপ্সিত পার্থিব গন্ধই লাভ হয়। পরেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

অথ হ বাচমুদ্‌গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তাং হাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুস্তস্মাত্তয়োভয়ং বদতি সত্যঞ্চানৃতঞ্চ পাপ্মনা হ্যেষা বিদ্ধা ॥ ৩

অথ (অনন্তর) বাচম্ (বাগ্‌দেবতাকে), তাম্ (উক্ত বাক্‌কে), তয়া (বাক্যের দ্বারা), সত্যম্ চ (সত্য) অনৃতম্ চ (এবং মিথ্যা) বদতি (বলে), এষা (এই বাক্) । [অপরাংশ পূর্বের ন্যায়] । ৩

অনন্তর দেবগণ বাগ্‌দেবতাকে উদ্‌গীথকর্তারূপে উপাসনা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে অসুরগণ পাপের দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিল। যেহেতু বাক্ পাপবিদ্ধ হইয়াছেন, অতএব তদ্দ্বারা লোকে সত্য ও মিথ্যা উভয়ই বলিয়া থাকে। ৩

অথ হ চক্ষুরুদ্‌গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তদ্ধাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুস্তস্মাত্তেনোভয়ং পশ্যতি দর্শনীয়ঞ্চাদর্শনীয়ঞ্চ পাপ্মনা হ্যেতদ্ বিদ্ধম্ ॥ ৪

চক্ষুঃ (চক্ষুর্দেবতাকে), তৎ (উক্ত চক্ষুকে), তেন (সেই চক্ষুর দ্বারা), দর্শনীয়ম্ (রমণীয়), অদর্শনীয়ম্ (অরমণীয়), পশ্যতি (দর্শন করে), এতৎ (এই চক্ষু) । ৪

অনন্তর চক্ষুর্দেবতাকে উদ্‌গীথকর্তারূপে উপাসনা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে অসুরেরা পাপের দ্বারা বিদ্ধ করিল। যেহেতু চক্ষু পাপবিদ্ধ হইয়াছেন, অতএব তদ্দ্বারা লোকে রমণীয় ও অরমণীয় উভয়ই দর্শন করিয়া থাকে । ৪

অথ হ শ্রোত্রমুদ্‌গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তদ্ধাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুস্তস্মাত্তেনোভয়ং শৃণোতি শ্রবণীয়ঞ্চাশ্রবণীয়ঞ্চ পাপ্মনা হ্যেতদ্ বিদ্ধম্ ॥ ৫

শ্রোত্রম্ (কর্ণদেবতাকে), তৎ (উক্ত কর্ণকে), তেন (কর্ণ দ্বারা), শৃণোতি (শ্রবণ করে), শ্রবণীয়ম্ চ অশ্রবণীয়ম্ চ (প্রিয় ও অপ্রিয় শব্দ), এতৎ (কর্ণ) । ৫

অনন্তর কর্ণদেবতাকে উদ্‌গীথকর্তারূপে উপাসনা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে অসুরেরা পাপের দ্বারা বিদ্ধ করিল। যেহেতু কর্ণ পাপবিদ্ধ হইয়াছেন, অতএব তদ্দ্বারা লোকে প্রিয়, অপ্রিয় ও উভয় প্রকার শব্দই শ্রবণ করে।

অথ হ মন উদ্‌গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তদ্ধাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুস্তস্মাত্তেনোভয়ং সঙ্কল্পয়তে সঙ্কল্পনীয়ঞ্চাসঙ্কল্পনীয়ঞ্চ পাপ্মনা হ্যেতদ্ বিদ্ধম্ ॥ ৬

মনঃ (মনোদেবতাকে), তৎ (উক্ত মনকে), তেন (মনের দ্বারা), সঙ্কল্পয়তে (চিন্তা করিয়া থাকে), সঙ্কল্পনীয়ম্ চ অসঙ্কল্পনীয়ম্ চ (শুভ ও অশুভ চিন্তা), এতৎ (এই মন)। ৬

অনন্তর মনোদেবতাকে[১] উদ্গীথকর্তারূপে উপাসনা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে অসুরেরা পাপবিদ্ধ করিল। যেহেতু মন পাপবিদ্ধ হইয়াছেন, অতএব তদ্দ্বারা লোকে শুভ ও অশুভ উভয় প্রকার চিন্তাই করিয়া থাকে। ৬

---

[১] মনোদেবতার পূর্বে ত্বক্ ও রসনাদির দেবতার উল্লেখ না থাকিলেও বুঝিতে হইবে যে, তাঁহাদিগকেও বরণ করা হইয়াছিল এবং তাঁহারাও পাপবিদ্ধ হইয়াছিলেন।

অথ হ য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তং হাসুরা ঋত্বা বিদধ্বংসুর্যথাঽশ্মানমাখণমৃত্বা বিধ্বংসেত ॥ ৭

অথ হ (অনন্তর) অয়ম্ (যিনিই) যঃ এব (যে) মুখ্যঃ (মুখে অবস্থিত) প্রাণঃ (প্রাণ-দেবতা) তম্ (তাঁহাকে) উদ্গীথম্ (উদ্গাতারূপে) উপাসাঞ্চক্রিরে (উপাসনা করিয়াছিলেন)। অসুরাঃ (অসুরগণ) তম্ হ (তাঁহাকে) ঋত্বা (প্রাপ্ত হইয়া) [সেইরূপ] বিদধ্বংসুঃ (বিনষ্ট হইল) যথা (যেরূপ) আখণম্ (=অখণম্, অভেদ্য) অশ্মানম্ (পাষাণকে) ঋত্বা (প্রাপ্ত হইয়া) [লোষ্ট্রাদি] বিধ্বংসেত (বিনষ্ট হয়)। ৭

অনন্তর এই যে মুখ্য প্রাণ, তাঁহাকে দেবতারা উদ্গাতারূপে উপাসনা করিলেন। অভেদ্য পাষাণের সংস্পর্শে আসা মাত্র (লোষ্ট্রাদি) যেরূপ বিনষ্ট হয়, সেইরূপ মুখ্য প্রাণের সংস্পর্শে আসা মাত্রই অসুরেরা বিনষ্ট হইল।[১] ৭

---

[১] বৃঃ ১।৩।৭ নাসিকাস্থ প্রাণ ও মুখ্যপ্রাণ উভয়েই বায়ুর বিকাররূপে সমান হইলেও বিশেষ স্থানের সহিত সম্বন্ধবশতঃ ঘ্রাণাখ্য প্রাণ পাপবিদ্ধ হইলেও মুখ্য প্রাণ পাপবিদ্ধ হন না।

এবং যথাঽশ্মানমাখণমৃত্বা বিধ্বংসত এবং হৈব স বিধ্বংসতে য এবংবিদি পাপং কাময়তে যশ্চৈনমভিদাসতি স এষোঽশ্মাখণঃ।৮

এবম্ ([মুখ্য প্রাণও] এইরূপ, অর্থাৎ অসুরপাপের দ্বারা অস্পৃষ্ট)। যথা আখণম্ অশ্মানম্ ঋত্বা [লোষ্ট্রাদি] বিধ্বংসতে (বিনষ্ট হয়) এবম্ হ এব (ঠিক উক্ত প্রকারেই) যঃ (যে) এবং-বিদি (যথোক্ত প্রাণবিদের প্রতি) পাপম্ (অনুচিত ব্যবহার) কাময়তে (করিতে ইচ্ছা করে), যঃ চ (এবং যে) এনম্ (ইঁহাকে) অভিদাসতি (হিংসা করে), সঃ (সে) বিধ্বংসতে ; [কারণ] সঃ এষঃ (উক্ত প্রাণবিদ্) আখণঃ (অভেদ্য) অশ্মা (পাষাণ)। ৮

মুখ্য প্রাণ এইরূপ। অভেদ্য পাষাণের সংস্পর্শে আসিয়া (লোষ্ট্রাদি) যেরূপ ধ্বংস হয়, সেইরূপ যে ব্যক্তি প্রাণবিদের প্রতি অনুচিত ব্যবহারে উদ্যত হয়, কিংবা যে তাঁহাকে হিংসা করে, সেও বিধ্বস্ত হয় ; কেন না উক্ত প্রাণবিদ্ অভেদ্য পাষাণস্বরূপ। ৮

নৈবৈতেন সুরভি ন দুর্গন্ধি বিজানাত্যপহতপাপ্মা হ্যেষ তেন যদশ্নাতি যৎ পিবতি তেনেতরান্ প্রাণানবতি। এতমু এবান্ততোঽবিত্ত্বোৎক্রামতি ব্যাদদাত্যেবান্তত ইতি॥ ৯

এতেন (এই মুখ্য প্রাণের দ্বারা) ন (না) সুরভি (ভাল গন্ধ) ন (না) দুর্গন্ধি (মন্দ গন্ধ) বিজানাতি ([লোকে] জানে) ;—এষঃ (ইনি) হি (অবশ্যই) অপহত-পাপ্মা (বিগত-পাপ, [কারণ] আত্মম্ভরিতাদিশূন্য)। তেন (সেই মুখ্য প্রাণসহায়ে) যৎ (যাহা) অশ্নাতি (আহার করে), যৎ পিবতি (পান করে), তেন (সেই পীত ও ভুক্ত দ্রব্যের দ্বারা) ইতরান্ (অপর) প্রাণান্ (ঘ্রাণাদি প্রাণকে) অবতি ([লোকে] পালন করে)। এতম্ উ এব (এই মুখ্য প্রাণকেই, অর্থাৎ মুখ্য প্রাণের জীবিকাস্বরূপ অন্নপানাদিকে) অন্ততঃ (মরণকালে) অবিত্ত্বা (না পাইয়া) উৎক্রামতি (ঘ্রাণাদি দেহ হইতে বহির্গত হয়) ; [প্রাণের ভোজনেচ্ছা প্রসিদ্ধ ; কারণ] অন্ততঃ ব্যাদদাতি এব ([লোকে] মুখব্যাদান করিয়া থাকে) ইতি। ৯

এই মুখ্য প্রাণের দ্বারা কেহ ভাল বা মন্দ গ্রহণ করে না ; কারণ ইনি অবশ্যই অপাপবিদ্ধ। লোকে মুখ্য প্রাণসহায়ে যাহা কিছু পান বা আহার করে, তদ্দ্বারা তাহারা ঘ্রাণাদিকেও পালন করে ; (এই জন্যই) মুখ্য প্রাণের অন্নপানাদি জীবিকা লাভ না হওয়ায় মরণকালে ঘ্রাণাদি উৎক্রমণ করে ; (প্রাণের অন্ন ও পানলাভের ইচ্ছাবশতই) লোকে মৃত্যুকালে মুখব্যাদান করে। ৯

তং হাঙ্গিরা উদ্গীথমুপাসাঞ্চক্র এতমু এবাঙ্গিরসং মন্যন্তেঽঙ্গানাং যদ্রসঃ ॥ ১০

তেন তং হ বৃহস্পতিরুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্র এতমু এব বৃহস্পতিং মন্যন্তে বাগ্‌ঘি বৃহতী তস্যা এষ পতিঃ ॥ ১১

তেন তং হায়াস্য উদ্গীথমুপাসাঞ্চক্র এতমু এবায়াস্যং মন্যন্ত আস্যাদ্ যদয়তে ॥ ১২

তেন তং হ বকো দাল্‌ভ্যো বিদাঞ্চকার। স হ নৈমিষীয়ানামুদ্‌গাতা বভূব স হ স্মৈভ্যঃ কামানাগায়তি ॥ ১৩

[উদ্গীথাবয়ব ওঙ্কারনামক অক্ষরকে বিশুদ্ধিগুণবিশিষ্ট মুখ্য প্রাণাত্মারূপ উদ্গাতা মনে করিয়া উপাসনা করিতে হইবে—ইহা বলা হইয়াছে। অধুনা সেই মুখ্য প্রাণেই আঙ্গিরস, বৃহস্পতি ও আয়াস্য এই গুণত্রয় বিধান করিবার জন্য ১০-১২ কণ্ডিকা বলা হইতেছে]—তম্ হ (সেই মুখ্য প্রাণকেই) অঙ্গিরাঃ (অঙ্গিরা ঋষি) উদ্গীথম্ (উদ্গাতারূপে) উপাসাঞ্চক্রে (উপাসনা করিয়াছিলেন)। [প্রাণই অঙ্গিরা] ; যৎ (যেহেতু) [প্রাণ] অঙ্গানাম্ (শরীরাবয়বসকলের) রসঃ (সার) তেন (সেই হেতু) এতম্ উ এব (এই মুখ্য প্রাণকেই) [ঋষিরা] আঙ্গিরসম্ (আঙ্গিরস) মন্যন্তে (মনে করেন)। তম্ হ বৃহস্পতিঃ (বৃহস্পতি ঋষি) উদ্গীথম্ উপাসাঞ্চক্রে। (প্রাণই বৃহস্পতি) ; হি (যেহেতু) বাক্ (বাক্) বৃহতী (মহতী) [এবং] তস্যাঃ (সেই বাকের) এষঃ (এই প্রাণ)

পতিঃ (স্বামী) তেন এতম্ উ এব বৃহস্পতিম্ মন্যন্তে [বৃঃ ১।৩।২০]। তম্ হ আয়াস্যঃ (আয়াস্য ঋষি আপনার সহিত অভিন্নরূপে) উদ্গীথম্ উপাসাঞ্চক্রে [প্রাণই আয়াস্য] ; যৎ আস্যাৎ (মুখ হইতে) অয়তে (নির্গত হন) তেন এতম্ উ এব আয়াস্যম্ মন্যন্তে। তম্ হ দাল্ভ্যঃ (দলভ্যপুত্র) বকঃ (বক নামক ঋষি) বিদাঞ্চকার (জানিয়াছিলেন)। সঃ হ (তিনি) নৈমিষীয়ানাম্ (নৈমিষারণ্যবাসী যাজ্ঞিকদিগের) উদ্গাতা (সামগানকর্তা) বভূব (হইয়াছিলেন), [এবং] সঃ এভ্যঃ (ইঁহাদিগের জন্য) কামান্ (যথাভিলষিত ফলসমূহ) আগায়তি স্ম (গান করিয়াছিলেন) [অর্থাৎ উদ্গীথ-গানের ফলে তাঁহাদের কামনাসকল পূর্ণ করিয়াছিলেন]। ১০-১৩

সেই মুখ্য প্রাণকেই অঙ্গিরা ঋষি উদ্গীথকর্তারূপে উপাসনা করিয়াছিলেন।[১] যেহেতু প্রাণ অঙ্গের অবয়বসকলের রসস্থানীয়, অতএব (ঋষিগণ) প্রাণকে আঙ্গিরস মনে করিয়া থাকেন। বৃহস্পতি তাঁহাকে উদ্গীথকর্তারূপে উপাসনা করিয়াছিলেন। যেহেতু বাক্ বৃহতী এবং প্রাণ তাঁহার পতি, অতএব (ঋষিগণ) প্রাণকেই বৃহস্পতি মনে করিয়া থাকেন। আয়াস্য ঋষি তাঁহাকেই আপনা হইতে অভিন্ন উদ্গীথকর্তারূপে উপাসনা করিয়াছিলেন। যেহেতু আস্য হইতে ইঁহার অয়ন বা গমন হইয়া থাকে, অতএব (ঋষিগণ) প্রাণকেই আয়াস্য মনে করিয়া থাকেন। দল্ভ্যপুত্র বক নামক ঋষি তাঁহাকে জানিয়াছিলেন। তাহার ফলে ঐ ঋষি নৈমিষারণ্যবাসীদিগের উদ্গাতা হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের জন্য কাম্যসমূহ গান করিয়াছিলেন। ১০-১৩

---

[১] । অঙ্গিরা ঋষি স্বয়ং প্রাণস্বরূপ হইলেও আপনাকেই আঙ্গিরস প্রাণ ও উদ্গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন। বৃহস্পতি ও আয়াস্য ঋষিও ঐরূপ করিয়াছিলেন।

আগাতা হ বৈ কামানাং ভবতি য এতদেবং বিদ্বানক্ষরমুদ্গীথমুপাস্ত ইত্যধ্যাত্মম্॥ ১৪

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়খণ্ডঃ॥

যঃ (যিনি) এবম্ বিদ্বান্ (যথোক্ত গুণবিশিষ্টরূপে এই প্রাণকে জানিয়া) এতৎ (এই) উদ্গীথম্ (উদ্গীথাবয়ব) অক্ষরম্ (অক্ষর ওঙ্কারকে) [উক্ত প্রাণদৃষ্টিতে] উপাস্তে (উপাসনা করেন), [তিনি] কামানাম্ (কাম্যসমূহের) আগাতা (গানকারী, উদ্গীথসহায়ে নিষ্পাদক) হ বৈ (অবশ্যই) ভবতি (হন)—ইতি অধ্যাত্মম্ (এই পর্যন্ত শরীরবিষয়ক [উদ্গীথ-উপাসনা উক্ত হইল]) । ১৪

যিনি প্রাণকে যথোক্ত গুণবিশিষ্টরূপে জানিয়া উদ্গীথাবয়ব (ওম্ এই) অক্ষরকে প্রাণদৃষ্টিতে উপাসনা করেন, তিনি কাম্যসমূহের উদ্গাতা হন ;[১] এই পর্যন্ত অধ্যাত্ম[২] দর্শন বর্ণিত হইল ।

---

[১] । উপাসনার দুই প্রকার ফল হইতে পারে—দৃষ্ট ও অদৃষ্ট। এখানে দৃষ্ট ফলটি উল্লিখিত হইল। ইহার অদৃষ্ট ফল প্রাণের সহিত আত্মভাবপ্রাপ্তি। কারণ সাধক ভাবনানুযায়ী রূপ প্রাপ্ত হন (ছাঃ ৩।১৪।১) ।

[২] । অর্থাৎ শরীরমধ্যবর্তী বস্তুবিষয়ে ;—এখানে, প্রাণবিষয়ে ।

প্রথমাধ্যায়—তৃতীয় খণ্ড

(আদিত্য-দৃষ্টিতে ও ব্যান-দৃষ্টিতে উদ্গীথোপাসনা, এবং
উদ্গীথ-নামের অক্ষরোপাসনা)

অথাধিদৈবতং য এবাসৌ তপতি তমুদ্গীথমুপাসীতোদ্যন্
বা এষ প্রজাভ্য উদ্গায়তি । উদ্যংস্তমো ভয়মপহন্ত্যপহন্তা হ বৈ
ভয়স্য তমসো ভবতি য এবং বেদ ॥ ১

অথ অধিদৈবতম্ (দেবতাবিষয়ক) [উদ্গীথোপাসনা বলা হইতেছে]—যঃ এব অসৌ (এই যিনি, যে আদিত্য) তপতি (তাপ বিকিরণ করেন) তম্ (তাঁহাকে) উদ্গীথম্ (উদ্গীথরূপে) উপাসীত (উপাসনা করিবে) [অর্থাৎ উদ্গীথে সূর্যদৃষ্টি-আরোপ করিবে] ;

[কারণ] এষঃ (এই সূর্য) উদ্‌-যন্‌ বৈ (উদয়কালে) প্রজাভ্যঃ (প্রজাদিগের হিতার্থে [অন্নোৎপাদনেচ্ছায়]) [যেন উদ্‌গাতার ন্যায়—বৃঃ ১।৩।১৭] উদ্‌গায়তি (উদ্‌গীথ গান করিয়া থাকেন), উদ্‌-যন্‌ (উদয়কালে) তমঃ (নৈশ অন্ধকার) ভয়ম্‌ (ভয়) অপহন্তি (বিনাশ করেন)। যঃ (যিনি) এবম্‌ (এইরূপ গুণসম্পন্ন বলিয়া) [সবিতাকে] বেদ (জানেন) [তিনি] তমসঃ (অন্ধকারের) [এবং তজ্জনিত] ভয়স্য (ভয়ের) অপহন্তা (বিনাশক) হ বৈ ভবতি (অবশ্যই হন)। ১

অতঃপর অধিদৈবত উপাসনা[১] (উক্ত হইতেছে)—এই যিনি তাপ দান করেন, তাঁহাকে উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করিবে। ইনি উদয়কালে প্রজাদিগের হিতার্থে উদ্‌গীথ গান করেন[২] এবং নৈশ অন্ধকার ও ভয় বিনাশ করেন। যিনি সবিতাকে ঐরূপ গুণসম্পন্ন বলিয়া জানেন, তিনি ভয় ও অন্ধকারের বিনাশক হন। ১

[১] একই প্রাণ অধিদৈব ও অধ্যাত্ম-ভেদে বিদ্যমান। —প্রঃ ৩।৬-১২

[২] অর্থাৎ ঋত্বিক্‌ যেমন যজমানের জন্য উদ্‌গান করিয়া অন্নের ব্যবস্থা করেন, তেমনি সূর্যতেজে শস্যাদি পক্ক হইয়া জীবের অন্নসংস্থান হয়।

সমান উ এবায়ঞ্চাসৌ চোষ্ণোঽয়মুষ্ণোঽসৌ স্বর ইতীমমাচক্ষতে স্বর ইতি প্রত্যাস্বর ইত্যমুং তস্মাদ্‌ বা এতমিমমমুং চোদ্‌গীথমুপাসীত ॥ ২

[প্রাণ ও আদিত্যের তত্ত্বতঃ ভেদ নাই—ইহাই দেখান হইতেছে]—অয়ম্‌ চ (এই প্রাণ) অসৌ চ (এবং ঐ সবিতা) [উভয়ই] সমানঃ উ এব (সমান বটেন); [কারণ] অয়ম্‌ [এই প্রাণ] উষ্ণঃ (উষ্ণ) অসৌ (ঐ আদিত্যও) উষ্ণঃ, ইমম্‌ (এই প্রাণকে) স্বরঃ ইতি (গমনশীলরূপে) [এবং] অমুম্‌ (ঐ আদিত্যকে) স্বরঃ ইতি (গমনশীলরূপে) [ও] প্রত্যাস্বরঃ ইতি (আগমনশীলরূপে) [লোকে] আচক্ষতে (বলিয়া থাকে)। তস্মাৎ বৈ (এই জন্যই) এতম্‌ (এতাদৃশ নাম ও রূপবিশিষ্ট) ইমম্‌ (এই প্রাণরূপে) অমুম্‌ চ (এবং ঐ আদিত্যরূপে) উদ্‌গীথম্‌

(উদ্গীথাবয়বভূত ওঙ্কারাখ্য অক্ষরকে) উপাসীত (উপাসনা করিবে)। [প্রাণ ও আদিত্যকে এক করিয়া তদ্দৃষ্টিতে উদ্গীথ-ওঙ্কারের উপাসনা করিবে]। ২

এই প্রাণ এবং ঐ সবিতা উভয়েই সমান ;—প্রাণ উষ্ণ[১], সবিতাও উষ্ণ ; প্রাণকে গমনশীল এবং সূর্যকে অস্তগমনশীল ও প্রত্যাগমনশীল রূপে লোকে বর্ণনা করিয়া থাকে।[২] এই জন্যই এইরূপ নামগুণযুক্ত প্রাণ ও আদিত্যরূপে উদ্গীথকে উপাসনা করিবে। ২

[১] যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকে, ততক্ষণ দেহ উষ্ণ বোধ হয়।

[২] সূর্য অস্তগমনের পর ফিরিয়া আসেন ; কিন্তু প্রাণ মৃতদেহে আর আসে না।

অথ খলু ব্যানমেবোদ্গীথমুপাসীত যদ্বৈ প্রাণিতি স প্রাণো যদপানিতি সোঽপানঃ। অথ যঃ প্রাণাপানয়োঃ সন্ধিঃ স ব্যানো যো ব্যানঃ সা বাক্। তস্মাদপ্রাণন্ননপানন্ বাচমভিব্যাহরতি ॥ ৩

অথ খলু (অনন্তর প্রকারান্তরে অধ্যাত্ম উদ্গীথোপাসনা কথিত হইতেছে)—ব্যানম্ এব ([প্রাণের বৃত্তিবিশেষ] ব্যানকেই) উদ্গীথম্ (উদ্গীথরূপে) উপাসীত (উপাসনা করিবে) [অর্থাৎ উদ্গীথে ব্যানদৃষ্টি করিবে]। যৎ বৈ ([লোকে] যে) প্রাণিতি (মুখ ও নাসিকা দ্বারা শ্বাস ত্যাগ করে) সঃ (উহাই) প্রাণঃ (প্রাণাখ্য বায়ুবৃত্তি-বিশেষ), যৎ অপানিতি (লোকে যে মুখ ও নাসিকাদ্বারে বায়ুকে অভ্যন্তরে আকর্ষণ করে) সঃ অপানঃ (উহাই অপানাখ্য বায়ুবৃত্তি), অথ (আর) প্রাণ-অপানয়োঃ (প্রাণ ও অপানের) যঃ (যে) সন্ধিঃ (মধ্যবর্তী বৃত্তি) সঃ ব্যানঃ (উহাই ব্যানাখ্য বায়ুবৃত্তি)। যঃ ব্যানঃ (যাহা ব্যান) সা বাক্ (তাহাই বাক্য)। তস্মাৎ (সেই জন্য, অর্থাৎ বাক্য ব্যাননিষ্পাদ্য বলিয়াই) অপ্রাণন্ (প্রাণব্যাপার না করিয়া) অনপানন্ (অপানব্যাপার না করিয়া) [নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ করিয়া] বাচম্ (বাক্য) অভিব্যাহরতি ([লোকে] উচ্চারণ করিয়া থাকে)। ৩

অনন্তর (প্রকারান্তরে উপাসনা কথিত হইতেছে)—ব্যানকেই উদ্গীথরূপে (অর্থাৎ উদ্গীথে ব্যানদৃষ্টি আরোপ করিয়া) উপাসনা করিবে। লোকের যে শ্বাস-ত্যাগ-ক্রিয়া উহাই প্রাণ, আর উহারা যে বায়ু আকর্ষণ

করে উহাই অপান ; প্রাণ ও অপানের মধ্যবর্তী যে বায়ুবৃত্তি উহাই ব্যান।[১] যাহা ব্যান তাহাই বাক্য। সেই জন্যই প্রাণাপানের ব্যাপার রুদ্ধ করিয়া লোকে বাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকে। ৩

[১] সাংখ্যাদি-শাস্ত্র মতে শরীরব্যাপী বায়ুই ব্যান। এখানে—প্রাণ ও অপান বৃত্তির অভাবকালে যে মধ্যবর্তী বায়ুবৃত্তি, উহাই ব্যান। বৃঃ ভাষ্য ১।৫।৩

যা বাক্ সর্ক্ তস্মাদপ্রাণন্ননপানন্নৃচমভিব্যাহরতি যর্ক্ তৎ সাম তস্মাদপ্রাণন্ননপানন্ সাম গায়তি যৎ সাম স উদ্গীথস্তস্মাদপ্রাণন্ননপানন্নুদ্গায়তি ॥ ৪

যা (যাহা) বাক্ (বাক্য) সা ঋক্ (উহাই ঋক্) ; তস্মাৎ অপ্রাণন্ অনপানন্ ঋচম্ (ঋক্‌কে) অভিব্যাহরতি। যা ঋক্ (যাহা ঋক্) তৎ সাম (উহাই সাম) ; তস্মাৎ অপ্রাণন্ অনপানন্ সাম গায়তি (গান করে)। যৎ সাম সঃ উদ্গীথঃ (উহাই উদ্গীথ [উদ্গীথভক্তি]) ; তস্মাৎ অপ্রাণন্ অনপানন্ উৎ-গায়তি (উদ্গীথ গান করে)। ৪

যাহা বাক্য তাহাই ঋক্ ; সেইজন্যই প্রাণাপান নিরুদ্ধ করিয়া লোকে ঋক্ উচ্চারণ করে। যাহা ঋক্ তাহাই সাম ; সেইজন্যই প্রাণাপান নিরুদ্ধ করিয়া লোকে সামগান করে। যাহা সাম তাহাই উদ্গীথ ; সেইজন্যই প্রাণাপান নিরুদ্ধ করিয়া লোকে উদ্গীথ গান করে।[১] ৪

[১] ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রই ঋক্ ; উহা বাক্যস্বরূপই বটে। ঋকের উপরই সামগান প্রতিষ্ঠিত (১।৬।১ ও টীকা দ্রঃ) ; এবং উদ্গীথ সামেরই একটি অবয়ব। অতএব উহারা সকলেই সমান, এবং বাক্যের ন্যায় একই রূপ ব্যানবৃত্তির দ্বারা সম্পাদ্য।

অতো যান্যন্যানি বীর্যবন্তি কর্মাণি যথাঽগ্নের্মন্থনমাজেঃ সরণং দৃঢ়স্য ধনুষ আযমনম্ অপ্রাণন্ননপানংস্তানি করোত্যেতস্য হেতোর্ব্যানমেবোদ্গীথমুপাসীত ॥ ৫

অতঃ (ইহা হইতেও) অন্যানি (অপর) যানি (যে সকল) কর্মাণি (কর্ম) বীর্যবন্তি (অধিক প্রযত্নসাধ্য)—যথা (যেমন) অগ্নেঃ (অগ্নির) [উৎপাদনার্থ] মন্থনম্ (কাষ্ঠঘর্ষণ), আজেঃ (লক্ষ্যসীমাভিমুখে) সরণম্ (ধাবন), দৃঢ়স্য (দৃঢ়) ধনুষঃ (ধনুর) আযমনম্ (অবনমন, ধনুতে জ্যারোপণ) তানি (সেই সমুদয় কর্ম) অপ্রাণন্ অনপানন্ করোতি (করে)। এতস্য হেতোঃ (এই কারণবশতঃ) ব্যানম্ এব (ব্যানকেই) উদ্গীথম্ উপাসীত ([ব্যানদৃষ্টিতে] উদ্গীথ-ওঙ্কারের উপাসনা করিবে)। ৫

ইহা অপেক্ষা যে সকল অধিক প্রযত্নসাধ্য কর্ম আছে—যথা অগ্নিমন্থন, লক্ষ্যসীমার অভিমুখে ধাবন, দৃঢ় ধনুর অবনমন—সেই সমস্তই লোকে প্রাণ ও অপানের ব্যাপার নিরুদ্ধ করিয়া সম্পাদন করে। এই কারণেই ব্যানকে উদ্গীথরূপে (অর্থাৎ উদ্গীথে ব্যানদৃষ্টি আরোপ করিয়া) উপাসনা করিবে।৫

অথ খলূদ্গীথাক্ষরাণ্যুপাসীতোদ্গীথ ইতি প্রাণ এবোৎ প্রাণেন হ্যুত্তিষ্ঠতি বাগ্গীর্বাচো হ গির ইত্যাচক্ষতেঽন্নং থমন্নে হীদং সর্বং স্থিতম্ ॥ ৬

[নামের অক্ষরের উপাসনা করিলে নামধারীরই উপাসনা হয় ; সুতরাং]—অথ খলু (অধুনা) উদ্গীথ-অক্ষরাণি (উদ্গীথের নামের অক্ষরসকলকে, [উদ্গীথ ভক্তির অক্ষরসকলকে নহে])—[অর্থাৎ] উৎ-গী-থ ইতি (উৎ, গী ও থ—এই অক্ষরত্রয়কে)—উপাসীত। প্রাণঃ এব (প্রাণই) উৎ (উৎ-অক্ষর) [উৎ অক্ষরে প্রাণদৃষ্টি করিবে—বৃঃ ১।৩।২৩], হি (কারণ) প্রাণেন (প্রাণের সাহায্যে) উত্তিষ্ঠতি ([লোক] উত্থিত হয়) ; বাক্ গীঃ [গী অক্ষরে বাগ্দৃষ্টি করিবে], হ (কারণ) বাচঃ (বাক্যসমূহকে) গিরঃ ইতি (গীঃ নামে) আচক্ষতে ([পণ্ডিতেরা] অভিহিত করেন) ; অন্নম্ থম্ [থ অক্ষরে অন্নদৃষ্টি করিবে], হি (কারণ) অন্নে (অন্নাবলম্বনে) ইদম্ সর্বম্ (এই সমস্ত) স্থিতম্ (স্থিতি লাভ করে) ।৬

অধুনা উদ্গীথের অক্ষরসকলকে,—অর্থাৎ উৎ, গী ও থ এই নামাক্ষরগুলিকে—উপাসনা করিবে। প্রাণই উৎ, কারণ প্রাণসহায়েই লোক উত্থিত হয় ; বাক্যই গী, কারণ বাক্যকে গীঃ বলা হয় ; অন্নই থ, কারণ অন্নাবলম্বনেই এই সমস্ত স্থিতি লাভ করে। ৬

দ্যৌরেব উদন্তরিক্ষং গীঃ পৃথিবী থমাদিত্য এবোদ্ বায়ুর্গীরগ্নিস্থং সামবেদ এবোদ্ যজুর্বেদো গীর্ঋগ্বেদস্থং দুগ্ধেঽস্মৈ বাগ্‌দোহং যো বাচো দোহোঽন্নবানন্নাদো ভবতি য এতান্যেবং বিদ্বানুদ্‌গীথাক্ষরাণ্যুপাস্ত উদ্‌গীথ ইতি ॥ ৭

দ্যৌঃ এব উৎ (দ্যুলোকই উৎ)—[কারণ উচ্চে অবস্থিত], অন্তরিক্ষম্ গীঃ (আকাশ গী)—[কারণ সর্ব্বব্যাপক বলিয়া আকাশ অপরসকলকে গীর্ণ বা উদরস্থ করিয়াছে), পৃথিবী থম্ (পৃথিবী থ)—[কারণ উহা সকলের স্থিতির আধার]। আদিত্যঃ এব উৎ [কারণ সূর্য উর্দ্ধে স্থিত], বায়ুঃ গীঃ—[কারণ বায়ু অগ্নি প্রভৃতিকে গীর্ণ করে, ছাঃ ৪।৩।১], অগ্নিঃ থম্—[কারণ অগ্নিই যজ্ঞীয় কর্ম্মের স্থান]। সামবেদঃ এব উৎ [কারণ শ্রুতিতে সামবেদকে উর্দ্ধস্থ) স্বর্গরূপে স্তুতি করা হইয়াছে], যজুর্বেদঃ গীঃ—[কারণ যজুর্মন্ত্রে প্রদত্ত হবিঃ দেবগণকর্তৃক গীর্ণ হয়], ঋগ্বেদঃ থম্—[কারণ ঋকেই সামসমূহ অধিষ্ঠিত] ; [এইরূপে নামাক্ষরে সেই সেই দৃষ্টি আরোপ করাই তাহার উপাসনা]। অস্মৈ (উক্ত প্রকার সাধকের জন্য) বাক্ (বাক্) বাচঃ যঃ দোহঃ (ঋগ্বেদাদি শব্দের সহায়ে সাধ্য যে বাক্যোচ্চারণরূপ ফল) [সেই] দোহম্ (দুগ্ধ বা ফল) [অর্থাৎ অনায়াসে ও স্বাধীনভাবে ঋগ্বেদাদির উচ্চারণক্ষমতা] দুগ্ধে (=দোগ্ধি, দোহন করেন)। যঃ (যিনি) এবং বিদ্বান্ (যথোক্ত গুণসম্পন্নরূপে জানিয়া) এতানি (এই সকল) উদ্‌গীথাক্ষরাণি (উদ্‌গীথের অক্ষরসকলকে) [অর্থাৎ] উৎ, গী, থ ইতি (উদ্‌গীথনামের অক্ষর উৎ, গী ও থ কে) উপাস্তে (উপাসনা করেন), [তিনি] অন্নবান্ (প্রচুর অন্নশালী) অন্নাদঃ (দীপ্তাগ্নি, অন্নভোজী) ভবতি (হন)। ৭

দ্যুলোকই উৎ, আকাশ গী, পৃথিবী থ। সূর্যই উৎ, বায়ু গী, অগ্নি থ। সামবেদই উৎ, যজুর্বেদ গী, ঋগ্বেদ থ। উক্ত সাধকের জন্য বাক্ বাগ্‌-রূপ দুগ্ধই দোহন করিয়া থাকেন। যিনি এইরূপ জানিয়া উদ্‌গীথাক্ষরসমূহকে অর্থাৎ উৎ, গী ও থ কে উপাসনা করেন, তিনি প্রভূত অন্নশালী ও প্রচুর অন্নভোজী হন।

অথ খল্বাশীঃ সমৃদ্ধিরুপসরণানীত্যুপাসীত যেন সাম্না স্তোষ্যন্ স্যাৎ তৎ সামোপধাবেৎ ॥ ৮

অথ খলু (ইদানীং) আশীঃ-সমৃদ্ধিঃ ([বাগাদির সমৃদ্ধিরূপ] কাম্য ফলের সমৃদ্ধি), [অর্থাৎ যে প্রকারে আশীঃ-সমৃদ্ধি হইতে পারে, তাহা উপদিষ্ট হইতেছে]—উপসরণানি (প্রাপ্তব্য বা ধ্যেয় বিষয়সকলকে) ইতি (এইরূপে) উপাসীত (উপাসনা করিবে)—যেন সাম্না (যে সামবিশেষের দ্বারা) [উদ্গাতা] স্তোষ্যন্ স্যাৎ (স্তব করিতে উদ্যত হইবেন) তৎ সাম (সেই সামকে) উপধাবেৎ (উৎপত্তি, ছন্দ, দেবতা প্রভৃতি সহ চিন্তা করিবেন)। ৮

ইদানীং কাম্যফলের সমৃদ্ধি (যাহাতে হইতে পারে, তাহা উপদিষ্ট হইতেছে)—প্রাপ্তব্য বিষয়সকলকে এইরূপে উপাসনা করিবে—যে সামবিশেষের দ্বারা (উদ্গাতা) স্তব করিবেন, সেই সামকে (তিনি) চিন্তা করিবেন। ৮

যস্যামৃচি তামৃচং যদার্ষেয়ং তমৃষিং যাং দেবতামভিষ্টোষ্যন্ স্যাৎ তাং দেবতামুপধাবেৎ ॥ ৯

যস্যাম্ ঋচি (যে ঋক্‌মন্ত্রে [ঐ সাম অধিষ্ঠিত]) তাম্ ঋচম্ (সেই ঋক্‌কে), যৎ-আর্ষেয়ম্ (যে ঋষিকর্তৃক সামটি দৃষ্ট) তম্ ঋষিম্ (সেই ঋষিকে), যাম্ দেবতাম্ অভিষ্টোষ্যন্ স্যাৎ (যে দেবতার উদ্দেশ্যে স্তব করিতে উদ্যত হইবেন) তাম্ দেবতাম্ (সেই দেবতাকে) উপধাবেৎ। ৯

যে ঋক্‌মন্ত্রে সাম অধিষ্ঠিত সেই ঋক্‌কে, যে ঋষিকর্তৃক সামটি দৃষ্ট সেই ঋষিকে, এবং যে দেবতার উদ্দেশ্যে স্তব করা হইবে (উদ্গাতা) সেই দেবতাকে চিন্তা করিবেন। ৯

যেনচ্ছন্দসা স্তোষ্যন্ স্যাৎ তচ্ছন্দ উপধাবেদ্ যেন স্তোমেন স্তোষ্যমাণঃ স্যাৎ তং স্তোমমুপধাবেৎ ॥ ১০

যেন (যে) ছন্দসা (গায়ত্র্যাদি ছন্দের দ্বারা) স্তোষ্যন্ স্যাৎ (স্তব করিতে উদ্যত হইবেন) তৎ ছন্দঃ (সেই ছন্দকে) উপধাবেৎ ; যেন স্তোমেন (যে স্তোমের দ্বারা) স্তোষ্যমাণঃ স্যাৎ (স্তব করিতে উদ্যত হইবেন) তম্ স্তোম্ (সেই স্তোমকে) উপধাবেৎ। ১০

যে ছন্দে স্তব করিবেন সেই ছন্দকে চিন্তা করিবেন ; যে স্তোমের[1] দ্বারা স্তব করিবেন[2] সেই স্তোমকে চিন্তা করিবেন। ১০

[1] সোমযাগে ৩টি, ১৫টি, ১৭টি বা ২১টি সাম লইয়া বিশিষ্ট ক্রম অনুযায়ী পাঠ করার বিধি আছে। এই সমষ্টীকৃত সামকে স্তোম বলে।

[2] মূলে আত্মনেপদী "স্তোষ্যমাণ" পদ প্রযুক্ত হইয়াছে ; কারণ স্তোমপাঠের ফল যজমানের প্রাপ্য নহে, উহা কর্তৃগামী বা স্তোমপাঠকের লভ্য।

যাং দিশমভিষ্টোষ্যন্ স্যাৎ তাং দিশমুপধাবেৎ ॥ ১১

যাম্ দিশম্ অভিষ্টোষ্যন্ স্যাৎ (যে দিকে অভিমুখী হইয়া স্তব করিতে উদ্যত হইবেন) তাম্ দিশম্ ([অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদি সহ] সেই দিক্‌কে) উপধাবেৎ। ১১

যে দিকে মুখ করিয়া স্তব করিবেন সেই দিক্‌কে চিন্তা করিবেন। ১১

আত্মানমন্তত উপসৃত্য স্তুবীত কামং ধ্যায়ন্নপ্রমত্তোঽভ্যাশো হ যদস্মৈ স কামঃ সমৃধ্যেত যৎকামঃ স্তুবীতেতি যৎকামঃ স্তুবীতেতি ॥ ১২

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয় খণ্ডঃ ॥

অন্ততঃ (সামাদি চিন্তার পর অবশেষে) আত্মানম্ উপসৃত্য ([উদ্গাতা] আপন নাম, গোত্র ও বর্ণাশ্রমাদি সহ আপনাকে চিন্তা করিয়া) কামম্ (অপেক্ষিত ফল) ধ্যায়ন্ (অনুধ্যানপূর্বক) অপ্রমত্তঃ ([স্বর, উষ্ম ও ব্যঞ্জনাদি বর্ণের উচ্চারণে] প্রমাদশূন্য হইয়া) স্তুবীত (স্তব করিবেন)। যৎ-কামঃ (যেরূপ কামনাযুক্ত হইয়া) যৎ (=যত্র, যে কর্মে) স্তুবীত ([উক্ত উদ্গাতা] স্তব করিবেন) [সেই কর্মে] অস্মৈ ([যথোক্ত জ্ঞানবান্] ঐ

উদ্গাতার প্রতি) সঃ কামঃ (সেই অভীষ্ট ফল) অভ্যাশঃ হ (অতি শীঘ্র) সমৃধ্যেত (সম্যক্ বর্ধিত হয়); যৎকামঃ স্তবীত [আদরার্থে দ্বিরুক্তি]—ইতি [সমাপ্তিসূচক]। [পাঠান্তর—অন্ততঃ স্থানে অন্তঃ]। ১২

(যথাক্রমে সামাদির চিন্তার পরে উদ্গাতা) অবশেষে (আপন নাম, গোত্র ও বর্ণাশ্রমাদিসহ) আপনাকে চিন্তাপূর্বক অপেক্ষিত ফলের চিন্তা করিয়া বর্ণের উচ্চারণে প্রমাদশূন্য হইয়া স্তব করিবেন। তাহা হইলে যে কর্মে যেরূপ কামনাযুক্ত হইয়া তিনি স্তব করিলেন, সেই কর্মে তাঁহার সেই অভীষ্ট ফল অতি শীঘ্র সমৃদ্ধিলাভ করিবে। ১২

প্রথম অধ্যায়—চতুর্থ খণ্ড

(অভয় ও অমৃত গুণবিশিষ্ট স্বরাখ্য উদ্গীথ-ওঙ্কারের উপাসনা)

ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীতোমিতি হ্যুদ্গায়তি তস্যোপব্যাখ্যানম্ ॥ ১

[মধ্যে অপর বিষয় আলোচিত হওয়ায় প্রথম খণ্ডের (১।১।১ দ্রঃ) সহিত সম্পর্করক্ষার জন্য চতুর্থ খণ্ডের আদিতে এই মন্ত্রের পুনরুল্লেখ হইল]। ১

উদ্গীথাখ্য ওম্ এই বর্ণাত্মক অক্ষরকে উপাসনা করিবে; কারণ ওম্ উচ্চারণপূর্বক উদ্গীথ গান করা হয়। সেই অক্ষরের উপাসনাদি বিষয়ে ব্যাখ্যা হইতেছে। ১

দেবা বৈ মৃত্যোর্বিভ্যতস্ত্রয়ীং বিদ্যাং প্রাবিশংস্তে ছন্দোভিরচ্ছাদয়ন্ যদেভিরচ্ছাদয়ংস্তচ্ছন্দসাং ছন্দস্ত্বম্ ॥ ২

দেবাঃ বৈ (দেবগণ, সাত্ত্বিক ইন্দ্রিয়বৃত্তিসকল) মৃত্যোঃ (মৃত্যু অর্থাৎ মৃত্যুর কারণীভূত

আসুরিক পাপ হইতে) বিভ্যতঃ (ভীত হইয়া) ত্রয়ীম্ বিদ্যাম্ (বেদবিদ্যায়, অর্থাৎ ত্রয়ীবিহিত কর্মে) প্রাবিশন্ (প্রবেশ করিলেন, কর্মে ব্যাপৃত হইলেন); তে (তাঁহারা) ছন্দোভিঃ (ছন্দঃসমূহের দ্বারা) অচ্ছাদয়ন্ (আপনাদিগকে আচ্ছাদিত করিলেন) [দেবতারা মনে করিলেন যে, এইরূপে বৈদিক কর্মাদিতে ব্যাপৃত থাকিলে মৃত্যু তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না]; যৎ (যেহেতু) এভিঃ (এই মন্ত্রবর্গের দ্বারা) [আপনাদিগকে] অচ্ছাদয়ন্, তৎ (সেই জন্য) ছন্দসাম্ (মন্ত্রসমূহের) ছন্দঃ-ত্বম্ ('ছন্দঃ'-নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছে)। ২

দেবগণ মৃত্যুভীত হইয়া ত্রয়ীবিহিত কর্মে ব্যাপৃত হইলেন এবং ছন্দ অর্থাৎ মন্ত্রসকলের দ্বারা[১] আপনাদিগকে আচ্ছাদিত করিলেন। যেহেতু এই সকলের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন, এই হেতুই মন্ত্রসকলের নাম হইল ছন্দ। ২

১। একই কর্মে সকল মন্ত্র প্রযুক্ত হয় না। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, আরব্ধ প্রযোজ্য মন্ত্র ভিন্ন অপর মন্ত্রসকলের জপ করিয়াও "আচ্ছাদিত হইলেন।"

তান্নু তত্র মৃত্যুর্যথা মৎস্যমুদকে পরিপশ্যেদেবং পর্যপশ্যদৃচি সাম্নি যজুষি। তে নু বিদিত্বোর্ধ্বা ঋচঃ সাম্নো যজুষঃ স্বরমেব প্রাবিশন্ ॥ ৩

[মৎস্যজীবী] মৎস্যম্ (মৎস্যকে) উদকে ([স্বল্প] জলে) যথা (যেরূপ) পরিপশ্যেৎ (দেখিয়া থাকে) [অর্থাৎ "ঐ মৎস্য সহজেই জাল প্রভৃতির দ্বারা আমার করায়ত্ত হইবে," এইরূপ মনে করে], মৃত্যুঃ (মৃত্যু) তান্ উ (সেই দেবগণকেও) এবম্ (তদ্রূপ) তত্র ঋচি সাম্নি যজুষি (সেই ঋক্, সাম ও যজুঃ বেদের মধ্যে; অর্থাৎ তৎসাধ্য কর্মে) পর্যপশ্যৎ (দেখিয়াছিলেন) [অর্থাৎ "কর্ম ও কর্মফল বিনাশী, সুতরাং কর্মক্ষয়ে তাঁহারা শীঘ্রই আমার অধীন হইবেন," এইরূপ বুঝিয়াছিলেন]। তে নু (তাঁহারাও) [বৈদিক কর্ম অনুষ্ঠান করিয়া শুদ্ধচিত্ত হওয়ায়] বিদিত্বা ([মৃত্যুর অভিপ্রায়] বুঝিয়া) ঋচঃ সাম্নঃ যজুষঃ (ঋক্, সাম ও যজুঃ বেদ হইতে) ঊর্ধ্বাঃ (উত্থিত হইয়া, বেদমন্ত্রসাধ্য কর্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া) স্বরম্ এব (স্বর-শব্দ বাচ্য অক্ষরে, উদ্গীথ-ওঙ্কারে) প্রাবিশন্ (প্রবেশ করিলেন)। ৩

(মৎস্যজীবী) মৎস্যকে যেরূপ স্বল্পজলে দেখিতে পায়, মৃত্যুও সেইরূপ দেবগণকে উক্ত ঋক্, যজুঃ ও সাম মন্ত্রের সাধ্য কর্মমধ্যে দর্শন করিলেন। দেবগণও মৃত্যুর অভিপ্রায় বুঝিয়া ঋক্, যজুঃ ও সাম মন্ত্রের সাধ্য কর্ম হইতে ঊর্ধ্বে উঠিয়া স্বরশব্দ-বাচ্য অক্ষরে প্রবেশ করিলেন। ৩

যদা বা ঋচমাপ্নোত্যোমিত্যেবাতিস্বরত্যেবং সামৈবং যজুরেষ উ স্বরো যদেতদক্ষরমেতদমৃতমভয়ং তৎ প্রবিশ্য দেবা অমৃতা অভয়া অভবন্ ॥ ৪

যদা বৈ (যখনই) [কেহ] ঋচম্ (ঋক্‌কে) আপ্নোতি (অধ্যয়নের দ্বারা স্বায়ত্ত করে) [তখনই] ওম্ ইতি এব (ওম্ এই অক্ষরটিই) অতিস্বরতি (সাদরে উচ্চারণ করে) [এই জন্য ওঙ্কারের নাম “স্বর”] ; এবম্ সাম (সাম সম্বন্ধেও এইরূপ), এবম্ যজুঃ ; [অতএব] এতৎ যৎ (এই যে) অক্ষরম্ (অক্ষর, ওম্) এষঃ উ (ইহাও) স্বরঃ (স্বর, স্বরশব্দ-বাচ্য) ; এতৎ (ইহাই) [ব্রহ্মের প্রতীক বলিয়া] অমৃতম্ (অমর) অভয়ম্ (ভয়হীন) ; তৎ (ঐ অক্ষরে) প্রবিশ্য (প্রবেশ করিয়া, ব্রহ্মবুদ্ধিতে উহার ধ্যান করিয়া) দেবাঃ (দেবগণ) অমৃতাঃ (অমর) অভয়াঃ (ভয়হীন) অভবন্ (হইলেন)। ৪

যখনই কেহ ঋক্‌কে আয়ত্ত করে, তখনই সে ওম্ এই অক্ষরটি সাদরে উচ্চারণ করে ; সামসম্বন্ধে এবং যজুঃসম্বন্ধেও এইরূপ। অতএব এই যে অক্ষরটি, ইহাই “স্বর,”[১] ইহাই অমর ও অভয়। ইহাতে প্রবেশ করিয়া দেবগণ অমর ও অভয় হইলেন। ৪

[১] ঋগাদি-মন্ত্রোচ্চারণে উদাত্তাদি স্বর ব্যবহৃত হয়। উহার সহিত সম্বন্ধ থাকায় ওম্ স্বর-শব্দ-বাচ্য।

স য এতদেবং বিদ্বান্ অক্ষরং প্রণৌত্যেতদেবাক্ষরং স্বরমমৃতমভয়ং প্রবিশতি তৎ প্রবিশ্য যদমৃতা দেবাস্তদমৃতো ভবতি ॥ ৫

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য চতুর্থখণ্ডঃ ॥

যঃ (যে কেহ) এতৎ (এই) অক্ষরম্ (অক্ষরকে) এবম্ (এইরূপ, দেবগণের ন্যায়) [অমৃত ও অভয় গুণে ভূষিত] বিদ্বান্ (জানিয়া) প্রণৌতি (স্তব করেন, উপাসনা করেন) সঃ (তিনি) এতৎ (এই) অমৃতম্ (অমর) অভয়ম্ (ভয়হীন) স্বরম্ (স্বর-শব্দ-বাচ্য) অক্ষরম্ এব (অক্ষরেই) প্রবিশতি (প্রবেশ করেন) ; তৎ (উহাতে) প্রবিশ্য (প্রবেশ করিয়া) যৎ-অমৃতাঃ দেবাঃ (যে অমৃতে দেবগণ অমর হইয়াছেন) তৎ-অমৃতঃ (সেই অমৃতেই অমৃতত্ববিশিষ্ট অর্থাৎ অমর) ভবতি (হন) । ৫

যে কেহ এই অক্ষরকে এইরূপ জানিয়া উপাসনা করেন, তিনি স্বর-শব্দ-বাচ্য এই অমর ও অভয় অক্ষরেই প্রবেশ করেন। উহাতে প্রবেশ করিয়া, দেবগণ যে অমৃতে অমর হইয়াছেন, তিনিও সেই অমৃতেই অমর হন। ৫

প্রথমাধ্যায়—পঞ্চম খণ্ড

(ভেদগুণবিশিষ্ট আদিত্য ও প্রাণদৃষ্টিতে উপাসনা)

অথ খলু য উদ্গীথঃ স প্রণবো যঃ প্রণবঃ স উদ্গীথ ইত্যসৌ বা আদিত্য উদ্গীথ এষ প্রণব ওমিতি হ্যেষ স্বরন্নেতি ॥ ১

অথ (ইদানীং প্রকারান্তরে উপাসনা বলা হইতেছে)—যঃ (যাহা) উদ্গীথঃ (ছান্দোগ্যে উদ্গীথ উদ্গীথাবয়ব ওঙ্কার) সঃ খলু (তাহাই) প্রণবঃ ([বহ্বৃচদিগের অর্থাৎ ঋগ্বেদের] প্রণব [বলিয়া প্রসিদ্ধ]), যঃ (যাহা) প্রণবঃ সঃ (তাহাই) উদ্গীথঃ ইতি। অসৌ বৈ আদিত্যঃ (ঐ আদিত্যই) উদ্গীথঃ (উদ্গীথাবয়ব ওঙ্কার), এষঃ (ইনিই, এই আদিত্যই) প্রণবঃ ; হি (কারণ) এষঃ ওম্ ইতি (ওম্ এই অক্ষর) স্বরন্ (উচ্চারণ করিয়া) এতি (বিচরণ করেন) [অথবা—স্বরন্ (গমনকারী) এষঃ (ইনি) ওম্ ইতি (প্রাণীদিগের প্রবৃত্তিবিষয়ে ওম্ বলিয়া অনুজ্ঞা প্রকাশ করিয়া) এতি]। ১

অনন্তর যাহা উদ্গীথ তাহাই প্রণব, যাহা প্রণব তাহাই উদ্গীথ।[১] ঐ আদিত্যই উদ্গীথ, ইনিই আবার প্রণব ; কারণ এই সূর্য ওম্ উচ্চারণ করিয়া[২] (আকাশমার্গে) ভ্রমণ করেন। ১

১। এই সকল বাক্যে পূর্বোক্ত বিষয়ের স্মরণ করান হইতেছে। অর্থাৎ পূর্বে ২য় ও ৩য় খণ্ডে বলা হইয়াছে যে, উদ্গীথে প্রাণদৃষ্টি ও আদিত্যদৃষ্টি করিতে হইবে ; বর্তমান খণ্ডে দেখান হইবে যে উদ্গীথকে রশ্মি ও আদিত্যের ভেদরূপ গুণের দৃষ্টিতে এবং বাগাদি ও মুখ্য প্রাণের বহুত্বরূপ গুণের দৃষ্টিতে উপাসনা করিলে উত্তম ফল, অর্থাৎ বহু পুত্র, লাভ হয়।

২। সূর্যের আবর্তনানুযায়ী লোকে কর্মে প্রবৃত্ত হয়। অতএব আবর্তনকালে তিনিই যেন ওম্ উচ্চারণ করিয়া তাহাদের কার্যে অনুমতি ও অনুমোদন প্রকাশ করেন। ছাঃ ১।১।৮ দ্রঃ।

এতমু এবাহমভ্যগাসিষং তস্মান্মম ত্বমেকোঽসীতি হ কৌষীতকিঃ পুত্রমুবাচ রশ্মীংস্ত্বং পর্যাবর্তয়াদ্ বহবো বৈ তে ভবিষ্যন্তীত্যধিদৈবতম্ ॥ ২

এতম্ উ এব ([বহু রশ্মি ও সূর্যকে অভিন্ন ভাবিয়া] এই সূর্যকেই) অহম্ (আমি) অভ্যগাসিষম্ (উদ্দেশ্য করিয়া গান করিয়াছিলাম), তস্মাৎ (সেই জন্য) ত্বম্ (তুমি) মম (আমার) একঃ (একমাত্র) [পুত্র] অসি (হইয়াছ)—ইতি (এই কথা) কৌষীতকিঃ পুত্রম্ (পুত্রকে) উবাচ হ (পুরাকালে বলিয়াছিলেন) ; ত্বম্ রশ্মীন্ ([সূর্য ও] কিরণসকলকে পর্যাবর্তয়াৎ (=পর্যাবর্তয়, ভিন্ন বলিয়া উপাসনা কর) [তাহা হইলে] তে (তোমার) বহবঃ (বহু [পুত্র]) ভবিষ্যন্তি (হইবে) ;—ইতি অধিদৈবতম্ (এই পর্যন্ত দেবতাবিষয়ে [সূর্যবিষয়ে] উপাসনা কথিত হইল)। ২

পুরাকালে কৌষীতকি (নিজ) পুত্রকে বলিয়াছিলেন—"ইঁহার উদ্দেশ্যে আমি গান করিয়াছিলাম, সেই জন্য তুমি আমার একমাত্র পুত্র হইয়াছ। তুমি উদ্গীথকে ভেদগুণবিশিষ্ট সূর্য ও বহু রশ্মির দৃষ্টিতে উপাসনা কর, তাহা হইলে তোমার বহু পুত্র হইবে।"—এই পর্যন্ত অধিদৈবত উপাসনা বলা হইল। ২

অথাধ্যাত্মং—য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদ্গীথমুপাসীতোমিতি হ্যেষ স্বরন্নেতি ॥ ৩

অথ অধ্যাত্মম্ (দেহসম্বন্ধী উপাসনা কথিত হইতেছে)—যঃ এব (যিনিই) অয়ম্ (এই) মুখ্যঃ প্রাণঃ (মুখে স্থিত প্রাণ) তম্ (তাঁহাকে) উদ্গীথম্ (উদ্গীথাবয়ব ওঙ্কাররূপে) উপাসীত [অর্থাৎ প্রাণদৃষ্টিতে উদ্গীথের উপাসনা করিবে]; হি (কারণ) এষঃ (এই প্রাণ) ওম্ ইতি (ওম্ এই অক্ষর) স্বরন্ (উচ্চারণপূর্বক) এতি ([বাগাদির প্রবৃত্তির জন্য দেহে] সঞ্চরণ করেন)।৩

অনন্তর শরীরসম্বন্ধী উপাসনা বলা হইতেছে—যিনি মুখ্যপ্রাণ তাঁহাকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিবে; কারণ এই প্রাণ ওম্ উচ্চারণপূর্বক (দেহে) বিচরণ করেন।[1] ৩

[1] মুখ্যপ্রাণ যেন ওম্ উচ্চারণ করিয়া বাগাদিকে স্বকার্যে অনুমতি দেন। মুমূর্ষু ব্যক্তির মুখ্যপ্রাণ ঐরূপ অনুমতি দেন না বলিয়াই বাগাদি নিবৃত্ত হয়। প্রাণের অনুজ্ঞাই যেন ওঙ্কার উচ্চারণ।

এতমু এবাহমভ্যগাসিষং তস্মান্মম ত্বমেকোঽসীতি হ কৌষীতকিঃ পুত্রমুবাচ প্রাণাংস্ত্বং ভূমানমভিগায়তাদ্ বহবো বৈ মে ভবিষ্যন্তীতি ॥ ৪

এতম্ উ এব (এই প্রাণকেই) অহম্ অভ্যগাসিষম্ [ইত্যাদি পূর্ববৎ] মে (আমার) বহবঃ (বহু পুত্র) ভবিষ্যন্তি বৈ (হইবে) ইতি (এই মনে করিয়া) ত্বম্ ভূমানম্ (বহুত্বযুক্ত, ভেদগুণবিশিষ্ট) প্রাণান্ (বাগাদিকে ও মুখ্যপ্রাণকে) [অর্থাৎ ঐরূপ প্রাণবর্গের দৃষ্টিতে উদ্গীথকে] অভিগায়তাৎ (উপাসনা কর)।৪

কৌষীতকি নিজ পুত্রকে বলিয়াছিলেন—"(বাগাদি-বহুত্ববিশিষ্ট প্রাণের উপাসনা না করিয়া) এই মুখ্যপ্রাণের উদ্দেশ্যেই আমি গান করিয়াছিলাম; তাহার ফলে তুমি আমার একমাত্র পুত্র হইয়াছ। 'আমার বহু পুত্র হউক' এই মনে করিয়া তুমি উদ্গীথকে বহুত্বযুক্ত মুখ্যপ্রাণ ও বাগাদি-প্রাণের দৃষ্টিতে[1] উপাসনা কর।" ৪

---

[1] কারণ একই প্রাণ বাগাদি বিবিধ ইন্দ্রিয়রূপে বিদ্যমান। বৃঃ ১।৫।২১

অথ খলু য উদ্গীথঃ স প্রণবো যঃ প্রণবঃ স উদ্গীথ ইতি হোতৃষদনাদ্ধৈবাপি দুরুদ্গীতমনুসমাহরতীত্যনুসমাহরতীতি ॥ ৫

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য পঞ্চমখণ্ডঃ ॥

অথ হইতে উদ্গীথঃ [১।৫।১ দ্রঃ] ইতি (এইরূপ জ্ঞান থাকিলে), [এতাদৃশ জ্ঞানসম্পন্ন উদ্গাতার প্রমাদবশতঃ] অপি দুরুদ্গীতম্ ([তৎকর্তৃক] যদি কোনও দোষযুক্ত উদ্গান হয়) [তবে ঐ জ্ঞানী উদ্গাতা] হোতৃষদনাৎ হ এব (হোতা যেস্থানে থাকিয়া স্তোত্র পাঠ করেন সেই স্থান হইতে, অর্থাৎ সম্যক্ নিষ্পন্ন হোতৃসাধ্য কর্ম হইতে) অনুসমাহরতি (ফল আহরণপূর্বক [উক্ত ত্রুটির] প্রতিকার করিতে সমর্থ হন) ইতি [সমাপ্তিসূচক] ; অনুসমাহরতি ইতি [আদরার্থে দ্বিরুক্তি] ।৫

"যাহা উদ্গীথ, তাহাই প্রণব ; যাহা প্রণব তাহাই উদ্গীথ"—যে উদ্গাতার এইরূপ জ্ঞান আছে, তাঁহার দ্বারা যদি কখনও দোষযুক্ত উদ্গান হইয়া যায়, তবে তিনি (ঐ জ্ঞানের বলে) হোতার সুনিষ্পন্ন কর্ম হইতে ফল আহরণ করিয়া উহার প্রতিকার করেন। ৫

প্রথমাধ্যায়—ষষ্ঠ খণ্ড

(অধিদৈবত আদিত্যপুরুষের উপাসনা)

ইয়মেবর্গগ্নিঃ সাম তদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়ত ইয়মেব সা অগ্নিরমস্তৎ সাম ॥ ১

[যাঁহারা জ্যোতিষ্টোমাদি যাগে অধিকারী তাঁহাদের সমগ্র ঐশ্বর্য প্রাপ্তির জন্য ষষ্ঠ ও সপ্তমখণ্ডে প্রকারান্তরে উদ্গীথোপাসনা কথিত হইবে। তাহার পূর্বে ঐ উপাসনার অঙ্গীভূত উপাসনা কথিত হইতেছে]—ইয়ম্ এব (এই পৃথিবীই) ঋক্, অগ্নিঃ সাম ; তৎ এতৎ সাম (উক্ত এই অগ্নিনামক সাম) এতস্যাম্ ঋচি (এই পৃথিবীরূপ ঋকে) অধ্যূঢ়ম্ (অধিষ্ঠিত);

তস্মাৎ (এই জন্য) [এখনও] ঋচি অধ্যূঢ়ম্ (ঋকে অধিষ্ঠিতরূপে) সাম গীয়তে (গীত হয়)। [তাঁহারা পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন নহেন ; কারণ] ইয়ম্ এব (এই পৃথিবীই) [সাম নামের একাংশ] সা ("সা" শব্দের বাচ্য) ; অগ্নিঃ [সাম নামের অপরাংশ] অমঃ ("অম"-শব্দের বাচ্য)—তৎ সাম (এইরূপে পৃথিবী ও অগ্নি সাম-শব্দের বাচ্য) । ১

ইহাই (অর্থাৎ পৃথিবীই) ঋক্, অগ্নি সাম ;[১] উক্ত এই (অগ্ন্যাখ্য) সাম এই (পৃথিব্যাখ্য) ঋকের উপর অধিষ্ঠিত ; সেই জন্যই ঋকে অধিষ্ঠিত সাম গীত হইয়া থাকে।[২] ইহাই (অর্থাৎ পৃথিবীই) সা, অগ্নিই অম[৩]—এইরূপে (উহারা) সাম-শব্দ-বাচ্য । ১

১। কর্মাঙ্গীভূত ঋক্ ও সামের সংস্কারের জন্য তদুভয়ে ক্রমে পৃথিবীদৃষ্টি ও অগ্নিদৃষ্টি বিহিত হইতেছে। এইরূপ পরেও বুঝিতে হইবে।

২। ঋক্ অর্থাৎ ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রসকল স্বরসংযোগে গীত হইয়া সামে পরিণত হয় এবং কর্মাঙ্গরূপে একই সঙ্গে প্রযুক্ত হয়। সুতরাং সাম ও ঋক্ অত্যন্ত ভিন্ন নহে, এবং উহাদের মধ্যে আধার আধেয় সম্বন্ধও আছে। সেইরূপ পৃথিবী এবং অগ্নিও অত্যন্ত ভিন্ন নহে, উহারাও একে অপরের উপর অধিষ্ঠিত। অন্যত্রও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

৩। কেহ কেহ বলেন, এখানে সামাক্ষরে পৃথিবী ও অগ্নির দৃষ্টি বিহিত হইয়াছে। সা-শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, পৃথিবী-শব্দও তাই ; অম পুংলিঙ্গ, অগ্নিও তাই।

অন্তরিক্ষমেবর্গ্ বায়ুঃ সাম তদেতদ্বায়ুমৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং
সাম গীয়তেঽন্তরিক্ষমেব সা বায়ুরমস্তৎ সাম ॥ ২

অন্তরিক্ষম্ (আকাশ) এব ঋক্, বায়ুঃ (বায়ুঃ), [অপরাংশ পূর্ববৎ] । ২

অন্তরিক্ষই ঋক্, বায়ু সাম ; উক্ত এই (বায়ুরূপী) সাম ঐ (অন্তরিক্ষরূপী) ঋকে অধিষ্ঠিত ; সেই জন্য ঋকে অধিষ্ঠিত সাম গীত হইয়া থাকে। অন্তরিক্ষই সা, বা অম—এইরূপে উহারা সাম-শব্দ-বাচ্য । ২

দ্যৌরেবর্গাদিত্যঃ সাম তদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে দ্যৌরেব সাদিত্যোঽমস্তৎ সাম ॥ ৩

দ্যৌঃ এব (দ্যুলোকই, স্বর্গই), আদিত্যঃ (সূর্য) [অপরাংশ পূর্ববৎ]। ৩

দ্যুলোকই ঋক্, সূর্য সাম ; উক্ত এই (সূর্যরূপী) সাম ঐই (দ্যুলোকরূপী) ঋকে অধিষ্ঠিত ; সেইজন্য ঋকে অধিষ্ঠিত সাম গীত হয়। দ্যুলোকই সা, সূর্যই অম—এইরূপে উহারা সাম-শব্দ-বাচ্য। ৩

নক্ষত্রাণ্যেবার্ক্ চন্দ্রমাঃ সাম তদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে নক্ষত্রাণ্যেব সা চন্দ্রমা অমস্তৎ সাম ॥ ৪

নক্ষত্রাণি এব (নক্ষত্রবর্গই), চন্দ্রমাঃ (চন্দ্র), [অপরাংশ পূর্ববৎ]।৪

তারকারাজিই ঋক্, চন্দ্রমা সাম ; উক্ত এই (চন্দ্ররূপী) সাম এই (তারকারূপী) ঋকে অধিষ্ঠিত ;[১] সেইজন্যই ঋকে অধিষ্ঠিত সাম গীত হয়। তারকারাজিই সা, চন্দ্রমা অম—এইরূপে উহারা সাম-শব্দ-বাচ্য।৪

---

[১] চন্দ্রমা তারকা সকলের অধিপতি বলিয়া তাহাদের উপর অধিষ্ঠিত।

অথ যদেতদাদিত্যস্য শুক্লং ভাঃ সৈবর্গথ যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং তৎ সাম তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে ॥ ৫

[অপর একটি অঙ্গোপাসনা বিহিত হইতেছে]—অথ (আর) আদিত্যস্য (সূর্যের) এতৎ যৎ (এই যে) শুক্লম্ (শুভ্র) ভাঃ (দীপ্তি) সা এব (তাহাই) ঋক্, অথ যৎ পরঃ নীলম্ (নীলাতিশায়ী, অতি নীল) কৃষ্ণম্ (কৃষ্ণ আভা [যাহা সমাহিত ও শাস্ত্র-পরিশোধিত ব্যক্তির দৃষ্টির গোচর]) তৎ সাম ইত্যাদি পূর্ববৎ। ৫

আর সূর্যের এই যে শুভ্র দীপ্তি তাহাই ঋক্, আর যাহা নীলাতিশায়ী কৃষ্ণ আভা উহাই সাম ; সেই এই (শুভ্রদীপ্তিরূপ) ঋকে এই (কৃষ্ণদীপ্তিরূপ) সাম অধিষ্ঠিত ; এই জন্যই ঋকে অধিষ্ঠিত সাম গীত হয়। ৫

অথ যদেবৈতদাদিত্যস্য শুক্লং ভাঃ সৈব সাঽথ যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং তদমস্তৎ সামাথ য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্যকেশ আপ্রণখাৎ সর্ব এব সুবর্ণঃ ॥ ৬

তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী তস্যোদিতি নাম স এষ সর্বেভ্যঃ পাপ্মভ্য উদিত উদেতি হ বৈ সর্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যো য এবং বেদ ॥ ৭

অথ (আবার) এতৎ (এই) যৎ এব (যাহাই) আদিত্যস্য (সূর্যের) শুক্লম্ ভাঃ (শুভ্র দীপ্তি) সা এব (তাহাই) সা (সা-শব্দের বাচ্য), অথ (আর) যৎ (যাহা) নীলম্ পরঃ কৃষ্ণম্ (নীলাতিশায়ী কৃষ্ণ আভা) তৎ অমঃ (ইহাই অম-শব্দের বাচ্য)—তৎ সাম (এইরূপেই ঐ উভয় আভা সাম-শব্দের বাচ্য)। [অঙ্গোপাসনা শেষ করিয়া অতঃপর প্রধান উপাসনা বর্ণনার পূর্বে উপাস্যের অধিদৈবত স্বরূপ বলা হইতেছে]—অথ (আর) আদিত্যে অন্তঃ (সূর্যমণ্ডলাভ্যন্তরে) এষঃ যঃ (এই যে) হিরণ্ময়ঃ (সুবর্ণসদৃশ জ্যোতির্ময়) পুরুষঃ (হৃদয়পুরশায়ী বা জগৎপরিপূরক পরমাত্মা) দৃশ্যতে (ব্রহ্মচর্যাদি সহায়ে সমাহিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক দৃষ্ট হন) [যিনি যেন) হিরণ্যশ্মশ্রুঃ (জ্যোতির্ময় শ্মশ্রুযুক্ত) [যেন] হিরণ্যকেশঃ (জ্যোতির্ময় কেশযুক্ত), [যাঁহার] আ-প্রণখাৎ (নখাগ্র পর্যন্ত) সর্বঃ এব (সকল অবয়বই) [যেন] সুবর্ণঃ (জ্যোতির্ময়)। ৬

কপি-আসম্ (মর্কটের পৃষ্ঠান্তভাগের সদৃশ) পুণ্ডরীকম্ (পদ্ম) যথা (যেরূপ সমুজ্জ্বল) এবম্ (এইরূপই, পদ্মেরই ন্যায়) তস্য (তাঁহার) অক্ষিণী (চক্ষুর্দ্বয়)। তস্য (তাঁহার) উৎ ইতি (উৎ এই) নাম ([গৌণ] নাম), [কারণ] সঃ এষঃ (সেই এই দেব) সর্বেভ্যঃ (সকল) পাপ্মভ্যঃ (পাপ হইতে) উৎ-ইতঃ (উদ্গত, উত্তীর্ণ); যঃ (যিনি) এবং বেদ (যথোক্ত প্রকারে এই উৎ নামধারীকে জানেন) [তিনি] সর্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যঃ (সকল পাপ হইতে) উদেতি হ বৈ (অবশ্যই ঊর্ধ্বে উত্থিত হন)। ৭

আবার সূর্যের যাহা শ্বেত আভা উহাই "সা", আর যাহা সাতিশয় কৃষ্ণ আভা উহাই "অম" ; এইরূপে শ্বেত আভা ও কৃষ্ণ আভাই সামশব্দের বাচ্য। আর সূর্যমণ্ডলের অভ্যন্তরে এই যে সুবর্ণ-বর্ণ (অর্থাৎ জ্যোতির্ময়) পুরুষ[1] দৃষ্ট হন—যাঁহার শ্মশ্রু সুবর্ণবর্ণ ও কেশ সুবর্ণবর্ণ এবং যাঁহার নখাগ্র পর্যন্ত সমস্তই সুবর্ণবর্ণ—তাঁহার চক্ষুর্দ্বয়, মর্কটের পশ্চাদ্ভাগের ন্যায় যে লোহিতাভ পদ্ম সেই পদ্মসদৃশ সমুজ্জ্বল[2]। তাঁহার নাম "উৎ", কারণ এই দেব সকল পাপ হইতে উদ্‌গত, অর্থাৎ উর্ধ্বে স্থিত। যিনি এইরূপ জানেন তিনিও অবশ্যই পাপরাশি হইতে উত্তীর্ণ হন। ৬-৭

তস্যর্ক্ চ সাম চ গেষ্ণৌ তস্মাদুদ্‌গীথস্তস্মাত্ত্বেবোদ্‌গাতৈতস্য হি গাতা স এষ যে চামুষ্মাৎ পরাঞ্চো লোকাস্তেষাং চেষ্টে দেবকামানাং চেত্যধিদৈবতম্॥ ৮

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য ষষ্ঠখণ্ডঃ॥

[যেহেতু তিনি সর্বকারণ ও সর্বাত্মা অতএব] ঋক্ চ সাম চ (ঋক্ ও সাম) তস্য (তাঁহার) গেষ্ণৌ ([পর্বরূপে ধ্যেয়] দুইটি পর্ব)। [যেহেতু তিনি উৎ-নামা, এবং পৃথিবী ও অগ্নি প্রভৃতি স্বরূপ ঋক্ ও সাম তাঁহার দুইটী গেষ্ণ (১।৬।১-৪ দ্রঃ) ; অর্থাৎ যেহেতু তিনি পাপাতীত ও সর্বাত্মক] তস্মাৎ (সুতরাং) [তিনি] উদ্‌গীথঃ (উদ্‌গীথস্বরূপ) হি (যেহেতু) এতস্য (এই [উৎ-এর] বিষয়েই) গাতা (সামগায়ক গান করেন), তস্মাৎ তু এব (সেইজন্যই) উদ্‌গাতা (গায়কের নান উৎ-গাতা)। চ সঃ এষঃ (সেই এই উৎ-

---

[1] ইনি পরমাত্মা ; ইনি আদিত্যস্থ জীববিশেষ নহেন। কারণ পরমাত্মাই সর্বপাপের অতীত হইতে পারেন। ছাঃ ৮।৭।১

[2] এখানে মর্কটের পশ্চাদ্ভাগের সহিত পদ্মের ও পদ্মের সহিত আদিত্যপুরুষের চক্ষুর বর্ণের তুলনা করা হইল। সুতরাং উক্ত পুরুষের চক্ষুর সহিত মর্কটের অধোভাগের তুলনা করিয়া অশ্রদ্ধা দেখান হইল—এইরূপ বলা যাইতে পারে না। পুণ্ডরীক শ্বেত-বর্ণের হইতে পারে। কিন্তু উপমার অনুরোধে এখানে উজ্জ্বল রক্তিম পদ্মই গ্রহণীয়।

নামক দেব) অমুষ্মাৎ (এই সূর্য হইতে) পরাঞ্চঃ (পরবর্তী, অর্থাৎ উর্ধ্ববর্তী) (যে সকল) লোকাঃ (লোক, [স্বর্গাদি]) তেষাম্ চ (সেই লোকসমূহেরও) ঈষ্টে (শাসন করেন, [ও ধারণ করেন]), দেবকামানাম্ চ (এবং দেবগণের অভিলষিত বিষয়েরও) [বিধাতা হন] ইতি অধিদৈবতম্ (উদ্‌গীথের দেবতাবিষয়ক স্বরূপটী বলা শেষ হইল) । ৮

ঋক্ ও সাম তাঁহার দুইটি পর্ব। (যেহেতু তিনি উৎ নামধারী, এবং যেহেতু পৃথিবী ও অগ্নিপ্রভৃতি স্বরূপ ঋক্ ও সাম তাঁহার গেষ্ণদ্বয়) অতএব তিনি উদ্‌গীথস্বরূপ। (উদ্‌গাতা) এই উৎবিষয়ক গান করেন বলিয়াই তাঁহার নাম উৎ-গাতা। অধিকন্তু এই দেব সূর্যমণ্ডলের পরবর্তী সকল লোকের শাসন ও ধারণ করেন এবং তিনি দেবগণের অভীষ্টবর্গেরও নিয়ন্তা। উদ্‌গীথের দেবতাবিষয়ক স্বরূপ বলা শেষ হইল। ৮

প্রথমাধ্যায়—সপ্তম খণ্ড

(অধ্যাত্ম অক্ষিপুরুষের উপাসনা)

অথাধ্যাত্মম্ বাগেবর্ক্ প্রাণঃ সাম তদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম
তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে। বাগেব সা প্রাণোঽমস্তৎ সাম ॥ ১

অথ (অধুনা) অধ্যাত্মম্ (দেহবিষয়ক উপাসনা) [বলা হইবে] ; [কিন্তু প্রধান অধ্যাত্ম উপাসনা বলার পূর্বে তাহার অঙ্গ উপাসনা বলা হইতেছে]—বাক্ এব (বাক্‌ই) ঋক্, প্রাণঃ (নাসিকা ও তৎস্থ বায়ু) সাম ; [অপরাংশ পূর্ববৎ] । ১

অধুনা দেহবিষয়ক উপাসনা বলা হইতেছে—বাক্‌ই ঋক্, ঘ্রাণেন্দ্রিয় সাম ;[১] সেই এই (ঘ্রাণরূপী) সাম এই (বাগ্‌রূপী) ঋকের উপর প্রতিষ্ঠিত ;[২] সেইজন্যই ঋকে অধিষ্ঠিত সাম গীত হয়। বাক্‌ই সা, ঘ্রাণ অম ; এইরূপে বাক্ ও ঘ্রাণই সাম-শব্দের বাচ্য।১

১। অর্থাৎ ঋকে বাগ্‌দৃষ্টি ও সামে প্রাণদৃষ্টি করিতে হইবে। এইরূপ সর্বত্র। ১।৬।১ টীকা।

২। কারণ নাসিকা মুখের উপরে অবস্থিত।

চক্ষুরেবর্গাত্মা সাম তদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে। চক্ষুরেব সাত্মাঽমস্তৎ সাম ॥ ২

চক্ষুঃ এব (চক্ষুই) ঋক্, আত্মা (চক্ষুতে প্রতিবিম্বিত দেহচ্ছায়া) সাম ; [অবশিষ্টাংশ পূর্ববৎ]। ২

চক্ষুই ঋক, চক্ষুতে প্রতিবিম্বিত দেহচ্ছায়া সাম ; সেই এই (ছায়ারূপী) সাম এই (চক্ষুরূপী) ঋকে প্রতিষ্ঠিত ; সেইজন্যই ঋকে অধিষ্ঠিত সাম গীত হয়। চক্ষুই সা, ছায়া অম ; এইরূপে চক্ষু ও ছায়াই সাম-পদ-বাচ্য। ২

শ্রোত্রমেবর্ঙ্মনঃ সাম তদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে। শ্রোত্রমেব সা মনোঽমস্তৎ সাম ॥ ৩

শ্রোত্রম্ এব (কর্ণই) ঋক্, মনঃ (মন) সাম ; [অপরাংশ পূর্ববৎ]। ৩

কর্ণই ঋক্, মন সাম ; সেই এই (মনোরূপী) সাম এই (কর্ণরূপী) ঋকে প্রতিষ্ঠিত ; সেইজন্যই ঋকে অধিষ্ঠিত সাম গীত হয়। কর্ণই সা, মন অম ; এইরূপে কর্ণ ও মন সাম-শব্দ-বাচ্য। ৩

অথ যদেতদক্ষ্ণঃ শুক্লং ভাঃ সৈবর্গথ যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং তৎ সাম তদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে। অথ যদেবৈতদক্ষ্ণঃ শুক্লং ভাঃ সৈব সাঽথ যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং তদমস্তৎ সাম ॥ ৪

[কয়েকটি আধ্যাত্মিক অঙ্গোপাসনা বলিয়া প্রকারান্তরে আর একটি আধ্যাত্মিক অঙ্গোপাসনা বলা হইতেছে]—অথ (আবার) এতৎ যৎ (এই যে) অক্ষ্ণঃ (চক্ষুর) শুক্লম্ (শুভ্র) ভাঃ (দীপ্তি) সা এব (উহাই, চক্ষুর শুভ্র দীপ্তিই) ঋক্, [ঋকে ঐ শুভ্র-জ্যোতির দৃষ্টি আরোপ করিবে]। অথ (আর) যৎ (যাহা) নীলম্ পরঃ কৃষ্ণম্ (নীলাতিশায়ী কৃষ্ণ, সাতিশয় কৃষ্ণ [আভা]) তৎ (উহাই) সাম, [সামে ঐ কৃষ্ণদৃষ্টি আরোপ করিবে] ; [অবশিষ্টাংশ পূর্ববৎ] । ৪

আবার চক্ষুর মধ্যে এই যে শুভ্রদীপ্তি, উহাই ঋক্ ; আর যাহা অতিশয় কৃষ্ণপ্রভা উহাই সাম। সেই এই (শুভ্রজ্যোতিঃস্বরূপ) ঋকের উপরে (কৃষ্ণজ্যোতিঃস্বরূপ) সাম প্রতিষ্ঠিত। এইজন্যই ঋকে অধিষ্ঠিত সাম গীত হয়। আর এই যে চক্ষুর শুভ্র জ্যোতি, ইহাই সা ; এবং যাহা নীলাতিশায়ী কৃষ্ণ, তাহাই অম ; এইরূপে উভয়ে সাম-শব্দ-বাচ্য। ৪

অথ য এষোহন্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে সৈবর্ক্ তৎ সাম তদুক্থং তদ্ যজুস্তদ্ব্রহ্ম তস্যৈতস্য তদেব রূপং যদমুষ্য রূপং যাবমুষ্য গেষ্ণৌ তৌ গেষ্ণৌ যন্নাম তন্নাম ॥ ৫

[আধ্যাত্মিক অঙ্গোপাসনার পর প্রধান উপাসনার উপাস্যের স্বরূপ বলা হইতেছে]—অথ (আবার) অন্তঃ অক্ষিণি (চক্ষুর মধ্যে) এষঃ যঃ (এই যে) পুরুষঃ (পুরুষ, পরমাত্মা [সমাহিতগণ কর্তৃক] দৃশ্যতে (দৃষ্ট হন) [সর্বাত্মক ও সর্বকারণ বলিয়া] সা এব (উনিই) ঋক্, তৎ (উনিই) সাম তৎ উক্থম্ (উনিই উক্থ), তৎ যজুঃ (উনিই যজুঃ), তৎ ব্রহ্ম (উনিই [তিন] বেদ)। অমুষ্য (আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষের) যৎ (যে) রূপম্ (রূপ) তস্য (সেই) এতস্য (এই চক্ষুস্থ পুরুষেরও) তৎ এব (তাহাই) রূপম্ (রূপ), অমুষ্য (তাঁহার) যৌ গেষ্ণৌ (যে পর্বদ্বয়) তৌ গেষ্ণৌ (ইঁহারও সেই দুইটি পর্ব), যৎ নাম (তাঁহার যে নাম) তৎ নাম [ইহারও সেই নাম] । [১।৬।৭-৮ দ্রঃ] ।৫

আর চক্ষুর মধ্যে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন, ইনিই ঋক্, ইনিই সাম, ইনিই উক্থ, ইঁনিই যজুঃ, ইনিই বেদত্রয়। আদিত্যস্থ পুরুষের যে রূপ, এই

অক্ষিপুরুষেরও সেই রূপ ; তাঁহার যে পর্বদ্বয়, ইহারও তাহাই ; তাঁহার যে নাম, ইহারও সেই নাম[২]। ৫

১। অথবা ঋক্=(উক্থব্যতিরিক্ত) শস্ত্র (অর্থাৎ যে সকল ঋক্মন্ত্রে দেবগণের প্রশংসা করা হয়) ; সাম=স্তোত্র (সামগায়ীর গেয় মন্ত্রসকল) ; যজুঃ=স্বাহা, স্বধা, বষট ইত্যাদি সমস্ত বাক্ ; উক্থ=শস্ত্রের অংশবিশেষ।

২। অর্থাৎ এখানে দুই জন ভিন্ন পুরুষের উপদেশ দেওয়া হয় নাই, উঁহারা অভিন্ন। ইহা অধিদৈব ও অধ্যাত্মরূপে অবস্থিত একই পরমাত্মার দৃষ্টিতে উদ্গীথ ওঙ্কারের অহংগ্রহ-উপাসনা ; অর্থাৎ উদ্গীথ, পরমাত্মা, ও আমি অভিন্ন—এইরূপ ধ্যান করিতে হইবে।

স এষ যে চৈতস্মাদর্বাঞ্চো লোকাস্তেষাং চেষ্টে মনুষ্যকামানাঞ্চেতি তদ্ য ইমে বীণায়াং গায়ন্ত্যেতং তে গায়ন্তি তস্মাত্তে ধনসনয়ঃ ॥ ৬

চ এতস্মাৎ (এই শরীরাধিষ্ঠাতা আত্মা হইতে) [উদ্ভূত হইয়া] যে লোকাঃ (যে সকল লোক) অর্বাঞ্চঃ (অধোদিকে প্রসারিত রহিয়াছে) সঃ এষঃ (উক্ত এই অক্ষিপুরুষই) তেষাম্ চ (তাহাদের) মনুষ্যকামানাম্ চ (এবং মানুষের কাম্যসমূহের) ঈষ্টে (বিধান করেন) তৎ (অতএব) ইমে যে (এই যাঁহারা, যে গায়কগণ) বীণায়াম্ (বীণাযন্ত্রে) গায়ন্তি (গান করেন) তে (তাঁহারা) এতম্ (ইঁহার বিষয়েই) গায়ন্তি (গান করেন) ; তস্মাৎ (পরমেশ্বরের গান করেন বলিয়াই) তে (তাঁহারা) ধনসনয়ঃ (ধনবান হন)। ৬

আত্মা হইতে উদ্ভূত হইয়া যে সকল লোক অধোদিকে প্রসারিত রহিয়াছে, উক্ত এই অক্ষিপুরুষই তাহাদের এবং মানুষের কাম্যসমূহের বিধান করেন। অতএব এই যাঁহারা বীণাযন্ত্রে গান করেন তাঁহারা ইহারই গান করেন, এবং ঈশ্বরের গান করেন বলিয়াই তাঁহারা ধনপতি হন। ৬

অথ য এতদেবং বিদ্বান্ সাম গায়ত্যুভৌ স গায়তি সোঽমুনৈব স এষ যে চামুষ্মাৎ পরাঞ্চো লোকাস্তাংশ্চাপ্নোতি দেবকামাংশ্চ॥ ৭

[৬ষ্ঠ ও ৭ম খণ্ডে বর্ণিত উপাসনার ফল বলা হইতেছে]—যঃ (যিনি) [উদ্‌গীথদেবকে] এবম্ (এইরূপ) বিদ্বান্ (জানিয়া) অথ (অনন্তর) এতৎ (এই) সাম (সাম অর্থাৎ উদ্‌গীথাবয়ব সাম) গায়তি (গান করেন), সঃ (তিনি) উভৌ (অক্ষিপুরুষ ও আদিত্যপুরুষকে) গায়তি। চ সঃ এষঃ অমুনা এব (এই আদিত্যরূপেই, অর্থাৎ আদিত্যান্তর্গত দেবস্বরূপ হইয়া) অমুষ্মাৎ (উক্ত আদিত্যপুরুষ হইতে) পরাঞ্চঃ যে লোকাঃ (যে সকল লোক পরবর্তী, অর্থাৎ উর্ধ্বদিকে প্রসারিত হইয়াছে) তান্ চ (তাহাদিগকে) দেবকামান্ চ (এবং দেবগণের কাম্যসমূহ) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন)। ৭

যিনি এই উদ্‌গীথদেবকে এইরূপ জানিয়া অনন্তর এই সামগান করেন, তিনি (অক্ষিপুরুষ ও আদিত্যপুরুষ) উভয়েরই গান করিয়া থাকেন। উক্ত তিনি এই আদিত্যপুরুষের সহিত এক হইয়া, আদিত্য হইতে উর্ধ্বদিকে যে সকল লোক প্রসারিত রহিয়াছে, সেই সকল লোক এবং দেবগণের কাম্যসকল প্রাপ্ত হন। ৭

অথানেনৈব যে চৈতস্মাদর্বাঞ্চো লোকাস্তাংশ্চাপ্নোতি মনুষ্যকামাংশ্চ তস্মাদু হৈবংবিদুদ্‌গাতা ব্রূয়াৎ ॥ ৮

কং তে কামমাগায়ানীত্যেষ হ্যেব কামাগানস্যেষ্টে—য এবং বিদ্বান্ সাম গায়তি সাম গায়তি ॥ ৯

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য সপ্তমখণ্ডঃ ॥

অথ (তেমনি) অনেন এব (এই চাক্ষুষপুরুষরূপেই, চাক্ষুষপুরুষত্ব প্রাপ্ত হইয়াই (যে চ লোকাঃ (যে সকল লোক) এতস্মাৎ (এই অক্ষিপুরুষ হইতে) অর্বাঞ্চঃ (অধোদিকে প্রসারিত হইয়াছে) তান্ চ মনুষ্যকামান্ চ (তাহাদিগকে ও মানুষের কাম্যবর্গকে) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন)। তস্মাৎ উ হ (এই জন্যই) এবং-বিৎ (এইরূপ জ্ঞানবান) উদ্‌গাতা (উদ্গাতা) [স্বীয় যজমানকে] ব্রূয়াৎ (বলিবেন)। ৮

তে (তোমার) কম্ (কোন) কামম্ (অভীষ্ট) আগায়ানি (গান করিব, গানের দ্বারা সম্পাদন করিব) ইতি? হি (কারণ) যঃ (যিনি) এবম্ (এইরূপ) বিদ্বান্

(জানিয়া) সাম গায়তি (সাম গান করেন), এষঃ এব (এইরূপ উদ্গাতাই) কামআগানস্থ ঈষ্টে (সামগানপূর্বক অভীষ্টসম্পাদনে সমর্থ হন)। সাম গায়তি [ইহা উপাসনার সমাপ্তিসূচক পুনরুক্তি]। ৯

সেইরূপ—চাক্ষুষ পুরুষের সহিত অভিন্ন হইয়া তিনি, অক্ষিপুরুষ হইতে যে সকল লোক অধোদিকে প্রসারিত হইয়াছে, সেই সকল লোক এবং মানুষের অভীষ্টসমুদয় প্রাপ্ত হন। এই জন্যই এই জ্ঞানবান্ উদ্গাতা (যজমানকে) বলিলেন—"সামগানের দ্বারা তোমার কি কামনা সম্পাদন করিব ?" কারণ যিনি এইরূপ জানিয়া সামগান করেন, তিনি সামগানের দ্বারা অভীষ্টসম্পাদনে সমর্থ হন। ৮-৯

প্রথমাধ্যায়—অষ্টম খণ্ড

(প্রবাহণ জৈবলির উপাখ্যান, পরোবরীয়ান্ উদ্গীথের উপাসনা)

ত্রয়ো হোদ্গীথে কুশলা বভূবুঃ শিলকঃ শালাবত্যশ্চৈকিতায়নো দাল্ভ্যঃ প্রবাহণো জৈবলিরিতি তে হোচুরুদ্গীথে বৈ কুশলাঃ স্মো হন্তোদ্গীথে কথাং বদাম ইতি ॥ ১

[অধুনা পরোবরীয়স্ত্ব ফল লাভের জন্য খণ্ডদ্বয়ে পরোবরীয়ান্ (অর্থাৎ উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতর) উদ্গীথাক্ষর ওঙ্কারের উপাসনা বিহিত হইতেছে]—শালাবত্যঃ (শলাবৎ-পুত্র) শিলকঃ (শিলক), দাল্ভ্যঃ (দল্ভ্যগোত্রীয়) চৈকিতায়নঃ (চিকিতায়ন-পুত্র), জৈবলিঃ (জীবলতনয়) প্রবাহণঃ (প্রবাহণ) ইতি ত্রয়ঃ (এই তিন জন) হ (একদা) উদ্গীথে (উদ্গীথজ্ঞানবিষয়ে) কুশলঃ (নিপুণ), বভূবুঃ (হইয়াছিলেন)। তে হ উচুঃ (তাঁহারা পরস্পরকে বলিলেন)—[আমরা] উদ্গীথে (উদ্গীথজ্ঞানে) কুশলাঃ বৈ (নিপুণ বলিয়া প্রসিদ্ধ) স্মঃ (হইয়াছি); হন্ত (আসুন), উদ্গীথে (উদ্গীথবিষয়ে) কথাম্ বদামঃ (বিচার করি) ইতি (এই কথা)। ১

শলাবৎপুত্র শিলক, দল্‌ভ্যগোত্রীয় চৈকিতায়ন,[১] এবং জীবলতনয় প্রবাহণ—এই তিন জন পূরাকালে উদ্‌গীথজ্ঞানে পারদর্শী হইয়াছিলেন। তাঁহারা (পরস্পরকে এই কথা) বলিলেন, “আমরা উদ্‌গীথজ্ঞানে নিপুণ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছি ; অতএব আসুন আমরা উদ্‌গীথবিষয়ে বিচার করি।” ১

[১] ইনি দ্ব্যামুষ্যায়ণ বা উভয়গোত্রীয়। কোনও কন্যার গর্ভজাত পুত্র উভয়গোত্রীয় হইবে—পূর্ব হইতে এইরূপ স্থির থাকিলে, সেই কন্যার পুত্র (মাতার ও পিতার) উভয়গোত্রের পিণ্ডাধিকারী হয়। মনু ৯।৫৩, ৯।১২৭

তথেতি হ সমুপবিবিশুঃ স হ প্রবাহণো জৈবলিরুবাচ ভগবন্তাবগ্রে বদতাং ব্রাহ্মণয়োর্বদতোর্বাচং শ্রোষ্যামিতি ॥ ২

তথা (তাহাই হউক) ইতি (এই কথা বলিয়া) সমুপবিবিশুঃ হ (তাঁহারা উপবিষ্ট হইলেন)। সঃ হ (সেই প্রসিদ্ধ [রাজা]) প্রবাহণঃ জৈবলিঃ উবাচ (বলিলেন)—ভগবন্তৌ (আপনারা উভয়ে) অগ্রে (প্রথমে) বদতাম্ (বিচার করুন) ; বদতোঃ (বাদকারী) ব্রাহ্মণয়োঃ (ব্রাহ্মণদ্বয় আপনাদের) বাচম্ (বাক্যে) শ্রোষ্যামি (আমি শ্রবণ করিব) ইতি। ২

“তথাস্তু” বলিয়া তাঁহারা উপবেশন করিলেন। সেই রাজা[১] প্রবাহণ জৈবলি বলিলেন, “আপনারা উভয়ে অগ্রে বিচার করুন ; আমি বাদনিরত[২] ব্রাহ্মণদ্বয়ের আলোচনা শ্রবণ করিব।” ২

[১] মূলে রাজাশব্দ না থাকিলেও প্রবাহণ আপনাকে ব্রাহ্মণদ্বয় হইতে পৃথক্ করায় বুঝা যাইতেছে যে, তিনি ক্ষত্রিয় রাজা।

[২] তত্ত্বনিরূপণের জন্য যে বিচার, তাহাই বাদ।

স হ শিলকঃ শালাবত্যশ্চৈকিতায়নং দাল্‌ভ্যমুবাচ হন্ত ত্বা পৃচ্ছানীতি পচ্ছেতি হোবাচ ॥ ৩

স হ (সেই) শিলকঃ শালাবত্যঃ চৈকিতায়নম্ দাল্ভ্যম্ (চিকিতায়নপুত্র দাল্ভ্যকে) উবাচ—হন্ত (অনুমতি হইলে) ত্বা (আপনাকে) পৃচ্ছানি (আমি প্রশ্ন করি) ইতি। পৃচ্ছ (প্রশ্ন করুন) ইতি (এই কথা) উবাচ হ ([দাল্ভ্য] বলিলেন)। ৩

সেই শিলক শালাবত্য চৈকিতায়ন দাল্ভ্যকে বলিলেন, “অনুমতি হইলে আমি আপনাকে প্রশ্ন করি।” তিনি বলিলেন, “প্রশ্ন করুন।” ৩

কা সাম্নো গতিরিতি স্বর ইতি হোবাচ স্বরস্য কা গতিরিতি প্রাণ ইতি হোবাচ প্রাণস্য কা গতিরিত্যন্নমিতি হোবাচান্নস্য কা গতিরিত্যাপ ইতি হোবাচ ॥ ৪

অপাং কা গতিরিত্যসৌ লোক ইতি হোবাচামুষ্য লোকস্য কা গতিরিতি ন স্বর্গং লোকমতিনয়েদিতি হোবাচ স্বর্গং বয়ং লোকং সামাভিসংস্থাপয়ামঃ স্বর্গসংস্তাবং হি সামেতি ॥ ৫

[শিলক]—সাম্নঃ (সামের, অর্থাৎ উদ্গীথের) কা গতিঃ (আশ্রয় বা পরম গতি কি) ইতি ; [দাল্ভ্য] উবাচ হ (বলিলেন)—স্বরঃ ইতি (স্বর)। স্বরস্য (স্বরের) কা গতিঃ ইতি ; উবাচ হ—প্রাণঃ ইতি (প্রাণ)। প্রাণস্য (প্রাণের) কা গতিঃ ইতি ; উবাচ হ—অন্নম্ ইতি (অন্ন)। অন্নস্য (অন্নের) কা গতিঃ ইতি ; উবাচ হ—আপঃ ইতি (জল)। ৪

অপাম্ (জলের) কা গতিঃ ইতি ; অসৌ লোকঃ (ঐ দ্যুলোক) ইতি উবাচ হ। অমুষ্য লোকস্য (ঐ লোকের) কা গতিঃ ইতি ; উবাচ হ—স্বর্গম্ লোকম্ (স্বর্গলোককে) ন অতিনয়েৎ (অতিক্রম করিয়া কেহ সামকে আশ্রয়ান্তরে লইয়া যাইতে পারে না) ইতি। হি (যেহেতু) স্বর্গসংস্তাবম্ সাম (স্বর্গরূপেই সামের স্তুতি হইয়া থাকে), [অতএব] বয়ম্ (আমরা) সাম (সামকে) স্বর্গম্ লোকম্ (স্বর্গলোকে) অভিসংস্থাপয়ামঃ (স্থাপন করি, প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানি) ইতি। ৫

(শিলক প্রশ্ন করিলেন)—“সামের[1] আশ্রয় কি ?” (দাল্ভ্য) উত্তর

দিলেন, “স্বর।[২]” (শিলক)—“স্বরের আশ্রয় কি ?” (দাল্ভ্য) বলিলেন, “প্রাণ।[৩]” (শিলক)—“প্রাণের আশ্রয় কি ?” (দাল্ভ্য) বলিলেন, “অন্ন।[৪]” (শিলক)—“অন্নের আশ্রয় কি ?” (দাল্ভ্য) বলিলেন, “জল।[৫]” (শিলক)—“জলের আশ্রয় কি ?” (দাল্ভ্য) বলিলেন, “ঐ স্বর্গলোক।[৬]” (শিলক)—“স্বর্গলোকের আশ্রয় কি ?” (দাল্ভ্য) বলিলেন, “সামকে স্বর্গলোকের অতীত আশ্রয়ান্তরে কেহ লইয়া যাইতে পারে না। যেহেতু স্বর্গরূপে সামের স্তুতি হয়[৭], অতএব আমরা সামকে স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই জানি।” ৪-৫

১। অর্থাৎ উদ্গীথের (=উদ্গীথভক্তির অবয়ব ওঙ্কারের) ; কারণ ইহা উদ্গীথেরই প্রকরণ। বর্তমান খণ্ডের ন্যায় ৯ম খণ্ডেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

২। নিষাদ, গান্ধারাদি স্বর অবলম্বনে সাম গীত হয় ; স্বর উদ্গীথের ব্যঞ্জক, তাহার আশ্রয় ও তৎস্বরূপ।

৩। যেহেতু স্বর প্রাণনিষ্পাদ্য।

৪। কেন না অন্নদ্বারাই প্রাণের স্থিতি হয়।

৫। জল হইতেই অন্নের উৎপত্তি হয়।

৬। দ্যুলোক হইতেই জল বর্ষিত হয়।

৭। শ্রুতিতে আছে, “স্বর্গো বৈ লোকঃ সামবেদঃ”—স্বর্গলোকই সামবেদ।

তং হ শিলকঃ শালাবত্যশ্চৈকিতায়নং দাল্ভ্যমুবাচাপ্রতিষ্ঠিতং বৈ কিল তে দাল্ভ্য সাম যস্ত্বেতর্হি ব্রূয়ান্মূর্ধা তে বিপতিষ্যতীতি মূর্ধা তে বিপতেদিতি ॥ ৬

শিলকঃ শালাবত্যঃ তম্ (সেই) চৈকিতায়নম্ দাল্ভ্যম্ উবাচ হ—দাল্ভ্য (হে দাল্ভ্য), তে (আপনার) সাম (উদ্গীথ) অপ্রতিষ্ঠিতম্ বৈ কিল (অবশ্যই অপ্রতিষ্ঠিত রহিয়া গেল) এতর্হি (এই সময়ে, এই মিথ্যাভাষণ-কালে) যঃ তু ([উদ্গীথের প্রতিষ্ঠাভিজ্ঞ মিথ্যা অসহিষ্ণু]

কেহ যদি) ব্রূয়াৎ (বলেন), তে (তোমার) মূর্ধা (মস্তক) বিপতিষ্যতি (স্কন্ধচ্যুত হইবে) ইতি (এই কথা), [তবে] তে (আপনার) মূর্ধা (মস্তক) বিপতেৎ (পড়িয়া যাইবে) ইতি। ৬

তখন শিলক শালাবত্য চৈকিতায়ন দাল্‌ভ্যকে বলিলেন, “হে দাল্‌ভ্য, আপনার সাম অপ্রতিষ্ঠিতই রহিয়া গেল। এই সময় উহার প্রতিষ্ঠাভিজ্ঞ কেহ যদি বলেন, ‘তোমার মস্তক পতিত হইবে’, তবে সত্যই আপনার মস্তক পতিত হইবে।[১]” ৬

[১] অপ্রতিষ্ঠিত সামকে প্রতিষ্ঠিত বলার অপরাধে যদিও মস্তক পতিত হওয়া উচিত, তথাপি কেহ ঐরূপ শাপ না দেওয়ায় তাহা আপাততঃ হইল না ; কারণ শুভাশুভ কর্মের ফল দেশ, কাল ও নিমিত্তকে অপেক্ষা করে।

হন্তাহমেতদ্ভগবতো বেদানীতি বিদ্ধীতি হোবাচামুষ্য লোকস্য কা গতিরিত্যয়ং লোক ইতি হোবাচাস্য লোকস্য কা গতিরিতি ন প্রতিষ্ঠাং লোকমতিনয়েদিতি হোবাচ প্রতিষ্ঠাং বয়ং লোকং সামাভিসংস্থাপয়ামঃ প্রতিষ্ঠাসংস্তাবং হি সামেতি ॥ ৭

[দাল্‌ভ্য বলিলেন] হন্ত (অনুমতি হইলে) অহম্ (আমি) ভগবতঃ (আপনার নিকট হইতে) এতৎ (ইহা ; সাম যাহাতে প্রতিষ্ঠিত তাহা) বেদানি (জানিতে চাই) ইতি ; উবাচ হ ([শালাবত্য] বলিলেন) বিদ্ধি (জানুন) ইতি। [দাল্‌ভ্য] অমুষ্য লোকস্য (ঐ লোকের) কা গতিঃ (আশ্রয় কি) ইতি ; উবাচ হ—অয়ম্ লোকঃ (এই লোক, পৃথিবী) ইতি। অস্য লোকস্য (এই লোকের) কা গতিঃ ইতি ; উবাচ হ—প্রতিষ্ঠাম্ লোকম্ (সর্বভূতের প্রতিষ্ঠাভূমি, অতএব সামেরও প্রতিষ্ঠাক্ষেত্র, এই লোককে) ন অতিনয়েৎ ইতি (অতিক্রম করিয়া কেহ সামকে অন্যত্র লইয়া যাইতে পারে না) ; বয়ম্ (আমরা) সাম (সামকে) প্রতিষ্ঠাম্ লোকম্ (পৃথিবীলোকে) অভিসংস্থাপয়ামঃ (স্থাপন করি, প্রতিষ্ঠিত মনে করি), হি (কারণ) সাম (সাম) প্রতিষ্ঠাসংস্তাবম্ (পৃথিবীরূপে স্তুত হইয়াছেন) ইতি। ৭

(দাল্‌ভ্য)—"অনুমতি হইলে আমি আপনার নিকট ইহা জানিব।" (শালাবত্য) বলিলেন, "জানুন।" (দাল্‌ভ্য)—"ঐ লোকের আশ্রয় কি ?" (শালাবত্য) বলিলেন, "এই পৃথিবীলোক।[১]" (দাল্‌ভ্য)—"এই পৃথিবীর আশ্রয় কি ?" (শালাবর্ত্য) বলিলেন, ("সর্বভূতের) প্রতিষ্ঠাভূমি এই লোককে অতিক্রম করিয়া সামকে অন্যত্র লইয়া যাইতে পারা যায় না। আমরা সামকে এই প্রতিষ্ঠাক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠিত করি ; কারণ সাম পৃথিবীরূপে সংস্তুত হইয়াছেন।[২]" ৭

---

[১] পৃথিবীলোকে আচরিত যাগ, দান ও হোমাদি পরলোককে পুষ্ট করে।

[২] শ্রুতিতে আছে, "ইয়ং বৈ রথন্তরম্"—এই পৃথিবীই রথন্তর নামক সাম। উদ্‌গীথ সাম হইতে অতিরিক্ত নহে, অতএব তাহারও প্রতিষ্ঠা পৃথিবী।

তং হ প্রবাহণো জৈবলিরুবাচান্তবদ্বৈ কিল তে শালাবত্য সাম যস্ত্বেতর্হি ব্রূয়ান্মূর্ধা তে বিপতিষ্যতীতি মূর্ধা তে বিপতেদিতি হন্তাহমেতদ্ ভগবতো বেদানীতি বিদ্ধীতি হোবাচ ॥ ৮

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য অষ্টমখণ্ডঃ ॥

প্রবাহণঃ জৈবলিঃ তম্ (তাঁহাকে, শালাবত্যকে) উবাচ হ—শালাবত্য (হে শালাবত্য), তে (আপনার) সাম (সাম) অন্তবৎ বৈ কিল (অবশ্যই অনন্ত নহে, অর্থাৎ অপ্রতিষ্ঠিতই রহিয়া গেল) [অবশিষ্টাংশ ৬ষ্ঠ ও ৭ম কণ্ডিকার ন্যায়]। ৮

প্রবাহণ জৈবলি শালাবত্যকে বলিলেন, "হে শালাবত্য, আপনার সাম অবশ্যই অনন্ত নহে। এই সময়ে সামের প্রতিষ্ঠাভিজ্ঞ কেহ যদি বলেন, 'তোমার মস্তক পড়িয়া যাইবে', তবে সত্যই আপনার মস্তক পতিত হইবে।" (শালাবত্য) বলিলেন, "অনুমতি হইলে আমি ইহা আপনার নিকট জানিব।" (জৈবলি) বলিলেন, "অবগত হউন।" ৮

প্রথমাধ্যায়—নবম খণ্ড

(প্রবাহণ জৈবলির উপাখ্যানের শেষাংশ)

অস্য লোকস্য কা গতিরিত্যাকাশ ইতি হোবাচ সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্ত আকাশং প্রত্যস্তং যন্ত্যাকাশো হ্যেবৈভ্যো জ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণম্ ॥ ১

[শালাবত্য]—অস্য লোকস্য (এই লোকের) কা গতিঃ ইতি ; উবাচ হ ([প্রবাহণ জৈবলি] বলিলেন)—আকাশঃ (আকাশ) ইতি ; ইমানি (এই) সর্বাণি (সকল) হ বৈ ভূতানি (স্থাবরজঙ্গমাদি ভূতবর্গই), আকাশাৎ এব (আকাশ হইতেই) সমুৎপদ্যন্তে (সমুৎপন্ন হয়), আকাশম্ প্রতি (আকাশের অভিমুখে ; অর্থাৎ আকাশে) অস্তম্ যন্তি (অস্তগমন করে, প্রলয়ে বিলীন হয়), হি (কারণ) আকাশঃ এব (আকাশই) এভ্যঃ (ইহাদিগ হইতে) জ্যায়ান্ (মহত্তর), আকাশঃ পরায়ণম্ (পরম গতি, ত্রৈকালিক প্রতিষ্ঠা) । ১

(শালাবত্য)—"এই লোকের আশ্রয় কি ?" (প্রবাহণ জৈবলি) বলিলেন, "আকাশ। স্থাবরজঙ্গমাদি এই নিখিল ভূতবর্গ আকাশ হইতেই সমুৎপন্ন হয়, এবং প্রলয়ে আকাশেই লীন হয় ; কারণ আকাশই এই সকল হইতে মহত্তর ; সুতরাং আকাশই পরম প্রতিষ্ঠা।[১]" ১

স এষ পরোবরীয়ানুদ্‌গীথঃ স এষোঽনন্তঃ পরোবরীয়ো হাস্য ভবতি পরোবরীয়সো হ লোকাঞ্জয়তি য এতদেবং বিদ্বান্ পরোবরীয়াংসমুদ্‌গীথমুপাস্তে ॥ ২

১। আকাশ=পরমাত্মা ; ভূতাকাশ নহে। ব্রঃ সূঃ ১।১।২২—"আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ" সূত্রে ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ভূতাকাশ অর্থ করিলে "সর্ব" শব্দের সঙ্কোচ করিতে হয় ; কারণ ভূতাকাশকে "সকলের" উৎপত্তিস্থল, প্রলয়স্থল এবং পরমগতি বলা চলে না। বিশেষতঃ ভূতাকাশ অর্থ করিলে ঐ আকাশের আশ্রয় কে, তাহা বলা হইল না। শ্রুতিতে অন্যত্রও "আকাশ" শব্দে পরমাত্মাকে বুঝায় ; যথা—ছাঃ ৪।১০।৪, ৮।১৪।১, ইত্যাদি। পরের কণ্ডিকায় উদ্‌গীথকে অনন্ত বলা হইবে ; ভূতাকাশ এই অনন্তের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না।

সঃ এষঃ (উক্ত এই) পরোবরীয়ান্ (শ্রেষ্ঠ এবং উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতর) উদ্‌গীথঃ (উদ্‌গীথের অবয়ব ওঙ্কার) [পরমাত্মরূপে প্রতিপাদিত হইলেন]। [অতএব] সঃ এষঃ (পূর্বোক্ত এই উদ্‌গীথ) অনন্তঃ (অন্তহীন)। [সম্প্রতি পরোবরীয়স্ত্বগুণ-বিশিষ্ট উদ্‌গীথে আকাশ-শব্দিত ব্রহ্মের উপাসনা বিহিত হইতেছে]—যঃ (যিনি) এতৎ (এই) পরোবরীয়াংসম্ (উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতর, সর্বোত্তম) উদ্‌গীথম্ (উদ্‌গীথকে) এবম্ (এইরূপ) বিদ্বান্ (জানিয়া) উপাস্তে (উপাসনা করেন) অস্য (ইঁহার) পরোবরীয়ঃ হ (উত্তরোত্তর বিশিষ্ট জীবন) ভবতি (হয়), পরোবরীয়সঃ হ লোকান্ (উত্তরোত্তর বিশিষ্টতর লোক, কর্মফলসকল) ভবতি (জয় করেন)। ২

পূর্বোক্ত এই উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতর উদ্‌গীথ (পরমাত্মরূপে প্রতিপাদিত হইলেন); অতএব উক্ত এই উদ্‌গীথ অনন্ত[১]। তিনি এই শ্রেষ্ঠাতিশ্রেষ্ঠ উদ্‌গীথকে এইরূপ জানিয়া উপাসনা করেন, তাঁহার উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতর জীবন লাভ হয়, এবং তিনি শ্রেষ্ঠাতিশ্রেষ্ঠ লোকসমূহ জয় করেন। ২

১। অর্থাৎ উদ্‌গীথ সর্বোত্তম ও অনন্ত পরমাত্মস্বরূপ।

তং হৈতমতিধন্বা শৌনক উদরশাণ্ডিল্যায়োক্ত্বোবাচ যাবত্ত এনং প্রজায়ামুদ্‌গীথং বেদিষ্যন্তে পরোবরীয়ো হৈভ্যস্তাবদস্মিঁ-ল্লোকে জীবনং ভবিষ্যতি ॥ ৩

তম্ হ এতম্ (উক্ত এই উদ্‌গীথকে) উদরশাণ্ডিল্যায় (উদরশাণ্ডিল্যের সকাশে) উক্ত্বা (উপদেশ করিয়া) শৌনকঃ (শুনকপুত্র) অতিধন্বা (অতিধন্বা) উবাচ (বলিয়াছিলেন)—যাবৎ (যতকাল) তে (তোমার) প্রজায়াম্ (সন্তানসন্ততির মধ্যে) এনম্ (এই উদ্‌গীথকে) বেদিষ্যন্তে (জানিবে) তাবৎ (ততকাল) অস্মিন্ লোকে (ইহলোকে) [তাহাদের] এভ্যঃ (এই সকল সাধারণ জীবন অপেক্ষা) পরোবরীয়ঃ (উত্তরোত্তর বিশিষ্টতর) জীবনং (জীবন) ভবিষ্যতি (হইবে)। ৩

অতিধন্বা শৌনক (স্বশিষ্য) উদরশাণ্ডিল্যকে উক্ত উদ্‌গীথ উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমার সন্তানসন্ততির মধ্যে যতকাল এই উদ্‌গীথজ্ঞান

থাকিবে, ততকাল ইহলোকে তাহাদের জীবন এই সকল সাধারণ জীবন অপেক্ষা উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতর হইবে। ৩

—তথাঽমুষ্মিঁল্লোকে লোক ইতি স য় এতদেবং বিদ্বানুপাস্তে পরোবরীয় এব হাস্যাস্মিঁল্লোকে জীবনং ভবতি তথাঽমুষ্মিঁল্লোকে লোক ইতি লোকে লোক ইতি ॥ ৪

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য নবমখণ্ডঃ ॥

—অমুষ্মিন্ লোকে (পরলোকেও) [তাহাদের] লোকঃ (লোক, ফল) তথা (তদ্রূপ অর্থাৎ পরোবরীয়ান হইবে) ইতি। [উক্ত উপাসনার ফল কথিত হইতেছে]—সঃ যঃ (যে কেহ) [যে কোন যুগে] এতৎ (এই উদ্গীথকে) এবম্ (এইরূপ) বিদ্বান্ (জানিয়া) উপাস্তে (উপাসনা করেন) অস্য (ইহার) অস্মিন্ লোকে (এই লোকে) পরোবরীয়ঃ (উত্তরোত্তর বিশিষ্টতর) জীবনম্ এব হ (জীবনই) ভবতি (হয়), অমুষ্মিন্ লোকে লোকঃ তথা (পরলোকেও সেইরূপ উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতর লোক লাভ হয়) ইতি। লোকে লোকঃ ইতি [পুনরুক্তি উদ্গীথোপাসনার সমাপ্তিসূচক]। ৪

"তদ্রূপ পরলোকেও উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতর জীবন লাভ হইবে।" যিনি এই উদ্গীথকে এইরূপ জানিয়া উপাসনা করেন, তাঁহার এই লোকে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতর জীবন লাভ হয় এবং পরলোকেও তদ্রূপ উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতর জীবন লাভ হয়। ৪

প্রথমাধ্যায়—দশম খণ্ড

(উষস্তির উপাখ্যান)

মটচীহতেষু কুরুষ্বাটিক্যা সহ জায়য়োষস্তির্হ চাক্রায়ণ ইভ্যগ্রামে প্রদ্রাণক উবাস ॥ ১

[উদ্গীথাক্ষরের উপাসনাপ্রসঙ্গে প্রস্তাব, উদ্গীথ ও প্রতিহার নামক সামভক্তিবিষয়েও উপাসনা বলিতে হইবে; এইজন্য বর্তমান প্রকরণ]—কুরুষু (কুরুদেশীয় শস্যসকল) মটচীহতেষু (বজ্রাগ্নিতে বা শিলাবৃষ্টিতে বিনষ্ট হইলে) চাক্রায়ণঃ (চক্রতনয়) উষস্তিঃ হ (উষস্তি) প্রদ্রাণকঃ (দুর্দশাগ্রস্ত অন্ত্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া) আটিক্যা (অপ্রাপ্তবয়স্কা) জায়য়া সহ (স্ত্রীর সহিত) ইভ্যগ্রামে (হস্তিপকদের, মাহুতদের গ্রামে) উবাস (বাস করিয়াছিলেন)। ১

কুরুদেশীয় শস্যসমূহ শিলাবৃষ্টি (বা বজ্রাগ্নিতে) বিনষ্ট হইলে উষস্তি চাক্রায়ণ দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া অপ্রাপ্তবয়স্কা পত্নীর সহিত হস্তিপকদের গ্রামে আশ্রয় লইয়াছিলেন। ১

স হেভ্যং কুল্মাষান্ খাদন্তং বিভিক্ষে তং হোবাচ নেতোঽন্যে বিদ্যন্তে যচ্চ যে ম ইম উপনিহিতা ইতি ॥ ২

সঃ হ (উক্ত উষস্তি) কুল্মাষান্ (কুৎসিত মাষ) খাদন্তম্ (ভক্ষণকারী) ইভ্যম্ (হস্তিপকসকাশে) বিভিক্ষে (যাচ্ঞা করিলেন)। তম্ হ (উষস্তিকে) [হস্তিপক] উবাচ—যৎ চ যে ইমে (এই যে মাষরাশি) মে (আমার) উপনিহিতাঃ ([পাত্রে] নিক্ষিপ্ত হইয়াছে), ইতঃ (ইহা হইতে) অন্যে (অপর মাষ) ন বিদ্যন্তে (নাই) ইতি। ২

তিনি কদর্য মাষ-ভক্ষণে নিরত এক হস্তিপকের নিকট ভিক্ষা চাহিলেন। হস্তিপক তাঁহাকে বলিল, “এই যে মাষরাশি আমার পাত্রে নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, এতদতিরিক্ত আর কিছুই নাই।” ২

এতেষাং মে দেহীতি হোবাচ তানস্মৈ প্রদদৌ হন্তানুপানমিত্যুচ্ছিষ্টং বৈ মে পীতং স্যাদিতি হোবাচ ॥ ৩

এতেষাম্ (=এতান্, এইগুলিই) মে (আমায়) দেহি (দাও) ইতি (এই কথা) [উষস্তি] উবাচ হ (বলিলেন) অস্মৈ (উষস্তিকে) তান্ (সেই মাষগুলি) [হস্তিপক] প্রদদৌ (প্রদান করিল), [এবং বলিল] হন্ত (অনুমতি হইলে) অনুপানম্ (পীতাবশিষ্ট এই

পানীয় [গ্রহণ করুন]) ইতি। মে (আমার) [দ্বারা] উচ্ছিষ্টম্ বৈ (উচ্ছিষ্ট) পীতম্ স্যাৎ (পান করা হইবে) [উষস্তি] ইতি (ইহা) উবাচ হ। ৩

উষস্তি বলিলেন, "এইগুলিই আমায় দাও।" তাঁহাকে উহা দিয়া হস্তিপক বলিল, "এই পীতাবশেষ (জল) গ্রহণ করুন।" উষস্তি বলিলেন, "তাহা হইলে আমার উচ্ছিষ্ট পান হইবে।" ৩

ন স্বিদেতেঽপ্যুচ্ছিষ্টা ইতি ন বা অজীবিষ্যমিমানখাদন্নিতি হোবাচ কামো ম উদপানমিতি ॥ ৪

এতে অপি (এই মাষগুলিও) উচ্ছিষ্টাঃ (উচ্ছিষ্ট) ন স্বিদ্ (নহে কি) ?—ইতি ([হস্তিপক] এই প্রশ্ন করিল)। [উষস্তি] উবাচ হ—ইমান্ (এইগুলি) অখাদন্ (না খাইলে) ন বৈ অজীবিষ্যম্ (বাঁচিতাম না) ইতি, মে (আমার) কামঃ (যথেচ্ছ) উদপানম্ (পানীয় জল) [লাভ হইতে পারে] ইতি। ৪

হস্তিপক বলিল, "মাষগুলিও উচ্ছিষ্ট নহে কি ?" উষস্তি বলিলেন, "উহা না খাইলে আমি বাঁচিতাম না ; কিন্তু পানীয় জল আমি যথেচ্ছ পাইতে পারি।[১]" ৪

---

[১] এখানে ইহাই বলা হইল যে, দুর্দশাগ্রস্তের পক্ষে বিধিনিষেধ অপ্রযোজ্য, অন্যের পক্ষে, এমন কি বিদ্বানের পক্ষেও, কিন্তু তাহা নহে। ইহা আপদ্ধর্ম।

স হ খাদিত্বাঽতিশেষাঞ্জায়ায়া আজহার। সাঽগ্র এব সুভিক্ষা বভূব তান্ প্রতিগৃহ্য নিদধৌ ॥ ৫

সঃ হ (উক্ত উষস্তি) খাদিত্বা (আহার করিয়া) অতিশেষান্ (অবশিষ্ট [মাষ] গুলি) জায়ায়ৈ (পত্নীর জন্য) আজহার (আনয়ন করিলেন)। অগ্রে এব (পূর্বেই) সুভিক্ষা বভুব (সুভিক্ষা লাভ হইয়াছিল) [বলিয়া] সা (সেই পত্নী) তান্ (ঐগুলি) প্রতিগৃহ্য (গ্রহণ করিয়া) নিদধৌ (রাখিয়া দিলেন)। ৫

উষস্তি আহারান্তে অবশিষ্ট মাষগুলি পত্নীর জন্য আহরণ করিলেন। পূর্বেই সুভিক্ষা লাভ হইয়াছিল বলিয়া পত্নী উহা গ্রহণ করিয়া রাখিয়া দিলেন। ৫

স হ প্রাতঃ সঞ্জিহান উবাচ যদ্বতান্নস্য লভেমহি লভেমহি ধনমাত্রাং রাজাঽসৌ যক্ষ্যতে স মা সর্বৈরার্ত্বিজ্যৈর্বৃণীতেতি ॥ ৬

সঃ হ (উক্ত উষস্তি) প্রাতঃ (উষাকালে) সঞ্জিহানঃ (শয্যাপরিত্যাগকালে) উবাচ —বত (অহো), যৎ (যদি) অন্নস্য (অন্নের) [অল্পও] লভেমহি (লাভ করিতে পারিতাম) [তবে] ধনমাত্রাম্ (কিঞ্চিৎ ধন) লভেমহি ; অসৌ (ঐ) রাজা যক্ষ্যতে (যজ্ঞ করিবেন), সঃ (তিনি) মা (আমাকে) সর্বৈঃ আর্ত্বিজ্যৈঃ (সকল ঋত্বিক্-কর্ম সাধনের জন্য) বৃণীত (বরণ করিতেন) ইতি। ৬

উষস্তি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগকালে বলিলেন, "হায়, যদি কিঞ্চিৎ অন্ন পাইতাম, তবে কিঞ্চিৎ ধন লাভ করিতে পারিতাম। সেই রাজা যজ্ঞ করিবেন ; তিনি আমায় সকল ঋত্বিক্-কর্মে বরণ করিতেন।" ৬

তং জায়োবাচ হন্ত পত ইমে এব কুল্মাষা ইতি তান্ খাদিত্বাঽমুং যজ্ঞং বিততমেয়ায় ॥ ৭

জায়া (পত্নী) তম্ (তাঁহাকে) উবাচ—পতে (হে স্বামিন্), হন্ত (তাহাই যদি হয়, তবে) ইমে এব কুল্মাষাঃ (এই তো সেই কুৎসিত মাষগুলি [রহিয়াছে]) ইতি। [উষস্তি] তান্ (সেইগুলি) খাদিত্বা (খাইয়া) অমুম্ (ঐ) বিততম্ (বিস্তারিত, প্রারব্ধ) যজ্ঞম্ এয়ায় (যজ্ঞে গমন করিলেন)। ৭

পত্নী তাঁহাকে বলিলেন, "হে স্বামিন্, তাহাই যদি হয়, তবে এই তো (তোমার প্রদত্ত) সেই কদর্য মাষগুলি রহিয়াছে।" উষস্তি সেইগুলি ভক্ষণ করিয়া ঐ প্রারব্ধ যজ্ঞে গমন করিলেন। ৭

তত্রোদ্‌গাতৄনাস্তাবে স্তোষ্যমাণানুপোপবিবেশ স হ প্রস্তোতারমুবাচ ॥ ৮

তত্র (সেখানে) উদ্‌গাতৄন্ (উদ্‌গাতা পুরুষগণকে—উদ্‌গাতা, প্রস্তোতা, প্রতিহর্তা, সুব্রহ্মণ্যাকে [ছাঃ ৪।১৬।১, টীকা দ্রঃ]) [অবস্থিত দেখিয়া, তাহাদের সমীপে গিয়া] আস্তাবে (স্তোত্রপাঠের স্থানে) স্তোষ্যমাণান্ উপ উপবিবেশ (স্তবপাঠকদিগের নিকটে উপবেশন করিলেন)। সঃ হ (তিনি) প্রস্তোতারম্ (“প্রস্তাব”-পাঠ-কারীকে [ছাঃ ১।১।১, ৩য় টীকা]) উবাচ— । ৮

সেখানে উদ্‌গাতাদিগকে অবস্থিত দেখিয়া স্তবভূমিতে স্তবপাঠকগণের নিকটে উপবিষ্ট হইলেন। অতঃপর তিনি প্রস্তোতাকে বলিলেন—। ৮

প্রস্তোতর্যা দেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত্তা তাঞ্চেদবিদ্বান্ প্রস্তোষ্যসি মূর্ধা তে বিপতিষ্যতীতি ॥ ৯

প্রস্তোতঃ (হে প্রস্তাবপাঠক), যা (যে) দেবতা প্রস্তাবম্ অন্বায়ত্তা (প্রস্তাবনামক সামভক্তিতে অনুগত আছেন) তাম্ (তাঁহাকে) অবিদ্বান্ (না জানিয়া) চেৎ (যদি) প্রস্তোষ্যসি (প্রস্তাব পাঠ কর) [তবে] তে (তোমার) মূর্ধা (মস্তক) বিপতিষ্যতি (পড়িয়া যাইবে) ইতি। ৯

“হে প্রস্তাবপাঠক, প্রস্তাবে যে দেবতা অনুগত আছেন, তাঁহাকে না জানিয়া যদি তুমি প্রস্তাব পাঠ কর, তবে তোমার মুণ্ডপাত হইবে।[১]” ৯

[১] যিনি শুধু কর্ম জানেন, কিন্তু কর্মজ্ঞান জানেন না, তিনি কর্মজ্ঞানীর সম্মুখে তাহার বিনা অনুমতিতে কর্ম করিলে, এইরূপ দুর্দশাপন্ন হইবেন—ইহা বলাই এই কণ্ডিকার উদ্দেশ্য। নতুবা যিনি কর্মজ্ঞান জানেন না, তাঁহার পক্ষে কর্ম করা সর্বাবস্থায় অনুচিত; এইরূপ বলা উদ্দেশ্য নহে। কেন না শাস্ত্রেই আছে যে, জ্ঞানবিহীন কর্মের ফলে দক্ষিণমার্গে গতি হয়।

এবমেবোদ্গাতারমুবাচোদ্গাতর্যা দেবতোদ্গীথমন্বায়ত্তা তাঞ্চেদবিদ্বানুদ্গাস্যসি মূর্ধা তে বিপতিষ্যতীতি ॥ ১০

এবম্ এব (ঠিক এইরূপে) উদ্গাতারম্ (উদ্গীথগানকারীকে) উবাচ—উদ্গাতঃ (হে উদ্গাতা), যা দেবতা উদ্গীথম্ (উদ্গীথনামক সামভক্তিতে [ছাঃ ১।১।১, ৩য় টীকা]) অন্বায়ত্তা তাম্ ইত্যাদি পূর্ববৎ। উদ্গাস্যসি (উদ্গীথ গান কর)। ১০

উদ্গাতাকে তিনি এইরূপই বলিলেন, “হে উদ্গাতা, উদ্গীথে যে দেবতা অনুগত আছেন, তাঁহাকে না জানিয়া যদি তুমি উদ্গীথ গান কর, তবে তোমার মুণ্ডপাত হইবে।” ১০

এবমেব প্রতিহর্তারমুবাচ প্রতিহর্তর্যা দেবতা প্রতিহারমন্বায়ত্তা তাঞ্চেদবিদ্বান্ প্রতিহরিষ্যসি মূর্ধা তে বিপতিষ্যতীতি তে হ সমারতাস্তূষ্ণীমাসাঞ্চক্রিরে ॥ ১১

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য দশমখণ্ডঃ ॥

এবম্ এব প্রতিহর্তারম্ (প্রতিহারনামক সামভক্তি পাঠককে) উবাচ—প্রতিহর্তঃ (হে প্রতিহার-পাঠক), যা দেবতা প্রতিহারম্ (প্রতিহারনামক সামভক্তিতে) অন্বায়ত্তা ইত্যাদি পূর্ববৎ। প্রতিহরিষ্যসি (প্রতিহার পাঠ কর)। তে হ (তাঁহারা সকলে) সমারতাঃ ([স্ব স্ব কর্ম হইতে] উপরত হইয়া) তূষ্ণীম্ (নীরবে) আসাঞ্চক্রিরে (অবস্থান করিতে লাগিলেন)। ১১

প্রতিহারপাঠককেও (তিনি) এইরূপই বলিলেন, “হে প্রতিহারপাঠক, প্রতিহারে যে দেবতা অনুগত আছেন, তাঁহাকে না জানিয়া যদি তুমি প্রতিহার পাঠ কর, তবে তোমার মুণ্ডপাত হইবে।” তখন তাঁহারা সকলে স্ব স্ব কর্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া নীরবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১১

প্রথমাধ্যায়—একাদশ খণ্ড

(উষস্তির উপাখ্যান ; সামের প্রস্তাব, উদ্গীথ ও প্রতিহার ভক্তির দেবতানির্ণয়)

অথ হৈনং যজমান উবাচ ভগবন্তং বা অহং বিবিদিষাণীত্যুষস্তি-রস্মি চাক্রায়ণ ইতি হোবাচ ॥ ১

অথ (অনন্তর) যজমানঃ (যজমান, রাজা) এনম্ হ (ইঁহাকে, উষস্তিকে) উবাচ—অহম্ (আমি) ভগবন্তম্ বৈ (পূজনীয় আপনাকে) বিবিদিষাণি (জানিতে বাসনা করি) ইতি। [উষস্তিঃ] উবাচ হ—অস্মি (আমি হই) চাক্রায়ণঃ (চক্রপুত্র) উষস্তিঃ ইতি। ১

অনন্তর যজমান ইহাকে বলিলেন, "আমি আপনার পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি।" উষস্তি বলিলেন, "আমি চক্রতনয় উষস্তি।" ১

স হোবাচ ভগবন্তং বা অহমেভিঃ সর্বৈরার্ত্বিজ্যৈঃ পর্যৈষিষং ভগবতো বা অহমবিত্ত্বাঽন্যানবৃষি ॥ ২

সঃ (উক্ত যজমান) উবাচ হ—অহম্ ভগবন্তম্ বৈ (আপনাকেই) এভিঃ সর্বৈঃ (এই সমস্ত) আর্ত্বিজ্যৈঃ (ঋত্বিক্-কর্ম-সম্পাদনের জন্য) পর্যৈষিষম্ (অন্বেষণ করিয়াছিলাম) অহম্ ভগবতঃ বৈ (আপনারই) অবিত্ত্বা (অলাভ হওয়ায়) অন্যান্ (অপর সকলকে) অবৃষি (বরণ করিয়াছি)।২

যজমান বলিলেন, "আমি আপনাকেই এই সকল ঋত্বিক্-কর্মের জন্য অন্বেষণ করিয়াছিলাম ; আপনাকে না পাইয়াই আমি অপরসকলকে বরণ করিয়াছি।" ২

ভগবাংস্ত্বেব মে সর্বৈরার্ত্বিজ্যৈরিতি তথেত্যথ তর্হ্যেত এব সমতিসৃষ্টাঃ স্তুবতাং যাবত্ত্বেভ্যো ধনং দদ্যাস্তাবন্মম দদ্যা ইতি তথেতি হ যজমান উবাচ ॥ ৩

[যজমান আরও বলিতে লাগিলেন]—ভগবান্ তু এব (আপনিই) মে (আমার) সর্বৈ আর্ত্বিজ্যৈঃ (সকল ঋত্বিক্-কর্ম-সম্পাদনার্থ) [বৃত হউন] ইতি। [উষস্তি বলিলেন] তথা (তাহাই হউক) ইতি ; অথ (তবে) তর্হি (এইরূপ হইলে) এতে এব ([আপনা-কর্তৃক পূর্বে বৃত] ইঁহারাই) সমতিসৃষ্টাঃ ([আমার দ্বারা] সম্যক্ অনুজ্ঞাত হইয়া) স্তুবতাম্ (স্তুতি করুন) ; তু (পরন্তু) এভ্যঃ (ইঁহাদিগকে) যাবৎ (যে পরিমাণ) ধনম্ (ধন) দদ্যাঃ (দিবেন) তাবৎ (সেই পরিমাণ) মম (আমার জন্য) দদ্যাঃ (দিবেন) ইতি। যজমানঃ হ (যজমান) উবাচ—তথা (তাহাই হইবে) ইতি। ৩

"আপনি আমার সকল ঋত্বিক্-কর্মের জন্য বৃত হউন।" উষস্তি বলিলেন, 'তথাস্তু ; তবে এইরূপ হইলে, এই ঋত্বিক্‌গণই আমার অনুজ্ঞা লাভ করিয়া স্তুতি করুন ; পরন্তু ইঁহাদিগকে যে পরিমাণ ধন দিবেন আমায়ও সেই পরিমাণ দিবেন।" যজমান বলিলেন, "তাহাই হইবে।"৩

অথ হৈনং প্রস্তোতোপসসাদ প্রস্তোতর্যা দেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত্তা তাঞ্চেদবিদ্বান্ প্রস্তোষ্যসি মূর্ধা তে বিপতিষ্যতীতি মা ভগবান-বোচৎ কতমা সা দেবতেতি ॥ ৪

অথ (অনন্তর) প্রস্তোতা এনম্ হ (ইঁহার, উষস্তির সকাশে) উপসসাদ (সবিনয়ে উপস্থিত হইলেন) [এবং বলিলেন] প্রস্তোতঃ ইত্যাদি [১।১০।৯ কণ্ডিকা দ্রঃ] ইতি (এই কথা) মা (আমাকে) ভগবান্ (আপনি) অবোচৎ (বলিয়াছিলেন)—সা দেবতা (সেই দেবতা) কতমা (কে) ইতি। ৪

অনন্তর প্রস্তোতা সবিনয়ে উষস্তিসমীপে গিয়া বলিলেন, আপনি আমাকে বলিয়াছিলেন, 'হে প্রস্তাবপাঠক, প্রস্তাবে যে দেবতা অনুগত আছেন, তাঁহাকে না জানিয়া যদি তুমি প্রস্তাব পাঠ কর, তবে তোমার মুণ্ডপাত হইবে।'—সেই দেবতাটি কে?" ৪

প্রাণ ইতি হোবাচ সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশন্তি প্রাণমভ্যুজ্জিহতে সৈষা দেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত্তা তাঞ্চেদবিদ্বান্ প্রস্তোষ্যো মূর্ধা তে ব্যপতিষ্যৎ তথোক্তস্য ময়েতি ॥ ৫

[উষস্তি] উবাচ হ—প্রাণঃ (প্রাণ, অর্থাৎ ব্রহ্ম [সেই দেবতা], [প্রঃ ১।১।২৩] ইতি ; ইমানি (এই) সর্বাণি (সকল) ভূতানি হ বৈ (স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ভূতই) প্রাণম্ এব অভি (প্রাণেরই অভিমুখে) সংবিশন্তি (সর্বতোভাবে প্রবেশ করে), প্রাণম্ অভি (প্রাণকে লক্ষ্য করিয়া, অর্থাৎ প্রাণস্বরূপে) উজ্জিহতে (উদ্গত হয়) [অর্থাৎ প্রাণ হইতে উৎপন্ন হয়] ; সা এষা দেবতা (সেই এই দেবতা) প্রস্তাবম্ অন্বায়ত্তা (প্রস্তাবভক্তিতে অনুস্যূত আছেন) ; তাম্ (তাঁহাকে) চেৎ (যদি) অবিদ্বান্ (না জানিয়া) প্রস্তোষ্যঃ (প্রস্তাব পাঠ করিতে) [তবে] ময়া (মৎকর্তৃক) তথা উক্তস্য ('তোমার মস্তক চ্যুত হইবে' এইরূপ অভিহিত) তে (তোমার) মূর্ধা (মস্তক) ব্যপতিষ্যৎ (পড়িয়া যাইত) ইতি। ৫

উষস্তি বলিলেন, "প্রাণই (সেই দেবতা)। এই চরাচর ভূতবর্গ (প্রলয়কালে) প্রাণেই সর্বতোভাবে প্রবেশ করে, (এবং উৎপত্তিকালে) প্রাণ হইতেই উৎপন্ন হয়। উক্ত এই প্রাণদেবতাই প্রস্তাবে অনুগত হইয়া আছেন। তাঁহাকে না জানিয়া যদি তুমি প্রস্তাব পাঠ করিতে, তবে 'তোমার মুণ্ডপাত হইবে' এইরূপে আমার দ্বারা অভিশপ্ত তোমার মস্তক পড়িয়া যাইত।" ৫

অথ হৈনমুদ্গাতোপসসাদোদ্গাতর্যা দেবতোদ্গীথমন্বায়ত্তা তাঞ্চেদবিদ্বানুদ্গাস্যসি মূর্ধা তে বিপতিষ্যতীতি মা ভগবানবোচৎ কতমা সা দেবতেতি ॥ ৬

অথ উদ্গাতা এনম্ হ উপসসাদ [পূর্ববৎ]—উদ্গাতঃ ইত্যাদি [১।১০।১০ দ্রঃ] ইতি মা ভগবান্ অবোচৎ—কতমা সা দেবতা ইতি [পূর্ববৎ ১।১১।৪]। ৬

অনন্তর উদ্গাতা সবিনয়ে উষস্তিসমীপে সমাগত হইয়া বলিলেন,

“আপনি আমাকে বলিয়াছিলেন, ‘হে উদ্‌গীথগায়ক, উদ্‌গীথভক্তিতে যে দেবতা অনুগত আছেন, তাঁহাকে না জানিয়া যদি তুমি উদ্‌গীথ গান কর, তবে তোমার মস্তক বিচ্যুত হইবে।’—সেই দেবতাটি কে ?” ৬

আদিত্য ইতি হোবাচ সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাদিত্যমুচ্চৈঃ সন্তং গায়ন্তি সৈষা দেবতোদ্‌গীথমন্বায়ত্তা তাঞ্চেদবিদ্বানুদ্‌গাস্যো মূর্ধা তে ব্যপতিষ্যৎ তথোক্তস্য ময়েতি ॥ ৭

[উষস্তি] উবাচ হ —আদিত্যঃ (সূর্য) ইতি ; ইমানি সর্বাণি ভূতানি (১।১১।৫ দ্রঃ] হ বৈ উচ্চৈঃ সন্তম্ (ঊর্ধ্বে অবস্থিত) আদিত্যম্ (সূর্যকে) গায়ন্তি (গান করে, স্তুতি করে) ; সা এষা দেবতা উদ্‌গীথম্ অন্বায়ত্তা [১।১১।৫ দ্রঃ]। উদ্‌গাস্যঃ (উদ্‌গীথ গান করিতে) [অবশিষ্টাংশ—১।১১।৫ দ্রঃ]। ৭

উষস্তি বলিলেন, “আদিত্যই (সেই দেবতা)। চরাচর এই ভূতবর্গ উচ্চে[1] অবস্থিত আদিত্যের স্তব করিয়া থাকেন ; সেই আদিত্যদেবতাই উদ্‌গীথভক্তিতে অনুগত হইয়া আছেন। তাঁহাকে না জানিয়া যদি তুমি উদ্‌গীথ গান করিতে, তবে ‘তোমার মুণ্ডপাত হইবে’ এইরূপে আমার দ্বারা অভিশপ্ত তোমার মস্তক নিপতিত হইত।” ৭

অথ হৈনং প্রতিহর্তোপসসাদ প্রতিহর্তর্যা দেবতা প্রতিহারমন্বায়ত্তা তাঞ্চেদবিদ্বান্ প্রতিহরিষ্যসি মূর্ধা তে বিপতিষ্যতীতি মা ভগবানবোচৎ কতমা সা দেবতেতি ॥ ৮

অথ হৈনম্ ইত্যাদি [১।১০।১১ এবং ১।১১।৪ দ্রঃ]। ৮

---

[1] এখানে একটি সাদৃশ্য অবলম্বনে দেবতা স্থিরীকৃত হইয়াছেন—উৎ-চ ও উৎ-গীথ এই উভয় শব্দেই উৎ আছে। অতএব উদ্‌গীথের দেবতা উচ্চে অবস্থিত আদিত্য।

অনন্তর প্রতিহর্তা সবিনয়ে উষস্তিসমীপে সমাগত হইয়া বলিলেন, “আপনি আমাকে বলিয়াছিলেন, ‘হে প্রতিহার-পাঠক, যে দেবতা প্রতিহার-ভক্তিতে অনুগত আছেন, তাঁহাকে না জানিয়া যদি তুমি প্রতিহার পাঠ কর, তবে তোমার মুণ্ডপাত হইবে।’—সেই দেবতাটি কে ?” ৮

অন্নমিতি হোবাচ সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যন্নমেব প্রতিহরমাণানি জীবন্তি সৈষা দেবতা, প্রতিহারমন্বায়ত্তা তাঞ্চেদবিদ্বান্ প্রতিহরিষ্যো মূর্ধা তে ব্যপতিষ্যৎ তথোক্তস্য ময়েতি তথোক্তস্য ময়েতি ॥ ৯

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য একাদশখণ্ডঃ ॥

উবাচ হ অন্নম্ (অন্ন) ইতি ; অন্নম্ এব (অন্নকেই) প্রতিহরমাণানি (আপনার প্রতি, দিকে, আহরণ করিয়া) জীবন্তি (জীবনধারণ করে) ; প্রতিহারম্ অন্বায়ত্তা (প্রতিহারভক্তিতে অনুগত আছেন) ; প্রতিহরিষ্যঃ (প্রতিহার পাঠ করিতে') [অবশিষ্টাংশ—১।১১।৫ দ্রঃ]। তথোক্তস্য ময়েতি [দ্বিরুক্তি সমাপ্তিসূচক]। ৯

উষস্তি বলিলেন, “অন্নই (সেই দেবতা)। চরাচর এই ভূতবর্গ অন্নকে আপনার প্রতি আহরণ করিয়া[১] জীবনধারণ করে। সেই অন্নদেবতাই প্রতিহারে অনুগত হইয়া আছেন। তাঁহাকে না জানিয়া যদি তুমি প্রতিহার পাঠ করিতে, তবে ‘তোমার মুণ্ডপাত হইবে’ এইরূপে আমার দ্বারা অভিশপ্ত তোমার মস্তক নিপতিত হইত।”[২] ৯

[১] এখানে সাদৃশ্য প্রদর্শিত হইল। প্রতি আহরণ=প্রতিহার।

[২] দশম ও একাদশ খণ্ডে ইহাই বলা হইল যে, প্রস্তাব, উদ্গীথ ও প্রতিহার-ভক্তিকে যথাক্রমে প্রাণ, আদিত্য ও অন্নদৃষ্টিতে উপাসনা করা উচিত। এই উপাসনার ফল—প্রাণাদির সহিত একাত্মতা বা কর্মসমৃদ্ধি।

প্রথমাধ্যায়—দ্বাদশ খণ্ড

(শৌব উদ্গীথ)

অথাতঃ শৌব উদ্গীথস্তদ্ধ ৰকো দাল্ভ্যো গ্লাবো বা মৈত্রেয়ঃ স্বাধ্যায়মুদ্‌বব্রাজ ॥ ১

[অতীত দশম খণ্ডে অন্নের অপ্রাপ্তিনিবন্ধন কষ্টাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে] অতঃ (অতএব) [অন্নলাভের জন্য] অথ (অনন্তর) শৌবঃ (শ্বা অর্থাৎ কুক্কুরদিগের দ্বারা দৃষ্ট) উদ্গীথঃ (উদ্গীথ, উদ্গান) [প্রস্তাবিত হইতেছে]—তৎ হ (একদা) দাল্ভ্যঃ (দল্ভ্যপুত্র) মৈত্রেয়ঃ (মিত্রাতনয়) বকঃ (বক) বা (=চ, এবং) গ্লাবঃ (গ্লাব [নামক এক ঋষি]) [অন্ন-কামনায়] স্বাধ্যায়ম্ (বেদাধ্যয়নের জন্য) উদ্‌বব্রাজ (গ্রামের বাহিরে নির্গত হইয়াছিলেন) [এবং কোনও নির্জন স্থানে জলের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন]। ১

অতএব অনন্তর কুক্কুরদৃষ্ট উদ্গীথ আরম্ভ হইতেছে—একদা দল্ভ্যের পুত্র ও মিত্রার তনয় বক ও গ্লাব এই উভয় নামধারী[১] এক ঋষি বেদ-অধ্যয়নের জন্য গ্রাম হইতে নির্গত হইলেন। ১

[১] মূলে "বা" শব্দ থাকিলেও ঋষি একজন, দুইজন নহেন ; কারণ পরের একবচনান্ত ক্রিয়াপদগুলি একত্বেরই পরিচায়ক। ইনি দ্ব্যামুষ্যায়ণ—১।৮।১ টীকা।

তস্মৈ শ্বা শ্বেতঃ প্রাদুর্বভূব তমন্যে শ্বান উপসমেত্যোচুরন্নং নো ভগবানাগায়ত্বশনায়াম বা ইতি ॥ ২

তস্মৈ (তাঁহার প্রতি অনুগ্রহার্থ) শ্বেতঃ (শুভ্রবর্ণ) শ্বা (একটি কুক্কুর) প্রাদুর্বভূব (আবির্ভূত হইলেন) ; তম্ উপসমেত্য (তাঁহার সমীপে আসিয়া) অন্যে (অপর) শ্বানঃ (কুক্কুরেরা) উচুঃ (বলিলেন)- -ভগবান্ (পূজার্হ আপনি) নঃ (আমাদের জন্য) অন্নম্ আগায়তু (অন্ন গান করুন, গান করিয়া অন্ন সম্পাদন করুন), [আমরা] অশনায়াম বৈ (বুভুক্ষিত হইয়াছি) ইতি। ২

তাঁহার প্রতি অনুগ্রহার্থ একটি শ্বেত কুক্কুর আবির্ভূত হইলেন এবং অপর কুক্কুরেরা তাঁহাকে ঘিরিয়া বলিলেন,[১] "মহাশয়, আপনি গান করিয়া আমাদের জন্য অন্নের বিধান করুন—আমরা ক্ষুধার্ত।" ২

১। কোনও ঋষি বা দেবতা বকের স্বাধ্যায়ে তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য অপর ঋষি বা দেবতাসকলের সহিত কুক্কুররূপে উপস্থিত হইলেন। অথবা মুখ্য প্রাণ ও বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবতারাই ঐরূপে আসিলেন। অপর ইন্দ্রিয়গণ প্রাণের অধীনে থাকিয়াই অন্ন লাভ করেন।

তান্ হোবাচেহৈব মা প্রাতরুপসমীয়াতেতি। তদ্ধ বকো দাল্‌ভ্যো গ্লাবো বা মৈত্রেয়ঃ প্রতিপালয়াঞ্চকার ॥ ৩

[সেই শ্বেত কুক্কুর] তান্ (তাহাদিগকে) উবাচ হ (বলিলেন) ইহ এব (এইখানেই) প্রাতঃ (প্রাতঃকালে) উপসমীয়াত (=উপসমিয়াত, আমার নিকট সমাগত হইও) ইতি। তৎ হ (সেই স্থানেই) দাল্‌ভ্যঃ মৈত্রেয়ঃ বকঃ বা গ্লাবঃ প্রতিপালয়াঞ্চকার (প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন)। ৩

(শ্বেত কুক্কুর) তাঁহাদিগকে বলিলেন, "প্রাতঃকালে এই স্থানেই তোমরা আমার নিকট আসিও।" দল্‌ভ্যপুত্র ও মিত্রাতনয় বক্ ও গ্লাবনামক ঋষি সেইখানেই (তাঁহাদের জন্য) প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। ৩

তে হ যথৈবেদং বহিষ্পবমানেন স্তোষ্যমাণাঃ সংরব্‌ধাঃ সর্পন্তীত্যেবমাসসৃপুস্তে হ সমুপবিশ্য হিং চক্রুঃ ॥

ইদম্ (=ইহ [বৈদিক প্রয়োগ], লোকসিদ্ধ যজ্ঞে) বহিষ্পবমানেন ("বহিষ্পবমান" স্তোত্র উচ্চারণপূর্বক) স্তোষ্যমাণাঃ (স্তবকারকগণ—প্রস্তোতা, অধ্বর্যু, উদ্গাতা, প্রতিহর্তা, ব্রহ্মা ও যজমান এই ছয় জন) যথা এব (যেরূপ) সংরব্‌ধাঃ (পরস্পর সংলগ্ন হইয়া, কচ্ছ ধরাধরি করিয়া) সর্পন্তি (পরিভ্রমণ করেন) ইতি এবম্ (এইরূপে) তে হ (তাঁহারা) আসসৃপুঃ (পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন); [তদনন্তর] তে হ সমুপবিশ্য (উপবিষ্ট হইয়া) হিম্ চক্রুঃ (হিম্ ইত্যাকার শব্দ করিয়াছিলেন)। ৪

যজ্ঞে যেরূপ বহিষ্পবমান স্তোত্র উচ্চারণপূর্বক স্তবকারীরা পরস্পর সংলগ্ন হইয়া পরিক্রমা করেন, সেইরূপে (উক্ত শ্বেত কুক্কুরের সমক্ষে)

সেই কুক্কুরগণ (পরস্পরের লাঙ্গুল গ্রহণ করিয়া) প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন। অতঃপর উপবিষ্ট হইয়া তাহারা "হিংকার" উচ্চারণ করিলেন।[১] ৪

ও৩মদা৩মোং৩ পিবা৩মোং৩ দেবো বরুণঃপ্রজাপতিঃসবিতা২ঽন্নমিহা২হরদন্নপতেঽন্নমিহা২হরা২হরো৩মিতি ॥ ৫

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য দ্বাদশখণ্ডঃ ॥

[উক্ত হিঙ্কারের স্বরূপ বলা হইতেছে] ওম্ অদাম (ওঁ ভোজন করিব), ওম্ পিবাম (পান করিব), ওম্ দেবঃ (জ্যোতির্ময়) বরুণঃ (বর্ষণকারী), প্রজাপতিঃ (প্রজাগণের স্বামী) সবিতা (জগৎপ্রসবিতা সূর্য) ইহ (এই স্থলে) অন্নম্ (অন্ন) আহরৎ (আহরতু, আহরণ করুন)। [এই হিঙ্কার-উচ্চারণের পর সবিতার নিকট প্রার্থনা হইতেছে]—অন্নপতে (হে অন্নপতি, অন্নের পুষ্টিকারক ও অন্নের উৎপাদক সূর্য) অন্নম্ ইহ আহর (তুমি এখানে অন্ন আহরণ কর) আহর [আদরার্থে দ্বিরুক্তি] ওম্ [সবিতার নিকট প্রার্থনার সমাপ্তিসূচক] ইতি [উক্ত সামভক্তিবিষয়ক উপাসনার সমাপ্তিসূচক]। [এই হিংকার মধ্যে যে সংখ্যাগুলি রহিয়াছে উহা গানের প্রকৃতি বুঝাইবার সঙ্কেত]। ৫

---

[১] পবমান স্তোত্র=সোমরস ছাঁকিবার সময় গীত স্তোত্র। সুত্যাদিনে, অর্থাৎ সোমযাগের শেষ দিনে (যেদিন সোমরস নিষ্কাসিত হয়), প্রাতঃসবনে উপাংশুহোম ও অন্তর্যাম হোমের পর অভিষুত সোমরস ঐন্দ্রবায়বাদি গ্রহে হোমের জন্য রাখা হয়। তাহার পর প্রস্তোতা, অধ্বর্যু, উদ্‌গাতা, প্রতিহর্তা, ব্রহ্মা ও যজমান ক্রমান্বয়ে কচ্ছ ধরাধরি করিয়া চাত্বালের (অর্থাৎ মহাবেদির উত্তরে যে গর্ত খুঁড়িয়া উহার মাটিতে উত্তরবেদি নির্মিত হয়, ঐ গর্তের) অভিমুখে গমন করেন, এবং উহার নিকটে প্রস্তোতা, উদ্‌গাতা ও প্রতিহর্তা এই তিন জন সামগায়ী ঋত্বিক্ বহিষ্পবমান স্তোত্র পাঠ করেন ও তাঁহাদের একজন হিঙ্কার করেন। ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের একাদশ সূক্তটি যখন ঐভাবে গীত হয়, তখন উহাই বহিষ্পবমান স্তোত্র। সকলে উপবেশন করিলে হোতা তাঁহাদের অনুমন্ত্রণ (অর্থাৎ ক্রিয়মাণ কর্মের অনুকুল মন্ত্রোচ্চারণ) করেন। প্রত্যেক শস্ত্রপাঠের পূর্বে স্তোত্রগান হয়। এইরূপে বহিষ্পবমানের পর আজ্যশস্ত্র ও আজ্যস্তোত্রের পর প্রভগশস্ত্র পঠিত হয়। অন্যান্য সবনে অন্যবিধ পবমান স্তোত্র গীত ও শস্ত্রাদি পঠিত হয়।

(হিংকারটি এই)—"ওম্ ভোজন করিব, ওম্ পান করিব ; ওম্ জ্যোতির্ময়, বর্ষণকারী, প্রজাগণের প্রতি, জগৎপ্রসবিতা সূর্য এই স্থানে অন্ন আহরণ করুন।" (এই হিংকার করিয়া তাঁহারা সূর্যকে প্রার্থনা করিলেন)—"হে অন্নপতি সূর্য, আপনি এখানে অন্ন আহরণ করুন, আহরণ করুন, ওম্।" ৫

প্রথমাধ্যায়—ত্রয়োদশ খণ্ড

(স্তোভাক্ষরোপাসনা)

অয়ং বাব লোকো হাউকারো বায়ুর্হাইকারশ্চন্দ্রমা অথকারঃ।
আত্মেহকারোঽগ্নিরীকারঃ ॥ ১

[সামাবয়ব উদ্গীথাদি ভক্তির বিষয়ে উপাসনার পর অধুনা সামের অবয়বান্তর স্তোভের অক্ষর-সমূহ-বিষয়ক উপাসনা বিহিত হইতেছে। স্তোভাক্ষরগুলি বিভিন্ন হইলেও সকলেই সামের অবয়ব। সুতরাং এই স্থলে বিভিন্ন উপাসনা বিহিত না হইয়া একটি সম্মিলিত উপাসনা বিহিত হইতেছে—ইহাই বুঝিতে হইবে]—অয়ম্ বাব লোকঃ (এই পৃথিবীলোকই) হাউ-কারঃ (হাউকার স্তোভ) ; বায়ুঃ হাই-কারঃ ; চন্দ্রমাঃ অথ-কারঃ ; আত্মা ইহ-কারঃ ; অগ্নিঃ ঈ-কারঃ। ১

এই পৃথিবীলোকই "হাউ"-কার স্তোভ[১] ; বায়ু "হাই"-কার[২] স্তোভ, চন্দ্র "অথ"-কার[৩] স্তোভ ; আত্মা "ইহ"-কার[৪] স্তোভ ; অগ্নি "ঈ"-কার[৫] স্তোভ। ১

১। "স্তোভ" একটি পারিভাষিক শব্দ। সাধারণতঃ ঋক্‌মন্ত্রের অক্ষরসকলই সামরূপে গীত হইয়া থাকে। কিন্তু সামগানের অবলম্বনরূপে ঐ ঋক্-অক্ষর ব্যতীত আরও অনেক শব্দ আছে, যাহাদের কোনও অর্থ নাই ; তাহারা কর্মের অঙ্গরূপে সামগানে ব্যবহৃত হয় এবং উক্তবিধ স্তোভযুক্ত সামগানের ফলে অদৃষ্ট রচিত হয়—ইহাই তাহাদের সার্থকতা।

হাউ, হাই, অথ, ঈ ইত্যাদি ঐ জাতীয় স্তোভ। এই সকল স্তোভে যথাক্রমে পৃথিবী, বায়ু, চন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতির দৃষ্টি আরোপ করিয়া উপাসনা করিতে হইবে—ইহাই মর্মার্থ। এই দৃষ্টির মূলে রহিয়াছে ঐ সমস্ত স্তোভের সহিত পৃথিব্যাদির বিভিন্ন সম্বন্ধ। তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। “হাউ”-কার “রথন্তর” সামে আছে। এই রথন্তর সামই পৃথিবী—“ইয়ং বৈ রথন্তরম্।” অতএব পৃথিবীদৃষ্টিতে “হাউ”-কার উপাস্য।

২। বায়ু ও জলের সম্মিলনে “বামদেব্য” সামের উৎপত্তি; এবং “হাই-কার” “বামদেব্যের” অন্তর্গত।

৩। চন্দ্র অন্নরূপী; এই অন্নাবলম্বনে ভূতবর্গ অবস্থিত। স্থিতির থ-কার ও অন্নের অ-কারের সহিত “অথ”-কারের সাদৃশ্য আছে; সুতরাং চন্দ্রের সহিতও তাহার সাদৃশ্য আছে।

৪। প্রত্যেক আত্মাকে “ইহ” অর্থাৎ এখানে বলিয়া নির্দেশ করা হয়। এই “ইহ” এর সহিত “ইহ”-কার স্তোভের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট।

৫। যে সকল সামে “ঈ”-কার স্তোভ নিহিত আছে, তাহারা অগ্নিদৈবতক বলিয়া প্রসিদ্ধ। সুতরাং ঐ সকল সামে ঈ-কার ও অগ্নি উভয়ের সদ্ভাব থাকায় অগ্নিদৃষ্টিতে “ঈ”-কার স্তোভ উপাস্য।

আদিত্য উকারো নিহব একারো বিশ্বদেবা ঔহোয়িকারঃ প্রজাপতির্হিংকারঃ প্রাণঃ স্বরোঽন্নং যা বাগ্বিরাট্ ॥ ২

নিহবঃ (আহ্বান), বিশ্বে দেবাঃ (বিশ্বদেবগণ) [অপরাংশ সরলার্থক]। ২

আদিত্য “উ”-কার স্তোভ; আমন্ত্রণ “এ”-কার; বিশ্বদেবগণ[১] “ঔহোয়ি”-কার; প্রজাপতি “হিং”-কার; প্রাণ “স্বর”-কার; অন্ন “যা”-কার; বিরাট্ “বাক্”-স্তোভ[২]। ২

[১] বসুঃ সত্যঃ ক্রতুর্দক্ষঃ কালঃ কামো ধৃতিঃ কুরুঃ। পুরূরবা মাদ্রবশ্চ বিশ্বে দেবাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ ইঁহাদের সহিত রোচক, ধ্বনি ও ধূতিকেও ধরা হয়।

[২] সাদৃশ্যগুলি এইরূপ :—ঊর্ধ্বে অবস্থিত আদিত্যের গান করা হয়, যে সকল সামে “উ”-কার স্তোভ আছে, তাহারা আদিত্যদৈবতক ; অতএব আদিত্য-দৃষ্টিতে “উ”-কার

উপাস্য ; অন্যত্রও এইরূপ বুঝিতে হইবে। "এহি" (আস) বলিয়া আহ্বান করা হয় ; "এহি" ও "এ"-কারে এই "এ"-সাদৃশ্য আছে। বৈশ্বদেবা সামে "ঔহোয়ি"-কার আছে। নীল-পীতাদি-রূপে প্রজাপতি নির্বচনীয় নহেন, কেন না তিনি অব্যক্ত ও রূপাদি-বিরহিত ; "হিং"-কারও অব্যক্ত। প্রাণ "স্বর" এর নির্বর্তক, অর্থাৎ উচ্চারণের হেতু, অতএব স্বরাত্মক। অন্নসহায়েই জগৎ "যাতি" অর্থাৎ চলে ; এই "যাতি"র "যা" এর সহিত "যা" স্তোভের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। বৈরাজ (বিরাট্ দৈবতক) সামে "বাক্"-স্তোভ দৃষ্ট হয়।

অনিরুক্তস্ত্রয়োদশঃ স্তোভঃ সঞ্চরো হুঙ্কার ॥ ৩

অনিরুক্তঃ (অব্যক্ত, "অমুক অমুক" ইত্যাদি রূপে অনিরূপণীয়) সঞ্চরঃ (অনেক প্রকার কার্যরূপে পরিণামী, সামবেদের বিভিন্ন শাখায় বিভিন্নরূপে স্থিত) ত্রয়োদশঃ (ত্রয়োদশ-সংখ্যক) স্তোভঃ (স্তোভটি) হুং-কারঃ (হুঙ্কার)। ৩

অব্যক্ত ও বিবিধরূপে পরিণামী ত্রয়োদশ স্তোভটি 'হুংকার'।[১] ৩

দুগ্ধেঽস্মৈ বাগ্ দোহং যো বাচো দোহোঽন্নবানন্নাদো ভবতি য এতামেবং সাম্নামুপনিষদং বেদোপনিষদং বেদেতি ॥ ৪

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য ত্রয়োদশখণ্ডঃ ॥

ইতি ছান্দোগ্যোপনিষদি প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

যঃ (যিনি) সাম্নাম্ (সামাবয়বভূত স্তোভাক্ষরসকলের) এতাম্ (এই) উপনিষদম্ (দর্শন, রহস্যবিদ্যা) এবম্ (এইরূপে) বেদ (জানেন) দুগ্ধে অস্মৈ ইত্যাদি [১।৩।৭ দ্রঃ]। উপনিষদম্ বেদ ইতি [দ্বিরুক্তি অধ্যায়ের এবং ইতি সামাবয়ব-বিষয়ক উপাসনাবিশেষের সমাপ্তিসূচক]। ৪

যিনি স্তোভাক্ষর-সমূহ-বিষয়ক এই দর্শনটি এইরূপে জানেন, তাঁহার জন্য বাক্ বাগ্-রূপ ফলই দোহন করে, এবং তিনি প্রভূত অন্নশালী ও অন্নভোজী হন। ৪

---

[১] মূলের অনিরুক্ত = কারণাত্মা ; উহা কার্যরূপে অর্থাৎ বিভিন্ন স্তোভাকারে পরিণত বা সঞ্চরিত হয়, অতএব সঞ্চর। কাবণ-দৃষ্টিতে "হুঙ্কার" উপাস্য ইহাই মর্মার্থ।

দ্বিতীয়াধ্যায়—প্রথম খণ্ড

(সাধু-দৃষ্টিতে পঞ্চাবয়ব সমস্ত সামের উপাসনা।)

ওঁ। সমস্তস্য খলু সাম্ন উপাসনং সাধু যৎ খলু সাধু তৎ সামেত্যাচক্ষতে যদসাধু তদসামেতি ॥ ১

[প্রথম অধ্যায়ে সামের ওঙ্কারাদি অবয়বের উপাসনা বর্ণিত হইয়াছে ; পরন্তু] সমস্তস্য (সর্বাবয়ব-বিশিষ্ট, স্তোভ ও প্রস্তাব প্রভৃতি ভক্তিযুক্ত, পূর্ণাঙ্গ) সাম্নঃ (সামের) উপাসনম্ (উপাসনা) খলু (অবশ্যই) সাধু (সুশোভন, উত্তম)। যৎ (যাহা) সাধু খলু (লোকে উত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ) তৎ (তাহাকে) [পণ্ডিতেরা] সাম ইতি (সাম-শব্দে) আচক্ষতে (নির্দেশ করেন), যৎ (যাহা) অসাধু (অশোভন) তৎ (তাহাকে) অসাম ইতি (অসাম-শব্দে) [নির্দেশ করেন]। ১

সর্বাবয়ব-বিশিষ্ট সামের উপাসনা উত্তম।[১] যাহা উত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহাকেই (পণ্ডিতেরা) সাম-শব্দে নির্দেশ করেন ; এবং যাহা মন্দ, তাহাকে অসাম-শব্দে নির্দেশ করেন। ১

[১] তাই বলিয়া অবয়বের উপাসনা নিন্দনীয় নহে। শাস্ত্রে একের প্রতি অধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে, অপরকে যে নিন্দা করা হয় তাহা নহে—"ন হি নিন্দা ন্যায়ঃ।"

তদুতাপ্যাহুঃ—সাম্নৈনমুপাগাদিতি সাধুনৈনমুপাগাদিত্যেব তদাহুরসাম্নৈনমুপাগাদিত্যসাধুনৈনমুপাগাদিত্যেব তদাহুঃ ॥ ২

তৎ (উক্ত [শোভন ও অশোভন বিচার] বিষয়ে) উত অপি আহুঃ (লোকেরাও যখন বলে)—সাম্না (সামের দ্বারা) [এই ব্যক্তি] এনম্ (এই রাজা বা সামন্তের সকাশে) উপাগাৎ (সমাগত হইয়াছে) ইতি—[তখন] সাধুনা (সদভিপ্রায়ে) এনম্ উপাগাৎ ইতি এব (এই কথাই) তৎ (উক্ত স্থলে) আহুঃ ([তাহারা] বলে) ; [আবার যখন বলে] অসাম্না (অসামের দ্বারা) এনম্ উপাগাৎ ইতি—[তখন] অসাধুনা (অসদভিপ্রায়ে) এনম্ উপাগাৎ ইতি এব তৎ আহুঃ। ২

উক্ত (ভাল-মন্দ-বিচার) স্থলে লোকে যখন বলে, "ইনি সামের দ্বারা

ইহার নিকট সমাগত হইয়াছেন,"—তখন তাহারা (বস্তুতঃ) ইহাই বলে যে, ইনি সদভিপ্রায়ে ইহার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। আবার যখন তাহারা বলে, "ইনি অসামের দ্বারা ইহার নিকট আসিয়াছেন,"—তখন তাহারা (বস্তুতঃ) ইহাই বলে যে, ইনি অসদভিপ্রায়বশতঃ ইহার নিকট আসিয়াছেন।[১] ২

[১] রাজার নিকট হইতে পুরস্কার বা শাস্তি পাইতে দেখিয়া লোকে জানে যে, ঐ ব্যক্তির ভাবধারা সৎ কিংবা অসৎ। সাম=সান্ত্ব, অর্থাৎ প্রীতিপূর্বক ব্যবহার। রাজনীতিতে সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই চতুর্বিধ উপায়ের মধ্যে সামই সর্বোত্তম।

অথোতাপ্যাহুঃ সাম নো বতেতি যৎ সাধু ভবতি সাধু বতেত্যেব তদাহুরসাম নো বতেতি যদসাধু ভবত্যসাধু বতেত্যেব তদাহুঃ ॥ ৩

অথ (প্রকারান্তরে, আবার) উত অপি আহুঃ (লোকে যখন আরও বলে)—বত (আহা [অনুকম্পার্থে]) নঃ (আমাদের) সাম (সাম) [হইয়াছে] ইতি, [তখন] যৎ (যাহা) সাধু (উত্তম) ভবতি (হয়), [তাহাই] তৎ (উক্ত স্থলে) বত সাধু (আহা, উত্তম [হইয়াছে]) ইতি এব (এইরূপেই) আহুঃ (বলিয়া থাকে)। [আর যখন বলে] বত নঃ অসাম [হইয়াছে] ইতি, [তখন] যৎ অসাধু ভবতি (যাহা অমঙ্গল) [তাহাই] তৎ (তৎকালে) অসাধু বত ইতি এব আহুঃ। ৩

আবার যখন লোকে বলে "আহা, আমাদের সাম-লাভ হইয়াছে,"—তখন যাহা সাধু (অর্থাৎ মঙ্গলময়) তাহাকেই উক্ত স্থলে "আহা, আমাদের সাধু হইয়াছে" এইরূপে নির্দেশ করে। পুনশ্চ যখন তাহারা বলে, "আহা, আমাদের অসাম-লাভ হইয়াছে,"—তখন যাহা অসাধু (অর্থাৎ অমঙ্গলময়) তাহাকেই উক্তস্থলে "আহা, আমাদের অসাধু হইয়াছে" এইরূপে নির্দেশ করা হয়।[২] ৩

১। পূর্বকণ্ডিকায় (বন্ধন বা মুক্তি প্রভৃতি) ফলের দ্বারা অনুমেয় সাধুত্ব ও অসাধুত্বের এবং বর্তমান কণ্ডিকায় স্বানুভবযোগ্য সাধুত্ব ও অসাধুত্বের কথা বলা হইল, ইহাই পার্থক্য।

স য এতদেবং বিদ্বান্ সাধু সামেত্যুপাস্তেঽভ্যাশো হ যদেনং সাধবো ধর্মা আ চ গচ্ছেয়ুরুপ চ নমেয়ুঃ ॥ ৪

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমখণ্ডঃ ॥

সঃ যঃ (যে কেহ) এতৎ (ইহা) এনম্ (এইরূপ) বিদ্বান্ (জানিয়া) সাধু সাম ইতি ([সমস্ত] সামকে সাধুগুণবিশিষ্টরূপে) উপাস্তে (উপাসনা করেন) এনম্ (ইঁহার প্রতি) অভ্যাশঃ হ যৎ (অতি শীঘ্র যে আগমন, সেইরূপে) সাধবঃ (উত্তম) ধর্মাঃ (ধর্মসকল) আগচ্ছেয়ূঃ (আগমন করে) উপনমেয়ুঃ চ (এবং ভোগ্যরূপে অবস্থান করে)। ৪

যে কেহ ইহা এইরূপ জানিয়া সাধুগুণ-বিশিষ্টরূপে সামকে উপাসনা করেন, তাঁহার প্রতি উত্তম ধর্মবর্গ অতি ত্বরান্বিত হইয়া আগমন করে এবং তাঁহার ভোগ্যরূপে অবস্থান করে। ৪

দ্বিতীয়াধ্যায়—দ্বিতীয়খণ্ড

(লোক-দৃষ্টিতে পঞ্চাবয়ব সামের উপাসনা)

লোকেষু পঞ্চবিধং সামোপাসীত পৃথিবী হিঙ্কারঃ। অগ্নিঃ প্রস্তাবোঽন্তরিক্ষমুদ্‌গীথ আদিত্যঃ প্রতিহারো দ্যৌর্নিধনমিত্যূর্ধ্বেষু ॥ ১

[সাধু-দৃষ্টিতে পুনর্বার সামকে যেরূপে উপাসনা করিতে হইবে, তাহা বলা হইতেছে] —লোকেষু (পৃথিব্যাদি লোকদৃষ্টিতে) পঞ্চবিধম্ (পঞ্চ ভক্তিভেদে পঞ্চভাগে বিভক্ত [১।১।১, ৩য় টীকা দ্রঃ]) সাম ([সমস্ত] সামকে) উপাসীত (উপাসনা করিবে) ; পৃথিবী হিঙ্কারঃ (পৃথিবীই হিঙ্কার) [অর্থাৎ হিং-কারে পৃথিবী-দৃষ্টি আরোপ করিয়া উপাসনা করিবে ;

এইরূপ অন্যত্রও বুঝিতে হইবে], অগ্নিঃ প্রস্তাবঃ, অন্তরিক্ষম্ (গগন) উদ্গীথঃ আদিত্যঃ প্রতিহারঃ, দ্যৌঃ (দ্যুলোক) নিধনম্—ইতি উর্ধ্বেষু (ইহা উর্ধ্বস্থ, অর্থাৎ উর্ধ্বগামী ব্যক্তির লোকপ্রাপ্তির ক্রম অনুসারে, লোকদৃষ্টিতে উপাসনা) । ১

পৃথিব্যাদি-লোক-দৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামকে উপাসনা করিবে—পৃথিবী-দৃষ্টিতে “হিং”-কারকে, অগ্নি-দৃষ্টিতে প্রস্তাবকে, গগনদৃষ্টিতে উদ্গীথকে, সূর্য-দৃষ্টিতে প্রতিহারকে, এবং দ্যুলোক-দৃষ্টিতে নিধনকে উপাসনা করিবে ;[১] ইহাই উর্ধ্বস্থ লোক-দৃষ্টিকে উপাসনা । ১

[১] । সাধু-গুণ-সম্পন্নরূপে সামের উপাসনা প্রস্তাবিত হইয়াছে, অথচ এখানে লোকাদি-দৃষ্টি বিহিত হইয়াছে—ইহা অসমঞ্জসও বলিয়া মনে হইতে পারে ; কিন্তু তাহা নহে । কারণ সাধু শব্দের অর্থ ধর্ম, এবং এই ধর্মই সমস্ত লোকাদির কারণ । অতএব মৃত্তিকাব্যতিরেকে যেমন ঘটের চিন্তা অসম্ভব, ধর্মব্যতিরেকে তেমনি লোকাদির চিন্তা অসম্ভব ।

এই উপাসনাটিও সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করে । লোকমধ্যে পৃথিবী ও সামমধ্যে হিং-কার প্রথম । অগ্নিতে কর্ম প্রস্তাবিত বা আরব্ধ হয় । অন্তরিক্ষে, অর্থাৎ গগনে, গ-কার আছে, উদ্গীথেও গ আছে । আদিত্য প্রতিপ্রাণীর প্রতি বা অভিমুখে অবস্থিত বলিয়া উহা প্রতিহার । মরণান্তে জীবগণ দ্যুলোকে নিহিত বা সংস্থাপিত হয়, অতএব উহা নিধন । জীবের উর্ধ্বগতি-কালীন ক্রম-অবলম্বনে এই উপাসনা বিহিত হইয়াছে ; পরবর্তী উপাসনা সংসারগমন-কালীন ক্রম-অবলম্বনে বিহিত—ইহাই পার্থক্য । পৃথিবীবাসীর পক্ষে পৃথিবীই প্রথম । পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনকারীর পক্ষে দ্যুলোক প্রথম ।

বিভিন্ন সাম গায়ত্র, রথন্তর প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত (২।১১, ২।১২ ইত্যাদি দ্রঃ) । ঐ সকল সামগানের একটি বিশেষ ক্রম আছে, তাহা ২।১১ হইতে ২।২১ পর্যন্ত দেখান হইবে । এই গায়ত্রাদি সাম আবার বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়া গীত হয় । প্রতিবিভাগ এক একটি “ভক্তি” । এইরূপে সামগুলি পঞ্চভক্তিক বা সপ্তভক্তিক হইতে পারে । প্রত্যেক বিভাগের এক একটি নাম আছে । যথা—হিঙ্কার, প্রস্তাব, নিধন ইত্যাদি । পঞ্চাবয়ব সাম ২।২ হইতে ২।৭ পর্যন্ত ও সপ্তাবরব সাম ২।৮ হইতে ২।১০ পর্যন্ত বর্ণিত হইবে ।

অথাবৃত্তেষু দ্যৌর্হিঙ্কার আদিত্যঃ প্রস্তাবোঽন্তরিক্ষমুদ্‌গীথোঽগ্নিঃ প্রতিহারঃ পৃথিবী নিধনম্ ॥ ২

অথ (অনন্তর) আবৃত্তেষু (অধোমুখে প্রত্যাবর্তনের ক্রম অনুযায়ী) [লোক-দৃষ্টিতে সমস্ত সামের পঞ্চবিধ উপাসনা অভিহিত হইতেছে]—দ্যৌঃ হিঙ্কারঃ আদিত্যঃ প্রস্তাবঃ অন্তরিক্ষম্ উদ্‌গীথঃ, অগ্নিঃ প্রতিহারঃ, পৃথিবী নিধনম্। ২

অনন্তর অধোমুখ-লোক-দৃষ্টিতে (সমস্ত সামের পঞ্চবিধ উপাসনা অভিহিত হইতেছে)—দ্যুলোক-দৃষ্টিতে হিং-কারকে, সূর্য-দৃষ্টিতে প্রস্তাবকে, গগন-দৃষ্টিতে উদ্‌গীথকে, অগ্নি-দৃষ্টিতে প্রতিহারকে, এবং পৃথিবী-দৃষ্টিতে নিধনকে উপাসনা করিবে।[১] ২

[১] সাদৃশ্য যথা—অবতরণকালে দ্যুলোক প্রথম ; আদিত্যের উদয়ে কর্মের প্রস্তাবনা হয় ; গগন ও উদ্‌গীথ উভয় শব্দে গ আছে ; লোকে অগ্নিকে প্রতিহরণ করে বা ইতস্ততঃ লইয়া যায় ; দ্যুলোক হইতে আগত জীবের নিধন বা প্রতিষ্ঠাভূমি পৃথিবী।

কল্পন্তে হাস্মৈ লোকা ঊর্ধ্বাশ্চাবৃত্তাশ্চ য এতদেবং বিদ্বাঁল্লোকেষু পঞ্চবিধং সামোপাস্তে ॥ ৩

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়খণ্ডঃ ॥

যঃ এতৎ এবম্ বিদ্বান্ [২।১।৪ দ্রঃ] লোকেষু (লোক-দৃষ্টিতে) পঞ্চবিধম্ সাম উপাস্তে (উপাসনা করেন), অস্মৈ হ (ইঁহার প্রতি) ঊর্ধ্বাঃ চ (ঊর্ধ্বমুখ) আবৃত্তাঃ চ (এবং অধোমুখ) লোকাঃ (লোকসকল) কল্পন্তে (ভোগ্যরূপে অবস্থান করে)। ৩

যিনি পঞ্চবিধ সামকে সাধু-গুণ-বিশিষ্টরূপে জানিয়া তাহাকে লোক-দৃষ্টিতে উপাসনা করেন, তাঁহার জন্য ঊর্ধ্বমুখ ও অধোমুখ লোকসমূহ ভোগ্যরূপে অবস্থান করে। ৩

দ্বিতীয়াধ্যায়—তৃতীয় খণ্ড

(বৃষ্টি-দৃষ্টিতে পঞ্চাবয়ব সামের উপাসনা)

বৃষ্টৌ পঞ্চবিধং সামোপাসীত পুরোবাতো হিঙ্কারো মেঘো জায়তে স প্রস্তাবো বর্ষতি স উদ্‌গীথো বিদ্যোততে স্তনয়তি স প্রতিহারঃ ॥ ১

উদ্‌গৃহ্লাতি তন্নিধনং বর্ষতি হাস্মৈ বর্ষয়তি হ য এতদেবং বিদ্বান্ বৃষ্টৌ পঞ্চবিধং সামোপাস্তে ॥ ২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়খণ্ডঃ ॥

[লোকসকলের স্থিতির জন্য বৃষ্টি আবশ্যক ; এই জন্য অতঃপর বৃষ্টি-দৃষ্টিতে পঞ্চভক্তিক সমস্ত সামের উপাসনা কথিত হইতেছে]—বৃষ্টৌ (বৃষ্টিদৃষ্টিতে) পঞ্চবিধম্ সাম উপাসীত—পুরোবাতঃ (পূর্বদিক্ হইতে প্রবাহিত বায়ু) হিং-কারঃ [তদ্দ্বারা যে] মেঘঃ (মেঘ) জায়তে (উৎপন্ন হয়) সঃ (উহা) প্রস্তাবঃ, বর্ষতি ([যে] বর্ষণ হয়) সঃ উদ্গীথঃ, বিদ্যোততে ([যে] বিদ্যুৎ-প্রকাশ হয়) [ও] স্তনয়তি ([যে] গর্জন হয়) সঃ প্রতিহারঃ উদ্‌গৃহ্লাতি (বিরতি হয়) তৎ (উহা) নিধনম্,—[অর্থাৎ হিঙ্কারাদিতে পুরোবাতাদি-দৃষ্টি আরোপ করিয়া উপাসনা করিবে]। যঃ এতৎ এবম্ বিদ্বান্ [২।১।৪ দ্রঃ] বৃষ্টৌ পঞ্চবিধম্ সাম উপাস্তে, অস্মৈ (ইঁহার জন্য) বর্ষতি হ (মেঘ বর্ষণ করে), বর্ষয়তি হ (অনাবৃষ্টি হইলেও সেই বিদ্বান্ উপাসক] বর্ষণ করান)। ১-২

বৃষ্টি-দৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামকে উপাসনা করিবে—পূর্বদিক্ হইতে প্রবাহিত বায়ু হিঙ্কার ; মেঘের সঞ্চার হওয়াই প্রস্তাব ; বর্ষণ হওয়াই উদ্‌গীথ ; বিদ্যুৎ প্রকাশিত হওয়া এবং গর্জন হওয়াই প্রতিহার ; বৃষ্টির সমাপ্তিই নিধন।[১] সামকে সাধুগুণ-বিশিষ্ট জানিয়া যিনি বৃষ্টি-দৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামকে উপাসনা করেন, তাঁহার জন্য মেঘ (তাঁহার ইচ্ছানুসারে) বর্ষণ করে, এবং (অনাবৃষ্টিকালেও) সেই বিদ্বান্ বর্ষণ করান। ১-২

১। উপাসনার অন্তর্নিহিত সাদৃশ্য এই :—সামের আদিতে হিঙ্কার ও অন্তে নিধন, বৃষ্টিরও আদিতে পুরোবাত এবং অন্তে সমাপ্তি ; বর্ষায় মেঘসঞ্চার হইলে বৃষ্টির প্রস্তাবনা বা সূচনা হয় ; বর্ষণ ও উদ্গীথ উভয়েই স্ব স্ব পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ ; বিদ্যুৎ ও গর্জন দিকে দিকে প্রতিহৃত হয় বা ছড়াইয়া পড়ে, অতএব উহারা প্রতিহার।

দ্বিতীয়াধ্যায়—চতুর্থ খণ্ড

(জল-দৃষ্টিতে পঞ্চাবয়ব সামের উপাসনা)

সর্বাস্বপ্‌সু পঞ্চবিধং সামোপাসীত মেঘো যৎ সংপ্লবতে স হিঙ্কারো যদ্‌বর্ষতি স প্রস্তাবো যাঃ প্রাচ্যঃ স্যন্দন্তে স উদ্‌গীথো যাঃ প্রতীচ্যঃ স প্রতিহারঃ সমুদ্রো নিধনম্‌॥ ১

[বৃষ্টির পরে জল হয় ; অতএব অতঃপর জল-দৃষ্টিতে উপাসনা]—সর্বাসু অপ্‌সু (সকল জল-দৃষ্টিতে) পঞ্চবিধম্ সাম উপাসীত—মেঘঃ যৎ (যদা) সংপ্লবতে (পরস্পর মিলিত হইয়া প্লবমান বা বর্ষণোন্মুখ হয়) [তখন] সঃ (উহা) হিং-কারঃ, যৎ বর্ষতি (বর্ষণ করে) সঃ প্রস্তাবঃ, যাঃ (যে জলরাশি) প্রাচ্যঃ (পূর্বদিগবাহিনী হইয়া) স্যন্দন্তে (প্রবাহিত হয়) সঃ উদ্গীথঃ, যাঃ প্রতীচ্যঃ (পশ্চিমদিগ্‌বাহিনী হইয়া [প্রবাহিত হয়] সঃ প্রতিহারঃ, সমুদ্রঃ নিধনম্। ১

সর্বপ্রকার জলের দৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামকে উপাসনা করিবে—মেঘ যখন ঘনীভূত হইয়া বর্ষণোন্মুখ হয়, তখন উহাই হিঙ্কার ; যখন বৃষ্টি হয়, তখন উহাই প্রস্তাব ; যে নদীসকল পূর্বদিকে প্রবাহিতা, তাহারাই উদ্গীথ ; যাহারা পশ্চিমে প্রবাহিতা, তাহারা প্রতিহার ; সমুদ্রই নিধন।[১]

[১] অর্থাৎ ঘনীভূত মেঘাদির দৃষ্টিতে হিঙ্কার প্রভৃতিকে উপাসনা করিবে। সাদৃশ্য যথা :—সমস্ত জলের আদিতে বৃষ্টি, সামের আদিতে হিঙ্কার ; বৃষ্টিপাত হইলে জলরাশিদ্বারা পৃথিবীর আবরণ প্রস্তাবিত বা সূচিত হয় ; পূর্ববাহিনী নদী ও উদ্গীথ উভয়েই শ্রেষ্ঠ ;

প্রতীচ্যে (পশ্চিমে) প্রবাহিতা নদী ও প্রতিহারে প্রতিশব্দ আছে ; জল সমুদ্রে নিহিত হয় অতএব সমুদ্র নিধন।

ন হাপ্সু প্রৈত্যপ্সুমান্ ভবতি য এতদেবং বিদ্বান্ সর্বাস্বপ্সু পঞ্চবিধং সামোপাস্তে ॥ ২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থখণ্ডঃ ॥

যঃ এতৎ এবম্ বিদ্বান্ [২।১।৪ দ্রঃ] সর্বাসু অপ্সু পঞ্চবিধম্ সাম উপাস্তে (উপাসনা করেন), [তিনি] অপ্সু (জলমধ্যে) ন হ প্রৈতি (প্রাণত্যাগ করেন না), অপ্সুমান ভবতি (প্রচুর জলশালী হন)। ২

পঞ্চবিধ সামকে সাধুগুণ-বিশিষ্টরূপে জানিয়া যিনি তাহাকে জলদৃষ্টিতে উপাসনা করেন, তাঁহার কখনও (অনিচ্ছায়) জলে প্রাণত্যাগ হয় না, এবং তিনি প্রচুর জলশালী হন। ২

দ্বিতীয়াধ্যায়—পঞ্চম খণ্ড

(ঋতু-দৃষ্টিতে পঞ্চাবয়ব সামের উপাসনা)

ঋতুষু পঞ্চবিধং সামোপাসীত বসন্তো হিঙ্কারো গ্রীষ্ম প্রস্তাবো বর্ষা উদ্গীথঃ শরৎ প্রতিহারো হেমন্তো নিধনম ॥ ১

[জলের স্বল্পতা ও প্রাচুর্যাদি হইতে ঋতুর পারম্পর্য ঘটে ; অতএব অতঃপর ঋতুদৃষ্টি কথিত হইতেছে]—ঋতুষু (ঋতু-দৃষ্টিতে) পঞ্চবিধম্ সাম উপাসীত—বসন্তঃ হিং-কারঃ, গ্রীষ্মঃ প্রস্তাবঃ, বর্ষা উদ্গীথঃ, শরৎ প্রতিহারঃ, হেমন্তঃ নিধনম্। ১

ঋতুদৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামকে উপাসনা করিবে—বসন্ত হিঙ্কার, গ্রীষ্ম প্রস্তাব, বর্ষা উদ্গীথ, শরৎ প্রতিহার এবং হেমন্ত নিধন।[1] ১

১। অর্থাৎ হিঙ্কারাদিতে গ্রীষ্মাদি-দৃষ্টি আরোপ করিয়া উপাসনা করিবে। এখানে শীত ও হেমন্তকে এক ধরিয়া পাঁচ ঋতু হইয়াছে। সাদৃশ্য যথা :—প্রাচীনকালে বসন্ত ঋতু সংবৎসরের প্রথমে থাকিত, অতএব উহা প্রথম হিঙ্কার ; গ্রীষ্মে বর্ষার জন্য শস্যাদি সংগ্রহের প্রস্তাব বা আরম্ভ হয় ; বর্ষা ঋতুশ্রেষ্ঠ, উদ্গীথ সামশ্রেষ্ঠ ; শরতে বহু মৃতদেহ ও রোগী প্রতিহৃত হয় (শ্মশানে নীত হয়, বা আয়ু হারায়) ; নিবাত হেমন্তে বহু প্রাণীর নিধন হয়।

কল্পন্তে হাস্মা ঋতব ঋতুমান্ ভবতি য এতদেবং বিদ্বান্ ঋতুষু পঞ্চবিধং সামোপাস্তে ॥ ২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য পঞ্চমখণ্ডঃ ॥

যঃ এতৎ এবম্ বিদ্বান্ [২।১।৪ দ্রঃ] ঋতুষু পঞ্চবিধম্ সাম উপাস্তে [পূর্ববৎ], অস্মৈ (উঁহার জন্য) ঋতবঃ (ঋতুসকল) কল্পন্তে হ (বিহিত নিয়মানুসারে ভোগ্যরূপে কল্পিত হয়), [ঋতুমান্ ঋতুসুলভ ভোগযুক্ত] ভবতি (হন)। ২

পঞ্চবিধ সামকে সাধুগণ-বিশিষ্টরূপে জানিয়া যিনি তাহাকে ঋতু-দৃষ্টিতে উপাসনা করেন, তাঁহার জন্য ঋতুসকল ভোগ্যরূপে উপস্থিত হয়, এবং তিনি (সর্বদা স্বেচ্ছানুসারে) ঋতুসম্ভব ভোগসকল প্রাপ্ত হন। ২

দ্বিতীয়াধ্যায়—ষষ্ঠ খণ্ড

(পশু-দৃষ্টিতে পঞ্চাবয়ব সামের উপাসনা)

পশুষু পঞ্চবিধং সামোপাসীতাজা হিঙ্কারোঽবয়ঃ প্রস্তাবো গাব উদ্গীথোঽশ্বাঃ প্রতিহারঃ পুরুষো নিধনম্ ॥ ১

[উত্তম ঋতু হইলে পশুবৃদ্ধি হয় ; অতএব অতঃপর পশু-দৃষ্টি বর্ণিত হইতেছে]—পশুষু (পশু-দৃষ্টিতে) পঞ্চবিধম্ সাম উপাসীত—অজাঃ (ছাগগণ) হিং-কারঃ, অবয়ঃ (মেষগণ)

প্রস্তাবঃ, গাবঃ (গোবৃন্দ) উদ্‌গীথঃ, অশ্বাঃ (অশ্বসমূহ) প্রতিহারঃ, পুরুষঃ (মানুষ) নিধনম্। ১

পশুদৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামকে উপাসনা করিবে—ছাগগণ হিংকার, মেষবৃন্দ প্রস্তাব, গোসমূহ উদ্‌গীথ, অশ্বসকল প্রতিহার, এবং পুরুষ নিধন।[1] ১

১। হিঙ্কারাদিতে ছাগাদি-দৃষ্টি আরোপ করিয়া উপাসনা করিবে। সাদৃশ্য :—ছাগ প্রথম—শ্রুতিতে আছে, "অজাঃ প্রথমঃ পশূনাম্," এবং যজ্ঞে ব্যবহৃত হওয়ায় উহা প্রধান ; হিঙ্কার ও প্রস্তাবের সাহচর্যের ন্যায় ছাগ ও মেষের সাহচর্য আছে—"অজাবয়ঃ" (পুরুষসূক্ত) গোবৃন্দ পশুমধ্যে শ্রেষ্ঠ ; অশ্বগণ মানুষের প্রতিহার বা বাহক ; মানুষ পশুগণের নিধন বা আশ্রয় (যাহাতে নিহিত থাকে)।

ভবন্তি হাস্য পশবঃ পশুমান্ ভবতি য এতদেবং ৰিদ্বান্ পশুষু পঞ্চবিধং সামোপাস্তে ॥ ২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য ষষ্ঠখণ্ডঃ ॥

যঃ এতৎ এবম্ বিদ্বান্ [২।১৪ দ্রঃ] পশুষু পঞ্চবিধম্ সাম উপাস্তে, অস্য পশবঃ ভবন্তি (পশুগণ উহার ভোগপ্রদ হয়), পশুমান্ ভবতি ([তিনি] বহু পশুর অধিকারী ও বহু পশুর দাতা হন)। ২

পঞ্চবিধ সামকে সাধুগুণবিশিষ্ট জানিয়া যিনি তাহাকে পশুদৃষ্টিতে উপাসনা করেন, পশুগণ তাঁহার ভোগযোগ্য হয়, এবং তিনি বহু পশুর স্বামী হন। ২

দ্বিতীয়াধ্যায়—সপ্তম খণ্ড

(ইন্দ্রিয়-দৃষ্টিতে পঞ্চাবয়ব সামের উপাসনা)

প্রাণেষু পঞ্চবিধং পরোবরীয়ঃ সামোপাসীত প্রাণো হিঙ্কারো বাক্ প্রস্তাবশ্চক্ষুরুদ্‌গীথঃ শ্রোত্রং প্রতিহারো মনো নিধনং পরোবরীয়াংসি বা এতানি ॥ ১

[পশুর ঘৃতদুগ্ধাদির দ্বারা প্রাণের স্থিতি হয়, অতএব অতঃপর প্রাণদৃষ্টি বিহিত হইতেছে] —প্রাণেষু (প্রাণ, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-দৃষ্টিতে) পরোবরীয়ঃ (উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠত্ব-গুণসম্পন্ন) পঞ্চবিধম্ সাম উপাসীত—প্রাণঃ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়) হিং-কারঃ, বাক্ (বাগিন্দ্রিয়) প্রস্তাবঃ, চক্ষুঃ উদ্গীথঃ, শ্রোত্রম্ (শ্রবণেন্দ্রিয়) প্রতিহারঃ, মনঃ নিধনম্—এতানি (এই ইন্দ্রিয়বর্গ) পরোবরীয়াংসি বৈ (নিশ্চয়ই পর পর উৎকৃষ্টতর) । ১

উত্তরোত্তর উত্তমগুণ-বিশিষ্ট[1] ইন্দ্রিয় দৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামকে উপাসনা করিবে—ঘ্রাণেন্দ্রিয় হিঙ্কার, বাক্ প্রস্তাব, চক্ষু উদ্গীথ, কর্ণ প্রতিহার, মন নিধন[2]—ইহারা অবশ্যই পর পর অধিকতর গুণবান। ১

১। নাসিকা উপস্থিত বিষয়কে আঘ্রাণ করে, বাক্ কিন্তু অনুপস্থিত বিষয়ও বলে,—অতএব শ্রেষ্ঠতর, চক্ষু বাক্যের অতিরিক্ত, অর্থাৎ শব্দাতিরিক্ত, বিষয়কে প্রকাশ করে ; কর্ণ চতুর্দিকে শ্রবণ করে, চক্ষুর ন্যায় এক দিকে নহে ; মন সর্বেন্দ্রিয়ের ব্যাপক।

২। অর্থাৎ পর পর অধিকতর গুণবান ইন্দ্রিয়-দৃষ্টিতে হিঙ্কারাদিকে উপাসনা করিবে। সাদৃশ্য :—নাসিকা প্রথমস্থানীয় ; বাক্যের দ্বারা কার্যের প্রস্তাব করা হয় ; চক্ষুঃ শ্রেষ্ঠতম ইন্দ্রিয় ; কর্ণ অপ্রিয় শব্দ হইতে প্রত্যাহৃত হয় ; সর্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা আহৃত বিষয় মনে নিহিত নয়।

পরোবরীয়ো হাস্য ভবতি পরোবরীয়সো হ লোকাঞ্জয়তি য এতদেবং বিদ্বান্ প্রাণেষু পঞ্চবিধং পরোবরীয়ঃ সামোপাস্তে ইতি তু পঞ্চবিধস্য ॥ ২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য সপ্তমখণ্ডঃ ॥

যঃ এতৎ এবম্ বিদ্বান্ [২।১।৪ দ্রঃ] প্রাণেষু পঞ্চবিধম্ পরোবরীয়ঃ সাম উপাস্তে, অস্য হ পরোবরীয়ঃ ভবতি (উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতর জীবন হয়), পরোবরীয়সঃ হ লোকান্ (পর পর শ্রেষ্ঠতর লোকসকল) জয়তি (জয় করেন)—ইতি তু পঞ্চবিধস্য (এইখানে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা-কথন শেষ হইল) । ২

পঞ্চবিধ সামকে সাধুগুণ-বিশিষ্ট জানিয়া যিনি তাহাকে উত্তরোত্তর উত্তমগুণবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়-দৃষ্টিতে উপাসনা করেন, তাঁহার উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতর জীবনলাভ হয়, এবং তিনি উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতর লোকসকল জয় করেন। এই স্থলে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা-প্রসঙ্গ শেষ হইল। ২

LIBRARY
No............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

দ্বিতীয়াধ্যায়—অষ্টম খণ্ড

(বাগ্-দৃষ্টিতে সপ্তাবয়ব সামের উপাসনা)

অথ সপ্তবিধস্য—বাচি সপ্তবিধং সামোপাসীত যৎ কিঞ্চ বাচো হুমিতি স হিঙ্কারো যৎ প্রেতি স প্রস্তাবো যদেতি স আদিঃ॥ ১

যদুদিতি স উদ্‌গীথো যৎ প্রতীতি স প্রতিহারো যদুপেতি স উপদ্রবো যন্নীতি তন্নিধনম্॥ ২

অথ (অনন্তর) সপ্তবিধস্য (সপ্তভক্তিক, সপ্তবিধ [সমস্ত] সামের [উপাসনা অভিহিত হইতেছে—১।১।১, ৩য় টীকা দ্রঃ])—বাচি (বাক্য-দৃষ্টিতে) সপ্তবিধম্ সাম উপাসীত। বাচঃ (বাক্যের) যৎ কিম্ চ (যাহা কিছু) হুম্ ইতি ("হুম্" ইত্যাকার রূপ) সঃ (উহা) হিংকারঃ, যৎ (যাহা) প্র-ইতি ("প্র" ইত্যাকার রূপ) সঃ প্রস্তাবঃ, যৎ আ-ইতি ("আ" ইত্যাকার রূপ) সঃ আদিঃ (আদি, অর্থাৎ ওঙ্কার), যৎ উৎ ইতি ("উ" ইত্যাকার রূপ) সঃ উদ্‌গীথঃ, যৎ প্রতি ইতি ("প্রতি" ইত্যাকার) সঃ প্রতিহারঃ, যৎ উপ ইতি সঃ উপদ্রবঃ, যৎ নি ইতি তৎ (উহা) নিধনম্। ১-২

অনন্তর সপ্তবিধ সামের উপাসনা অভিহিত হইতেছে—বাক্যদৃষ্টিতে সপ্তবিধ সামকে উপাসনা করিবে। বাক্যের যাহা কিছু "হুম্" ইত্যাকার রূপ তাহা হিঙ্কার, যাহা "প্র" ইত্যাকার তাহা প্রস্তাব, যাহা "আ" ইত্যাকার

তাহা আদি অর্থাৎ ওঙ্কার, যাহা "উৎ" ইত্যাকার তাহা উদ্গীথ, যাহা "উপ" ইত্যাকার তাহা উপদ্রব, যাহা "নি" ইত্যাকার তাহা নিধন।[১] ১-২

১। বিভিন্ন প্রকার শব্দকে সপ্তধা বিভক্ত সামাবয়বে আরোপ করিয়া সমস্ত সামের উপাসনা করিবে। সাদৃশ্যগুলি সুস্পষ্ট।

দুগ্ধেঽস্মৈ বাগ্দোহং যো বাচো দোহোঽন্নবানন্নাদো ভবতি য এতদেবং বিদ্বান্ বাচি সপ্তবিধং সামোপাস্তে ॥ ৩

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য অষ্টমখণ্ডঃ ॥

যঃ এতৎ এবম্ বিদ্বান্ [২।১।৪ দ্রঃ] বাচি (বাক্য-দৃষ্টিতে) সপ্তবিধম্ সাম উপাস্তে (সপ্তধা বিভক্ত সামকে উপাসনা করেন) অস্মৈ ইত্যাদি [১।৩।৭ দ্রঃ]। ৩

যিনি সামকে সাধুগণ-বিশিষ্ট জানিয়া বাক্যদৃষ্টিতে সপ্তবিধ (সমস্ত) সামকে উপাসনা করেন, তাঁহার জন্য বাক্ বাগ্রূপ ফলই দোহন করে, এবং তিনি প্রভূত অন্নশালী ও প্রচুর অন্নভোজী হন। ৩

দ্বিতীয়াধ্যায়—নবম খণ্ড

(আদিত্য-দৃষ্টিতে সপ্তাবয়ব সামের উপাসনা)

অথ খল্বমুমাদিত্যং সপ্তবিধং সামোপাসীত সর্বদা সমস্তেন সাম মাং প্রতি মাং প্রতীতি সর্বেণ সমস্তেন সাম ॥ ১

[পূর্বে ১।৩ খণ্ডে সামাবয়বে সূর্য-দৃষ্টি এবং এখানে সমগ্র সামে উহা বিহিত হইতেছে—ইহাই বিশেষ। সূর্য বাঙ্ময়, সুতরাং বাক্যের পর সূর্যদৃষ্টি বিহিত হইতেছে,]—অথ খলু (অনন্তর) অমুম্ আদিত্যম্ (ঐ সূর্যকে) [সমস্ত সামে আরোপ করিয়া] সপ্তবিধম্ সাম

উপাসীত। [সূর্য যেহেতু] সর্বদা সমঃ (সর্বদা সমান, ক্ষয়বৃদ্ধিহীন), তেন (সেই জন্য) [সূর্য] সাম ; "মাম্ প্রতি (আমার দিকে), মাম্ প্রতি" ইতি (এইরূপে) [সূর্য যেহেতু] সর্বেণ সমঃ (সকলেরই প্রতি সমান বুদ্ধির উৎপাদক), তেন (সেই জন্যই) [তিনি] সাম। ১

অনন্তর, ঐ সূর্যকে (অবয়ব ক্রমে) সমস্ত সামে আরোপ করিয়া সপ্তবিধ সামের উপাসনা করিবে। সূর্য যেহেতু সর্বদা সমান (অর্থাৎ ক্ষয়-বৃদ্ধি হীন), অতএব তিনি সাম ; এবং যেহেতু তিনি "আমার অভিমুখে বর্তমান, আমার অভিমুখে বর্তমান," এইরূপে সকলেরই প্রতি একরূপ বুদ্ধির উৎপাদক, অতএব তিনি সাম। ১

তস্মিন্নিমানি সর্বাণি ভূতান্যন্বায়ত্তানীতি বিদ্যাৎ তস্য যৎ পুরোদয়াৎ স হিঙ্কারস্তদস্য পশবোঽন্বায়ত্তাস্মাত্তে হিং-কুর্বন্তি হিঙ্কারভাজিনো হ্যেতস্য সাম্নঃ॥ ২

তস্মিন্ (সেই আদিত্যে) ইমানি সর্বাণি ভূতানি (এই সকল চরাচর ভূতগণ) অন্বায়ত্তানি (অনুগত হইয়া আছে) ইতি (ইহা) বিদ্যাৎ (জানিবে)। পুরোদয়াৎ (উদয়ের পূর্বে) তস্য (তাঁহার সূর্যের) যৎ (যে রূপ, [অর্থাৎ ধর্মকার্যাত্মক সুখময় স্বরূপ]) সঃ হিঙ্কারঃ। পশবঃ (পশুগণ) অস্য (ইঁহার, আদিত্যাখ্য সামের) তৎ (সেই রূপে) অন্বায়ত্তাঃ (অনুগত)। হি (যেহেতু) [পশুরা] এতস্য (এই আদিত্যাখ্য) সাম্নঃ (সামের) হিঙ্কার-ভাজিনঃ (হিঙ্কারাবয়বের ভজনা করে) তস্মাৎ (সেই জন্য) তে (তাহারা) [সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে] হিং-কুর্বন্তি (হিঙ্কার করে)।

সেই আদিত্যে (বিভিন্ন অবয়বক্রমে) এই চরাচর ভূতবর্গ অন্বিত হইয়া আছে—ইহা জানিবে। উদয়ের পূর্বে সূর্যের যে রূপ তাহাই হিঙ্কার। পশুগণ সেই আদিত্যাখ্য সামের ঐ রূপে অনুগত হইয়া আছে। এই আদিত্যাখ্য সামের হিঙ্কারাবয়বের ভজনা করে বলিয়াই তাহারা সূর্যোদয়ের পূর্বে "হিঁং" ইত্যাকার শব্দ করিয়া থাকে। ২

অথ যৎ প্রথমোদিতে স প্রস্তাবস্তদস্য মনুষ্যা অন্বায়ত্তাস্তস্মাত্তে প্রস্তুতিকামাঃ প্রশংসাকামাঃ প্রস্তাবভাজিনো হ্যেতস্য সাম্নঃ ॥ ৩

অথ (অতঃপর) প্রথমোদিতে (সূর্য প্রথম উদিত হইলে) [তাঁহার] যৎ (যেরূপ) [হয়] সঃ প্রস্তাবঃ [ঐরূপ দৃষ্টিতে সামের প্রস্তাবাবয়ব উপাস্য] ; মনুষ্যাঃ (মানুষেরা) তস্য (আদিত্যাখ্য সামের) তৎ (ঐ রূপে) অন্বায়ত্তাঃ (অনুগত)। হি (যেহেতু) [তাহারা] এতস্য সাম্নঃ (এই আদিত্যাখ্য সামের) প্রস্তাব-ভাজিনঃ (প্রস্তাবাংশের ভজনশীল) তস্মাৎ (সেই জন্য) তে (তাহারা) প্রস্তুতি-কামাঃ (প্রত্যক্ষ প্রশংসা কামনা করে), প্রশংসা-কামাঃ (পরোক্ষ প্রশংসা কামনা করে)। ৩

অতঃপর, সূর্য প্রথম উদিত হইলে তাঁহার যে রূপ হয়, তাহাই প্রস্তাব; মানবগণ আদিত্যাখ্য সামের ঐ রূপে অনুগত হইয়া আছে। ঐ আদিত্যাখ্য সামের প্রস্তাবাবয়বের ভজনা করে বলিয়াই তাহারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রশংসার জন্য লালায়িত। ৩

অথ যৎ সঙ্গববেলায়াং স আদিস্তদস্য বয়াংস্যন্বায়ত্তানি তস্মাত্তান্যন্তরিক্ষেঽনারম্বণান্যাদায়াত্মানং পরিপতন্ত্যাদিভাজীনি হ্যেতস্য সাম্নঃ ॥ ৪

অথ সঙ্গব-বেলায়াম্ (যে সময়ে সূর্যকিরণরাশি ইতস্ততঃ প্রসারিত হয়, বা যে সময়ে গোবৃন্দ বৎসগণের সহিত বিচরণে গমন করে, সেই সময়ে) যৎ, সঃ আদিঃ (আদি নামক সামাবয়ব)। বয়াংসি (পক্ষিগণ) অস্য তৎ অন্বায়ত্তানি (অনুগত)। হি এতস্য সাম্নঃ আদি-ভাজীনি (আদি এই অবয়বের ভজনা করে), তস্মাৎ তানি আত্মানম্ (আপনাকেই) আদায় ([অবলম্বনরূপে] গ্রহণ করিয়া) অনারম্বণানি (নিরালম্ব ভাবে) অন্তরিক্ষে (আকাশে) পরিপতন্তি (ইতস্ততঃ উড়িয়া থাকে)। ৪

অতঃপর, যে সময়ে সূর্যরশ্মিসমূহ ইতস্ততঃ প্রসারিত হয়, সেই সময়ে তাঁহার যে রূপ, তাহাই আদি। পক্ষিগণ আদিত্যাখ্য সামের ঐ রূপে

অনুগত হইয়া আছে। ঐ আদিত্যাখ্য সামের আদিনামক অবয়বের ভজনা করে বলিয়াই তাহারা কেবল আপনাদিগকে আশ্রয় করিয়া[১] নিরালম্বভাবে গগনে বিচরণ করে। ৪

১। মূলের "আত্মানম্" শব্দের "আ" এর সহিত "আদির" "আ" এর সাদৃশ্য আছে; অতএব তাহারা আদির ভজনা করে।

অথ যৎ সম্প্রতি মধ্যন্দিনে স উদ্গীথস্তদস্য দেবা অন্বায়ত্তাস্তস্মাত্তে সত্তমাঃ প্রাজাপত্যানামুদ্গীথভাজিনো হ্যেতস্য সাম্নঃ ॥ ৫

অথ সম্প্রতি মধ্যন্দিনে (ঠিক মধ্যাহ্নকালে) যৎ সঃ উদ্গীথঃ (তাহা [সামের] উদ্গীথাবয়ব)। দেবাঃ (দেবগণ) অস্য তৎ অন্বায়ত্তাঃ। হি এতস্য সাম্নঃ উদ্গীথভাজিনঃ (উদ্গীথাবয়বের ভজনা করে) তস্মাৎ তে প্রাজাপত্যানাম্ (প্রজাপতির সন্তানগণের মধ্যে) সত্তমাঃ (সর্বশ্রেষ্ঠ)। ৫

অতঃপর, ঠিক মধ্যাহ্নসময়ে আদিত্যের যে রূপ, তাহাই উদ্গীথ। দেবগণ আদিত্যাখ্য সামের ঐ রূপে অনুগত আছেন।[১] আদিত্যাখ্য সামের ঐ উদ্গীথাবয়বের ভজনা করেন বলিয়াই প্রজাপতির সন্তানগণের মধ্যে তাঁহারা শ্রেষ্ঠ। ৫

১। আদিত্য মধ্যাহ্নে সর্বাপেক্ষা জ্যোতির্ময়; দেবগণও দ্যুতিমান্।

অথ যদূর্ধ্বং মধ্যন্দিনাৎ প্রাগপরাহ্ণাৎ স প্রতিহারস্তদস্য গর্ভা অন্বয়ত্তাস্তস্মাত্তে প্রতিহৃতা নাবপদ্যন্তে প্রতিহারভাজিনো হ্যেতস্য সাম্নঃ ॥ ৬

অথ মধ্যন্দিনাৎ (মধ্যাহ্ন হইতে) ঊর্ধ্বম্ (পরবর্তী) অপরাহ্ণাৎ (অপরাহ্ণ হইতে) প্রাক্ (পূর্ববর্তী সময়ে) যৎ, সঃ প্রতিহারঃ ৭ [সামের] প্রতিহারাবয়ব)। গর্ভাঃ (গর্ভস্থ সন্তানগণ) অস্য তৎ অন্বায়ত্তাঃ। হি এতস্য সাম্নঃ প্রতিহার-ভাজিনঃ (প্রতিহারাবয়বের

ভজনকারী) তস্মাৎ তে প্রতিহৃতাঃ (ঊর্ধ্বে জরায়ুমধ্যে আকৃষ্ট থাকে), ন অবপদ্যন্তে (নিম্নে পতিত হয় না)। ৬

অতঃপর, মধ্যাহ্নের পরবর্ত্তী এবং অপরাহ্নের পূর্ববর্ত্তী সময়ে আদিত্যের যে রূপ, তাহাই প্রতিহার।[১] গর্ভস্থ সন্তানগণ আদিত্যাখ্য সামের ঐ রূপে অনুগত আছে। তাহারা আদিত্যাখ্য সামের ঐ প্রতিহারাবয়বের ভজনা করে বলিয়াই জরায়ুর মধ্যে আকৃষ্ট (অর্থাৎ পতন হইতে প্রতিহৃত) হইয়া থাকে, নিম্নে পতিত হয় না। ৬

[১] ঐ সময়ে আদিত্য অস্তাচলের প্রতি গমন করিতে থাকেন। এই প্রতিশব্দের সহিত প্রতিহারের সাদৃশ্য আছে। প্রতিহৃত ও প্রতিহারের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট।

অথ যদূর্ধ্বমপরাহ্ণাৎ প্রাগস্তময়াৎ স উপদ্রবস্তদস্যারণ্যা অন্বায়ত্তাস্তস্মাত্তে পুরুষং দৃষ্ট্বা কক্ষং শ্বভ্রমিত্যুপদ্রবন্ত্যুপদ্রবভাজিনো হ্যেতস্য সাম্নঃ ॥ ৭

অথ অপরাহ্ণাৎ ঊর্ধ্বম (অপরাহ্নের পরবর্ত্তী) [এবং] অস্তময়াৎ প্রাক্ (অস্তগমনের পূর্ববর্ত্তী সময়ে) যৎ, সঃ উপদ্রবঃ। আরণ্যাঃ (অরণ্যবাসী পশুগণ) অস্য তৎ অন্বায়ত্তাঃ। হি এতস্য সাম্নঃ উপদ্রবভাজিনঃ (উপদ্রবাবয়বের ভজনা করে) তস্মাৎ তে পুরুষম্ (মানুষকে) দৃষ্ট্বা (দর্শন করিয়া) কক্ষম্ (অরণ্যকে), শ্বভ্রম্ (গুহাকে) ইতি (এইরূপ, অর্থাৎ ভয়শূন্য, মনে করিয়া) উপদ্রবন্তি (তদভিমুখে উপদ্রুত, ধাবিত হয়)। [উপদ্রুত ও উপদ্রব শব্দের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট]। ৭

অতঃপর, অপরাহ্নের পরে, এবং অস্তগমনের পূর্বে আদিত্যের যে রূপ, উহাই উপদ্রব।[১] অরণ্যবাসী পশুগণ আদিত্যাখ্য সামের ঐ রূপে অনুগত। তাহারা আদিত্যাখ্য সামের ঐ উপদ্রবাবয়বের ভজনা করে বলিয়াই মনুষ্যদর্শনে অরণ্য ও গুহাকে ভয়হীন মনে করিয়া তদভিমুখে উপদ্রুত (অর্থাৎ ধাবিত) হয়। ৭

১। ঐ সময়ে আদিত্য অস্তাচলের প্রতি উপদ্রুত বা ধাবিত হন।

অথ যৎ প্রথমাস্তমিতে তন্নিধনং তদস্য পিতরোঽন্বায়ত্তাস্তস্মাত্তান্ নিদধতি নিধনভাজিনো হ্যেতস্য সাম্ন এবং খল্বমুমাদিত্যং সপ্তবিধং সামোপাস্তে ॥ ৮

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য নবমখণ্ডঃ ॥

অথ প্রথম-অস্তমিতে (সূর্য অস্তগমনোন্মুখ হইলে) যৎ, তৎ (সেই সূর্যরূপ) নিধনম্। পিতরঃ (পিতৃগণ) অস্য তৎ অন্বায়ত্তাঃ। হি এতস্য সাম্নঃ নিধনভাজিনঃ, তস্মাৎ তান্ (সেই পিতৃগণকে) নিদধতি ([শ্রাদ্ধকালে কুশোপরি] স্থাপন করে)। এবম্ খলু (এইরূপে) [যিনি] আদিত্যম্ ([সপ্তধাবিভক্ত] আদিত্যদৃষ্টিতে) [অবয়বক্রমে] সপ্তবিধম্ সাম (সপ্তবিধ সামকে) উপাস্তে (উপাসনা করেন) [তাঁহার আদিত্যপ্রাপ্তিরূপ ফললাভ হয়]। ৮

অনন্তর, সূর্য অস্তগমনোন্মুখ[১] হইলে তাঁহার যে রূপ, তাহাই নিধন। পিতৃগণ আদিত্যাখ্য সামের ঐ রূপে অনুগত আছেন। তাঁহারা আদিত্যাখ্য সামের নিধনাবয়বের ভজনা করেন বলিয়াই তাঁহাদিগকে লোকে (শ্রাদ্ধকালে কুশোপরি) নিহিত (বা স্থাপিত) করে।[২] এইরূপে সপ্তধা বিভক্ত আদিত্য-দৃষ্টিতে সপ্তাবয়ব সামকে উপাসনা করা হয়। ৮

১। প্রাতঃকালাদির বিভাগ এইরূপ—

প্রাতঃকালো মুহূর্তাংস্ত্রীন্ সঙ্গবস্তাবদেব তু।
মধ্যাহ্নস্ত্রিমুহূর্তঃ স্যাদপরাহ্নস্ততঃ পরম্ ॥
সায়াহ্নস্ত্রিমুহূর্তঃ স্যাৎ শ্রাদ্ধং তত্র ন কারয়েৎ।
রাক্ষসী নাম সা বেলা গর্হিতা সর্ব কর্মসু ॥

সাধারণতঃ দুই দণ্ডে এক মুহূর্ত হয়, অতএব ঐ সব কালবিভাগ ছয়দণ্ডব্যাপী। প্রথমোদিত শব্দেও ঐরূপ ছয় দণ্ডই বুঝিতে হইবে।

২। নিধন ও নিহিত শব্দের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট।

দ্বিতীয়াধ্যায়—দশম খণ্ড

(অতিমৃত্যু সপ্তাবয়ব সামের উপাসনা)

অথ খল্বাত্মসম্মিতমতিমৃত্যু সপ্তবিধং সামোপাসীত হিঙ্কার ইতি ত্র্যক্ষরং প্রস্তাব ইভি ত্র্যক্ষরং তৎ সমম্॥ ১

[দিবা রাত্রি প্রভৃতি কাল-অবলম্বনে আদিত্য জগৎ-সংহার করেন বলিয়া তিনিই মৃত্যুস্বরূপ। এই মৃত্যুকে অতিক্রম করার জন্য বর্তমান উপাসনা]—অথ খলু আত্মসম্মিতম্ (তুল্য-অক্ষর-বিশিষ্টরূপে, অথবা পরমাত্মার সদৃশরূপে, পরিভাবিত বা জ্ঞাত) অতিমৃত্যু (মৃত্যুকে অতিক্রমের হেতুভূত) সপ্তবিধম্ সাম উপাসীত। হিঙ্কারঃ ইতি (হিঙ্কার এই সামাবয়বটির নাম) ত্র্যক্ষরম্ (তিন অক্ষরযুক্ত), প্রস্তাবঃ ইতি ত্র্যক্ষরম্; তৎ (প্রস্তাব নামটি) সমম্ (হিঙ্কার-নামের সমান)। ১

অনন্তর, তুল্যাক্ষরবিশিষ্টরূপে পরিমিত অথবা পরমাত্মারই সমানরূপে পরিচিন্তিত, এবং মৃত্যু অতিক্রমের হেতুভূত[১] সপ্তাবয়ব সামের উপাসনা করিবে।[২] হিঙ্কার এই অবয়বের নামে তিন অক্ষর আছে, প্রস্তাব এই অবয়বের নামেও তিন অক্ষর আছে ; অতএব প্রস্তাব হিঙ্কারের সমান।১

১। আত্মজ্ঞানে যেরূপ মৃত্যুনিবারণ হয়, সেইরূপ এই উপাসনার ফলেও মৃত্যুজয় হয় ; অতএব এই সাম অতিমৃত্যু ও আত্মসম্মিত।

২। সামের সাতটি অবয়বের নামের অক্ষর-সংখ্যা মোট ২২। তাহাদিগকে তিন তিনটি করিয়া সাত ভাগে ভাগ করিলে প্রতি ভাগের সংখ্যা সমান হইল। প্রত্যেক ভাগের অক্ষর-সংখ্যা সমান হওয়ায় সমস্ত নামাক্ষরের সমতা বা সামত্ব সম্পাদিত হইল। অবশিষ্ট অক্ষরের সংখ্যা এক হইলেও এই সমতার অনুরোধে তাহাকেও ত্র্যক্ষর ভাবিতে হইবে,—ইহা তৃতীয় কণ্ডিকায় বলা হইবে। এইরূপে আদিত্য-দৃষ্টিতে সামস্থানীয় অক্ষরগুলি উপাস্য। ১।১।৬-৭ দ্রঃ

আদিরিতি দ্ব্যক্ষরং প্রতিহার ইতি চতুরক্ষরং তত ইহৈকং তৎ সমম্॥ ২

আদিঃ ইতি (আদি এই অবয়ব নামটি) দ্বি-অক্ষরম্ (দুই অক্ষরযুক্ত) প্রতিহারঃ ইতি চতুঃ-অক্ষরম্ (চারি অক্ষরযুক্ত) ; ততঃ (উহা অর্থাৎ প্রতিহার হইতে) একম্ (একটি অক্ষর) [লইয়া] ইহ (এই আদিতে) [যুক্ত করিতে হইবে]—[সুতরাং] তৎ (উহা) সমম্ (ইহার সমান)। ২

আদি এই নামটি দুই অক্ষরযুক্ত, এবং প্রতিহার চারি অক্ষরযুক্ত। প্রতিহার হইতে একটি অক্ষর লইয়া আদির সহিত যুক্ত করিলে উহা আদির সমান হইল। ২

উদ্গীথ ইতি ত্র্যক্ষরমুপদ্রব ইতি চতুরক্ষরং ত্রিভিস্ত্রিভিঃ সমং ভবত্যক্ষরমতিশিষ্যতে ত্র্যক্ষরং তৎ সমম ॥ ৩

উদ্গীথঃ ইতি (উদ্গীথ এই নামটি) ত্রি-অক্ষরম্ (তিন অক্ষরযুক্ত), উপদ্রবঃ ইতি (উপদ্রব এই নামটি) চতুঃঅক্ষরম্ ; ত্রিভিঃ ত্রিভিঃ সমম্ (তিন তিন অক্ষরে [প্রত্যেকে] সমান) ভবতি (হয়), অক্ষরম্ (একটি অক্ষর) অতিশিষ্যতে (অতিরিক্ত হয়), তৎ (ঐ অক্ষরটি [এক হইলেও]) ত্র্যক্ষরম্ (ত্র্যক্ষরই বটে) [অতএব] সমম্ (সমান হইল [২।১০।১ টীকা])। ৩

উদ্গীথ এই নামে তিনটি অক্ষর আছে, আর উপদ্রব এই নামে চারিটি অক্ষর আছে। তিন তিন অক্ষরে প্রত্যেকে সমান হইল, এবং যে একটি অক্ষর অবশিষ্ট রহিল উহাও প্রকৃতপক্ষে ত্র্যক্ষরই বটে ; অতএব উহাও সমান হইল। ৩

নিধনমিতি ত্র্যক্ষরং তৎ সমমেব ভবতি তানি হ বা এতানি দ্বাবিংশতিরক্ষরাণি ॥ ৪

নিধনম্ ইতি (নিধন এই নামটি) ত্রি-অক্ষরম্ ; তৎ সমম্ এব ভবতি (উহা [অপরগুলির] সমানই বটে)। তানি হ বৈ এতানি (উক্ত এই সকল) অক্ষরাণি ([সপ্তাবয়ব সামের] নামাক্ষরগুলি) দ্বাবিংশতিঃ (বাইশ)। ৪

নিধন এই নামটিতে তিন অক্ষর ; অতএব উহা সমানই বটে। সপ্তাবয়ব সামের উক্ত এই অক্ষরগুলি সংখ্যায় মোট দ্বাবিংশতিই বটে।[১] ৪

১। অর্থাৎ সমতার অনুরোধে একটি অক্ষরকে তিনের সমান ধরিয়া মোট চতুর্বিংশতি করা হইলেও উহাদের সংখ্যা বস্তুতঃ দ্বাবিংশতি।

একবিংশত্যাদিত্যমাপ্নোত্যেকবিংশো বা ইতোঽসাবাদিত্যো দ্বাবিংশেন পরমাদিত্যাজ্জয়তি তন্নাকং তদ্বিশোকম্ ॥ ৫

আপ্নোতি হাদিত্যস্য জয়ং পরো হাস্যাদিত্যজয়াজ্জয়ো ভবতি য এতদেবং বিদ্বানাত্মসম্মিতমতিমৃত্যু সপ্তবিধং সামোপাস্তে সামোপাস্তে ॥ ৬

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দশমখণ্ডঃ ॥

যঃ এতৎ এবম্ বিদ্বান্ [২।১।৪ দ্রঃ] আত্মসম্মিতম্ অতিমৃত্যু সপ্তবিধম্ সাম উপাস্তে, [তিনি] একবিংশত্যা (একুশটি অক্ষরসংখ্যা দ্বারা) আদিত্যম্ ([মৃত্যুরূপী] আদিত্যকে) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন), [কারণ] ইতঃ (এই লোক হইতে [গণনা করিলে]) অসৌ আদিত্যঃ (ঐ আদিত্য) একবিংশঃ বৈ (অবশ্যই একবিংশ হন) ; দ্বাবিংশেন (দ্বাবিংশ অক্ষরের দ্বারা) [তিনি] আদিত্যাৎ (আদিত্য হইতে) পরম (পরবর্তী লোক, ব্রহ্মলোক) জয়তি (জয় করেন),—তৎ (ঐ পরবর্তী লোক) নাকম্ (সুখস্বরূপ), তৎ বিশোকম্ (শোকাতীত, মানস-দুঃখ-বিহীন)'। [অর্থাৎ একবিংশতি সংখ্যার দ্বারা তিনি] আদিত্যস্য হ (আদিত্যের) জয়ম্ আপ্নোতি (জয়প্রাপ্ত হন) [এবং অতঃপর] আদিত্যজয়াৎ ([মৃত্যুরূপী] আদিত্যবিষয়ক জয় হইতে) অস্য হ (উক্ত বিদ্বানের) পরঃ জয়ঃ (উৎকৃষ্টতর জয়) ভবতি (হয়)। সাম উপাস্তে [উপাসনার সমাপ্তিসূচক দ্বিরুক্তি]। ৫-৬

সামকে সাধুগুণ-বিশিষ্ট জানিয়া যিনি তুল্যাক্ষর-বিশিষ্টরূপে সপ্তাবয়ব সামকে উপাসনা করেন, তিনি একবিংশতি সংখ্যা-সহায়ে মৃত্যুরূপী আদিত্যকে প্রাপ্ত হন,—কারণ এই লোক হইতে গণনা করিলে আদিত্য

একবিংশতি সংখ্যক।[১] (অবশিষ্ট) দ্বাবিংশ অক্ষর-সহায়ে তিনি আদিত্যের পরবর্তী লোক জয় করেন। ঐ লোকটি সুখস্বরূপ ও শোকাতীত। অর্থাৎ তিনি আদিত্যবিজয় লাভ করেন, এবং অতঃপর উক্ত বিদ্বানের পক্ষে আদিত্যজয় অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর জয়লাভ হয়। ৫-৬

১। "দ্বাদশ মাসাঃ, পঞ্চর্তবঃ, ত্রয় ইমে লোকা, অসৌ আদিত্য একবিংশঃ"—এই শ্রুতিবচনানুসারে—১২ মাস, ৫ ঋতু ও ৩ লোক = ২০ ; অতএব আদিত্য একবিংশ।

দ্বিতীয়াধ্যায়—একাদশ খণ্ড

(প্রাণে প্রতিষ্ঠিত গায়ত্র সামের উপাসনা)

মনো হিঙ্কারো বাক্ প্রস্তাবশ্চক্ষুরুদ্গীথঃ শ্রোত্রং প্রতিহারঃ
প্রাণো নিধনমেতদ্ গায়ত্রং প্রাণেষু প্রোতম্॥ ১

[পূর্বে গায়ত্র, রথন্তর ইত্যাদি নামের উল্লেখ না করিয়াই পঞ্চভক্তিক ও সপ্তভক্তিক সামের উপাসনা উক্ত হইয়াছে ; ইদানীং সামের নামগ্রহণপূর্বক উপাসনা উক্ত হইতেছে ; কারণ উহাতে বিশিষ্ট ফললাভ হয়]—মনঃ হিঙ্কারঃ, বাক্ প্রস্তাবঃ, চক্ষুঃ উদ্গীথঃ, শ্রোত্রম্ প্রতিহারঃ, প্রাণঃ (প্রাণ) নিধনম্ [২।২।১ টীকার শেষাংশ], এতৎ (এই) গায়ত্রম্ (গায়ত্র-নামক সাম) প্রাণেষু (প্রাণসমূহের, অর্থাৎ প্রাণ ও ইন্দ্রিয়বর্গের মধ্যে) প্রোতম্ (সর্বতোভাবে প্রতিষ্ঠিত)। ১

মন হিঙ্কার, বাক্ প্রস্তাব, চক্ষু উদ্গীথ, কর্ণ প্রতিহার, এবং প্রাণ নিধন[১] —এই গায়ত্র-নামক সাম প্রাণ[২]-সকলের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।[৩] ১

১। উপাসনার মূলীভূত সাদৃশ্যগুলি এই :—ইন্দ্রিয়সকল কার্যে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে মনে সঙ্কল্প হয়, অতএব উহা প্রথম, এদিকে হিঙ্কারও প্রথম ; তৎপরে বাক্এর ক্রিয়া হয়, প্রস্তাবও দ্বিতীয় ; চক্ষু সর্বশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়, উদ্গীথও শ্রেষ্ঠ ; কর্ণ অপ্রিয় শব্দ হইতে প্রতিহৃত হয় ; নিদ্রাকালে সর্বেন্দ্রিয় প্রাণে নিহিত হয় (ছাঃ ৪।৩।৩)।

২। শ্রুতিতে আছে, "প্রাণো বৈ গায়ত্রী"—প্রাণই গায়ত্রী।

৩। পর পর যে ক্রমানুসারে গায়ত্র, রথন্তর প্রভৃতি সাম কর্মে বিনিযুক্ত হয়, সেই ক্রমানুসারেই ঐ ঐ বিষয়ক উপাসনাগুলি বর্তমান খণ্ড হইতে একবিংশ খণ্ড পর্যন্ত বর্ণিত হইতেছে। প্রাণ না থাকিলে ক্রিয়া ও উপাসনা উভয়ই অসম্ভব; এই জন্য প্রথমেই প্রাণদৃষ্টিতে গায়ত্রোপাসনা বিহিত হইল।

স য এবমেতদ্ গায়ত্রং প্রাণেষু প্রোতং বেদ প্রাণী ভবতি সর্বমায়ুরেতি জ্যোগ্জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্যা মহামনাঃ স্যাৎ তদ্ব্রতম্॥ ২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য একাদশখণ্ডঃ॥

যঃ (যিনি) প্রাণেষু (প্রাণসকলে, অর্থাৎ প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণে) প্রোতম্ (প্রতিষ্ঠিত) এতৎ (এই) গায়ত্রম্ (গায়ত্র-নামক [সামকে]) এবম্ (এই প্রকারে) বেদ (জানেন, উপাসনা করেন), সঃ (তিনি) প্রাণী (অবিকলেন্দ্রিয়) ভবতি (হন), সর্বম্ আয়ুঃ (পূর্ণ আয়ু) এতি (প্রাপ্ত হন) জ্যোক্ জীবতি ([জ্যোক্ শব্দটি উজ্জ্বলনার্থক অব্যয়] তাঁহার জীবন উজ্জ্বল হয়; অর্থাৎ তিনি নিজের ও পরের—সকলের উপকারী হইয়া জীবনধারণ করেন), প্রজয়া পশুভিঃ (সন্তানাদি ও পশুসম্পদে) মহান্ (সমৃদ্ধ) ভবতি, কীর্ত্যা (কীর্তিতে) মহান্ [ভবতি]। তৎ-ব্রতম্ (উক্ত গায়ত্রোপাসকের প্রতিপালনীয় নিয়ম এই)—মহামনাঃ স্যাৎ (তিনি উদারহৃদয় হইবেন)। ২

প্রাণসমুদয়ে প্রতিষ্ঠিত এই গায়ত্র-নামক সামকে যিনি এই প্রকারে জানেন, তাঁহার ইন্দ্রিয়বর্গ বিকল হয় না, তিনি পূর্ণ আয়ু[1] প্রাপ্ত হন, তাঁহার জীবন সমুজ্জ্বল হয়, তিনি সন্তানাদিতে ও পশুসম্পদে সমৃদ্ধ হন এবং কীর্তিতেও মহান্ হন। উক্ত উপাসকের ব্রত এই—তিনি উদারচেতা হইবেন। ২

১। শ্রুতিতে আছে, "শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ": সুতরাং পূর্ণায়ু = শতবর্ষ।

দ্বিতীয়াধ্যায়—দ্বাদশ খণ্ড

(অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত রথন্তর সামের উপাসনা)

অভিমন্থতি স হিঙ্কারো ধূমো জায়তে স প্রস্তাবো জ্বলতি স উদ্গীথোঽঙ্গারা ভবন্তি স প্রতিহার উপশাম্যতি তন্নিধনং সংশাম্যতি তন্নিধনমেতদ্ রথন্তরমগ্নৌ প্রোতম্ ॥ ১

[যাঁহার প্রাণ সবল তিনিই অগ্নিমন্থনে সমর্থ ; এই জন্য প্রাণদৃষ্টির পর অগ্নিদৃষ্টি আরম্ভ হইতেছে]—অভিমন্থতি ([অগ্নি-উৎপাদনের জন্য যে] কাষ্ঠঘর্ষণ করা হয়) সঃ (উহাই) হিঙ্কারঃ ; ধূমঃ জায়তে ([তাহাতে যে] ধূম উৎপন্ন হয়) সঃ প্রস্তাবঃ ; জ্বলতি ([অগ্নি যে] সমুজ্জ্বল হয়) সঃ উদ্গীথঃ ; অঙ্গারাঃ (অঙ্গারসকল) [যে] ভবন্তি (হয়) সঃ প্রতিহারঃ ; উপশাম্যতি ([অগ্নি যে] ক্ষীণ হয়) তৎ (উহা) নিধনম্, সংশাম্যতি (সম্যক্ নির্ব্বাপিত হয়) তৎ নিধনম্—এতৎ (এই) রথন্তরম্ (রথন্তর-নামক সাম) অগ্নৌ (অগ্নিতে) প্রোতম্ (প্রতিষ্ঠিত)। ১

(অগ্নি-উৎপাদনের জন্য) যে কাষ্ঠঘর্ষণ হয় উহাই হিঙ্কার ; (তাহাতে) যে ধূমোৎপত্তি হয় উহাই প্রস্তাব, (অগ্নির) যে প্রজ্বলন উহাই উদ্গীথ ; অঙ্গারসমূহের যে উৎপত্তি উহাই প্রতিহার ; অগ্নির ক্ষীণ হওয়াই নিধন, অগ্নির সম্পূর্ণ নির্বাপিত হওয়াও নিধন।[১] এই রথন্তর-নামক সাম অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত।[২] ১

১। সাদৃশ্য :—কাষ্ঠঘর্ষণই প্রথম ক্রিয়া ; তৎপরে ধূম হয় ; প্রজ্বলিত অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়, অতএব উহা শ্রেষ্ঠ ; অঙ্গারগুলি অন্যত্র প্রতিহৃত (সরান) হয় ; অগ্নির ক্ষীণতা ও নির্বাপণের সহিত সর্বশেষ নিধনের সাদৃশ্য আছে।

২। মন্থনদ্বারা অগ্নি-উৎপাদন-কালে রথন্তর সাম গীত হয়,—অতএব উহা অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত।

স য এবমেতদ্ রথন্তরমগ্নৌ প্রোতং বেদ ব্রহ্মবর্চস্যন্নাদো

ভবতি সর্বমায়ুরেতি জ্যোগ্‌জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান কীর্ত্যা ন প্রত্যঙ্‌ঙগ্নিমাচামেন্ন নিষ্ঠীবেৎ তদ্‌ব্রতম্ ॥ ১

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বাদশখণ্ডঃ ॥

যঃ অগ্নৌ প্রোতম্ এতৎ রথন্তরম্ এবম্ বেদ, সঃ [২।১১।২ দ্রঃ] ব্রহ্মবর্চসী (সচ্চরিত্র এবং স্বাধ্যায় হইতে সম্ভূত তেজোবিশিষ্ট) অন্নাদঃ (দীপ্তাগ্নি, প্রচুর অন্নভোজনে সমর্থ) ভবতি (হন), সর্বম্-আয়ুঃ এতি ইত্যাদি [২।১১।২]। তৎ ব্রতম্—অগ্নিম্ প্রত্যঙ্ (অগ্নির অভিমুখী হইয়া) ন আচামেৎ (আচমন করিবে না), ন নিষ্ঠীবেৎ (থুথু ফেলিবে না) । ২

অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত এই রথন্তর সামকে যিনি এইরূপে জানেন, তিনি ব্রহ্মতেজে তেজস্বী ও দীপ্তাগ্নি হন, তিনি পূর্ণায়ু হন, তাঁহার জীবন সমুজ্জ্বল হয়, তিনি সন্তানাদিতে ও পশুসম্পদে মহীয়ান্ হন এবং কীর্তিতেও মহান্ হন। উক্ত উপাসকের ব্রত এই—তিনি অগ্নির অভিমুখী হইয়া আচমন করিবেন না এবং নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবেন না। ২

দ্বিতীয়াধ্যায়—ত্রয়োদশ খণ্ড

(মিথুনে প্রতিষ্ঠিত বামদেব্য সামের উপাসনা)

উপমন্ত্রয়তে স হিঙ্কারো জ্ঞপয়তে স প্রস্তাবঃ স্ত্রিয়া সহ শেতে সঃ উদ্‌গীথঃ প্রতি স্ত্রীং সহ শেতে স প্রতিহারঃ কালং গচ্ছতি তন্নিধনং পারং, গচ্ছতি তন্নিধনমেতদ্‌বামদেব্যং মিথুনে প্রোতম্ ॥ ১

[উত্তরারণি ও অধরারণির সদৃশ স্ত্রী ও পুরুষের মিলন অগ্নিমন্থনের ন্যায় বলিয়া অতঃপর মিথুন-দৃষ্টিতে উপাসনা বিহিত হইতেছে]—উপমন্ত্রয়তে ([পুরুষ স্ত্রীর প্রতি যে] সঙ্কেত করে) সঃ হিঙ্কারঃ ; জ্ঞপয়তে ([বস্ত্রাদিদ্বারা যে] তুষ্ট করে) সঃ প্রস্তাবঃ ; স্ত্রিয়া সহ শেতে [স্ত্রীর সহিত শয়ন করে, অর্থাৎ এক পর্যঙ্কে গমন করে) সঃ উদ্‌গীথঃ । স্ত্রীম্ প্রতি (স্ত্রীর

অভিমুখী হইয়া) সহ শেতে (শয়ন করে) সঃ প্রতিহারঃ ; কালম্ গচ্ছতি ([ঐরূপে যে] কালক্ষেপ হয়) তৎ নিধনম্ , পারম্ গচ্ছতি (সমাপ্তি যে লাভ করে) তৎ নিধনম্,—এতৎ বামদেব্যম্ (এই বামদেব্য সাম) মিথুনে (স্ত্রী-পুরুষযুগলে) প্রোতম্। ১

পুরুষ যে সঙ্কেত করে উহা হিংকার ; স্ত্রীকে পরিতুষ্ট করা প্রস্তাব ; স্ত্রীর সহিত শয়ন উদ্গীথ ; স্ত্রীর প্রতি (বা অভিমুখে) শয়ন প্রতিহার ; ঐরূপে যে কালক্ষেপণ উহা নিধন, উহার যে সমাপ্তি তাহাও নিধন। এই বামদেব্য সাম মিথুনে[১] অর্থাৎ যুগলে প্রতিষ্ঠিত। ১

১। শ্রুতিতে আছে যে, বায়ু ও জলের মিলন হইতেই বামদেব্যের উৎপত্তি।

স য এবমেতদ্বামদেব্যং মিথুনে প্রোতং বেদ মিথুনীভবতি মিথুনান্মিথুনাৎ প্রজায়তে সর্বমায়ুরেতি জ্যোগ্‌জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্যা ন কাঞ্চন পরিহরেৎ তদ্‌ব্রতম্॥ ২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য ত্রয়োদশখণ্ডঃ॥

মিথুনী-ভবতি (বিরহ প্রাপ্ত হন না)। মিথুনাৎ মিথুনাৎ প্রজায়তে (আমোঘবীর্য হন)। কাম্ চন ([স্বীয় শয্যায় আগতা সমাগমার্থিনী] কোনও স্ত্রীকে) ন পরিহরেৎ (পরিত্যাগ করিবেন না)। ২

মিথুনে প্রতিষ্ঠিত এই বামদেব্য সামকে যিনি এইরূপে জানেন, তিনি বিরহ প্রাপ্ত হন না এবং অমোঘবীর্য হন। তিনি পূর্ণ আয়ু প্রাপ্ত হন, তাঁহার জীবন সমুজ্জ্বল হয়, তিনি সন্তানাদি ও পশুসম্পদে মহীয়ান হন এবং কীর্তিতেও মহান্ হন। তাঁহার এই ব্রত—(শয্যায় আগতা) কোনও স্ত্রীকে তিনি পরিত্যাগ করিবেন না।[১] ২

ইঁহাতে স্মৃতিশাস্ত্রের সহিত বিরোধ হইল না। কারণ এই বৈদিক উপাসনার অঙ্গরূপে ভিন্ন অন্য সর্বত্রই এইরূপ কার্য গর্হিত ও প্রত্যবায়ের জনক।

দ্বিতীয়াধ্যায়—চতুর্দশ খণ্ড

(আদিত্যে প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ সামের উপাসনা)

উদ্যন্ হিঙ্কার উদিতঃ প্রস্তাবো মধ্যন্দিন উদ্‌গীথোঽপরাহ্ণঃ প্রতিহারোঽস্তং যন্নিধনমেতদ্ বৃহদাদিত্যে প্রোতম্ ॥ ১

[আদিত্যই প্রজা-প্রসবের কারণ ; অতএব মিথুন-দৃষ্টির পর আদিত্য-দৃষ্টি বর্ণিত হইতেছে] —উদ্যন্ (উদীয়মান সূর্য) হিঙ্কারঃ, উদিতঃ (উদিত সূর্য) প্রস্তাবঃ ; মধ্যন্দিনঃ (মাধ্যন্দিন সূর্য) উদ্‌গীথঃ ; অপরাহ্ণঃ (অপরাহ্ণকালীন সূর্য) প্রতিহারঃ ; অস্তম্ যন্ (অস্তগামী সূর্য) নিধনম্। এতৎ বৃহৎ (বৃহৎ-নামক সাম) আদিত্যে (সূর্যে) প্রোতম্ [কারণ আদিত্যই বৃহৎ-সামের দেবতা]। ১

উদীয়মান সূর্য হিঙ্কার, উদিত সূর্য প্রস্তাব, মাধ্যন্দিন সূর্য উদ্‌গীথ, অপরাহ্ণকালীন সূর্য প্রতিহার, এবং অস্তগামী সূর্য নিধন।[১] এই বৃহৎ-নামক সাম আদিত্যে প্রতিষ্ঠিত। ১

১। সাদৃশ্য :—উদীয়মান সূর্য প্রথম দৃষ্ট হন ; সূর্য উদিত হইলে কার্যের প্রস্তাব বা আরম্ভ হয় ; মাধ্যন্দিন সূর্যই শ্রেষ্ঠ ; অপরাহ্ণে গবাদি পশু গৃহের প্রতি আহৃত (প্রতিহার-প্রাপ্ত, আনীত) হয় ; সূর্য অস্ত গেলে প্রাণিবর্গ গৃহে নিহিত হয়।

স য এতমেতদ্ বৃহদাদিত্যে প্রোতং বেদ তেজস্ব্যন্নাদো ভবতি সর্বমায়ুরেতি জ্যোগজীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্যা তপন্তং ন নিন্দেৎ তদ্‌ব্রতম্ ॥ ২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য চতুর্দশখণ্ডঃ ॥

তেজস্বী (তেজস্বী), অন্নাদঃ (দীপ্তাগ্নি) ভবতি (হন)। তপন্তম্ (তাপদাতা সূর্যকে) ন নিন্দেৎ (নিন্দা করিবেন না) ২

আদিত্যে প্রতিষ্ঠিত এই বৃহৎ সামকে যিনি এইরূপে জানেন, তিনি তেজস্বী[১] ও দীপ্তাগ্নি হন, তিনি পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হন, তাঁহার জীবন সমুজ্জ্বল হয়,

তিনি সন্তানাদিতে ও পশুসম্পদে মহীয়ান্ হন এবং কীর্তিতেও মহান্ হন। তাঁহার এই ব্রত—তিনি তাপদাতা সূর্যকে নিন্দা করিবেন না। ২

১। ২।১২।২ এ ব্রহ্মবর্চসী ও বর্তমান কণ্ডিকায় তেজস্বী বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে তেজস্বী শব্দ সাধারণ অর্থে প্রযুক্ত ; ব্রহ্মবর্চসীর অর্থ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে।

দ্বিতীয়াধ্যায়—পঞ্চদশ খণ্ড

(পর্জন্যে প্রতিষ্ঠিত বৈরূপ সামের উপাসনা)

অভ্রানি সংপ্লবন্তে স হিঙ্কারো মেঘো জায়তে স প্রস্তাবো বর্ষতি স উদ্গীথো বিদ্যোততে স্তনয়তি স প্রতিহার উদ্গৃহ্ণাতি তন্নিধনমেতদ্ বৈরূপং পর্জন্যে প্রোতম্ ॥ ১

[মনুসংহিতায় আছে, “আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ”—আদিত্য হইতে বৃষ্টি হয়। এই কারণে আদিত্য-দৃষ্টির পর পর্জন্য-দৃষ্টিতে উপাসনা বিহিত হইতেছে]—অভ্রাণি (অপ্, অর্থাৎ জলের ধারণকারী অভ্রসকল) সংপ্লবন্তে (আকাশে বিচরণ করে) সঃ হিঙ্কারঃ ; মেঘঃ (জলসেচক মেঘ) জায়তে (জাত হয়) সঃ প্রস্তাবঃ ; বর্ষতি (বর্ষণ করে) সঃ উদ্গীথঃ ; বিদ্যোততে (বিদ্যুৎ-প্রকাশ হয়) স্তনয়তি (গর্জন হয়) সঃ প্রতিহারঃ ; উদ্গৃহ্ণাতি (বারিপাতের বিরাম হয়) তৎ নিধনম্। এতৎ বৈরূপম্ (বৈরূপনামক সাম) পর্জন্যে (মেঘে) প্রোতম্ (প্রতিষ্ঠিত)। ১

অভ্রসমূহ আকাশে বিচরণ করে, উহাই হিঙ্কার ; জলবর্ষী মেঘ সঞ্জাত হয়, উহা প্রস্তাব ; বারিপাত হয়, উহা উদ্গীথ ; বিদ্যুৎ-প্রকাশ ও মেঘগর্জন হয়, উহা প্রতিহার ; বারিপাতের বিরতি হয়, উহা নিধন।[১] এই বৈরূপনামক সাম মেঘে প্রতিষ্ঠিত।[২] ১

১। সাদৃশ্যাদি ২।৩।১-২ কণ্ডিকার টীকায় দ্রঃ।

২। বৈরূপ=অনেক প্রকার রূপবান্। অভ্রাদিরও বহু রূপ আছে; সুতরাং বৈরূপ সাম পর্জন্যে প্রতিষ্ঠিত।

স য এবমেতদ্ বৈরূপং পর্জন্যে প্রোতং বেদ বিরূপাংশ্চ সুরূপাংশ্চ পশূনবরুন্ধে সর্বমায়ুরেতি জ্যোগ্‌জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্যা বর্ষন্তং ন নিন্দেৎ তদ্‌ব্রতম্ ॥ ২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য পঞ্চদশখণ্ডঃ ॥

বিরূপান্ চ (বিচিত্র-রূপবান্) সুরূপান্ চ (সুন্দর-রূপবান্) অবরুন্ধে (অবরুদ্ধ করেন, প্রাপ্ত হন)। বর্ষন্তম্ (বর্ষণকারী পর্জন্যকে)। ২

পর্জন্যে প্রতিষ্ঠিত এই বৈরূপ সামকে যিনি এইরূপে জানেন, তিনি বিচিত্ররূপ ও সুরূপ পশুসকল প্রাপ্ত হন। তিনি পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হন, তাঁহার জীবন সমুজ্জ্বল হয়, তিনি সন্তানাদিতে ও পশুসম্পদে মহীয়ান্ হন এবং কীর্তিতেও মহান্ হন। উক্ত উপাসকের এই ব্রতে যে, তিনি বর্ষণকারী পর্জন্যকে নিন্দা করিবেন না। ২

দ্বিতীয়াধ্যায়—ষোড়শ খণ্ড

(ঋতুতে প্রতিষ্ঠিত বৈরাজ সামের উপাসনা)

বসন্তো হিঙ্কারো গ্রীষ্মঃ প্রস্তাবো বর্ষা উদ্‌গীথঃ শরৎ প্রতিহারো হেমন্তো নিধনমেতদ্বৈরাজমৃতুষু প্রোতম্ ॥ ১

[ঋতু-পরিবর্তন পর্জন্য-সাপেক্ষ ; অতএব পর্জন্যদৃষ্টির পর ঋতু-দৃষ্টি বিহিত হইতেছে]—বসন্তঃ ইত্যাদি [২।৫।১ দ্রঃ]। এতৎ বৈরাজম্ (বৈরাজ-নামক সাম) ঋতুষু (ঋতুসকলে) প্রোতম্। ১

বসন্ত হিঙ্কার, গ্রীষ্ম প্রস্তাব, বর্ষা উদ্গীথ, শরৎ প্রতিহার, হেমন্ত নিধন। এই বৈরাজনামক সাম ঋতুসমুদয়ে প্রতিষ্ঠিত।[১] ১

[১] ১। বৈরাজ=বিবিধরূপে রাজমান বা শোভমান। ঋতুগণও নিজ নিজ কালোচিত গুণাদিতে বিরাজমান হয়। এই সাদৃশ্যবশতঃ বৈরাজ সাম ঋতুতে প্রতিষ্ঠিত। অপরাপর সাদৃশ্য ২।৫।১ টীকায় দ্রঃ।

স য এবমেতদ্ বৈরাজমৃতুষু প্রোতং বেদ বিরাজতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেন সর্বমায়ুরেতি জ্যোগ্জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্যর্তূন্ ন নিন্দেৎ তদ্‌ব্রতম্ ॥ ২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য ষোড়শখণ্ডঃ ॥

প্রজয়া (সন্তানদ্বারা) পশুভিঃ (পশুবৃন্দদ্বারা) ব্রহ্মবর্চসেন (ব্রহ্মতেজে) বিরাজতি (বিরাজমান হন)। ঋতূন্ (ঋতুসমুদয়কে) ন নিন্দেৎ। ২

ঋতুসকলে প্রতিষ্ঠিত এই বৈরাজনামক সামকে যিনি এইরূপে জানেন, তিনি (ঋতুসকল যেরূপ বিভিন্ন ঋতুসম্পদে বিরাজমান, সেইরূপে) সন্তান, পশু ও ব্রহ্মতেজে বিরাজমান হন ; তিনি পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হন, তাঁহার জীবন সমুজ্জ্বল হয়, তিনি সন্তানাদিতে ও পশুসম্পদে মহীয়ান্ হন এবং কীর্তিতেও মহান্ হন। তাঁহার এই ব্রত যে, তিনি ঋতুসমূহকে নিন্দা করিবেন না। ২

দ্বিতীয়াধ্যায়—সপ্তদশ খণ্ড

(লোকসমূহে প্রতিষ্ঠিত শক্করী সামের উপাসনা)

পৃথিবী হিঙ্কারোঽন্তরিক্ষং প্রস্তাবো দৌরুদ্গীথো দিশঃ প্রতিহারঃ সমুদ্রো নিধনমেতাঃ শক্কর্যো লোকেষু প্রোতাঃ ॥ ১

[সম্যক্ ঋতুব্যবস্থা হইলে লোকস্থিতি হয় ; অতএব অতঃপর লোকদৃষ্টিতে উপাসনা বিহিত হইতেছে]—পৃথিবী হিঙ্কারঃ অন্তরিক্ষম্ (গগন) প্রস্তাবঃ, দ্যৌঃ (দ্যুলোক) উদ্গীথঃ, দিশঃ (দিক্‌সকল) প্রতিহারঃ, সমুদ্রঃ নিধনম্। এতাঃ শক্বর্যঃ (এই শক্বরী-নামক সাম)—[শক্বরী শব্দটি নিত্য বহুবচন]—লোকেষু (লোকসমূহে) প্রোতাঃ। ১

পৃথিবী হিঙ্কার, অন্তরিক্ষ প্রস্তাব, দ্যুলোক উদ্গীথ, দিক্‌সমূহ প্রতিহার, সমুদ্র নিধন। এই শক্বরী-নামক সাম লোকসমূহে প্রতিষ্ঠিত।[১] ১

[১] মহানাম্নী ঋক্‌সকলের মধ্যে শক্বরী-নামক সাম গীত হয়। ঐ মহানাম্নীর সহিত আবার জলের সম্বন্ধ আছে ; যথা “আপো বৈ মহানাম্নী।” লোকসকল জলে প্রতিষ্ঠিত —“অপ্সু লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।” এইরূপে শক্বরী সাম লোকে প্রতিষ্ঠিত।

স য এবমেতাঃ শক্বর্যো লোকেষু প্রোতা বেদ লোকীভবতি সর্বমায়ুরেতি জ্যোগ্‌জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্যা লোকান্ন নিন্দেৎ তদ্‌ব্রতম্ ॥ ২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য সপ্তদশখণ্ডঃ ॥

লোকী-ভবতি (উৎকৃষ্ট-লোকগামী হন) ; লোকান্ (লোকসকলকে) ন নিন্দেৎ। ২

লোকসমুদয়ে প্রতিষ্ঠিত এই শক্বরী সামকে যিনি এইরূপে জানেন, তিনি উত্তম লোক লাভ করেন, তিনি পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হন, তাঁহার জীবন সমুজ্জ্বল হয়, তিনি সন্তানাদিতে ও পশুসম্পদে মহীয়ান্ হন এবং কীর্তিতেও মহান্ হন। তাঁহার এই ব্রত যে, তিনি লোকসমূহকে নিন্দা করিবেন না। ২

দ্বিতীয়াধ্যায়—অষ্টাদশ খণ্ড

(পশুবর্গে প্রতিষ্ঠিত রেবতী সামের উপাসনা)

অজা হিঙ্কারোঽবয়ঃ প্রস্তাবো গাব উদ্গীথোঽশ্বাঃ প্রতিহারঃ পুরুষো নিধনমেতা রেবত্যঃ পশুষু প্রোতাঃ ॥ ১

[পশুসকল কর্মফলে উৎপন্ন (অর্থাৎ লোকের কার্য) ; অতএব লোক-দৃষ্টির পরে পশু-দৃষ্টিতে উপাসনা বিহিত হইতেছে]—অজাঃ ইত্যাদি [২।৬।১ দ্রঃ]। এতাঃ রেবতাঃ (এই রেবতী নামক সাম)—[রেবতী শব্দ এই অর্থে নিত্যবহুবচন]—পশুষু (পশুগণমধ্যে) প্রোতাঃ। ১

ছাগগণ হিঙ্কার, মেষসমূহ প্রস্তাব, গোবৃন্দ উদ্গীথ, অশ্বসকল প্রতিহার. পুরুষ নিধন। এই রেবতীনামক সাম পশুগণমধ্যে প্রতিষ্ঠিত। ১

১। শ্রুতিতে আছে—"পশবো বৈ রেবতীঃ"=পশুবৃন্দই রেবতী সাম।

স য এবমেতা রেবত্যঃ পশুষু প্রোতা বেদ পশুমান্ ভবতি সর্বমায়ুরেতি জ্যোগ্জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্যা পশূন্ন নিন্দেৎ তদ্ব্রতম্ ॥ ২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্যাষ্টাদশখণ্ডঃ ॥

পশুমান্ (পশুসম্পৎশালী)। পশূন্ (পশুদিগকে) ন নিন্দেৎ।

পশুমধ্যে প্রতিষ্ঠিত এই রেবতী সামকে যিনি এইরূপে জানেন, তিনি পশুসম্পত্তি লাভ করেন, তিমি পূর্ণায়ু হন, তাঁহার জীবন সমুজ্জ্বল হয়, তিনি সন্তানাদিতে ও পশুসম্পদে মহীয়ান্ হন এবং কীর্তিতেও মহান্ হন। তাঁহার এই ব্রত যে, তিনি পশুগণকে নিন্দা করিবেন না। ২

দ্বিতীয়াধ্যায়—ঊনবিংশ খণ্ড

(অঙ্গসমুদয়ে প্রতিষ্ঠিত যজ্ঞাযজ্ঞীয় সামের উপাসনা)

লোম হিঙ্কারস্ত্বক্ প্রস্তাবো মাংসমুদ্গীথোঽস্থি প্রতিহারো মজ্জা নিধনমেতদ্ যজ্ঞাযজ্ঞীয়মঙ্গেষু প্রোতম্ ॥ ১

[পশু হইতে লব্ধ দুগ্ধাদির দ্বারা অঙ্গ পুষ্ট হয় ; অতএব অধুনা অঙ্গ দৃষ্টিতে উপাসনা কথিত হইতেছে]—লোম হিঙ্কারঃ, ত্বক্ (চর্ম) প্রস্তাবঃ, মাংসম্ উদ্গীথঃ, অস্থি (হাড়) প্রতহারঃ, মজ্জা নিধনম্। এতৎ যজ্ঞাযজ্ঞীয়ম্ (এই যজ্ঞাযজ্ঞীয়নামক সাম) অঙ্গেষু (অবয়বসকলে) প্রোতম্। ১

লোম হিঙ্কার, ত্বক প্রস্তাব, মাংস উদ্গীথ, অস্থি প্রতিহার, মজ্জা নিধন।[১] এই যজ্ঞাযজ্ঞীয়নামক সাম দেহাবয়বে প্রতিষ্ঠিত।[২] ১

১। সাদৃশ্য এই ঃ—উপরে (=প্রথম) লোম ; তাহার নীচে (দ্বিতীয়) ত্বক্ ; মাংস শ্রেষ্ঠ ; মৃতদেহের অস্থি প্রত্যাহৃত (সংগৃহীত) হয় ; মজ্জা সর্বান্তর্বর্তী।

২। শ্রুতিতে আছে, "রসো বৈ যজ্ঞাযজ্ঞীয়ম্।" দেহ অন্নরসের বিকার ; অতএব যজ্ঞাযজ্ঞীয় সাম দেহে অবস্থিত।

স য এবমেতদ্ যজ্ঞাযজ্ঞীয়মঙ্গেষু প্রোতং বেদাঙ্গীভবতি নাঙ্গেন বিহূর্ছতি সর্বমায়ুরেতি জ্যোগ্জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্যা সংবৎসরং মজ্জ্ঞো নাশ্নীয়াৎ তদ্ব্রতং মজ্জ্ঞো নাশ্নীয়াদিতি বা ॥ ২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্যোনবিংশখণ্ডঃ ॥

অঙ্গীভবতি (সমগ্র অবয়বসংযুক্ত হন) ন অঙ্গেন বিহূর্ছতি (কোনও অঙ্গহীন হন না)। সংবৎসরম্ (এক বৎসরকাল) মজ্জ্ঞঃ (মাংসসকল, অর্থাৎ মৎস্য ও মাংস) ন অশ্নীয়াৎ (খাইবেন না), বা (অথবা) মজ্জ্ঞঃ ন অশ্নীয়াৎ (মাংসাদি একেবারেই ভক্ষণ করিবেন না) ইতি।'২

দেহাবয়বে প্রতিষ্ঠিত এই যজ্ঞাযজ্ঞীয় সামকে যিনি এইরূপে জানেন, তিনি পূর্ণাবয়ব হন ; তাঁহার কোনও অঙ্গবিকৃতি হয় না ; তিনি পূর্ণায়ু হন, তাঁহার জীবন সমুজ্জ্বল হয়, তিনি সন্তানাদিতে ও পশুসম্পদে মহীয়ান্ হন এবং কীর্তিতেও মহান্ হন। তাঁহার এই ব্রত যে, তিনি এক বৎসরকাল মাংসাদি আহার করিবেন না কিংবা একেবারেই মাংসাদি আহার করিবেন না। ২

দ্বিতীয়াধ্যায়—বিংশ খণ্ড

(দেববৃন্দে প্রতিষ্ঠিত রাজন সামের উপাসনা)

অগ্নির্হিঙ্কারো বায়ুঃ প্রস্তাব আদিত্য উদ্‌গীথো নক্ষত্রাণি প্রতিহারশ্চন্দ্রমা নিধনমেতদ্রাজনং দেবতাসু প্রোতম্॥ ১

[অগ্ন্যাদি দেবতা বিভিন্ন দেহাবয়বের অধিষ্ঠাতা ; অতএব অতঃপর দেবতা-দৃষ্টি বিহিত হইতেছে]—অগ্নিঃ হিঙ্কারঃ, বায়ুঃ প্রস্তাবঃ, আদিত্যঃ উদ্‌গীথঃ, নক্ষত্রাণি (তারকারাজি) প্রতিহারঃ, চন্দ্রমাঃ (চন্দ্র) নিধনম্। এতৎ রাজনম্ (রাজননামক সাম) দেবতাসু (দেবগণ-মধ্যে) প্রোতম্। ১

অগ্নি হিঙ্কার, বায়ু প্রস্তাব, আদিত্য উদ্‌গীথ, নক্ষত্রগণ প্রতিহার, চন্দ্রমা নিধন।[1] এই রাজননামক সাম দেববৃন্দে প্রতিষ্ঠিত।[2] ১

১। সাদৃশ্য এই :—অগ্নি দেবগণের অগ্রণী, বায়ু তৎপরবর্তী, আদিত্য শ্রেষ্ঠ, নক্ষত্রগণ দিবসে প্রতিহৃত (অন্যত্র নীত) হয়, কর্মিগণ চন্দ্রলোকে নিহিত (স্থাপিত) হন।

২। দেবগণ দীপ্তিমান্; রাজন-শব্দের অর্থও দীপ্তিমান্। অতএব রাজন সামে দেবদৃষ্টি কর্তব্য।

স য এবমেতদ্রাজনং দেবতাসু প্রোতং বেদৈতাসামেব দেবতানাং সলোকতাং সার্ষ্টিতাং সাযুজ্যং গচ্ছতি সর্বমায়ুরেতি জ্যোগ্‌জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্যা ব্রাহ্মণান্ন নিন্দেৎ তদ্‌ব্রতম্॥ ২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য বিংশখণ্ডঃ॥

সঃ (তিনি) [স্বীয় উপাসনার উৎকর্ষ অনুযায়ী] এতাসাম্ এব দেবতানাম্ (এই দেবগণেরই) সলোকতাম্ (সালোক্য, সমান লোকে অধিষ্ঠান) [বা] সার্ষ্টিতাম্ (সমান ঋদ্ধি), [অথবা] সাযুজ্যম্ (সমান দেহে সম্বন্ধ, এক দেহে দেহী হওয়া) ভবতি (প্রাপ্ত হন)। তৎ-ব্রতম্-ব্রাহ্মণান্ (ব্রাহ্মণদিগকে) ন নিন্দেৎ। ২

দেবগণের প্রতিষ্ঠিত এই রাজন সামকে যিনি এইরূপে জানেন, তিনি দেবগণের সহিত সালোক্য, সাষ্টি‍র্তা বা সাযুজ্য প্রাপ্ত হন ; তিনি পূর্ণায়ু হন, তাঁহার জীবন সমুজ্জ্বল হয়, তিনি সন্তানাদিতে ও পশুসম্পদে মহীয়ান্ হন এবং কীর্তিতেও মহান্ হন। তাঁহার এই ব্রত যে, তিনি ব্রাহ্মণদিগকে নিন্দা করিবেন না।[১] ২

২। “এতে বৈ দেবাঃ প্রত্যক্ষং যদ্ ব্রাহ্মণাঃ”—ব্রাহ্মণেরাই প্রত্যক্ষ দেবতা।

দ্বিতীয়াধ্যায়—একবিংশ খণ্ড

(সর্বপদার্থে প্রতিষ্ঠিত সামসমুদয়ের উপাসনা)

ত্রয়ীবিদ্যা হিঙ্কারস্ত্রয় ইমে লোকাঃ স প্রস্তাবোঽগ্নির্বায়ুরাদিত্যঃ স উদ্গীথো নক্ষত্রাণি বয়াংসি মরীচয়ঃ স প্রতিহারঃ সর্পা গন্ধর্বাঃ পিতরস্তন্নিধনমেতৎ সাম সর্বস্মিন্ প্রোতম্ ॥ ১

[শ্রুতিতে আছে—“ঋগ্বেদোঽগ্নেঃ, যজুর্বেদো বায়োঃ, আদিত্যাৎ সামবেদঃ”—অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ, বায়ু হইতে যজুর্বেদ, সূর্য হইতে সামবেদ। অতএব দেবতাদৃষ্টির পর ত্রয়ীবিদ্যাদি-দৃষ্টিতে উপাসনা বিহিত হইতেছে]—ত্রয়ীবিদ্যা (বেদবিদ্যা) হিঙ্কারঃ ; ইমে ত্রয়ঃ লোকাঃ (এই তিন লোক—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ) সঃ (প্রসিদ্ধ) প্রস্তাবঃ ; অগ্নিঃ, বায়ুঃ, আদিত্যঃ [এই তিনটি] সঃ উদ্গীথঃ ; নক্ষত্রাণি (তারকাসকল) বয়াংসি (পক্ষিগণ) মরীচয়ঃ (কিরণসকল) সঃ প্রতিহারঃ ; সর্পাঃ (সর্পগণ) গন্ধর্বাঃ (গন্ধর্বগণ) পিতরঃ (পিতৃগণ) তৎ নিধনম্ ; এতৎ সাম (এই [সর্বাত্মক] সামসমুদয়) সর্বস্মিন্ (সর্ব পদার্থে) প্রোতম্। ১

ত্রয়ীবিদ্যা হিঙ্কার ; এই তিন লোক প্রস্তাব ; অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য উদ্গীথ ; নক্ষত্রবৃন্দ, পক্ষিগণ ও কিরণসমূহ প্রতিহার ; সর্পসমূহ, গন্ধর্বসকল ও পিতৃগণ নিধন।[১] এই (সর্বাত্মক) সামসমুদয় সর্বপদার্থে প্রতিষ্ঠিত।[২] ১

১। সাদৃশ্য :—ত্রয়ীবিদ্যা সমস্ত কর্মের বিধায়ক, অতএব আদি ; লোকত্রয় উক্ত কর্মের পরিণাম, অতএব দ্বিতীয় ; জাগতিক বস্তুর মধ্যে অগ্ন্যাদি শ্রেষ্ঠ ; নক্ষত্ররাজি প্রতিহৃত হয়, অর্থাৎ সর্বদা দৃষ্ট হয় না ; নিধনের 'ধ্ব' (=ধ) অক্ষরের সহিত সর্পাদির আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে।

৫। সর্বপদার্থ ত্রয়ীবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। পূর্বে বিশেষ বিশেষ সামের উপাসনা ও বর্তমানে সমুদয় সামের উপাসনা বলায়, পূর্বের উপাসনাগুলি নিরর্থক হইল না। কারণ কর্মাঙ্গসমূহ যেমন বিশেষ দৃষ্টির দ্বারা সংস্কৃত হয়, সেইরূপ পূর্বোক্ত দৃষ্টিতে পূর্বোক্ত স্থলসকলেও সামের অঙ্গসমূহ সংস্কৃত হয়।

স য এবমেতৎ সাম সর্বস্মিন্ প্রোতং বেদ সর্বং হ ভবতি ॥ ২

সর্বস্মিন্ (সর্বপদার্থে), সর্বম্ হ (সর্বেশ্বর)। ২

সর্বপদার্থে প্রতিষ্ঠিত এই সামসমুদয়কে যিনি এইরূপে জানেন, তিনি সর্বেশ্বর হন। ২

১। এখানে সর্বম্=সর্বেশ্বর ; কারণ "সর্বস্বরূপ" অর্থ করিলে পরের চতুর্থ কণ্ডিকায় কথিত "সকল দিক্ হইতে বলিপ্রাপ্তি" অসম্ভব হইয়া পড়ে।

তদেষ শ্লোকো—যানি পঞ্চধা ত্রীণি ত্রীণি।
তেভ্যো ন জ্যায়ঃ পরমন্যদস্তি ॥ ৩

তৎ (উক্ত বিষয়ে) এষঃ (এই) শ্লোকঃ [আছে]—পঞ্চধা (হিঙ্কারাদি পাঁচ ভাগে) যানি (যে সকল [ত্রয়ীবিদ্যাদি]) ত্রীণি ত্রীণি (তিনটি তিনটি [করিয়া প্রথম কণ্ডিকায় বলা হইল]) তেভ্যঃ (সেই পঞ্চত্রিক [অর্থাৎ ৩×৫=১৫টি] জ্যায়ঃ (মহত্তর) [এবং] পরম্ (ব্যতিরিক্ত) [অর্থাৎ] অন্যৎ (অপর কিছু) ন অস্তি (নাই)। ৩

উক্ত বিষয়ে এই শ্লোক আছে,—"(হিঙ্কারাদি) পঞ্চভেদে তিন তিনটি করিয়া ত্রয়ীবিদ্যাদি যে সকল পদার্থ উল্লিখিত হইয়াছে, সেই পঞ্চদশটি হইতে মহত্তর কিংবা তদতিরিক্ত আর কিছুই নাই।" ৩

যস্তদ্‌বেদ স বেদ সর্বং সর্বা দিশো বলিমস্মৈ হরন্তি সর্বমস্মীত্যুপাসীত তদ্‌ব্রতং তদ্‌ব্রতম্‌ ॥ ৪

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্যৈকবিংশখণ্ডঃ ॥

যঃ (যিনি) তৎ (উক্ত সর্বাত্মক সামকে) বেদ (জানেন), সঃ (তিনি) সর্বম্‌ বেদ (সমস্ত জানেন, অর্থাৎ সর্বজ্ঞ হন) ; সর্বাঃ (সকল) দিশঃ (দিক্‌সকল) অস্মৈ (ইঁহার প্রতি) বলিম্‌ (ভোগ) হরন্তি (আহরণ করিয়া আনেন) । তৎব্রতম্‌ (তাঁহার পালনীয় ব্রত এই) —সর্বম্‌ অস্মি ইতি ("আমি সর্বাত্মক"—এইরূপে) উপাসীত (উপাসনা করিবেন) । তৎ-ব্রতম্‌ [সামোপাসনার সমাপ্তিসূচক পুনরুক্তি] । ৪

যিনি উক্ত সর্বাত্মক সামকে জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ হন। সকল দিক্‌ (অর্থাৎ সকল দিকে অবস্থিত প্রাণিগণ) ইঁহার জন্য ভোগ্য বস্তু আহরণ করে। তাঁহার এই ব্রত যে, তিনি "আমি সর্বাত্মক" এইরূপে উপাসনা করিবেন। ৪

দ্বিতীয়াধ্যায়—দ্বাবিংশ খণ্ড

(উদ্‌গাতার জন্য গানবিশেষাদি সম্পদের উপদেশ)

বিনর্দি সাম্নো বৃণে পশব্যমিত্যগ্নেরুদ্‌গীথোঽনিরুক্তঃ প্রজাপতের্নিরুক্তঃ সোমস্য মৃদু শ্লক্ষ্ণং বায়োঃ শ্লক্ষ্ণং বলবদিন্দ্রস্য ক্রৌঞ্চং বৃহস্পতেরপধ্বান্তং বরুণস্য তান্‌ সর্বানেবোপসেবেত বারুণং ত্বেব বর্জয়েৎ ॥ ১

[সামোপাসনার প্রসঙ্গে উদ্‌গাতার জন্য গান, স্বরাদি, ও বর্ণের বিষয়ে বিশেষ উৎকর্ষ উপদিষ্ট হইতেছে ; কারণ ইহাতে সামোপাসনার বিশেষ ফল লাভ হয়]—[যাহা] বিনর্দি (বিশেষ, নর্দ বা স্বরবিশিষ্ট, বৃষের গর্জনতুল্য স্বরবিশিষ্ট) পশব্যম্‌ (পশুগণের হিতকর)

অগ্নেঃ (অগ্নির অধীন, অগ্নিদৈবতক) সাম্নঃ উৎগীথঃ (সামের উদ্‌গান বা উচ্চৈঃস্বরে গান) [তাহাকে আমি] বৃণে (বরণ করি)—ইতি (এইরূপ [কোনও যজমান বা উদ্‌গাতা মনে করেন]) ; প্রজাপতেঃ (প্রজাপতিদৈবতক) [উদ্‌গীথ] অনিরুক্তঃ (কোনও নির্দিষ্ট রূপ-বিহীন) ; সোমস্য (চন্দ্রদৈবতক) [গানটি] নিরুক্তঃ (সুস্পষ্ট) ; বায়োঃ (বায়ুদৈবতক) [গান] মৃদু (অনুচ্চ) শ্লক্ষ্ম্ (কোমল) ; ইন্দ্রস্য (ইন্দ্রদৈবতক গান) শ্লক্ষ্ম্ (কোমল) বলবৎ (সমধিক প্রযত্নসাধ্য) বৃহস্পতেঃ (বৃহস্পতিদৈবতক গান) ক্রৌঞ্চম্ (ক্রৌঞ্চ পাখীর কুজনের ন্যায়) বরুণস্য (বরুণদৈবতক গান) অপধ্বান্তম্ (ভাঙ্গা কাঁসার স্বরের ন্যায়) ;—তান্ সর্বান্ এব (সেই সমস্তকেই) উপসেবেত (সেবা করিবে, প্রয়োগ করিবে), তু (কিন্তু) বারুণম্ এব (কেবল বরুণদৈবতক স্বরটি) বর্জয়েৎ (বর্জন করিবে) । ১

(কোনও যজমান বা উদ্‌গাতা) এইরূপ (চিন্তা করেন)—"উচ্চ-নিনাদ-বিশিষ্ট, পশুগণের হিতকর ও অগ্নিদৈবতক যে উদ্‌গান, তাহাকে আমি বরণ করি।" প্রজাপতিদৈবতক উদ্‌গানের স্বরূপ অনভিব্যক্ত ; চন্দ্রদৈবতক উদ্‌গান সুস্পষ্ট ; বায়ুদৈবতক উদ্‌গান অনুচ্চ ও কোমল, ইন্দ্রদৈবতক উদ্‌গান কোমল অথচ প্রযত্নসাধ্য ; বৃহস্পতিদৈবতক উদ্‌গান ক্রৌঞ্চপক্ষীর কূজন সদৃশ ; বরণদৈবতক উদ্‌গান ভগ্নকাংস্যের শব্দ-সদৃশ ;—এই সমস্ত স্বরেরই সেবা করিবে, কেবল বরুণদৈবতক স্বরটি ত্যাগ করিবে। ১

অমৃতত্বং দেবেভ্য আগায়ানীত্যাগায়েৎ স্বধাং পিতৃভ্য আশাং মনুষ্যেভ্যস্তৃণোদকং পশুভ্যঃ স্বর্গং লোকং যজমানায়ান্নমাত্মন আগায়ানীত্যেতানি মনসা ধ্যায়ন্নপ্রমত্তঃ স্তুবীত ॥ ২

[স্বরবিশেষের জ্ঞান লাভ করিয়া উদ্‌গানের সময়ে যাহা যাহা ধ্যান করিতে হইবে তাহা এই]—দেবেভ্যঃ (দেবগণের জন্য) অমৃতত্বং (অমরত্ব) আগায়ানি (গানের দ্বারা যেন সম্পাদন করি) ইতি (এই মনে করিয়া) আগায়েৎ (গান করিবে), পিতৃভ্যঃ (পিতৃগণের জন্য) স্বধাম্ (স্বধা), মনুষ্যেভ্যঃ (মনুষ্যগণের জন্য), আশাম্ (প্রার্থিত বস্তু), পশুভ্যঃ (পশুদিগের জন্য) তৃণোদকম্ (ঘাস ও জল), যজমানায় (যজমাখের জন্য) স্বর্গম্ লোকম্ (দেবলোক), আত্মনে (নিজের জন্য) অন্নম্ (অন্ন) আগায়ানি (গান করিয়া যেন সম্পাদন

করি) ইতি (এইরূপে) এতানি (এই বিষয়সকল) মনসা (মনে মনে) ধ্যায়ন্ (চিন্তা করিয়া) অপ্রমত্তঃ (একাগ্রচিত্তে) স্তুবীত (স্তব করিবে)। ২

“দেবগণের জন্য যেন অমৃতত্ব সম্পাদন করিতে পারি ;” এই মনে করিয়া গান করিবে। “পিতৃগণের জন্য স্বধা[১], মানুষদিগের জন্য কাম্যবর্গ, পশুদিগের জন্য তৃণ ও জল, যজমানের জন্য স্বর্গলোক, এবং নিজের জন্য যেন অন্ন সম্পাদন করিতে পারি ;”—এইরূপে এই সকল বিষয় মনে মনে চিন্তা করিয়া অপ্রমত্তভাবে[২] স্তব করিবে। ২

---

[১] ১। স্বধা উচ্চারণ করিয়া পিতৃগণকে পিণ্ডাদি দান করা হয় ; অতএব “পিতৃগণকে দেয় সমস্ত বস্তুই সম্পাদন করিতেছি”—এবম্প্রকার চিন্তাই এখানে বিহিত হইতেছে।

[২] ২। স্বরবর্ণ, উষ্মবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ, স্থান ও প্রযত্নাদি বিষয়ে অবহিত হইয়া।

সর্বে স্বরা ইন্দ্রস্যাত্মানঃ সর্বে উষ্মাণঃ প্রজাপতেরাত্মানঃ সর্বে স্পর্শা মৃত্যোরাত্মানস্তং যদি স্বরেষূপালভেতেন্দ্রং শরণং প্রপন্নোঽভূবম্ স ত্বা প্রতি বক্ষ্যতীত্যেনং ব্রূয়াৎ ॥ ৩

[উদ্গানকালে কেহ উদ্গাতার দোষদর্শনে প্রবৃত্ত হইলে তাহার প্রতিকার বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য স্বরাদির দেবতা বর্ণিত হইতেছেন]—সর্বে (সমস্ত) স্বরাঃ (অকারাদি স্বরবর্ণ) ইন্দ্রস্য ([বলসাধ্য কর্মের প্রবর্তক] প্রাণের) আত্মানঃ (দেহের অবয়বস্বরূপ) সর্বে উষ্মাণঃ (শ, ষ, স ও হ এবং তাহাদের অবান্তর ভেদসকল) প্রজাপতেঃ (বিরাট্ পুরুষের, অথবা কশ্যপের) আত্মানঃ ; সর্বে স্পর্শাঃ (ক-কারাদি সকল স্পর্শবর্ণ) মৃত্যোঃ (মৃত্যুর) আত্মানঃ। তম্ (এই প্রকার জ্ঞানবান্ উদ্গাতাকে) [কেহ] যদি (যদি) স্বরেষু (স্বরসমূহের উচ্চারণবিষয়ে) উপালভেত (নিন্দা করেন, স্বর দুষ্ট হইয়াছে বলেন) [তবে] সঃ [সেই উদ্গাতা] এনম্ (ইঁহাকে ব্রূয়াৎ (বলিবেন)—[আমি] ইন্দ্রম্ (ইন্দ্রকে) শরণম্ প্রপন্নঃ অভূবম্ (আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি), সঃ (তিনি), ত্বা প্রতি (তোমার প্রতি) বক্ষ্যতি (বলিবেন) [অর্থাৎ তোমায় সমুচিত উত্তর দিবেন] ইতি। ৩

অকারাদি স্বরসমূহ ইন্দ্রের (অর্থাৎ প্রাণের) দেহাবয়বস্বরূপ ; উষ্মবর্ণসকল বিরাটের দেহাবয়বস্বরূপ ; স্পর্শবর্ণসমুদয় মৃত্যুর দেহাবয়বস্বরূপ। এবংবিধ উদ্‌গাতাকে যদি কেহ স্বরবর্ণের উচ্চারণ সম্বন্ধে নিন্দা করেন, তবে উক্ত উদ্‌গাতা তাঁহাকে বলিবেন, "আমি ইন্দ্রের শরণ গ্রহণ করিয়াছি ; তিনি তোমাকে উত্তর দিবেন।" ৩

অথ যদ্যেনমূষ্মসূপালভেত প্রজাপতিং শরণং প্রপন্নোঽভূবং স ত্বা প্রতিপেক্ষ্যতীত্যেনং ব্রূয়াদথ যদ্যেনং স্পর্শেষূপালভেত মৃত্যুং শরণং প্রপন্নোঽভূবং স ত্বা প্রতিধক্ষ্যতীত্যেনং ব্রূয়াৎ ॥ ৪

অথ (আর) যদি [কেহ] এনম্ [উক্ত উদ্‌গাতাকে] উষ্মসু (উষ্মবর্ণের উচ্চারণাদিবিষয়ে) উপালভেত, [তবে তিনি] এনম্ ব্রূয়াৎ—[আমি] প্রজাপতিম্ (প্রজাপতিকে) শরণম্ প্রপন্নঃ অভূবম্, সঃ ত্বা প্রতিপেক্ষ্যতি (সম্পূর্ণ পিষ্ট বা চূর্ণ করিবেন) ইতি। অথ যদি এনম্ স্পর্শেষু (স্পর্শবর্ণের উচ্চারণাদিবিষয়ে) উপালভেত, [তবে তিনি] এনম্ ব্রূয়াৎ—[আমি] মৃত্যুম্ (মৃত্যুকে) শরণম্ প্রপন্নঃ অভূবম্, সঃ ত্বা প্রতিধক্ষ্যতি (প্রতিদগ্ধ, ভস্মীভূত করিবেন) ইতি। ৪

আর যদি কেহ উক্তপ্রকার উদ্‌গাতাকে উষ্মবর্ণের উচ্চারণাদিবিষয়ে নিন্দা করেন, তবে তিনি ইঁহাকে বলিবেন, "আমি প্রজাপতির শরণ গ্রহণ করিয়াছি ; তিনি তোমাকে সংচূর্ণিত করিবেন।" আর যদি কেহ উক্ত উদ্‌গাতাকে স্পর্শবর্ণের উচ্চারণাদিবিষয়ে নিন্দা করেন, তবে তিনি ইঁহাকে বলিবেন, "আমি যমরাজের শরণ গ্রহণ করিয়াছি, তিনি তোমাকে ভস্মীভূত করিবেন।" ৪

সর্বে স্বরা ঘোষবন্তো বলবন্তো বক্তব্যা ইন্দ্রে বলং দদানীতি সর্ব উষ্মাণোঽগ্রস্তা অনিরস্তা বিবৃতা বক্তব্যাঃ প্রজাপতেরাত্মানং

পরিদদানীতি সর্বে স্পর্শা লেশেনানভিনিহিতা বক্তব্যা মৃত্যোরাত্মানাং পরিহরাণীতি ॥ ৫

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বাবিংশখণ্ডঃ ॥

[কিন্তু দেবতাজ্ঞান আছে বলিয়াই যে উদ্‌গাতা প্রমত্ত হইবেন, তাহা নহে ; কারণ স্বরাদি যথাযথ উচ্চারিত না হইলে, যে স্বরের যেরূপ দেবতা হওয়া উচিত, তাহার ব্যতিক্রম ঘটে। এই জন্য শ্রুতি উদ্‌গাতাকে এই শিক্ষা দিতেছেন যে, তিনি স্বরাদিবিষয়ে তৎপর হইবেন]—সর্বে (সমস্ত) স্বরাঃ (স্বরবর্ণগুলি) ঘোষবন্তঃ বলবন্তঃ (সবলধ্বনি সহকারে) বক্তব্যাঃ (উচ্চারণ করিতে হইবে) [এবং তৎকালে] ইন্দ্রে (ইন্দ্রে, প্রাণে) [আমি] বলম্ (বল) দদানি (আধান করিতেছি) ইতি (ইহা) [চিন্তা করিতে হইবে]। সর্বে উষ্মাণঃ (উষ্মবর্ণগুলি) অগ্রস্তাঃ (অন্তরে অপ্রবিষ্টরূপে না চিবাইয়া) অনিরস্তাঃ (বাহিরে অপ্রক্ষিপ্ত রূপে, না ছুঁড়িয়া) বিবৃতাঃ (সুস্পষ্ট-প্রযত্ন-সাধ্যরূপে) বক্তব্যাঃ, [এবং প্রয়োগকালে, আমি] প্রজাপতেঃ (বিরাটের নিকট) আত্মানম্ (নিজেকে) পরিদদানি (প্রদান করিতেছি) ইতি [এই চিন্তা করিবে]। সর্বে স্পর্শাঃ (স্পর্শবর্ণগুলি) লেশেন (মৃদুগতিতে) অনভিনিহিতাঃ (বর্ণান্তরের সহিত সংমিশ্রিত না করিয়া, না জড়াইয়া) বক্তব্যাঃ, [এবং প্রয়োগকালে, আমি] মৃত্যোঃ (যমরাজের হস্ত হইতে) আত্মানম্ (নিজেকে) পরিহরাণি (পরিহার বা রক্ষা করিতেছি) ইতি [এই কথা ভাবিবে]। ৫

“আমি প্রাণে বল আধান করিতেছি,” এই চিন্তা করিতে করিতে সমস্ত স্বরকে সবলে ও সশব্দে উচ্চারণ করিবে ; “আমি বিরাটের নিকট আপনাকে সমর্পণ করিতেছি,” এই ধ্যান করিতে করিতে সমস্ত উষ্মবর্ণকে ভিতরে না চাপিয়া কিংবা বাহিরে না ছুঁড়িয়া সুস্পষ্টরূপে উচ্চারণ করিবে ; “আমি মৃত্যুর নিকট হইতে আপনাকে রক্ষা করিতেছি,” এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সমস্ত স্পর্শবর্ণকে মৃদুগতিতে এবং বর্ণান্তরের সহিত অমিশ্রিতরূপে উচ্চারণ করিবে।[১] ৫

---

[১] অর্থাৎ এইরূপ চিন্তা করিলে বল-আধান, আত্মসমর্পণ, মৃত্যু-অতিক্রম প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ফললাভ হয়।

দ্বিতীয়াধ্যায়—ত্রয়োবিংশ খণ্ড

(অকর্মাঙ্গভূত ওঙ্কারের স্তুতি)

ত্রয়ো ধর্মস্কন্ধা যজ্ঞোঽধ্যয়নং দানমিতি প্রথমস্তপ এব দ্বিতীয়ো ব্রহ্মচার্যাচার্যকুলবাসী তৃতীয়োঽত্যন্তমাত্মানমাচার্যকুলেঽবসাদয়ন্ সর্ব এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি ॥ ১

[এইরূপ মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, সামাবয়বভূত উদ্গীথরূপ ওঙ্কারের উপাসনা (১।১-৩) হইতেই যখন ফলপ্রাপ্তি সম্ভব, তখন পৃথক্‌ভাবে ওঙ্কারের উপাসনা নিরর্থক। এই আশঙ্কার নিবৃত্তির জন্য অকর্মাঙ্গভূত স্বতন্ত্র ওঙ্কারের প্রশংসা করা হইতেছে, কারণ সামোপাসনা বা কর্মের দ্বারা যে অমৃতস্বরূপ ফল পাওয়া সম্ভব নহে, কেবল ওঙ্কারোপাসনার দ্বারা তাহাও সম্ভব]—ধর্মস্কন্ধাঃ (ধর্মের বিভাগ) ত্রয়ঃ (তিনটি)—যজ্ঞঃ (অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ), অধ্যয়নম্ (পাঠের নিয়মাদি পালন করিয়া ঋগ্বেদাদির অভ্যাস [অর্থাৎ গ্রহণ, বিচার, জপ, অধ্যাপন ও আবৃত্তি]), দানম্ ([যজ্ঞস্থলের বাহিরে] দান) ইতি (ইহা) প্রথমঃ (প্রথম, অর্থাৎ একটি বিভাগ); তপঃ এব ([কৃচ্ছ্র, চান্দ্রায়ণাদি] তপস্যাই) দ্বিতীয়ঃ (দ্বিতীয়, আর একটি বিভাগ) ; অত্যন্তম্ (যাবজ্জীবন) আত্মানম্ (আপনাকে [শরীরকে]) আচার্যকুলে (গুরুগৃহে) অবসাদয়ন্ আচার্যকুলবাসী (ক্ষয় করিয়া গুরুগৃহে বাসকারী) ব্রহ্মচারী (ব্রহ্মচারী) তৃতীয়ঃ (তৃতীয়, অর্থাৎ অপর একটি বিভাগ)। এতে (ইঁহারা) সর্বে (সকলেই) পুণ্যলোকাঃ (পুণ্যলোকগামী) ভবন্তি (হন) [কিন্তু মুক্তি লাভ করেন না] ; ব্রহ্মসংস্থঃ (যিনি প্রণবরূপ ব্রহ্মপ্রতীকে ব্রহ্মের উপাসক তিনি) [ক্রমে] অমৃতত্বম্ [আত্যন্তিক অমরত্ব] এতি (প্রাপ্ত হন)। ১

ধর্মের বিভাগ তিনটি—যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান একটি ধর্মবিভাগ ; তপস্যাই দ্বিতীয় বিভাগ ; এবং যাবজ্জীবন আচার্যগৃহে শরীরক্ষয়কারী গুরুগৃহবাসী ব্রহ্মচারীই তৃতীয় বিভাগ। ইহারা সকলেই পুণ্যলোকে গমন করেন ; কিন্তু যিনি (প্রণবরূপ ব্রহ্মপ্রতীকে) ব্রহ্মোপাসনা করেন তিনি অমরত্ব প্রাপ্ত হন।১

১। অর্থাৎ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। কেবল স্বাধ্যায়-গ্রহণের জন্য যিনি গুরুগৃহবাসী হন, তিনি উপকুর্বাণ ব্রহ্মচারী; তিনি এই পুণ্যলোকের অধিকারী নহেন।

২। আশ্রমধর্ম-প্রতিপালনের ফলে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও তপস্বী (অর্থাৎ বানপ্রস্থ ও অমুখ্য পরিব্রাজক) পুণ্যলোক প্রাপ্ত হন। ওঙ্কারোপাসনার ফল ইহা হইতেও অধিক [কঃ ১।২।১৬-১৭ এবং ব্রঃ সূঃ ১।৩।১৩ দ্রঃ]। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, আচার্য শঙ্করের মতে চারি আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরাই এখানে বিবেচিত হইয়াছেন। অত্যাশ্রমী মুখ্য সন্ন্যাসী ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের ফলে উপাসনা ব্যতিরেকেই অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন বলিয়া এখানে উল্লিখিত হন নাই।

প্রজাপতির্লোকানভ্যতপৎ তেভ্যোঽভিতপ্তেভ্যস্ত্রয়ীবিদ্যা সম্প্রাস্রবৎ তামভ্যতপৎ তস্যা অভিতপ্তায়া এতান্যক্ষরাণি সম্প্রাস্রবন্ত ভূর্ভুবঃ স্বরিতি ॥ ২

[পূর্বকণ্ডিকায় উল্লিখিত ব্রহ্মের, অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রতীকের নিরূপণ করা হইতেছে] —প্রজাপতিঃ (বিরাট্, অথবা কশ্যপ) লোকান্ অভ্যতপৎ (লোকসমূহকে উদ্দেশ করিয়া [তাহাদের সারগ্রহণের জন্য] অভিতাপ, অর্থাৎ ধ্যান, করিয়াছিলেন); অভিতপ্তেভ্যঃ (পরিচিন্তিত) তেভ্যঃ (সেই লোকসকল হইতে) [তাহাদের সারভূত] ত্রয়ীবিদ্যা (বেদবিদ্যা) সম্প্রাস্রবৎ (বিনির্গত হইল, অর্থাৎ বিরাটের বা কশ্যপের হৃদয়ে প্রতিভাত হইল) ; [তিনি] তাম্ (উক্ত বিদ্যাকে) অভ্যতপৎ (উদ্দেশ করিয়া ধ্যান করিলেন) ; অভিতপ্তায়াঃ তস্যাঃ (অনুধ্যাত সেই বেদবিদ্যা হইতে) এতানি অক্ষরাণি (এই অক্ষরসকল) [অর্থাৎ] ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ ইতি (এই ব্যাহৃতিত্রয়), সম্প্রাস্রবন্ত (বিনির্গত হইল)। ২

লোকসমূহকে উদ্দেশ করিয়া (তাহাদের সারগ্রহণমানসে) প্রজাপতি ধ্যান করিয়াছিলেন। ধ্যানবিষয়ীভূত সেই লোকসমুদয় হইতে (তাহাদের সারস্বরূপ) বেদবিদ্যা (প্রজাপতির হৃদয়ে) প্রাদুর্ভূত হইল। পরিচিন্তিত সেই বেদবিদ্যা হইতে ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই অক্ষরগুলি আবির্ভূত হইল। ২

তান্যভ্যতপৎ তেভ্যোঽভিতপ্তেভ্য ওঙ্কারঃ সম্প্রাস্রবৎ তদ্ যথা শঙ্কুনা সর্বাণি পর্ণানি সংতৃণ্নান্যেবমোঙ্কারেণ সর্বা বাক্ সংতৃণ্ণোঙ্কার এবেদং সর্বমোঙ্কার এবেদং সর্বম্ ॥ ৩

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য ত্রয়োবিংশখণ্ডঃ ॥

তানি (সেই অক্ষরগুলিকে) অভ্যতপৎ (উদ্দেশ করিয়া ধ্যান করিলেন) ; অভিতপ্তেভ্যঃ তেভ্যঃ (অভিধ্যাত তাহাদিগ হইতে) [সারভূত] ওঙ্কারঃ (ওঙ্কার, প্রণবরূপ ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রতীক) সম্প্রাস্রবৎ ; তৎ (ব্রহ্মপ্রতীক ওঁ স্বরূপতঃ ব্রহ্মের ন্যায় সর্বব্যাপী এই বিনয়ে] দৃষ্টান্ত এই)—যথা (যেরূপ) শঙ্কুনা (পত্রনালের দ্বারা) সর্বাণি পর্ণানি (পত্রের সকল অবয়ব) সংতৃণ্নানি (নিবদ্ধ, অর্থাৎ পরিব্যাপ্ত) এবম্ (এইরূপে) ওঙ্কারেণ (ওঙ্কারের দ্বারা) সর্বা বাক্ (সমস্ত শব্দরাশি) সংতৃণ্ণা (নিবদ্ধ, ব্যাপ্ত) ; ওঙ্কারঃ এব (ওঙ্কারই) ইদম্ সর্বম্ (এই সমস্ত), ওঙ্কারঃ এব ইদম্ সর্বম্ [আদরার্থে পুনরুক্তি] ইতি। ৩

(তিনি) সেই অক্ষরসমূহের উদ্দেশে ধ্যান করিলেন। ধ্যানের লক্ষীভূত তাহাদিগ হইতে (তাহাদের সারস্বরূপ) ওঙ্কারব্রহ্ম প্রাদুর্ভূত হইলেন। (তিনি যে ব্রহ্ম-শব্দ-বাচ্য) সেই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—পত্রের শিরার দ্বারা যেরূপ পত্রের অবয়বগুলি একত্র গ্রথিত ও পরিব্যাপ্ত, সেইরূপ ওঙ্কারের দ্বারাও সমগ্র শব্দরাশি পরস্পর নিবদ্ধ ও পরিব্যাপ্ত।[1] ওঙ্কারই এই সমস্ত[2] ওঙ্কারই এই সমস্ত। ৩

১। শ্রুতিতে আছে, "অকারো বৈ সর্বা বাক্"—অকারই সমস্ত শব্দরাশিস্বরূপ। ওঙ্কার (অ+উ+ম্) এর একটি অবয়ব "অ"ই যখন সকল শব্দ ব্যাপ্ত, তখন প্রণব নিজে সর্বশব্দব্যাপী হইতে আর আপত্তি কি ? অন্যত্রও আছে, "এতদ্বৈ সত্যকাম পরং চাপরং চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ"—"হে সত্যকাম, এই যে প্রণব, ইহাই পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম।" ব্রহ্ম=বৃহত্তম, সর্বব্যাপী বা সর্বস্বরূপ। সুতরাং শ্রুতি ও যুক্তি দ্বারা সিদ্ধ হইল যে, ওঙ্কার ব্রহ্ম। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহা কর্মাঙ্গভূত উপাসনা নহে, পরন্তু ব্রহ্মের প্রতীক প্রণবে ব্রহ্মের উপাসনা। পূর্বে সামভক্তির অবয়বরূপী যে ওঙ্কারের উপাসনা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা কর্মাঙ্গভূত বিভিন্ন পদার্থের সংস্কারের জন্য, এবং উহার ফলও ভিন্নভাবে উল্লিখিত হইয়াছে; আলোচ্য

প্রণবোপাসনা কিন্তু ক্রমমুক্তির উপায় ;—ইহাই উভয় স্থলের পার্থক্য। বর্তমান দ্বিতীয় ও তৃতীয় কণ্ডিকায় ওঙ্কারের প্রশংসা হইতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, প্রণব উপাস্য ; অর্থাৎ ওঙ্কারকে সর্বাত্মক ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিলে অমৃতত্ব লাভ হয়।

২। আশঙ্কা হইতে পারে যে, ওঙ্কার সকল শব্দে ব্যাপ্ত থাকিলেও, আকাশাদির তো পৃথক্ অস্তিত্ব আছে ? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে যে, ওঙ্কার ও পরমাত্মা যখন অভিন্ন এবং পরমাত্মা ব্যতিরেকে যখন পরমাত্মার বিবর্তভূত এই জগতের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, তখন ওঙ্কারও অবশ্যই সর্বাত্মক।

দ্বিতীয়াধ্যায়—চতুর্বিংশ খণ্ড

(যজমানের লোকলাভ)

ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি—যদ্ বসূনাং প্রাতঃসবনং রুদ্রাণাং মাধ্যন্দিনং সবনমাদিত্যানাঞ্চ বিশ্বেষাঞ্চ দেবানাং তৃতীয়সবনম্ ॥ ১

ক্ব তর্হি যজমানস্য লোক ইতি স যস্তং ন বিদ্যাৎ কথং কুর্যাদথ বিদ্বান্ কুর্যাৎ ॥ ২

[প্রাসঙ্গিক প্রণবস্তুতি পরিত্যাগ করিয়া অধুনা পুনরায় যজ্ঞাঙ্গীভূত সামবিজ্ঞানাদি বিধানের জন্য উপদেশ দেওয়া হইতেছে]—ব্রহ্মবাদিনঃ (ব্রহ্মবাদিগণ) বদন্তি (বলেন), যৎ (যাহা) প্রাতঃ-সবনম্ (প্রাতঃকালীন সবন [নিম্নের টীকা দ্রঃ]) [তাহা] বসূনাম্ (অষ্টবসুর), মাধ্যন্দিনম্ সবনম্ রুদ্রাণাম্ (একাদশ রুদ্রের). তৃতীয়-সবনম্ আদিত্যানাম্ চ (দ্বাদশ আদিত্যের) চ (এবং) বিশ্বেষাম্ দেবানাম্ (বিশ্বদেবগণের)—তর্হি (তাহা হইলে) যজমানস্য (যজমানের) লোকঃ (লোক) ক্ব (কোথায়) ইতি যঃ (যে যজমান) তম্ ন বিদ্যাৎ (সেই লোক [লাভের উপায়] জানেন না) সঃ (তিনি) কথম্ (কিরূপে) কুর্যাৎ (যজ্ঞ করিবেন) ? অথ (অতএব) বিদ্বান্ ([বক্ষ্যমাণ সাম, হোম, মন্ত্র ও উত্থানরূপ উপায়] জানিয়া) কুর্যাৎ ([যজ্ঞাদি] করিবেন)। ১-২

ব্রহ্মবাদিগণ বলেন, "যাহা প্রাতঃসবন তাহা অষ্টবসুর, মাধ্যন্দিন সবন একাদশ রুদ্রের, এবং তৃতীয় সবন দ্বাদশ আদিত্যের ও বিশ্বদেবগণের; অতএব যজমানের লোক কোথায়?[১]" যে যজমান লোকলাভের উপায় জানেন না তিনি কিরূপে যজ্ঞ করিবেন? অতএব তিনি (বক্ষ্যমাণ সামাদি উপায়) জানিয়া যজ্ঞ করিবেন।[২] ১-২

১। সোমযাগের সোমাভিষব দিনে (অর্থাৎ যে দিন সোমকে ছেঁচিয়া রস বাহির করা হয় সেই দিন) সোমাহুতি, সবনীয়পশুযাগ, এবং অন্যান্য ক্রিয়াদিও হয় এবং যজমান ও ঋত্বিক্‌গণ হুতাবশেষ সোম পান করেন। ঐ দিনকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া তিনটি সবন হয়। প্রাতঃসবনাধিপতি বসুগণকর্তৃক পৃথিবী, মাধ্যন্দিনসবনাধিপতি রুদ্রগণকর্তৃক অন্তরিক্ষ, ও তৃতীয়-সবনাধিপতি বিশ্বদেবগণকর্তৃক স্বর্গলোক বশীকৃত রহিয়াছে (৩।১৬।১, টীকা দ্রঃ)। বিভিন্ন লোক এইরূপে দেবগণকর্তৃক অধিকৃত হওয়ায় যজমানের জন্য কোনও লোক অবশিষ্ট রহিল না। অথচ শ্রুতিতে আছে—"লোকায় বৈ যজতে"—লোক-লাভের জন্য যজ্ঞ করা হয়। ইহাই প্রশ্নোক্ত সমস্যা।

২। ইহার তাৎপর্য ইহা নহে যে, অবিদ্বান যজ্ঞ করিবেন না; কারণ অবিদ্বান্‌ও যজ্ঞের অধিকারী হইতে পারেন (ছাঃ ১।১।১০)। সুতরাং এই নিন্দার প্রকৃত তাৎপর্য বিদ্যার প্রশংসা।

পুরা প্রাতরনুবাকস্যোপাকরণাজ্জঘনেন গার্হপত্যস্যোদঙ্‌মুখ উপবিশ্য স বাসবং সামাভিগায়তি॥ ৩

লো৩কদ্বারমপাবার্ণূ৩৩ পশ্যেম ত্বা বয়ং রা৩৩৩৩ঁ হু৩ম্ আ৩৩জ্যা৩ য়ো ৩ আ ৩২১১১ ইতি॥ ৪

সঃ (সেই যজমান) প্রাতঃ-অনুবাকস্য (শস্ত্রনামক গীতিহীন যে ঋক্‌সমূহ প্রাতঃকালে উচ্চারিত হয়, তাহার) উপাকরণাৎ পুরা (প্রারম্ভের পূর্বে) গার্হপত্যস্য জঘনেন (গার্হপত্যাগ্নির পশ্চাতে) উদঙ্‌মুখঃ (উত্তরমুখী হইয়া) উপবিশ্য (উপবেশনপূর্বক) বাসবম্ সাম (বসুদেবতাবিশিষ্ট সাম) অভিগায়তি (গান করেন, গান করিবেন)। ৩

[সেই সামটি এই]—[হে অগ্নি], লোকদ্বারম্ (পৃথিবীলোক-প্রাপ্তির দ্বার) অপাবার্ণূ (=অপাবৃণু, উদ্‌ঘাটিত করুন) [সেই দ্বারে] বয়ম্ (আমরা) রা হুম্ আজ্যায় (=রাজ্যায় রাজ্যলাভের জন্য) ত্বা (আপনাকে), [অর্থাৎ আপনার দর্শনের ফলে আপনার অনুগ্রহভাজন হইয়া ও পৃথিবীলোক লাভ করিয়া, তজ্জনিত ভোগসমূহ প্রাপ্তির জন্য] পশ্যেম (দর্শন করিব)—ইতি। হুং, আ, উ, আ [গানের মাত্রা]। [সামগানের সুবিধার জন্য তন্মধ্যে হুম্, আ, উ ইত্যাদি সংযুক্ত হয়—১।১৩।১ টীকা দ্রঃ]। ৪

সেই যজমান গার্হপত্যাগ্নির পশ্চাদ্ভাগে উত্তরমুখী হইয়া উপবেশনপূর্বক প্রাতরনুবাক আরম্ভ হইবার পূর্বে (বসুদৈবতক) "বাসব" সাম গান করিবেন,—"(হে অগ্নি), আপনি পৃথিবীলোক-প্রাপ্তির দ্বার উদ্‌ঘাটিত করুন ; আমরা পৃথিবীলোকসুলভ ভোগলাভের জন্য আপনাকে দর্শন করিব।" ৩-৪

অথ জুহোতি নমোঽগ্নয়ে পৃথিবীক্ষিতে লোকক্ষিতে লোকং মে যজমানায় বিন্দৈষ বৈ যজমানস্য লোক এতাঽস্মি ॥ ৫

অত্র যজমানঃ পরস্তাদায়ুষঃ স্বাহাঽপজহি পরিঘমিত্যুক্ত্বা-ত্তিষ্ঠতি তস্মৈ বসবঃ প্রাতঃসবনং সম্প্রযচ্ছন্তি ॥ ৬

অথ (অনন্তর) [যজমান এই মন্ত্রে] জুহোতি (আহুতি প্রদান করেন)—পৃথিবীক্ষিতে, লোকক্ষিতে (পৃথিবীলোক-নিবাসী) অগ্নয়ে (অগ্নিকে) নমঃ (নমস্কার) ; যজমানায় মে (যজমান আমারই জন্য) [আপনি] লোকম্ (লোক) বিন্দ (লাভ করুন) এষঃ বৈ (ইহাই) যজমানস্য (যজমানের [আমার লভ্য]) লোকঃ (লোক) ;—আয়ুষঃ পরস্তাৎ (আয়ুঃশেষে, মৃত্যুর পরে) যজমানঃ (যজমান আমি) অত্র (এই পৃথিবীলোকে) এতা অস্মি (গমন করিতে উদ্যত হইয়াছি)—স্বাহা (স্বাহা)। পরিঘম (লোকদ্বারের অর্গল) অপজহি (অপনীত করুন)—ইতি উক্ত্বা (এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক) উত্তিষ্ঠতি (উত্থিত হন) ; বসবঃ (বসুগণ) তস্মৈ (সেই যজমানকে) প্রাতঃসবনম্ (প্রাতঃসবন, অর্থাৎ প্রাতঃসবনের সহিত সংশ্লিষ্ট [ছাঃ ২।২৪।১] এই লোক) সম্প্রযচ্ছন্তি (দান করেন)। ৫-৬

অনন্তর (যজমান এই মন্ত্রে) আহুতি প্রদান করেন—"পৃথিবীলোকনিবাসী অগ্নিকে নমস্কার ; যজমান আমারই জন্য আপনি লোক লাভ করুন। ইহাই (অর্থাৎ এই পৃথিবীই) যজমানের (আমার) লভ্য লোক ; মৃত্যুর পরে আমি এইপৃথিবীলোকে আগমন করিতে আকাঙ্ক্ষিত আছি—স্বাহা।[১]"(অতঃপর) "লোকদ্বারের অর্গল অপনীত করুন," এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক যজমান উত্থিত হন। ইহার ফলে[২] বসুগণ প্রাতঃসবন-সম্বন্ধী এই লোক যজমানকে দান করেন। ৫-৬

পুরা মাধ্যন্দিনস্য সবনস্যোপাকরণাজ্জঘনেনাগ্নীধ্রীয়স্যোদঙ্মুখ উপবিশ্য স রৌদ্রং সামাভিগায়তি ॥ ৭

লো৩কদ্বারমপাবা৩র্ণূ৩৩ পশ্যেম ত্বা বয়ং বৈরা ৩৩৩৩৩ হু৩ম্
আ ৩৩ জ্যা ৩ য়ো ৩ আ ৩২১১১ ইতি ॥ ৮

[পৃথিবীলোক-জয়ের উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে ; অধুনা অন্তরিক্ষ-লোক-জয় প্রদর্শিত হইতেছে]—সঃ মাধ্যন্দিনস্য সবনস্য (মাধ্যন্দিন সবনের) উপাকরণাৎ পুরা (প্রারম্ভের পূর্বে) আগ্নীধ্রীয়স্য (দক্ষিণাগ্নির) জঘনেন (পশ্চাতে) উদঙ্মুখঃ উপবিশ্য রৌদ্রম্ (রুদ্রদেবতাবিশিষ্ট) সাম অভিগায়তি—[হে অগ্নি], লোকদ্বারম্ [ইত্যাদি পূর্ববৎ]। বৈরাজ্যায় (বিশেষ ভোগলাভের জন্য) । ৭-৮

সেই যজমান দক্ষিণাগ্নির পশ্চাতে উত্তরমুখী হইয়া উপবেশনপূর্বক মাধ্যন্দিন সবনের প্রারম্ভের পূর্বে (রুদ্রদৈবতক) "রৌদ্র" সাম গান করিবেন,—"হে

---

[১] "স্বাহা" শব্দটি মন্ত্রের পরিসমাপ্তি ও হোমের দ্যোতক।

[২] অর্থাৎ সামগান, হোম, মন্ত্র ও উত্থানের ফলে।

অগ্নি, আপনি অন্তরিক্ষলোকের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করুন; আমরা অন্তরিক্ষলোকসুলভ বিশেষ ভোগ লাভের জন্য আপনাকে দর্শন করিব।” ৭-৮

অথ জুহোতি নমো বায়বেঽন্তরিক্ষক্ষিতে লোকক্ষিতে লোকং মে যজমানায় বিন্দৈষ বৈ যজমানস্য লোক এতাঽস্মি ॥ ৯

অত্র যজমানঃ পরস্তাদায়ুষঃ স্বাহাঽপজহি পরিঘমিত্যুক্ত্বোত্তিষ্ঠতি তস্মৈ রুদ্রা মাধ্যন্দিনং সবনং সম্প্রযচ্ছন্তি ॥ ১০

অথ জুহোতি—অন্তরিক্ষক্ষিতে লোকক্ষিতে (অন্তরিক্ষলোক-নিবাসী) বায়বে (বায়ুকে) নমঃ। রুদ্রাঃ (রুদ্রগণ) মাধ্যন্দিনম্ সবনম্ (মাধ্যন্দিন-সবন-সম্বন্ধী অন্তরিক্ষলোক) সম্প্রযচ্ছন্তি। ৯-১০

অনন্তর (যজমান এই মন্ত্রে) আহুতি প্রদান করেন—“অন্তরিক্ষসঞ্চারী বায়ুকে নমস্কার; যজমান আমারই জন্য আপনি লোক লাভ করুন। এই অন্তরিক্ষই যজমানের (আমার) লভ্য লোক; মৃত্যুর পরে আমি এই লোকে গমন করিতে আকাঙ্ক্ষিত আছি—স্বাহা।” (অতঃপর) “লোকদ্বারের অর্গল উদ্‌ঘাটিত করুন,” এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যজমান গাত্রোত্থান করেন। ইহাতে রুদ্রগণ সেই যজমানকে মাধ্যন্দিন-সবন-সম্বন্ধী অন্তরিক্ষলোক দান করেন। ৯-১০

পুরা তৃতীয়সবনস্যোপাকরণাজ্জঘনেনাহবনীয়স্যোদঙ্‌মুখ উপবিশ্য স আদিত্যং স বৈশ্বদেবং সামাভিগায়তি ॥ ১১

লো৩কদ্বারমপাবার্ণূ৩৩ পশ্যেন ত্বা বয়ং স্বারা ৩৩৩৩৩ হু৩ম্ আ ৩৩ জ্যা ৩ য়ো ৩ আ ৩২১১১ ইতি ॥ ১২

আদিত্যমথ বৈশ্বদেবং লো৩কদ্বারমপাবা৩র্ণূ৩৩ পশ্যেম ত্বা বয়ং সাম্রা৩৩৩৩ হু৩ম্ আ ৩৩ জ্যা ৩ য়ো ৩ আ ৩২১১১ ইতি ॥ ১৩

[অধুনা দ্যুলোকপ্রাপ্তির উপায় বলা হইতেছে]—সঃ তৃতীয়সবনস্য (তৃতীয় সবনের) উপাকরণাৎ পুরা আহবনীয়স্য (আহবনীয়াগ্নির) জঘনেন উদঙ্ মুখঃ উপবিশ্য আদিত্যম্ (আদিত্যদৈবতক) [এবং] বৈশ্বদেবম্ (বিশ্বদেববিশিষ্ট) সাম অভিগায়তি—লোকদ্বারম্ (ইত্যাদি পূর্ববৎ) স্বারাজ্যায় ([আদিত্যদিগের ন্যায় অন্তরিক্ষে] স্বাতন্ত্র্যলাভের জন্য) পশ্যেম—ইতি আদিত্যম্ (ইহা আদিত্যদেবতাবিশিষ্ট সাম) ; অথ (অতঃপর) বৈশ্বদেবম্ (বিশ্বদেব-বিশিষ্ট সাম)—লোকদ্বারম্ [ইত্যাদি পূর্ববৎ] ; সাম্রাজ্যায় (সাম্রাজ্যলাভের জন্য) । ১১-১৩

সেই যজমান আহবনীয়াগ্নির পশ্চাতে উত্তরমুখী হইয়া উপবেশনপূর্বক তৃতীয় সবনের প্রারম্ভের পূর্বে (ক্রমে) "আদিত্য" ও "বৈশ্বদেব" সামদ্বয় গান করেন—"হে অগ্নি, আপনি দ্যুলোকলাভের দ্বার অপাবৃত করুন ; আমরা সাম্রাজ্যলাভের জন্য আপনাকে দর্শন করিব,"—ইহা আদিত্যগণের সাম। অনন্তর বিশ্বদেবগণের সাম—"হে অগ্নি, আপনি দ্যুলোকলাভের জন্য দ্বার উদ্ঘাটিত করুন ; আমরা সাম্রাজ্যলাভের জন্য আপনাকে দর্শন করিব।" ১১-১৩

অথ জুহোতি নম আদিত্যেভ্যশ্চ বিশ্বেভ্যশ্চ দেবেভ্যো দিবিক্ষিদ্ভ্যো লোকক্ষিদ্ভ্যো লোকং মে যজমানায় বিন্দত ॥ ১৪

এষ বৈ যজমানস্য লোক এতাঽস্ম্যত্র যজমানঃ পরস্তাদায়ুষঃ স্বাহাঽপহত পরিঘমিত্যুক্ত্বোত্তিষ্ঠতি ॥ ১৫

অথ জুহোতি—দিবিক্ষিদ্ভ্যঃ লোকক্ষিদ্ভ্যঃ (দ্যুলোকনিবাসী) আদিত্যেভ্যঃ চ বিশ্বেভ্যঃ দেবেভ্যঃ চ (আদিত্যগণকে ও বিশ্বদেবগণকে) নমঃ। মে যজমানায় লোকম্ বিন্দত (আপনারা লাভ করুন)। এষঃ বৈ [ইত্যাদি পূর্ববৎ]; অপহৃত (আপনারা উন্মুক্ত করুন)। ১৪-১৫

অনন্তর যজমান এই মন্ত্রে হোম করেন,—"দ্যুলোকবাসী আদিত্যগণ ও বিশ্বদেবগণকে নমস্কার; আপনারা যজমান আমার জন্য দ্যুলোক লাভ করুন। এই দ্যুলোকই যজমানের (আমার) লভ্য লোক; মৃত্যুর পরে আমি এই লোকে গমন করিতে আকাঙ্ক্ষিত হইয়াছি—স্বাহা।" (অতঃপর) "লোকদ্বারের অর্গল উন্মুক্ত করুন," এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক যজমান গাত্রোত্থান করেন।[১] ১৪-১৫

[১] এই খণ্ডোক্ত সামগান, হোম ও মন্ত্রোচ্চারণাদি যজমানের কর্তব্য; ঋত্বিকের নহে।

তস্মা আদিত্যাশ্চ বিশ্বে চ দেবাস্তৃতীয়সবনং সম্প্রযচ্ছন্ত্যেষ হ বৈ যজ্ঞস্য মাত্রাং বেদ য এবং বেদ য এবং বেদ ॥ ১৬

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য চতুর্বিংশখণ্ডঃ॥

ইতি ছান্দোগ্যোপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ॥

তস্মৈ আদিত্যাঃ চ [ইত্যাদি পূর্ববৎ]। যঃ (যে যজমান) এবম্ বেদ (যথোক্ত প্রকারে সামাদি অবগত আছেন) এষঃ হ বৈ (সেই যজমানই) যজ্ঞস্য মাত্রাম্ (যজ্ঞের যাথাত্ম্য) বেদ (জানেন)। যঃ এবম্ বেদ [অধ্যায়ের পরিসমাপ্তিসূচক পুনরুক্তি]। ১৬

সেই যজমানকে আদিত্যগণ ও বিশ্বদেবগণ তৃতীয়সবনসম্বন্ধী দ্যুলোক প্রদান করেন। যে যজমান উক্ত সামাদিকে এইরূপে অবগত আছেন, তিনিই যজ্ঞের তত্ত্ব বিদিত আছেন।[১] ১৬

[১] অর্থাৎ যজ্ঞের যাথাত্ম্যজ্ঞান থাকায় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া তিনি উহার যথাযথ ফললাভে সমর্থ হন—ইহাই পূর্বোক্ত সামাদিজ্ঞানের ফল।

তৃতীয়াধ্যায়—প্রথম খণ্ড

(সূর্যোপাসনা, মধুবিদ্যা)

ওঁ। অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু তস্য দ্যৌরেব তিরশ্চীনবংশোঽন্তরিক্ষমপূপো মরীচয়ঃ পুত্রাঃ॥ ১

[সূর্যই সমস্ত যজ্ঞাদি কর্মের পরিণত ফল ; কারণ সকল প্রাণীই স্বীয় কর্মফলানুসারে তাঁহাকে উপভোগ করিয়া থাকে,—ইহা প্রত্যক্ষই দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং কর্মাঙ্গীভূত উপাসনার পরে সর্বপ্রাণীর কর্মফলস্বরূপ সবিতার স্বতন্ত্র উপাসনা উপদিষ্ট হইতেছে ; কারণ উহাতে ক্রমমুক্তি-রূপ শ্রেষ্ঠতম ফল লাভ হইয়া থাকে]—অসৌ বৈ আদিত্যঃ (ঐ সূর্যই) দেবমধু (মধুর ন্যায় দেবগণের প্রীতিসম্পাদক), [কারণ] দ্যৌঃ এব (দ্যুলোকই) তস্য (তাঁহার) তিরশ্চীন-বংশঃ ([মধুচক্রের ঝুলিয়া থাকার অবলম্বনস্বরূপ] বক্র-বংশখণ্ড), অন্তরিক্ষম্ (আকাশ) অপূপঃ (মধুচক্র), মরীচয়ঃ (রশ্মিসমূহ, অর্থাৎ কিরণরাশির দ্বারা আকৃষ্ট ও আকাশব্যাপী কিরণরাশির মধ্যে অবস্থিত জল) পুত্রাঃ (মক্ষিকার পুত্রগণ)।

ঐ আদিত্যই দেবগণের মধু ;[১] (কারণ) দ্যুলোকই উক্ত মধুর (আলম্বন-স্থানীয়) বক্র বংশখণ্ড ;[২] অন্তরিক্ষ তাহার মধুচক্র ;[৩] এবং কিরণমধ্যবর্তী জলই মক্ষিকাশাবক।[৪] ১

১। ছাঃ ৩।৬-১০ দ্রঃ। তিনি বসু, রুদ্র প্রভৃতির প্রীতিসম্পাদক।

২। আকাশের উপরিভাগ মধুচক্রের ন্যায় গোলাকার বলিয়া মনে হয় এবং আকাশের ঊর্ধ্বে দ্যুলোক। সুতরাং আকাশরূপ মধুচক্র দ্যুলোকে দোদুল্যমান।

৩। আকাশে সবিতৃরূপ মধু আছেন, এবং আকাশ দ্যুলোকের নীচে ঝুলিয়া আছে ; অতএব আকাশই মধুচক্র।

৪। জল ভূমি হইতে সূর্যকিরণের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া আকাশস্থ (অর্থাৎ মধুচক্রের মধ্যস্থ) কিরণরাশির মধ্যে (অর্থাৎ মধুচক্রস্থ ছিদ্রসকলের মধ্যে) অবস্থান করে। অতএব জলই মক্ষিকাশাবক। এখানে ইহাই বলা হইতেছে যে, আদিত্যে মধুদৃষ্টি, দ্যুলোকে বক্রবংশদৃষ্টি, অন্তরিক্ষে মধুচক্রদৃষ্টি, বাষ্পকণিকাসমূহে শাবকদৃষ্টি আরোপ করিয়া উপাসনা করিতে হইবে।

তস্য যে প্রাঞ্চো রশ্ময়স্তা এবাস্য প্রাচ্যো মধুনাড্যঃ। ঋচ এব মধুকৃত ঋগ্বেদ এব পুষ্পং তা অমৃতা আপস্তা বা এতা ঋচঃ ॥ ২

এতমৃগ্বেদমভ্যতপংস্তস্যাভিতপ্তস্য যশস্তেজ ইন্দ্রিয়ং বীর্যমন্নাদ্যং রসোঽজায়ত ॥ ৩

তস্য ([মধুর অর্থাৎ কর্মফলের আশ্রয় বলিয়া মধুস্বরূপ] আদিত্যের) যে (যে সকল) প্রাঞ্চঃ (পূর্বদিগ্‌বর্তী) রশ্ময়ঃ (কিরণরাশি) [আছে], তাঃ এব (তাহারাই) অস্য (ইহার) প্রাচ্যঃ (পূর্বদিগ্‌বর্তী) মধুনাড্যঃ (মধুচ্ছিদ্রসকল), ঋচঃ এব (ঋক্‌মন্ত্রসকলই) মধুকৃতঃ (মধুকরবৃন্দ), ঋক্-বেদঃ (ঋগ্বেদ, অর্থাৎ ঋগ্বেদে বিহিত কর্ম) পুষ্পম্ (ফুল, কর্মফল আহরণের স্থান)। তাঃ অমৃতাঃ ([যজ্ঞে আহুত যে সোমরস, আজ্য ও দুগ্ধ অগ্নিতে পক্ব হইয়া অপূর্বস্বরূপ হয় ও পরম্পরায় মুক্তির সহায়ক হয়, অথবা সূর্যের রক্তচ্ছটায় পরিণত হয়] সেই অমৃতরাশিই) আপঃ ([পুষ্প হইতে আহৃত] রস)। তাঃ বা এতাঃ ঋচঃ (উক্ত সেই [কর্মে প্রযুক্ত মক্ষিকাস্থানীয়] ঋক্-মন্ত্রসকল) এতম্ ঋক্-বেদম্ (এই ঋগ্বেদে বিহিত [পুষ্পস্থানীয়] কর্মকে) [যেন] অভ্যতপন্ (উত্তপ্ত করিয়াছিল, অর্থাৎ করে)। তস্য অভিতপ্তস্য (উক্ত সেই উত্তপ্ত ঋগ্বেদবিহিত কর্ম হইতে) যশঃ (খ্যাতি), তেজঃ (দেহজ্যোতি), ইন্দ্রিয়ম্ (ইন্দ্রিয়ের পটুতা), বীর্যম্ (সামর্থ্য, বল) অন্ন-অদ্যম্ (ভক্ষণীয় অন্ন) [স্থানীয়] রসঃ (রস) অজায়ত (জাত হইল, হয়)। ২-৩

আদিত্যের যে সকল কিরণ পূর্বদিকে বিচ্ছুরিত রহিয়াছে, উহারাই মধুচক্রের পূর্বদিগ্‌বর্তী[1] মধুচ্ছিদ্রসমূহ। ঋক্‌সকলই মধুকর, ঋগ্বেদে বিহিত কর্মসকল পুষ্প। (উক্ত) কর্ম হইতে সঞ্চিত অমৃতরাশিই পুষ্পের রস। (মধুকরস্থানীয়) এই ঋক্‌সমুদয়ই উক্ত (পুষ্পরূপ) কর্মকে উত্তপ্ত করে। উত্তপ্ত সেই কর্ম হইতে যশ, (দেহলাবণ্য, ইন্দ্রিয়পটুতা, বল ও ভক্ষ্য অন্ন (এই বিবিধ) রস সঞ্জাত হয়।[2] ২-৩

১। সূর্যোদয়কালে যে কিরণরাশি প্রথমে দৃষ্ট হয়, উহারা রক্তিমবর্ণ এবং উহারা ঋক্‌সমূহের দ্বারা নিষ্পাদিত (পরের কণ্ডিকা দ্রঃ)।

২। শস্ত্র প্রভৃতি ঋক্‌সমুদয়ের সহায়ে কর্ম সম্পাদিত হয়, এবং এইরূপ হইলেই কর্ম হইতে

অপূর্ব বা কর্মফলস্বরূপ মধুরস ক্ষরিত হয়। মধুকরচুম্বিত পুষ্প যেরূপ রস অর্পণ করে, ঋকের দ্বারা নিষ্পাদিত কর্মও সেইরূপ যশ প্রভৃতি রস বা ফল ক্ষরণ করে। মধুকর পুষ্পরসকে উত্তপ্ত করিয়া মধুতে পরিণত করে, সেইরূপ অগ্নিতে উত্তপ্ত সোমরস, ঘৃত ও দুগ্ধ প্রভৃতি তরল আহুতিসকল ঋক্‌মন্ত্র সহায়ে অমৃতে, অর্থাৎ অপূর্ব বা কর্মফলে, পরিণত হয়। ইহাকে অমৃত বলার কারণ এই যে, উহা চিত্তশুদ্ধি-উৎপাদন-ক্রমে মুক্তিরও সহায়ক হয়। অথবা সূর্যের রক্তচ্ছটাই এখানে অমৃতপদবাচ্য।

পূর্বের ন্যায় এখানেও পূর্বদিগ্‌বর্তী রশ্মিসমূহে পূর্বদিগ্‌বর্তি-মধুনাড়ী-দৃষ্টি, ঋক্‌সমূহে মধুকর-দৃষ্টি, ঋগ্বেদবিহিত কর্মে পুষ্পদৃষ্টি, ও অপূর্বসকলে পুষ্পরসদৃষ্টি আরোপ করিয়া উপাসনা করিতে হইবে—ইহাই তাৎপর্য।

তদ্ব্যক্ষরৎ তদাদিত্যমভিতোঽশ্রয়ত্তদ্বা এতদ্ যদেতদাদিত্যস্য রোহিতং রূপম্॥ ৪

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য প্রথমখণ্ডঃ॥

[অনুষ্ঠিত কর্মের ফল কিরূপে আদিত্যকে আশ্রয় ফরে, তাহা দর্শিত হইতেছে]—তৎ ([যশ হইতে অন্ন পর্যন্ত] সেই রস) ব্যক্ষরৎ (বিশেষরূপে নিঃসৃত হইল, গমন করিল) [এবং] তৎ (উহা) আদিত্যম্ অভিতঃ (আদিত্যের পার্শ্বে, পূর্ব ভাগে) অশ্রয়ৎ (আশ্রয় লাভ করিল); এতৎ যৎ (এই যে) [উদীয়মান] আদিত্যস্য (সূর্যের) রোহিতম্ রূপম্ (লোহিত রূপ), এতৎ বৈ (ইহাই) তৎ (কর্মফলরূপ মধু)। ৪

সেই রস বিশেষরূপে ক্ষরিত হইয়া আদিত্যে গমন করে এবং (উদীয়মান) সূর্যের পূর্ব ভাগ অবলম্বনে অবস্থান করে। সূর্যের এই যে রক্তচ্ছটা, ইহাই সেই (কর্মফলরূপ) মধু।[1] ৪

[1] মানুষ ফল কামনা করিয়াই কর্ম করে। ধান্যরূপ ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনায় যেমন লোকে ভূমি কর্ষণ করে, সেইরূপ যজ্ঞাদি সম্পাদন-কালেও তাহারা মনে করে যে, কৃত কর্মের ফল অদৃষ্টরূপে আদিত্যে সঞ্চিত থাকিবে এবং তাহারা যথাসময়ে উহা পাইবে। এই আশায় যশ প্রভৃতি ফলের জন্য তাহারা যজ্ঞাদি করে।

তৃতীয়াধ্যায়—দ্বিতীয় খণ্ড

(সূর্যোপাসনা, দক্ষিণ মধুনাড়ী)

অথ যেঽস্য দক্ষিণা রশ্ময়স্তা এবাস্য দক্ষিণা মধুনাড্যো যজূংষ্যেব মধুকৃতো যজুর্বেদ এব পুষ্পং তা অমৃতা আপঃ ॥ ১

অথ (আর) অস্য যে দক্ষিণাঃ (দক্ষিণদিক্‌স্থিত) রশ্ময়ঃ তাঃ এব অস্য দক্ষিণাঃ মধুনাড্যঃ। যজূংষি এব ([যজুর্বেদবিহিত কর্মে প্রযুক্ত] যজুর্মন্ত্রসকল) মধুকৃতঃ। যজুর্বেদঃ এব (যজুর্বেদে বিহিত কর্মই) পুষ্পম্। তাঃ অমৃতাঃ আপঃ। ১

এবং যে কিরণরাশি সূর্যের দক্ষিণপার্শ্ববর্তী, তাহারাই ইহার দক্ষিণদিক্‌স্থিত মধুনাড়ীসমুদয়। যজুর্মন্ত্রসকল মধুকর। যজুর্বেদবিহিত কর্মই পুষ্প। যজুর্বেদবিহিত কর্ম হইতে সঞ্চিত অমৃত (অর্থাৎ অদৃষ্ট) সকলই পুষ্পের রস।[1] ১

[1] ১। পূর্বখণ্ডের ন্যায় এখানেও দক্ষিণরশ্মি, যজুঃ, যজুর্বেদবিহিত কর্ম ও তৎসঞ্জাত কর্মফলে ক্রমে দক্ষিণ মধুনাড়ী, মধুকর, পুষ্প ও পুষ্পরসের দৃষ্টি আরোপ করিয়া উপাসনা করিতে হইবে—ইহাই বলা হইল। পরেও এইরূপই বুঝিতে হইবে।

তানি বা এতানি যজূংষ্যেতং যজুর্বেদমভ্যতপংস্তস্যাভিতপ্তস্য যশস্তেজ ইন্দ্রিয়ং বীর্যমন্নাদ্যং রসোঽজায়ত ॥ ২

তানি বৈ এতানি যজূংষি (উক্ত এই যজুর্মন্ত্রসকল) এতম্ যজুর্বেদম্ (এই যজুর্বেদবিহিত কর্মকে) অভ্যতপন্ (অভিতপ্ত করিল)। তস্য [ইত্যাদি পূর্ববৎ]। ২

উক্ত যজুর্মন্ত্রসকল এই যজুর্বেদবিহিত কর্মকে উত্তপ্ত করে। উত্তপ্ত সেই কর্ম হইতে যশ, দেহজ্যোতিঃ, ইন্দ্রিয়পটুতা, বল ও ভক্ষণীয় অন্ন (এই বিবিধাকার) রস নির্গত হয়। ২

তদ্ব্যক্ষরৎ তদাদিত্যমভিতোঽশ্রয়ৎ তদ্বা এতদ্ যদেতদাদিত্যস্য শুক্লং রূপম্ ॥ ৩

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়খণ্ডঃ ॥

তৎ [ইত্যাদি পূর্ববৎ]। শুক্লম্ (শুভ্র)। ৩

সেই রস বিশেষরূপে ক্ষরিত হইয়া আদিত্যে গমন করে এবং তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্ব অবলম্বনে অবস্থান করে। সূর্যের এই যে শুভ্রচ্ছটা, ইহাই সেই (কর্মফলরূপ) মধু। ৩

তৃতীয়াধ্যায়—তৃতীয় খণ্ড

(সূর্যোপাসনা, পশ্চিম মধুনাড়ী)

অথ যেঽস্য প্রত্যঞ্চো রশ্ময়স্তা এবাস্য প্রতীচ্যো মধুনাড্যঃ সামান্যেব মধুকৃতঃ সামবেদ এব পুষ্পং তা অমৃতা আপঃ ॥ ১

এবং সূর্যের পশ্চিমদিগ্‌বর্তী কিরণরাশিই মধুচক্রের পশ্চিমদিগ্‌বর্তী ছিদ্রসমুদয়। সামসমূহই মধুকর। সামবেদে বিহিত কর্মই পুষ্প। (সেই কর্ম হইতে সঞ্চিত) অমৃতসকলই পুষ্পের রস। ১

তানি বা এতানি সামান্যেতং সামবেদমভ্যতপংস্তস্যাভিতপ্তস্য যশস্তেজ ইন্দ্রিয়ং বীর্যমন্নাদ্যং রসোঽজায়ত ॥ ২

উক্ত এই মধুকরস্থানীয় সামসমূহ সামবেদবিহিত কর্মকে উত্তপ্ত করে। উত্তপ্ত সেই কর্ম হইতে যশ, দেহজ্যোতি, ইন্দ্রিয়পটুতা, বল ও ভক্ষণীয় অন্ন (রূপ) রস জাত হয়। ২

তদ্ব্যক্ষরৎ তদাদিত্যমভিতোঽশ্রয়ৎ তদ্বা এতদ্ যদেতদাদিত্যস্য কৃষ্ণং রূপম্ ॥ ৩

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়খণ্ডঃ ॥

সেই রস বিশেষরূপে ক্ষরিত হইয়া আদিত্যে গমন করে এবং তাঁহার পশ্চিমভাগ অবলম্বনে অবস্থান করে। সূর্যের এই যে কৃষ্ণচ্ছটা, ইহাই সেই (কর্মফলরূপ) মধু। ৩

তৃতীয়াধ্যায়—চতুর্থ খণ্ড

(সূর্যোপাসনা, উত্তর মধুনাড়ী)

অথ যেঽস্যোদঞ্চো রশ্ময়স্তা এবাস্যোদীচ্যো মধুনাড্যোঽথর্বাঙ্গিরস এব মধুকৃত ইতিহাসপুরাণং পুষ্পং তা অমৃতা আপঃ ॥ ২

অথর্বাঙ্গিরসঃ (অথর্বা ও অঙ্গিরা ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট মন্ত্রসকল, অর্থাৎ অথর্ববেদোক্ত মন্ত্র)। ইতিহাস-পুরাণম্ (অথর্ববেদীয় ব্রাহ্মণে বিহিত কর্ম, অথবা ইতিহাস ও পুরাণের অন্তর্গত আখ্যান)। ১

আর আদিত্যের উত্তরভাগে যে কিরণপুঞ্জ আছে, উহারাই মধুচক্রের উত্তরদিক্‌স্থিত মধুচ্ছিদ্র। অথর্ববেদোক্ত মন্ত্ররাশিই মধুকর। ইতিহাস-পুরাণসম্বন্ধী কর্মই পুষ্প।[1] কর্ম হইতে সংগৃহীত অমৃতরাশিই পুষ্পের রস। ১

১। অথর্ববেদীয় ব্রাহ্মণে বিহিত কর্মই পুষ্প। অথবা ব্রাহ্মণের ইতিহাস ও পুরাণরূপ অংশই এখানে পুষ্প বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; কারণ শ্রুতিতে আছে "পরিপ্লবমাচক্ষীত"—অর্থাৎ সুদীর্ঘ অশ্বমেধ-সম্পাদনকালে পাছে রাত্রিতে যজমানের আলস্য উপস্থিত হয়, সেই জন্য তাঁহাকে নানাবিধ উপাখ্যানাদি শুনাইতে হয়। সুতরাং এই ইতিহাস-পুরাণও কর্মেরই অঙ্গ (৭।১।২, টীকা দ্রঃ)।

তে বা এতেঽথর্বাঙ্গিরস এতদিতিহাসপুরাণমভ্যতপংস্তস্যাভিতপ্তস্য যশস্তেজ ইন্দ্রিয়ং বীর্যমন্নাদ্যং রসোঽজায়ত ॥ ২

অথর্ববেদোক্ত সেই মন্ত্রসকল এই ইতিহাস-পুরাণকে উত্তপ্ত করিল। উত্তপ্ত সেই ইতিহাস-পুরাণ হইতে যশ, দেহকান্তি, ইন্দ্রিয়পটুতা, বল ও ভক্ষণীয় অন্ন (রূপ) রস নিঃসারিত হইল। ২

তদ্ব্যক্ষরৎ তদাদিত্যমভিতোঽশ্রয়ৎ তদ্বা এতদ্ যদেতদাদিত্যস্য পরং কৃষ্ণং রূপম্ ॥ ৩

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থখণ্ডঃ ॥

সেই রস বিশেষরূপে ক্ষরিত হইয়া আদিত্যে গমন করে এবং তাঁহার উত্তরভাগ-অবলম্বনে অবস্থান করে। সূর্যের এই যে অতিকৃষ্ণচ্ছটা, ইহাই সেই (কর্মফলরূপ) মধু। ৩

তৃতীয়াধ্যায়—পঞ্চম খণ্ড

(সূর্যোপাসনা, ঊর্ধ্ব মধুনাড়ী)

অথ যেঽস্যোর্ধ্বা রশ্ময়স্তা এবাস্যোর্ধ্বা মধুনাড্যো গুহ্যা এবাদেশা মধুকৃতো ব্রহ্মৈব পুষ্পং তা অমৃতা আপঃ ॥ ১

অথ যে অস্য ঊর্ধ্বাঃ (উপরিভাগস্থ) রশ্ময়ঃ [ইত্যাদি পূর্ববৎ]। গুহ্যাঃ (গোপনীয়, রহস্য) আদেশাঃ এব ([লোকদ্বারম্ অপাবৃণু—ছাঃ ২।২৪।৪ ইত্যাদি বিষয়ে] বিধিসমূহ, এবং কর্মাঙ্গবিষয়ক উপাসনাসমূহই) মধুকৃতঃ। ব্রহ্ম এব (প্রণবই) পুষ্পম্।১

আর সূর্যের ঊর্ধ্বভাগে যে রশ্মিরাশি তাহারাই ঊর্ধ্বভাগস্থ মধুচ্ছিদ্র। গুহ্য বিধি ও উপাসনা সকলই মধুকর। প্রণবই পুষ্প এবং (প্রণবোপাসনা হইতে গৃহীত ফলরূপ) অমৃতরাশিই পুষ্পরস। ১

তে বা এতে গুহ্যা আদেশা এতদ্ব্রহ্মাভ্যতপংস্তস্যাভিতপ্তস্য যশস্তেজ ইন্দ্রিয়ং বীর্যমন্নাদ্যং রসোঽজায়ত ॥ ২

সেই গুহ্য বিধি ও উপাসনাসকল এই প্রণবকে উত্তপ্ত করে। উত্তপ্ত সেই প্রণব হইতে যশ, দেহজ্যোতিঃ, ইন্দ্রিয়পটুতা, বল ও ভক্ষণীয় অন্ন (রূপ) রস জাত হয়। ২

তদ্ব্যক্ষরৎ তদাদিত্যমভিতোঽশ্রয়ৎ তদ্বা এতদ্ যদেতদাদিতস্য মধ্যে ক্ষোভত ইব ॥ ৩

তৎ [ইত্যাদি পূর্ববৎ]। মধ্যে (মধ্যভাগে) ক্ষোভতে ইব (যেন সঞ্চলমান হইতেছে [বলিয়া শাস্ত্র-দৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তির সমাহিতচিত্তে প্রতিভাত হয়])। ৩

সেই রস বিশেষরূপে ক্ষরিত হইয়া আদিত্যে গমন করে এবং আদিত্যের ঊর্ধ্বভাগ-অবলম্বনে অবস্থান করে। আদিত্যের মধ্যভাগে এই যে চঞ্চলরূপে অবস্থিত কিরণরাশি, উহাই সেই মধু। ৩

তে বা এতে রসানাং রসা বেদা হি রসাস্তেষামেতে রসাস্তানি বা এতান্যমৃতানামমৃতানি বেদা হ্যমৃতাস্তেষামেতান্যমৃতানি ॥ ৪

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য পঞ্চমখণ্ডঃ ॥

[পঞ্চম মধু বর্ণনা করিয়া অধুনা উক্ত বিষয়ে ধ্যান-বিধানের জন্য কর্মের প্রশংসা করা হইতেছে]—তে বৈ এতে (উক্ত এই লোহিতাদিরূপ রসসকলই) রসানাম (রসসকলের) রসাঃ (সার) হি (কারণ) বেদাঃ (বেদসকল) রসাঃ (সারস্বরূপ, লোকসমূহের সার [ছাঃ ২।২৩।২]) [এবং] এতে (এই লোহিতাদি বর্ণ) তেষাম্। ([সেই সারস্বরূপ ও কর্মে বিনিযুক্ত] বেদসকলের) রসাঃ (সার, ফল)। তানি বৈ এতানি (সেই লোহিতাদি বর্ণসকলই) অমৃতানাম্ (অমৃতরাশির) অমৃতানি (অমৃত) ; হি (কারণ) [নিত্যস্বরূপ] বেদাঃ (বেদসকল) অমৃতাঃ (অমৃত) এতানি (এই লোহিতাদি) তেষাম্ ([কর্মে

বিনিযুক্ত, কর্মভাবাপন্ন ও অমৃতস্বরূপ] বেদসকলের) অমৃতানি (অমৃত, [=স্থায়ী, অর্থাৎ কর্মের পরেও অবস্থিত ফল]) । ৪

সেই লোহিতাদি বর্ণসকলই রসরাশিরও রস ; কারণ বেদসমূহ লোকসকলের রসস্বরূপ এবং এই লোহিতাদি তাহাদেরও রস। সেই লোহিতাদি রূপরাজিই অমৃতেরও অমৃত, কারণ বেদসমূহ অমৃতস্বরূপ এবং লোহিতাদি রূপসকল তাহাদেরও অমৃত।[১] ৪

---

[১] ইহাতে কর্মের প্রশংসা করা হইল। যে কর্মের ফল এত প্রশংসনীয় সে নিজেও অবশ্যই প্রশংসনীয়—ইহাই মর্মার্থ।

তৃতীয়াধ্যায়—ষষ্ঠ খণ্ড

(মধুভোজী বসুগণ ধ্যেয়)

তদ্ যৎ প্রথমমমৃতং তদ্ বসব উপজীবন্ত্যগ্নিনা মুখেন ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি ॥ ১

[উক্ত মধুভোজী যে সকল দেবতা-সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হইবে, তাঁহাদের কথা বলা হইতেছে] তৎ (উক্ত লোহিতাদির মধ্যে) যৎ (যেটি) প্রথমম্ (প্রথম) অমৃতম্ (অমৃত, অর্থাৎ লোহিত বর্ণ) তৎ (তাহা) বসবঃ (বসুগণ) অগ্নিনা মুখেন ([অগ্নিরূপ মুখের দ্বারা] অগ্নিকে অগ্রণীরূপে গ্রহণ করিয়া) উপজীবন্তি (উপভোগ করেন) ; [প্রকৃতপক্ষে] দেবাঃ (দেবগণ) ন বৈ অশ্নন্তি (অবশ্যই আহার করেন না), ন পিবন্তি (পানও করেন না) ; এতৎ অমৃতম্ (যথোক্ত লোহিত রূপকে) দৃষ্ট্বা এব (দর্শন করিয়াই, অর্থাৎ সর্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা উপভোগ করিয়াই) তৃপ্যন্তি (পরিতৃপ্ত হন) । ১

তন্মধ্যে যেটি প্রথম অমৃত (অর্থাৎ লোহিত রূপ), অগ্নিকে অগ্রণী করিয়া বসুগণ তাহা উপভোগ করেন। দেবতারা কিন্তু (প্রকৃতপক্ষে)

আহারও করেন না, পানও করেন না ;—এই অমৃতকে দর্শন করিয়াই[১] তাঁহারা তৃপ্ত হন। ১

১। যশ প্রভৃতি রস শ্রবণেন্দ্রিয়াদিরই গ্রাহ্য ; সুতরাং "দর্শন" শব্দের অর্থ এখানে সর্বেন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি। ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, দেবগণ আদিত্যের আশ্রয়ে থাকিয়াই উপভোগ করেন, স্বতন্ত্ররূপে নহে।

ত এতদেব রূপমভিসংবিশন্ত্যেতস্মাদ্রূপাদুদ্যন্তি ॥ ২

তে (সেই দেবগণ) এতৎ রূপম্ এব (এই রূপকেই) অভিসংবিশন্তি (লক্ষ্য করিয়া তাহাতে প্রবেশ করেন, [তদ্বিষয়ে] উদাসীন হন), এতস্মাৎ রূপাৎ (এই অমৃতভোগের জন্য) উদ্যন্তি (বহির্গত হন, উৎসাহী হন)। ২

(ভোগকাল উপস্থিত না হইলে) দেবগণ উক্ত এই রূপের বিষয়ে নিশ্চেষ্ট থাকেন, এবং (ভোগকাল উপস্থিত হইলে) এই রূপটিকে উপভোগ করিবার জন্য উদ্যম করেন। ২

স য এতদেবমমৃতং বেদ বসূনামেবৈকো ভূত্বাঽগ্নিনৈব মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি স এতদেব রূপমভিসংবিশত্যেতস্মাদ্রূপাদুদেতি ॥ ৩

[ধ্যেয় দেবতাদের স্বরূপ বর্ণনা করিয়া অধুনা ধ্যানবিধি ও ধ্যানকারীর ফল বলা হইতেছে]—যঃ (যে কেহ) এতৎ অমৃতম্ (এই অমৃতকে) এবম্ (যথোক্ত প্রকারে) বেদ (জানেন) সঃ (তিনি) বসূনাম্ এব (বসুদিগেরই মধ্যে) একঃ ভূত্বা (এক জন হইয়া, অর্থাৎ বসুগণের সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়া) অগ্নিনা মুখেন এব (অগ্নিমুখদ্বারাই) এতৎ অমৃতম্ এব (এই অমৃতকে) দৃষ্ট্বা (উপলব্ধি করিয়া) তৃপ্যতি (তৃপ্ত হন)। সঃ (তিনি) এতৎ এব রূপম্ অভিসংবিশতি (এই রূপকেই লক্ষ্য করিয়া তাহাতে প্রবেশ করেন, ঔদাসীন্য অবলম্বন করেন), এতস্মাৎ রূপাৎ উদেতি (এই রূপ হইতে উদ্গত হন, অর্থাৎ ভোগের জন্য উদ্যত হন)। ৩

যে কেহ যথোক্ত প্রকারে উক্ত অমৃতকে জানেন, তিনি বসুদিগেরই সহিত এক হইয়া এবং অগ্নিকে অগ্রণী করিয়া, এই অমৃতের উপলব্ধি করিয়া তৃপ্ত হন। তিনি এই রূপের বিষয়েই উদাসীন হন, এবং ইহারই ভোগের জন্য উদ্যত হন। ৩

স যাবদাদিত্যঃ পুরস্তাদুদেতা পশ্চাদস্তমেতা বসূনামেব তাবদাধিপত্যং স্বারাজ্যং পর্যেতা ॥ ৪

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য ষষ্ঠখণ্ডঃ ॥

[অমৃতের ধ্যানকারী উক্ত বিদ্বানের ভোগকাল নির্দিষ্ট হইতেছে]—আদিত্যঃ (সূর্য) যাবৎ (যতকাল) পুরস্তাৎ (পূর্বদিকে) উদেতা (উদিত হইবেন), পশ্চাৎ (পশ্চিম দিকে) অস্তম্ এতা (অস্তগমন করিবেন), সঃ (সেই বিদ্বান্) তাবৎ (ততকাল) বসূনাম্ এব (বসুদিগেরই) [অনুরূপ] আধিপত্যম্ (আধিপত্য) স্বারাজ্যম (স্বরাট্-ভাব) পর্যেতা (সর্বতোভাবে প্রাপ্ত হইবেন)। ৪

সূর্যদেব যতকাল পূর্বদিকে উদিত ও পশ্চিমে অস্তমিত হইবেন,[১] সেই বিদ্বান্ও বসুদিগেরই ন্যায় ততকালব্যাপী আধিপত্য ও স্বারাজ্য লাভ করিবেন।[২] ৪

[১] বসুদিগের ভোগকালও ততক্ষণ স্থায়ী।

[২] যাঁহারা কেবল কর্মী তাঁহারা চন্দ্রলোকে গমন করেন এবং সেখানে দেবগণের ভোগ্যস্বরূপ হন। ইনি কিন্তু অধিপতি ও স্বরাট্ (=স্বাধীন রাজা) হন।

তৃতীয়াধ্যায়—সপ্তম খণ্ড

(মধুভোজী রুদ্রগণ ধ্যেয়)

অথ যদ্দ্বিতীয়মমৃতং তদ্রুদ্রা উপজীবন্তীন্দ্রেণ মুখেন ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি ॥ ১

অথ যৎ দ্বিতীয়ম্ অমৃতম্ (শুক্ল রূপ) তৎ রুদ্রাঃ (রুদ্রগণ) উপজীবন্তি ইন্দ্রেণ মুখেন (ইন্দ্রকে অগ্রণী করিয়া) ; [অপরাংশ পূর্ববৎ, ৩।৬।১] । ১

আর যেটি দ্বিতীয় অমৃত (অর্থাৎ শুক্ল রূপ), ইন্দ্রকে অগ্রণী করিয়া রুদ্রগণ তাহা উপভোগ করেন। (বস্তুতঃ) দেবগণ আহারও করেন না, পানও করেন না ;—তাঁহারা (সর্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা) এই অমৃতের উপলব্ধি করিয়াই তৃপ্ত হন। ১

ত এতদেব রূপমভিসংবিশন্ত্যেতস্মাদ্রূপাদুদ্যন্তি ॥ ২

তাঁহারা এই রূপের বিষয়েই নিশ্চেষ্ট হন এবং এই রূপটিকে উপভোগের জন্যই উদ্যমশীল হন। ২

স য এতদেবমমৃতং বেদ রুদ্রাণামেবৈকো ভূত্বেন্দ্রেণৈব মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি স এতদেব রূপমভিসংবিশত্যেতস্মাদ্রূপাদুদেতি ॥ ৩

যে কেহ যথোক্ত প্রকারে এই অমৃতকে জানেন, তিনি রুদ্রদিগেরই সহিত এক হইয়া এবং ইন্দ্রকে অগ্রণী করিয়া এই অমৃতের উপলব্ধি করিয়া তৃপ্ত হন। তিনি এই রূপের বিষয়েই উদাসীন হন, এবং ইহারই উপভোগের জন্য উদ্যম করেন। ৩

স যাবদাদিত্যঃ পুরস্তাদুদেতা পশ্চাদস্তমেতা দ্বিস্তাবদ্ দক্ষিণত উদেতোত্তরতোহস্তমেতা রুদ্রাণামেব তাবদাধিপত্যং স্বারাজ্যং পর্যেতা ॥ ৪

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য সপ্তমখণ্ডঃ ॥

সূর্যদেব যতকাল পূর্বদিকে উদিত ও পশ্চিমদিকে অস্তমিত হইবেন, সেই বিদ্বান্‌ও তাহার দ্বিগুণ কাল[১] দক্ষিণদিকে উদিত ও উত্তরদিকে অস্তগিত হইবেন এবং রুদ্রদিগেরই অনুরূপ ততকালব্যাপী আধিপত্য ও স্বারাজ্য লাভ করিবেন। ৪

---

[১] রুদ্রগণের ভোগকাল বসুগণের দ্বিগুণ, এবং উক্ত দ্বিতীয় অমৃতের ধ্যানকারী বিদ্বানেরও তদ্রূপ দ্বিগুণ ভোগ হয়। ৩।১০।৪ টীকা দ্রঃ।

তৃতীয়াধ্যায়—অষ্টম খণ্ড

(মধুভোজী আদিত্যগণ ধ্যেয়)

অথ যৎ তৃতীয়মমৃতং তদাদিত্যা উপজীবন্তি বরুণেন মুখেন ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি ॥ ১

আর তন্মধ্যে যেটি তৃতীয় অমৃত (অর্থাৎ কৃষ্ণ রূপ), বরুণকে অগ্রণী করিয়া আদিত্যগণ তাহা ভোগ করেন। (প্রকৃতপক্ষে) দেবগণ আহারও করেন না, পানও করেন না ;—তাঁহারা (সর্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা) এই অমৃতের উপলব্ধি করিয়াই তৃপ্ত হন। ১

ত এতদেব রূপমভিসংবিশন্ত্যেতস্মাদ্রূপাদুদ্যন্তি ॥ ২

তাঁহারা এই রূপেরই বিষয়ে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকেন এবং এই রূপটি উপভোগ করিবারই জন্য উৎসাহিত হন। ২

স য এতদেবমমৃতং বেদাদিত্যানামেবৈকো ভূত্বা বরুণেনৈব মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি স এতদেব রূপমভিসংবিশত্যেতস্মাদ্রূপাদুদেতি ॥ ৩

যে কেহ যথোক্ত প্রকারে এই অমৃতকে জানেন, তিনি আদিত্যদিগেরই সহিত এক হইয়া এবং বরুণকে অগ্রণী করিয়া এই অমৃতের উপলব্ধি করিয়া তৃপ্ত হন। তিনি এই রূপের বিষয়েই উদাসীন হন, এবং ইহারই উপভোগের জন্য উদ্যম করেন। ৩

স যাবদাদিত্যো দক্ষিণত উদেতোত্তরতোঽস্তমেতা দ্বিস্তাবৎ পশ্চাদুদেতা পুরস্তাদস্তমেতাদিত্যানামেব তাবদাধিপত্যং স্বারাজ্যং পর্যেতা ॥ ৪

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্যাষ্টমখণ্ডঃ ॥

সূর্যদেব যতকাল দক্ষিণে উদিত ও উত্তরে অস্তমিত হইবেন তাহার দ্বিগুণ কাল[১] তিনি পশ্চিমে উদিত ও পূর্বে অস্তমিত হইবেন এবং আদিত্যগণেরই ন্যায় ততকালব্যাপী আধিপত্য ও স্বারাজ্য লাভ করিবেন।

---

[১] আদিত্যগণের উক্ত ও বিদ্বানের ভোগকাল রুদ্রগণের দ্বিগুণ।

তৃতীয়াধ্যায়—নবম খণ্ড

(মধুভোজী মরুদ্‌গণ ধ্যেয়)

অথ যচ্চতুর্থমমৃতং তন্মরুত উপজীবন্তি সোমেন মুখেন ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি ॥ ১

আর তন্মধ্যে যাহা চতুর্থ অমৃত (অর্থাৎ অতিকৃষ্ণ রূপ), তাহা মরুদ্‌গণ সোমকে অগ্রণী করিয়া উপভোগ করেন। (প্রকৃতপক্ষে) দেবগণ আহারও করেন না, পানও করেন না;—তাঁহারা (সর্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা) এই অমৃতের উপলব্ধি করিয়াই তৃপ্ত হন। ১

ত এতদেব রূপমভিসংবিশন্ত্যেতস্মাদ্রূপাদুদ্যন্তি ॥ ২

তাঁহারা এই রূপেরই বিষয়ে উদাসীন হন, এবং ইহারই উপভোগের জন্য উৎসাহিত হন। ২

স য এতদেবমমৃতং বেদ মরুতামেবৈকো ভূত্বা সোমেনৈব মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি স এতদেব রূপমভিসংবিশত্যে-তস্মাদ্রূপাদুদেতি ॥ ৩

যে কেহ যথোক্ত প্রকারে উক্ত অমৃতকে জানেন, তিনি মরুদ্‌গণেরই সহিত এক হইয়া এবং সোমকে অগ্রণী করিয়া এই অমৃতের উপলব্ধি করিয়া তৃপ্ত হন। তিনি এই রূপেরই বিষয়ে উদাসীন হন এবং ইহারই উপভোগের জন্য উৎসাহিত হন। ৩

স যাবদাদিত্যঃ পশ্চাদুদেতা পুরস্তাদস্তমেতা দ্বিস্তাবদুত্তরত উদেতা দক্ষিণতোঽস্তমেতা মরুতামেব তাবদাধিপত্যং স্বারাজ্যং পর্যেতা ॥ ৪

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য নবমখণ্ডঃ ॥

যতকাল সূর্যদেব পশ্চিমে উদিত ও পূর্বে অস্তমিত হইবেন, তিনি তাহার দ্বিগুণ কাল[১] উত্তর দিকে উদিত ও দক্ষিণে অস্তমিত হইবেন। তিনি মরুদ্‌গণেরই ন্যায় ততকালব্যাপী আধিপত্য ও স্বারাজ্য লাভ করিবেন। ৪

১। মরুদ্‌গণের ও উক্তরূপ বিদ্বানের ভোগকাল আদিত্যগণের দ্বিগুণ।

তৃতীয়াধ্যায়—দশম খণ্ড

(মধুভোজী সাধ্যগণ ধ্যেয়)

অথ যৎ পঞ্চমমমৃতং তৎ সাধ্যা উপজীবন্তি ব্রহ্মণা মুখেন ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি ॥ ১

আর তন্মধ্যে যাহা পঞ্চম অমৃত (অর্থাৎ সূর্যমধ্যবর্তী চঞ্চল রূপ), প্রণবকে অগ্রণী করিয়া সাধ্যগণ তাহা উপভোগ করেন। (প্রকৃতপক্ষে) দেবগণ আহারও করেন না, পানও করেন না,—তাঁহারা সর্বেন্দ্রিয়সহায়ে এই অমৃতের উপলব্ধি করিয়াই তৃপ্ত হন। ১

ত এতদেব রূপমভিসংবিশন্ত্যেতস্মাদ্রূপাদুদ্যন্তি ॥ ২

তাঁহারা এই রূপেরই বিষয়ে উদাসীন হন, এবং এই রূপটিকে উপভোগ করিবার জন্যই উৎসাহিত হন। ২

স য এতদেবমমৃতং বেদ সাধ্যানামেবৈকো ভূত্বা ব্রহ্মণৈব মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি স এতদেব রূপমভিসংবিশত্যেতস্মাদ্রূপাদুদেতি ॥ ৩

যে কেহ যথোক্তরূপে এই অমৃতকে জানেন, তিনি সাধ্যগণেরই সহিত এক হইয়া এবং প্রণবকে অগ্রণী করিয়া এই অমৃতকে উপভোগ করিয়া তৃপ্ত হন। তিনি এই রূপেরই বিষয়ে উদাসীন হন, এবং ইহারই উপভোগের জন্য উৎসাহিত হন। ৩

স যাবদাদিত্য উত্তরত উদেতা দক্ষিণতোঽস্তমেতা দ্বিস্তাবদূর্ধ্ব উদেতাঽর্বাঙস্তমেতা সাধ্যানামেব তাবদাধিপত্যং স্বারাজ্যং পর্যেতা ॥ ৪

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য দশমখণ্ডঃ ॥

যত কাল সূর্যদেব উত্তরদিকে উদিত ও দক্ষিণ দিকে অস্তমিত হইবেন, তিনি তাহার দ্বিগুণ কাল[১] ঊর্ধ্বে উদিত ও নিম্নে অস্তমিত হইবেন।[২] তিনি তত কাল ব্যাপিয়া সাধ্যগণেরই অনুরূপ আধিপত্য ও স্বারাজ্য লাভ করিবেন। ৪

১। সাধ্যগণের উক্তরূপ বিদ্বানের ভোগকাল মরুদ্গণের দ্বিগুণ।

২। প্রকৃতপক্ষে সূর্যের উদয় বা অস্তগমন নাই। বিভিন্ন লোকবাসীরা যখন তাঁহাকে প্রথম দর্শন করে, তখন উহাই তাহাদের পক্ষে সূর্যের উদয়; এবং যখন তাহাদের দৃষ্টিতে তিনি অন্তর্হিত হন, তখন উহাই সূর্যের অস্তগমন :—

নৈবাস্তমনমর্কস্য নোদয়ঃ সর্বদা সতঃ
উদয়াস্তমনে নাম দর্শনাদর্শনে রবেঃ ॥

পৌরাণিক মতে মেরুপর্বতের চারিদিকে প্রাকারবৎ স্থিত মানসের উপর সূর্যরথ পরিভ্রমণ করে। তাহার ফলে ক্রমে ইন্দ্রপুরী, যমপুরী, বরুণপুরী ও চন্দ্রপুরীতে উদয়াদি হয়। ইন্দ্রপুরী (অমরাবতী) অপেক্ষা যমপুরী (সংযমনী) দ্বিগুণকালস্থায়ী, যমপুরী অপেক্ষা বরুণপুরী (সুখা) দ্বিগুণকালস্থায়ী, চন্দ্রপুরীর (বিভার) অবস্থানকাল তদপেক্ষা দ্বিগুণ এবং ইলাবৃতের অবস্থানকাল তাহারও দ্বিগুণ। এই জন্যই উদয়াস্তময় ও ভোগের কাল পর পর দ্বিগুণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সেই সেই লোকবাসীর দৃষ্টিতে ঐ কাল এইরূপেই অনুভূত হইয়া থাকে। সুতরাং যদিও পুরাণে বর্ণিত আছে যে, সূর্য এই সকল পুরীতে সমান কাল ব্যাপিয়া অবস্থিতি করেন, তথাপি শ্রুতিতে লোকবাসীর দৃষ্টি অবলম্বিত হওয়ায় শ্রুতির সহিত পুরাণের বিরোধ হয় নাই।

মেরু পর্বতের চারিদিকে এই চারিটি পুরী সজ্জিত আছে। সূর্য ঐ সকল পুরীতে ভিন্ন ভিন্ন কালে উদিত হন বলিয়া মনে হয়। মর্ত্যালোকবাসী আমাদের দৃষ্টিতে এইরূপও মনে হয় যে, সূর্য বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন দিক হইতে উদিত হন; বস্তুতঃ তাহা হইতে পারে না। এই চতুর্লোকবাসীদের নিজ নিজ দৃষ্টিতে তিনি পূর্ব দিক হইতে উদিত হন বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারেন। বর্তমান খণ্ডগুলিতে কেবল মর্ত্যবাসীর দৃষ্টি-অবলম্বনেই উদয়াস্তময়ের দিক্ বর্ণিত হইয়াছে।

আরও দ্রষ্টব্য এই যে, সূর্য যখন অমরাবতীতে মধ্যাহ্নগত তখন তিনি যমালয়ে উদীয়মান বলিয়া প্রতিভাত হন। আবার যমালয়ে যখন মধ্যাহ্ন, তখন বরুণালয়ে সূর্যোদয়। তেমনি

বরুণালয়ের মধ্যাহ্নকালে চন্দ্রলোকে প্রত্যূষ। ইলাবৃত বর্ষ মেরু ও মানস এই পর্বতদ্বয় কর্তৃক পরিবৃত থাকায়, সেখানে সূর্যরশ্মি কেবল উর্ধ্ব দিক হইতে আসিতে পারে ; সুতরাং সূর্য সেখানে উর্ধ্বে ও নিম্নে গমন করেন বলিয়া মনে হয়।

তৃতীয়াধ্যায়—একাদশ খণ্ড

(মধুবিদ্যার ফল)

অথ তত উর্ধ্ব উদেত্য নৈবোদেতা নাস্তমেতৈকল এব মধ্যে স্থাতা তদেষ শ্লোকঃ—॥ ১

[পাঁচটি পর্যায়ে মধুবিদ্যা বর্ণনা করিয়া অধুনা উহা কিরূপে মুক্তিরূপ ফলে পর্যবসিত হয়, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে]—অথ (অতঃপর) [প্রাণিগণের কর্মফলভোগ-সম্পাদনের জন্য উদয়াস্তময়ের দ্বারা তাহাদিগকে অনুগৃহীত করিয়া এবং কর্মফলভোগের পর তাহাদিগকে আপনাতে সংহৃত করিয়া] ততঃ (প্রাণীদিগকে অনুগ্রহ করার পরে) উর্ধ্ব [সন্] (প্রাণিগণের অনুগ্রহ করা রূপ কার্যের অতীতস্বরূপে, ব্রহ্মরূপে) উদেত্য (উদিত হইয়া, স্বমহিমায় প্রকাশ লাভ করিয়া) [সূর্য] ন এব উদেতা (উদিত হইবেন না) ন অস্তমেতা (অস্তগমনও করিবেন না)—একলঃ (অনবয়ব, অদ্বিতীয়রূপে) মধ্যে এব (আপনাতেই) স্থাতা (অবস্থান করিবেন)। তৎ (যথোক্ত বিষয়ে) এষঃ (এই) শ্লোকঃ (শ্লোক) [আছে]। ১

অনন্তর প্রাণীদিগের জন্য ভোগপ্রদানের কালের অতীত হইয়া তিনি স্বমহিমায় প্রকাশ লাভ করিয়া আর উদিত হইবেন না, বা অস্তমিত হইবেন না ; তিনি অদ্বিতীয়রূপে আপনাতেই অবস্থান করিবেন।[1] যথোক্ত বিষয়ে এই শ্লোক আছে[2]—। ১

[1] মূলের "স্থাতা" (থাকিবেন) শব্দের প্রয়োগ ক্রমমুক্তির দ্যোতক।

[2] মধুবিদ্যার ফলে কোনও বিদ্বান ক্রমে বসু প্রভৃতির সহিত সমান অধিকারসম্পন্ন

হইয়া অহং-গ্রহ উপাসনা দ্বারা সমাধিতে আপনাকেই সবিতৃরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং উক্ত মন্ত্র দর্শন করিয়াছেন। তখন কেহ হয়তো তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি যে ব্রহ্মলোক হইতে ফিরিয়া আসিলেন, সেখানেও কি সূর্যদেব উদয়াস্তময়ের দ্বারা এইরূপেই প্রাণীদিগের আয়ুঃক্ষয় করেন ?" উত্তরে সেই ব্যুত্থিত ব্রহ্মজ্ঞ নিম্নোক্ত শ্লোক বলিতেছেন। "তদেষ শ্লোকঃ"—ইহা শ্রুতিরই বচন।

ন বৈ তত্র ন নিম্লোচ নোদিয়ায় কদাচন।
দেবাস্তেনাহং সত্যেন মা বিরাধিষি ব্রহ্মণা। ইতি ॥ ২

[যে ব্রহ্মলোক হইতে আমি আসিয়াছি] তত্র (সেই ব্রহ্মলোকে) ন বৈ ([উদয়াস্তময়-জনিত আয়ুঃক্ষয়] নাই) ; [সেখানে সূর্য] কদাচন (কোনও কালেই) ন নিম্লোচ (=ন নিম্লুম্লোচ, অস্তগমন করেন না) ন উদিয়ায় (উদিতও হন না)। [হে] দেবাঃ (দেবগণ), [সাক্ষিরূপে আপনারা শ্রবণ করুন],—তেন সত্যেন (এই সত্যকথনের ফলে) অহম্ (আমি) ব্রহ্মণা (ব্রহ্মের সহিত) মা বিরাধিষি (যেন বিরুদ্ধাবস্থাপন্ন না হই, অর্থাৎ আমার যেন ব্রহ্মের অপ্রাপ্তি না ঘটে) ইতি। ২

"সেই ব্রহ্মলোকে উদয়াস্তময় নাই, সেখানে সূর্য কখনও অস্তমিত বা কখনও উদিত হন না। হে দেবগণ (আপনারা সাক্ষী থাকিবেন, আপনাদের নামে আমি শপথ করিতেছি), আমি যে সত্য কথা বলিতেছি তাহার ফলে আমার ব্রহ্মরূপে অবস্থান যেন ব্যাহত না হয়।" ২

ন হ বা অস্মা উদেতি ন নিম্লোচতি সকৃদ্দিবা হৈবাস্মৈ ভবতি য এতামেবং ব্রহ্মোপনিষদং বেদ ॥ ৩

[শ্রুতি ব্রহ্মজ্ঞের কথা সমর্থন করিতেছেন]—অস্মৈ (ঐ ব্রহ্মবিদের পক্ষে) ন হ বৈ উদেতি (সূর্য অবশ্যই উদিত হন না) না নিম্লোচতি (অস্তও যান না)। যঃ (যিনি) এতাম্ (এই) ব্রহ্মোপনিষদম্ (বেদগুহ্য বিষয়, মধুবিদ্যা) এবম্ (যথোক্ত প্রকারে) বেদ (জানেন), অস্মৈ (তাঁহার পক্ষে) সকৃৎ দিবা এব ভবতি হ (নিত্য দিবাই হইয়া থাকে, [তাঁহার উদয়াস্তময়-রহিত ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে])। ৩

ঐ ব্রহ্মবিদের পক্ষে সূর্যে উদয় নাই, অস্তগমনও নাই। যিনি এই বেদগুহ্য বিষয়টি যথোক্তপ্রকারে[১] জানেন, তাঁহার পক্ষে নিত্য দিবালোকই বর্তমান থাকে।[২] ৩

১। বক্র বংশ, মধুচক্র, মধুনাড়ী ও লোহিতাদি রূপের সহিত বসু প্রভৃতির সম্বন্ধ, এবং সূর্যের উদয়াস্তময়, ইত্যাদি।

২। কারণ তিনি স্বয়ংজ্যোতি হন।

তদ্ধৈতদ্ ব্রহ্মা প্রজাপতয় উবাচ প্রজাপতির্মনবে মনুঃ প্রজাভ্যস্তদ্ধৈতদুদ্দালকায়ারুণয়ে জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় পিতা ব্রহ্ম প্রোবাচ ॥ ৪

তৎ হ এতৎ (উক্ত এই মধুজ্ঞান) ব্রহ্মা (হিরণ্যগর্ভ) প্রজাপতয়ে (বিরাট্‌কে) উবাচ (বলিয়াছিলেন); প্রজাপতিঃ মনবে (মনুকে), মনুঃ প্রজাভ্যঃ (ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি পুত্রগণকে)। তৎ হ এতৎ (উক্ত এই মধুজ্ঞানাত্মক) ব্রহ্ম (ব্রহ্মবিদ্যা) পিতা (পিতা) জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় (জ্যেষ্ঠপুত্র) উদ্দালকায় আরুণয়ে (উদ্দালক আরুণিকে) প্রোবাচ (বলিয়াছিলেন)। ৪

হিরণ্যগর্ভ উক্ত এই মধুজ্ঞান বিরাট্ বলিয়াছিলেন; বিরাট্ মনুকে, মনু (ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি) সন্তানগণকে বলিয়াছিলেন। (উদ্দালকের) পিতা সেই মধুজ্ঞানরূপ ব্রহ্মবিদ্যা জ্যেষ্ঠপুত্র উদ্দালক আরুণিকে বলিয়াছিলেন। ৪

ইদং বাব তজ্জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় পিতা ব্রহ্ম প্রব্রূয়াৎ প্রণায্যায় বান্তেবাসিনে ॥ ৫

ইদম্ বাব তৎ (এই সেই যথোক্ত) ব্রহ্ম (মধুবিদ্যা) [অপর] (পিতাও) জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় (জ্যেষ্ঠপুত্রকে) বা (অথবা) প্রণায্যায় (যোগ্য) অন্তেবাসিনে (শিষ্যকে) প্রব্রূয়াৎ (বলিবেন)। ৫

অপর পিতারাও জ্যেষ্ঠপুত্রকে কিংবা যোগ্য শিষ্যকে পূর্বোক্ত এই মধুবিদ্যা উপদেশ দিবেন। ৫

নান্যস্মৈ কস্মৈচন যদ্যপ্যস্মা ইমামদ্ভিঃ পরিগৃহীতাং ধনস্য পূর্ণাং দদ্যাদেতদেব ততো ভূয় ইত্যেতদেব ততো ভূয় ইতি ॥ ৬

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্যৈকাদশখণ্ডঃ ॥

অন্যস্মৈ কস্মৈ চন (অপর কাহাকেও) ন ([বলিবেন] না) ; [কারণ] যদি অপি (যদিও) অস্মৈ (ঐ আচার্যকে) [কেহ] অদ্ভিঃ পরিগৃহীতাম্ (সমুদ্রপরিবেষ্টিতা) ইমাম্ (এই পৃথিবীকে) ধনস্য পূর্ণাম্ (ধন, অর্থাৎ ভোগোপকরণে, পূর্ণ [করিয়া]) দদ্যাৎ (দান করে) [তথাপি] এতৎ এব (এই মধুবিদ্যাদানই) ততঃ (পূর্বোক্ত দান হইতে) ভূয়ঃ (শ্রেষ্ঠতর, অধিকতর ফলশালী) ইতি। এতৎ এব ততঃ ভূয়ঃ (আদরার্থে পুনরুক্তি) ইতি। ৬

অপর কাহাকেও বলিবেন না ; কারণ সমুদ্রপরিবেষ্টিতা এই পৃথিবীকে ধনপরিপূর্ণা করিয়া দান করা অপেক্ষাও এই মধুবিদ্যাদান শ্রেষ্ঠতর। ৬

তৃতীয়াধ্যায়—দ্বাদশ খণ্ড

(গায়ত্র্যুপাধিক ব্রহ্মের উপাসনা)

গায়ত্রী বা ইদং সর্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ বাগ্বৈ গায়ত্রী বাগ্বা ইদং সর্বং ভূতং গায়তি চ ত্রায়তে চ ॥ ১

[উক্ত ব্রহ্মবিদ্যা ঐরূপ নিরতিশয় ফলপ্রদ বলিয়া প্রকারান্তরেও তাহারই উপদেশ দেওয়া আবশ্যক। এই জন্য গায়ত্রীরূপ উপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্মের উপাসনা উপদিষ্ট হইতেছে]—যৎ ইদম্ কিম্ চ (এই যাহা কিছু স্থাবর ও জঙ্গম) ভূতম্ (প্রাণিবর্গ) [আছে], ইদম্ সর্বম্ বৈ

(এই সমস্ত অবশ্যই) গায়ত্রী (গায়ত্রী) ; [যেহেতু] বাক্ বৈ ([শব্দরূপা] বাক্ই) ইদম্ সর্বম্ (এই সমস্ত) ভূতম্ (প্রাণীকে) গায়তি চ (গান করে) ত্রায়তে চ (ভয় দূর করে) [অর্থাৎ শব্দোচ্চারণ করিয়া লোকে "এইটি গরু", "এইটি মানুষ" ইত্যাদি নির্দেশ করে, এবং অভয়বাণী উচ্চারণ করিয়া ত্রাণ করে] [অতএব বাক্যের দ্বারা "গান" এবং "ত্রাণ" করা হয় বলিয়া] বাক্ গায়ত্রী বৈ (বাক্ই গায়ত্রী), [অর্থাৎ গায়ত্রী ও বাক্ অভিন্ন ; এবং বাক্ যেরূপ সর্বাত্মিকা, গায়ত্রীও সেইরূপ সর্বস্বরূপা ও ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারভূতা]। ১

এই যত কিছু (স্থাবরজঙ্গম) প্রাণী আছে, এই সমস্ত অবশ্যই গায়ত্রী। বাক্ প্রাণিবর্গের (নাম) গান (বা নির্দেশ) করে এবং (তাহাদিগকে ভয় হইতে) ত্রাণ করে বলিয়া বাক্ই গায়ত্রী।[1] ১

১। গায়ত্রী একটি বৈদিক ছন্দের নাম। তাহার চারিটি পাদে ৬টি করিয়া মোট ২৪টি অক্ষর (৪ × ৬ = ২৪) থাকে। উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, ত্রিষ্টুপ্, জগতী প্রভৃতি ছন্দে প্রতি পাদে যথাক্রমে ৭, ৮, ৯, ১১, ও ১২ অক্ষর আছে। ফলতঃ তাহাদের প্রত্যেকটিতেই গায়ত্রী অপেক্ষা অধিক অক্ষর আছে। ন্যূন সংখ্যা ব্যতীত অধিক সংখ্যা হইতে পারে না, অর্থাৎ ন্যূনসংখ্যাটি অধিক সংখ্যায় ব্যাপ্ত আছে ("গায়ত্রীচ্ছন্দসাং মাতঃ") সুতরাং গায়ত্রী ছন্দোমধ্যে প্রধানা। অধিকন্তু দেবগণের জন্য সোমাহরণকালে ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী বিফলা হইলে গায়ত্রীই ঐ কার্যে সাফল্য হইয়াছিলেন। এইরূপেও গায়ত্রীর, অর্থাৎ গায়ত্রীচ্ছন্দঃবিশিষ্ট ঋক্সকলের, প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে (গীতা ১০।৩৫)। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের নিকট গায়ত্রীমন্ত্র অতি আদরণীয়। এই সকল কারণে গায়ত্রী-অবলম্বনে ব্রহ্ম উপদিষ্ট ও উপাসিত হন।

বাগ্-ভিন্ন বাচ্য বস্তু নির্ণীত হয় না, সুতরাং শব্দাত্মিকা বাক্ সর্বস্বরূপা। কার্য ও কারণ অভিন্ন বলিয়া, গায়ত্রী নিজ কারণ বাকের সহিত অভিন্না এবং এই জন্যই সর্বাত্মিকা (৩।১২।৬ ও ৩।১২।৫ টীকা দ্রঃ)। ধাতুগত অর্থ অনুসারেও উভয়ে অভিন্ন। গায়ত্রী শব্দটি গানার্থক গৈ-ধাতু ও ত্রাণার্থক ত্রৈ-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। বাকের দ্বারাও গান ও ত্রাণ হয়।

[1] এখানে গায়ত্রী শব্দ ব্রহ্মের লক্ষক। গায়ত্রীনামক ছন্দঃ অবলম্বন করিয়া ঐ গায়ত্রীতে অনুগত ব্রহ্মে চিত্ত সমাহিত করিতে হইবে—ইহাই তাৎপর্য (ব্রঃ সূঃ ১।১।২৫)।

যা বৈ সা গায়ত্রীয়ং বাব সা যেয়ং পৃথিব্যাস্যাং হীদং সর্ব্বং ভূতং প্রতিষ্ঠিতমেতামেব নাতিশীয়তে ॥ ২

যা বৈ সা গায়ত্রী (উক্তরূপা যে গায়ত্রী) সা বাব ইয়ম্ (উহাই ইহা) যা ইয়ম্ পৃথিবী (যাহা পৃথিবী বলিয়া খ্যাত) ; হি (কারণ) অস্যাম্ (এই পৃথিবীতে) ইদম্ সর্বম্ (এই সর্বভূত) প্রতিষ্ঠিতম্ (প্রতিষ্ঠিত), [এবং] এতাম্ এব (ইহাকেই) ন অতিশীয়তে (অতিক্রম করে না) । ২

উক্তস্বরূপা যে গায়ত্রী উহাই আবার পৃথিবীরূপিণী ; কারণ এই ভূতবর্গ এই পৃথিবীতেই অধিষ্ঠিত এবং ইহাকে অতিক্রম করে না ।[১] ২

[১] ১। গান ও ত্রাণের দ্বারা গায়ত্রী সর্বভূতের সহিত সম্বদ্ধ ; অধিষ্ঠানভূমি ও অনতিক্রমণীয়া বলিয়া পৃথিবীও সর্বভূতের সহিত সম্বদ্ধ। স্থতরাং গায়ত্রী পৃথিবী।

যা বৈ সা পৃথিবীয়ং বাব সা যদিদমস্মিন্ পুরুষে শরীরমস্মিন্ হীমে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতা এতদেব নাতিশীয়ন্তে ॥ ৩

যা বৈ সা পৃথিবী, সা বাব ইয়ম্ অস্মিন্ পুরুষে (এই পুরুষে) ইদম্ যৎ শরীরম্ (এই যাহা দেহ) ; হি (কারণ) [ভূতবর্গ যেমন পৃথিবীতে অধিষ্ঠিত তেমনি] অস্মিন্ (এই দেহে) ইমে প্রাণাঃ (এই ইন্দ্রিয়বৃন্দ) প্রতিষ্ঠিতাঃ, এতৎ এব (এই শরীরকেই) ন অতিশীয়ন্তে । ৩

যাহা পূর্বোক্ত (গায়ত্রীরূপিণী) পৃথিবী, উহাই আবার এই পুরুষাশ্রিত (পার্থিব) শরীর ;[১] কারণ এই (ভূত-শব্দ-বাচ্য) ইন্দ্রিয়বর্গ এই শরীরেই অধিষ্ঠিত এবং ইহাকে অতিক্রম করে না ।[২] ৩

[১] ১। শরীর পাঞ্চভৌতিক হইলেও পৃথিবীপ্রধান ; স্থতরাং পৃথিবীর সহিত অভিন্ন।

[২] ২। শরীর ও গায়ত্রী অভিন্ন ; কারণ পৃথিবী ও গায়ত্রীর ন্যায় এই দেহও ভূতশব্দবাচ্য প্রাণসমূহের সহিত সম্বদ্ধ (৩।১২।৫, টীকা দ্রঃ) ।

যদ্বৈ তৎ পুরুষে শরীরমিদং বাব তদ্যদিদমস্মিন্নন্তঃ পুরুষে হৃদয়মস্মিন্ হীমে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতা এতদেব নাতিশীয়ন্তে ॥ ৪

যৎ বৈ তৎ পুরুষে শরীরম্ (যাহা পুরুষাশ্রিত শরীর) ইদম্ বাব তৎ, যৎ ইদম্ অস্মিন অন্তঃপুরুষে (শরীরমধ্যে) হৃদয়ম্ (হৃদয়পুণ্ডরীক) ; হি [ইত্যাদি পূর্ববৎ]। ৪

যাহা পুরুষাশ্রিত শরীর, উহাই আবার শরীরমধ্যস্থ হৃদয়পদ্মের সহিত অভিন্ন ; কারণ (ভূতশব্দবাচ্য) ইন্দ্রিয়বৃন্দ উহাতেই প্রতিষ্ঠিত এবং উহাকে তাহারা অতিক্রম করে না। ৪

সৈষা চতুষ্পদা ষড়্‌বিধা গায়ত্রী তদেতদৃচাঽভ্যনূক্তম্ ॥ ৫

সা এষা গায়ত্রী (যথোক্তা এই গায়ত্রী) চতুষ্পদা (চারিটি পাদ-বিশিষ্টা), ষড়্‌বিধা (ছয় প্রকার—বাক্, ভূত, পৃথিবী, শরীর, হৃদয় ও প্রাণ) । তৎ (উক্ত অর্থেরই সমর্থকরূপে) এতৎ (ইনি, [গায়ত্রীতে অনুগত, গায়ত্রী অবলম্বনে উপস্থাপিত] গায়ত্রীনামক ব্রহ্ম) ঋচা (ঋক্-মন্ত্রেও) অভ্যনূক্তম্ (প্রকটিত হইয়াছেন) । ৫

পূর্বোক্তা এই গায়ত্রী চারিটি পাদবিশিষ্টা ও ষট্‌প্রকারা।[1] উক্তার্থেরই সমর্থকরূপে এই (গায়ত্রীতে অনুগত ও গায়ত্রীনামধেয়) ব্রহ্ম ঋক্‌মন্ত্রে প্রকাশিত হইয়াছেন। ৫

[1] যদিও গায়ত্রী ও হৃদয়ের সহিত সর্বভূতের সম্বন্ধ দেখাইবার জন্যই বাক্ ও প্রাণের উল্লেখ হইয়াছে, তথাপি উহাদিগকে গায়ত্রীর প্রকারবিশেষ ধরিয়া গায়ত্রী ছয় প্রকার (১ম ও ৩য় কণ্ডিকা দ্রঃ) । ভূত, পৃথিবী, শরীর ও হৃদয় চতুষ্পদবিশিষ্টা গায়ত্রীর চারিটি পাদ। ইহাও ধ্যানের জন্য বিহিত হইল (৩।১২।১, টীকা শেষাংশ দ্রঃ) ।

তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পূরুষঃ।
পাদোঽস্য সর্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥ ইতি ॥ ৬

অস্য (উক্ত [গায়ত্রীতে অনুগত] ব্রহ্মের) মহিমা (বিভূতি, বিস্তার) তাবান্ (সেই পরিমাণ, অর্থাৎ ষড়্‌বিধা ও চতুষ্পদা গায়ত্রীর সমপরিমাণ) ; ততঃ চ (উক্ত [বিকারি জগৎস্বরূপা] গায়ত্রী হইতেও) পূরুষঃ ([বিকারাতীত, পরমার্থ-সত্যস্বরূপ] পুরুষ) জ্যায়ান্

(মহত্তর) ; [পূর্বোক্ত "সেই পরিমাণ" কথাটির ব্যাখ্যা এই] সর্বা ভূতানি (আকাশাদি চরাচর সকলেই) অস্য (এই গায়ত্রীনামক ব্রহ্মের) পাদঃ (এক পাদ মাত্র) ; [পূর্বোক্ত "মহত্তর" কথাটির তাৎপর্য এই] অস্য ত্রিপাৎ অমৃতন্ (ত্রিপাদবিশিষ্ট অবিকারী স্বরূপটি) দিবি (প্রকাশাত্মক স্বমহিমায় [প্রতিষ্ঠিত]) ইতি [মন্ত্রের সমাপ্তিসূচক]। ৬

উক্ত গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্মের মহিমাও সেই পরিমাণ, অর্থাৎ প্রপঞ্চরূপ সর্বভূত তাঁহার এক পাদ মাত্র।[1] পুরুষ (অর্থাৎ পূর্ণ ব্রহ্ম) কিন্তু তাহা হইতেও মহত্তর, অর্থাৎ যিনি গায়ত্রী-ব্রহ্মের স্বরূপ ত্রিপাৎ[2] অবিকারী পূর্ণব্রহ্ম, তিনি আপন জ্ঞানস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত। ৬

১। ভূতাদি সমস্তই বাক্যকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিত আছে বলিয়া উহারা বিকারী এবং নামেরই অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ মিথ্যা—বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্, ছাঃ ৬।১।৪ ; অবিকারী ব্রহ্ম তাহাদিগের অপেক্ষা মহত্তর।

২। ব্রহ্মে অংশ না থাকিলেও—মিথ্যা জগতের তুলনায় ব্রহ্ম অনন্ত, ইহাই বুঝাইবার জন্য উপদেশচ্ছলে অংশ কল্পনা করিয়া বলা হইল যে, ব্রহ্ম এক অংশে মাত্র বিবর্তিত হন, কিন্তু অপর তিন অংশে তিনি অমৃত বা নির্বিকার।

যদ্বৈ তদ্‌ব্রহ্মেতীদং বাব তদ্ যোঽয়ং বহির্ধা পুরুষাদাকাশো যো বৈ স বহির্ধা পুরুষাদাকাশঃ ॥ ৭

অয়ং বাব স যোঽয়মন্তঃ পুরুষ আকাশো যো বৈ স অন্তঃ পুরুষ আকাশঃ ॥ ৮

অয়ং বাব স যোঽয়মন্তর্হৃদয় আকাশস্তদেতৎ পূর্ণমপ্রবর্তি পূর্ণামপ্রবর্তিনীং শ্রিয়ং লভতে য এবং বেদ ॥ ৯

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য দ্বাদশখণ্ডঃ ॥

[গায়ত্রী-উপাধিতে উপহিতরূপে যে ব্রহ্ম উপাস্য, তিনিই আবার হৃদয়াকাশে ধ্যেয়, ইহা

বুঝাইবার উদ্দেশে হৃদয়াকাশের অবতারণা হইতেছে]—যৎ বৈ তৎ ব্রহ্ম ইতি ([গায়ত্রী অবলম্বনে] যাঁহাকে উক্ত [ত্রিপাৎ] ব্রহ্মরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে) তৎ ইদম্ বাব (তিনিই ইহা)—[অর্থাৎ] যঃ (যাহা) পুরুষাৎ (বহির্ধা পুরুষের বাহিরে) অয়ম্ আকাশঃ (এই [ভৌতিক] আকাশ)। পুরুষাৎ বহির্ধা সঃ যঃ বৈ আকাশঃ, অয়ম্ বাব সঃ (উহাই তাহা)—[অর্থাৎ] যঃ অন্তঃ পুরুষে (শরীরমধ্যে) অয়ম্ আকাশঃ। অন্তঃ পুরুষে সঃ যঃ বৈ আকাশঃ, অয়ম্ বাব সঃ—যঃ অন্তঃ হৃদয়ে (হৃদয়-পদ্মে) অয়ম্ আকাশঃ। তৎ এতৎ (উক্ত এই [হৃদয়াকাশাখ্য ব্রহ্ম]) পূর্ণম্ (সর্বব্যাপী) [এবং] অপ্রবর্তি (এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমনকারী নহেন, অর্থাৎ অবিনাশী)। যঃ (যিনি) এবম্ (পূর্ণ ও প্রবৃত্তিহীনরূপে) [ব্রহ্মকে] বেদ (জানেন), [তিনি] পূর্ণাম্ (পরিপূর্ণ) অপ্রবর্তিনীম্ (অবিনাশী) শ্রিয়ম্ (ঐশ্বর্য) লভতে (লাভ করেন)। ৭-৯

পূর্বে যাঁহাকে ব্রহ্মরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে, তিনিই দেহের বহির্ভাগে বিদ্যমান এই আকাশ; দেহের বহির্ভাগে যে আকাশ, উহাই আবার দেহমধ্যস্থ আকাশ; দেহমধ্যে যে আকাশ, তাহাই আবার হৃদয়পদ্মস্থ আকাশ।[১] উক্ত হৃদয়াকাশাখ্য ব্রহ্ম পূর্ণ[২] ও প্রবৃত্তিহীন।[৩] যিনি উক্তরূপে (ব্রহ্মকে) জানেন, তিনি পরিপূর্ণ ও উচ্ছেদহীন ঐশ্বর্য লাভ করেন।[৪] ৭-৯

১। আকাশ এক হইলেও উপলব্ধির বৈচিত্র্যবশতঃ তাহাকে ত্রিধা ভাগ করা হইল—ইহা ঔপাধিক বিভাগমাত্র। জাগরিতাবস্থায় বহিঃস্থ ভূতাকাশে আনন্দজনক বিষয়সকল উপলব্ধ হয়; কিন্তু সেখানে প্রচুর দুঃখও আছে। স্বপ্নাবস্থায় শরীরাকাশে মনোবৃত্তিসহায়ে আনন্দভোগ হয়; সেখানে অপেক্ষাকৃত অল্প দুঃখ। সুষুপ্তি-অবস্থায় বুদ্ধিবৃত্তি তিরোহিত হইলে হৃদয়াকাশে দুঃখহীন আনন্দ উপলব্ধ হয়। এইরূপে ক্রমে আকাশের সঙ্কোচ করিয়া ইহাই নির্দেশ করা হইল যে, হৃদয়াকাশ উত্তম স্থান, অতএব চিত্তকে একাগ্র করিয়া উহাকে হৃদয়াকাশে সমাহিত করিতে হইবে।

২। অর্থাৎ তিনি হৃদয়াকাশেই পরিসমাপ্ত নহেন, তিনি সর্বব্যাপী।

৩। অন্যান্য ভূতসমূহ পরিচ্ছিন্ন; কিন্তু হৃদয়াকাশাখ্য ব্রহ্ম পরিচ্ছিন্ন নহেন।

৪। ইহা একটি লৌকিক গৌণ ফল মাত্র; ব্রহ্মপ্রাপ্তিই ইহার মুখ্য ফল। উক্ত জ্ঞানী জীবন্মুক্ত হন অর্থাৎ জীবনকালেই ব্রহ্মত্ব লাভ করেন।

তৃতীয়াধ্যায়—ত্রয়োদশ খণ্ড

(দ্বারপালোপাসনা)

তস্য হ বা এতস্য হৃদয়স্য পঞ্চ দেবসুষয়ঃ স যোঽস্য প্রাঙ্ সুষিঃ স প্রাণস্তচ্চক্ষুঃ স আদিত্যস্তদেতত্তেজোঽন্নাদ্যমিত্যুপাসীত তেজস্ব্যন্নাদো ভবতি য এবং বেদ ॥ ১

[গায়ত্রীনামক ব্রহ্মের উপাসনার অঙ্গরূপে দ্বারপালোপাসনা বলা হইতেছে। দ্বারপাল সন্তুষ্ট থাকিলে যেরূপ অনায়াসে রাজসমীপে উপস্থিত হওয়া যায়, বর্তমান স্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে]—তস্য হ বৈ এতস্য হৃদয়স্য (পূর্বোক্ত সেই এই হৃদয়ের) পঞ্চ (পাঁচটি) দেবসুষয়ঃ ([প্রাণ, আদিত্য, প্রভৃতি] দেবতাগণকর্তৃক রক্ষিত ছিদ্র, [পরমাত্মার প্রাপ্তির] দ্বার)। অস্য (উক্ত হৃদয়ের) সঃ যঃ (যেটি) প্রাঙ্ সুষিঃ (পূর্বদিগ্‌বর্তী দ্বার, [পূর্বমুখে অবস্থিত ব্যক্তির হৃদয়ের সম্মুখবর্তী ছিদ্রমধ্যে যে বায়ু সঞ্চারিত হয়, এবং হৃদয়ে যাহা অবস্থিত]) সঃ প্রাণঃ (উহাই [মুখনাসিকা অবলম্বনে সম্মুখে গমনকারী] প্রাণ) তৎ চক্ষুঃ (উহাই চক্ষু) সঃ আদিত্যঃ (উহাই আদিত্য)। [পরমাত্মার দ্বারপাল প্রাণাখ্য] তৎ এতৎ (এই ব্রহ্মকে) তেজঃ অন্নাদ্যম্ ইতি (তেজোরূপে ও অন্নের আদি বা কারণরূপে) উপাসীত (উপাসনা করিবে)। যঃ এবম্ বেদ (যিনি যথোক্ত প্রকারে উপাসনা করেন), [তিনি] তেজস্বী (তেজস্বী) [ও] অন্নাদঃ (অন্নভোজী, অগ্নিমান্দ্য-বিহীন) ভবতি (হন)। ১

পূর্বোক্ত এই হৃদয়ের দেবগণকর্তৃক রক্ষিত পাঁচটি দ্বার আছে। উক্ত হৃদয়ের যেটি পূর্বদ্বার তন্মধ্যে যিনি আছেন, তিনি প্রাণ, তিনিই চক্ষু, তিনিই আদিত্য।[১] এই প্রাণাখ্য ব্রহ্মকে তেজোরূপে[২] ও অন্নের আদিরূপে[৩] উপাসনা করিবে। যিনি এইরূপ উপাসনা করেন, তিনি তেজস্বী ও দীপ্তাগ্নি হন।[৪]১

১। অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইয়া আদিত্য চক্ষুতে অধিষ্ঠিত আছেন এবং রূপগ্রাহক হইয়া চক্ষুরিন্দ্রিয়াকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। আবার প্রাণ ব্যতীত চক্ষুর চেষ্টাদি অসম্ভব ; অতএব চক্ষু ও প্রাণ অভিন্ন। শ্রুতিতে আছে—"আদিত্যো হ বৈ বাহ্যপ্রাণঃ"—সূর্য বাহ্যরূপসমুদয়ে প্রতিষ্ঠিত। আবার প্রাণও সর্বভূতস্বরূপ। অতএব সূর্য ও প্রাণ অভিন্ন। চক্ষুর দেবতা সূর্য যে চক্ষুতে প্রতিষ্ঠিত, তদ্বিষয়ে এই শ্রুতি আছে—"স আদিত্যঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি চক্ষুষি" (বৃঃ ৩।৯।২০)। বাহিরের উপভোগ্য বিষয়গুলিই বাসনাকারে হৃদয়ে অবস্থান করে ;

সুতরাং বাহিরের রূপে অবস্থিত আদিত্যই বাসনাসম্বলিত হৃদয়েও অধিষ্ঠিত আছেন। এইভাবে একই রূপ ও হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত থাকায় প্রাণদেবতাই সূর্য ও চক্ষু নামে অভিহিত হন। শ্রুতিতে আছে, "আদিত্যই চক্ষুর দেবতা এবং আদিত্যাধিষ্ঠিত সমস্তই প্রাণাত্মক" (ছাঃ ৫।১৯।১-২)। ফলতঃ পরস্পরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত প্রাণ, চক্ষু ও সূর্য উপাস্য।

২। চক্ষু ও আদিত্য উভয়াকারেই প্রাণাখ্য ব্রহ্ম তেজস্বী।

৩। "আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ"—আদিত্য হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্ন (শস্য), এবং অতঃপর জীব জাত হয়। সুতরাং সূর্য অন্নের আদি।

৪। ইহা গৌণফল। দ্বারপালের তুষ্টি ও তৎসহায় পরমাত্মলাভই মুখ্য ফল।

অথ যোঽস্য দক্ষিণঃ সুষিঃ স ব্যানস্তচ্ছ্রোত্রং স চন্দ্রমাস্তদেতচ্ছ্রীশ্চ যশশ্চেত্যুপাসীত শ্রীমান্ যশস্বী ভবতি য এবং বেদ ॥ ২

ব্যানঃ (ব্যানবায়ু [যে বায়ুদ্বারা বলসাধ্য কার্য করা হয়, অথবা যাহা বিভিন্ন সন্ধিস্থলে নানারূপে প্রসারিত হয়])। শ্রোত্রম্ (কর্ণ)। শ্রীঃ (বিভূতি) যশঃ (খ্যাতি)। [অপরাংশ পূর্ববৎ]। ২

উক্ত হৃদয়ের যেটি দক্ষিণ দ্বার, তন্মধ্যে যিনি আছেন, তাঁহার নাম ব্যান। তিনিই শ্রবণেন্দ্রিয় এবং তিনিই চন্দ্রমা।[১] এই ব্যানাখ্য ব্রহ্মকে বিভূতি ও খ্যাতি বলিয়া উপাসনা করিবে।[২] যিনি এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি বিভূতিমান্ ও যশস্বী হন। ২

১। শ্রবণেন্দ্রিয় ও চন্দ্র উভয়েরই সহিত ব্যানের সম্বন্ধ আছে। কর্ণ ও চন্দ্রের সম্বন্ধও শ্রুতিতে উল্লিখিত আছে—"শ্রোত্রেণ সৃষ্টা দিশশ্চ চন্দ্রমাশ্চ" = বিরাটের শ্রবণেন্দ্রিয়ই চন্দ্রমা ও দিকসমূহাকারে সৃষ্ট হইল। ব্যান, শ্রোত্র ও চন্দ্র অভিন্নরূপে উপাস্য।

২। শ্রবণেন্দ্রিয় শ্রবণজ জ্ঞানের কারণ এবং চন্দ্রমা অন্নের কারণ। উক্ত জ্ঞান ও অন্ন আবার ঐশ্বর্যের এবং ঐশ্বর্য যশের কারণ হয়। কর্ণ ও চন্দ্রের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া ব্যানেরও ঐ দুইটি গুণ আছে।

অথ যোঽস্য প্রত্যঙ্ সুষিঃ সোঽপানঃ সা বাক্ সোঽগ্নিস্তদেতদ্ ব্রহ্মবর্চসমন্নাদ্যমিত্যুপাসীত ব্রহ্মবর্চস্যন্নাদো ভবতি য এবং বেদ ॥ ৩

উক্ত হৃদয়ের যেটি পশ্চিম দ্বার, তাহাতে যিনি অবস্থিত, তাঁহার নাম অপান।[১] তিনিই বাগিন্দ্রিয়, তিনিই অগ্নি।[২] এই অপানাখ্য ব্রহ্মকে ব্রহ্মতেজ[৩] ও অন্নের আদি[৪] বলিয়া উপাসনা করিবে। যিনি এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি ব্রহ্মতেজে তেজস্বী ও দীপ্তাগ্নি হন। ৩

১। মূত্রপুরীষাদি ত্যাগের জন্য যে বায়ু অধোদিকে সঞ্চারিত হয়।

২। বাগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা অগ্নি বাক্স্বরূপ। "অপানে তৃপ্যতি" ইত্যাদি শ্রুতি (ছাঃ ৫।২১।২) অনুসারে বাক্ই অপান। সুতরাং অপান, বাক্ ও অগ্নি অভিন্নরূপে উপাস্য।

৩। ব্রাহ্মণের বৃত্তি ও স্বাধ্যায় হইতে লভ্য তেজই ব্রহ্মবর্চস্। অগ্নির সহিত এই উভয়ের সম্বন্ধ আছে বলিয়া অপানের সহিতও তাহাদের সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়।

৪। অপানসহায়েই অন্ন ভক্ষিত হয় বলিয়া অপান অন্নের অগ্রবর্তী।

অথ যোঽস্যোদঙ্ সুষিঃ স সমানস্তন্মনঃ স পর্জন্যস্তদেতৎ কীর্তিশ্চ ব্যুষ্টিশ্চেত্যুপাসীত কীর্তিমান্ ব্যুষ্টিমান্ ভবতি য এবং বেদ ॥ ৪

উক্ত হৃদয়ের যেটি উত্তর দ্বার, তাহাতে যিনি অবস্থিত, তাঁহার নাম সমান[১]। তিনিই মন, তিনিই পর্জন্য বা বরুণদেব।[২] সমাননামক উক্ত ব্রহ্মকে কীর্তি[৩] ও ব্যুষ্টি (অর্থাৎ দেহলাবণ্য) বলিয়া উপাসনা করিবে। যিনি উক্ত প্রকারে উপাসনা করেন, তিনি কীর্তিমান ও কান্তিমান্ হন।৪

১। ভক্ষিত ও পীত বস্তুকে যে বায়ু সমতাপ্রাপ্ত করায় বা জীর্ণ করায়।

২। "সমানে তৃপ্যতি" ইত্যাদি শ্রুতি (ছাঃ ৫।২২।২) অনুসারে মনের সহিত সমানের সম্বন্ধ আছে। "মনসা সৃষ্টা আপশ্চ বরুণশ্চ" এই শ্রুতি অনুসারে মনের সহিত বরুণের সম্বন্ধ আছে। এইরূপে পরস্পর সম্বদ্ধ অপান, মন ও বরুণের উপাসনা বিধেয়।

৩। মন হইতে জ্ঞান, ও জ্ঞান হইতে কীর্তি লাভ হয়।

অথ যোঽস্যোর্ধ্বঃ সুষিঃ স উদানঃ স বায়ুঃ স আকাশস্তদেতদোজশ্চ মহশ্চেত্যুপাসীতৌজস্বী মহস্বান্ ভবতি য এবং বেদ ॥ ৫

উক্ত হৃদয়ের যেটি ঊর্ধ্ব দ্বার, তাহাতে যিনি অবস্থিত, তাঁহার নাম উদান।[১] তিনিই বায়ু, তিনিই আকাশ।[২] উদাননামক উক্ত ব্রহ্মকে ওজস্ (অর্থাৎ বল) এবং মহঃ (অর্থাৎ মহত্ত্বগুণ[৩]) বলিয়া উপাসনা করিবে। যিনি উক্ত প্রকারে উপাসনা করেন, তিনি ওজস্বী ও মহীয়ান্ হন। ৫

১। পদতল হইতে আরম্ভ করিয়া ঊর্ধ্বে গমনকারী বা উৎকর্ষজনক কর্মকারী বায়ু।

২। পরস্পর-সম্বদ্ধ বায়ু, আকাশ ও উদানের উপাসনা বিধেয়। "উদানে তৃপ্যতি" এই শ্রুতি (ছাঃ ৫।২৩।২) অনুসারে বায়ু ও উদান অভিন্ন। আকাশ বায়ুর আধার, এবং শ্রুতিতে (ছাঃ ৫।২৩।২) আছে, "বায়ৌ তৃপ্যত্যাকাশস্তৃপ্যতি" বায়ু তৃপ্ত হইলে আকাশ তৃপ্ত হয় ; অতএব উভয়ে অভিন্ন।

৩। বায়ু ও আকাশ উভয়েই বলের কারণ, এবং উভয়েই বিশাল।

তে বা এতে পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষাঃ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপাঃ স য এতানেবং পঞ্চব্রহ্মপুরুষান্ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপান্ বেদাস্য কুলে বীরো জায়তে প্রতিপদ্যতে স্বর্গং লোকং য এতানেবং পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষান্ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপান্ বেদ ॥ ৬

তে বৈ এতে (পূর্বোক্ত এই) পঞ্চ (পাঁচ জন) ব্রহ্ম-পুরুষাঃ ([হৃদয়াধিষ্ঠাতা] ব্রহ্মের অধীনস্থ পুরুষ) স্বর্গস্য লোকস্য ([হৃদয়রূপ] স্বর্গলোকের) দ্বারপাঃ (দ্বারপালক) [বলিয়া অভিহিত হন]। যঃ (যিনি) এতান্ (এই সকল) এবম্ (এইরূপ গুণবিশিষ্ট) স্বর্গস্য লোকস্য পঞ্চ দ্বারপান্ (দ্বারপালকে) ব্রহ্মপুরুষান্ (ব্রহ্মপুরুষকে) বেদ (উপাসনা করেন, অর্থাৎ উপাসনাদ্বারা বশীভূত করেন), অস্য (ইঁহার) কুলে (বংশে) বীরঃ (বীর) জায়তে (জাত হয়)। যঃ এতান্ এবম্ স্বর্গস্য লোকস্য পঞ্চ দ্বারপান্ ব্রহ্মপুরুষান্ বেদ, সঃ (তিনি)

স্বর্গম্ লোকম্ (স্বর্গলোক [অর্থাৎ হৃদয়াধিষ্ঠাতা] সুখস্বরূপ ব্রহ্মকে) প্রতিপদ্যতে (প্রাপ্ত হন) ।৬

পূর্বোক্ত এই পাঁচজন ব্রহ্মাধীন পুরুষ স্বর্গলোকের দ্বারপাল[১] (বলিয়া অভিহিত হন)। স্বর্গলোকের এইরূপ গুণবিশিষ্ট এই পাঁচজন দ্বারপাল ব্রহ্মপুরুষকে যিনি উপাসনা করেন, তাঁহার কুলে বীর জাত হয়।[২] স্বর্গলোকের এতাদৃশ গুণবান এই পাঁচজন দ্বারপাল ব্রহ্মপুরুষকে যিনি উপাসনা করেন, তিনি স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন।৬

[১] রাজপুরুষ বলিতে যেমন রাজার পুরুষ অর্থাৎ কর্মচারী বুঝায়, ব্রহ্মপুরুষ শব্দেও সেইরূপই বুঝিতে হইবে। দ্বারপালের ন্যায় ইঁহারাও ব্রহ্মদর্শনের পথ উন্মুক্ত বা অবরুদ্ধ করিতে পারেন। ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রাণশব্দ-বাচ্য চক্ষুঃ, কর্ণ, বাক্, মন প্রভৃতি দ্বারপালগণ যখন বহির্মুখ ও বিষয়ভোগে রত হয়, তখন তাহারা ব্রহ্মজ্ঞানের সহায়ক হয় না। ইন্দ্রিয়গণ যখন সুনিয়ত হয় এবং উপাসনার সহায়ে অধিষ্ঠাতৃদেবতা আদিত্যাদির সহিত অভেদপ্রাপ্ত হয়, তখন তাহারাই আবার ব্রহ্মজ্ঞানের সহায় হয়। (কঃ ২।১।১)

[২] অর্থাৎ সুপুত্র জাত হওয়ায় তাঁহার ব্রহ্মলাভের আনুকূল্য ঘটিয়া থাকে। পুত্রের দ্বারা পিতৃ-ঋণ শোধ হয়। সুতরাং পুত্রও পরম্পরায় ব্রহ্মপ্রাপ্তির সহায়ক।

অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু সর্বতঃ পৃষ্ঠেষ্বনুত্তমেষূত্তমেষু লোকেষ্বিদং বাব তদ্ যদিদমস্মিন্নন্তঃ পুরুষে জ্যোতিস্তস্যৈষা দৃষ্টির্যত্রৈতদস্মিঞ্ছরীরে সংস্পর্শেনোষ্ণিমানং বিজানাতি তস্যৈষা শ্রুতির্যত্রৈতৎ কর্ণাবপিগৃহ্য নিনদমিব নদথুরিবাগ্নেরিব জ্বলত উপশৃণোতি তদেতদ্দৃষ্টং চ শ্রুতঞ্চেত্যুপাসীত চক্ষুষ্যঃ শ্রুতো ভবতি য এবং বেদ য এবং বেদ ॥৭

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য ত্রয়োদশখণ্ডঃ ॥

[যে ব্রহ্ম দ্যুলোকেরও উপরে স্বমহিমায় প্রকাশিত আছেন, তাঁহাকে কুক্ষিস্থ জ্যোতিরূপ প্রতীকে কিরূপে উপাসনা করিতে হইবে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে]—অথ (আবার,

উপাসনান্তরের আরম্ভের সূচক) অতঃ (এই) দিবঃ (দ্যুলোকের) পরঃ (=পরম্, পরে বা উর্ধ্বে) বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু (সকলের পৃষ্ঠে) [অর্থাৎ] সর্বতঃ পৃষ্ঠেষু (সংসারাতীতরূপে), অনুত্তমেষু (যাহাদিগ হইতে উৎকৃষ্টতর নাই, সেই সকল) উত্তমেষু লোকেষু (শ্রেষ্ঠ [সত্যাদি] লোকসকলে) যৎ জ্যোতিঃ (যে ব্রহ্মজ্যোতি) দীপ্যতে ([স্বপ্রকাশরূপে] দেদীপ্যমান আছেন) তৎ বাব (তিনিই) ইদম্ জ্যোতিঃ (এই জ্যোতি), ইদম্ যৎ (এই যিনি) অস্মিন্ পুরুষে অন্তঃ (এই পুরুষের শরীরমধ্যে) [উপলব্ধ হন]। যত্র (যে সময়ে) অস্মিন্ শরীরে (এই দেহে) [লোকে] সংস্পর্শেন ([হস্তের দ্বারা] স্পর্শ করিয়া) উষ্ণিমানম্ ([রূপ-সহগামী] উষ্ণতাকে) এতৎ বিজানাতি (এই প্রকারে [সাক্ষাৎভাবে] জানে) [তখন] তস্য (উক্ত জ্যোতির) এষা দৃষ্টিঃ (ইহাই দর্শন, সাক্ষাৎ দর্শনের লিঙ্গ বা উপায়)। যত্র (যখন) কর্ণৌ (কর্ণদ্বয়) অপিগৃহ্য (আচ্ছাদিত করিয়া) নিনদম্ ইব ([রথচক্রের] নির্ঘোষসদৃশ ধ্বনি), নদথুঃ ইব (বৃষভ-নাদ-সদৃশ ধ্বনি), জ্বলতঃ অগ্নেঃ ইব (প্রজ্বলিত অগ্নির শব্দসদৃশ ধ্বনি) এতৎ উপশৃণোতি (এইরূপে, সাক্ষাৎভাবে, শ্রবণ করে) [তখন] তস্য (উক্ত জ্যোতির) এষা শ্রুতিঃ (ইহাই শ্রবণ, সাক্ষাৎ শ্রবণের উপায়)। তৎ এতৎ (উক্ত এই উদরস্থ জ্যোতিকে) দৃষ্টম্ চ শ্রুতম্ চ ইতি (দৃষ্ট ও শ্রুত বলিয়া) [ব্রহ্মদৃষ্টিতে] উপাসীত (উপাসনা করিবে)। যঃ (যিনি) এবম্ বেদ (উক্ত প্রকারে, অর্থাৎ গুণদ্বয়-বিশিষ্টরূপে, [উক্ত জ্যোতিকে ব্রহ্মজ্ঞানে] উপাসনা করেন) [তিনি] চক্ষুষ্যঃ [দর্শনীয়] [ও] শ্রুতঃ (বিশ্রুত, বিখ্যাত) ভবতি (হন)। যঃ এবম্ বেদ [আদরার্থে পুনরুক্তি]। ৭

অনন্তর এই দ্যুলোকের উর্ধ্বে, সকলের পৃষ্ঠে (অর্থাৎ সংসারের উপরে)[১] অনুপম উত্তম লোকসমূহে[২] যে ব্রহ্মজ্যোতি প্রকাশিত আছেন, তিনিই আবার এই মানবশরীরের মধ্যগত জ্যোতি।[৩] যখন এই দেহকে এইরূপ ভাবে স্পর্শ করা হয় যে, উষ্ণতা অনুভূত হইতে পারে, তখন উহাই উক্ত জ্যোতির দর্শনের লিঙ্গ।[৪] যখন কর্ণদ্বয় এইরূপভাবে আচ্ছাদিত করা হয় যে, রথনির্ঘোষসদৃশ, বৃষভনিনাদসদৃশ, বা প্রজ্বলিত অগ্নির শব্দের সদৃশ ধ্বনি শুনিতে পারা যায়, তখন উহাই উক্ত জ্যোতির শ্রবণের লিঙ্গ। উক্ত জ্যোতিকে দৃষ্ট ও শ্রুত বলিয়া উপাসনা করিবে। যিনি উক্ত গুণদ্বয়বিশিষ্টরূপে (এই জ্যোতিকে) উপাসনা করেন, তিনি দর্শনীয় ও লোকবিশ্রুত হন। ৭

১। মূলের "সর্বস্ত"=সংসারের ; কারণ বহুর সমষ্টিই সর্ব, এবং সংসারও বহুত্ববিশিষ্ট। আত্মা কিন্তু এক এবং বিভেদশূন্য ; সুতরাং তিনি সংসারাতীত।

২। ছাঃ ৩।১২।৬—"ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।" হিরণ্যগর্ভাদির দ্বারা অধিষ্ঠিত সত্যাদি লোক উত্তম ; কারণ উহারা ব্রহ্মের নিকটবর্তী, এবং ঐ সকল লোকে ব্রহ্মজ্যোতি অধিকতর প্রকাশিত।

৩। যে ব্রহ্মজ্যোতি নামরূপকে প্রকটিত করিবার জন্য দেহে প্রবেশ করিয়াছেন, দেহের উষ্ণতাই তাঁহার লিঙ্গ বা পরিচায়ক (পরের টীকা দ্রঃ)। দেহের উষ্ণতা জীবেরও লিঙ্গ, কারণ জীব দেহত্যাগ করিলে দেহ শীতল হইয়া যায়। শ্রুতিতেও আছে,—"এই জ্যোতি পরমাত্মায় একীভূত হয়" (ছাঃ ৬।১৫।২)।

৪। যেখানে ধূম সেখানেই অগ্নি আছে ; সুতরাং ধূমের দ্বারা অগ্নির জ্ঞান জন্মাইতে পারা যায় ;—অর্থাৎ ধূম অগ্নির লিঙ্গ বা অনুমানের প্রতি হেতু। বর্তমান স্থলে দর্শন ও শ্রবণ-গুণবিশিষ্ট কুক্ষিস্থ জ্যোতিকে ব্রহ্মের প্রতীকরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাতে যে উক্ত গুণদ্বয় আছে, তাহারই প্রমাণস্বরূপে দুইটি লিঙ্গ গৃহীত হইয়াছে—একটি উষ্ণতার স্পর্শ, অপরটি শব্দের শ্রবণ। (ভূমিকা ১৩ পৃঃ দ্রঃ)।

আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, দর্শনের পরিচয় দিতে গিয়া স্পর্শের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, যাহাদের রূপ আছে তাহাদের স্পর্শও আছে ; সুতরাং এই হিসাবে দর্শন ও স্পর্শন সমার্থক।

LIBRARY
No.............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

তৃতীয়াধ্যায়—চতুর্দশ খণ্ড

(শাণ্ডিল্যবিদ্যা)

সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত। অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষো যথাক্রতুরস্মিঁল্লোকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতিঁ স ক্রতুং কুর্বীত ॥ ১

[প্রতীকাবলম্বনে উপাসনা ত্যাগ করিয়া অধুনা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা আরম্ভ হইতেছে। অনেক-শক্তিমান্, অনেক-গুণবান্, ত্রিপাৎ, অমৃত ব্রহ্মের (৩।১২।৬) বহুপ্রকার উপাসনা সম্ভবপর ; সুতরাং মনোময়ত্ব প্রভৃতি বিশেষ গুণ ও বিশেষ শক্তি সমন্বিতরূপে উপাসনা বিহিত হইতেছে]—ইদম্ (এই নামরূপে ব্যাকৃত, প্রত্যক্ষাদির বিষয়) সর্বম্ (সমস্ত) খলু [বাক্যালঙ্কারার্থক নিপাত] ব্রহ্ম (ব্রহ্ম, নিরতিশয় মহৎ কারণস্বরূপ),—তৎ জ-ল-অন্ ইতি (কেননা উক্ত ব্রহ্ম হইতেই জগৎ [সৃষ্টিকালে] জাত হয়, [প্রলয়ে] তাঁহাতে লীন হয়, এবং [স্থিতিকালে] তাঁহাতেই প্রাণক্রিয়াদি করে) ; [অতএব তাঁহাকে] শান্তঃ [সন্] উপাসীত (শান্ত, অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি দোষশূন্য হইয়া, বা সংযত হইয়া [নিম্নোক্ত গুণসমন্বিতরূপে] উপাসনা করিবে)—[অর্থাৎ] অথ খলু (যেহেতু) পুরুষঃ (মানুষ) ক্রতুময়ঃ (যাহার যেরূপ ক্রতু, অর্থাৎ অধ্যবসায় বা "ইহা এই রূপই, অন্যরূপ নহে" এবম্প্রকার অবিচলিত প্রত্যয়, সেইরূপ ; ভাবরূপী),—অস্মিন্ লোকে (এই জগতে, জীবিতাবস্থায়) পুরুষঃ (জীব) যথা ক্রতুঃ ভবতি (যেরূপ অধ্যবসায় বা ভাব অবলম্বন করে) ইতঃ প্রেত্য (এই শরীর ত্যাগের পর) তথা (সেইরূপ) ভবতি (হয়), [অতএব] সঃ (সেই জীব [এই তত্ত্ব জানিয়া]) ক্রতুম্ কুর্বীত (অধ্যবসায় বা অবিচলিত প্রত্যয় অবলম্বন করিবে)। ১

এই সমস্ত জগৎ স্বরূপতঃ ব্রহ্মই ; কারণ তাঁহা হইতেই উহা জাত হয়, তাঁহাতে লীন হয়, ও তাঁহাতে জীবিত থাকে।[১] অতএব শান্ত হইয়া উপাসনা করিবে ;[২]—(অর্থাৎ) মানুষ যেহেতু ভাবরূপী, সে জীবিতাবস্থায় যেরূপ নিশ্চয়শীল হয়, দেহত্যাগের পর সেইরূপই হইয়া থাকে,[৩]—(অতএব) সে (এই তত্ত্ব জানিয়া) দৃঢ়প্রত্যয় অবলম্বন করিবে[৪] (অর্থাৎ তদ্ভাবে ভাবিত হওয়া রূপ উপাসনা অবলম্বন করিবে[৫])।১

---

[১] তজ্জলান্=তজ্জম্+তল্লম্+তদনম্ ; "জন্" ধাতুর অর্থ জাত হওয়া, "লী"র অর্থ লয় হওয়া, এবং "অন্"এর অর্থ জীবন ধারণ করা। এই তিন অবস্থার কোন অবস্থাতেই জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া গৃহীত হয় না, সর্বাবস্থাতেই জগৎ ব্রহ্মরূপে অবস্থিত।

[২] সমস্তই যখন ব্রহ্ম, তখন রাগদ্বেষ বৃথা।

[৩] গীতা ৮।৬

[৪] গীতা ২।৪১

৫। ভাববিশেষকে দীর্ঘকাল অন্তঃকরণে ধারণ করিয়া রাখাকেই উপাসনা বলে। বর্তমান স্থলে ইহাই বলা হইল যে, তত্ত্বনিশ্চয় না হওয়া পর্যন্ত বিশেষ অধিকারীর পক্ষে উপাসনা অবলম্বনীয়।

মনোময়ঃ প্রাণশরীরো[1] ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প আকাশাত্মা সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ সর্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদরঃ ॥ ২

[কিরূপ ক্রতু বা নিশ্চয় করিতে হইবে, তাহা বলা হইতেছে]—মনঃ-ময়ঃ ([মনোরূপ উপাধিবশতঃ মনের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি অনুযায়ী যিনি প্রবৃত্তিমান্ ও নিবৃত্তিমান্ বলিয়া প্রতিভাত হন, মনই যাঁহার প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির কারণ, প্রাণশরীরঃ (লিঙ্গশরীরই যাঁহার দেহ), ভারূপঃ (চৈতন্যদীপ্তিই যাঁহার রূপ), সত্যসঙ্কল্পঃ (যাঁহার সঙ্কল্প অমোঘ), আকাশ-আত্মা (যাঁহার স্বরূপ আকাশের ন্যায় সর্বব্যাপী, রূপাদিহীন ও সূক্ষ্ম), সর্বকর্মা (সমস্ত জগৎই যাঁহার কর্ম), সর্বকামঃ (সর্ববিধ [বিশুদ্ধ] কামনাই যাঁহার), সর্বগন্ধঃ (সমস্ত [উত্তম] গন্ধই যাঁহার), সর্বরসঃ (সমস্ত [উত্তম] রসই যাঁহার), সর্বম্ ইদম্ (এই সমস্ত জগৎ) অভ্যাত্তঃ (পরিব্যাপ্ত করিয়া যিনি বিদ্যমান) [যিনি] অবাকী (বাগিন্দ্রিয়-বিবর্জিত, অর্থাৎ সর্বেন্দ্রিয়শূন্য), অনাদরঃ (আগ্রহশূন্য)—। ২

"মনই যাঁহার প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির কারণ, লিঙ্গশরীর[1] যাঁহার দেহ, চৈতন্যদীপ্তিই যাঁহার রূপ, তিনি সত্যসঙ্কল্প, আকাশাত্মা, সর্বকর্মা, সর্বকাম,[2] সর্বগন্ধ ও সর্বরস, যিনি এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া বর্তমান, যিনি ইন্দ্রিয়শূন্য[3] ও আগ্রহবিবর্জিত—। ২

১। যে শরীরে জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি সমষ্টিকৃত হইয়াছে। "মনোময় ও প্রাণশরীর" এই বিশেষণদ্বয় জীবের পক্ষেই প্রযোজ্য হইলেও, ব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদ আছে বলিয়া ব্রহ্মে প্রযুক্ত হইল। (মুঃ ৩।২।৭)

২। সর্বকাম=সর্ব কামনা যাঁহার (বহুব্রীহি সমাস)। এখানে অন্যরূপ (কর্মধারয়) সমাস করিয়া "যিনি সর্বকামনা স্বরূপ" এইরূপ অর্থ করা চলে না, কারণ ঈশ্বর নিত্য এবং কামনা তাঁহার কার্য। বিশেষতঃ কামনা চেতনকে অবলম্বন করিয়াই থাকে। "সর্বগন্ধ, সর্বরস" স্থলেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। এই সকল কাম, গন্ধ ও রস ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত আছে। অন্বয়ে এই সব স্থলে সর্বশব্দটির অর্থ "সমুদয়" না করিয়া "সমুদয় শুভ"

এইরূপ করা হইয়াছে ; কারণ অশুভ কামনাদি অবিদ্যাপ্রসূত, উহারা ঈশ্বরে থাকিতে পারে না (গীতা ৭।৭-১১) ।

৩। “অপানিপাদো জবনো গ্রহীতা”—শ্বেঃ ৩।১৯

এষ ম আত্মাহন্তর্হৃদয়েহণীয়ান্ ব্রীহের্বা যবাদ্বা সর্ষপাদ্বা শ্যামাকাদ্বা শ্যামাকতণ্ডুলাদ্বৈষ ম আত্মাহন্তর্হৃদয়ে জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরিক্ষাজ্জ্যায়ান্ দিবো জ্যায়ানেভ্যো লোকেভ্যঃ ॥ ৩

[পূর্বোক্ত পরমাত্মার সহিত প্রত্যগাত্মার অভেদ প্রদর্শিত হইতেছে]—অন্তঃহৃদয়ে (হৃদয়পদ্মমধ্যে অবস্থিত) এষঃ ([যথোক্ত-গুণবিশিষ্ট] এই) মে (আমার) আত্মা (আত্মা) ব্রীহেঃ বা (ধান্যবিশেষ হইতে), যবাৎ বা (বা যব হইতে), সর্ষপাৎ বা (সরিষা হইতে), শ্যামাকাৎ বা (বা শ্যামাক হইতে), শ্যামাকতণ্ডুলাৎ বা (শ্যামাক-তণ্ডুল হইতে) অণীয়ান্ (সূক্ষ্মতর) [অর্থাৎ নিখিল সূক্ষ্মবস্তু হইতে সূক্ষ্মতর] ; এষঃ অন্তর্হৃদয়ে মে আত্মা পৃথিব্যাঃ (ভূলোক হইতে) জ্যায়ান্ (বৃহত্তর), অন্তরিক্ষাৎ (অন্তরিক্ষ হইতে) জ্যায়ান্, [অর্থাৎ নিখিল বৃহৎ বস্তু হইতেও বৃহত্তর, বা অনন্ত] । ৩

“—হৃদয়পদ্মমধ্যে অবস্থিত উক্তগুণবিশিষ্ট আমার এই আত্মাই ব্রীহি, যব, সর্ষপ, শ্যামাক কিংবা শ্যামাকতণ্ডুল অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর ; হৃদয়পদ্মমধ্যে অবস্থিত আমার এই আত্মাই পৃথিবী হইতে বিশালতর, অন্তরিক্ষ হইতে বৃহত্তর, দ্যুলোক হইতে বৃহত্তর—এই সমস্ত লোক হইতে বিশালতর ।[1] ৩

---

[1] প্রথমে আত্মাকে সূক্ষ্ম বলা হইল ; কিন্তু পাছে কেহ মনে করে যে, আত্মা অণুপরিমাণ, এইজন্য তাঁহাকে পৃথিব্যাদি অপেক্ষা বড় বলা হইল । কিন্তু তথাপি মনে হইতে পারে যে, আত্মা পৃথিব্যাদিরই মত, সেইজন্য তাঁহাকে অনন্ত বলা হইল ।

সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ সর্বমিদমভ্যাত্তোহবাক্যনাদর এষ ম আত্মাহন্তর্হৃদয় এতদ্ ব্রহ্মৈতমিতঃ প্রেত্যাভিসংভবিতাস্মীতি যস্য স্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাহস্তীতি হ স্মাহ শাণ্ডিল্যঃ শাণ্ডিল্যঃ ॥৪

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য চতুর্দশখণ্ডঃ ॥

[ঈশ্বরকে পূর্বোক্ত গুণবিশিষ্টরূপেই উপাসনা করিতে হইবে, ইহা বুঝাইবার জন্য বলা হইতেছে]—সর্বকর্মা [ইত্যাদি পূর্ববৎ]। এতৎ ব্রহ্ম (ইনি ব্রহ্ম)। ইতঃ প্রেত্য (এই শরীর ত্যাগ করিয়া) এতম্ (ইঁহাকে) অভিসম্ভবিতাস্মি (প্রাপ্ত হইব)—ইতি অদ্ধা (সত্যই এইরূপ নিশ্চয়) যস্য (যাঁহার) স্যাৎ (হইবে) [এবং এই বিষয়ে] ন বিচিকিৎসা অস্তি (সংশয় থাকিবে না) [তিনি উক্তরূপ ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হইবেন]—ইতি (এই কথা) শাণ্ডিল্যঃ (শাণ্ডিল্যনামক ঋষি) আহ স্ম হ (বলিয়াছিলেন)। শাণ্ডিল্যঃ [আদরার্থক পুনরুক্তি]। ৪

“—যিনি সর্বকর্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরস তিনিই সমস্ত ব্যাপিয়া বিদ্যমান; তিনি ইন্দ্রিয়শূন্য ও আগ্রহবিবর্জিত;[1] ইনিই হৃদয়পদ্মমধ্যে অবস্থিত আমার আত্মা।[2] ইনি ব্রহ্ম। দেহত্যাগের পর আমি ইহাকেই পাইব[3]—যাঁহার সত্যই এইরূপ নিশ্চয় আছে এবং এই বিষয়ে কোনও সংশয় নাই, তিনি ঐ ঈশ্বরত্বই প্রাপ্ত হইবেন—এই কথা শাণ্ডিল্য ঋষি বলিয়াছিলেন। ৪

[1] বহুব্রীহি দুই প্রকার—তদ্গুণ-সংবিজ্ঞান ও অতদ্গুণ-সংবিজ্ঞান। প্রথমোক্ত সমাসে বিশেষণীভূত গুণের সহিত ক্রিয়ার সম্বন্ধ ঘটে; “লম্বকর্ণকে আন” বলিলে দীর্ঘকর্ণবিশিষ্ট পুরুষকেই আনা হয়। দ্বিতীয় প্রকারের সমাসে ক্রিয়ার সহিত বিশেষণীভূত অংশের ঐরূপ সম্বন্ধ হয় না; যথা “রাজপুরুষকে আন” বলিলে শুধু পুরুষকেই আনা হয়, রাজার সহিত আনয়ন-ক্রিয়ার সম্বন্ধ ঘটে না। বর্তমান স্থলে বিশেষণের দ্বারা লক্ষিত নির্গুণ ঈশ্বর উপাস্য নহেন; কিন্তু বিশেষণবিশিষ্ট সগুণ ঈশ্বরই উপাস্য। অর্থাৎ পূর্বোক্ত সমাসগুলি তদ্গুণ-সংবিজ্ঞান বহুব্রীহির পর্যায়ভুক্ত।

[2] এখানে প্রত্যগাত্মার উপাসনা বিধেয় নহে, পরমাত্মাই উপাস্য;—“আমার আত্মা” বলায় এইরূপ অর্থই প্রতিভাত হইতেছে। প্রত্যগাত্মা উপাস্য হইলে “আমার” বলা অনাবশ্যক ও অযৌক্তিক হইত।

[3] যিনি সগুণব্রহ্মের উপাসক, তাঁহার একবার মাত্র তত্ত্ববুদ্ধি উপস্থিত হইলেও তদ্দ্বারা অদৃষ্ট ফল সিদ্ধ হয় না; পরন্তু দেহপাতকালেও তাঁহাকে উক্ত তত্ত্বজ্ঞানের অনুবৃত্তি করিতে হয়; তবেই তাঁহার ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি ও ক্রমমুক্তি হইয়া থাকে।

তৃতীয়াধ্যায়—পঞ্চদশ খণ্ড

(কোশবিজ্ঞান)

অন্তরিক্ষোদরঃ কোশো ভূমিবুধ্নো ন জীর্যতি।
দিশো হ্যস্য স্রক্তয়ো দ্যৌরস্যোত্তরং বিলং॥
স এষ কোশো বসুধানস্তস্মিন্ বিশ্বমিদং শ্রিতম্॥ ১

[৩।১৩।৬এ বলা হইয়াছে যে, বীরপুত্র জাত হয়। কিন্তু শুধু পুত্রজন্মের দ্বারাই পিতার ত্রাণ হয় না। পুত্র বেদাধ্যায়ী হওয়া আবশ্যক। পুত্র শিক্ষিত হইলেই পিতার লোকলাভের কারণ হয় (বৃঃ ১।৫।১৭)। অতএব পিতার দীর্ঘায়ুলাভের জন্য কোশবিজ্ঞান আরম্ভ হইতেছে। ৩।১৩।৬এর পরেই এই খণ্ড আরম্ভ করা উচিত ছিল ; কিন্তু গায়ত্রী-উপাধিক ব্রহ্মের উপাসনা অপেক্ষা জাঠরাগ্নিরূপ প্রতীকে পরব্রহ্মের উপাসনার প্রতি ও এই দ্বিতীয় উপাসনার অন্তরঙ্গ শাণ্ডিল্যবিদ্যার প্রতি অধিকতর আগ্রহ থাকায় শ্রুতি ঐ দুইটি অগ্রে শেষ করিয়া পুনরায় পূর্বপ্রস্তাবিত বিষয় আরম্ভ করিতেছেন]—অন্তরিক্ষ-উদরঃ (অন্তরিক্ষ যাঁহার উদর বা মধ্যস্থিত শূন্য অংশ), ভূমি-বুধ্নঃ (পৃথিবী যাহার গোলাকার অধোভাগ) [সেই] কোশঃ (ত্রিলোকাত্মক ধনাগার) ন জীর্যতি (বিনষ্ট হয় না) ; দিশঃ হি (দিক্‌সকলই) অস্য (ইহার) স্রক্তয়ঃ (কোণসমূহ), দ্যৌঃ (দ্যুলোক) অস্য উত্তরম্ বিলম্ (ঊর্ধ্বরন্ধ্র, উপরের মুখ)। সঃ এষঃ কোশঃ (উক্ত এই ভুবনকোশই) বসুধানঃ (রত্নভাণ্ড, কর্মফলের আগার)। তস্মিন্ (তন্মধ্যে) ইদম্ ([প্রত্যক্ষাদির দ্বারা উপলব্ধ] এই সমস্ত অর্থাৎ কর্মফলসকল ও তাহাদের সাধনবর্গ) শ্রিতম্ (আশ্রিত রহিয়াছে)। ১

অন্তরিক্ষরূপ উদরবিশিষ্ট ও ভূমিরূপ অধোভাগসমন্বিত ভুবনকোশটির বিনাশ হয় না।[১] দিক্‌সকলই ইহার বিভিন্ন কোণ এবং দ্যুলোক ইহার উপরের মুখ। উক্ত এই ভুবনকোশই রত্নভাণ্ডারস্থানীয়—এই সমস্তই তন্মধ্যে আশ্রিত আছে।[২] ১

১। "চতুর্যুগসহস্রন্তু ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে"—ব্রহ্মার এক দিনের (১২ ঘণ্টার) পরিমাণ (মানবীয়) এক সহস্র চারিযুগ। ইহাই ত্রিলোকের স্থিতিকাল (গীতা ৮।১৭)। এই সুদীর্ঘ কালকেই এখানে অবিনাশী বলা হইল ; বস্তুতঃ ইহা অবিনাশী নহে। এই আপেক্ষিক অবিনাশিত্ব ধ্যানেরই অঙ্গরূপে বিহিত হইয়াছে।

২। অর্থাৎ ত্রৈলোক্যাত্মা প্রভৃতিতে কোষ প্রভৃতির দৃষ্টি আরোপ করিয়া ধ্যান করিতে হইবে।

তস্য প্রাচী দিগ্ জুহূর্নাম সহমানা নাম দক্ষিণা রাজ্ঞী নাম প্রতীচী সুভূতা নামোদীচী তাসাং বায়ুর্বৎসঃ স য এতমেবং বায়ুং দিশাং বৎসং বেদ ন পুত্ররোদং রোদিতি সোঽহমতমেবং বায়ুং দিশাং বৎসং বেদ মা পুত্ররোদং রুদম্ ॥ ২

[উক্ত দিক্সমূহের অবান্তর বিভাগগুলিকে কোষের কোণরূপে ধ্যান করিতে হইবে]— তস্য (উক্ত ভুবনকোষের) প্রাচী দিক্ (পূর্ব দিক্) জুহূঃ নাম (প্রসিদ্ধ জুহূ [=যে হাতায় হব্য রাখিয়া আহুতি দেওয়া হয়। পূর্ব দিক্ জুহূ, কারণ ঐ দিকে মুখ করিয়া আহুতি দেওয়া হয়], দক্ষিণা (দক্ষিণ দিক্) সহমানা নাম (যমপুরী [সেখানে প্রাণিগণ পাপকর্মের ফল সহ্য করে), প্রতীচী (পশ্চিম দিক্) রাজ্ঞী নাম (রাজ্ঞী, রাজা বরুণের দ্বারা অধিষ্ঠিত, কিংবা সন্ধ্যারাগ-রঞ্জিত), উদীচী (উত্তর দিক্) সুভূতা নাম (সুভূতি, বিভূতিমান্ অর্থাৎ ঐশ্বর্যবান্ [কুবের প্রভৃতি] কর্তৃক অধিষ্ঠিত)। বায়ুঃ (বায়ু) তাসাম্ (ঐ দিক্সকলের) বৎসঃ (সন্তান [কারণ বায়ু দিক্সম্ভূত]। যঃ (যে কেহ) দিশাম্ (দিক্সমূহের) বৎসম্ (সন্তান) এতম্ বায়ুম্ (এই বায়ুকে) এবম্ (এইরূপ গুণশালী, অর্থাৎ অমৃতস্বরূপে) বেদ (উপাসনা করেন) সঃ (তিনি) পুত্ররোদম্ ন রোদিতি (পুত্রের জন্য ক্রন্দনরূপ ক্রন্দন করেন না, অর্থাৎ তাঁহার পুত্রবিয়োগ হয় না)। সঃ অহম্ (সেই [পুত্রজীবনাভিলাষী] আমি) দিশাম্ বৎসম্ এতম্ বায়ুম্ এবম্ বেদ (উপাসনা করি) [সুতরাং] পুত্ররোদম্ মা [অ-] রুদম্ (যেন ক্রন্দন না করি)। ২

উক্ত ভুবনকোষের পূর্ব দিক্ জুহূ,[1] দক্ষিণ দিক্ সহমানা, পশ্চিম দিক্ রাজ্ঞী, উত্তর দিক্ সুভূতা। বায়ু উক্ত দিক্সমূহের বৎস। যে কেহ দিক্সমূহের সন্তান এই বায়ুকে এইরূপে (অমর বলিয়া) জানেন, তিনি পুত্রশোকবশতঃ রোদন করেন না। (পুত্রজীবনাভিলাষী) উক্তরূপ আমিও দিক্পুত্র বায়ুর উপাসনা করি ; অতএব আমায় যেন পুত্রবিয়োগ-শোক না করিতে হয়।[2] ২

১। যজ্ঞকর্মে ব্যবহৃত ধ্রুবা, উপভৃৎ, জুহূ ও স্রুব এই চারিখানি কাঠের হাতার সাধারণ নাম স্রুক্। অধ্বর্যু দক্ষিণ হস্তে জুহূ লইয়া তাহাতে হোমদ্রব্য রাখিয়া আহুতি দেন। উপভৃৎ বাম হস্তে জুহূর নীচে ধরা হয়; উদ্দেশ্য, জুহূ হইতে হোমদ্রব্যের কোন অংশ স্খলিত হইলে উপভৃতেই পড়িবে। বেদিতে স্থির (ধ্রুব) ভাবে রক্ষিত যে আজ্যস্থালী হইতে হোমার্থ আজ্য গৃহীত হয়, উহা ধ্রুব। ধ্রুব হইতে আজ্যগ্রহণার্থ ব্যবহৃত হাতা স্রুব (রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ)।

২। কোষরূপে কল্পিত ত্রৈলোক্যাত্মাকে পুরুষ, চতুর্দিককে তাঁহার স্ত্রী এবং অমরণধর্মা বায়ুকে তাঁহার বৎসরূপে কল্পনা করিয়া উপাসনা ও তাহার ফল প্রদর্শিত হইল। এইরূপ ধ্যান করিয়া পরে পরবর্তী মন্ত্র জপ করিতে হইবে।

অরিষ্টং কোশং প্রপদ্যেঽমুনাঽমুনাঽমুনা প্রাণং প্রপদ্যেঽমুনাঽমুনাঽমুনা ভূঃ প্রপদ্যেঽমুনাঽমুনাঽমুনাভুবঃ প্রপদ্যেঽমুনাঽমুনাঽমুনা স্বঃ প্রপদ্যেঽমুনাঽমুনাঽমুনা ॥ ৩

[পূর্বোক্ত উপাসনার অঙ্গীভূত জপমন্ত্র বলা হইতেছে]—[যথোক্ত] অরিষ্টম্ (অবিনাশী) কোশম্ প্রপদ্যে (কোশের শরণ লইতেছি) অমুনা (অমুক পুত্রের [আয়ুর] জন্য), অমুনা, অমুনা [তিন বার পুত্রের নাম গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা বুঝাইবার জন্য তিনবার অমুনা]; প্রাণম্ প্রপদ্যে (প্রাণের শরণ লইতেছি) অমুনা, অমুনা, অমুনা; ভূঃ প্রপদ্যে [ইত্যাদিও অনুরূপ]। [প্রাণ ইত্যাদির ব্যাখ্যা পরে আছে]। ৩

অমুকের জন্য, অমুকের জন্য, অমুকের জন্য অবিনাশী কোষের শরণ লইতেছি; অমুকের জন্য, অমুকের জন্য, অমুকের জন্য প্রাণের শরণ লইতোছি; অমুকের জন্য, অমুকের জন্য, অমুকের জন্য ভূঃ-এর শরণ লইতেছি; অমুকের জন্য, অমুকের জন্য, অমুকের জন্য ভুবঃ-এর শরণ লইতেছি; অমুকের জন্য, অমুকের জন্য, অমুকের জন্য স্বর্-এর শরণ লইতেছি। ৩

স যদবোচং প্রাণং প্রপদ্য ইতি প্রাণো বা ইদং সর্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ তমেব তৎ প্রাপৎসি ॥ ৪

সঃ (উক্ত আমি) যৎ (এই যে) অবোচম্ (বলিলাম), প্রাণম্ প্রপদ্যে ইতি (এই কথা),—যৎ ইদম্ কিম্ চ (এই যাহা কিছু আছে) ইদম্ (এই) সর্বম্ (সকল) ভূতম্ বৈ (ভূতই) প্রাণঃ (প্রাণস্বরূপ),—তৎ (সুতরাং) তম্ এব প্রাপৎসি (তাহারই শরণ লইয়াছি) । ৪

এই যে আমি বলিলাম, "প্রাণের শরণ লই," (তাহার হেতু এই)—এই যাহা কিছু, এই সমুদয় ভূতবর্গই প্রাণস্বরূপ ; সুতরাং আমি তাহারই শরণ লইয়াছি । ৪

অথ যদবোচং ভূঃ প্রপদ্য ইতি পৃথিবীং প্রপদ্যেঽন্তরিক্ষং প্রপদ্যে দিবং প্রপদ্য ইত্যেব তদবোচম্ ॥ ৫

অথ (অনন্তর) ভূঃ প্রপদ্যে ইতি যৎ অবোচম্—পৃথিবীম (পৃথিবীকে) প্রপদ্যে, অন্তরিক্ষম্ (অন্তরিক্ষকে) প্রপদ্যে, দিবম্ (দ্যুলোককে) প্রপদ্যে—ইতি এব (এই অর্থেই) তৎ (উক্ত বাক্য) অবোচম্ । ৫

অনন্তর আমি যে বলিলাম, "ভূঃ-এর শরণ লই,"—ইহাতে এই কথাই বলিলাম যে, আমি পৃথিবীর শরণ লইতেছি, অন্তরিক্ষের শরণ লইতেছি, দ্যুলোকের শরণ লইতেছি । ৫

অথ যদবোচং ভুবঃ প্রপদ্য ইত্যগ্নিং প্রপদ্যে বায়ুং প্রপদ্য আদিত্যং প্রপদ্য ইত্যেব তদবোচম্ ॥ ৬

অনন্তর আমি যে বলিলাম, "ভুবঃ-এর শরণ লই,"—ইহাতে এই কথাই বলিলাম যে, আমি অগ্নির শরণ লইতেছি, বায়ুর শরণ লইতেছি, আদিত্যের শরণ লইতেছি । ৬

অথ যদবোচং স্বঃ প্রপদ্য ইত্যৃগ্বেদং প্রপদ্যে যজুর্বেদং প্রপদ্যে সামবেদং প্রপদ্য ইত্যেব তদবোচং তদবোচম্[১] ॥ ৭

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য পঞ্চদশখণ্ডঃ ॥

অনন্তর আমি যে বলিলাম, “স্বর্-এর শরণ লই,”—ইহাতে এই কথাই বলিলাম যে, আমি ঋগ্বেদের শরণ লইতেছি, যজুর্বেদের শরণ লইতেছি, সামবেদের শরণ লইতেছি। ৭

১। আদরার্থে পুনরুক্তি।

তৃতীয়াধ্যায়—ষোড়শ খণ্ড

(পুরুষযজ্ঞ)

পুরুষো বাব যজ্ঞস্তস্য যানি চতুর্বিংশতিবর্ষাণি তৎ প্রাতঃসবনং চতুর্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী গায়ত্রং প্রাতঃসবনং তদস্য বসবোঽন্বায়ত্তাঃ প্রাণা বাব বসব এতে হীদং সর্বং বাসয়ন্তি ॥ ১

[নিজে জীবিত থাকিলেই পুত্রাদি ফল লভ্য হয় ; সুতরাং উপাসকের নিজের দীর্ঘ জীবনলাভের জন্য পরবর্তী উপাসনা ও মন্ত্রজপ বিহিত হইতেছে]—পুরুষঃ বাব (পুরুষই, দেহধারী জীবই) যজ্ঞঃ (যজ্ঞস্বরূপ, [পুরুষে যজ্ঞদৃষ্টি করিবে]) ; [কারণ] তস্য (তাহার) যানি (যে সকল) চতুঃ-বিংশতি-বর্ষাণি (চব্বিশ বৎসর) [আয়ু] তৎ (তাহা) প্রাতঃ-সবনম্—(প্রাতঃসবনস্থানীয় [তাহাতে প্রাতঃসবনদৃষ্টি বিধেয়] উহা প্রাতঃকালোপলক্ষিত কর্মসদৃশ)—[কারণ] গায়ত্রী (গায়ত্রীচ্ছন্দ) চতুঃ-বিংশতি-অক্ষরা (চব্বিশ অক্ষরে গ্রথিত) প্রাতঃসবনম্ গায়ত্রম্ (প্রাতঃসবন গায়ত্রী-ছন্দের স্তোত্রবিশিষ্ট) ; বসবঃ (বসুগণ) অস্য (এই পুরুষযজ্ঞের) তৎ অন্বায়ত্তাঃ (উক্ত প্রাতঃসবনে অনুগত, [অর্থাৎ বহির্যজ্ঞে যেমন বসুগণ প্রাতঃসবনের অধিপতি, পুরুষযজ্ঞেও সেইরূপ]), [তবে পুরুষযজ্ঞে] প্রাণাঃ বাব (ইন্দ্রিয়গণ ও প্রাণবায়ু সকলেই) বসবঃ (বসুগণ স্থানীয়, [প্রাণসকলে বসুগণের দৃষ্টি আরোপণীয়]), হি (কারণ) তে (তাঁহারা) ইদম্ সর্বম্ (এই পুরুষাদি প্রাণিবর্গকে) বাসয়ন্তি (বাস করাইয়া থাকে [অর্থাৎ প্রাণাদি থাকিলেই জীবনধারণ সম্ভব হয়]) ।১

পুরুষই যজ্ঞ ; তাহার যে (প্রথম) চব্বিশ বৎসর আয়ু, উহাই

প্রাতঃসবন[1]—গায়ত্রীচ্ছন্দ চতুর্বিংশতি অক্ষরবিশিষ্ট, ও প্রাতঃসবনে গায়ত্রীচ্ছন্দের স্তোত্র উচ্চারিত হয়। বসুগণ পুরুষযজ্ঞের উক্ত প্রাতঃসবনে অনুগত আছেন ; প্রাণসমূহই বসু[2], কারণ তাহারাই এই ভূতবর্গকে বাস করাইয়া থাকে। ১

১। অগ্নিষ্টোম সোমযাগ তিন সবনে সম্পাদ্য—প্রাতঃসবন, মাধ্যন্দিন সবন ও তৃতীয় সবন। এই দিনটিতে (সুত্যাদিনে) তিনবার সোমাভিষব সোমাহুতি ও সোমপান হয়। সবনত্রয়ে ছন্দোবিভাগ সম্বন্ধে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এইরূপ উল্লেখ আছে—"প্রজাপতি পুরাকালে যজ্ঞ ও ছন্দঃসমূহকে দেবগণের জন্য ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি প্রাতঃসবনে অগ্নি ও বসুগণের ভাগে গায়ত্রীকে দিলেন, মাধ্যন্দিন সবনে ইন্দ্র ও রুদ্রগণের ভাগে ত্রিষ্টুপ্‌কে (প্রতি চরণে ১১ অক্ষর) দিলেন, এবং তৃতীয় সবনে বিশ্বদেবগণ ও আদিত্যগণের ভাগে জগতীকে (প্রতি চরণে ১২ অক্ষর) দিলেন।" (২।২৪।১ টীকা দ্রঃ)।

২। অষ্টবসু—

ধ্রুবশ্চ সোমশ্চ বিষ্ণুশ্চৈবানিলোঽনলঃ।
প্রত্যূষশ্চ প্রভাসশ্চ বসবোঽষ্টৌ ক্রমাৎ স্মৃতাঃ॥

তঞ্চেদেতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎ স ব্রূয়াৎ প্রাণা বসব ইদং মে প্রাতঃসবনং মাধ্যন্দিনং সবনমনুসন্তনুতেতি মাহং প্রাণানাং বসূনাং মধ্যে যজ্ঞো বিলোপ্সীয়েত্যুদ্ধৈব তত এত্যগদো হ ভবতি॥ ২

এতস্মিন্ বয়সি ([প্রাতঃসবনরূপে কল্পিত] এই বয়সে) চেৎ (যদি) তম্ ([যজ্ঞরূপে কল্পিত] তাঁহাকে) কিম্ চিৎ ([মরণের আশঙ্কা-উৎপাদক ব্যাধি প্রভৃতি] কিছু) উপতপেৎ (সন্তাপ দেয়) [তবে] সঃ (তিনি) ব্রূয়াৎ (বলিবেন, অর্থাৎ এই মন্ত্র জপ করিবেন)—প্রাণাঃ বসবঃ (হে বসুরূপী প্রাণগণ), মে ([যজ্ঞরূপী] আমার) ইদম্ প্রাতঃসবনম্ ([প্রথম চব্বিশ বৎসররূপ] এই প্রাতঃসবনকে) মাধ্যন্দিনম্ সবনম্ অনুসন্তনুত ([মধ্যম বয়সরূপ] মাধ্যন্দিন সবনের সহিত একীভূত বা সম্মিলিত করুন) [অর্থাৎ

আমি যেন প্রথম বয়স পূর্ণ করিয়া মধ্যম বয়সে উপস্থিত হইতে পারি] ইতি ; যজ্ঞঃ অহম্ (যজ্ঞরূপী আমি) প্রাণানাম্ বসূনাম্ ([প্রাতঃসবনাধিপতি] বসুরূপী প্রাণবৃন্দের) মধ্যে (মধ্যে) মা বিলোপ্সীয় (যেন বিলুপ্ত না হই, আমার জীবন যেন বিচ্ছিন্ন না হয়) ইতি। [তিনি সেইরূপ জপ ও উপাসনাসহায়ে] ততঃ হ (সেই [ব্যাধি প্রভৃতি] উপতাপ হইতে) উৎ-এতি এব (নিশ্চয়ই উত্থিত বা মুক্ত হন) [এবং] অগদঃ হ (নিশ্চয়ই নিরাময়) ভবতি (হন)। ২

উক্ত (চব্বিশ বৎসর) বয়সের মধ্যে যদি (যজ্ঞরূপী) তাঁহাকে কোনও ব্যাধ্যাদি যন্ত্রণা দেয়, তবে তিনি এই মন্ত্র জপ করিবেন,—"হে বসুরূপী প্রাণগণ, আপনারা আমার এই প্রাতঃসবনকে মাধ্যন্দিন সবনের সহিত সম্মিলিত করুন ; যজ্ঞরূপী আমি যেন বসুরূপী প্রাণবৃন্দের মধ্যে বিলীন না হই।" (ইহার ফলে) তিনি উক্ত ব্যাধি প্রভৃতি হইতে মুক্ত হইয়া অবশ্যই নিরাময় হন।[2]

অথ যানি চতুশ্চত্বারিংশদ্বর্ষাণি তন্মাধ্যন্দিনং সবনং চতুশ্চত্বারিংশদক্ষরা ত্রিষ্টুপ্ ত্রৈষ্টুভং মাধ্যন্দিনং সবনং তদস্য রুদ্রা অন্বায়ত্তাঃ প্রাণা বাব রুদ্রা এতে হীদং সর্বং রোদয়ন্তি ॥ ৩

অথ (অনন্তর) যানি (যে সকল) চতুঃ-চত্বারিংশৎ (চুয়াল্লিশ) বর্ষাণি (বৎসর) তৎ (উহা) মাধ্যন্দিনম্ সবনম্ [তাহাতে মাধ্যন্দিন সবনের দৃষ্টি আরোপণীয়]—[কারণ] ত্রিষ্টুপ্ (ত্রিষ্টুপ-ছন্দ) চতুঃচত্বারিংশৎ-অক্ষরা ([প্রতি চরণে ১১ করিয়া] চুয়াল্লিশ অক্ষরবিশিষ্ট) মাধ্যন্দিনম্ সবনম্ ত্রৈষ্টুভং (ত্রিষ্টুপ্-ছন্দের মন্ত্রবিশিষ্ট)। রুদ্রাঃ (রুদ্রগণ) অস্য (এই পুরুষযজ্ঞের) তৎ অন্বায়ত্তাঃ (উক্ত মাধ্যন্দিন সবনে অনুগত) [অর্থাৎ বহির্যজ্ঞে যেরূপ রুদ্রগণ মাধ্যন্দিন সবনের অধিপতি, পুরুষযজ্ঞেও সেইরূপ]। প্রাণাঃ বাব রুদ্রাঃ (প্রাণসমূহই রুদ্র, [প্রাণসমূহে রুদ্রগণের দৃষ্টি আরোপণীয়])—হি (কারণ) এতে (এই প্রাণবৃন্দ) ইদম্ সর্বম্ (এই সমস্তকে) রোদয়ন্তি (রোদন করায়)। ৩

অতঃপর যে চুয়াল্লিশ বৎসর, উহা মাধ্যন্দিন সবন। ত্রিষ্টুপ ছন্দে চুয়াল্লিশ অক্ষর আছে, এবং মাধ্যন্দিন সবনে ত্রিষ্টুপ ছন্দের মন্ত্র উচ্চারিত

হয়। রুদ্রগণ (পুরুষযজ্ঞের) উক্ত মাধ্যন্দিন সবনে অনুগত আছেন। প্রাণসমূহই রুদ্রগণ, কারণ ইহারাই এই ভূতবর্গকে রোদন করায়।[১] ৩

১। পুরুষযজ্ঞে প্রাণগণই রুদ্র। রুদ্র শব্দ রুদ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে ; ইহার অর্থ ক্রন্দন করা। সুতরাং রুদ্র শব্দের অর্থ যিনি রোদন করেন বা ক্রন্দন করান। মধ্যম বয়সে প্রাণবৃন্দ নিষ্ঠুর হয়, সুতরাং উহারা নিজের ও পরের দুঃখের কারণ হয়। কর্মপুরাণে উল্লিখিত আছে যে, ব্রহ্মার অশ্রুবিন্দু হইতে রুদ্র জাত হইয়া রোদন করিয়াছিলেন। তখন ব্রহ্মা বলিলেন, "রোদনাদ্রুদ্র ইত্যেবং লোকে খ্যাতিং গমিষ্যতি"—রোদনজন্য তুমি লোকমধ্যে রুদ্র বলিয়া খ্যাত হইবে। একাদশ রুদ্র যথা—

অজৈকপাদহির্ব্রধ্নো বিরুপাক্ষঃ সুরেশ্বরঃ।
জয়ন্তো বহুরূপশ্চ ত্র্যম্বকোঽপ্যপরাজিতঃ।
বৈবস্বতশ্চ সাবিত্রো হরো রুদ্রা ইমে স্মৃতাঃ ॥

তং চেদেতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎ স ব্রূয়াৎ প্রাণা রুদ্রা ইদং মে মাধ্যন্দিনং সবনং তৃতীয়সবনমনুসন্তনুতেতি মাঽহং প্রাণানাং রুদ্রাণাং মধ্যে যজ্ঞো বিলোপ্সীয়েত্যুদ্ধৈব তত এত্যগদো হ ভবতি ॥ ৪

উক্ত (চুয়াল্লিশ বৎসর) বয়সের মধ্যে যদি (যজ্ঞরূপী) তাঁহাকে ব্যাধি প্রভৃতি কোনও কিছু যন্ত্রণা দেয়, তবে তিনি এই মন্ত্র জপ করিবেন—"হে রুদ্ররূপী প্রাণগণ, আমার এই মাধ্যন্দিন সবনকে তৃতীয় সবনের সহিত সম্মিলিত করুন ; যজ্ঞরূপী আমি যেন রুদ্ররূপী প্রাণগণের মধ্যে বিলীন না হই।" (ইহার ফলে) উক্ত ব্যাধ্যাদি হইতে মুক্ত হইয়া তিনি অবশ্যই নীরোগ হন। ৪

অথ যান্যষ্টাচত্বারিংশদ্বর্ষাণি তত্তৃতীয়সবনমষ্টাচত্বারিংশদক্ষরা

জগতী জাগতং তৃতীয়সবনং তদস্যাদিত্যা অন্বায়ত্তাঃ প্রাণা বাবাদিত্যা এতে হীদং সর্বমাদদতে ॥ ৫

অষ্টাচত্বারিংশৎ (আটচল্লিশ) ; জগতী (প্রতি চরণে দ্বাদশ অক্ষরযুক্ত ছন্দ) ; জাগতম্ (জগতী ছন্দের মন্ত্রসমন্বিত) ; আদদতে (আদান বা গ্রহণ করেন) । [অপরাংশ পূর্ববৎ] । ৫

অতঃপর যে আটচল্লিশ বৎসর আয়ু, উহা তৃতীয় সবন। জগতী ছন্দে আটচল্লিশ অক্ষর আছে, এবং তৃতীয় সবনে জগতী ছন্দের মন্ত্র উচ্চারিত হয়। আদিত্যগণ[1] (পুরুষযজ্ঞের) ঐ তৃতীয় সবনে অনুগত আছেন। প্রাণবৃন্দই আদিত্য, কারণ ইহারাই ভূতবর্গকে আদান বা গ্রহণ করিয়া থাকে। ৫

---

[1] দ্বাদশ আদিত্য—

ধাতা মিত্রোঽর্যমা রুদ্রো বরুণঃ সূর্য এব চ।
ভগো বিবস্বান্ পূষা চ সবিতা দশমঃ স্মৃতঃ।
একাদশস্তথা ত্বষ্টা বিষ্ণুর্দ্বাদশ উচ্যতে ॥

প্রাণগণকে আদিত্য বলা হইয়াছে ; কারণ আদিত্য যেমন রসাদি গ্রহণ করেন, তেমনি ইহারা, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ ও প্রাণসমূহ, শব্দাদি বিষয় আদান করে।

তং চেদেতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎ স ব্রূয়াৎ প্রাণা আদিত্যা ইদং মে তৃতীয়সবনমায়ুরনুসন্তনুতেতি মাহং প্রাণানামাদিত্যানাং মধ্যে যজ্ঞো বিলোপ্সীয়েত্যুদ্ধৈব তত এত্যগদো হৈব ভবতি ॥ ৬

তৃতীয়সবনম্ (তৃতীয় সবনকে) আয়ুঃ অনুসন্তনুত (পূর্ণায়ু [২৪ + ৪৪ + ৪৮ = ১১৬ বৎসর] পর্যন্ত বিস্তৃত করুন) [অর্থাৎ আমার যজ্ঞ সম্পূর্ণ করুন] । [অগরাংশ পূর্ববৎ] ।৬

উক্ত (আটচল্লিশ বৎসর) বয়সের মধ্যে যদি তাঁহাকে ব্যাধি প্রভৃতি কোনও কিছু যন্ত্রণা দেয়, তবে তিনি এই মন্ত্র জপ করিবেন—“হে আদিত্যরূপী প্রাণগণ, আমার এই তৃতীয় সবনকে পূর্ণায়ু পর্যন্ত বিস্তারিত করুন। যজ্ঞরূপী আমি যেন আদিত্যরূপী প্রাণগণের মধ্যে বিলীন না হই।” (ইহার ফলে) উক্ত ব্যাধ্যাদি হইতে মুক্ত হইয়া তিনি নিশ্চয়ই নীরোগ হন। ৬

এতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বানাহ মহিদাস ঐতরেয়ঃ স কিং ম এতদুপতপসি যোঽহমনেন ন প্রেষ্যামীতি স হ ষোড়শং বর্ষশতমজীবৎ প্র হ ষোড়শং বর্ষশতং জীবতি য এবং বেদ ॥ ৭

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য ষোড়শখণ্ডঃ ॥

তৎ (উক্ত) এতৎ (যজ্ঞবিজ্ঞান) হ বৈ [প্রসিদ্ধ বিষয়ের দ্যোতক অব্যয়দ্বয়] বিদ্বান্ (জানিয়া) ঐতরেয়ঃ (ইতরার পুত্র) মহিদাসঃ (মহিদাস) আহ স্ম (বলিয়াছিলেন)—সঃ (সেই [তুমি মৃত্যু]) কিম্ (কেন) মে (আমার শরীরকে) এতৎ (এইরূপে) উপতপসি (উৎপীড়িত, সন্তাপিত করিতেছ), যঃ অহম্ ([যজ্ঞরূপী] যে আমি) অনেন (এই সন্তাপের দ্বারা) ন প্রেষ্যামি (মরিব না) ইতি। সঃ হ (তিনি) ষোড়শম্ বর্ষশতম্ (১১৬ বৎসর) অজীবৎ (বাঁচিয়াছিলেন)। যঃ হ এবম্ বেদ (যে কেহ এইরূপ জানেন, তিনি) ষোড়শম্ বর্ষশতম্ প্রজীবতি (প্রকৃষ্টরূপে, অর্থাৎ রোগাদিশূন্য হইয়া জীবনধারণ করেন)। ৭

উক্ত এই যজ্ঞবিজ্ঞান জানিয়া ইতরাতনয় মহিদাস বলিয়াছেন, “হে মৃত্যু, তুমি কেন (বৃথা) আমায় এইরূপে সন্তাপ দিতেছ? (কারণ) আমি তো ইহাতে মরিব না।” তিনি (এইরূপ নিশ্চয়ের ফলে) একশত ষোল বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। অপর যে কেহ এইরূপে (যজ্ঞসম্পাদন-তত্ত্ব) জানিবেন, তিনিও রোগাদিশূন্য হইয়া একশত ষোল বৎসর বাঁচিয়া থাকিবেন। ৭

তৃতীয়াধ্যায়—সপ্তদশ খণ্ড

(পুরুষযজ্ঞের অবশিষ্টাংশ)

স যদশিশিষতি যৎ পিপাসতি যন্ন রমতে তা অস্য দীক্ষাঃ ॥ ১

সঃ (সেই পুরুষযজ্ঞের অনুষ্ঠাতা) যৎ (যে) অশিশিষতি (বুভুক্ষু হন), যৎ পিপাসতি (পিপাসিত হন), যৎ ন রমতে (আনন্দানুভব করেন না)—তাঃ (ঐ সকলই) অস্য (ইঁহার, ঐ পুরুষযজ্ঞের) দীক্ষাঃ (দীক্ষা) [অর্থাৎ ঐ সকল দুঃখজনক ব্যাপারে তিনি দীক্ষাদৃষ্টি করিবেন]। ১

সেই পুরুষযজ্ঞের অনুষ্ঠাতা যে ক্ষুধিত হন ও পিপাসিত হন, তিনি যে সুখপ্রাপ্ত হন না,—এই সমস্তই ঐ পুরুষযজ্ঞের দীক্ষা।[১] ১

[১] সোমযাগে এইরূপে দীক্ষিত হইতে হয়—সংযম অবলম্বনপূর্বক যজমান যজ্ঞের প্রথম দিনে কৃষ্ণাজিন পাতিয়া বসিবেন, তৃণ ও শণে নির্মিত মেখলা ও উষ্ণীষ পরিধান করিবেন, কাপড়ের খুটায় হরিণের শিঙ ও হাতে যজ্ঞডুমুরের লাঠি ধরিবেন। তিনি দীক্ষণীয় ইষ্টিযাগ করিবেন এবং দীক্ষান্তে দুই বেলা শুধু দুধ পান করিবেন। এই দুধের মাত্রা কমাইয়া শেষ দিনে হবিঃশেষমাত্রই আহার করিবেন। দীক্ষিত ব্যক্তি যজ্ঞকালে সর্বদা "প্রাচীন-বংশশালা" নামক নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করিবেন, সূর্যাস্ত পর্যন্ত উহার বাহিরে যাইবেন না। সুতরাং বিধিযজ্ঞের দীক্ষা দুঃখময়; জীবন-যজ্ঞের দুঃখরাশিও দীক্ষারই অনুরূপ।

অথ যদশ্নাতি যৎ পিবতি যদ্রমতে তদুপসদৈরেতি ॥ ২

অথ (অতঃপর) [উক্ত পুরুষ] যৎ (যে) অশ্নাতি (আহার করেন) যৎ পিবতি (পান করেন), যৎ রমতে (আনন্দ উপভোগ করেন)—তৎ (তাহা) উপসদৈঃ এতি (উপসৎসকলের সহিত সাদৃশ্য লাভ করে); [ঐ সকল সুখের কারণে ও ক্লেশনিবৃত্তির হেতুতে উপসদ্দৃষ্টি বিধেয়]। ২

অতঃপর পুরুষ যে আহার করেন; তিনি যে পান করেন, এবং তিনি যে আনন্দ উপভোগ করেন—তাহা উপসৎ-সমূহের[১] সহিত সাদৃশ্য লাভ করে। ২

[১] উপসৎ একটি ইষ্টিযজ্ঞ (=শ্রৌত অগ্নিতে সম্পাদ্য হবির্যজ্ঞ)। দীক্ষার পরদিন

হইতে আরম্ভ করিয়া সোমযাগের পূর্বে প্রতিদিন দুই বা ততোধিক বার করিয়া ইহা তিন দিন যথাবিধি অনুষ্ঠেয়। দীক্ষার পূর্বে আহার নিষিদ্ধ; কিন্তু উপসদের সময় পয়োব্রত (পূর্বটীকা) অবলম্বন করা হয়। সুতরাং দীক্ষার তুলনায় ইহা সুখপ্রদ। বিশেষতঃ উপসদের দিনগুলি যতই ফুরাইতে থাকে, ততই যজ্ঞের যে সকল দিনে অল্পাহার বিধিসঙ্গত, সেই সকল দিন কাছে আসিতে থাকে, এবং এইরূপে দীক্ষিত ব্যক্তির মন অধিকতর প্রফুল্ল ও সাহসযুক্ত হয়। লৌকিক পানাহারেও এইরূপে দুঃখনিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তি হয়, সুতরাং উভয় স্থলে সাদৃশ্য আছে।

অথ যদ্ধসতি যজ্জক্ষতি যন্মৈথুনং চরতি স্তুতশস্ত্রৈরেব তদেতি ॥ ৩

অথ যৎ হসতি (হাসেন), যৎ জক্ষতি (ভোজন করেন), যৎ মৈথুনম্ চরতি (মিথুনভাবে আচরণ করেন)—তৎ (উহা) স্তুতশস্ত্রৈঃ এব (স্তুত ও শস্ত্রের সহিত) এতি (সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয়)। অর্থাৎ এই হাস্য প্রভৃতিতে স্তোত্র ও শস্ত্রের দৃষ্টি বিধেয়]। ৩

তাহার পর তিনি যে হাস্য করেন, ভোজন করেন, মৈথুনাচরণ করেন—উহা স্তোত্র ও শস্ত্রের[1] সহিত সাদৃশ্য লাভ করে। ৩

[1] শংসন=প্রশংসা বা স্তুতি। যে মন্ত্রে শংসন হয়, তাহা শস্ত্র। সুরসংযোগে গীত ঋক্‌মন্ত্র সামে পরিণত হয়, উহাই স্তোত্র। সোমযাগের সবনত্রয়ে (৩।১৬।১, টীকা দ্রঃ) হোতা ও তাঁহার সহকারী মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, ও অচ্ছাবাক্ আপন আপন ধিষ্ণ্যে (বা অগ্নিস্থানে) বসিয়া শস্ত্রপাঠ করেন। প্রতি শস্ত্রের পূর্বে উদ্‌গাতারা স্তোত্র গান করেন। শস্ত্রের মধ্যে কতিপয় ঋক্‌সূক্ত থাকে—ঐ সূক্তই শস্ত্রের মুখ্য অংশ। কোন কোন সূক্তের মধ্যে নিবিৎ-মন্ত্র (সংক্ষিপ্ত পদযুক্ত মন্ত্র) পাঠ করিতে হয়। স্তোত্র ও শস্ত্র উভয়েই শব্দবহুল; হাস্যাদিও তদ্রূপ। অতএব উভয় স্থলের সাদৃশ্য আছে।

অথ যত্তপো দানমার্জবমহিংসা সত্যবচনমিতি তা অস্য দক্ষিণাঃ ॥ ৪

অতঃপর তাঁহার যে তপস্যা, দান, আর্জব (বা সরলতা), অহিংসা ও সত্যবাদিতা—এই সমস্তই পুরুষযজ্ঞের দক্ষিণাসমূহ।[1] ৪

১। তপস্যাদিতে দক্ষিণাদৃষ্টি বিধেয়; কারণ উভয়স্থলে সাদৃশ্য আছে। বিধিযজ্ঞে দক্ষিণাদানের ফলে ধর্মবুদ্ধি হয়, পুরুষযজ্ঞের তপস্যাদির ফলও অনুরূপ। এইরূপে বিভিন্ন সাদৃশ্য থাকায় পুরুষকে যজ্ঞ বলিয়া ভাবনা করিতে হইবে—ইহাই বর্তমান দুই খণ্ডের তাৎপর্য।

তস্মাদাহুঃ সোষ্যত্যসোষ্টেতি পুনরুৎপাদনমেবাস্য তন্মরণমেবাবভৃথঃ ॥ ৫

[প্রকারান্তরে পুরুষের যজ্ঞত্ব সাধিত হইতেছে]—[যেহেতু পুরুষ যজ্ঞস্বরূপ] তস্মাৎ (সেই জন্য) [লোকে] আহুঃ (বলে) সোষ্যতি ([ইঁহার মাতা ইঁহাকে] প্রসব করিবেন, কিংবা ইনি সোমরস নিষ্কাশিত করিবেন), অসোষ্ট ([মাতা ইঁহাকে] প্রসব করিয়াছেন, বা ইনি সোমরস নিষ্কাশিত করিয়াছেন) ইতি। পুনঃ (আবার) অস্য (উক্ত পুরুষের) [সোষ্যতি ইত্যাদি শব্দের সহিত যে সম্বন্ধ] তৎ (তাহাই) [তাঁহার] উৎপাদনম্ (উৎপাদন, জন্ম), [এবং] মরণম্ এব ([পুরুষের] মৃত্যুই) অবভৃথঃ (যজ্ঞশেষে অবভৃথ-স্নান)। ৫

(পুরুষই যজ্ঞস্বরূপ) সেই জন্য লোকে বলে, "(মাতা ইহাকে) প্রসব করিবেন, বা (ইনি) সোমাভিষব করিবেন," (এবং) "মাতা ইহাকে প্রসব করিয়াছেন, কিংবা (ইনি) সোমাভিষব করিয়াছেন।"[১] আবার (সোষ্যতি প্রভৃতির সহিত যে সম্বন্ধ) উহাই পুরুষযজ্ঞের উৎপত্তি[২] এবং মৃত্যুই অবভৃথস্নান।[৩] ৫

[১] সূ-ধাতুর অর্থ সন্তানপ্রসব এবং সু-ধাতুর অর্থ সোমরসনিঃসারণ; উভয়-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন সবন্ শব্দ এই উভয় অর্থেই প্রযুক্ত হইতে পারে। সোমযাগে সোমের অভিষব বা নিঃসারণ হয় এবং পুরুষযজ্ঞে পুরুষের প্রসব বা জন্ম হয় বলিয়া পুরুষে যজ্ঞদৃষ্টি বিহিত হইয়াছে।

[২] কারণ উভয়ের সহিত সবন শব্দের সম্বন্ধ আছে (পূর্ব টীকা)।

[৩] কেন না উভয়েই সমাপ্তিসূচক। সোমযাগের অন্তে সপত্নীক যজমান স্নান করেন; স্নানান্তে তিনি বস্ত্র পরিবর্তন করেন ও উদনীয় ইষ্টি প্রভৃতি করিবার জন্য দেবযজন দেশে ফিরিয়া আসেন। স্নানকালে দীক্ষার সময়ে গৃহীত কৃষ্ণাজিন প্রভৃতি ত্যাগ করিতে হয়। মরণের পরেও অনুরূপ ক্রিয়াদি অনুষ্ঠিত হয়।

তদ্ধৈতদ্ ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়োক্ত্বাবাচাপিপাস এব স বভূব সোঽন্তবেলায়ামেতত্রয়ং প্রতিপদ্যেতাক্ষিতমস্যচ্যুতমসি প্রাণসংশিতমসীতি তত্রৈতে দ্বে ঋচৌ ভবতঃ ॥ ৬

আঙ্গিরসঃ (অঙ্গিরস-গোত্রীয়) ঘোরঃ (ঘোরনামক ঋষি) তৎ এতৎ হ (পূর্বোক্ত এই যজ্ঞবিজ্ঞান) দেবকীপুত্রায় (দেবকীর পুত্র) কৃষ্ণায় (কৃষ্ণকে) উক্ত্বা (উপদেশ দিয়া) উবাচ (বলিয়াছিলেন)—সঃ ([যথোক্ত যজ্ঞবিদ্] সেই ব্যক্তি) অন্তবেলায়াম্ (মরণকালে) এতৎ ত্রয়ম্ (এই তিনটি মন্ত্র) প্রতিপদ্যেত (শরণ লইবেন, জপ করিবেন)—অক্ষিতম্ অসি (তুমি অক্ষীণ বা অক্ষত আছ), অচ্যুতম্ অসি (তুমি স্বরূপ হইতে অবিচ্যুত আছ), প্রাণসংশিতম্ অসি (তুমি সূক্ষ্ম প্রাণস্বরূপ) ইতি। [এই বিজ্ঞান শ্রবণ করিয়া] সঃ (উক্ত কৃষ্ণ) অপিপাসঃ এব (পিপাসাহীন, অন্য জ্ঞানে নিঃস্পৃহ) বভূব (হইয়াছিলেন)। তত্র (উক্ত বিষয়ে [পূর্বোক্ত যজুর্মন্ত্রত্রয়ে প্রতিপাদিত আদিত্যের বিষয়ে]) এতে দ্বে (এই দুইটি) ঋচৌ (ঋক্-মন্ত্র) ভবতঃ (আছে)। ৬

আঙ্গিরস ঘোর পূর্বোক্ত এই যজ্ঞবিজ্ঞান দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে[১] উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, "যথোক্ত যজ্ঞবিদ্ মরণকালে এই (যজুঃ) মন্ত্রত্রয় জপ করিবেন—'তুমি[২] অক্ষত, তুমি অপ্রচ্যুত, তুমি সূক্ষ্মপ্রাণস্বরূপ'।" (এই বিজ্ঞান শ্রবণ করিয়া) কৃষ্ণ[৩] (অন্যজ্ঞানে) নিঃস্পৃহ হইয়াছিলেন। উক্ত বিষয়ে এই ঋক্দ্বয়[৪] আছে—। ৬

[১] ~~ইনি যদু~~বংশীয় শ্রীকৃষ্ণ নহেন, কারণ অনাদি বেদ তাঁহার পূর্ববর্তী। বেদোক্ত নামানুসারেই পরবর্তী কৃষ্ণের নামকরণ হইয়া থাকিবে; যদুবংশীয় কৃষ্ণের গুরু ঘোর নহেন,—কিন্তু সন্দীপনী মুনি।

[২] অর্থাৎ প্রাণের সহিত অভিন্ন ও আদিত্যে অধিষ্ঠিত পুরুষ। তিনিই প্রাণবর্গের আধিদৈবিক স্বরূপ।

[৩] এতাদৃশ গুণবিশিষ্ট পুরুষের সহিত বিদ্যাকে সমন্বিত করার উদ্দেশ্য—বিদ্যার প্রশংসা।

[৪] পরবর্তী ঋক্দ্বয় বিদ্যার প্রশংসার জন্য উদ্ধৃত হইয়াছে, জপের জন্য নহে।

আদিৎ প্রত্নস্য রেতসঃ।
উদ্বয়ং তমসস্পরি জ্যোতিঃ পশ্যন্ত উত্তরং
স্বঃ পশ্যন্ত উত্তরং
দেবং দেবত্রা সূর্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমমিতি
জ্যোতিরুত্তমমিতি ॥ ৭

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য সপ্তদশখণ্ডঃ ॥

প্রথম ঋক্‌টির প্রথমাংশ মাত্র গৃহীত হইয়াছে। সম্পূর্ণ ঋক্‌টি এই—

আদিৎ প্রত্নস্য রেতসো জ্যোতিঃ পশ্যন্তি বাসরম্।
পরো যদিধ্যতে দিবি ॥ (ঋগ্বেদ ৮।৬।৩০)

[আৎ ইৎ শব্দের "আ" এর পরবর্তী "ৎ" ও "ইৎ", অর্থশূন্য, অবশিষ্টাংশ "আ" "পশ্যন্তি"র সহিত যুক্ত হইবে]। যৎ (যিনি, যে জ্যোতিঃ) দিবি (স্বপ্রকাশ ব্রহ্মে) ইধ্যতে (প্রজ্বলিত হন), বাসরম্ (দিনের ন্যায়, দিবালোকের ন্যায় সর্বব্যাপী), প্রত্নস্য (পুরাতন চিরন্তন) রেতসঃ (জগতের বীজভূত সদাখ্য ব্রহ্মের) [অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ সেই] পরঃ (=পরম, সর্বশ্রেষ্ঠ) জ্যোতিঃ (জ্যোতিকে) [ব্রহ্মবিদ্‌গণ] আ-পশ্যন্তি (সর্বত্র দর্শন করেন)।

[দ্বিতীয় মন্ত্রের (ঋগ্বেদ ১।৫০।১০) "উৎ" শব্দটি "অগন্ম" শব্দের সহিত ও "পরি" শব্দটি "পশ্যন্তঃ" শব্দের সহিত যুক্ত হইবে। অথবা "পরি" শব্দ পৃথগ্‌ভাবেও গৃহীত হইতে পারে]। তমসঃ পরি উত্তরম্ জ্যোতিঃ (অজ্ঞানান্ধকারের অতীত যে আদিত্যস্থ শ্রেষ্ঠ জ্যোতিকে), [অথবা—তমসঃ উত্তরম্ জ্যোতিঃ (অজ্ঞানবিনাশী যে আদিত্যস্থ জ্যোতিকে)] [পরি-] পশ্যন্তঃ বয়ম্ (দর্শন করিয়া আমরা) [তাঁহাকে] উদগন্ম (প্রাপ্ত হইয়াছি), [তিনি] স্বঃ (=স্বম্, আমাদের হৃদয়স্থ জ্যোতি) [তৈঃ ২।৮।৫ দ্রঃ], [যিনি] উত্তরম্ ([অপর জ্যোতি অপেক্ষা] উৎকৃষ্টতর বা উর্ধ্বতর) [তাঁহাকে] পশ্যন্তঃ (দর্শন করিয়া) [আমরা] জ্যোতিঃ উত্তমম্ (সর্বজ্যোতি হইতে শ্রেষ্ঠতম জ্যোতিকে) দেবত্রা (দেবগণমধ্যে) দেবম্ (দ্যুতিমান্) সূর্যম্ (রস, রশ্মি, ও প্রাণবর্গরূপ জগতের প্রেরয়িতাকে, পরমেশ্বরকে) উদগন্ম (প্রাপ্ত হইয়াছি) ইতি। জ্যোতিরুত্তমম্ ইতি [যজ্ঞকল্পনার সমাপ্তি-সূচক]। ৭

যে জ্যোতি পরব্রহ্মে প্রকাশিত, দিবালোকের ন্যায় সর্বব্যাপী, পুরাতন, ও জগৎকারণ, সেই পরমজ্যোতিকে (ব্রহ্মবিদ্‌গণ) সর্বত্র দর্শন করেন।[১]

আমাদের স্বহৃদয়স্থ জ্যোতির[২] সহিত যাহা অভিন্ন[৩] সেই আদিত্যস্থ অজ্ঞানবিনাশক জ্যোতিকে[৪] দর্শন করিয়া,—সকল জ্যোতি অপেক্ষা যে জ্যোতি[৫] উৎকৃষ্টতর, তাঁহাকে দর্শন করিয়া,—আমরা দেবগণের মধ্যে দ্যুতিমান্ পরমেশ্বরস্বরূপ সর্বোত্তম জ্যোতিকেই প্রাপ্ত হইয়াছি।[৬] ৭

১। তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততন্॥ (ঋগ্বেদ ১।২২।২০)

২। "তৎ-ত্বম্-অসি" এই মহাবাক্যের ত্বম্ (তুমি) পদের বাচ্যার্থ প্রত্যগাত্মার।

৩। তৎ (সেই) পদের ও ত্বম্ পদের বাচ্য চৈতন্যদ্বয় অভিন্ন (ছাঃ ৬।৮।৭)

৪। তৎ-পদের বাচ্যার্থ সগুণ ব্রহ্ম।

৫। তৎ ও ত্বম্ পদের লক্ষ্যার্থ একীভূত শুদ্ধচৈতন্য।

৬। মহাবাক্যজনিত একত্ববোধের ফল প্রাপ্ত হইয়াছি।

তৃতীয়াধ্যায়—অষ্টাদশ খণ্ড

(মন ও আকাশে ব্রহ্মদৃষ্টি)

মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীতেত্যধ্যাত্মমথাধিদৈবতমাকাশো ব্রহ্মেত্যুভয়মাদিষ্টং ভবত্যধ্যাত্মং চাধিদৈবতং চ ॥ ১

[৩।১৪।২এ ব্রহ্মকে মনোময় ও আকাশাত্মা বলা হইয়াছে। সেখানে ব্রহ্মের গুণরাশির একাংশরূপেই মনোময়ত্ব ও আকাশত্বের উল্লেখ হইয়াছে। যিনি উক্ত স্থলে উল্লিখিত গুণরাশিবিশিষ্ট ব্রহ্মের দৃষ্টি অবলম্বনে সমর্থ নহেন, তিনি মাত্র মন ও আকাশকেই সম্পূর্ণ ব্রহ্মদৃষ্টি আরোপ করিয়া উপাসনা করিবেন। তন্মধ্যে মনে অর্থাৎ অন্তঃকরণে, ব্রহ্ম উপলব্ধ হন; এবং আকাশ সর্বব্যাপা ও উপাধিবিহীন; অধিকন্তু আকাশ ও মন উভয়ই সূক্ষ্ম;—সুতরাং

উভয়ই ব্রহ্মের প্রতীক হইবার যোগ্য]—মনঃ ব্রহ্ম ইতি (মনই ব্রহ্ম এইরূপ) উপাসীত (উপাসনা করিবে), ইতি অধ্যাত্মম্ (ইহাই দেহবিষয়ক উপাসনা) ; অথ (অতঃপর অধিদৈবতম্ (দেবতাবিষয়ক) [উপাসনা]—আকাশঃ ব্রহ্ম ইতি [উপাসীত]। অধ্যাত্মম্ চ অধিদৈবতম্ চ (অধ্যাত্ম ও অধিদৈব) উভয়ম্ (উভয় উপাসনা) আদিষ্টম্ ভবতি (আদিষ্ট হইতেছে)। ১

মনই ব্রহ্ম ইত্যাকার উপাসনা করিবে—ইহা অধ্যাত্ম উপাসনা। অতঃপর অধিদৈবত উপাসনা—আকাশই ব্রহ্ম এইরূপ (উপাসনা করিবে)। অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত এই উভয় উপাসনাই বিহিত হইতেছে। ১

তদেতচ্চতুষ্পাদ্ব্রহ্ম বাক্ পাদঃ প্রাণঃ পাদশ্চক্ষুঃ পাদঃ শ্রোত্রং পাদ ইত্যধ্যাত্মমথাধিদৈবতমগ্নিঃ পাদো বায়ুঃ পাদ আদিত্যঃ পাদো দিশঃ পাদ ইত্যুভয়মেবাদিষ্টং ভবত্যধ্যাত্মং চৈবাধিদৈবতং চ ॥ ২

[অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত উপাসনার অঙ্গচিন্তা বিহিত হইতেছে]—তৎ এতৎ ব্রহ্ম (উক্ত এই মনোনামক ব্রহ্ম) চতুষ্পাৎ (চারিটি চরণসমন্বিত)—বাক্ পাদঃ, প্রাণঃ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়) পাদঃ, চক্ষুঃ পাদঃ, শ্রোত্রম্ পাদঃ,—ইতি অধ্যাত্মম্। অথ অধিদৈবতম্ [আকাশনামক ব্রহ্মও চতুষ্পাৎ]—অগ্নিঃ পাদঃ, বায়ুঃ পাদঃ, আদিত্যঃ পাদঃ, দিশঃ পাদঃ, ইতি। অধ্যাত্মম্ চ অধিদৈবতম্ চ উভয়ম্ এব আদিষ্টম্ ভবতি। ২

উক্ত (মনোনামক) ব্রহ্মের চারিটি পদ—বাক্ একটি পদ, ঘ্রাণেন্দ্রিয় একটি পদ, চক্ষু একটি পদ, কর্ণ একটি পদ,—ইহাই (মনোনামক) অধ্যাত্মব্রহ্মের (চতুষ্পাদত্ব)। অনন্তর (আকাশনামক) অধিদৈবত ব্রহ্মের (চতুষ্পাদত্ব[1])—অগ্নি এক পদ, বায়ু এক পদ, সূর্য এক পদ, দিক্‌সমূহ এক পদ। (এইরূপে) অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত উভয় উপাসনাই বিহিত হইল। ২

১। গরু প্রভৃতি পশু চারি পায়ে ভর করিয়া দাঁড়ায়। ঐ পাগুলি যেমন তাহাদের উদরে সংলগ্ন, সেইরূপ বাক্ প্রভৃতি মনোব্রহ্মে এবং অগ্নি প্রভৃতি আকাশব্রহ্মে লম্বিত রহিয়াছে।

বাগেব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ সোঽগ্নিনা জ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চসেন য এবং বেদ ॥ ৩

বাক্ এব (বাগিন্দ্রিয়ই) ব্রহ্মণঃ ([মনোনামক] ব্রহ্মের) চতুর্থঃ (চারি পদের একটি) পাদঃ ; সঃ (উহা, বাক্‌পাদ) [অধিদৈবত] অগ্নিনা জ্যোতিষা (অগ্নিতেজের দ্বারা, অথবা তৈল-ঘৃতাদি তৈজসপদার্থ-ভক্ষণের ফলে, প্রজ্বলিত বা তেজস্বী হইয়া) ভাতি চ (উজ্জ্বল হয়, প্রকাশ পায়) তপতি চ (ও তাপদান করে) [অর্থাৎ বাক্যোচ্চারণে সমর্থ হয় ও বক্তব্য প্রকাশ করে]। যঃ এবম্ বেদ [তিনি] কীর্ত্যা (প্রত্যক্ষ খ্যাতিদ্বারা), যশসা (অপ্রত্যক্ষ খ্যাতিদ্বারা) ব্রহ্মবর্চসেন (বেদজ্ঞানজনিত তেজে) ভাতি চ তপতি চ। ৩

বাগিন্দ্রিয়ই (মনোনামক) ব্রহ্মের চারি পদের একটি পদ।[1] ঐ বাক্ অগ্নিরূপ জ্যোতির সহায়ে[2] প্রদীপ্ত হয় এবং তাপ দান করে। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি কীর্তি ও বলে এবং বেদজ্ঞানজনিত তেজে তেজস্বী হন ও তাপ দান করেন।[3] ৩

[1] চরণ-অবলম্বনে গবাদি পশু আহার্যের অন্বেষণে গমন করে ; মনও বাগিন্দ্রিয়-অবলম্বনে বক্তব্য-বিষয় প্রকাশের জন্য অগ্রসর হয় ; অতএব বাক্ একটি চরণ। ঘ্রাণেন্দ্রিয়, চক্ষু এবং কর্ণ সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে ; উহাদেরও সাহায্যে মন সেই সেই বিষয়ে ধাবিত হয়।

[2] অর্থাৎ আধিদৈবিক পদগুলি আধ্যাত্মিক পদের আধার—এইরূপ ভাবনা করিতে হইবে। অন্যত্রও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

[3] ইহা উপাসনার দৃষ্ট ফল। উহার অদৃষ্ট ফল ব্রহ্মপ্রাপ্তি। পরেও এইরূপ।

প্রাণ এব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ স বায়ুনা জ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চসেন য এবং বেদ ॥ ৪

ঘ্রাণেন্দ্রিয় ব্রহ্মের চারি পদের একটি পদ ; উহা বায়ুরূপ জ্যোতির দ্বারা সমুজ্জ্বল হয় এবং তাপ দান করে।[১] যিনি এইরূপ জানেন, তিনি যশ ও কীর্তিতে এবং ব্রহ্মতেজে তেজস্বী হন ও তাপ প্রদান করেন। ৪

১। গন্ধ গ্রহণের জন্য উৎসাহিত হয় এবং গন্ধকে অভিব্যঞ্জিত করে।

চক্ষুরেব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ স আদিত্যেন জ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চসেন য এবং বেদ ॥ ৫

চক্ষুই ব্রহ্মের চারি চরণের একটি চরণ ; উহা আদিত্যরূপ জ্যোতির দ্বারা সমুজ্জ্বল হয় ও তাপ প্রদান করে।[১] যিনি এইরূপ জানেন, তিনি যশ ও কীর্তিতে এবং ব্রহ্মতেজে তেজস্বী হন ও তাপ প্রদান করেন। ৫

১। দ্রষ্টব্যবিষয়-দর্শনে উৎসাহিত হয় ও দ্রষ্টব্যকে প্রকাশ করে।

শ্রোত্রমেব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ স দিগ্‌ভির্জ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চসেন য এবং বেদ য এবং বেদ[১] ॥ ৬

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য অষ্টাদশখণ্ড ॥

শ্রবণেন্দ্রিয়ই ব্রহ্মের চারি পদের এক পদ ; উহা দিগ্‌-রূপ জ্যোতির সহায়ে সমুজ্জ্বল হয় এবং তাপ প্রদান করে।[২] যিনি এইরূপ জানেন, তিনি যশ ও কীর্তিতে এবং ব্রহ্মতেজে তেজস্বী হন। ৬

১। উপাসনার সমাপ্তি বুঝাইবার জন্য পুনর্বচন।

২। শব্দ-শ্রবণের জন্য উৎসাহিত হয় ও শব্দকে প্রকাশ করে।

তৃতীয়াধ্যায়—একোনবিংশ খণ্ড

(আদিত্যে ব্রহ্মদৃষ্টি)

আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশস্তস্যোপব্যাখ্যানমসদেবেদমগ্র আসীৎ। তৎ সদাসীৎ তৎ সমভবৎ তদাণ্ডং নিরবর্তত তৎ সংবৎসরস্য মাত্রামশয়ত তন্নিরভিদ্যত তে আণ্ডকপালে রজতং চ সুবর্ণং চাভবতাম্‌॥ ১

[অষ্টাদশ খণ্ডে আদিত্যকে ব্রহ্মের এক পদ বলা হইয়াছে। সম্প্রতি উহাতে সমগ্র ব্রহ্মের দৃষ্টি আরোপিত হইতেছে]—আদিত্যঃ ব্রহ্ম, ইতি (ইহাই) আদেশঃ (উপদেশ)। তস্য (উক্ত আদিত্যের) [স্তুতির জন্য] উপব্যাখ্যানম্‌ (বিশদ ব্যাখ্যা) [করা হইতেছে] —ইদম্‌ (এই অখিল জগৎ) অগ্রে (সৃষ্টির পূর্বে) অসৎ এব আসীৎ (অব্যাকৃত ছিল ; নামরূপাকারে ব্যাকৃত হয় নাই)। তৎ ([অসৎশব্দ-বাচ্য] জগৎ] সৎ আসীৎ (সৎ, অর্থাৎ কার্যাভিমুখী বা প্রবৃত্তিযুক্ত হইয়াছিল) ; [অতঃপর] তৎ সমভবৎ (উহা সম্ভূত, অর্থাৎ নামরূপের স্বল্প ব্যাকৃতিবশতঃ বীজের ন্যায় অঙ্কুরীভূত হইল ; ভূতসূক্ষ্ম রূপে পরিণত হইল) ; [সূক্ষ্ম ভূতের উৎপত্তির পরে স্থূল ভূত উৎপন্ন হইল ; তাহার পর] তৎ আণ্ডম্‌ (=অণ্ডম্‌, ব্রহ্মাণ্ডাকারে) নিরবর্তত (পরিণত হইল) ; তৎ (উক্ত অণ্ড) সংবৎসরস্য (এক বৎসর কালের) মাত্রাম্‌ অশয়ত (পরিমাণ ব্যাপিয়া [অবিভক্তরূপে] অবস্থান করিল) তৎ নিরভিদ্যত (সেই অণ্ড বিভক্ত হইল) ; তে আণ্ডকপালে (অণ্ডের উক্ত দুই অংশ) রজতম্‌ চ সুবর্ণম্‌ চ (রৌপ্য ও স্বর্ণ) অভবতাম্‌ (হইল)। ১

আদিত্যই ব্রহ্ম—ইহাই উপদেশ। তাঁহার (স্তুতির জন্য[১]) ব্যাখ্যা করা হইতেছে—সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ অসৎ-শব্দ-বাচ্য ছিল ;[২] অতঃপর উহা সৎ-শব্দ-বাচ্য হইল ; (তাহার পর) উহা সম্ভূত (অর্থাৎ উদ্‌গতপ্রায়) হইল ; অতঃপর উহা অণ্ডাকারে পরিণত হইল ; উক্ত অণ্ড এক বৎসরকাল তদ্রূপেই অবস্থান করিল ; (তাহার পর) উহা বিভক্ত হইল ; অণ্ডের উক্ত ভাগদ্বয়ের মধ্যে একটি রৌপ্যময়, অপরটি সুবর্ণময়। ১

তদ্ যদ্ রজতং সেয়ং পৃথিবী যৎ সুবর্ণং সা দ্যৌর্যজ্জরায়ু তে পর্বতা যদুল্বং সমেঘো নীহারো যা ধমনয়স্তা নদ্যো যদ্বাস্তেয়মুদকং স সমুদ্রঃ ॥ ২

---

[১] আদিত্য ব্রহ্মের প্রতীক ; সুতরাং তাঁহার স্তুতি আবশ্যক। সূর্য না থাকিলে জগতের অস্তিত্ব উপলব্ধ হইত না—এইরূপ উক্তি করিয়া আদিত্যের প্রশংসা করা হইতেছে (৩য় কণ্ডিকা)। জগতের অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব প্রমাণ করা বর্তমান শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য নহে ; কারণ স্তুতিতেই উহার একমাত্র সার্থকতা। একই বাক্যের দুইরূপ অর্থ (স্তুতি ও অস্তিত্বপ্রমাণ) করিলে বাক্যভেদদোষ হয়।

[২] নামরূপাকারে ব্যাকৃত না হওয়ায় সৎ বলিয়া গৃহীত হয় নাই। যাহা নামরূপাকারে ব্যাকৃত হইয়াছে, তাহাকেই আমরা সৎ বলি,—অব্যাকৃতকে নহে। প্রকৃতপক্ষে তখন যে কিছুই ছিল না—এরূপ নহে ; কেন না অসৎ হইতে সতের (সদ্রূপে গৃহীত জগতের) উৎপত্তি হয় না। এই ব্যবহারিক সৎ ও অসৎ শব্দের প্রয়োগ আদিত্যের প্রকাশের উপর নির্ভর করে। উত্তম রাজার অবর্তমানে যেমন সমস্ত রাজৈশ্বর্য্য মিথ্যা বলিয়া মনে হয়, তেমনি আদিত্যের অভাবে জগৎও মিথ্যাপ্রায় হইয়া যায়। এইরূপে আদিত্যের প্রশংসা করা হইল (তৈঃ ২।৭ ; ছাঃ ৬।২।১ দ্রঃ)।

তৎ (তন্মধ্যে, উক্ত অণ্ডদ্বয়মধ্যে) যৎ (যেটি) রজতম্ (রৌপ্যময়) সা ইয়ম্ পৃথিবী (উহা এই পৃথিবী, অর্থাৎ অধোবর্তী অণ্ডাংশ) ; যৎ সুবর্ণম্ (যাহা সুবর্ণময়) সা দ্যৌঃ (উহা দ্যুলোক অর্থাৎ ঊর্ধ্বাংশ) ; যৎ জরায়ু (যাহা স্থূল গর্ভাবরণ) তে পর্বতাঃ (উহা পর্বতসকল) [হইয়াছিল] ; যৎ উল্বম্ (সূক্ষ্ম গর্ভাবরণ) [উহা] সমেঘঃ (মেঘের সহিত) নীহারঃ (হিম) [হইয়াছিল] ; যাঃ ধমনয়ঃ ([জাতকের] যেগুলি শিরা) তাঃ নদ্যঃ (তাহারা নদীসকল), যৎ বাস্তেয়ম্ উদকম্ (যাহা মূত্রাশয়ে অবস্থিত জল) সঃ সমুদ্রঃ (উহা সমুদ্র) [হইয়াছিল] । ২

তন্মধ্যে যেটি (অধঃস্থ) রজতকপাল, উহা পৃথিবী ; এবং যেটি ঊর্ধ্বস্থ স্বর্ণকপাল, তাহা দ্যুলোক হইল। (অণ্ডমধ্যে) যাহা জরায়ু (ছিল), উহা পর্বতসকল ; যাহা (জরায়ুদ্বারা আবৃত) উল্ব, তাহা মেঘ এবং হিম ; (উল্বমধ্যস্থ শিশুর) যাহা শিরাসকল, তাহারা নদীসমূহ ; এবং (শিশুর) যাহা মূত্রাশয়স্থ জল, তাহা সমুদ্র হইল। ২

অথ যত্তদজায়ত সোঽসাবাদিত্যস্তং জায়মানং ঘোষা উলূলবোঽনূদতিষ্ঠন্ সর্বাণি চ ভূতানি সর্বে চ কামাস্তস্মাৎ তস্যোদয়ং প্রতি প্রত্যায়নং প্রতি ঘোষা উলূলবোঽনূত্তিষ্ঠন্তি সর্বাণি চ ভূতানি সর্বে চ কামাঃ ॥ ৩

অথ (আর) যৎ তৎ (ঐ যিনি) অজায়ত (জাত হইলেন) সঃ (তিনি) অসৌ আদিত্যঃ (এই সূর্য)। তম্ জায়মানম্ অনু (তাঁহাকে জাত হইতে দেখিয়া) উলুলবঃ ঘোষাঃ (উচ্চ আনন্দধ্বনি, উলুধ্বনি সকল) উদতিষ্ঠন্ (উত্থিত হইল) চ (এবং) সর্বাণি ভূতানি (স্থাবরজঙ্গমাত্মক সকলে) চ (ও) সর্বে কামাঃ (সমস্ত কাম্যবস্তু) [উদতিষ্ঠন্] ; [যেহেতু আদিত্যের জন্মে ভূতবর্গ ও কাম্যবর্গ উৎপন্ন হইল] তস্মাৎ (সেই জন্য) তস্য (উক্ত সূর্যের) উদয়ম্ প্রতি প্রত্যায়নম্ প্রতি (উদয় ও অস্তগমন লক্ষ্য করিয়া) [অথবা—প্রতি-

আয়নম্ প্রতি (পুনঃপুনঃ আগমন লক্ষ্য করিয়া)] উলূলবঃ (উলু উলু এইরূপ) ঘোষাঃ অনূত্তিষ্ঠন্তি (উত্থিত হয়), সর্বাণি চ ভূতানি, সর্বে চ কামাঃ । ৩

আর (অণ্ড হইতে) যিনি জাত হইলেন, তিনিই এই সূর্য। তাঁহাকে জাত হইতে দেখিয়া উচ্চ উৎসবধ্বনিসকল উত্থিত হইল, এবং ভূতবর্গ ও কাম্যবর্গ উৎপন্ন হইল। এই জন্যই সূর্যের উদয় ও পুনঃপুনঃ আগমনকালে উচ্চ উৎসবধ্বনিসকল সমুত্থিত হয়, এবং ভূতবর্গ ও কাম্যবর্গও উত্থিত হয়। ৩

স য এতমেবং বিদ্বানাদিত্যং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽভ্যাশো হ যদেনং সাধবো ঘোষা আ চ গচ্ছেয়ুরুপ চ নিম্রেড়েরন্নিম্রেড়েরন্ ॥ ৪

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্যৈকোনবিংশখণ্ডঃ ॥

ইতি ছান্দোগ্যোপনিষদি তৃতীয়াধ্যায়ঃ ॥

সঃ যঃ (যে কেহ) এতম্ (ইঁহাকে) এবম্ (এই প্রকারে) বিদ্বান্ (জানিয়া) আদিত্যম্ (আদিত্যকে) ব্রহ্ম ইতি (ব্রহ্ম বলিয়া) উপাস্তে (উপাসনা করেন), এনম্ (ইঁহার প্রতি) সাধবঃ ঘোষাঃ (মঙ্গলধ্বনি সকল) যৎ (যে) আগচ্ছেয়ুঃ চ উপনিম্রেড়েরন্ চ (আগমন করে ও আনন্দ প্রদান করিতে থাকে) [তাহা] অভ্যাশঃ হ (ক্ষিপ্রই হইয়া থাকে) নিম্রেড়েরন্ [আদর ও সমাপ্তিসূচক পুনরুক্তি]। ৪

যে কেহ এই আদিত্যকে এইরূপে জানিয়া তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করেন, তাঁহার প্রতি অতি শীঘ্রই মঙ্গলধ্বনি[১] সকল আকৃষ্ট হয় এবং তাঁহাকে আনন্দ দিতে থাকে।[২] ৪

[১] যে ধ্বনিসকলের উপভোগে পাপ সঞ্চিত হয় না।

[২] ইহা দৃষ্টফল। অদৃষ্টফল ব্রহ্মত্ব লাভ।

চতুর্থাধ্যায়—প্রথম খণ্ড

(জানশ্রুতি ও রৈক্কের উপাখ্যান)

ওঁ জানশ্রুতির্হ পৌত্রায়ণঃ শ্রদ্ধাদেয়ো বহুদায়ী বহুপাক্য আস স হ সর্বত আবসথান্ মাপয়াঞ্চক্রে সর্বতএব মেঽন্নমৎস্যন্তীতি ॥১

[সূত্রাত্মার অংশ আদিত্যের উপাসনার পর সম্প্রতি অধিদৈব বায়ু ও অধ্যাত্ম প্রাণরূপে অবস্থিত স্বয়ং সূত্রাত্মার উপাসনা বিহিত হইতেছে]—জানশ্রুতিঃ (জনশ্রুতবংশীয়) হ (একদা, ঐতিহ্যার্থক অব্যয়) পৌত্রায়ণঃ ([জনশ্রুতের] পুত্রের পৌত্র) শ্রদ্ধাদেয়ঃ (শ্রদ্ধাপূর্বক দাতা) বহু-দায়ী (প্রভূত-দানকারী) বহুপাক্যঃ ([ভোজনার্থীর জন্য] বহু অন্ন রন্ধনকারী) আস (ছিলেন)। সর্বত এব (সকল দিকে ও গ্রামাদিতে) মে (আমার) অন্নম্ (অন্ন) অৎস্যন্তি ([ভোজনার্থীরা] আহার করিবে) ইতি (এই অভিপ্রায়ে) সঃ হ (তিনি) সর্বতঃ (সর্বত্র) আবসথান্ (পান্থশালা, অন্নসত্রসকল) মাপয়াঞ্চক্রে (নির্মাণ করাইয়াছিলেন)। ১

জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ শ্রদ্ধাপূর্বক দান করিতেন, বহু দান করিতেন এবং বহু অন্ন রন্ধন করাইতেন। "(ভোজনার্থীরা) সর্বত্র আমার অন্ন আহার করিবে"—এই উদ্দেশ্যে তিনি সর্বত্র পান্থশালা নির্মাণ করাইয়াছিলেন।[১] ১

---

[১] বর্তমান আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য, ইহার সহায়ে বক্তব্য বিষয়টি সহজবোধ্য করা। আখ্যায়িকাতে ইহাও প্রতিপাদিত হইবে যে, শ্রদ্ধা ও দান প্রভৃতি বিদ্যালাভের উপায়।

অথ হ হংসা নিশায়ামতিপেতুস্তদ্ধৈবং হংসো হংসমভ্যুবাদ হো হোঽয়ি ভল্লাক্ষ ভল্লাক্ষ জানশ্রুতেঃ পৌত্রায়ণস্য সমং দিবা জ্যোতিরাততং তন্মা প্রসাঙ্ক্ষীস্তত্ত্বা মা প্রধাক্ষীরিতি ॥ ২

অথ হ (একদা) নিশায়াম্ (নিশাকালে) হংসাঃ (হংসগণ) অতিপেতুঃ (উড়িয়া আসিলেন); তৎ হ (তখন) [পশ্চাদ্বর্তী] হংসঃ (হংস) এবম (এইরূপে) [অগ্রগামী] হংসম্ (হংসকে) অভ্যুবাদ (বলিলেন)—হো হো অয়ি (ভো ভো ওহে) ভল্লাক্ষ ভল্লাক্ষ (ভদ্রাক্ষ, তীক্ষ্ণ ভল্লসদৃশ উত্তম দৃষ্টিশালী, অর্থাৎ ক্ষীণদৃষ্টি বন্ধু), জানশ্রুতেঃ পৌত্রায়ণস্য (জানশ্রুতি পৌত্রায়ণের) [অন্নদানাদি হইতে জাত] জ্যোতিঃ (প্রভা) দিবা সমম্

(দ্যুলোকের সমান, অর্থাৎ দ্যুলোক পর্যন্ত ; কিংবা দিবালোকের সদৃশ) আততম্ (প্রসারিত) [রহিয়াছে] ; তৎ (উক্ত জ্যোতি) ত্বা (তোমাকে) [যাহাতে] মা প্রধাক্ষীঃ (=মা প্রধাক্ষীৎ, দগ্ধ না করে) ইতি (এই জন্য) তৎ মা প্রসাঙ্ক্ষীঃ (উহার সংস্পর্শে আসিও না) ।২

একদা রাত্রিকালে[১] হংসগণ উড়িয়া আসিলেন ।[২] তখন (পশ্চাদ্‌গামী) একটি হংস (অগ্রগামী) অপর হংসকে বলিলেন, "ভো ভো ওহে ভল্লাক্ষ, ভল্লাক্ষ,[৩] জানশ্রুতি পৌত্রায়ণে প্রভা দ্যুলোক পর্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে। যাহাতে উহা তোমায় দগ্ধ করিয়া না ফেলে, তজ্জন্য তুমি উহার সংস্পর্শে আসিও না।" ২

১। বুঝিতে হইবে যে, তখন জানশ্রুতি উত্তাপনিবারণের জন্য হর্ম্যতলে অবস্থান করিতেছিলেন।

২। ঋষিগণ বা দেবগণ জানশ্রুতির শ্রদ্ধা ও দানে তুষ্ট হইয়া হংসরূপে উক্ত রাজার দৃষ্টিগোচর হইলেন।

৩। ভল্লাক্ষ=ভদ্রাক্ষ শব্দটি বিদ্রূপচ্ছলে ব্যবহৃত হইয়াছে। অগ্রগামী হংস রাজার প্রভা অতিক্রম করিতে যাইতেছেন দেখিয়া পরবর্তী হংস তাঁহাকে বন্ধুভাবে সাবধান করিয়া দিতেছেন। সুতরাং বিরুদ্ধলক্ষণা-অবলম্বনে উহার অর্থ মন্দদৃষ্টি বা অল্পদৃষ্টি হইবে।

তমু হ পরঃ প্রত্যুবাচ কম্বর এনমেতৎ সন্তং সযুগ্‌বানমিব রৈক্কমাত্থেতি যো নু কথং সযুগ্বা রৈক্ক ইতি ॥ ৩

পরঃ ([অগ্রগামী] অপর হংস) তম্ উ (তাহাকে) প্রত্যুবাচ হ (উত্তর দিলেন)—অরে (ওহে), এনম সন্তম্ (এতাদৃশ এই) কম্ উ (কাহাকে লক্ষ্য করিয়া) [অথবা—সন্তম্ =মাহাত্ম্যযুক্ত ব্যক্তিকে ; ওহে এই কোন্ (সাধারণ) মহিমায় মণ্ডিত ইঁহাকে উদ্দেশ করিয়া] সযুগ্বানম্ রৈক্কম্ ইব (শকটের সহিত বর্তমান রৈক্কের ন্যায়, অর্থাৎ রৈক্কের প্রতি প্রযোজ্য) এতৎ (এই বাক্য) আত্থ (বলিলে) ইতি। [অপর হংস বলিলেন] যঃ (যিনি) সযুগ্বা রৈক্কঃ (সশকট রৈক্ক) [বলিয়া পরিচিত] [তিনি] কথম্ নু (কি প্রকার) ইতি। ৩

(ভল্লাক্ষ) তাঁহাকে এই উত্তর দিলেন, "এই প্রকার (অতি সাধারণ)

এই কোন্ মহাত্মাকে উদ্দেশ করিয়া তুমি সযুগ্বা[1] রৈক্ক-সম্বন্ধে প্রযোজ্য এবংবিধ বাক্য প্রয়োগ করিলে ?" (অপর হংস বলিলেন), "যিনি সযুগ্বা রৈক্ক, তিনি কিরূপ ?" ৩

১। যুগ অর্থাৎ জোয়াল বহন করে যে, সে যুগ্য=ঘোড়া বা ষাঁড়। যুগ্য যাহাতে আছে, সে যুগ্বা=ক্ষুদ্র শকট। যুগ্বার সহিত যিনি বর্তমান, তিনি সযুগ্বা।

যথা কৃতায় বিজিতায়াধরেয়াঃ সংযন্ত্যেবমেনং সর্বং তদভিসমৈতি যৎ কিঞ্চ প্রজাঃ সাধু কুর্বন্তি যস্তদ্বেদ যৎ স বেদ স ময়ৈতদুক্ত ইতি ॥ ৪

[ভল্লাক্ষ বলিলেন]—কৃতায় বিজিতায় (পাশার কৃতনামক চতুরঙ্ক শোভিত পার্শ্ব যখন জয়লাভ করে, অর্থাৎ উহার সহায়ে যখন ক্রীড়াকারী জয়লাভ করে, [তখন] তন্মধ্যে) অধরেয়াঃ ([নিম্নসংখ্যাঙ্কিত] অপর পার্শ্বগুলি) যথা (যেরূপ) সংযন্তি (সম্যক্ গমন করে, কৃতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়) [কারণ বহুসংখ্যাতে অল্পসংখ্যা অন্তর্ভুক্ত হয়], এবম্ (এইরূপ) প্রজাঃ (প্রাণিবৃন্দ) যৎ কিম্ চ (যাহা কিছু) সাধু (শুভরূপে) কুর্বন্তি (অনুষ্ঠান করে) তৎ সর্বম্ (সেই সমস্তই, সেই পুণ্যফলসমূহ (এনম্ অভিসমৈতি (ইঁহাতে মিলিত হয়, অর্থাৎ রৈক্কের পুণ্যফলমধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়)। সঃ (তিনি, রৈক্ক) যৎ (যাহা, যে বিদ্যা) বেদ (জানেন), তৎ (তাহা) [অপর] যঃ (যে কেহ) বেদ, সঃ (সেই বিদ্বান্ও) ময়া (আমা-কর্তৃক) এতৎ (এইপ্রকারে, রৈক্কসদৃশ বলিয়া) উক্তঃ (বর্ণিত হইতেছেন) ইতি। ৪

ভল্লাক্ষ বলিলেন, "(পাশার) কৃতনামক[1] পার্শ্ব ফেলিয়া কেহ জয়লাভ করিলে যেমন তন্মধ্যে অপর পার্শ্বসমূহের নিম্নসংখ্যাগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়, তেমনি প্রাণিগণ যাহা কিছু পুণ্য অর্জন করে, সেই সমস্তই রৈক্কের পুণ্যফলে অন্তর্ভুক্ত হয়।[2] রৈক্ক যাহা জানেন, অপর কেহ তাহা জানিলে, তাঁহাকেও আমি রৈক্কেরই ন্যায় বলি।[3]" ৪

১। পাশার যে পার্শ্বে চারি সংখ্যা অঙ্কিত আছে, উহার নাম কৃত। এইরূপে তিন

সংখ্যার পার্শ্ব ত্রেতা, দুই সংখ্যার পার্শ্ব দ্বাপর, এক সংখ্যার পার্শ্ব কলি। উর্ধ্ব সংখ্যা গ্রহণ করিলে নিম্ন সংখ্যা স্বতই গৃহীত হয়। এইরূপে ত্রেতাদি কৃত বা সত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

২। অর্থাৎ ক্ষুদ্র পুণ্যফল বৃহৎ পুণ্যফলের অতিরিক্ত নহে।

৩। অর্থাৎ উক্ত বিদ্যার ফলে তিনি রৈক্কসদৃশ হন, এবং তাঁহার পুণ্যফলে সকলের পুণ্যফল অন্তর্ভুক্ত হয়। (বৃঃ ৪।৩।৩২-৩৩ ও গীতা ২।৩৬)

তদু হ জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণ উপশুশ্রাব স হ সঞ্জিহান এব ক্ষত্তারমুবাচাঙ্গারে হ সযুগ্বানমিব রৈক্কমাত্থেতি যো নু কথং সযুগ্বা রৈক্ক ইতি ॥ ৫

যথা কৃতায় বিজিতায়াধরেয়াঃ সংযন্ত্যেবমেনং সর্বং তদভিসমৈতি যৎ কিঞ্চ প্রজাঃ সাধু কুর্বন্তি যস্তদ্বেদ যৎ স বেদ স ময়ৈতদুক্ত ইতি ॥ ৬

জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ তৎ উ (উক্ত বাক্য) উপশুশ্রাব হ (শুনিয়াছিলেন) ; স হ (তিনি) সঞ্জিহানঃ এব (শয্যা ত্যাগ করিয়াই) [স্তুতিকারী] ক্ষত্তারম্ (সারথিকে বা দ্বারপালকে) উবাচ (বলিলেন)—অঙ্গ অরে হ (হে বৎস), [আমায় কি] সযুগ্বানম্ রৈক্কম্ ইব (শকটের সহিত বর্তমান রৈক্কের ন্যায়) আত্থ (বলিলে, বন্দনা করিলে) ? ইতি। [ক্ষত্তা বলিলেন]—যঃ সযুগ্বা রৈক্কঃ [সঃ] কথম্ নু ইতি [৩য় কণ্ডিকা] ; [জানশ্রুতি বলিলেন]—যথা কৃতায় ইত্যাদি [৪র্থ কণ্ডিকা]। ৫-৬

জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ (ভল্লাক্ষের) উক্ত বাক্য শ্রবণ করিলেন। (প্রভাতে যখন বৈতালিকগণ তাঁহার বন্দনা করিতেছিল, তখন) তিনি শয্যা ত্যাগ করিয়াই (স্তবকারী) ক্ষত্তাকে[১] বলিলেন, "তুমি কি আমায় সযুগ্বা রৈক্কের ন্যায় বলিলে?[২]" (ক্ষত্তা বলিলেন)—"সেই সযুগ্বা রৈক্ক কিরূপ?" (জানশ্রুতি হংসের বাক্যের পুনরুক্তি করিলেন)—"পাশার কৃতনামক পার্শ্বের দ্বারা বিজয় হইলে, তন্মধ্যে যেমন পাশার অপর

পার্শ্বগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়, তেমনি প্রাণিগণের অর্জিত সমস্ত পুণ্য রৈক্কের পুণ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। অপর যে কেহ তাঁহার ন্যায় জানেন, তাঁহাকেও আমি রৈক্কের ন্যায় বলি।” ৫-৬

১। ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসে কিংবা ক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্রাণীর গর্ভে জাত পুত্রকে ক্ষত্তা বলে। ইহাদের কার্য—রথচালনা, দ্বাররক্ষা প্রভৃতি।

২। অর্থাৎ আমায় ঐরূপ স্তুতি করা অনুচিত ; রৈক্কই ইহার উপযুক্ত। এই বাক্যের অন্যরূপ অর্থ এই :—অঙ্গ অরে হ (হে বৎস), সযুগ্বানম্ রৈক্কম্ (সযুগ্বা রৈক্ককে, রৈক্কের নিকট গিয়া) ইব [অবধারণার্থক বা নিরর্থক অব্যয়] আথ (বল) [যে আমি তাঁহার দর্শনাভিলাষী] ইতি।

স হ ক্ষত্তাঽন্বিষ্য নাবিদমিতি প্রত্যেয়ায় তং হোবাচ যত্রারে ব্রাহ্মণস্যান্বেষণা তদেনমর্চ্ছেতি॥ ৭

সঃ হ ক্ষত্তা (সেই ক্ষত্তা) অন্বিষ্য (অনুসন্ধান করিয়া) ন অবিদম (জানিতে পারিলাম না)—ইতি (এই মনে করিয়া) প্রত্যেয়ায় (ফিরিয়া আসিলেন)। [জানশ্রুতি] তম্ (তাঁহাকে) উবাচ হ—অরে (ওহে) যত্র (যেখানে [নদীপুলিনাদি যে সকল বিজন দেশ]) ব্রাহ্মণস্য (ব্রহ্মবিদের) অন্বেষণা (অনুসন্ধান) [হওয়া উচিত] তৎ (সেখানে) এনম্ (ইহাকে) অর্চ্ছ (=ঋচ্ছ, প্রাপ্ত হও, অনুসন্ধান কর) ইতি। ৭

অনুসন্ধানান্তে সেই ক্ষত্তা “জানিতে পারিলাম না” এই মনে করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। জানশ্রুতি তাঁহাকে বলিলেন, “বৎস, যেখানে ব্রহ্মযজ্ঞের অনুসন্ধান করিতে হয়, সেখানে ইহার অনুসন্ধান কর।” ৭

সোঽধস্তাচ্ছকটস্য পামানং কষমাণমুপোপবিবেশ তং হাভ্যুবাদ ত্বং নু ভগবঃ সযুগ্বা রৈক্ক ইত্যহং হ্যরা৩ ইতি হ প্রতিজজ্ঞে স হ ক্ষত্তাঽবিদমিতি প্রত্যেয়ায়॥ ৮

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য প্রথমখণ্ডঃ॥

শকটস্য (গাড়ীর) অধস্তাৎ (নীচে) পামানম্ (খোস) কষমাণম্ উপ (কণ্ডূয়ননিরত, চুলকাইতেছেন এইরূপ, এক ব্যক্তির সমীপে) সঃ (সেই ক্ষত্তা) উপবিবেশ (সবিনয়ে উপবেশন করিলেন) ; তম্ হ (তাঁহাকেই) অভ্যুবাদ (বলিলেন)—ভগবঃ (হে ভগবন্), ত্বম্ নু (আপনিই কি) সযুগ্বা রৈক্কঃ? ইতি। [তিনি] অরা ৩ (ওহে [অনাদর প্রকাশার্থক প্লুতি]) অহম্ হি (আমিই) ইতি হ (এই বলিয়া) প্রতিজজ্ঞে (স্বীকার করিলেন)। সঃ হ ক্ষত্তা অবিদম্ ইতি (জানিতে পারিলাম, এই মনে করিয়া) প্রত্যেয়ায় । ৮

(অন্বেষণান্তে) তিনি শকটের নিম্নে খোস কণ্ডূয়নকারী এক ব্যক্তির সকাশে যাইয়া বিনয়পূর্বক উপবেশন করিলেন। (অনন্তর) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভগবন্, আপনিই কি সযুগ্বা রৈক্ক ?” “হাঁ গো হাঁ, আমিই”, এই বলিয়া তিনি উহা স্বীকার করিলেন। (তখন) “আমি জানিতে পারিয়াছি[1]”, এই মনে করিয়া ক্ষত্তা প্রত্যাবর্তন করিলেন। ৮

চতুর্থাধ্যায়—দ্বিতীয় খণ্ড

(রৈক্কজানশ্রুতি-সংবাদ)

তদু হ জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ ষট্ শতানি গবাং নিষ্কমশ্বতরীরথং তদাদায় প্রতিচক্রমে তং হাভ্যুবাদ ॥ ১

রৈক্কেমানি ষট্ শতানি গবাময়ং নিষ্কোঽয়মশ্বতরীরথোঽনু ম এতাং ভগবো দেবতাং শাধি যাং দেবতামুপাস্স ইতি ॥ ২

---

[1] মূলে “অরা ৩” এই অংশের বিরক্তিসূচক দীর্ঘ উচ্চারণের দ্বারা এই মনোভাব প্রকাশিত হইতেছে, “আমি গার্হস্থ্য অবলম্বন করিতে চাই, এবং তজ্জন্য অর্থও চাই ; অথচ এই ব্যক্তি আমাকে উক্ত বিষয়ে সাহায্য না করিরা অযথা জ্বালাতন করিতে আসিয়াছে।” ক্ষত্তা মনে করিলেন যে, তিনি রৈক্ককে চিনিয়াছেন ও তাঁহার মনোভাব জানিতে পারিয়াছেন।

তৎ উ (তাহাতেই, ক্ষত্তার বাক্য শুনিয়াই) জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ গবাম্ ষট্ শতানি (ছয় শত গাভী), নিষ্কম্ (কণ্ঠহার) অশ্বতরীরথম্ (অশ্বতরীদ্বয়- [দুটি খচ্চরী]-যুক্ত রথ)—তৎ (উক্ত রূপ ধন) আদায় (লইয়া) প্রতিচক্রমে হ ([রৈক্কসকাশে] গমন করিলেন) ; তম্ (তাঁহাকে) অভ্যুবাদ হ (বলিলেন)—রৈক্ক, ইমানি (এই সকল) গবাম্ ষট্ শতানি, অয়ম্ (এই) নিষ্কঃ, অয়ম্ অশ্বতরীরথঃ [আপনার জন্য আনীত হইয়াছে] ; ভগবঃ (হে ভগবন্) যাম্ দেবতাম্ (যে দেবতাকে) [আপনি] উপাস্সে (উপাসনা করেন) এতাম্ দেবতাম্ (এই দেবতা [বিষয়ে]) মে (আমায়) অনুশাধি (উপদেশ দিন)। ১-২

সেই কথা শুনিয়া জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ ছয় শত গাভী, কণ্ঠহার ও অশ্বতরীযুক্ত রথ—এই সমস্ত লইয়া রৈক্কের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, “হে রৈক্ক, এই ছয় শত গাভী, এই কণ্ঠহার, এই অশ্বতরীবাহিত রথ (আপনার জন্য আনিয়াছি)। হে ভগবন্, আপনি যে দেবতাকে উপাসনা করেন, তাঁহার সম্বন্ধে আমায় উপদেশ দিন।” ১-২

তমু হ পরঃ প্রত্যুবাচাহ হারেত্বা শূদ্র তবৈব সহ গোভিরস্ত্বিতি তদু হ পুনরেব জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ সহস্রং গবাং নিষ্কমশ্বতরীরথং দুহিতরং তদাদায় প্রতিচক্রমে ॥ ৩

পরঃ (অপর ব্যক্তি, রৈক্ক) তম্ উ হ (তাঁহাকে) প্রত্যুবাচ (উত্তর দিলেন)—অহ [বিরক্তিপ্রকাশক নিরর্থক অব্যয়] শূদ্র (রে শূদ্র), হার-ইত্বা (হারের সহিত রথ) গোভিঃ সহ (গাভীদের সহিত) তব এব অস্তু (তোমারই থাকুক) ইতি। তৎ উ হ (তাহাতেই, রৈক্কের অভিপ্রায় বুঝিয়া) জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ পুনঃ এব (পুনর্বার) গবাম্ সহস্রম্, নিষ্কম্, অশ্বতরীরথম্ দুহিতরম্ ([স্বীয়] কন্যাকে)—তৎ (এই সমস্ত) আদায় প্রতিচক্রমে। ৩

অপর ব্যক্তি তাঁহাকে উত্তর দিলেন, “রে শূদ্র[১], গাভীগণসহ হার ও রথ তোমারই থাকুক।” তাহার ফলে জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ পুনর্বার এক সহস্র গাভী, হার, অশ্বতরীবাহিত রথ ও স্বীয় দুহিতা—এই সমস্ত লইয়া রৈক্কের সকাশে গমন করিলেন। ৩

১। আচার্য শঙ্করের ও ব্রহ্মসূত্রের (১।৩।৩৪-৩৫) মতে "শূদ্র" শব্দটিকে যৌগিক অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে ;—"শুচা দ্রবতি"—(রৈক্কের মহিমাশ্রবণে) যিনি শোকে দ্রবীভূত হন, অথবা যিনি শোকহেতু দ্রুত (রৈক্কের নিকট) গমন করেন—তিনি শূদ্র। কেবল অর্থের বিনিময়ে কিংবা স্বল্প অর্থের বিনিময়ে বিদ্যা জয় করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন বলিয়াও হয়ত তাঁহাকে শূদ্র বলা হইয়াছে। সুতরাং জানশ্রুতি জাতিশূদ্র নহেন। আচার্যের মতে ইনি ক্ষত্রিয় রাজা ; কারণ তাঁহার অধীনে ক্ষত্তা (সারথি) ছিল। আধুনিক পণ্ডিতেরা জানশ্রুতিকে জাতিশূদ্র মনে করেন। বলা বাহুল্য, মূল দার্শনিক তত্ত্বের সহিত এই বিচারের কোনও বিশেষ সম্বন্ধ নাই।

তং হাভ্যুবাদ রৈক্কেদং সহস্রং গবাময়ং নিষ্কোঽয়মশ্বতরীরথ
ইয়ং জায়াঽয়ং গ্রামো যস্মিন্নাস্সেঽন্বেব মা ভগবঃ শাধীতি ॥ ৪

[জানশ্রুতি] তম্ অভ্যুবাদ হ—রৈক্ক, ইদম্ (এই) গবাম্ সহস্রম্, অয়ম্ নিষ্কঃ, অয়ম্ অশ্বতরীরথঃ, ইয়ম্ জায়া (এই পত্নী) অয়ম্ গ্রামঃ (এই গ্রাম) যস্মিন্ (যাহাতে) [আপনি] আস্সে (বাস করিতেছেন) ; ভগবঃ, মা (আমাকে) অনুশাধি এব ইতি। ৪

জানশ্রুতি তাঁহাকে কহিলেন, "হে রৈক্ক, এই এক হাজার গাভী, এই হার, এই অশ্বতরীরথ, এই পত্নী (আপনার জন্য আনীত হইয়াছে) ; যে গ্রামে আপনি বাস করিতেছেন, ইহাও (আপনার জন্য সঙ্কল্পিত হইয়াছে)। হে ভগবন্, আপনি আমায় উপদেশ দিন।" ৪

তস্যা হ মুখমুপোদ্গৃহ্ণন্নুবাচাজহারেমাঃ শূদ্রানেনৈব মুখে-
নালা-পয়িষ্যথা ইতি তে হৈতে রৈক্কপর্ণা নাম মহাবৃষেষু যত্রাস্মা
উবাস তস্মৈ হোবাচ ॥ ৫

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য দ্বিতীয়খণ্ডঃ ॥

[বিদ্যাপ্রদান-বিষয়ে] তস্যাঃ হ (উক্ত রাজকন্যার) মুখম্ (=মুখত্ব, দ্বারত্ব) [আছে, ইহা] উপোদ্‌গৃহ্ণন্ (জানিয়া) [অর্থাৎ রাজকন্যাকে অর্পণ করিয়া কন্যাদাতা রাজা বিদ্যালাভের উপযুক্ত পাত্র হইলেন, ইহা বিবেচনা করিয়া। [রৈক্ক] উবাচ—শূদ্র, ইমাঃ (এই সকল [গবাদি ধন]) আজহার (তুমি আনিয়াছ), [ইহা উত্তম হইয়াছে]। [পরন্তু] অনেন এব মুখেন (এই রাজকন্যারূপ উপায়ের বলেই) [আমায়] আলাপয়িষ্যথাঃ (কথা বলাইবে)। মহাবৃষেষু (মহাবৃষদেশে) যত্র (যে সকল গ্রামে) [রৈক্ক] উবাস (বাস করিয়াছিলেন) তে হ এতে রৈক্কপর্ণাঃ নাম (উক্ত এই সকল রৈক্কপর্ণ নামে প্রসিদ্ধ গ্রামসকল) [রাজা] অস্মৈ (ইঁহাকে) [দান করিয়াছিলেন]। তস্মৈ (তাঁহাকে, রাজাকে) [রৈক্ক] উবাচ হ (বলিলেন)—। ৫

সেই রাজকন্যাকে বিদ্যাপ্রদানের দ্বারস্বরূপ জানিয়া[১] রৈক্ক বলিলেন, "হে শূদ্র[২], তুমি এই সমস্ত আনিয়াছ! এই (রাজকন্যারূপ) উপায়-অবলম্বনেই আমায় আলাপ করাইবে।" মহাবৃষদেশে রৈক্কপর্ণ নামে প্রসিদ্ধ এই যে সকল গ্রামে[৩] রৈক্ক বাস করিয়াছিলেন, রাজা এই সকল গ্রাম তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন। রৈক্ক তাঁহাকে বলিলেন—। ৫

১। ব্রহ্মচারী, ধনদায়ী প্রভৃতি বিদ্যাগ্রহণের উপযুক্ত পাত্র :—

ব্রহ্মচারী ধনদায়ী মেধাবী শ্রোত্রিয়ঃ প্রিয়ঃ।
বিদ্যয়া বা বিদ্যাং প্রাহ তানি তীর্থানি ষণ্মম ॥

২। রৈক্ক সন্তুষ্ট হইয়া থাকিলেও পূর্বের কথার অনুকরণ করিয়া এবারেও রাজাকে শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। সুতরাং আচার্যের মতে এই পুনরুল্লেখও শূদ্রত্বের প্রমাণ নহে (৩য় কণ্ডিকার টীকা দ্রঃ)।

চতুর্থাধ্যায়—তৃতীয় খণ্ড

(রৈক্ক-জানশ্রুতি সংবাদ, সম্বর্গবিদ্যা)

বায়ুর্বাব সম্‌বর্গো যদা বা অগ্নিরুদ্বায়তি বায়ুমেবাপ্যেতি যদা সূর্যোঽস্তমেতি বায়ুমেবাপ্যেতি যদা চন্দ্রোঽস্তমেতি বায়ুমেবাপ্যেতি ॥ ১

বায়ুঃ বাব ([বাহ্য] বায়ুই) সম্বর্গঃ (সংগ্রহকারী বা গ্রাসকারী—[তিনি বক্ষ্যমাণ অগ্নি প্রভৃতি দেবতাকে আপনার সহিত একীভূত করেন])। যদা বৈ (যখনই) অগ্নিঃ (অগ্নি) উদ্বায়তি (নির্বাপিত হন) বায়ুম্ এব অপ্যেতি (বায়ুতেই লীন হন, বায়ুস্বভাব প্রাপ্ত হন); যদা সূর্যঃ অস্তমেতি (অস্তগমন করেন) বায়ুম্ এব অপ্যেতি ; যদা চন্দ্রঃ অস্তমেতি বায়ুম্ এব অপ্যেতি ।। ১

বায়ুই সংস্বর্গ।[1] অগ্নি যখন নির্বাপিত হন, তখন বায়ুতেই লীন হন; সূর্য যখন অস্তগমন করেন, তখন বায়ুতেই লীন হন ; চন্দ্র যখন অস্তমিত হন, তখন বায়ুতেই লীন হন।[2] ১

---

[1] ১। অর্থাৎ বায়ুকে সম্বর্গ-গুণ-বিশিষ্ট বলিয়া উপাসনা করিতে হইবে। পরেই প্রাণের কথা বলা হইবে ; সুতরাং এই বায়ু=বাহ্য বায়ু।

[2] ২। বায়ু=সঞ্চালন-শক্তি ; বায়ুই সূর্যাদিকে সঞ্চালিত করিয়া অস্তগমন করান। অথবা প্রলয়কালে তেজোরূপী সূর্যাদি স্বীয় কারণবায়ুতে লীন হন বলিয়া বায়ু সম্বর্গ।

যদাপ উচ্ছুষ্যন্তি বায়ুমেবাপিযন্তি বায়ুর্হ্যেবৈতান্ সর্বান্ সংবৃঙ্‌ক্ত ইত্যধিদৈবতম্ ॥ ২

যদা (যখন) আপঃ (জল (উচ্ছুষ্যন্তি (শুষ্ক হন) বায়ুম্ এব অপিযন্তি (লীন হন) ; হি (কারণ) বায়ুঃ এব এতান্ সর্বান্ ([অগ্নি প্রভৃতি মহাবলশালী দেবতার দ্বারা অধিষ্ঠিত] (এই সকলকে) সংবৃঙ্‌ক্তে (আত্মসাৎ করেন) ইতি অধিদৈবতম্ (ইহাই দেবতাবিষয়ক উপাসনা)। ২

যখন জল বিশুষ্ক হন, তখন বায়ুতেই লীন হন ; কারণ বায়ুই এই সমুদয়কে আত্মসাৎ করেন ;—ইহাই দেবগণমধ্যে সম্বর্গদর্শন। ২

অথাধ্যাত্মং প্রাণো বাব সম্বর্গঃ স যদা স্বপিতি প্রাণমেব বাগপ্যেতি প্রাণং চক্ষুঃ প্রাণং শ্রোত্রং প্রাণং মনঃ প্রাণো হ্যেবৈতান্ সর্বান্ সংবৃঙ্‌ক্ত ইতি ॥ ৩

অনন্তর শরীরমধ্যে সম্বর্গদর্শন বলা হইতেছে—প্রাণই সম্বর্গ। (কেহ অর্থাৎ জীব) যখন নিদ্রা যায়, তখন বাগিন্দ্রিয় প্রাণে লীন হয়; চক্ষু প্রাণে লীন হয়, শ্রোত্র প্রাণে লীন হয়, মন প্রাণে লীন হয় ; কারণ প্রাণই এই সমুদয়কে আত্মসাৎ করে। ৩

তৌ বা এতৌ দ্বৌ সম্বর্গৌ বায়ুরেব দেবেষু প্রাণঃ প্রাণেষু ॥ ৪

তৌ বৈ এতৌ দ্বৌ (উক্ত এই দুইজনই), [অর্থাৎ] দেবেষু (দেবগণমধ্যে) বায়ুঃ এব (বায়ু) [ও] প্রাণেষু (ইন্দ্রিয়গণমধ্যে) প্রাণঃ (প্রাণ) সম্বর্গৌ (সম্বর্গগুণশালী)। ৪

উক্ত এই দুই জনই—অর্থাৎ দেবগণের মধ্যে বায়ু ও ইন্দ্রিয়বৃন্দের মধ্যে প্রাণ—সম্বর্গগুণশালী। ৪

অথ হ শৌনকং চ কাপেয়মভিপ্রতারিণং চ কাক্ষসেনিং পরিবিষ্যমাণৌ ব্রহ্মচারী বিভিক্ষে তস্মা উ হ ন দদতুঃ ॥ ৫

অথ হ (একদা), শৌনকম্ চ কাপেয়ম্ (কপিগোত্রীয় শুনকতনয়) অভিপ্রতারিণম্ চ কাক্ষসেনিম্ (এবং কক্ষসেনপুত্র অভিপ্রতারী) পরিবিষ্যমাণৌ (যখন [ভোজনকালে] পরিবেশিত হইতেছিলেন, তখন তাঁহাদিগকে অর্থাৎ তাঁহাদের নিকট) [কোনও] ব্রহ্মচারী বিভিক্ষে (ভিক্ষা চাহিলেন)। [তাঁহারা] তস্মৈ উ (তাঁহাকে) ন দদতুঃ হ ([ভিক্ষা] দিলেন না)। ৫

একদা পরিবেশনকালে (ভোজননিরত) কাপেয় শৌনক ও কাক্ষসেনি অভিপ্রতারীর নিকট এক ব্রহ্মচারী ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে ভিক্ষা দিলেন না।[১] ৫

---

[১] তাঁহারা মনে করিলেন যে, ব্রহ্মচারী দাম্ভিক ; সুতরাং তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে উদ্যত হইলেন।

স হোবাচ—মহাত্মনশ্চতুরো দেব একঃ
কঃ স জগার ভুবনস্য গোপা-
স্তং কাপেয় নাভিপশ্যন্তি মর্ত্যা
অভিপ্রতারিন্ বহুধা বসন্তম্॥
যস্মৈ বা এতদন্নং তস্মা এতন্ন দত্তমিতি ॥ ৬

সঃ (তিনি, সেই ব্রহ্মচারী) উবাচ হ (বলিলেন)—একঃ দেবঃ (অদ্বিতীয় দেবতা) কঃ (প্রজাপতি) চতুরঃ মহাত্মনঃ (চারিজন মহাত্মাকে,—বায়ুরূপে অগ্ন্যাদি চতুষ্টয়কে এবং প্রাণরূপে বাগাদি চতুষ্টয়কে) জগার (গ্রাস করিয়াছেন) ; সঃ ভুবনস্য (ভূরাদি সমস্ত লোকের) গোপাঃ (রক্ষয়িতা)। কাপেয় (হে কাপেয়), অভিপ্রতারিন্ (হে অভিপ্রতারী), বহুধা (বহুরূপে) বসন্তম্ (বর্তমান) তম্ (তাঁহাকে) মর্ত্যাঃ (মর মানুষ, অবিবেকীরা), ন অভিপশ্যন্তি (জানে না, দেখিতে পায় না) ; যস্মৈ বৈ (যাঁহারই উদ্দেশে) এতৎ অন্নম্ ([প্রতিদিন] এই [আহার্য] অন্ন [আহৃত বা সংস্কৃত হয়]) তস্মৈ (তাঁহাকেই) এতৎ ন দত্তম্ (ইহা দেওয়া হইল না), ইতি। ৬

ব্রহ্মচারী বলিলেন, “অদ্বিতীয় দেবতা প্রজাপতি চারিজন মহাত্মাকে গ্রাস করিয়াছেন; তিনি ত্রিভুবনের রক্ষক।[১] হে কাপেয়, হে অভিপ্রতারি মর্ত্যগণ বহুরূপে অবস্থিত তাঁহাকে দেখিতে পায় না। যাঁহার জন্য এই অন্ন, তাঁহাকেই ইহা প্রদত্ত হইল না![২]” ৬

[১] কাহারও মতে এই অংশ একটি প্রশ্ন—কঃ সঃ (তিনি কে) ?—যে অদ্বিতীয় দেবতা চারিজন মহাত্মাকে গ্রাস করিয়াছেন, তিনি কে ? এবং কে ত্রিভুবনপালক ?

[২] ব্রহ্মচারীর অভিপ্রায় এই—“আমি অত্তা (=ভোক্তা) প্রাণ ও আমাকে অভিন্ন জানিয়াছি ; সুতরাং আমাকে না দেওয়ার অর্থ প্রাণকেই বঞ্চনা করা।”

তদু হ শৌনকঃ কাপেয়ঃ প্রতিমন্বানঃ প্রত্যেয়ায়—
আত্মা দেবানাং জনিতা প্রজানাং
হিরণ্যদংষ্ট্রো বভসোঽনসূরিঃ

মহান্তমস্য মহিমানমাহু-
রনত্তমানো যদনন্নমত্তি।
ইতি বৈ বয়ং ব্রহ্মচারিন্নেদমুপাস্মহে দত্তাস্মৈ ভিক্ষামিতি ॥৭

তৎ উ হ ([ব্রহ্মচারীর] সেই বাক্য) প্রতিমন্বানঃ (মনে মনে আলোচনা করিয়া) শৌনকঃ কাপেয়ঃ [ব্রহ্মচারীর সকাশে] প্রত্যেয়ায় (আগমন করিলেন) [এবং বলিলেন]—[যিনি] আত্মা (সর্বজগতের আত্মা), [প্রলয়কালে বায়ুরূপ অবলম্বনে সংহার সাধন করিয়া, আবার সৃষ্টিকালে] দেবানাম্ ([অগ্ন্যাদি] দেবগণের) [জনিতা হন], [ও] [সুপ্তিকালে প্রাণরূপে সংহার সাধন করিয়া, আবার জাগরণকালে] প্রজানাম্ ([বাগাদি] প্রজাগণের) জনিতা (উৎপাদয়িতা)—[অথবা যিনি] দেবানাম্ ([অগ্ন্যাদি ও বাগাদি] দেবগণের) আত্মা, প্রজানাম্ (স্থাবরজঙ্গমের) জনিতা—হিরণ্য-দ্রংষ্ট্রঃ (অভগ্নদন্ত) বভসঃ (ভক্ষণকারী), অনসূরিঃ (যিনি অসূরি বা অমেধাবী নহেন, অর্থাৎ যিনি মেধাবী).—[ব্রহ্মজ্ঞেরা] অস্য (ইঁহার) মহিমানম্ (মহিমাকে) মহান্তম্ (অতিমহান, অপ্রমেয়) আহুঃ (বলিয়া থাকেন), যৎ (যেহেতু) [স্বয়ং] অনত্তমানঃ ([অপর কর্তৃক] অত্তমান বা ভক্ষ্যমাণ না হইয়া), অনন্নম্ ([যাঁহারা অন্ন বা অপরের আহার্য নহেন, অর্থাৎ যাঁহারা স্বয়ং অত্তা বা ভোক্তা, সেই অগ্নি ও বাগাদি দেবতারূপ] অনন্নকে) অত্তি (ভক্ষণ বা আত্মসাৎ করেন)—ইতি (এইরূপে) বৈ [নিরর্থক অব্যয়] ব্রহ্মচারিন্ (হে ব্রহ্মচারী), বয়ম্ (আমরা) ইদম্ (এতাদৃশ ব্রহ্মকে) আ উপাস্মহে (সর্বতোভাবে উপাসনা করি, [অর্থাৎ আপনি যে মনে করিয়াছিলেন, আমরা জানি না,—তাহা সত্য নহে], [অথবা—ন ইদম্ বয়ম্ উপাস্মহে = আমরা ইঁহাকে উপাসনা করি না, পরন্তু পরব্রহ্মকে উপাসনা করি]। [অতঃপর তিনি ভৃত্যগণকে বলিলেন]—অস্মৈ (ইঁহাকে) ভিক্ষাম্ (ভিক্ষা) দত্ত (দাও) ইতি। ৭

কাপেয় শৌনক উহা মনে মনে আলোচনা করিয়া (ব্রহ্মচারীর সকাশে) আগমন করিলেন (ও বলিলেন), "হে ব্রহ্মচারী, যিনি সর্বদেবতার আত্মা ও স্থাবরজঙ্গমের উৎপাদয়িতা, যিনি অভগ্নদন্ত ভক্ষক[1], যিনি মেধাবী, যিনি নিজে ভক্ষিত না হইয়াও অনন্নভূত অপর সকলকে আহার করেন বলিয়া (ব্রহ্মজ্ঞেরা) যাঁহার মহিমা অপ্রমেয় বলিয়া থাকেন,—আমরা তাদৃশ

ব্রহ্মকে উপাসনা করি।” (অতঃপর তিনি ভৃত্যগণকে বলিলেন)—“ইহাকে অন্ন দাও।”

১। সব খাইয়াও দাঁত ভাঙ্গে না ; সর্বসংহারক হইলেও তিনি কখনও ক্লান্ত হন না।

তস্মা উ হ দদুস্তে বা এতে পঞ্চান্যে পঞ্চান্যে দশ সন্তস্তৎ কৃতং তস্মাৎ সর্বাসু দিক্ষ্বন্নমেব দশ কৃতং সৈষা বিরাড়ন্নাদী তয়েদং সর্বং দৃষ্টং সর্বমস্যেদং দৃষ্টং ভবত্যন্নাদো ভবতি য এবং বেদ য এবং বেদ ॥ ৮

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য তৃতীয়খণ্ডঃ ॥

তস্মৈ উ হ (তাহাকে, ব্রহ্মচারীকে) [ভিক্ষা] দদুঃ (দিলেন)। তে বৈ এতে (উক্ত এই সকল) পঞ্চ অন্যে পঞ্চ অন্যে (প্রাণাদি হইতে ভিন্ন বায়ু প্রভৃতি পাঁচটি এবং বায়ু প্রভৃতি হইতে ভিন্ন প্রাণাদি পাঁচটি) দশ সন্তঃ (দশ হইয়া) তৎ কৃতম্ ([ছাঃ ৪।১।১ দ্রঃ] উক্ত কৃত [হইয়া থাকে])। তস্মাৎ (সুতরাং, দশসংখ্যক বলিয়াই) [উক্ত] দশ ([বায়ু প্রভৃতি ও প্রাণাদি] দশটি) সর্বাসু দিক্ষু (সকল দিকে, দশ দিকে অবস্থিত) অন্নম্ এব (অন্নই, বিরাট্ স্বরূপ) [এবং উক্ত সাদৃশ্যবশতঃ উহারা দশসংখ্যাবিশিষ্ট] কৃতম্। সা এষা (উক্ত দশটি দেবতারূপী) বিরাট্ (বিরাট্) [কৃতরূপে] অন্নাদী (অন্নভোক্তা) ; তয়া (সেই অন্ন ও অন্নাদরূপী বিরাট্ কর্তৃক) [দশদিকে সম্বন্ধ] ইদম্ সর্বম্ (এই সমস্ত) দৃষ্টম্ (উপলব্ধ হয়)। যঃ এবম্ বেদ (যিনি এইরূপ, অর্থাৎ বায়ু ও প্রাণকে আত্মরূপে, জানেন) অস্য (ইঁহার) ইদম্ সর্বম্ দৃষ্টম্ ভবতি (হয়) ; [তিনি] অন্নাদঃ ভবতি (অন্নভোজী হন)। যঃ এবং বেদ [উপাসনার সমাপ্তিসূচক দ্বিরুক্তি]। ৮

তাঁহারা তাঁহাকে ভিক্ষা দিলেন। এই পাঁচ ও ঐ পাঁচ মিলিয়া দশ হইয়া কৃতত্ব প্রাপ্ত হন।[১] সুতরাং (অর্থাৎ দশত্বের সাদৃশ্য আছে বলিয়া) এই দশ জনই দশ দিকে অবস্থিত অন্ন বা বিরাট্[২], এবং ইহারাই (ভোক্তারূপী) কৃত।[৩] উক্ত এই দশদেবতারূপী[৪] বিরাট্ আবার (কৃতরূপে) অন্নভোক্তা ; তাঁহার দ্বারা এই সমস্ত উপলব্ধ হয়। যিনি

এইরূপ দর্শন করেন, তাঁহার দ্বারাও এই সমস্ত উপলব্ধ হয়[৫], এবং তিনি (সমস্ত) অন্নের ভোক্তা হন। ৮

১। কৃতের মধ্যে সকলে অন্তর্ভুক্ত হয় (ছাঃ ৪।১।৩ টীকা) ; সুতরাং কৃতের পূর্ণসংখ্যা দশ (কৃত=কৃত ৪+ত্রেতা ৩+দ্বাপর ২+কলি ১=১০)—এইরূপে কৃতই অত্তা বা ভোক্তা এবং অপরেরা তাহার অন্ন। এই অন্ন ও অন্নভোক্তা মিলিয়া দশ হইল। এদিকে বায়ু ও অগ্ন্যাদি একত্রে ৫, এবং প্রাণ ও বাগাদি একত্রে ৫=মোট দশ। এখানেও ভোক্তা ও ভোগ্যের সংখ্যা দশ। এই সংখ্যা-সাদৃশ্যবশতঃ উভয় দশ অভিন্ন। অর্থাৎ বায়ু ও প্রাণাদিই একত্রে কৃত। ইঁহাদের দশত্ব অন্য প্রকারেও সিদ্ধ হয়—অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র ও জল=৪, অগ্নি, সূর্য ও চন্দ্র=৩, অগ্নি ও সূর্য=২, অগ্নি ১=মোট ১০ ; বাগাদি সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

২। বেদে বিরাট্‌ছন্দ দশাক্ষর বলিয়া প্রসিদ্ধ ; আবার শ্রুতিতে আছে—"বিরাড়ন্নম্"। সুতরাং প্রথমে সংখ্যাসাদৃশ্যবশতঃ অগ্ন্যাদি ও বাগাদিকে (১ম টীকার শেষাংশ) বিরাট্‌রূপে প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে ; এবং পরে সহজেই তাঁহাদিগকে অন্নরূপী বিরাটের সহিত এক করা যাইতে পারে, কেন না অগ্ন্যাদি ও বাগাদি যথাক্রমে বায়ু ও প্রাণের অন্ন।

৩। কেন না বিরাট্‌রূপে যাহারা অন্ন, কৃতরূপে তাহারাই অত্তা।

৪। বিরাট শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ একবচন বলিয়া উক্ত বিধেয়ের লিঙ্গ ও বচন অনুযায়ী মূলে "সা এষা" ও "অন্নাদী" বলা হইয়াছে, "তে এতে" ও "অন্নাদঃ" বলা হয় নাই।

৫। জগৎ দশদেবতাতিরিক্ত নহে। সুতরাং যিনি তাঁহাদের সহিত নিজের অভেদ দর্শন করেন, তিনি সমস্তই দর্শন করেন।

চতুর্থাধ্যায়—চতুর্থ খণ্ড

(সত্যকাম্ জাবালের উপাখ্যান)

সত্যকামো হ জাৰালো জৰালাং মাতরমামন্ত্রয়াঞ্চক্রে ব্রহ্মচর্যং ভবতি বিবৎস্যামি কিংগোত্রো ন্বহমস্মীতি॥ ১

[অত্তা ও অন্নরূপে সংস্তুত বাগাদি ও অগ্ন্যাদিরূপ জগৎকে ষোড়শ ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহাতে ব্রহ্মদৃষ্টি বিহিত হইতেছে। আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য, শ্রদ্ধা ও তপস্যাকে ব্রহ্মোপাসনার অঙ্গরূপে প্রদর্শন করা]—জাবালঃ (জবালার পুত্র) সত্যকামঃ (সত্যকাম) [তাঁহার] মাতরম্ জবালাম্ হ (মাতা জবালাকে) আমন্ত্রয়াঞ্চক্রে (সম্বোধন করিয়া বলিলেন)—ভবতি (হে পূজনীয়ে); [আমি স্বাধ্যায়লাভের জন্য] ব্রহ্মচর্যম্ বিবৎস্যামি (ব্রহ্মচর্য অবলম্বনে [গুরুগৃহে] বাস করিব) : অহম্ (আমি) কিং-গোত্রঃ নু অস্মি (কোন্ গোত্রীয়, ইহা জিজ্ঞাসা করি) ইতি। ১

একদা সত্যকাম জাবাল জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে পূজনীয়ে, আমি ব্রহ্মচর্যাবলম্বনে (গুরুগৃহে) বাস করিতে চাই ; (সুতরাং) জিজ্ঞাসা করি, আমি কোন্ গোত্রীয় ?" ১

সা হৈনমুবাচ নাহমেদদ্ বেদ তাত যদ্‌গোত্রস্ত্বমসি বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে সাঽহমেতন্ন বেদ যদ্‌গোত্রস্ত্বমসি জবালা তু নামাহমস্মি সত্যকামো নাম ত্বমসি স সত্যকাম এব জাবালো ব্রূবীথা ইতি ॥ ২

সা (তিনি, জবালা) এনম্ (ইঁহাকে, সত্যকামকে) উবাচ—তাত (হে বৎস), ত্বম্ (তুমি) যদ্-গোত্রঃ (যে গোত্রীয়) অসি (হও) এতৎ (ইহা) অহম্ ন বেদ (জানি না) বহু চরন্তী (বহু কার্যে ব্যাপৃতা) [অতিথি অভ্যাগত প্রভৃতির] পরিচারিণী (পরিচর্যানিরতা) অহম্ ত্বাম্ (তোমাকে) যৌবনে (যৌবনকালে) অলভে (লাভ করিয়াছিলাম) ; সা (এবম্প্রকারা) অহম্ ত্বম্ যদ্‌গোত্রঃ অসি এতৎ ন বেদ ; তু (পরন্তু) অহম্ জবালা নাম অস্মি (হই), ত্বম্ সত্যকামঃ নাম অসি। সঃ (উক্তপ্রকার তুমি) সত্যকামঃ জাবালঃ এব (সত্যকাম জাবালরূপেই) ব্রূবীথাঃ (বলিবে, আত্মপরিচয় দিবে) ইতি। ২

জবালা তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি যে কোন্ গোত্রীয়, তাহা আমি জানি না। বহুকর্মব্যাপৃতা ও পরিচর্যানিরতা আমি তোমায় যৌবনে পাইয়াছিলাম ; সুতরাং তুমি যে কোন্ গোত্রীয়, তাহা জানিতে

পারি নাই।[১] তবে আমার নাম জবালা এবং তোমার নাম সত্যকাম; সুতরাং তুমি সত্যকাম জাবাল বলিয়াই পরিচয় দিও।" ২

স হ হারিদ্রুমতং গৌতমমেত্যোবাচ ব্রহ্মচর্যং ভগবতি বৎস্যাম্যুপেয়াং ভগবন্তমিতি॥ ৩

সঃ হ (সেই সত্যকাম) গৌতমম্ (গৌতমবংশীয়) হারিদ্রুমতম্ এত্য (হরিদ্রুমৎতনয়ের নিকট গিয়া) উবাচ—ভগবতি (শ্রদ্ধেয় আপনার সকাশে) ব্রহ্মচর্যম্ বৎস্যামি (বাস করিব) ; ভগবন্তম্ (মহাশয়কে) [আচার্যরূপে] উপেয়াম্ (প্রাপ্ত হইতে চাই) ইতি। ৩

তিনি হারিদ্রুমত গৌতমের নিকট গিয়া বলিলেন, "আমি ভবৎসমীপে ব্রহ্মচর্যবাস করিব ; মহাশয়কে আচার্যরূপে পাইতে চাই।" ৩

তং হোবাচ কিংগোত্রো নু সোম্যাসীতি স হোবাচ নাহমেতদ্বেদ ভো যদ্গোত্রোঽহমস্ম্যপৃচ্ছং মাতরং সা মা প্রত্যৰ্রবীদ্ ৰহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে সাঽহমেতন্ন বেদ্ম যদ্গোত্রস্ত্বমসি জবালা তু নামাহমস্মি সত্যকামো নাম ত্বমসীতি সোঽহং সত্যকামো জাৰালোঽস্মি ভো ইতি॥ ৪

তম্ হ উবাচ—সোম্য (হে প্রিয়দর্শন), কিং-গোত্রঃ নু অসি (তুমি কোন্ গোত্রীয়) ? সঃ উবাচ হ—ভোঃ যদ্গোত্রঃ অহম্ অস্মি (আমি যে গোত্রীয়) এতৎ অহম্ ন বেদ ; মাতরম্ (মাতাকে) অপৃচ্ছম্ (জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম) ; সা (তিনি), মা (আমাকে) প্রত্যব্রবীৎ (উত্তর দিয়াছিলেন)—[অপরাংশ পূর্ববৎ]। ৪

---

[১] "আমার যৌবনকালে স্বামীর গৃহে নিরন্তর কর্মব্যস্ত থাকায় গোত্র জিজ্ঞাসার অবসর পাই নাই, এবং যৌবনেই তোমার পিতার মৃত্যু হওয়ায় শোকে অভিভূতা হইয়া অপরের নিকট গোত্র জিজ্ঞাসা করি নাই।" আধুনিক পণ্ডিতগণ এই অংশের অন্যরূপ অর্থ করেন জানিয়াও আমরা শঙ্করানুমোদিত অর্থই গ্রহণ করিলাম ; কারণ মূল দার্শনিক তথ্যটি বর্তমান আখ্যায়িকার কোনও বিশেষ অর্থের উপর নির্ভর করে না।

গৌতম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে সোম্য, তুমি কোন্ গোত্রীয় ?" তিনি বলিলেন, "মহাশয়, আমি কোন্ গোত্রীয় তাহা জানি না। মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ; তিনি আমাকে উত্তর দিলেন, 'বহুকর্মব্যাপৃতা ও পরিচারণশীলা আমি তোমায় যৌবনে পাইয়াছিলাম ; সুতরাং তুমি যে কোন্ গোত্রীয়, তাহা জানিতে পারি নাই। তবে আমার নাম জবালা এবং তোমার নাম সত্যকাম।' সুতরাং মহাশয় আমি সত্যকাম জাবাল।" ৪

তং হোবাচ নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি সমিধং সোম্যাহরোপ ত্বা নেষ্যে ন সত্যাদগা ইতি তমুপনীয় কৃশানামবলানাং চতুঃশতা গা নিরাকৃত্যোবাচেমাঃ সোম্যানুসংব্রজেতি তা অভিপ্রস্থাপয়ন্নুবাচ নাসহস্রেণাবর্তেয়েতি স হ বর্ষগণং প্রোবাস তা যদা সহস্রং সম্পেতুঃ— ॥ ৫

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য চতুর্থখণ্ডঃ ॥

তম্ উবাচ হ—এতৎ (ইহা, এতাদৃশ সরল ও সত্য কথা) অব্রাহ্মণঃ (ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কেহ) বিবক্তুম্ (বলিতে) ন অর্হতি (পারে না) ; সোম্য, [উপনয়নার্থ] সমিধম্ (যজ্ঞকাষ্ঠ) আহর (আন), ত্বা (তোমাকে) উপনেষ্যে (উপনীত করিব), সত্যাৎ ন অগাঃ ইতি (কারণ তুমি সত্য হইতে ভ্রষ্ট হও নাই)। তম্ (তাঁহাকে) উপনীয় (উপনীত করিয়া) কৃশানাম্ (ক্ষীণ) অবলানাম্ (দুর্বল [গরু]-দিগের মধ্যে) চতুঃশতাঃ (চারিশত) গাঃ (গরুকে) নিরাকৃত্য (পৃথক্ করিয়া) উবাচ—সোম্য, ইমাঃ অনুসংব্রজ (ইহাদিগের অনুগমন কর) ইতি। তাঃ (তাহাদিগকে) অভিপ্রস্থাপয়ন্ ([অরণ্য] অভিমুখে প্রেরণপূর্বক) [সত্যকাম] উবাচ—অসহস্রেণ (সহস্র পূর্ণ না হইলে) ন আবর্তেয় (ফিরিব না) ইতি। সঃ হ (তিনি) বর্ষগণম্ প্রোবাস (বহু বৎসর, দীর্ঘকাল, প্রবাসে অতিবাহিত করিলেন)। তাঃ (ঐ গোবৃন্দ) যদা (যখন) সহস্রম্ (এক হাজার) সম্পেতুঃ (সম্পন্ন হইল)—। ৫

(আচার্য) সত্যকামকে বলিলেন, "এইরূপ বাক্য ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপরে বলিতে পারে না। হে সোম্য, সমিধ আহরণ কর, আমি তোমায় উপনীত

করিব ; কারণ তুমি সত্য হইতে ভ্রষ্ট হওনাই।" তাঁহাকে উপনীত করিয়া ক্ষীণ ও দুর্বল গোধনের চারিশত গো পৃথক্ করিয়া বলিলেন, "হে সোম্য, ইহাদের অনুগমন কর।" তাহাদিগকে বনাভিমুখে চালিত করিয়া সত্যকাম বলিলেন, "সহস্র পূর্ণ না হইলে আমি ফিরিব না।" তিনি দীর্ঘকাল প্রবাস করিলেন। তাহারা যখন এক সহস্র হইল—। ৫

চতুর্থাধ্যায়—পঞ্চম খণ্ড

(সত্যকামের প্রতি ঋষভের উপদেশ)

অথ হৈনমৃষভোহভ্যুবাদ সত্যকাম৩ ইতি ভগব ইতি হ প্রতিশুশ্রাব প্রাপ্তাঃ সোম্য সহস্রং স্মঃ প্রাপয় ন আচার্যকুলম্ ॥ ১

অথ (তখন) এনম্ (ইঁহাকে) ঋষভঃ (বৃষ) অভ্যুবাদ হ (সম্বোধন করিয়া বলিলেন) —সত্যকাম ৩ [আহ্বানার্থক প্লুতি] ইতি। ভগবঃ (ভগবন্) ইতি (এই বলিয়া) [সত্যকাম] প্রতিশুশ্রাব (প্রত্যুত্তর দিলেন)। সোম্য, [আমরা] সহস্রম্ (হাজার সংখ্যা) প্রাপ্তা স্মঃ (প্রাপ্ত হইয়াছি), নঃ (আমাদিগকে) আচার্যকুলম্ (গুরুগৃহে) প্রাপয় (লইয়া যাও)। ১

তখন বৃষভ[১] ইহাকে এইরূপ সম্বোধন করিলেন, "হে সত্যকাম !" "হে ভগবন্," এই বলিয়া (সত্যকাম) প্রত্যুত্তর দিলেন। (বৃষভ বলিলেন), "হে সোম্য, আমরা সহস্র পূর্ণ হইয়াছি, আমাদিগকে আচার্যসদনে লইয়া চল।" ১

[১] সত্যকামের শ্রদ্ধা ও তপস্তায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অনুগ্রহ করিবার জন্য দিকের অধিষ্ঠাতৃদেবতা বায়ু বৃষমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন।

ব্রহ্মণশ্চ তে পাদং ব্রবাণীতি ব্রবীতু মে ভগবানিতি তস্মৈ

হোবাচ প্রাচী দিক্কলা প্রতীচী দিক্কলা দক্ষিণা দিক্কলোদীচী দিক্কলৈষ বৈ সোম্য চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণঃ প্রকাশবান্নাম ॥ ২

চ (এবং) তে (তোমায়) ব্রহ্মণঃ (পরব্রহ্মের) পাদম্ (এক চতুর্থাংশ) ব্রবাণি (বলিতে চাই) ইতি। ভগবন্ (শ্রদ্ধেয় আপনি) মে (আমায় ব্রবীতু (বলুন) ইতি। তস্মৈ (তাঁহাকে, সত্যকামকে) উবাচ হ—প্রাচী দিক্ (পূর্ব দিক্) কলা ([ব্রহ্মের এক পাদের] এক [চতুর্থ] অংশ), প্রতীচী (পশ্চিম) দিক্ কলা দক্ষিণা দিক্ কলা, উদীচী (উত্তর) দিক্ কলা—সোম্য, এষঃ বৈ (ইহাই) ব্রহ্মণঃ চতুষ্কলঃ (চারিকলাযুক্ত) প্রকাশবান্ নাম (প্রকাশবান্ নামক) পাদঃ (এক পাদ)। ২

(বৃষভ বলিলেন) –"ব্রহ্মের এক পাদ সম্বন্ধেও তোমায় উপদেশ দিতে চাই।" (সত্যকাম)—"শ্রদ্ধেয় আপনি আমায় উপদেশ দিন।" তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "পূর্ব দিক্ এক অংশ, পশ্চিম দিক্ এক অংশ, উত্তর দিক্ এক অংশ, দক্ষিণ দিক্ এক অংশ। হে সোম্য, ইহাই ব্রহ্মের প্রকাশবান্ নামক চারিকলাবিশিষ্ট একটি পাদ।" ২

স য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণঃ প্রকাশবানিত্যুপাস্তে প্রকাশবানস্মিঁল্লোকে ভবতি প্রকাশবতো হ লোকাঞ্জয়তি য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণঃ প্রকাশবানিত্যুপাস্তে ॥ ৩

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য পঞ্চমখণ্ডঃ ॥

যঃ (যে কেহ) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) এতম্ (এই) চতুষ্কলম্ পাদম্ এবম্ (এই প্রকারে) বিদ্বান্ (জানিয়া) প্রকাশবান্ ইতি (প্রকাশবান্ বলিয়া) উপাস্তে (উপাসনা করেন), সঃ (তিনি) অস্মিন্ লোকে (ইহলোকে) প্রকাশবান্ (প্রখ্যাত) ভবতি (হন) ; যঃ ব্রহ্মণঃ এতম্ চতুষ্কলম্ পাদম্ এবং বিদ্বান্ প্রকাশবান্ ইতি উপাস্তে [তিনি পরলোকে] প্রকাশবতঃ হ লোকান্ (জ্যোতির্ময় দেবাদি লোকসকল) জয়তি (জয় করেন)। ৩

"যে কেহ ব্রহ্মের এই চতুষ্কল এক পাদকে এই প্রকারে জানিয়া তাহাকে

প্রকাশশীল বলিয়া উপাসনা করেন, তিনি ইহলোকে প্রখ্যাত হন ; যিনি ব্রহ্মের এই চতুষ্কল পাদকে এই প্রকারে জানিয়া তাহাকে প্রকাশবান্ বলিয়া উপাসনা করেন, তিনি (পরলোকে) প্রকাশবান্ লোকসমূহ জয় করেন।” ৩

চতুর্থাধ্যায়—ষষ্ঠ খণ্ড

(সত্যকামের প্রতি অগ্নির উপদেশ)

অগ্নিষ্টে পাদং বক্তেতি স হ শ্বোভূতে গা অভিপ্রস্থাপয়াঞ্চকার তা যত্রাভি সায়ং বভূবুস্তত্রাগ্নিমুপসমাধায় গা উপরুধ্য সমিধমাধায় পশ্চাদগ্নেঃ প্রাঙুপোপবিবেশ ॥ ১

[বৃষভ আরও বলিলেন]—অগ্নিঃ তে (তোমায়) পাদম্ (এক পাদ) বক্তা (বলিবেন) ইতি। সঃ (তিনি, সত্যকাম) শ্বঃ-ভূতে (পরদিবস) গাঃ (গোবৃন্দকে) অভিপ্রস্থাপয়াঞ্চকার হ ([গুরুগৃহের] অভিমুখে চালনা করিলেন)। যত্র (যেখানে, বা যে সময়ে) তাঃ (সেই গরুসকল) সায়ম্ অভি বভূবুঃ (সায়ংকাল লক্ষ্য করিয়া সমবেত হইল) তত্র (সেখানে, বা তখন) অগ্নিম্ উপসমাধায় (অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া) গাঃ উপরুধ্য (গোবৃন্দকে অবরুদ্ধ করিয়া) সমিধম্ আধায় (সমিধ্ সন্নিবেশপূর্বক) অগ্নেঃ পশ্চাৎ (অগ্নির পশ্চাতে) প্রাক্ উপ-উপবিবেশ ([অগ্নি ও গরু উভয়ের] সমীপে পূর্বমুখী হইয়া বসিলেন)। ১

(বৃষভ আরও বলিলেন)—“অগ্নি তোমায় একপাদ বলিবেন।” পরদিন সত্যকাম গোবৃন্দকে গুরুগৃহাভিমুখে লইয়া চলিলেন। সন্ধ্যাসমাগমে ঐ গরুসকল যেখানে সমবেত হইল, সেখানে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া, গোবৃন্দকে অবরুদ্ধ করিয়া, এবং সমিধ্ সমাবেশ করিয়া তিনি (তাহাদের) সমীপে অগ্নির পশ্চাতে পূর্বমুখী হইয়া বসিলেন। ১

তমগ্নিরভ্যুবাদ সত্যকামঙ ইতি ভগব ইতি হ প্রতিশুশ্রাব ॥ ২

অগ্নি তাঁহাকে সম্বোধন করিলেন, "সত্যকাম !" "হে ভগবন্," এই বলিয়া সত্যকাম প্রত্যুত্তর দিলেন। ২

ব্রহ্মণঃ সোম্য তে পাদং ব্রবাণীতি ব্রবীতু মে ভগবানিতি তস্মৈ হোবাচ পৃথিবী কলাঽন্তরিক্ষং কলা দ্যৌঃ কলা সমুদ্রঃ কলৈষ বৈ সোম্য চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণোঽনন্তবান্নাম ॥ ৩

(অগ্নি)—"হে সোম্য, আমি তোমায় ব্রহ্মের এক পাদ বলিব।" (সত্যকাম বলিলেন)—"শ্রদ্ধেয় আপনি বলুন।" (অগ্নি) তাঁহাকে বলিলেন, "পৃথিবী এক অংশ, অন্তরিক্ষ এক অংশ, দ্যুলোক এক অংশ, সমুদ্র এক অংশ।[1] হে সোম্য, ইহাই ব্রহ্মের অনন্তবান্ নামক চতুষ্কল একটি পাদ। ৩

[1] অগ্নি নিজেই পৃথিব্যাদিরূপে অবস্থিত ; সুতরাং তিনি আপনার বিষয়েই উপদেশ দিলেন।

স য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণোঽনন্তবানিত্যুপাস্তেঽনন্তবানস্মিঁল্লোকে ভবত্যনন্তবতো হ লোকাঞ্জয়তি য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণোঽনন্তবানিত্যুপাস্তে ॥ ৪

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য ষষ্ঠখণ্ডঃ ॥

"যে কেহ ব্রহ্মের চতুষ্কল এই পাদকে এই প্রকারে জানিয়া তাঁহাকে অনন্তবান্ বলিয়া উপাসনা করেন, তিনি এই লোকে অনন্তবান্ হন।[1] যিনি ব্রহ্মের এই চতুষ্কল পাদকে এই প্রকারে জানিয়া তাঁহাকে অনন্তবান্ বলিয়া উপাসনা করেন, তিনি (পরলোকে) অন্তহীন (অর্থাৎ অক্ষয়) লোকসমূহকে জয় করেন। ৪

[1] অনন্তবান্ = যাহা অন্তবান্ নহে। অর্থাৎ এই বিদ্বানের বংশের উচ্ছেদ হয় না।

চতুর্থাধ্যায়—সপ্তম খণ্ড

(সত্যকামের প্রতি হংসের উপদেশ)

হংসস্তে পাদং বক্তেতি। স হ শ্বোভূতে গা অভিপ্রস্থাপয়াঞ্চকার তা যত্রাভি সায়ং ৰভূবুস্তত্রাগ্নিমুপসমাধায় গা উপরুধ্য সমিধমাধায় পশ্চাদগ্নেঃ প্রাঙুপোপবিবেশ ॥ ১

(অগ্নি আরও বলিলেন)—"হংস[১] তোমায় (ব্রহ্মের) এক পাদ বলিলেন।" পরদিন সত্যকাম গোবৃন্দকে গুরুকুলাভিমুখে লইয়া চলিলেন। সন্ধ্যাসমাগমে তাহারা যেখানে সমবেত হইল, সেখানে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া, গোবৃন্দকে অবরুদ্ধ করিয়া, এবং সমিধ্ সমাবেশ করিয়া তিনি (তাহাদের) সমীপে অগ্নির পশ্চাতে পূর্বমুখে বসিলেন। ১

তং হংস উপনিপত্যাভ্যুবাদ সত্যকাম৩ ইতি ভগব ইতি হ প্রতিশুশ্রাব ॥ ২

হংস সত্যকামের নিকট উড়িয়া আসিয়া বলিলেন, "সত্যকাম।" "হে ভগবন্," এই বলিয়া সত্যকাম প্রত্যুত্তর দিলেন। ২

ৰ্রহ্মণঃ সোম্য তে পাদং ৰ্রবাণীতি ৰ্রবীতু মে ভগবানিতি তস্মৈ হোবাচাগ্নিঃ কলা সূর্যঃ কলা চন্দ্রঃ কলা বিদ্যুৎ কলৈষ বৈ সোম্য চতুষ্কলঃ পাদো ৰ্রহ্মণো জ্যোতিষ্মান্ নাম ॥ ৩

(হংস)—"হে সোম্য, আমি তোমায় ব্রহ্মের এক পাদ বলিব।" (সত্যকাম)—"শ্রদ্ধেয় আপনি বলুন।" (হংস) তাঁহাকে বলিলেন, "অগ্নি

১। হংস=আদিত্য; কারণ উভয়েই শুক্লবর্ণ এবং উভয়েই অন্তরিক্ষচারী। বিশেষতঃ জ্যোতির্বিষয়ক উপাসনা কথিত হওয়াই ইহাই প্রতীত হয় যে আদিত্যই হংস।

এক অংশ, সূর্য এক অংশ, চন্দ্র এক অংশ, বিদ্যুৎ এক অংশ। হে সোম্য, ইহাই ব্রহ্মের জ্যোতিষ্মান্ নামক চতুষ্কল একটি পাদ। ৩

স য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণো জ্যোতিষ্মানিত্যুপাস্তে জ্যোতিষ্মানস্মিঁল্লোকে ভবতি জ্যোতিষ্মতো হ লোকাঞ্জয়তি য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণো জ্যোতিষ্মানিত্যুপাস্তে ॥ ৪

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য সপ্তমখণ্ডঃ ॥

"যে কেহ ব্রহ্মের এই চতুষ্কল পাদকে এই প্রকারে জানিয়া তাহাকে জ্যোতিষ্মান্ বলিয়া উপাসনা করেন, তিনি এই লোকে জ্যোতিষ্মান্ (অর্থাৎ দীপ্তিমান্) হন। যিনি ব্রহ্মের চতুষ্কল এই পাদকে এই প্রকারে জানিয়া তাহাকে জ্যোতিষ্মান বলিয়া উপাসনা করেন, তিনি (পরলোকে) জ্যোতিষ্মান্ (অর্থাৎ চন্দ্রসূর্যাদি) লোকসকল জয় করেন।" ৪

চতুর্থাধ্যায়—-অষ্টম খণ্ড

(সত্যকামের প্রতি মদ্গুর উপদেশ)

মদ্গুষ্টে পাদং বক্তেতি স হ শ্বোভূতে গা অভিপ্রস্থাপয়াঞ্চকার তা যত্রাভি সায়ং বভূবুস্তত্রাগ্নিমুপসমাধায় গা উপরুধ্য সমিধমাধায় পশ্চাদগ্নেঃ প্রাঙুপোপবিবেশ ॥ ১

(হংস আরও বলিলেন)—"মদ্গু' তোমায় এক পাদ বলিবেন। পরদিন সত্যকাম গরুসকলকে গুরুগৃহের দিকে লইয়া চলিলেন। সন্ধ্যা-

সমাগমে তাহারা যেখানে সমবেত হইল, সেখানে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া, গোবৃন্দকে অবরুদ্ধ করিয়া, এবং সমিধ্ সমাবেশ করিয়া তিনি (তাহাদের) নিকটে অগ্নির পশ্চাতে পূর্বমুখে বসিলেন। ১

১। এক প্রকার জলচর পাখী। জলের সহিত সম্বন্ধ থাকায় ইনি প্রাণ ; কারণ প্রাণের দেহে অবস্থিতি জলের উপর নির্ভর করে ; জল পান না করিলে প্রাণত্যাগ হয়।

তং মদ্গুরুপনিপত্যাভ্যুবাদ সত্যকাম৩ ইতি ভগব ইতি হ প্রতিশুশ্রাব ॥ ২

মদ্গু তাঁহার নিকট উড়িয়া আসিয়া বলিলেন, "সত্যকাম!" "হে ভগবন্," এই বলিয়া সত্যকাম প্রত্যুত্তর দিলেন। ২

ব্রহ্মণঃ সোম্য তে পাদং ব্রবাণীতি ব্রবীতু মে ভগবানিতি তস্মৈ হোবাচ প্রাণঃ কলা চক্ষুঃ কলা শ্রোত্রং কলা মনঃ কলৈষ বৈ সোম্য চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণ আয়তনবান্নাম ॥ ৩

(মদ্গু)—"হে সোম্য, আমি তোমায় ব্রহ্মের এক পাদ বলিব।" (সত্যকাম)—"শ্রদ্ধেয় আপনি আমায় বলুন।" (মদ্গু) তাঁহাকে বলিলেন, "প্রাণ এক অংশ, চক্ষু এক অংশ, শোত্র এক অংশ, মন এক অংশ। হে সোম্য, ইহাই ব্রহ্মের আয়তনবান্[১] নামক চতুষ্কল একটি পাদ। ৩

১। আয়তন=মন ; কারণ সর্বেন্দ্রিয়-পথে যে সকল ভোগ আহৃত হয়, মনই সেই ভোগের আয়তন বা অধিষ্ঠান। সেই মনোরূপ আয়তন যে পাদের কলা, উহা আয়তনবান্।

স য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণ আয়তনবানিত্যুপাস্ত আয়তনবানস্মিঁল্লোকে ভবত্যায়তনবতো হ লোকাঞ্জয়তি য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণ আয়তনবানিত্যুপাস্তে ॥ ৪

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্যাষ্টমখণ্ডঃ ॥

"যে কেহ ব্রহ্মের এই চতুষ্কল পাদকে এই প্রকারে জানিয়া তাহাকে আয়তনবান্ বলিয়া উপাসনা করেন, তিনি এই লোকে আয়তনবান্ (অর্থাৎ উপযুক্ত আশ্রয়বিশিষ্ট) হন। যিনি ব্রহ্মের এই চতুষ্কল পাদকে এই প্রকারে জানিয়া তাহাকে আয়তনবান্ বলিয়া উপাসনা করেন, তিনি (পরলোকে) আয়তনবান্ (অর্থাৎ বহুপরিসর বা আয়তনযুক্ত) লোকসমূহ জয় করেন।"৪

চতুর্থাধ্যায়—নবম খণ্ড

(সত্যকামের প্রতি গুরুর উপদেশ)

প্রাপ হাচার্যকুলং তমাচার্যোঽভ্যুবাদ সত্যকাম৩ ইতি ভগব ইতি হ প্রতিশুশ্রাব ॥ ১

[সত্যকাম] আচার্যকুলম্ প্রাপ হ (গুরুগৃহে উপস্থিত হইলেন)। ১

(সত্যকাম) গুরুগৃহে সমুপস্থিত হইলেন। আচার্য তাঁহাকে এইরূপে সম্বোধন করিলেন, "হে সত্যকাম!" "হে ভগবান্," এই বলিয়া সত্যকাম প্রত্যুত্তর দিলেন। ১

ব্রহ্মবিদিব বৈ সোম্য ভাসি কো নু ত্বাঽনুশশাসেত্যন্যে মনুষ্যেভ্য ইতি হ প্রতিজজ্ঞে ভগবাংস্ত্বেব মে কামে ব্রূয়াৎ ॥ ২

[গুরু]—সোম্য, [তুমি] ব্রহ্মবিৎ ইব (ব্রহ্মজ্ঞের ন্যায়) ভাসি বৈ (দীপ্তি পাইতেছ); কঃ নু (কোন্ ব্যক্তি) ত্বা (তোমাকে) অনুশশাস (উপদেশ দিলেন) ? ইতি। [সত্যকাম] প্রতিজজ্ঞে হ (প্রতিজ্ঞাপূর্বক বলিলেন)—মনুষ্যেভ্যঃ অন্যে (মানুষ ভিন্ন অপরেরা) [উপদেশ দিয়াছেন ; অর্থাৎ আমি গুরুত্যাগ করি নাই] ইতি। ভগবান্ তু এব (আপনিই কিন্তু) মে (আমার) কামে (অভীষ্টপূরণের জন্য) ব্রূয়াৎ (বলুন) [দেবতার নিকট উপদেশ পাওয়ায় গুরুর নিকট উপদেশলাভ নিরর্থক হয় নাই]। ২

(গুরু)—"হে সোম্য, তুমি ব্রহ্মজ্ঞের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছ ;[১] কোন্ ব্যক্তি তোমায় উপদেশ দিয়াছেন ?[২]" (সত্যকাম) প্রত্যুত্তর দিলেন, "মনুষ্যভিন্ন অপরেরা (উপদেশ দিয়াছেন)। পরন্তু আপনিই উপদেশ দিয়া আমার বাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।" ২

১। তোমার ইন্দ্রিয় প্রফুল্ল, বদন প্রসন্ন, মন নিশ্চিন্ত ও তুমি কৃতার্থ বলিয়া মনে হইতেছে।

২। তুমি আমার শিষ্য ; অন্য গুরুর পক্ষে উপদেশ দেওয়া অন্যায়।

শ্রুতং হ্যেব মে ভগবদ্দৃশেভ্য আচার্যাদ্ধৈব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং প্রাপতীতি তস্মৈ হৈতদেবোবাচাত্র হ ন কিঞ্চন বীয়ায়েতি বীয়ায়েতি ॥ ৩

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য নবমখণ্ডঃ ॥

ভগবৎ-দৃশেভ্যঃ (আপনার সদৃশ আচার্যগণ হইতে) মে (আমার) [ইহা] শ্রুতম্ হি এব (অবশ্যই শ্রুত আছে) [যে], আচার্যাৎ (গুরুর নিকট হইতে) বিদিতা (বিজ্ঞাত) বিদ্যা হ এব (বিদ্যাই) সাধিষ্ঠম্ (সাধুতমত্ব, কল্যাণতমত্ব) প্রাপতি (প্রাপ্ত হয়) ইতি। তস্মৈ (তাঁহাকে, সত্যকামকে) [গুরু] এতৎ হ এব (ইঁহাই, দেবগণপ্রদত্ত বিদ্যাই) উবাচ (বলিলেন)। অত্র হ (এই বিষয়ে) কিম্ চন (কিছুই) ন বীয়ায় (পরিত্যক্ত হয় নাই) ইতি। [বিদ্যার সমাপ্তিসূচক পুনরুক্তি]। ৩

(সত্যকাম)—"ভবৎসদৃশ আচার্যগণের নিকটেই আমি ইহা বিদিত আছি যে, গুরুমুখে বিজ্ঞাত বিদ্যাই কল্যাণতম হইয়া থাকে।" (গুরু) তাঁহাকে উক্ত বিদ্যাই[১] বলিলেন ;—এই বিষয়ে কিছুই পরিত্যক্ত হইল না। ৩

১। ষোড়শ কলা ও পাদচতুষ্টয়সমন্বিত একই বিদ্যা ও তাহার ফল।

চতুর্থাধ্যায়—দশম খণ্ড

(উপকোসলের উপাখ্যান, আত্মবিদ্যা)

উপকোসলো হ বৈ কামলায়নঃ সত্যকামে জাবালে ব্রহ্মচর্যমুবাস তস্য হ দ্বাদশ বর্ষাণ্যগ্নীন্ পরিচচার স হ স্মান্যানন্তেবাসিনঃ সমাবর্তয়ংস্তং হ স্মৈব ন সমাবর্তয়তি ॥ ১

[প্রপঞ্চরূপে বিবর্তিত ব্রহ্মের উপাসনা উক্ত হইয়াছে। অধুনা কার্যব্রহ্মের উপাসনার সহিত সমুচ্চিতরূপে কারণব্রহ্মের উপাসনা বলা হইতেছে। আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য পূর্বেরই ন্যায় শ্রদ্ধা ও তপস্যাকে ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্গরূপে প্রদর্শন করা]—উপকোসলঃ হ বৈ (উপকোসল নামে প্রসিদ্ধ) কামলায়নঃ (কমলের পুত্র) সত্যকামে জাবালে ব্রহ্মচর্যম্ উবাস (সত্যকাম জাবালের নিকট ব্রহ্মচর্যবাস করিয়াছিলেন)। [তিনি] দ্বাদশ বর্ষাণি (বার বৎসর) তস্য হ (সেই সত্যকামের) অগ্নীন্ পরিচচার (অগ্নিগণের পরিচর্যা করিয়াছিলেন)। সঃ হ স্ম (উক্ত আচার্য) অন্যান্ অন্তেবাসিনঃ (অপর শিষ্যবৃন্দকে) সমাবর্তয়ন্ (সমাবর্তন করাইয়াও, স্বাধ্যায়গ্রহণের পর স্ব স্ব গৃহে ফিরাইয়া দিয়াও) তম্ হ স্ম এব (কেবল উক্ত উপকোসলকেই) ন সমাবর্তয়তি (সমাবর্তন করাইলেন না)। [পাঠান্তর—উপকোশল]। ১

উপকোসল কামলায়ন সত্যকাম জাবালের গৃহে ব্রহ্মচর্যবাস করিয়াছিলেন। তিনি দ্বাদশ বৎসর তাঁহার অগ্নিসকলের পরিচর্যা করিয়াছিলেন। সত্যকাম অপর অন্তেবাসিগণকে সমাবর্তন করাইলেন; কিন্তু কেবল উপকোসলকেই সমাবর্তন করাইলেন না। ১

তং জায়োবাচ তপ্তো ব্রহ্মচারী কুশলমগ্নীন্ পরিচচারীন্মা ত্বাঽগ্নয়ঃ পরিপ্রবোচন্ প্রব্রূহ্যস্মা ইতি তস্মৈ হাপ্রোচ্যৈব প্রবাসাঞ্চক্রে ॥ ২

জায়া (পত্নী) তম্ (তাঁহাকে, আচার্যকে) উবাচ (বলিলেন)—তপ্তঃ (তপস্যানিষ্ঠ) ব্রহ্মচারী অগ্নীন্ (অগ্নিগণকে) কুশলম্ (নিপুণতাসহকারে) পরিচচারীৎ (পরিচর্যা কবিয়াছে), [যাহাতে] অগ্নয়ঃ (অগ্নিরা) ত্বা (তোমাকে) মা পরিপ্রবোচন্ (নিন্দা না

করেন) [তজ্জন্য] অস্মৈ (উহাকে) [অভিপ্রেত বিদ্যা] প্রব্রূহি (বল, উপদেশ দাও) ইতি। তস্মৈ (তাঁহাকে, উপকোসলকে) অপ্রোচ্য এব হ (উপদেশ না দিয়াই) [আচার্য] প্রবাসাঞ্চক্রে (প্রবাসে চলিয়া গেলেন)। ২

আচার্যের পত্নী আচার্যকে বলিলেন, "তপস্যানিষ্ঠ ব্রহ্মচারী অগ্নিগণকে কুশলতাসহকারে পরিচর্যা করিয়াছে ; (অতএব) অগ্নিগণ যাহাতে তোমায় ভর্ৎসনা না করেন, তজ্জন্য উহাকে উপদেশ দাও।" আচার্য তাঁহাকে উপদেশ না দিয়াই প্রবাসে চলিয়া গেলেন।[1] ২

[1] ১। সত্যকামের মনের ভাব এই, "গুরুশুশ্রূষাপরায়ণ শিষ্যের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া দেবগণই তাহাকে উপদেশ দিবেন। শিষ্যের পরিচর্যায় তুষ্ট হইয়া তাঁহারা গুরুকে নিন্দা করিবেন, এইরূপ হইতে পারে না।"

স হ ব্যাধিনাহনশিতুং দধ্রে তমাচার্যজায়োবাচ ব্রহ্মচারিন্নশান কিং নু নাশ্নাসীতি স হোবাচ বহব ইমেহস্মিন্ পুরুষে কামা নানাত্যয়া ব্যাধিভিঃ প্রতিপূর্ণোহস্মি নাশিষ্যামীতি ॥ ৩

সঃ হ (উক্ত উপকোসল) [অগ্নিশালায় অবস্থানপূর্বক] ব্যাধিনা (মানসিক দুঃখে) অনশিতুম্ দধ্রে (অনশন করিতে আরম্ভ করিলেন)। আচার্যজায়া (গুরুপত্নী) তম্ (তাঁহাকে) উবাচ—ব্রহ্মচারিন্, অশান (আহার কর) ; কিম্ নু ন অশ্নাসি (তুমি আহার করিতেছ না কেন) ? ইতি। সঃ উবাচ হ—অস্মিন্ পুরুষে (এই [অকৃতার্থ মাদৃশ সাধারণ] ব্যক্তিতে) নানা-অত্যয়াঃ (বিভিন্ন বিষয়ে ধাবমান) ইমে (এই সকল) বহবঃ (বহু) কামাঃ (ইচ্ছা, বাসনা) [আছে] ; ব্যাধিভিঃ (মানসিক দুঃখবর্গে) প্রতিপূর্ণঃ (পরিপূর্ণ) অস্মি (আছি) ; [আমি] ন অশিষ্যামি (ভোজন করিব না) ইতি। ৩

মানসিক দুঃখে উপকোসল অনশন আরম্ভ করিলেন। গুরুপত্নী তাঁহাকে বলিলেন, "হে ব্রহ্মচারী, আহার কর ; তুমি আহার করিতেছ না কেন?" তিনি বলিলেন, "এই পুরুষে (অর্থাৎ এই অতি সাধারণ মানুষ আমাতে)

বিভিন্ন-পথগামী এই সকল বহু কামনা রহিয়াছে ; আমি মানসদুঃখে জর্জরিত আছি ;[1] সুতরাং আহার করিব না।” ৩

অথ হাগ্নয়ঃ সমুদিরে তপ্তো ব্রহ্মচারী কুশলং নঃ পর্যচারীদ্ধন্তাস্মৈ প্রব্রবামেতি তস্মৈ হোচুঃ প্রাণো ব্রহ্ম কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্মেতি ॥ ৪

অথ হ (অনন্তর) অগ্নয়ঃ (অগ্নিগণ—গার্হপত্য, দক্ষিণাগ্নি, আহবনীয়) সমুদিরে (পরস্পর আলোচনা করিলেন)—তপ্তঃ ব্রহ্মচারী কুশলম্ নঃ (আমাদিকে) পর্যচারীৎ (পরিচর্যা করিয়াছে) ; হন্ত (আসুন), অস্মৈ প্রব্রবাম (ইহাকে আমরা উপদেশ দিই) ইতি। তস্মৈ (তাঁহাকে) উচুঃ হ ([তাঁহারা] বলিলেন)—প্রাণঃ ব্রহ্ম, কম্ (সুখ) ব্রহ্ম, খম্ (আকাশ) ব্রহ্ম ইতি। ৪

অনন্তর অগ্নিগণ পরস্পর আলোচনা করিলেন, “তপোনিষ্ঠ ব্রহ্মচারী নিপুণতাসহকারে আমাদের পরিচর্যা করিয়াছে ; আসুন, আমরা ইহাকে উপদেশ দিই।” (তাঁহারা) তাঁহাকে বলিলেন, “প্রাণ ব্রহ্ম, ক ব্রহ্ম, খ ব্রহ্ম।” ৪

স হোবাচ বিজানাম্যহং যৎ প্রাণো ব্রহ্ম কং চ তু খং চ ন বিজানামীতি তে হোচুর্যদ্বাব কং তদেব খং যদেব খং তদেব কমিতি প্রাণং চ হাস্মৈ তদাকাশং চোচুঃ॥ ৫

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য দশমখণ্ডঃ ॥

---

[1] ১। সাধারণ মানুষ বস্তুকে বস্তুরূপে গ্রহণ না করিয়া ভোগ্য বিষয়রূপে গ্রহণ করে এবং তাহার মন ঐ বিষয়সকলের প্রতি ধাবিত হয় ; সে মনে করে যে, ঐগুলি তাহার পাওয়া উচিত। তখন তাহাদিগকে পাইবার জন্য তাহার মনে কর্তব্যচিন্তা উদিত হয়। যতক্ষণ জিনিসটি হস্তগত না হয়, অথচ ঐরূপ বিষয়চিন্তা থাকে, ততক্ষণ ঐ কর্তব্যচিন্তাই মানসিক দুঃখের কারণ হয় ; কেন না উহাতে মনকে ব্যথিত ও চঞ্চল করে।

সঃ (ব্রহ্মচারী) উবাচ হ—অহম্ বিজানামি (জানি) যৎ (যে) প্রাণঃ ব্রহ্ম ; তু (কিন্তু) কম্ চ খম্ চ (ক ও খ-কে) ন বিজানামি ইতি। তে (তাঁহারা) উচুঃ হ—যৎ বাব (যাহাই) কম্, তৎ এব (তাহাই) খম্ ; যৎ এব (যাহাই) খম্, তৎ এব কম্ ইতি। [অতঃপর শ্রুতির নিজের কথা]—[অগ্নিগণ] অস্মৈ (উপকোসলকে) প্রাণম্ চ (প্রাণব্রহ্ম) তৎ-আকাশম্ চ (ও তৎসম্বন্ধী, অর্থাৎ প্রাণের আশ্রয়, হৃদয়াকাশ) উচুঃ হ॥ ৫

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আমি জানি যে, প্রাণ ব্রহ্ম ; কিন্তু ক ও খ-কে জানি না।[১]" তাঁহারা বলিলেন, "যাহাই ক তাহাই খ, যাহাই খ তাহাই ক।[২]" (শ্রুতি বলিতেছেন)—(অগ্নিগণ) তাঁহাকে প্রাণ (অর্থাৎ ব্রহ্ম) ও তৎসম্বন্ধী হৃদয়াকাশের উপদেশ দিয়াছিলেন।[৩] ৫

[১] প্রাণের উপর মানুষের জীবন নির্ভর করে ; সুতরাং এই লোকানুভূতি অনুসারে ধারণা করিতে পারি যে, প্রাণ ব্রহ্ম। কিন্তু ক বা অনিত্য বিষয়সুখ, এবং খ বা জড় আকাশ কিরূপে ব্রহ্ম হইবে ?

[২] ক-কে খ-এর বিশেষণ করায় ইহাই বুঝাইল যে, খ ভৌতিক আকাশ নহে ; ক-কে খ-এর দ্বারা বিশেষিত করায় স্থির হইল যে, ক জাগতিক সুখ নহে। অর্থাৎ পরস্পর বিশেষ্য-বিশেষণীভূত ক ও খ-এর দ্বারা ইহাই বুঝান হইল যে, অলৌকিক-সুখগুণবিশিষ্ট আকাশ (অর্থাৎ কারণব্রহ্ম) এবং আকাশাশ্রিত সুখ (আনন্দব্রহ্ম)-কে উপাসনা করিতে হইবে।

[৩] প্রাণের (=কার্যব্রহ্মের) সহিত সমুচ্চিত সুখগুণবিশিষ্ট হৃদয়াকাশ (=কারণ ব্রহ্ম) উপাস্য। হৃদয়াকাশরূপ ব্রহ্মের সহিত সম্পর্কবশতঃ হৃদয়স্থ প্রাণও ব্রহ্ম।

চতুর্থাধ্যায়—একাদশ খণ্ড

(উপকোসলোপাখ্যান, গার্হপত্যাগ্নিবিদ্যা)

অথ হৈনং গার্হপত্যোহনুশশাস পৃথিব্যগ্নিরন্নমাদিত্য ইতি য এষ আদিত্যে পুরুষো দৃশ্যতে সোহহমস্মি স এবাহমস্মীতি ॥ ১

[প্রধান বিদ্যার উপদেশান্তে অঙ্গবিদ্যা আরম্ভ হইতেছে]—অথ হ (অনন্তর) গার্হপত্যঃ (গার্হপত্যাগ্নি) এনম্ (ইঁহাকে) অনুশশাস (উপদেশ দিলেন)—পৃথিবী, অগ্নি, অন্নম্, আদিত্যঃ ইতি [ইঁহারা গার্হপত্য আমার চারি অবয়ব]। আদিত্যে (সূর্যমণ্ডলে) এষঃ যঃ (এই যে) পুরুষঃ (পুরুষ) [যোগিগণকর্তৃক] দৃশ্যতে (দৃষ্ট হন) সঃ অহম্ অস্মি (তিনিই আমি, গার্হপত্যাগ্নি) ; সঃ এব (তিনিই) অহম্ অস্মি ([গার্হপত্যাগ্নিরূপ] আমি) ইতি। ১

অনন্তর গার্হপত্য[1] তাঁহাকে উপদেশ দিলেন[2], "পৃথিবী, অগ্নি, অন্ন ও আদিত্য (আমার তনু)। আদিত্যমণ্ডলে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন, তিনি আমি, তিনিই আমি।[3]" ১

---

[1] ১। গৃহপতির অগ্নি ; ইহা গৃহস্থের অগ্ন্যাগারে দিবারাত্র প্রজ্বলিত থাকে। যজ্ঞকালে গার্হপত্যের নিকটে পত্নীর আসন থাকে এবং ইষ্টিযাগে পত্নী এই অগ্নিতে বিশেষ যাগ করেন। প্রতিদিন দুই বেলা গার্হপত্য হইতেই আহবনীয়াগ্নি উদ্ধৃত হইয়া থাকে, এবং অগ্নিহোত্রের হবনীয় দুগ্ধ গার্হপত্যে উত্তপ্ত করিয়া আহবনীয়ে আহুত হয়। দর্শপূর্ণমাসাদি শ্রৌতযজ্ঞে আহবনীয়েই দেববৃন্দের উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদত্ত হয়।

[2] ২। পূর্বে অগ্নিগণ সমবেতভাবে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দিয়া এখন পৃথগ্‌ভাবে স্ব স্ব বিদ্যা উপদেশ দিতেছেন।

[3] ৩। পৃথিবী ও অন্ন ভোজ্যস্থানীয়। কিন্তু আদিত্য ও অগ্নি উভয়ই ভোক্তা, পরিপাককারী ও প্রকাশক ; সুতরাং উভয়ই অভিন্ন—পৃথিবী ও অন্নের সহিত তাঁহাদের খাদ্য-খাদক-সম্বন্ধ। অগ্নি ও আদিত্যের যে সম্বন্ধ তাহা কিন্তু গৌণ নহে,—ইহা বুঝাইবার জন্যই পুনরুক্তি হইয়াছে। পরেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

স য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তেঽপহতে পাপকৃত্যাং লোকী ভবতি
সর্বমায়ুরেতি জ্যোগ্‌জীবতি নাস্যাবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্ত উপ বয়ং তং
ভুঞ্জামোঽস্মিংশ্চ লোকেঽমুষ্মিংশ্চ য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তে ॥ ২

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্যৈকাদশখণ্ডঃ ॥

যঃ (যে কেহ) এতম্ (এই গার্হপত্যকে) এবম্ (এইরূপ, অন্ন ও অন্নাদরূপে বিভক্ত) বিদ্বান্ (জানিয়া) উপাস্তে (উপাসনা করেন) সঃ (তিনি) পাপকৃত্যাম্ (পাপকর্ম) অপহতে (বিনাশ করেন) লোকী ভবতি (লোকপ্রাপ্ত হন) সর্বম্ আয়ুঃ এতি (পূর্ণায়ুপ্রাপ্ত হন), জ্যোক্ জীবতি (উজ্জ্বল জীবন ধারণ করেন, যশস্বী হন), অস্য (ইঁহার) অবরপুরুষাঃ (অধস্তন পুরুষগণ, বংশ) ন ক্ষীয়ন্তে (ক্ষয় হয় না) ; যঃ এতম্ এবম্ বিদ্বান্ উপাস্তে, বয়ম্ (আমরা) তম্ (তাঁহাকে) অস্মিন্ চ লোকে (ইহলোকে) অমুষ্মিন্ চ লোকে (ও পরলোকে) উপভুঞ্জামঃ (পালন করি) । ২

"যে কেহ ইহাকে এইরূপ জানিয়া উপাসনা করেন, তিনি পাপকর্ম বিনাশ করেন, (অগ্নি-) লোক প্রাপ্ত হন, এবং ইঁহার অধস্তন পুরুষেরা বিনষ্ট হয় না। যে কেহ ইহাকে (অর্থাৎ গার্হপত্যকে) এইরূপ জানিয়া উপাসনা করেন, আমরা তাঁহাকে ইহলোকে ও পরলোকে রক্ষা করি।" ২

চতুর্থাধ্যায়—দ্বাদশ খণ্ড

(উপকোসলোপাখ্যান, দক্ষিণাগ্নিবিদ্যা)

অথ হৈনমন্বাহার্যপচনোঽনুশশাসাপো দিশো নক্ষত্রাণি চন্দ্রমা ইতি য এষ চন্দ্রমসি পুরুষো দৃশ্যতে সোঽহমস্মি স এবাহমস্মীতি ॥ ১

অনন্তর অন্বাহার্যপচন (অর্থাৎ দক্ষিণাগ্নি)[1] তাঁহাকে উপদেশ দিলেন, "জল, দিক্‌সমূহ, নক্ষত্রবৃন্দ ও চন্দ্রমা (আমার তনু)। চন্দ্রমণ্ডলে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন, তিনি আমি[2], তিনিই আমি।" ১

---

[1] ১। ইষ্টযজ্ঞে ঋত্বিকেরা যে অন্নদক্ষিণা পান উহার নাম অন্বাহার্য ; ঐ অন্ন দক্ষিণাগ্নিতে পাক হয় বলিয়া অগ্নির নাম অন্বাহার্যপচন। যজ্ঞশেষে ঋত্বিকেরা ঐ অন্ন ভোজন করেন। দক্ষিণাগ্নিতে পিতৃগণের জন্য হোম করা হয়।

২। অগ্নি ও চন্দ্র উভয়ই উজ্জ্বল এবং উভয়েরই অন্নের সহিত সম্বন্ধ আছে ; সুতরাং উভয়ই অভিন্ন। নক্ষত্ররাজি চন্দ্রের উপভোগ্য ; এদিকে জল অন্ন উৎপাদন করে বলিয়া দক্ষিণাগ্নির অন্নস্থানীয়—সুতরাং নক্ষত্র ও জল উভয়ই অন্ন। অন্বাহার্যের অপর নাম দক্ষিণাগ্নি ; চন্দ্র দক্ষিণ দিকে গমন করিয়া দক্ষিণ দিকের সহিত সম্বদ্ধ হন—এই কারণেও উভয়ের অভিন্নতা আছে। দর্শপূর্ণমাসে দক্ষিণাগ্নিতে যে হবিঃ উত্তপ্ত করা হয়, উহা চন্দ্রমাতে উপস্থিত হইয়া অন্নে পরিণত হয় ; এইরূপেও অন্নের সহিত চন্দ্রের সম্বন্ধ আছে।

স য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তেঽপহতে পাপকৃত্যাং লোকী ভবতি সর্বমায়ুরেতি জ্যোগ্‌জীবতি নাস্যাবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্ত উপ বয়ং তং ভুঞ্জামোঽস্মিংশ্চ লোকেঽমুষ্মিংশ্চ য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তে ॥ ২

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য দ্বাদশখণ্ডঃ ॥

[অন্বয়ার্থাদি পূর্ববৎ—৪।১১।২ দ্রঃ]।

চতুর্থাধ্যায়—ত্রয়োদশ খণ্ড

(উপকোসলোপাখ্যান, আহবনীয়াগ্নিবিদ্যা)

অথ হৈনমাহবনীয়োঽনুশশাস প্রাণ আকাশো দ্যৌর্বিদ্যুদিতি য এষ বিদ্যুতি পুরুষো দৃশ্যতে সোঽহমস্মি স এবাহমস্মীতি ॥ ১

অনন্তর আহবনীয়াগ্নি ইহাকে উপদেশ দিলেন, "প্রাণ, আকাশ, দ্যুলোক, বিদ্যুৎ (আমার চারিটি তনু)। এই যে বিদ্যুন্মধ্যে পুরুষ দৃষ্ট হন, তিনি আমি[১], তিনিই আমি।" ১

১। আহবনীয় ও বিদ্যুৎ উভয়ই উজ্জ্বল ; সুতরাং তাহারা অভিন্ন। আহবনীয়ে সম্পাদিত হোমাদি হইতে যে অপূর্ব রচিত হয়, তাহা দ্যুলোকরূপে পরিণত হয় ; এদিকে

বিদ্যুৎ আকাশে আশ্রিত থাকে—সুতরাং আহবনীয় ও বিদ্যুৎ দ্যুলোক ও আকাশের উপভোগ্য। আহবনীয় দেবগণের অগ্নি (৪।১১।১ টীকা)।

স য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তেঽপহতে পাপকৃত্যাং লোকী ভবতি সর্বমায়ুরেতি জ্যোগ্‌জীবতি নাস্যাবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্ত উপ বয়ং তং ভুঞ্জামোঽস্মিংশ্চ লোকেঽমুষ্মিংশ্চ য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তে ॥ ২

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য ত্রয়োদশখণ্ডঃ ॥

চতুর্থাধ্যায়—চতুর্দশ খণ্ড

(উপকোসলোপাখ্যান, গুরুশিষ্যসংবাদ)

তে হোচুরুপকোসলৈষা সোম্য তেঽস্মদ্‌বিদ্যাত্মবিদ্যা চাচার্যস্তু তে গতিং বক্তেত্যাজগাম হাস্যাচার্যস্তমাচার্যোঽভ্যুবাদোপকোসলত ইতি ॥ ১

তে (তাঁহারা, সম্মিলিতভাবে অগ্নিগণ) ঊচুঃ হ (বলিলেন)—উপকোসল সোম্য, তে (তোমার জন্য) এষা (এই) অস্মৎ-বিদ্যা (আমাদের বিষয়ে বিদ্যা, অগ্নিবিদ্যা) চ (ও) আত্মবিদ্যা ; তু (পরন্তু) আচার্যঃ তে (তোমায়) গতিম্ বক্তা (গতি বলিবেন [৪।১৫।৫]) ইতি। অস্য (ইঁহার) আচার্যঃ আজগাম হ (আসিলেন)। আচার্যঃ তম্ (তাঁহাকে) অভ্যুবাদ (বলিলেন)—উপকোসল ৩ ইতি [৩ প্লুতির জ্ঞাপক]। ১

অগ্নিগণ বলিলেন, "হে সোম্য উপকোসল, তোমার সকাশে এই অগ্নিবিদ্যা ও আত্মবিদ্যা (প্রকটিত হইল) ; পরন্তু আচার্য তোমায় গতি উপদেশ দিবেন।" তাঁহার আচার্য ফিরিয়া আসিলেন। আচার্য তাঁহাকে সম্বোধন করিলেন, "উপকোসল !" ১

ভগব ইতি হ প্রতিশুশ্রাব ব্রহ্মবিদ ইব সোম্য তে মুখং ভাতি কো নু ত্বাহনুশশাসেতি কো নু মাহনুশিষ্যাদ্ভো ইতীহাপেব নিহ্নুত ইমে নূনমীদৃশা অন্যাদৃশা ইতীহাগ্নীনভূ্যদে কিং নু সোম্য কিল তেহবোচন্নিতি ॥ ২

ভগবঃ [ইত্যাদি ৪।৫।১ দ্রঃ], তে মুখম্ (তোমার মুখ) ব্রহ্মবিদঃ ইব (ব্রহ্মজ্ঞের [মুখের] ন্যায়) ভাতি (দীপ্তি পাইতেছে) ; কঃ নু ত্বা অনুশশাস [৪।৯।২] ইতি। ভোঃ (মহাশয়), মা (আমাকে) কঃ নু অনুশিষ্যাৎ (কে আবার উপদেশ দিবেন) ইতি (এই বলিয়া) ইহ (এই বিষয়ে) [তিনি] অপ-নিহ্নুতে ইব (যেন [একটু] সত্যগোপন করিলেন) [ও বলিলেন]—নূনম্ (এই জন্যই) অন্যাদৃশাঃ ([যদিও অগ্নিরা] অন্যরূপ ছিলেন) [এখন] ইমে (ইঁহারা), ঈদৃশাঃ (এইরূপ [হইয়াছেন]) ইতি (এই বলিয়া) ইহ (এই স্থলে, বা এই বিষয়ে) অগ্নীন (অগ্নিগণ সম্বন্ধে) অভূ্যদে (বলিলেন) ; [সুতরাং বস্তুতঃ মিথ্যা বলিলেন না]। [আচার্য বলিলেন]—সোম্য, তে (তোমায়) [অগ্নিগণ] কিম্ নু কিল অবোচন (কি কথা বলিয়াছেন) ? ইতি । ২

“হে ভগবন্,” এই বলিয়া উপকোসল প্রত্যুত্তর দিলেন। (গুরু)—“হে সোম্য, তোমার মুখ ব্রহ্মজ্ঞের মুখের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে ; কে তোমায় উপদেশ দিয়াছেন?” “কে আবার উপদেশ দিবেন?”—এই বলিয়া (উপকোসল) এই বিষয়ে যেন একটু সত্যগোপন করিলেন (ও বলিলেন)—“এই জন্যই তো ইহারা পূর্বে অন্যরূপ থাকিলেও এখন এইরূপ হইয়াছেন,” এই বলিয়া তিনি এই বিষয়ে অগ্নিদেরই উল্লেখ করিলেন।[1] (গুরু)—“হে সোম্য, অগ্নিগণ তোমায় কি বলিয়াছেন ?”[2]

১। “অগ্নিগণ পূর্বে সমুজ্জ্বল ছিলেন, এখন আপনার আগমনে যেন ভীত হইয়া কম্পিতকলেবর হইয়াছেন”—এই কথা বলিয়া অঙ্গুলিদ্বারা ইঙ্গিতে অগ্নিগণকেই নিজের

উপদেষ্টা বলিয়া নির্দেশ করিলেন। উপকোসল ভয়ও পাইয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার আচরণকে সত্যগোপন না বলিয়া ভয়ই বলা উচিত। এই জন্য মূলে "ইব" (যেন) শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। মনিয়ার উইলিয়াম্‌সের মতে নূনম্ = therefore

ইদমিতি হ প্রতিজজ্ঞে লোকান্ বাব কিল সোম্য তেঽবোচন্নহং তু তে তদ্বক্ষ্যামি যথা পুষ্করপলাশ আপো ন শ্লিষ্যন্ত এবমেবংবিদি পাপং কর্ম ন শ্লিষ্যত ইতি ব্রবীতু মে ভগবানিতি তস্মৈ হোবাচ ॥ ৩

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য চতুর্দশখণ্ডঃ ॥

ইদম্ (এই কথা) ইতি হ (এই বলিয়া) [উপকোসল] প্রতিজজ্ঞে (প্রত্যুত্তর দিলেন)। [গুরু বলিলেন]—(সোম্য [অগ্নিগণ]) তে (তোমায়) লোকান্ বাব কিল (মাত্র লোকসকলই) অবোচন্; তু অহম্ (আমি) তে তৎ (তোমার অভীষ্ট উহা, অর্থাৎ ব্রহ্ম) বক্ষ্যামি (বলিব)। পুষ্করপলাশে (পদ্মপত্রে) যথা (যেমন) আপঃ (জল) ন শ্লিষ্যন্তে (সংশ্লিষ্ট হয় না) এবম্ (এইরূপ) এবম্-বিদি (বক্ষ্যমাণ প্রকারে যিনি [ব্রহ্মকে] জানেন, তাঁহাতে) পাপম্ কর্ম (পাপকার্য) ন শ্লিষ্যতে (সম্বদ্ধ হয় না) ইতি। [উপকোসল]—মে (আমার) ভগবান্ ব্রবীতু (বলুন) ইতি। [আচার্য] তস্মৈ (তাঁহাকে) উবাচ হ। ৩

"(অগ্নিগণ) ইহা (বলিয়াছেন)," এই বলিয়া (উপকোসল) উত্তর দিলেন। (গুরু)—"হে সোম্য, (তাঁহারা) তোমায় কেবল লোকসমূহই বলিয়াছেন; পরন্তু আমি তোমায় তোমার (অভীষ্ট ব্রহ্ম) বস্তুই বলিব।[১] পদ্মপত্রে যেমন জল সংশ্লিষ্ট হয় না, তেমনি এবম্প্রকার ব্রহ্মকে যিনি জানেন তাঁহাকে পাপ স্পর্শ করে না।" (উপকোসল)—"আপনি উপদেশ দিন।" (আচার্য) তাঁহাকে বলিলেন—। ৩

---

[১] অগ্নিগণ আত্মসম্বন্ধে বলিলেও বিস্তারিতভাবে বলেন নাই, সাধনভূত উপাসনাদিও বলেন নাই; আমি তাহাও বলিব।

চতুর্থাধ্যায়—পঞ্চদশ খণ্ড

(উপকোসলোপাখ্যান, অক্ষিপুরুষের উপাসনা)

য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যত এষ আত্মেতি হোবাচৈ-তদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি তদ্ যদ্যপ্যস্মিন্ সর্পির্বোদকং বা সিঞ্চতি বর্ত্মনী এব গচ্ছতি ॥ ১

[গুরু]—এষঃ যঃ (এই যিনি) অক্ষিণি (চক্ষুতে) পুরুষঃ দৃশ্যতে (দৃষ্ট হন) এষঃ আত্মা ইতি উবাচ হ। এতৎ (ইনি, এই আত্মা) অমৃতম্ (অমর, অবিনাশী), অভয়ম্ (ভয়শূন্য), এতৎ ব্রহ্ম (বৃহৎ, অনন্ত) ইতি। তৎ (সেই বিষয়ে [ইহাও দ্রষ্টব্য যে]), অস্মিন্ (উহাতে, অক্ষিগোলকে) যদি অপি [কেহ] সর্পিঃ বা (ঘৃত) উদকম্ বা (অথবা জল) সিঞ্চতি (সিঞ্চন করে) [তবে উহা] বর্ত্মনী এব গচ্ছতি (পার্শ্বদ্বয়কে প্রাপ্ত হয়, গড়াইয়া পড়ে)। ১

(গুরু বলিলেন)—"অক্ষিগোলকে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন,[1] ইনিই আত্মা। ইনি অমর ও ভয়াতীত, ইনি ব্রহ্ম ; সেই জন্যই অক্ষিগোলকে ঘৃত বা জল সিঞ্চিত হইলে উহা চক্ষুর পার্শ্বদ্বয়ে সরিয়া যায়।[2] ১

[1] বৃঃ ৩।৭।১৮, ৪।৩।২৩ ; ছাঃ ৮।৭।৪ ; ইঁনি দৃষ্টির দ্রষ্টা।

[2] যাঁহার স্থানেরই এইরূপ মাহাত্ম্য, সেই স্থানাধীশ অক্ষিপুরুষ নিশ্চয়ই অসংশ্লিষ্ট (৪।১৪।৩)।

এখানে দ্রষ্টব্য এই—অগ্নিগণ যদিও বলিয়াছেন যে, গুরু গতি সম্বন্ধে বলিবেন, তথাপি তিনি ব্রহ্মোপদেশ দিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে ইহাতে অগ্নিবাক্য ব্যর্থ হয় নাই। গতি ব্যাখ্যার জন্য অগ্রে এখানে প্রকারান্তরে অগ্নিগণকর্তৃক উপদিষ্ট ব্রহ্মের পুনরুল্লেখ মাত্র হইতেছে, নূতন কিছু বলা হয় নাই। আচার্যের অভিপ্রায় এই—অগ্নিদ্বারা নির্দিষ্ট সুখগুণবিশিষ্ট আকাশ-ব্রহ্মকে আমার দ্বারা কথিত গুণগণবিশিষ্টরূপে উপাসনা করিতে হইবে।

এতং সংযদ্বাম ইত্যাচক্ষত এতং হি সর্বাণি বামান্যভিসংযন্তি সর্বাণ্যেনং বামান্যভিসংযন্তি য এবং বেদ ॥ ২

এতম্ (ইঁহাকে) সংযদ্বামঃ ইতি (সংযদ্বাম এই নামে) আচক্ষতে ([ব্রহ্মজ্ঞেরা] বলেন) ; হি (কারণ) সর্বাণি (সকল) বামানি (সম্ভজনীয় বস্তুবর্গ, শোভন বস্তুবর্গ, পুণ্যফল) এতম্ অভিসংযন্তি (ইঁহার অভিমুখে গমন করে, ইঁহাকে আশ্রয় করে)। যঃ এবম্ বেদ (যিনি এইরূপ জানেন, "আমি সংযদ্বাম-গুণবিশিষ্ট"—ইহা জানেন) সর্বাণি বামানি এনম্ অভিসংযন্তি (তাঁহার অভিমুখে গমন করে)।

"ইহাকে (ব্রহ্মজ্ঞেরা) সংযদ্বাম নামে অভিহিত করেন ; কারণ তিনি নিখিল মঙ্গলের আশ্রয়।[১] যিনি এইরূপ জানেন, নিখিল মঙ্গল তাঁহাকে আশ্রয় করে। ২

[১] । উক্ত ব্রহ্মকে নিখিল মঙ্গলের আশ্রয়রূপে উপাসনা করিবে।

এষ উ এব বামনীরেষ হি সর্বাণি বামানি নয়তি সর্বাণি বামাতি নয়তি য এবং বেদ ॥ ৩

এষঃ উ এব (ইনিই আবার) বামনীঃ (পুণ্যফলের বাহক) ; হি (কারণ) এষঃ সর্বাণি বামানি (পুণ্যকর্মের অখিল ফল) নয়তি ([প্রাণীদিগের নিকট] লইয়া যান, অর্থাৎ প্রাণীদিগকে দান করেন এবং [আপন ধর্মরূপে] বহন বা ধারণ করেন [নী ধাতুর অর্থ লইয়া যাওয়া বা বহন করা])। যঃ এবম্ বেদ, সর্বাণি বামানি নয়তি। ৩

"ইনিই আবার বামনী ;[১] কারণ ইনি নিখিল পুণ্যফলের বাহক বা বিধাতা। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি নিখিল পুণ্যফলের বাহক বা বিধাতা হন। ৩

[১] । ইহা উপাসনার জন্য বিহিত গুণান্তর।

এষ উ এব ভামনীরেষ হি সর্বেষু লোকেষু ভাতি সর্বেষু লোকেষু ভাতি য এবং বেদ ॥ ৪

এষঃ উ এব ভামনীঃ, হি এষঃ সর্বেষু লোকেষু (সকল লোকে) ভাতি ([সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি রূপে] প্রকাশ পান)। যঃ এবম্ বেদ, সর্বেষু লোকেষু ভাতি। ৪

"ইনিই আবার ভামনী ;[১] কারণ ইনি সকল লোকে প্রকাশ পান। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি সকল লোকে দীপ্তিমান্ হন। ৪

১। উপাসনার জন্য গুণান্তর বিহিত হইল। যিনি ভামকে, অর্থাৎ দীপ্তিকে বহন করেন বা প্রাপ্ত করান তিনি ভাম-নী। মুঃ ২।২।১০

অথ যদু চৈবাস্মিঞ্ছব্যং কুর্বন্তি যদি চ নার্চিষমেবাভিসংভবন্ত্যর্চিষোঽহরহ্ন আপূর্যমাণপক্ষমাপূর্যমাণপক্ষাদ্ যান্ ষড়ুদঙ্ঙেতি মাসাংস্তান্ মাসেভ্যঃ সংবৎসরং সংবৎসরাদাদিত্যমাদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎ পুরুষোঽমানবঃ স এনান্ ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবপথো ব্রহ্মপথ এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্তং নাবর্তন্তে নাবর্তন্তে ॥ ৫

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য পঞ্চদশখণ্ডঃ ॥

[সম্প্রতি যথোক্ত ব্রহ্মবিদের গতি বলা হইতেছে]—অথ (অতঃপর) অস্মিন্ (এই ব্যক্তি —যিনি ব্রহ্মকে সুখাকাশ, অক্ষিপুরুষ, সংযদ্বাম, বামনী ও ভামনী এই সকল গুণবিশিষ্টরূপে উপাসনা করেন, তিনি—দেহত্যাগ করিলে) যৎ উ চ এব (যদিই বা) [তাঁহার] শব্যম্ (অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া) [ঋত্বিক্‌গণ] কুর্বন্তি (করেন), যদি চ ন (আর যদিই বা না করেন), অর্চিষম্ এব (আলোককেই, অর্চিরভিমানী দেবতাকেই) অভি-সংভবন্তি ([এতাদৃশ ব্যক্তিরা] প্রাপ্ত হন)। অর্চিষঃ (অর্চিঃ হইতে) অহঃ (দিবসকে, দিবসাভিমানী দেবতাকে) ; [এইরূপ সর্বত্রই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বুঝিতে হইবে]। অহ্নঃ (দিবস হইতে) আপূর্যমাণ-পক্ষং (শুক্লপক্ষকে, যে পক্ষে চন্দ্রের বৃদ্ধি হইতে থাকে, তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে) ; আপূর্যমাণপক্ষাৎ যান্ ষট্ মাসান্ (যে ছয় মাস ব্যাপিয়া) [সূর্য] উদঙ্ (উত্তর দিকে) এতি (গমন করেন) [অর্থাৎ উত্তরায়ণে সূর্য যে ছয় মাস অতিবাহিত করেন] তান্ (সেই মাসসমূহকে),

মাসেভ্যঃ (মাসসকল হইতে) সংবৎসরম্ (সংবৎসরকে) সংবৎসরাৎ আদিত্যম্ (সূর্যকে), আদিত্যাৎ চন্দ্রমসম্ (চন্দ্রমাকে), চন্দ্রমসঃ বিদ্যুতম্ (বিদ্যুৎকে) [প্রাপ্ত হন] । তৎ (সেখানে বর্তমান) এনান্ (ইঁহাদিগকে) অমানবঃ (মনুর সৃষ্টিতে অনুৎপন্ন, ব্রহ্মলোক হইতে আগত) সঃ পুরুষঃ (কোনও পুরুষ) ব্রহ্ম ([সত্যলোকে অধিষ্ঠিত] ব্রহ্মের অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের সকাশে) গময়তি (লইয়া যান) । এষঃ (ইহা) দেবপথঃ (দেবযান, অর্চিরাদি আতিবাহিক দেবগণকর্তৃক অধিষ্ঠিত পথ) ব্রহ্মপথঃ (ব্রহ্মলাভের মার্গ) । এতেন (এই পথে) প্রতিপদ্যমানাঃ (গমনকারীরা) ইমম্ (এই) মানবম্ আবর্তম্ (মানবীয় আবর্তে, মনুর সৃষ্টিরূপ জন্মমরণাদি চক্রে) ন আবর্তন্তে (পুনরায় আগমন করেন না) । ন আবর্তন্তে [উপাসনার সমাপ্তিসূচক পুনরুক্তি] । ৫

"এতাদৃশ ব্যক্তির দেহত্যাগান্তে শবক্রিয়াদি হউক বা না হউক, ইঁহারা অর্চিরভিমানী দেবতাকেই প্রাপ্ত হন ।[1] অর্চিঃ হইতে অহঃ, অহঃ হইতে শুক্লপক্ষ, শুক্লপক্ষ হইতে সেই ষণ্মাসে যাহাতে সূর্য উত্তর দিকে গমন করেন ঐ মাসসমূহ (অর্থাৎ উত্তরায়ণ) হইতে সংবৎসরে, সংবৎসর হইতে আদিত্যে, আদিত্য হইতে চন্দ্রে গমন করেন, এবং চন্দ্র হইতে বিদ্যুদভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হন । (ব্রহ্মলোক হইতে) কোনও অমানব পুরুষ আসিয়া বিদ্যুল্লোকে অবস্থিত ইঁহাদিগকে ব্রহ্মলাভ[2] করান । ইহাই দেবযান ও ব্রহ্মযান । এই পথে গমনকারীরা আর এই[3] মানবীয় আবর্তে পুনরাবর্তন করেন না ।"৫

১ । শবক্রিয়ার নিন্দা করা এখানে উদ্দেশ্য নহে ; পরন্তু উপাসনার প্রশংসা করাই অভিপ্রেত । শাস্ত্র নিজেই শাস্ত্রীয় কোনও আচরণের নিন্দা, বা ব্যর্থতাপ্রদর্শন করিতে পারেন না, নিন্দার সহায়ে অপর বিষয়ের উৎকর্ষই প্রদর্শন করেন মাত্র । এখানে ইহাই বলা হইল যে, কর্মের দ্বারা আত্মার কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না (বৃঃ ৪।৪।২৩) ।

২ । ইনি পরব্রহ্ম নহেন ; কারণ পরব্রহ্মে গতি প্রভৃতি নাই । পরব্রহ্মপ্রাপ্তি = পরব্রহ্ম হওয়া (মুঃ ৩।২।৯) । সমস্ত ভেদ পরিত্যক্ত না হইলে পরব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে না (ছাঃ ৬।১০।১ ; মুঃ ৩।২।৮) । এখানে অপরব্রহ্মেরই উল্লেখ হইয়াছে ।

৩ । "এই" শব্দে যদিও ইহাই বুঝাইতেছে যে, এই কল্পে পুনরাবর্তন হয় না, কল্পান্তরে হয় ; তথাপি ইহা জ্ঞাতব্য যে, সাধারণ ব্রহ্মলোকগামীদের উপাসনার ফল ভোগান্তে ক্ষয়

হইলেও যাঁহারা ঈশ্বরোপাসনার দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তাঁহারা ঈশ্বরানুগ্রহেই মুক্ত হন এবং কখনও পুনরাবর্তন করেন না; কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরোপাসনা না করিয়া কেবল পঞ্চাগ্নিবিদ্যা, অশ্বমেধ, বা দৃঢ় ব্রহ্মচর্য প্রভৃতি সাধনের বলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তাঁহারা কল্পান্তরে ফিরিয়া আসেন (ব্রঃ ৪।৩।১০ এবং ৪।৪।২২)।

চতুর্থাধ্যায়—ষোড়শ খণ্ড

(ব্রহ্মার মৌনবিধান)

এষ হ বৈ যজ্ঞো যোঽয়ং পবত এষ হ যন্নিদং সর্বং পুনাতি যদেষ যন্নিদং সর্বং পুনাতি তস্মাদেষ এব যজ্ঞস্তস্য মনশ্চ বাক্ চ বর্তনী ॥ ১

[পূর্বখণ্ডে ব্রহ্মলোকগমনের মার্গ নির্দিষ্ট হইয়াছে; বর্তমান খণ্ডে প্রসঙ্গক্রমে যজ্ঞের ফললাভের মার্গ নির্দিষ্ট হইতেছে। পূর্বোক্ত উপাসনাকালে মৌন অবলম্বনীয় ; কেন না অন্যথা চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিয়া ফলের অপ্রাপ্তি হইতে পারে। বর্তমান খণ্ডেও তেমনি ব্রহ্মা নামক ঋত্বিকের পক্ষে মৌন বিহিত হইবে। এইরূপে উভয় খণ্ডের সম্বন্ধ আছে]—যঃ অয়ং পবতে (এই যিনি, অর্থাৎ যে বায়ু সঞ্চালিত হন) এষঃ হ বৈ (ইনিই) যজ্ঞঃ (যজ্ঞ) ; এষঃ হ যন্ (প্রবাহিত হইয়া) ইদম্ সর্বম্ (এই সমস্ত) [জগৎ] পুনাতি (পবিত্র করেন) ; যৎ (যেহেতু) এষঃ হ যন্ ইদম্ সর্বম্ পুনাতি, তস্মাৎ (সুতরাং) এষঃ এব (ইনিই) যজ্ঞঃ ; তস্য (উক্ত প্রকার যজ্ঞের) মনঃ চ ([যথাভূত অর্থজ্ঞানে ব্যাপৃত] মন) বাক্ চ (এবং [মন্ত্রোচ্চারণে ব্যাপৃত] বাক্) বর্তনী (পথদ্বয়)। ১

এই যিনি প্রবহমাণ (বায়ু), ইনিই যজ্ঞ ;[১] ইনিই প্রবাহিত হইয়া এই সমস্ত পবিত্র করেন।[২] যেহেতু সঞ্চলমান হইয়া ইনি এই সমস্ত পবিত্র করেন, অতএব ইনিই যজ্ঞ। মন ও বাক্ উক্ত যজ্ঞের দুইটি মার্গ।[৩] ১

[১] বায়ু চলনস্বভাব, যজ্ঞও ক্রিয়াত্মক ; অতএব বায়ুই যজ্ঞ। অপর শ্রুতিতেও আছে, “বাত এব যজ্ঞস্যারম্ভকঃ, বাতঃ প্রতিষ্ঠা”—বায়ুই যজ্ঞের আরম্ভক, বায়ুই প্রতিষ্ঠা।

২। সচল বস্তুই অপরকে পবিত্র করিতে পারে। ক্রিয়া ভিন্ন (অর্থাৎ বিহিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে) পবিত্রতা-সম্পাদন অসম্ভব ; অতএব চলনাত্মক বায়ুই ক্রিয়াত্মক যজ্ঞ।

৩। শ্রুতিতে আছে—"প্রাণাপানপরিচলনবত্যা হি বাচশ্চিত্তস্য চোত্তরোত্তরক্রমো যদ্ যজ্ঞঃ"—অর্থাৎ যে বাক্ উচ্ছ্বাস ও নিঃশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত হয়, সেই বাকের এবং চিত্তের পূর্বাপরভাবরূপ ক্রমের দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদিত হয় ; মনে চিন্তা করিয়া পরে বাক্যোচ্চারণপূর্বক যজ্ঞ নিষ্পাদিত হয়। এই জন্যই মন ও বাক্য যজ্ঞের দুইটি মার্গ। ঐঃ ব্রাঃ ২৫।৮

তয়োরন্যতরাং মনসা সংস্করোতি ব্রহ্মা বাচা হোতাঽধ্বর্যুরুদ্গাতাঽন্যতরাং স যত্রোপাকৃতে প্রাতরনুবাকে পুরা পরিধানীয়ায়া ব্রহ্মা ব্যববদতি—॥ ২

অন্যতরামেব বর্তনীং সংস্করোতি হীয়তেঽন্যতরা স যথৈকপাদ্ ব্রজন্ রথো বৈকেন চক্রেণ বর্তমানো রিষ্যত্যেবমস্য যজ্ঞো রিষ্যতি যজ্ঞং রিষ্যন্তং যজমানোঽনুরিষ্যতি স ইষ্ট্বা পাপীয়ান্ ভবতি ॥ ৩

তয়োঃ (উক্ত দুইটির) অন্যতরাম্ (একটি, অর্থাৎ মনোরূপ, মার্গকে) ব্রহ্মা (ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক্) মনসা ([বিবেকজ্ঞানযুক্ত] মনের দ্বারা) সংস্করোতি (সংস্কার করেন) ; হোতা, অধ্বর্যুঃ, উদ্গাতা [এই ঋত্বিক্ত্রয়] অন্যতরাম্ (অপরটি, অর্থাৎ বাক্রূপ, মার্গকে) বাচা (বাক্যের দ্বারা) [সংস্কৃত করেন]। প্রাতরনুবাকে উপাকৃতে (প্রাতঃকালে পঠনীয় প্রাতরনুবাক নামক শস্ত্র বা ঋক্মন্ত্রসকল আরম্ভ হইলে) যত্র (যে সময়) পরিধানীয়ায়াঃ পুরা (পরিধানীয়া ঋক্-পাঠের পূর্বে) [মনঃ-সংস্কারে নিযুক্ত] সঃ ব্রহ্মা (উক্ত ব্রহ্মা) ব্যববদতি (কথা বলেন, মৌন ভঙ্গ করেন) [তখন তিনি] অন্যতরাম্ এব বর্তনীম্ (একটি মাত্র মার্গ বাক্কেই) (সংস্করোতি ; অন্যতরা (অপরটি, মনোমার্গ [ব্রহ্মাকর্তৃক সংস্কৃত না হওয়ায়] হীয়তে (বিনষ্ট হয়)। যথা (যেমন) একপাৎ (একচরণ পুরুষ) ব্রজন্ (পথে চলিতে গিয়া) বা (অথবা) একেন চক্রেণ (এক চক্রে) বর্তমানঃ রথঃ (বর্তমান রথ) [রিষ্যতি (নষ্ট হয়)] এবম্ (এইরূপ) অস্য (এই যজমানের) সঃ যজ্ঞঃ (উক্ত [অঙ্গহীন] যজ্ঞ) রিষ্যতি। [যেহেতু যজ্ঞ প্রাণ, অতএব] যজ্ঞম্ রিষ্যন্তম্ অনু (বিনষ্ট যজ্ঞের অনুযায়ী) যজমানঃ রিষ্যতি (বিনষ্ট হন)। সঃ (তিনি, যজমান) ইষ্ট্বা (যজ্ঞ করিয়া) [অঙ্গহানিবশতঃ

পাপী হন এবং অঙ্গহীন যজ্ঞ উদ্যাপন করায়) পাপীয়ান্ (অধিকতর পাপী) ভবতি (হন)। ২-৩

উক্ত দুইটি বর্তনীর একটিকে ব্রহ্মা মনের দ্বারা সংস্কৃত করেন; অপরটিকে হোতা, অধ্বর্যু, ও উদ্‌গাতা[1] বাক্যের দ্বারা সংস্কৃত করেন। প্রাতরনুবাক আরম্ভের পরে এবং পরিধানীয়া ঋক্ আরম্ভের পূর্বে যদি কখনও ব্রহ্মা মৌন ভঙ্গ করেন, তবে তিনি একটিমাত্র বর্তনীকে (অর্থাৎ বাক্‌কে) সংস্কৃত করেন এবং অপরটি বিনষ্ট হয়। একপাদ পুরুষ পথে চলিতে গিয়া, কিংবা একচক্রে বিদ্যমান রথ যেমন বিনষ্ট হয়, তেমনি উক্ত যজমানের সেই যজ্ঞ বিনষ্ট হয়; এবং যজমানও বিনশ্যমান যজ্ঞেরই অনুরূপ বিনাশ প্রাপ্ত হন। তিনি যজ্ঞ উদ্যাপিত করিলে অধিকতর পাপী হন। ২-৩

---

[1] সোমযাগে চারি প্রকার ঋত্বিক্ নিযুক্ত হন—(১) ব্রহ্মা; ইনি ত্রিবেদজ্ঞ এবং যজ্ঞপরিচালনায় নিযুক্ত। ইঁহার সঙ্গী—ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, আগ্নীধ্র ও পোতা। (২) হোতা; ইঁহার কর্তব্য যজ্ঞে ঋগ্‌মন্ত্র উচ্চারণ; ইঁহার সহকারী—মৈত্রাবরুণ, অচ্ছাবাক্ ও গ্রাবস্তুৎ। (৩) অধ্বর্যু; যজুর্মন্ত্র পাঠপূর্বক আহুতি দেন; হোমদ্রব্য প্রস্তুত করাও ইঁহার কর্তব্য; ইঁহার সহকারী—প্রতিপ্রস্থাতা, নেষ্টা ও উন্নেতা। (৪) উদ্‌গাতা; ইনি সামগান করেন; ইঁহার সহকারী—প্রস্তোতা, প্রতিহর্তা ও সুব্রহ্মণ্যা। মোট ষোল জন ঋত্বিক্। এই বর্ণনা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, বাক্যোচ্চারণাদি অপেক্ষা মানস চিন্তাই ব্রহ্মার অধিক কর্তব্য। অপরেরা মন্ত্রাদি উচ্চারণ করেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে—"যিনি ব্রহ্মা তিনি যজ্ঞের চিকিৎসক···সেই জন্য যজ্ঞে যদি ঋক্, যজুঃ বা সাম, অথবা কোন অজ্ঞাত মন্ত্র হইতে আর্তি ঘটে, তবে ঋত্বিকেরা ব্রহ্মাকেই তাহা জ্ঞাপন করেন; এবং সেই ব্রহ্মা ঋক্ হইতে আর্তি হইলে 'ভূঃ' এই মন্ত্রদ্বারা গার্হপত্যে, যজুঃ হইতে হইলে 'ভুবঃ' এই মন্ত্রদ্বারা অগ্নীধ্রীয়ে (অথবা দক্ষিণাগ্নিতে), সাম হইতে হইলে 'স্বঃ' এই মন্ত্রদ্বারা আহবনীয়ে, অজ্ঞাত কারণে ঘটিলে বা সকল প্রকার মন্ত্র হইতে ঘটিলে 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' এই মন্ত্রদ্বারা আহবনীয়ে হোম করিবেন।" (২৫।৯)

অথ যত্রোপাকৃতে প্রাতরনুবাকে ন পুরা পরিধানীয়ায়া ব্রহ্মা ব্যববদত্যুভে এব বর্তনী সংস্কুর্বন্তি ন হীয়তেঽন্যতরা ॥ ৪

উভে বর্তনী এব (উভয় মার্গকেই) [ঋত্বিকেরা] সংস্কুর্বন্তি (সংস্কৃত করেন) অন্যতরা (একটিও) ন হীয়তে (নষ্ট হয় না) । ৪

আর প্রাতরনুবাক আরম্ভের পরে পরিধানীয়ার পূর্বে যেখানে ব্রহ্মা মৌনভঙ্গ করেন না, সেখানে তাঁহারা (অর্থাৎ ব্রহ্মা ও অপর ঋত্বিক্‌গণ) উভয় মার্গকেই সংস্কৃত করেন ; কোনটিই বিনষ্ট হয় না । ৪

স যথোভয়পাদ্ ব্রজন্ রথো বোভাভ্যাং চক্রাভ্যাং বর্তমানঃ প্রতিতিষ্ঠত্যেবমস্য যজ্ঞঃ প্রতিতিষ্ঠতি যজ্ঞং প্রতিতিষ্ঠন্তং যজমানোঽনুপ্রতিতিষ্ঠতি স ইষ্ট্বা শ্রেয়ান্ ভবতি ॥ ৫

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য ষোড়শখণ্ডঃ ॥

যথা (যেমন) উভয়পাৎ (উভয়চরণবিশিষ্ট পুরুষ) ব্রজন্, বা রথঃ উভাভ্যাং চক্রাভ্যাম্ বর্তমানঃ (উভয়চক্রসহ বিদ্যমান রথ) প্রতিতিষ্ঠতি ([স্বরূপে] বর্তমান থাকে, ভাঙ্গে না) এবম্ অস্য সঃ যজ্ঞঃ প্রতিতিষ্ঠতি । যজ্ঞম্ প্রতিতিষ্ঠন্তম্ অনু যজমানঃ প্রতিতিষ্ঠতি (যজ্ঞস্বরূপে অবস্থিত থাকিলে যজমানও প্রতিষ্ঠিত হন) । সঃ ([মৌনবিজ্ঞানবান্ ব্রহ্মা যাঁহার যজ্ঞে আছেন] তিনি) ইষ্ট্বা শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ) ভবতি । ৫

মানুষ উভয় পদে পথ চলিলে, বা রথ উভয় চক্রের সাহায্যে চলিলে, যেমন অভগ্নরূপে বর্তমান থাকে (অর্থাৎ কোনও বিঘ্ন প্রাপ্ত হয় না), সেইরূপ এই যজমানের যজ্ঞও (রিষ্টিবিহীন হইয়া) প্রতিষ্ঠিত থাকে । যজ্ঞ সুপ্রতিষ্ঠিত (অর্থাৎ বিঘ্নহীন) হইলে যজমানও তদনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত (অর্থাৎ বিঘ্নহীন) হন । তিনি যজ্ঞ করিয়া শ্রেষ্ঠ হন । ৫

চতুর্থাধ্যায়—সপ্তদশ খণ্ড

(মৌনভঙ্গে প্রায়শ্চিত্ত)

প্রজাপতির্লোকানভ্যতপত্তেষাং তপ্যমানানাং রসান্ প্রাবৃহদগ্নিং পৃথিব্যা বায়ুমন্তরিক্ষাদাদিত্যং দিবঃ ॥ ১

[পূর্বে বলা হইয়াছে, ব্রহ্মার মৌন ভঙ্গ হইলে বা ঋত্বিক্‌দের কর্মে বিঘ্ন ঘটিলে ব্যাহৃতি-হোমরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় ; এখন উহা বিহিত হইতেছে]—প্রজাপতিঃ (প্রজাপতি) লোকান্ অভি-অতপৎ (লোকসমূহকে উদ্দেশ করিয়া, তাহাদের সার গ্রহণের জন্য, ধ্যানরূপ বা পর্যালোচনারূপ তপস্যা করিয়াছিলেন) । তপ্যমানানাম্ তেষাম্ (অভিতপ্ত, পর্যালোচিত, তাহাদের) রসান্ (রসসকল) প্রাবৃহৎ (উদ্ধার করিলেন)—পৃথিব্যাঃ (পৃথিবী হইতে) অগ্নিম্ (অগ্নিরূপ রসকে), অন্তরিক্ষাৎ বায়ুম্ (অন্তরিক্ষ হইতে বায়ুরূপ রসকে), দিবঃ আদিত্যম্ (দ্যুলোক হইতে সূর্যরূপ রসকে [উদ্ধার করিলেন]) । ১

প্রজাপতি লোকসমূহকে উদ্দেশ করিয়া তপস্যা করিলেন। তপ্যমান তাহাদিগ হইতে তিনি রসসকল—অর্থাৎ পৃথিবী হইতে অগ্নি, অন্তরিক্ষ হইতে বায়ু, ও দ্যুলোক হইতে সূর্যকে—নিষ্কাশিত করিলেন। ১

স এতাস্তিস্রো দেবতা অভ্যতপত্তাসাং তপ্যমানানাং রসান্ প্রাবৃহদগ্নের্ঋচো বায়োর্যজূংষি সামান্যাদিত্যাৎ ॥ ২

সঃ (তিনি, প্রজাপতি) এতাঃ তিস্রঃ দেবতাঃ (এই তিন দেবতাকে, অগ্নি বায়ু ও সূর্যকে) অভ্যতপৎ। তপ্যমানানাং তাসাং রসং প্রাবৃহৎ—অগ্নেঃ ঋচঃ (অগ্নি হইতে ঋক্‌সকলকে), বায়োঃ যজূংষি (বায়ু হইতে যজুর্মন্ত্রসকলকে) আদিত্যাৎ সামানি (সূর্য হইতে সামমন্ত্র-সকলকে)] উদ্ধার করিলেন, অর্থাৎ ত্রয়ীবিদ্যা লাভ করিলেন, (ঐঃ ব্রাঃ ২৫।৭)] । ২

প্রজাপতি উক্ত দেবতাত্রয়কে উদ্দেশ করিয়া তপস্যা করিলেন। তপ্যমান তাহাদিগ হইতে তিনি রসসকল—অর্থাৎ অগ্নি হইতে ঋক্‌সকল, বায়ু হইতে যজুঃসকল, ও সূর্য হইতে সামসকলকে নিষ্কাশিত করিলেন। ২

স এতাং ত্রয়ীং বিদ্যামভ্যতপত্তস্যাস্তপ্যমানায়া রসান্ প্রাবৃহদ্ ভূরিত্যৃগ্ভ্যো ভুবরিতি যজুর্ভ্যঃ স্বরিতি সামভ্যঃ ॥ ৩

তিনি এই ত্রয়ীবিদ্যাকে উদ্দেশ করিয়া তপস্যা করিলেন (অর্থাৎ ত্রয়ীবিদ্যার পর্যালোচনা করিলেন। পর্যালোচিত তাহাদিগ হইতে তিনি রসসকল—অর্থাৎ ঋক্‌সমুদয় হইতে ভূঃ, যজুঃসকল হইতে ভুবঃ, ও সামসমুদয় হইতে স্বঃ (এই ব্যাহৃতিত্রয়)-কে নিষ্কাশিত করিলেন। ৩

তদ্ যদৃক্তো রিষ্যেদ্ভূঃ স্বাহেতি গার্হপত্যে জুহুয়াদৃচামেব তদ্রসেনর্চাং বীর্যেণর্চাং যজ্ঞস্য বিরিষ্টং সংদধাতি ॥ ৪

তৎ (সুতরাং) যৎ (যদি) ঋক্-তঃ (ঋক্-নিমিত্ত) [যজ্ঞ] রিষ্যেৎ (ক্ষতপ্রাপ্ত হয়) [তবে] "ভূঃ স্বাহা" ইতি (এই মন্ত্রে) [ব্রহ্মা] গার্হপত্যে (গার্হপত্যাগ্নিতে) জুহুয়াৎ (আহুতি দিবেন)। [ব্রহ্মা] যজ্ঞস্য (যজ্ঞের) ঋচাম্ বিরিষ্টম্ (ঋক্‌নিমিত্তক রিষ্টিকে, বিঘ্নকে [রে] সংদধাতি (প্রতিবিধান করেন) তৎ (তাহা, উক্তরূপে) [তিনি] ঋচাম্ এব রসেন (ঋক্‌সমূহেরই রসের দ্বারা), ঋচাম্ বীর্যেণ (ঋক্‌সমূহের বীর্যের দ্বারাই) [করেন]। ৪

সুতরাং যজ্ঞ যদি ঋক্‌সম্ভূত কোনও অনিষ্ট প্রাপ্ত হয়, তবে "ভূঃ স্বাহা" এই মন্ত্রে (ব্রহ্মা) গার্হপত্যে আহুতি দিবেন।[১] যজ্ঞের ঋক্‌সম্ভূত রিষ্টির যে প্রতিবিধান করা হয়, তাহা উক্তরূপে ঋক্‌সমূহেরই রসের দ্বারা, ঋক্‌সমূহেরই বীর্যের দ্বারা করা হয়। ৪

[১] ইহাই হোতার ত্রুটির প্রায়শ্চিত্ত। ইহার পরে অধ্বর্যুর ও পরে উদ্গাতার প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইবে (৪।১৬।২, টীকা দ্রঃ)। ব্রহ্মা ত্রিবেদজ্ঞ; শ্রুতিতে আছে—"অথ কেন ব্রহ্মত্বমিতি, অনয়ৈব ত্রয্যা বিদ্যয়া" (ঐঃ ব্রাঃ ২৫।৮)। ব্রহ্মা তিন অগ্নিতে তিনটি আহুতি দিয়া ত্রুটি সংশোধন করেন; অথবা তাঁহার জ্ঞানমাহাত্ম্যেই ত্রুটি সংশোধিত হয়।

অথ যদি যজুষ্টো রিষ্যেদ্ভুবঃ স্বাহেতি দক্ষিণাগ্নৌ জুহুয়াদ্ যজুষামেব তদ্রসেন যজুষাং বীর্যেণ যজুষাং যজ্ঞস্য বিরিষ্টং সংদধাতি ॥ ৫

আর যদি যজুর্নিমিত্তক রিষ্টি হয়, তবে "ভুবঃ স্বাহা" এই মন্ত্রে (ব্রহ্মা) দক্ষিণাগ্নিতে আহুতি দিবেন। যজুর্নিমিত্তক অনিষ্টের যে প্রতিবিধান করা হয়, তাহা উক্তরূপে যজুঃসকলের রসে, যজুঃসকলের বীর্যেই সম্পাদিত হয়।৫

অথ যদি সামতো রিষ্যেৎ স্বঃ স্বাহেত্যাহবনীয়ে জুহুয়াৎ সাম্নামেব তদ্রসেন সাম্নাং বীর্যেণ সাম্নাং যজ্ঞস্য বিরিষ্টং সংদধাতি ॥৬

আর যদি সামনিমিত্তক রিষ্টি হয়, তবে "স্বঃ স্বাহা" এই মন্ত্রে (ব্রহ্মা) আহবনীয়াগ্নিতে আহুতি দিবেন। সামনিমিত্তক অনিষ্টের যে প্রতিবিধান হয়, তাহা উক্তরূপে সামসমূহের রসে, সামসমূহের বীর্যেই সম্পাদিত হয়।৬

তদ্ যথা লবণেন সুবর্ণং সংদধ্যাৎ সুবর্ণেন রজতং রজতেন ত্রপু ত্রপুণা সীসং সীসেন লোহং লোহেন দারু দারু চর্মণা ॥ ৭

এবমেষাং লোকানামাসাং দেবতানামস্যাস্ত্রয্যা বিদ্যায়া বীর্যেণ যজ্ঞস্য বিরিষ্টং সংদধাতি ভেষজকৃতো হ বা এষ যজ্ঞো যত্রৈবংবিদ্ ব্রহ্মা ভবতি। ৮

তৎ (উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই)—যথা (যেমন) লবণেন (সোহাগা দ্বারা) সুবর্ণম্ (সোনাকে), সুবর্ণেন (সোনাদ্বারা) রজতম্ (রৌপ্যকে), রজতেন ত্রপু (রাঙ্‌কে), ত্রপুণা সীসম্ (সীসককে), সীসেন লোহম্ (লৌহকে), লোহেন দারু (কাষ্ঠকে), চর্মণা (চর্মের

দ্বারা) দারু সংদধ্যাৎ ([লোকে] সংযোজিত করে), এবম্ (এইরূপ) [ব্রহ্মা] এষাম্ লোকানাম্ (এই লোকসকলের—পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোকের), আসাম্ দেবতানাম্ (এই দেবগণের—অগ্নি, বায়ু ও সূর্যের, অস্যাঃ ত্রয্যাঃ বিদ্যায়াঃ (এই ত্রয়ীবিদ্যার) বীর্যেণ যজ্ঞস্য বিরিষ্টম্ সংদধাতি। যত্র (যেখানে, যে যজ্ঞে) এবম্ বিৎ (এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন ঋত্বিক্) ব্রহ্মা ভবতি (হন) এষঃ যজ্ঞঃ (এই যজ্ঞ) ভেষজকৃতঃ হ বৈ ([সুচিকিৎসকের] ঔষধের দ্বারা চিকিৎসিত ব্যক্তির ন্যায়) [চিকিৎসিত বা সুসংস্কৃত হয়]। ৭-৮

উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—যেমন, সোহাগার দ্বারা সুবর্ণ, সুবর্ণসহায়ে রৌপ্য, রৌপ্যের দ্বারা রঙ্গ, রঙ্গের দ্বারা সীসক, সীসকের দ্বারা লৌহ, লৌহ বা চর্মের দ্বারা কাষ্ঠ সংযোজিত হয়, তেমনি এই লোকসমূহের, এই দেবগণের ও এই ত্রয়ীবিদ্যার বীর্যের দ্বারা (ব্রহ্মা) যজ্ঞের রিষ্টির প্রতিকার করেন।[১] যে যজ্ঞে এতাদৃশ বিজ্ঞানবান্ ব্রহ্মা থাকেন, তাহা যেন সুচিকিৎসকের দ্বারাই (রোগীর আরোগ্যের ন্যায়) সংস্কৃত হইয়া থাকে। ৭-৮

[১] বস্তুর স্বভাব বিচিত্র ; এই জন্য নানারূপে নানা প্রকার ক্ষতের চিকিৎসা হয়। বিচ্ছিন্ন বস্তুর সংযোগ, রোগের চিকিৎসা ও যজ্ঞের বিঘ্নের প্রতিকার—এই সমস্তই যেন এক এক প্রকারের চিকিৎসা (৪।১৬।৩ টীকা)।

এষ হ বা উদক্প্রবণো যজ্ঞো যত্রৈবংবিদ্ ব্রহ্মা ভবত্যেবংবিদং হ বা এষা ব্রহ্মাণমনু গাথা—

যতো যত আবর্ততে তত্তদ্গচ্ছতি ॥ ৯

যত্র (যে যজ্ঞে) এবম্-বিৎ ব্রহ্মা, এষঃ হ বৈ যজ্ঞঃ উদক্-প্রবণঃ (উত্তর দিকে ঢালু, উহা উত্তরায়ণপ্রাপ্তির হেতু) ভবতি (হয়) ; এবম্-বিদং এতাদৃশ জ্ঞানবান ব্রহ্মাণম্ অনু হ বৈ (ব্রহ্মাকে লক্ষ্য করিয়াই) এষা গাথা (এই গাথা) [আছে]—যতঃ যতঃ (যে যে স্থান হইতে) [যজ্ঞ] আবর্ততে (ফিরিয়া আসে) [অর্থাৎ ঋত্বিক্গণের যে যে কর্মহেতু যজ্ঞের বিঘ্ন উপস্থিত হয়] তৎ তৎ (সেই সেই স্থলে) [ব্রহ্মা] গচ্ছতি (গমন করেন) [অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা ত্রুটি সংশোধিত করেন]। ৯

যে যজ্ঞে এইরূপ জ্ঞানবান্ ঋত্বিক ব্রহ্মা হন, সেই যজ্ঞ উদক্প্রবণ (অর্থাৎ উত্তরদিকে ক্রমনিম্ন) হয়। এইরূপ জ্ঞানী ব্রহ্মাকে লক্ষ্য করিয়াই এই গাথা[১] আছে—"যে যে স্থল হইতে যজ্ঞ প্রত্যাবৃত্ত হয়, (ব্রহ্মা) সেখানেই গমন করেন (ও তাহার প্রতিকার করেন)।" ৯

---

[১] "গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দঃ হইতে ভিন্ন ছন্দঃ"। —আনন্দগিরি

মানবো ব্রহ্মৈবৈক ঋত্বিক কুরূনশ্বাঽভিরক্ষত্যেবংবিদ্ধ বৈ ব্রহ্মা যজ্ঞং যজমানং সর্বাশ্চর্ত্বিজোঽভিরক্ষতি তস্মাদেবংবিদমেব ব্রহ্মাণং কুর্বীত নানেবংবিদং নানেবংবিদম্॥ ১০

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য সপ্তদশখণ্ডঃ॥

ইতি ছান্দোগ্যোপনিষদি চতুর্থাধ্যায়ঃ॥

অশ্বা (ঘোটকী) [যেমন] কুরূন্ (যোদ্ধাদিগকে) [রক্ষা করে, তেমনি] মানবঃ (মৌনচারী, মননশীল বা জ্ঞানবান্) একঃ ঋত্বিক্ (একমাত্র ঋত্বিক্) ব্রহ্মা এব (ব্রহ্মাই) কুরূন্ (ক্রিয়াশীল, যজ্ঞকারীদিগকে) অভিরক্ষতি (রক্ষা করেন)। [যেহেতু] এবং-বিৎ হ বৈ ব্রহ্মা (এইরূপ জ্ঞানবান্ ব্রহ্মাই) যজ্ঞম্ যজমানম্ সর্বান্ ঋত্বিজঃ চ (যজ্ঞ, যজমান ও সকল ঋত্বিক্কে) অভিরক্ষতি, তস্মাৎ (সুতরাং) এবং-বিদম্ এব (এইরূপ জ্ঞানশালীকেই) ব্রহ্মাণম্ (ব্রহ্মা) কুর্বীত (করিবে); অনেবং-বিদম্ ন (যিনি এইরূপ জ্ঞানশালী নহেন, তাঁহাকে নহে)। ন অনেবং-বিদম্ [অধ্যায়ের পরিসমাপ্তিসূচক]। ১০

ঘোটকী যেমন যোদ্ধাকে রক্ষা করে, তেমনি মৌনচারী ঋত্বিক্ একমাত্র ব্রহ্মাই কর্মরত ব্যক্তিগণকে রক্ষা করেন। যেহেতু এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন ব্রহ্মাই যজ্ঞ, যজমান ও ঋত্বিক্বৃন্দকে রক্ষা করেন, অতএব এইরূপ জ্ঞানশালী ব্যক্তিকেই ব্রহ্মা করিবে; যিনি এইরূপ জ্ঞানশালী নহেন, তাঁহাকে করিবে না। ১০

পঞ্চমাধ্যায়—প্রথম খণ্ড

(শ্রেষ্ঠত্বাদিযুক্ত প্রাণের উপাসনা)

ওঁ। যো হ বৈ জ্যেষ্ঠং চ শ্রেষ্ঠং চ বেদ জ্যেষ্ঠশ্চ হ বৈ শ্রেষ্ঠশ্চ ভবতি প্রাণো বাব জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ ॥ ১

[পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, সগুণব্রহ্মোপাসনার ফলে উত্তরমার্গে গতি হয়। ইদানীং পঞ্চমাধ্যায়ে পঞ্চাগ্নিবিদ্ গৃহস্থগণ এবং তপস্যানিরত শ্রদ্ধালু উর্ধ্বরেতাদের প্রাপ্য উক্ত উত্তর-মার্গই বর্ণিত হইবে। পরে উপাসনাহীন কেবল কর্মিবৃন্দের প্রাপ্য দক্ষিণমার্গ বর্ণিত হইবে এবং সর্বশেষে উপাসনা ও শাস্ত্রীয় কর্ম উভয়বিরহিত সাধারণ ব্যক্তিদের সংসারগতিরূপ কষ্টকর তৃতীয় গতি বর্ণিত হইবে। এই সমস্ত বর্ণনার উদ্দেশ্য, ব্রহ্মলাভের সাধনস্বরূপ বৈরাগ্য উৎপাদন করা। পূর্বে ৪।৩।৩ ইত্যাদিতে প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব উল্লিখিত হইয়াছে। অধুনা তিনি কিরূপে বাগাদির মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাহা বলা হইতেছে এবং তাঁহার উপাসনার জন্য শ্রেষ্ঠত্বাদি গুণ বিহিত হইতেছে]—যঃ হ বৈ (যে কেহ) জ্যেষ্ঠম্ চ (বয়োজ্যেষ্ঠ) শ্রেষ্ঠম্ চ (ও গুণশ্রেষ্ঠকে) বেদ (জানেন) [তিনি] জ্যেষ্ঠঃ চ শ্রেষ্ঠঃ চ (জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ) ভবতি হ বৈ (অবশ্যই হন)। প্রাণঃ বাব (প্রাণই) জ্যেষ্ঠঃ চ শ্রেষ্ঠ চ। [গর্ভস্থ সন্তানের অন্য ইন্দ্রিয়বৃত্তি পরিস্ফুট হওয়ার পূর্বেও সে প্রাণের সহায়ে বর্ধিত হয় ; অতএব প্রাণ বয়োজ্যেষ্ঠ। বৃঃ ৬।১।১-১৪ দ্রঃ]। ১

যে কেহ জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠকে জানেন, তিনি জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হন। প্রাণই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। ১

যো হ বৈ বসিষ্ঠং বেদ বসিষ্ঠো হ স্বানাং ভবতি বাগ্বাব বসিষ্ঠঃ ॥ ২

যঃ হ বৈ বসিষ্ঠম্ (বসুমত্তমক = ধনিশ্রেষ্ঠকে, কিংবা বসিতৃতমকে = সর্বশ্রেষ্ঠ আচ্ছাদয়িতাকে, অথবা বাসয়িতৃতমকে = সর্বোত্তম বাসপ্রদানকারীকে) বেদ, [তিনি] স্বানাম্ (নিজ জনের, জ্ঞাতিগণের) বসিষ্ঠঃ হ ভবতি। বাক্ বাব বসিষ্ঠঃ [কারণ বাক্শক্তিসহায়ে বাগ্মিগণ ধনবান্ হন এবং অপরকে পরাজিত করেন]। ২

যে কেহ বসিষ্ঠকে জানেন, তিনি জ্ঞাতিগণমধ্যে বসিষ্ঠ হন। বাক্ই বসিষ্ঠ। ২

যো হ বৈ প্রতিষ্ঠাং বেদ প্রতি হ তিষ্ঠত্যস্মিংশ্চ লোকেঽমুষ্মিংশ্চ চক্ষুর্বাব প্রতিষ্ঠা ॥ ৩

যঃ হ বৈ প্রতিষ্ঠাম্ (প্রতিষ্ঠাকে) বেদ, অস্মিন্ চ লোকে (ইহলোকে) অমুষ্মিন্ চ লোকে (ও পরলোকে) প্রতিতিষ্ঠতি হ (প্রতিষ্ঠিত হন)। চক্ষুঃ বাব প্রতিষ্ঠা (প্রকৃষ্ট স্থিতি, সুস্থিরতার হেতু ; [কারণ চক্ষুঃসহায়ে সুগম ও দুর্গম পথে চলা সহজ])। ৩

যে কেহ প্রতিষ্ঠাকে জানেন, তিনি এই লোকে ও পরলোকে প্রতিষ্ঠিত হন। চক্ষুই প্রতিষ্ঠা। ৩

যো হ বৈ সম্পদং বেদ সং হাস্মৈ কামাঃ পদ্যন্তে দৈবাশ্চ মানুষাশ্চ শ্রোত্রং বাব সম্পৎ ॥ ৪

যঃ হ বৈ সম্পদম্ (সম্পদকে) বেদ, অস্মৈ (ইঁহার জন্য) দৈবাঃ চ মানুষাঃ চ কামাঃ (দৈব ও মানবীয় কাম্যসকল) সম্পদ্যন্তে হ (সম্পাদিত হয়)। শ্রোত্রম্ বাব সম্পৎ [কারণ কর্ণদ্বয়দ্বারা বেদগ্রহণান্তে অর্থবোধপূর্বক কর্ম সম্পাদিত হয় ও কাম্যফল লাভ হয়]। ৪

যে কেহ সম্পদকে জানেন, তাঁহার জন্য দৈব ও মানবীয় সমস্ত কাম্য বস্তুই সম্পাদিত হয়। শ্রবণেন্দ্রিয়ই সম্পদ্। ৪

যো হ বা আয়তনং বেদায়তনং হ স্বানাং ভবতি মনো হ বা আয়তনম্ ॥ ৫

যে কেহ আয়তনকে জানেন, তিনি স্বজনবর্গের আয়তন (বা আশ্রয়-স্বরূপ) হন। মনই আয়তন।[১] ৫

১। ভোক্তা জীবের জন্য ইন্দ্রিয়পথে যে সকল বিষয়বিজ্ঞান আহৃত হয়, তাহারা মনেই আহিত থাকে ; অতএব মনই আধার। মূলের বা = বৈ।

অথ হ প্রাণা অহংশ্রেয়সি ব্যূদিরেঽহং শ্রেয়ানস্ম্যহং শ্রেয়ানস্মীতি ॥ ৬

[যথোক্ত বসিষ্ঠত্ব প্রভৃতি গুণাবলী মুখ্যপ্রাণেরই অনুগামী ; ইহাই প্রদর্শনের জন্য আখ্যায়িকা আরম্ভ হইতেছে]—অথ হ [একদা] প্রাণাঃ (প্রাণসকল) অহং-শ্রেয়সি (স্বীয় শ্রেষ্ঠতাবিষয়ে)—অহং শ্রেয়ান্ অস্মি (আমি শ্রেষ্ঠ) অহম্ শ্রেয়ান্ অস্মি—ইতি (এইরূপ) ব্যূদিরে (নানা বিরুদ্ধ কথা বলিলেন)। ৬

একদা প্রাণসমূহ[1] স্ব স্ব শ্রেষ্ঠতা খ্যাপনের জন্য—“আমি শ্রেষ্ঠ”, “আমি শ্রেষ্ঠ”—এইরূপ বিবাদ করিয়াছিলেন। ৬

১। চেতন অগ্নি প্রভৃতি দেবগণের দ্বারা অধিষ্ঠিত জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও মন। ইঁহারা প্রাণদেবতারই বিবিধ আধ্যাত্মিক রূপ।

তে হ প্রাণাঃ প্রজাপতিং পিতরমেত্যোচুর্ভগবন্ কো নঃ শ্রেষ্ঠ ইতি তান্ হোবাচ যস্মিন্ ব উৎক্রান্তে শরীরং পাপিষ্ঠতরমিব দৃশ্যতে স বঃ শ্রেষ্ঠ ইতি ॥ ৭

তে প্রাণাঃ হ (উক্ত প্রাণসমূহ) পিতরম্ প্রজাপতিম্ এত্য (পিতা প্রজাপতির নিকট গিয়া) ঊচুঃ (বলিলেন)—ভগবন্, নঃ (আমাদের মধ্যে) কঃ (কে) শ্রেষ্ঠঃ ইতি। [তিনি] তান্ (তাঁহাদিগকে) উবাচ হ (বলিলেন)—বঃ (তোমাদের) যস্মিন্ উৎক্রান্তে (যে দেহত্যাগ করিলে) শরীরম্ পাপিষ্ঠতরম্ ইব (অতিশয় পাপী, অশুচি, শবসদৃশ) দৃশ্যতে (দৃষ্ট হয়), বঃ (তোমাদের মধ্যে) সঃ শ্রেষ্ঠঃ ইতি। ৭

উক্ত প্রাণগণ পিতা প্রজাপতির নিকট গিয়া বলিলেন, “হে ভগবন্, আমাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ?” তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, “তোমাদের মধ্যে

যে দেহ হইতে উৎক্রান্ত হইলে শরীরটি সর্বাধিক অশুচি বলিয়া মনে হইবে, সেই তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।" ৭

সা হ বাগুচ্চক্রাম সা সংবৎসরং প্রোষ্য পর্যেত্যোবাচ কথমশকতর্তে মজ্জীবিতুমিতি যথা কলা অবদন্তঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন পশ্যন্তশ্চক্ষুষা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ ধ্যায়ন্তো মনসৈবমিতি প্রবিবেশ হ বাক্ ॥ ৮

সা হ বাক্ (উক্ত বাক্) উৎ-চক্রাম (উৎক্রমণ করিলেন) ; সা সংবৎসরম্ (এক বৎসর) প্রোষ্য (প্রবাস করিয়া) পর্যেত্য (প্রত্যাবর্তন করিয়া) উবাচ—মৎ-[= মাম্] ঋতে (আমার অভাবে) কথম্ (কিরূপে) [তোমরা] জীবিতুম্ (বাঁচিতে) অশকত (পারিয়াছিলে) ? ইতি। [অপরেরা বলিলেন]—কলাঃ (মূকগণ) যথা (যেমন) অবদন্তঃ (কথা না বলিয়াও) প্রাণেন (নিঃশ্বাসাদিদ্বারা) প্রাণন্ত (জীবনক্রিয়া করিয়া), চক্ষুষা পশ্যন্তঃ (চক্ষুদ্বারা দর্শন করিয়া), শ্রোত্রেণ শৃণ্বন্তঃ (কর্ণের দ্বারা শ্রবণ করিয়া), মনসা ধ্যায়ন্তঃ (মনের দ্বারা চিন্তা করিয়া) [জীবিত থাকে] এবম্ (এইরূপ) [আমরা জীবিত ছিলাম]। ইতি [তখন] বাক্ [দেহমধ্যে] প্রবিবেশ হ (প্রবেশ করিলেন)। ৮

উক্ত বাক্ দেহ হইতে উৎক্রমণ করিলেন। তিনি এক বৎসর প্রবাসে থাকিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আমার অভাবে তোমরা কিরূপে জীবন্ কাটাইলে ?" (অপরেরা বলিলেন)—"মূকগণ যেমন কথা না বলিয়াও নিশ্বাসাদিদ্বারা জীবনধারণ করিয়া, চক্ষুর দ্বারা দেখিয়া, কর্ণদ্বারা শুনিয়া, মনের দ্বারা চিন্তা করিয়া (জীবিত থাকে), সেইরূপ।" বাক্ দেহে প্রবেশ করিলেন। ৮

চক্ষুর্হোচ্চক্রাম তৎ সংবৎসরং প্রোষ্য পর্যেত্যোবাচ কথমশকতর্তে মজ্জীবিতুমিতি যথাঽন্ধা অপশ্যন্তঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন

বদন্তো বাচা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ ধ্যায়ন্তো মনসৈবমিতি প্রবিবেশ হ চক্ষুঃ ॥ ৯

চক্ষু দেহ হইতে চলিয়া গেলেন। তিনি এক বৎসর প্রবাসে কাটাইয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আমার অভাবে তোমরা কিরূপে জীবন কাটাইলে?" (অপরেরা বলিলেন)—"অন্ধগণ যেমন না দেখিয়াও নিঃশ্বাসাদিদ্বারা জীবনধারণ করিয়া, বাকের দ্বারা কথা বলিয়া, কর্ণের দ্বারা শুনিয়া এবং মনের দ্বারা চিন্তা করিয়া (জীবিত থাকে), সেইরূপ।" চক্ষু দেহে প্রবেশ করিলেন। ৯

শ্রোত্রং হোচ্চক্রাম তৎ সংবৎসরং প্রোষ্য পর্যেত্যোবাচ কথমশকতর্তে মজ্জীবিতুমিতি যথা বধিরা অশৃণ্বন্তঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো বাচা পশ্যন্তশ্চক্ষুষা ধ্যায়ন্তো মনসৈবমিতি প্রবিবেশ হ শ্রোত্রম্ ॥ ১০

কর্ণ দেহ ছাড়িয়া গেলেন। তিনি এক বৎসর প্রবাসান্তে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আমার অভাবে তোমরা কিরূপে জীবিত ছিলে?" (অপরেরা বলিলেন)—"বধিরগণ যেমন না শুনিয়াও নিঃশ্বাসাদিদ্বারা জীবনধারণ করিয়া, বাকের দ্বারা কথা বলিয়া, চক্ষুর্দ্বারা দেখিয়া, মনের দ্বারা চিন্তা করিয়া (জীবিত থাকে), ঠিক তেমনি।" কর্ণ দেহে প্রবেশ করিলেন। ১০

মনো হোচ্চক্রাম তৎ সংবৎসরং প্রোষ্য পর্যেত্যোবাচ কথমশকতর্তে মজ্জীবিতুমিতি যথা বালা অমনসঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো বাচা পশ্যন্তশ্চক্ষুষা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণৈবমিতি প্রবিবেশ হ মনঃ ॥ ১১

মন দেহ ছাড়িয়া গেলেন। তিনি এক বৎসর প্রবাসান্তে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আমার অভাবে তোমরা কিরূপে জীবন কাটাইলে?" (অপরের বলিলেন)—"অমনা (অর্থাৎ যাহাদের মনোবৃত্তি পরিস্ফুট হয় নাই, এইরূপ) শিশুরা যেমন নিঃশ্বাসাদিদ্বারা জীবনধারণ করিয়া, বাকের দ্বারা কথা বলিয়া, চক্ষুর্দ্বারা দেখিয়া, কর্ণদ্বারা শুনিয়া (জীবিত থাকে), ঠিক সেইরূপ।" মন দেহে প্রবেশ করিলেন। ১১

অথ হ প্রাণ উচ্চিক্রমিষন্ স যথা সুহয়ঃ পড়্বীশশঙ্কূন্ সঙ্খিদেদেবমিতরান্ প্রাণান্ সমখিদৎ তং হাভিসমেত্যোচুর্ভগবন্নেধি ত্বং নঃ শ্রেষ্ঠোঽসি মোৎক্রমীরিতি ॥ ১২

অথ হ (অনন্তর) সঃ প্রাণঃ (উক্ত মুখ্যপ্রাণ) উচ্চিক্রমিষন্ (দেহত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়া) সুহয়ঃ (উত্তম অশ্ব) যথা (যেমন) পড়্বীশ-শঙ্কূন্ (পাদবন্ধন খুঁটিসকল) সংখিদেৎ (উৎপাটিত করে) এবম্ (এইরূপ) ইতরান্ প্রাণান্ (অপর প্রাণবৃন্দকে) সমখিদৎ (উৎপাটিত করিলেন)। [আকর্ষণবশতঃ প্রাণবৃন্দ] তম্ অভিসমেত্য হ (তাঁহার অভিমুখে আসিয়া) উচুঃ (বলিলেন)—ভগবন্, এধি ([আমাদের] প্রভু হউন); ত্বম্ (আপনি) নঃ (আমাদের মধ্যে) শ্রেষ্ঠঃ অসি (সর্বোত্তম); মা উৎক্রমীঃ (দেহ ছাড়িয়া যাইবেন না) ইতি। ১২

(কশাঘাতপ্রাপ্ত) উত্তম অশ্ব যেমন পাদবন্ধন-কীলকসমূহ উৎপাটিত করে, উক্ত মুখ্যপ্রাণও তেমনি দেহ ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছুক হইয়া অপর প্রাণগণকে উৎপাটিত করিলেন। (তখন) তদভিমুখে সমাগত হইয়া তাঁহারা বলিলেন, "হে ভগবন, আপনি আমাদের প্রভু হউন, আপনিই আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; আপনি দেহ ছাড়িয়া যাইবেন না।" ১২

অথ হৈনং বাগুবাচ যদহং বসিষ্ঠোঽস্মি ত্বং তদ্বসিষ্ঠোঽসীত্যথ হৈনং চক্ষুরুবাচ যদহং প্রতিষ্ঠাঽস্মি ত্বং তৎপ্রতিষ্ঠাঽসীতি ॥ ১৩

অথ হ বাক্ এনম্ (ইঁহাকে, প্রাণকে) উবাচ (বলিলেন)—অহম্ যৎ (যেরূপে) বসিষ্ঠঃ (বসিষ্ঠত্বগুণবান্) অস্মি (আছি), [বস্তুতঃ] ত্বম্ (আপনিই) তৎ বসিষ্ঠঃ (সেই বসিষ্ঠত্বগুণের দ্বারা বসিষ্ঠ) ইতি, [অথবা—আমি যে-বসিষ্ঠ হইয়াছি, ত্বম্ (আপনিই) তৎ-বসিষ্ঠঃ অসি (সেইরূপে বসিষ্ঠত্বগুণে গুণবান্)], [আপনার বসিষ্ঠত্বকে আমি অজ্ঞানবশতঃ নিজের বলিয়া দাবি করিয়াছি]। অথ হ এনম্ চক্ষুঃ উবাচ—অহম্ যৎ—প্রতিষ্ঠা, অস্মি, ত্বম্ তৎ-প্রতিষ্ঠা অসি ইতি। ১৩

অনন্তর বাক্ ইঁহাকে বলিলেন, "আমার যে বসিষ্ঠত্বগুণ হইয়াছে, আপনিই সেই বসিষ্ঠত্বগুণে ভূষিত (অর্থাৎ আমার বসিষ্ঠত্ব আপনারই কৃত)।" অনন্তর চক্ষু ইঁহাকে বলিলেন, "আমার যে প্রতিষ্ঠাত্বগুণ, আপনিই সেই প্রতিষ্ঠাত্বগুণে ভূষিত।" ১৩

অথ হৈনং শ্রোত্রমুবাচ যদহং সম্পদস্মি ত্বং তৎসম্পদসীত্যথ
হৈনং মন উবাচ যদহমায়তনমস্মি ত্বং তদায়তনমসীতি ॥ ১৪

অনন্তর শ্রোত্র ইঁহাকে বলিলেন, "আমার যে সম্পদ্‌গুণ, আপনিই সেই সম্পদ্‌গুণে ভূষিত।" অনন্তর মন ইঁহাকে বলিলেন, "আমার যে আয়তনগুণ, আপনিই সেই আয়তনগুণে ভূষিত। ১৪

ন বৈ বাচো ন চক্ষূংষি ন শ্রোত্রাণি ন মনাংসীত্যাচক্ষতে
প্রাণা ইত্যেবাচক্ষতে প্রাণো হ্যেবৈতানি সর্বাণি ভবতি ॥ ১৫

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য প্রথমখণ্ডঃ ॥

[লোকে ইন্দ্রিয়বর্গকে] বাচঃ ইতি ("বাক্‌বৃন্দ" এইরূপে) ন বৈ আচক্ষতে (বলে না), চক্ষূংষি (চক্ষুসকল) ন, শ্রোত্রাণি (শ্রোত্রসকল) ন, মনাংসি (মনসকল) ন; প্রাণাঃ ইতি এব ("প্রাণবৃন্দ" এইরূপেই) আচক্ষতে—হি (কারণ) প্রাণঃ এব (প্রাণই) এতানি সর্বাণি (এই সকল) ভবতি (হন)। ১৫

লোকে ইন্দ্রিয়বর্গকে বাক্ বলে না, চক্ষু বলে না, কর্ণ বলে না, মন বলে না,[১] কিন্তু প্রাণবৃন্দ-নামেই তাহাদিগকে অভিহিত করে,—কারণ প্রাণই এই সমস্ত হইয়াছেন।[২] ১৫

---

[১] ইন্দ্রিয়বর্গ বাগাদির অধীন হইলে তাহাদিগকে বাগাদি নামে উল্লেখ করিত।

[২] প্রাণদেবতা, অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ,—অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈব—এই ত্রিবিধরূপে বর্তমান আছেন। তিনিই দিক্, বায়ু, সূর্য, বরুণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়রূপে শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা ; অগ্নি, ইন্দ্র, বিষ্ণু, মিত্র ও প্রজাপতিরূপে বাক্, হস্ত, পদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা ; চন্দ্ররূপে মনের দেবতা। ইহাই প্রাণদেবতার অধিদৈব ও অধ্যাত্ম (=শরীরে) রূপ—তিনিই দেবতা এবং তিনিই ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়মার্গে যে বিষয়গুলি গৃহীত হয়, সেই বিষয়গুলিই প্রাণদেবতার অধিভূত =ভূতমধ্যে) রূপ। এখানে ইহাই বিহিত হইল—"আমি বাগাদির প্রভু ও শ্রেষ্ঠত্বাদি গুণসম্পন্ন প্রাণ"—এইরূপ ধ্যান করিবে।

পঞ্চমাধ্যায়—দ্বিতীয় খণ্ড

(প্রাণোপাসনার অঙ্গ, অন্ন-বাস-দৃষ্টি)

স হোবাচ কিং মেঽন্নং ভবিষ্যতীতি যৎ কিঞ্চিদিদমাশ্বভ্য আশকুনিভ্য ইতি হোচুস্তদ্বা এতদনস্যান্নমনো হ বৈ নাম প্রত্যক্ষং ন হ বা এবংবিদি কিঞ্চনানন্নং ভবতীতি ॥ ১

[প্রাণবিদ্যার অঙ্গরূপে অন্নদৃষ্টি বিহিত হইতেছে]—সঃ (উক্ত মুখ্যপ্রাণ) উবাচ হ—মে (আমার) অন্নম্ (ভক্ষ্য) কিম্ (কি) ভবিষ্যতি (হইবে) ইতি। আশ্বভ্যঃ (কুক্কুরের সহিত) আশকুনিভ্যঃ (শকুনির সহিত) [সর্বপ্রাণীর] যৎ কিম্ চ ইদম্ (এই যাহা কিছু [ভক্ষ্য আছে]) ইতি উচুঃ হ। [শ্রুতি বলিতেছেন]—তৎ এতৎ বৈ (উক্ত

এই সমস্ত, যাহা কিছু সর্বপ্রাণীর ভক্ষ্য তাহা) অনস্থ (প্রাণের) অন্নম্ [অর্থাৎ প্রাণেরই দ্বারা তাহা ভক্ষিত হয়]। অনঃ হ বৈ নাম প্রত্যক্ষম্ (অন এই [প্রাণবাচক শব্দ-] টি [প্রাণের] সাক্ষাৎ নাম)। এবং-বিদি (যিনি এইরূপ—অর্থাৎ আপনাকে সর্বভূতে অবস্থিত ও সকল অন্নের ভক্ষক প্রাণ বলিয়া—জানেন, তাঁহার নিকট) কিম্ চন ([প্রাণিগণের অন্নভূত] কিছুই) অনন্নম্ (অন্নাতীত) ন ভবতি (হয় না) [অর্থাৎ সমস্তই তাঁহার অন্ন হয়]। [বৃঃ ১।৩।১৮] ইতি। ১

উক্ত মুখ্যপ্রাণ বলিলেন, "আমার অন্ন কি হইবে ?" (ইন্দ্রিয়গণ বলিলেন)—"কুক্কুর ও শকুনি প্রভৃতি সকল জীবের যাহা কিছু অন্ন আছে।" যাহা কিছু ভক্ষিত হয়, সমস্তই অনের অন্ন ; অন এই শব্দটি (প্রাণের) সাক্ষাৎ নাম। যিনি এইরূপ জানেন, তাঁহার নিকট কোনও অন্নই অনন্ন হয় না।[১] ১

[১] ১। অন্ ধাতুর অর্থ চেষ্টা। প্রাণ ক্রিয়াত্মক, সুতরাং উক্ত ধাতু হইতে নিষ্পন্ন অন শব্দটি প্রাণের সাক্ষাৎ নাম। অন শব্দের পূর্বে প্র প্রভৃতি উপসর্গ বসাইয়া অনের বিভিন্ন চেষ্টা বর্ণিত হয় ; যথা—প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান, উদান। এখানে ইহাই বিহিত হইল—"সমস্তই প্রাণের অন্ন এবং প্রাণ সকলের অত্তা বা ভক্ষক" এই দৃষ্টি-অবলম্বনে প্রাণের উপাসনা করিতে হইবে (৫।১।১৫ টীকা দ্রঃ)। উক্ত উপাসক সর্বাত্মা হইয়া সকল অন্ন আহার করেন।

স হোবাচ কিং মে বাসো ভবিষ্যতীত্যাপ ইতি হোচুস্তস্মাদ্বা এতদশিষ্যন্তঃ পুরস্তাচ্চোপরিষ্টাচ্চাদ্ভিঃ পরিদধতি লম্ভুকো হ বাসো ভবত্যনগ্নো হ ভবতি ॥ ২

[প্রাণবিদ্যার অঙ্গরূপে প্রাণের বস্ত্রদৃষ্টি বিহিত হইতেছে]—সঃ উবাচ হ—কিম্ মে বাসঃ (পরিধান, আচ্ছাদন) ভবিষ্যতি ইতি। আপঃ (জল) ইতি উচুঃ হ। তস্মাৎ বৈ (এই জন্যই) অশিষ্যন্তঃ (ভোজনকারীরা) এতৎ (ইহা করেন)—পুরস্তাৎ ([ভোজনের] পূর্বে) উপরিষ্টাৎ চ (এবং [ভোজনের] পরে) অদ্ভিঃ (জলের দ্বারা) পরিদধতি ([প্রাণের]

পরিধানের ব্যবস্থা করেন)। [এবং-বিদ্] বাসঃ [বাসস্ শব্দের দ্বিতীয়ার একবচন] লম্ভুকঃ হ (পরিধানের লব্ধা) ভবতি (হন), অনগ্নঃ হ (নগ্নতাহীন, উত্তরীয়যুক্ত) ভবতি। ২

মুখ্যপ্রাণ বলিলেন, "আমার আচ্ছাদন কি হইবে?" (তাঁহারা) বলিলেন, "জল।" এই জন্য ভোজননিরত ব্যক্তিরা এইরূপ করেন যে, তাঁহারা (ভোজনের) পূর্বে ও পরে জলের দ্বারা (আচমন করিয়া প্রাণের) আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করেন।[1] (যিনি এইরূপ জানেন, তিনি) পরিধান লাভ করেন এবং উত্তরীয় লাভ করেন। ২

[1] শুদ্ধির জন্য শাস্ত্রে যে আচমনদ্বয় বিহিত হইয়াছে, তাহাতে প্রাণের পরিধেয় ও উত্তরীয়ের দৃষ্টি আরোপ করিয়া প্রাণের উপাসনা করিবে।

তদ্ধৈতৎ সত্যকামো জাবালো গোশ্রুতয়ে বৈয়াঘ্রপদ্যায়োক্ত্বোবাচ যদ্যপ্যেনচ্ছুষ্কায় স্থাণবে ব্রূয়াজ্জায়েরন্নেবাস্মিঞ্ছাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি ॥ ৩

তৎ হ এতৎ (উক্ত এই প্রাণবিজ্ঞানটি) সত্যকামঃ জাবালঃ বৈয়াঘ্রপদ্যায় (ব্যাঘ্রপদের পুত্র) গোশ্রুতয়ে (গোশ্রুতিকে) উক্ত্বা (বলিয়া) উবাচ—শুষ্কায় (নীরস) স্থাণবে অপি (বৃক্ষকাণ্ডকেও) যদি এনৎ (ইহা) ব্রূয়াৎ ([কেহ] বলে) [তবে] অস্মিন্ (ঐ কাণ্ডে) শাখাঃ (শাখাসকল) জায়েরন্ এব (অবশ্যই উদ্গত হইবে), পলাশানি (পত্রসমূহ) প্ররোহেয়ুঃ (প্রাদুর্ভূত হইবে) ইতি। [বৃঃ ৬।৩।১২]। ৩

সত্যকাম জাবাল ব্যাঘ্রপদের পুত্র গোশ্রুতিকে এই প্রাণোপাসনা উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, "নীরস বৃক্ষকাণ্ডকেও যদি কেহ এই উপদেশ দেয়, তবে উহাতে শাখা উদ্গত হইবে এবং পত্ররাশি আবির্ভূত হইবে।" ৩

অথ যদি মহজ্জিগমিষেদমাবাস্যায়াং দীক্ষিত্বা পৌর্ণমাস্যাং রাত্রৌ সর্বৌষধস্য মন্থং দধিমধুনোরুপমথ্য জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় স্বাহেত্যগ্নাবাজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতমবনয়েৎ ॥ ৪

[যিনি প্রাণবিজ্ঞানবিদ্, তাঁহার পক্ষে করণীয় একটি কর্মের উপদেশ প্রদত্ত হইতেছে]— অথ (অনন্তর, প্রাণবিদ্যার পর) যদি মহৎ জিগমিষেৎ (মহত্ত্ব পাইতে ইচ্ছা করেন) [তবে] অমাবাস্যায়াম্ (অমাবস্যা তিথিতে) দীক্ষিত্বা (দীক্ষিতের ন্যায় আচারযুক্ত হইয়া ; ভূমিতে শয়ন, সত্যবচন, ব্রহ্মচর্য, দুগ্ধমাত্র পান প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া) পৌর্ণমাস্যাম্ রাত্রৌ (পূর্ণিমারাত্রে) সর্ব-ঔষধস্য ([যথাসাধ্য] গ্রাম্য ও আরণ্য সর্বপ্রকার ওষুধির) [বীজ হইতে কৃত অপক্ব] মন্থম্ (পিষ্টকমণ্ডকে) দধিমধুনোঃ (দধি ও মধুর [উডুম্বর কাষ্ঠের নির্মিত কংসাকার বা চমসাকার] পাত্রে) উপমথ্য (মর্দন করিয়া) [সম্মুখে স্থাপনপূর্বক] জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় স্বাহা ইতি ("জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠকে স্বাহা" এই মন্ত্রে) অগ্নৌ ([আবসত্য, গৃহ্য বা স্মার্ত] অগ্নিতে) আজ্যস্য (আজ্যের স্থানে, আবাপস্থানে) হুত্বা (আহুতি দিয়া) সম্পাতম্ ([চমসাকার যে পাত্রের দ্বারা আহুতি দেওয়া হয় সেই] স্রুবে সংলগ্ন অংশকে) মন্থে (মন্থনামক পাত্রে) অবনয়েৎ (নিক্ষেপ করিবেন)। [বৃঃ ৬।৩।১-৩] ৪

অনন্তর (সেই প্রাণদর্শনবিদ্) যদি মহত্ত্বলাভের বাসনা করেন[1], তবে অমাবস্যায় দীক্ষিতের উপযুক্ত আচরণ গ্রহণ করিয়া পূর্ণিমারাত্রে সর্বপ্রকার ওষধির (বীজনির্মিত) মণ্ডকে দধি ও মধুর পাত্রে (দধি ও মধুর সহিত) উপমর্দন করিয়া "জ্যেষ্ঠকে ও শ্রেষ্ঠকে স্বাহা" এই মন্ত্রে অগ্নির আজ্যপ্রদানস্থলে আহুতি দিবেন এবং স্রুবসংলগ্ন অংশ মন্থে নিক্ষেপ করিবেন। ৫

---

[1] এই কর্মটি বিষয়ভোগকামীর জন্য বিহিত হয় নাই ; কিন্তু যিনি মহত্ত্বলাভের ফলে শ্রী এবং তাহার ফলে অর্থ লাভ করিয়া শাস্ত্রীয় কর্মসম্পাদনপূর্বক দেবযান বা পিতৃযান মার্গ লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারই জন্য।

বসিষ্ঠায় স্বাহেত্যগ্নাবাজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতমবনয়েৎ প্রতিষ্ঠায়ৈ স্বাহেত্যগ্নাবাজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতমবনয়েৎ সম্পদে স্বাহেত্যগ্নাবাজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতমবনয়েদায়তনায় স্বাহেত্যগ্নাবাজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতমবনয়েৎ ॥ ৫

"বসিষ্ঠকে স্বাহা" এই মন্ত্রে আজ্যনিক্ষেপস্থলে অগ্নিতে আহুতি দিয়া

স্রুবসংলগ্ন অংশ মন্থে নিক্ষেপ করিবেন। "প্রতিষ্ঠাকে স্বাহা" এই মন্ত্রে আজ্যপ্রদানস্থানে অগ্নিতে আহুতি দিয়া স্রুবসংলগ্ন অংশ মন্থে নিক্ষেপ করিবেন। "সম্পদ্‌কে স্বাহা" এই মন্ত্রে আজ্যনিক্ষেপস্থলে অগ্নিতে আহুতি দিয়া স্রুবসংলগ্ন অংশ মন্থে স্থাপন করিবেন। "আয়তনকে স্বাহা" এই মন্ত্রে আজ্যপ্রদানস্থানে অগ্নিতে আহুতি দিয়া স্রুবসংলগ্ন অংশ মন্থে নিক্ষেপ করিবেন। ৫

অথ প্রতিসৃপ্যাঞ্জলৌ মন্থমাধায় জপত্যমো নামাস্যমা হি তে সর্বমিদং স হি জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠো রাজাহ্ধিপতিঃ স মা জ্যৈষ্ঠ্যং শ্রৈষ্ঠ্যং রাজ্যমাধিপত্যং গময়ত্বহমেবেদং সর্বমসানীতি ॥ ৬

অথ (অনন্তর) প্রতিসৃপ্য ([অগ্নি হইতে একটু দূরে] সরিয়া গিয়া) অঞ্জলৌ (অঞ্জলিতে) মন্থম্ আধায় (মন্থ গ্রহণ করিয়া) জপতি (জপ করিবেন)—অমঃ নামা অসি (তুমি অম এই নামধারী), হি (কারণ) [প্রাণরূপী] তে (তোমার) অমা (সহিত) ইদম্ সর্বম্ (এই সমস্ত জগৎ) [বিদ্যমান]; স হি (প্রাণরূপী তুমি মন্থই) জ্যেষ্ঠঃ, শ্রেষ্ঠঃ, রাজা (দীপ্তিমান্), অধিপতিঃ (অধিষ্ঠিত থাকিয়া পালক); সঃ (উক্ত প্রাণরূপী মন্থ তুমি) মা (আমাকে) জ্যৈষ্ঠ্যম্ (জ্যেষ্ঠত্ব), শ্রৈষ্ঠ্যম্ (শ্রেষ্ঠত্ব), রাজ্যম্ (দীপ্তি), আধিপত্যম্ গময়তু (প্রাপ্ত করাও); অহম্ এব (আমিই) [প্রাণের ন্যায়] ইদম্ সর্বম্ অসানি (হইতে ইচ্ছা করি) ইতি। ৬

অনন্তর একটু দূরে সরিয়া অঞ্জলিতে মন্থটি গ্রহণপূর্বক (এই মন্ত্র) জপ করিবেন—"আপনি 'অম'[1] এই নামধারী, কারণ নিখিল জগৎ (প্রাণরূপী) আপনার সাহচর্যে বিদ্যমান; উক্ত আপনিই জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, দীপ্তিমান ও অধিপতি; উক্ত আপনি আমাকে জ্যেষ্ঠত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, দীপ্তি ও আধিপত্য প্রাপ্ত করান; আমি (প্রাণেরই ন্যায়) সর্বাত্মক হইতে চাই।" ৬

---

[1] প্রাণের একটি নাম "অম"। অন্নসহায়েই প্রাণ দেহে বিদ্যমান থাকে; সুতরাং

প্রাণের অন্নস্থানীয় মন্থকে (অর্থাৎ মন্থস্থ হুতাবশেষ মণ্ডকে) অন্ন বা প্রাণ বলিয়া স্তব করা হইতেছে।

অথ খল্বেতয়র্চা পচ্ছ আচামতি তৎসবিতুর্বৃণীমহ ইত্যাচামতি বয়ং দেবস্য ভোজনমিত্যাচামতি শ্রেষ্ঠং সর্বধাতমমিত্যাচামতি তুরং ভগস্য ধীমহীতি সর্বং পিবতি নির্ণিজ্য কংসং চমসং বা পশ্চাদগ্নেঃ সংবিশতি চর্মণি বা স্থণ্ডিলে বা বাচংযমোঽপ্রসাহঃ স যদি স্ত্রিয়ং পশ্যেৎ সমৃদ্ধং কর্মেতি বিদ্যাৎ ॥ ৭

অথ খলু (অনন্তর) এতয়া ঋচা পচ্ছঃ (এই ঋক্‌মন্ত্রের প্রতিচরণের দ্বারা) আচামতি (আচমন করিবেন, ভক্ষণ করিবেন) [অর্থাৎ ঋকের এক এক চরণ উচ্চারণ করিয়া এক এক গ্রাস মন্থ ভক্ষণ করিবেন]—বয়ম্ (আমরা) দেবস্য (জ্যোতিঃস্বরূপ) সবিতুঃ ([প্রাণাত্মক] সবিতার, জগৎপ্রসবিতার) তৎ (সেই) শ্রেষ্ঠম্ (সর্বোত্তম) তুরম্ (=ত্বরম্, তূর্ণম্, শীঘ্র), সর্ব-ধাতমম্ (সমস্ত জগতে শ্রেষ্ঠ ধারণকারী বা বিধাতৃস্বরূপ) ভোজনম্ ([মন্থরূপ] অন্ন) বৃণীমহে (প্রার্থনা করি) ; [উক্ত পবিত্র অন্ন ভোজনপূর্বক শুদ্ধচিত্ত হইয়া আমরা] ভগস্য (ভগদেবতার, সবিতার) [স্বরূপ] ধীমহি (চিন্তা করি), [অথবা—ভগস্য=শ্রীর কারণীভূত মহত্ত্ব (যে মহত্ত্বের জন্য আমরা কর্ম করিয়াছি, তাহা) ধীমহি (চিন্তা করি)]। [অন্বয়ের সুবিধার জন্য ঋক্‌টির অর্থ একসঙ্গে করা হইল]। ইতি আচামতি (এই বলিয়া, এই অংশ উচ্চারণ করিয়া [মন্থ] ভক্ষণ করিবেন)। ইতি কংসম্ চমসম্ বা (কংসাকার বা চমসাকার [উডুম্বরকাষ্ঠনির্মিত] পাত্র) নির্ণিজ্য (প্রক্ষালন করিয়া) সর্বম্ (সমস্ত) পিবতি (পান করিবেন)। [অনন্তর] বাচং-যমঃ (সংযতবাক্), অপ্রসাহঃ (সংযতচিত্ত হইয়া) অগ্নেঃ পশ্চাৎ (অগ্নির পশ্চাদ্ভাগে), চর্মণি বা স্থণ্ডিলে বা (চর্মের উপরে বা ভূমিতে) সংবিশতি (শয়ন করিবেন)। সঃ (তিনি) যদি [স্বপ্নে] স্ত্রিয়ম্ (স্ত্রীলোক) পশ্যেৎ (দর্শন করেন) [তবে] কর্ম (কর্ম) সমৃদ্ধম্ (সফল হইয়াছে) ইতি (ইহা) বিদ্যাৎ (জানিবেন)। ৭

অনন্তর এই ঋক্‌মন্ত্রের[১] প্রতি পদ উচ্চারণ করিয়া (মন্থ) ভক্ষণ করিবেন—"তৎ দেবস্য বৃণীমহে" এই বলিয়া এক গ্রাস ভক্ষণ করিবেন ;

"বয়ং দেবস্য ভোজনম্" এই বলিয়া ভক্ষণ করিবেন ; "শ্রেষ্ঠং সর্বধাতমম্" এই বলিয়া ভক্ষণ করিবেন ; "তুরং ভগস্য ধীমহি" এই বলিয়া কংসাকার বা চমসাকার পাত্রটি ধৌত করিয়া সমস্ত পান করিবেন। (অনন্তর) সংযতবাক্ ও সংযতচিত্ত হইয়া অগ্নির পশ্চাদ্ভাগে চর্মের উপর বা ভূমিতে শয়ন করিবেন। তিনি যদি স্বপ্নে স্ত্রীদর্শন করেন, তবে মনে করিবেন যে, কর্ম সফল হইয়াছে। ৭

১। এই ঋক্‌টির (ঋগ্বেদ ৫।৮২।১) পূর্ণ অর্থ এই—"জ্যোতিঃস্বরূপ সবিতার যে অন্নটি শ্রেষ্ঠ ও নিমেষে সমস্ত জগতের বিধান করে, আমরা তাহা প্রার্থনা করি (তাহা ভোজন করিয়া আমরা সবিতার স্বরূপ প্রাপ্ত হইতে পারিব)। আমরা ভগদেবের স্বরূপ চিন্তা করি।"

তদেষ শ্লোকো—

যদা কর্মসু কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি।
সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াৎ তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে।
তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে ॥ ৮

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়খণ্ডঃ ॥

তৎ (উক্ত বিষয়ে) এষঃ শ্লোকঃ (এই শ্লোক আছে)—কাম্যেষু কর্মসু (ফলকামনায় কৃত কর্মসমূহের মধ্যে) যদা ('যখন) স্বপ্নেষু (স্বপ্নমধ্যে) স্ত্রিয়ম্ পশ্যতি (স্ত্রীদর্শন করে) তত্র (তখন) তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে (সেই স্ত্রীদর্শনরূপ স্বপ্ন হইলে) সমৃদ্ধিম্ (কর্মের সাফল্য) জানীয়াৎ (জানিবে)। [কর্মের সমাপ্তিসূচক পুনরুক্তি]। ৮

উক্ত বিষয়ে এই মন্ত্র আছে—"কাম্য কর্মসকলের অনুষ্ঠানকালে যখন স্বপ্নে স্ত্রীদর্শন হইবে, তখন ঐ স্বপ্নদর্শনের ফলে কর্ম সফল হইবে—ইহা জানিবে।" ৮

পঞ্চমাধ্যায়—তৃতীয় খণ্ড

(শ্বেতকেতু-প্রবাহণ-সংবাদ)

শ্বেতকেতুর্হারুণেয়ঃ পঞ্চালানাং সমিতিমেয়ায় তং হ প্রবাহণো জৈবলিরুবাচ কুমারানু ত্বাঽশিষৎ পিতেত্যনু হি ভগব ইতি ॥ ১

[ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্যন্ত সংসারগতি-বর্ণনার ফলে মুমুক্ষুগণের মনে বৈরাগ্যের উদয় হয় : এই উদ্দেশ্যে আখ্যায়িকা অবলম্বনে সংসারগতি বর্ণিত হইবে]—আরুণেয়ঃ (অরুণের পৌত্র) শ্বেতকেতুঃ হ [ঐতিহ্যে] পঞ্চালানাম্ (পঞ্চালজনপদসকলের) সমিতিম্ (সভায়) ইয়ায় (আসিলেন)। তম্ হ (তাঁহাকে) জৈবলিঃ (জীবলপুত্র) প্রবাহণঃ উবাচ—কুমার, ত্বা (তোমাকে) পিতা অনু অশিষৎ নু (উপদেশ দিয়াছেন তো) ? ইতি। ভগবঃ, [আমি] অনু হি (অনুশিষ্ট হইয়াছি) ইতি [বৃঃ ৬।২।১-১৬]। ১

একদা শ্বেতকেতু আরুণেয় পঞ্চালজনপদের সভায় উপস্থিত হইলেন। প্রবাহণ জৈবলি তাঁহাকে বলিলেন, "হে কুমার, তোমাকে (তোমার) পিতা উপদেশ দিয়াছেন তো?" (শ্বেতকেতু বলিলেন)—"হে ভগবন্, দিয়াছেন।" ১

বেত্থ যদিতোঽধি প্রজাঃ প্রয়ন্তীতি ন ভগব ইতি বেত্থ যথা পুনরাবর্তন্ত৩ ইতি ন ভগব ইতি বেত্থ পথোর্দেবযানস্য পিতৃযাণস্য চ ব্যাবর্তনা৩ ইতি ন ভগব ইতি ॥ ২

[প্রবাহণ]—প্রজাঃ (প্রাণীরা) ইতঃ (এই লোক হইতে) অধি (ঊর্ধ্বে) যৎ (যেখানে) প্রয়ন্তি (গমন করে) [তাহা] বেত্থ (জান কি) ? ইতি। [শ্বেতকেতু]—ন ভগবঃ ইতি। [প্রবাহণ]—যথা (যেরূপে) পুনঃ আবর্তন্তে (প্রত্যাবর্তন করে) [তাহা] বেত্থ ? ইতি। ([শ্বেতকেতু]—ন ভগবঃ ইতি। (দেবযানস্য পিতৃযাণস্য চ পথোঃ (দেবযান ও পিতৃযান এই মার্গদ্বয়ের) ব্যাবর্তনা (পরস্পরের বিচ্ছেদ) বেত্থ ইতি। [শ্বেতকেতু]—ন ভগবঃ ইতি। ২

"প্রাণিগণ এই লোক হইতে ঊর্ধ্বে কোথায় গমন করে, (তাহা) জান

কি ?” “না, ভগবন্ !” “কিরূপে তাহারা প্রত্যাবর্তন করে, জান কি ?” “না, ভগবন্ !” “দেবযান ও পিতৃযান নামক মার্গদ্বয় কোথায় পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, জান কি ?” “না, ভগবন্ !”[১] ২

[১] মূলে প্লুতি বুঝাইবার জন্য ৩ ব্যবহৃত হইয়াছে। উত্তর ও দক্ষিণপথে গমনকারী বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্‌সকল কিয়দ্দূর একসঙ্গে যাইয়া পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হন। (৫।১০।৩, টীকা দ্রঃ)।

বেত্থ যথাঽসৌ লোকো ন সম্পূর্যত৩ ইতি ন ভগব ইতি বেত্থ যথা পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তীতি নৈব ভগব ইতি ॥ ৩

[প্রবাহণ]—অসৌ লোকঃ (পরলোক, চন্দ্রলোক) যথা (যে কারণে) ন সম্পূর্যতে (পরিপূর্ণ হয় না) [তাহা] বেত্থ ইতি। [শ্বেতকেতু] ন ভগবঃ ইতি। [প্রবাহণ] পঞ্চম্যাম্ আহুতৌ (পঞ্চম আহুতি প্রদত্ত হইলে) যথা (যেরূপে) আপঃ (জল, অপূর্ব, অদৃষ্ট অথবা তরল আহুতিসকল) পুরুষবচসঃ (পুরুষশব্দবাচ্য) ভবন্তি (হয়), বেত্থ ইতি। [শ্বেতকেতু]—ন এব ভগবঃ ইতি। ৩

“চন্দ্রলোক কেন পরিপূর্ণ হয় না, (তাহা) জান কি ?” “না, মহাশয় !” “পঞ্চম[১] আহুতি প্রদত্ত হইলে কিরূপে তরল আহুতিসমূহ (বা অপূর্ব) পুরুষপদ-বাচ্য হয়, (তাহা) জান কি ?” “না, মহাশয়, মোটেই না।” ৩

[১] শ্রদ্ধা, সোম, বৃষ্টি ও অন্নের পরবর্তী রেতঃ। ৫।৪-৯ দ্রঃ।

অথানু কিমনুশিষ্টোঽবোচথা যো হীমানি ন বিদ্যাৎ কথং সোঽনুশিষ্টো ব্রুবীতেতি স হায়স্তঃ পিতুরর্ধমেয়ায় তং হোবাচাননুশিষ্য বাব কিল মা ভগবানব্রুবীদনু ত্বাঽশিষমিতি ॥ ৪

[প্রবাহণ] অথ (তবে, এইরূপ অবস্থায়) কিম্ অনু (কেন) অনুশিষ্টঃ ([আমি]

উপদিষ্ট হইয়াছি) [ইহা] আবোচথাঃ (বলিলে) ? যঃ হি (যে) [আমার জিজ্ঞাসিত] ইমানি (এই বিষয়গুলি) ন বিদ্যাৎ (জানে না), সঃ (সে) কথম্ (কিরূপে) ব্রূবীত (বলিতে পারে)—"অনুশিষ্টঃ" ইতি। সঃ হ (উক্ত শ্বেতকেতু) আয়স্তঃ (মনঃক্ষুণ্ণ) [হইয়া] পিতুঃ অর্ধম্ (পিতার নিকটে) এয়ায় (আসিলেন) ; তম্ (তাঁহাকে, পিতাকে) উবাচ হ—মা (আমাকে) অননুশিষ্য বাব ([সমুচিত] উপদেশ না দিয়াই) ভগবান্ (মহাশয়) অব্রবীৎ (বলিয়াছিলেন)—"ত্বা (তোমাকে) অনু-অশিষম্ (উপদেশ দিলাম)" ইতি। ৪

(প্রবাহণ)—"তবে তুমি কেন বলিলে, 'আমি উপদিষ্ট হইয়াছি' ? যে এই বিষয়গুলি জানে না, সে কিরূপে বলিতে পারে, 'আমি উপদিষ্ট হইয়াছি' ?" শ্বেতকেতু মনোবেদনা প্রাপ্ত হইয়া পিতার নিকট আসিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি আমায় (সমুচিত) উপদেশ না দিয়াই বলিয়াছিলেন, 'তোমায় উপদেশ দিলাম'।" ৪

পঞ্চ মা রাজন্যবন্ধুঃ প্রশ্নানপ্রাক্ষীৎ তেষাং নৈকঞ্চনাশকং বিবক্তুমিতি স হোবাচ যথা মা ত্বং তদৈতানবদো যথাহহমেষাং নৈকঞ্চন বেদ যদ্যহমিমানবেদিষ্যং কথং তে নাবক্ষ্যমিতি ॥ ৫

রাজন্যবন্ধুঃ (যে আপনাকে ক্ষত্রিয়গণের বন্ধু বা স্বজাতীয় বলিয়া পরিচয় দেয়, অথচ নিজে দুর্বৃত্ত, সে) মা পঞ্চ প্রশ্নান্ (পাঁচটি প্রশ্ন) অপ্রাক্ষীৎ (জিজ্ঞাসা করিয়াছিল) ; তেষাম্ (তাহাদের) একম্ চন (একটিও) বিবক্তুম্ (বলিতে) ন অশকম্ (পারি নাই) ইতি। সঃ (পিতা) উবাচ হ—ত্বম্ (তুমি) তদা (তখনই, রাজার নিকট হইতে আসিয়াই) এতান্ (এই প্রশ্নগুলি) যথা (যে ভাবে, অর্থাৎ তাহাদের উত্তর জান না বলিয়া) মা (আমায়) অবদঃ (বলিলে) [তাহা হইতেই বুঝিতে পারিবে যে], যথা (যেরূপ ভাবে, অর্থাৎ তুমিও যেরূপ জান না, সেইরূপ) অহম্ (আমিও) এষাম্ (ইহাদের) একম্ চন (একটিও) ন বেদ (জানি না)। যদি অহম্ ইমান্ (এইগুলি) অবেদিষ্যম্ (জানিতাম) কথম্ (কেন) তে (তোমায়) ন অবক্ষ্যম্ (না বলিতাম) ? ইতি। ৫

(শ্বেতকেতু)—"রাজন্যবন্ধু আমায় পাঁচটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল

আমি তাহাদের একটিরও উত্তর দিতে পারি নাই।" পিতা বলিলেন, "রাজার নিকট হইতে আসিয়াই তুমি যে ভাবে (অর্থাৎ উত্তর জান না বলিয়া) উক্ত প্রশ্নগুলি আমায় বলিলে, (তাহা) আমিও যেরূপ ইহাদের একটিও জানি না, (তদনুরূপই বটে ; অর্থাৎ তুমি যেমন জান না, আমিও তেমনি জানি না)।[১] যদি আমি এইগুলি জানিতাম তবে কেন তোমায় উপদেশ না দিতাম ?" ৫

[১] ১। তুমি আমার প্রিয় পুত্র ; তোমায় অদেয় আমার কিছুই নাই। তোমায় যখন আমি এই বিদ্যা দান করি নাই; তখন সহজেই বুঝিতে পারিবে যে, আমিও এই বিষয়ে অজ্ঞ।

স হ গৌতমো রাজ্ঞোঽর্ধমেয়ায় তস্মৈ হ প্রাপ্তায়ার্হাঞ্চকার স হ প্রাতঃ সভাগ উদেয়ায় তং হোবাচ মানুষস্য ভগবন্ গৌতম বিত্তস্য বরং বৃণীথা ইতি স হোবাচ তবৈব রাজন্ মানুষং বিত্তং যামেব কুমারস্যান্তে বাচমভাষথাস্তামেব মে ব্রূহীতি স হ কৃচ্ছ্রী বভূব ॥ ৬

সঃ হ গৌতমঃ রাজ্ঞঃ (রাজার) অর্ধম্ এয়ায় (স্থানে গেলেন)। প্রাপ্তায় (সমাগত) তস্মৈ হ (তাঁহার প্রতি) [রাজা] অর্হাম্ চকার (পূজা বা আতিথ্য করিলেন)। সঃ হ (গৌতম) [রাত্রিকালে রাজভবনে কাটাইয়া] প্রাতঃ (প্রাতঃকালে) [রাজা] সভাগে (সভায় সমাগত হইলে) [অথবা—'স-ভাগঃ='রাজার দ্বারা পূজিত বা সেবিত হইয়া গৌতম] [রাজসমীপে] উদেয়ায় (উপস্থিত হইলেন)। [রাজা] তম্ (গৌতমকে) উবাচ হ—ভগবন্ গৌতম, মানুষস্য বিত্তস্য (মানবীয় বিত্তসম্বন্ধে) বরম্ (বর) বৃণীথাঃ (প্রার্থনা করুন) ইতি। সঃ উবাচ হ—রাজন্, মানুষম্ বিত্তম্ (মানবীয় বিত্ত) তব এব (আপনারই) [থাকুক] ; কুমারস্য অন্তে (কুমারের, শ্বেতকেতুর, নিকট) যাম্ বাচম্ এব (যে কথাটি) অভাষথাঃ (বলিয়াছিলেন) তাম্ এব (তাহাই) মে (আমায়) ব্রূহি (বলুন) ইতি। সঃ হ (রাজা) কৃচ্ছ্রী (দুঃখী) বভূব (হইলেন)। ৬

গৌতম রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন। তিনি সমাগত হইলে প্রবাহণ জৈবলি তাঁহার অভ্যর্থনাদি করিলেন। (পরদিন) প্রাতঃকালে রাজা

সভায় আগমন করিলে গৌতম তথায় সমুপস্থিত হইলেন। (রাজা) তাঁহাকে বলিলেন, “ভগবন্ গৌতম, মনুষ্যসুলভ বিত্ত সম্বন্ধে বর প্রার্থনা করুন।” গৌতম বলিলেন, “হে রাজন্, মানবীয় বিত্ত আপনারই থাকুক; পুত্রের নিকট আপনি যে কথাটি বলিয়াছিলেন, আমায় তাহাই বলুন।” রাজা (ইহাতে) দুঃখিত হইলেন।[১] ৬

---

[১] ক্ষত্রিয়পরম্পরায় আগত পঞ্চাগ্নিবিদ্যা ব্রাহ্মণের লভ্য নহে; বিশেষতঃ ব্রাহ্মণকে ক্ষত্রিয়ের উপদেশ দেওয়া ন্যায়বিরুদ্ধ; অথচ ব্রাহ্মণের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করাও অসম্ভব। এই সকল চিন্তা করিয়া রাজা বিষাদিত হইলেন।

তং হ চিরং বসেত্যাজ্ঞাপয়াঞ্চকার তং হোবাচ যথা মা ত্বং গৌতমাবদো যথেয়ং ন প্রাক্ ত্বত্তঃ পুরা বিদ্যা ব্রাহ্মণান্ গচ্ছতি তস্মাদু সর্বেষু লোকেষু ক্ষত্রস্যৈব প্রশাসনমভূদিতি তস্মৈ হোবাচ ॥ ৭

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য তৃতীয়খণ্ডঃ ॥

[রাজা] তম্ (গৌতমকে) চিরম্ বস (দীর্ঘকাল বাস করুন) ইতি (এইরূপ) আজ্ঞাপয়াম্-চকার হ (আদেশ করিলেন)। [অতঃপর] তম্ উবাচ হ—গৌতম, ত্বম্ (আপনি) মা (আমাকে) যথা (যে অবস্থায় পড়িয়া) অবদঃ (বলিলেন, অনুরোধ করিলেন) [তাহা] যথা (যে প্রকারে) ত্বৎ-তঃ (আপনা হইতে) প্রাক্ (পূর্বে) ইয়ম্ বিদ্যা (এই বিদ্যা) ব্রাহ্মণান্ ন গচ্ছতি (ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যায় নাই) [তাহারই অনুরূপ হইয়াছে] তস্মাৎ উ (সেই জন্যই) পুরা (অতীতকালে) সর্বেষু লোকেষু (সকল লোকে) ক্ষত্রস্য এব (ক্ষত্রিয়েরই) [এই বিদ্যায়] প্রশাসনম্ (উপদেশ-কর্তৃত্ব) অভূৎ (হইয়াছিল) ইতি। তস্মৈ (তাঁহাকে, গৌতমকে) উবাচ হ (উপদেশ দিলেন)—। ৭

(রাজা) গৌতমকে আদেশ করিলেন, “দীর্ঘকাল বাস করুন।”[১] (দীর্ঘকাল পরে) তাঁহাকে বলিলেন, “আপনি যে অবস্থায় পড়িয়া আমায় অনুরোধ করিলেন (তাহা হইতেই বুঝিতে পারিবেন যে), কি ভাবে এই

বিদ্যা আপনার পূর্বে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রবেশ করে নাই।[২] সেই জন্যই পুরাকালে সর্বজগতে ক্ষত্রিয়গণ (এই বিদ্যার) উপদেষ্টা হইয়াছিলেন।” (অতঃপর) তিনি উপদেশ দিলেন—। ৭

[১] বিদ্যালাভের পূর্বে যথাবিধি গুরুকুলে বাস করা আবশ্যক।

[২] এই কারণ দেখাইয়া রাজা দীর্ঘকাল উপদেশ না দেওয়ার জন্য ক্ষমা চাহিতেছেন।

পঞ্চমাধ্যায়—চতুর্থ খণ্ড

(পঞ্চাগ্নিবিদ্যা, শ্রদ্ধাহুতি)

অসৌ বাব লোকো গৌতমাগ্নিস্তস্যাদিত্য এব সমিদ্রশ্ময়ো ধূমোঽহরর্চিশ্চন্দ্রমা অঙ্গারা নক্ষত্রাণি বিস্ফুলিঙ্গাঃ॥ ১

গৌতম, অসৌ বাব লোকঃ (ঐ লোকই, দ্যুলোকই) অগ্নিঃ, [দ্যুলোকে অগ্নিদৃষ্টি বিধেয়] ; আদিত্যঃ এব তস্য সমিৎ (যজ্ঞকাষ্ঠ), [আদিত্যে সমিধ্-দৃষ্টি কর্তব্য] ; রশ্ময়ঃ (রশ্মিসকল) ধূমঃ, [রশ্মিতে ধূমদৃষ্টি বিধেয়] ; অহঃ (দিবাভাগ) অর্চিঃ (অগ্নিশিখা), [দিবাতে অর্চিদৃষ্টি কর্তব্য] ; চন্দ্রমাঃ অঙ্গারাঃ, [চন্দ্রে অঙ্গারদৃষ্টি বিধেয়]। নক্ষত্রাণি (তারকারাজি) বিস্ফুলিঙ্গাঃ, [নক্ষত্রবৃন্দে বিস্ফুলিঙ্গদৃষ্টি বিধেয়]। [পরবর্তী স্থলগুলিতেও এইরূপ বিভিন্ন দৃষ্টি বিহিত হইয়াছে—বুঝিতে হইবে]। ১

“হে গৌতম, দ্যুলোকই অগ্নি[১], আদিত্যই তাহার সমিধ্, কিরণসমূহ ধূম, দিবাভাগ অগ্নিশিখা, অঙ্গারসমূহ চন্দ্র, এবং নক্ষত্রবৃন্দ (সেই অগ্নির) বিস্ফুলিঙ্গ।[২] ১

[১] জৈবলি প্রথম প্রশ্ন (৫।৩।২) প্রথমে না ধরিয়া শেষটিই (৫।৩।৩) ধরিলেন ; কারণ এইরূপে বিষয়টি সহজে বোধগম্য হইবে।

[২] এই উপাসনাটি সাদৃশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত—আহবনীয়াগ্নিতে যেরূপ অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ আহবনীয় যেরূপ অগ্নিহোত্রের অধিষ্ঠান, তেমনি দ্যুলোকও আলোচ্য

অগ্নিটির অধিষ্ঠান—কারণ সমিধ্-স্থানীয় সূর্যের দ্বারা উহা উদ্ভাসিত; সমিধ্ হইতে ধূমের ন্যায় সূর্য হইতে কিরণ বিকীর্ণ হয়; দিবা ও অগ্নিশিখা উভয়ই উজ্জ্বল; অগ্নি প্রশান্ত হইলে যেমন অঙ্গার অভিব্যক্ত হয়, তেমনি দিবসের শেষে চন্দ্রমা উদিত হয়; নক্ষত্রগণ বিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। পরবর্তী স্থলগুলিতেও যথানুরূপ সাদৃশ্য আছে বুঝিতে হইবে।

তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি তস্যা আহুতেঃ সোমো রাজা সম্ভবতি। ২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য চতুর্থখণ্ডঃ॥

তস্মিন্ (উক্ত) এতস্মিন্ (এই) অগ্নৌ ([দ্যুলোক] অগ্নিতে) দেবাঃ (দেবগণ [অর্থাৎ যজমানের প্রাণবৃন্দ ও তাহাদের অধিষ্ঠাতা দেবগণ। পরবর্তী স্থলগুলিতেও এইরূপ বুঝিতে হইবে]) শ্রদ্ধাম্ (শ্রদ্ধাকে) জুহ্বতি (আহুতি দেন)। তস্যাঃ আহুতেঃ (সেই [শ্রদ্ধারূপ] আহুতি হইতে) রাজা সোমঃ (সমুজ্জ্বল চন্দ্র) সম্ভবতি (জাত হন)। ২

দেবগণ উক্ত অগ্নিতে শ্রদ্ধাকে আহুতি দেন। সেই আহুতি হইতে সমুজ্জ্বল চন্দ্র জাত হন।[১] ২

[১] অগ্নিহোত্রাদিতে শ্রদ্ধাসহকারে যে সকল তরল আহুতি প্রদত্ত হয়, অপূর্বরূপে পরিণত তাহারাই শ্রদ্ধাশব্দের বাচ্য। আহুতিময় অপ্, অপূর্বাকার হইয়া যজমানকে বেষ্টনপূর্বক বিবিধ লোকে লইয়া যায় (ব্রঃ ৩।১।৫-৬)। শ্রদ্ধাপূর্বক কর্ম আরব্ধ হয় এবং শ্রদ্ধাপূর্বক আহুতি প্রদত্ত হয়। অগ্নিহোত্রাদির আহুতি পুনঃপুনঃ বর্তমান প্রকরণে বর্ণিত অগ্নিগুলিতে আহুত হইয়া সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতে থাকে, এবং প্রতি স্তরেই উহাতে শ্রদ্ধা অনুস্যূত থাকে। যজমানগণ দুগ্ধ, সোম প্রভৃতি তরল পদার্থের দ্বারা সম্পাদ্য যে সকল কর্ম শ্রদ্ধাপূর্বক অনুষ্ঠান করেন, সেই কর্মফলের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাঁহারা দ্যুলোকে প্রবেশপূর্বক চন্দ্ররূপে জাত হন; অর্থাৎ চন্দ্রের সারূপ্যলাভ করেন। কারণ ঐ ফল লাভের জন্যই অগ্নিহোত্রাদি অনুষ্ঠিত হয় (মুঃ ১।২।৬)। কর্মনিরত শ্রদ্ধালু যজমান যেন আহুতির সহিত আপনাকেই ঢালিয়া দেন। তাহার ফলে তিনি আহুতির সহিত ক্রমে ঊর্ধ্বগতি প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে দ্যুলোকাগ্নিতে আহুত হন। (এই টীকাতে "যজ্ঞকথার" ব্যাখ্যা অনুসৃত হইল)।

তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথম চারি খণ্ডে দেখান হইয়াছে যে, ঋগ্বেদাদিরূপে পুষ্পরস আদিত্যের লোহিতাদিরূপ যশঃ প্রভৃতিতে পরিণত হয় ; আহুতির পরিণামও ঐরূপই বুঝিতে হইবে। এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, ৫-৮ম খণ্ডে গতি বর্ণিত হইতেছে না। উপাসনার জন্য পঞ্চাগ্নির আহুতির ক্রমপরিণাম-প্রদর্শনই ইঁহাদের উদ্দেশ্য। উক্ত উপাসকের গতি ১০ম খণ্ডে বর্ণিত হইবে।

পঞ্চমাধ্যায়—পঞ্চম খণ্ড

(পঞ্চাগ্নিবিদ্যা, সোমাহুতি)

পর্জন্যো বাব গৌতমাগ্নিস্তস্য বায়ুরেব সমিদভ্রং ধূমো বিদ্যুদর্চিরশনিরঙ্গারা হ্রাদনয়ো বিস্ফুলিঙ্গাঃ ॥ ১

[দ্বিতীয় অগ্নি প্রদর্শিত হইতেছে] [হে] গৌতম, পর্জন্যঃ (মেঘের দেবতা) বাব অগ্নিঃ ; তস্য বায়ুঃ এব সমিৎ, [কারণ পূর্ববায়ুর দ্বারাই পর্জন্যরূপ অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, অর্থাৎ বৃষ্টি আরম্ভ হয়] ; অভ্রম্ (মেঘ) ধূমঃ, [কারণ মেঘ ধূম হইতে সম্ভূত হয় এবং উহা ধূমেরই সদৃশ] ; বিদ্যুৎ অর্চিঃ [কারণ বিদ্যুৎ ও অগ্নিশিখা উভয়ই উজ্জ্বল] ; অশনিঃ (বজ্র) অঙ্গারাঃ, [কারণ উভয়ই শক্ত] ; হ্রাদনয়ঃ (গর্জন) বিস্ফুলিঙ্গঃ, [কারণ উভয়ই ইতস্ততঃ প্রসারিত হয়]।

হে গৌতম, পর্জন্যই অগ্নি। বায়ুই তাহার সমিধ্, মেঘই ধূম[1], বিদ্যুৎ অগ্নিশিখা, বজ্র অঙ্গার ও গর্জন বিস্ফুলিঙ্গ।[2] ১

---

[1] ১। ধূম হইতে মেঘের উৎপত্তি সম্বন্ধে পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

যজ্ঞধূমোদ্ভবং ত্বভ্রং দ্বিজানাং চ হিতং সদা।
দাবাগ্নিধূমসম্ভূতমভ্রং বনহিতং স্মৃতম্।
মৃতধূমোদ্ভবং ত্বভ্রমশুভায় ভবিষ্যতি
অভিচারাগ্নিধূমোত্থং ভূতনাশায় বৈ দ্বিজাঃ ॥

[2] ২। সাদৃশ্যহেতু অগ্নি প্রভৃতির দৃষ্টি আরোপ করিয়া পর্জন্যাগ্নি উপাস্য।

তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ সোমং রাজানং জুহ্বতি তস্যা আহুতের্বর্ষং সম্ভবতি ॥ ২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য পঞ্চমখণ্ডঃ ॥

উক্ত এই পর্জন্যাগ্নিতে দেবগণ সমুজ্জল চন্দ্রকে[1] আহুতি দেন। উক্ত আহুতি হইতে বৃষ্টি[2] হয়। ২

১। চন্দ্রাকারে পরিণত শ্রদ্ধাখ্য (৫।৪।১,টীকা) জল বা তরল আহুতিকে।

২। অর্থাৎ ঐ শ্রদ্ধাখ্য তরল পদার্থ পর্জন্যাগ্নির সংস্পর্শে বৃষ্টিতে পরিণত হয়।

পঞ্চমাধ্যায়—ষষ্ঠ খণ্ড

(পঞ্চাগ্নিবিদ্যা, বর্ষাহুতি)

পৃথিবী বাব গৌতমাগ্নিস্তস্যাঃ সংবৎসর এব সমিদাকাশো ধূমো রাত্রিরর্চির্দিশোঽঙ্গারা অবান্তরদিশো বিস্ফুলিঙ্গাঃ ॥ ১

হে গৌতম, পৃথিবীই অগ্নি ; সংবৎসর তাহার সমিধ্, আকাশ ধূম, রাত্রি শিখা, দিক্‌সমূহ অঙ্গার, অবান্তরদিক্ (অর্থাৎ দিক্-কোণ) সকল বিস্ফুলিঙ্গ।[1] ১

১। সাদৃশ্য এই—সংবৎসররূপ কাল পৃথিবীকে প্রজ্বলিত বা উদ্বোধিত করিয়া ধান্যাদি উৎপাদনের জন্য সমর্থ করে, অতএব সংবৎসর সমিধ্; ধূম ঊর্ধ্বে উত্থিত হয়, আকাশও যেন পৃথিবী হইতে উত্থিত বলিয়া বোধ হয়; অগ্নির উজ্জ্বল শিখা যেমন অগ্নির অনুরূপ জ্যোতির্ময়, জ্যোতিঃশূন্য পৃথিবীর অন্ধকার রাত্রিও তেমনি পৃথিবীর অনুরূপ জ্যোতিঃশূন্য; অঙ্গার শান্ত, দিক্‌সকলও তদ্রূপ (দিকেতেই পৃথিবী উপশান্ত বা শেষ); স্ফুলিঙ্গ ক্ষুদ্র, দিক্‌কোণও তদ্রূপ।

তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা বর্ষং জুহ্বতি তস্যা আহুতেরন্নং সম্ভবতি ॥ ২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য ষষ্ঠখণ্ডঃ ॥

উক্ত এই অগ্নিতে দেবগণ বৃষ্টিকে আহুতি দেন। সেই আহুতি হইতে (ব্রীহিযবাদি) অন্ন সমুৎপন্ন হয়। ২

পঞ্চমাধ্যায়—সপ্তম খণ্ড

(পঞ্চাগ্নিবিদ্যা, অন্নাহুতি)

পুরুষো বাব গৌতমাগ্নিস্তস্য বাগেব সমিৎ প্রাণো ধূমো জিহ্বার্চিশ্চক্ষুরঙ্গারাঃ শ্রোত্রং বিস্ফুলিঙ্গাঃ ॥ ১

হে গৌতম, পুরুষই অগ্নি; তাহার বাক্ সমিধ্, প্রাণ ধূম, জিহ্বা শিখা, চক্ষু অঙ্গার, ও শ্রোত্র বিস্ফুলিঙ্গ।[১] ১

তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা অন্নং জুহ্বতি তস্যা আহুতে রেতঃ সম্ভবতি ॥ ২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য সপ্তমখণ্ডঃ ॥

উক্ত এই অগ্নিতে দেবগণ অন্নকে আহুতি দেন। সেই আহুতি হইতে শুক্র সমুৎপন্ন হয়। ২

---

[১] সাদৃশ্য—বাক্সহায়ে পুরুষ সভাদিতে দেদীপ্যমান হয়, বাক্ যেন পুরুষকে সমুজ্জ্বল করে। অগ্নি হইতে ধূমের ন্যায় মুখ হইতে প্রাণবায়ু নির্গত হয়; জিহ্বা শিখার ন্যায় লোহিত; অঙ্গার যেমন আলোকের আশ্রয়, তেমনি চক্ষুও আলোকের আশ্রয়; বিস্ফুলিঙ্গ যেমন চতুর্দিকে প্রসারিত হয়, কর্ণও তেমনি শব্দশ্রবণের জন্য চতুর্দিকে প্রসারিত হয়।

পঞ্চমাধ্যায়—অষ্টম খণ্ড

(পঞ্চাগ্নিবিদ্যা, শুক্রাহুতি)

যোষা বাব গৌতমাগ্নিস্তস্যা উপস্থ এব সমিদ্ যদুপমন্ত্রয়তে স ধূমো যোনিরর্চির্যদন্তঃকরোতি তে অঙ্গারা অভিনন্দা বিস্ফুলিঙ্গাঃ ॥ ১

হে গৌতম, যোষিৎই (অর্থাৎ নারীই) অগ্নি ইত্যাদি। ১

তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা রেতো জুহ্বতি তস্যা আহুতের্গর্ভঃ সম্ভবতি ॥ ২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য অষ্টমখণ্ডঃ ॥

উক্ত এই (ভার্যারূপ) অগ্নিতে দেবগণ শুক্রকে আহুতি দেন। সেই আহুতি হইতে গর্ভসঞ্চার হয়। ২

পঞ্চমাধ্যায়—নবম খণ্ড

(পঞ্চাগ্নিবিদ্যা, জন্মমৃত্যু)

ইতি তু পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তীতি স উল্বাবৃতো গর্ভো দশ বা নব বা মাসানন্তঃ শয়িত্বা যাবদ্বাঽথ জায়তে ॥ ১

ইতি তু (এই প্রকারেই) পঞ্চম্যাম্ আহুতৌ (পঞ্চম আহুতিতে) আপঃ (জলাখ্য আহুতি) পুরুষবচসঃ (পুরুষাখ্য) ভবন্তি (হয়) [সন্তানরূপে পরিণত হয়] ইতি। [এই পর্যন্ত শেষ প্রশ্নের উত্তর শেষ হইল। এখন প্রথম প্রশ্নের (৫।৩।২) উত্তরের ভূমিকা হইতেছে।] সঃ গর্ভঃ (উক্ত গর্ভ) উল্বাবৃতঃ (জরায়ুদ্বারা আবৃত হইয়া) যাবৎ বা (যথাসম্ভব, ন্যূনাধিক)

দশ বা নব বা (দশ বা নয়) মাসান্ (মাস) অন্তঃ (মাতৃকুক্ষিতে) শয়িত্বা (শয়ন করিয়া) অথ (অনন্তর) জায়তে (জাত হয়)। ১

এই প্রকারেই পঞ্চম আহুতিতে জলাখ্য আহুতি পুরুষসংজ্ঞা লাভ করে। জরায়ুদ্বারা আবৃত উক্ত গর্ভ মাতৃজঠরে ন্যূনাধিক নয় বা দশ মাস শয়ন করিয়া অতঃপর জাত হয়। ১

স জাতো যাবদায়ুষং জীবতি তং প্রেতং দিষ্টমিতোঽগ্নয় এব হরন্তি যত এবেতো যতঃ সম্ভূতো ভবতি ॥ ২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য নবমখণ্ডঃ ॥

সঃ (সেই গর্ভস্থ সন্তান) জাতঃ (জাত হইয়া) যাবৎ-আয়ুষম্ (স্বীয় আয়ু যে পরিমাণ সেই পরিমাণ) জীবতি (জীবনধারণ করে)। [যদি সে বৈদিক কর্ম ও উপাসনা করিয়া থাকে, তবে তদনুযায়ী] দিষ্টম্ প্রেতম্ (নির্দিষ্ট লোকাভিলাষে ত্যক্তদেহ) তম্ (তাহাকে) [ঋত্বিক্ বা পুত্রগণ] ইতঃ (এখান, গৃহ, হইতে) [সেই] অগ্নয়ে এব (অগ্নিরই অভিমুখে), [অন্ত্যকর্ম-সম্পাদনের জন্য] হরন্তি (লইয়া যান) যতঃ এব (যাহা হইতে, [দ্যুলোক পর্জন্য-পৃথিবী-নর-নারীরূপ অগ্নিতে যথাক্রমে শ্রদ্ধা-সোম-বর্ষ-অন্ন-শুক্ররূপে আহুত হইয়া]) [সে] ইতঃ (আসিয়াছে) [এবং] যতঃ সম্ভূতঃ ভবতি (সমুৎপন্ন হইয়াছে)। ২

উক্ত গর্ভস্থ সন্তান জাত হইয়া স্বকর্মোপার্জিত আয়ুষ্কাল জীবিত থাকে। স্বকর্মনির্দিষ্ট লোকলাভের জন্য সে যখন দেহত্যাগ করে, তখন তাহাকে (অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য) এখান হইতে সেই অগ্নিতেই লইয়া যাওয়া হয়, যে অগ্নি হইতে সে আসিয়াছে এবং যে অগ্নি হইতে সে উৎপন্ন হইয়াছে।[১] ২

---

[১] বর্তমান খণ্ডে জন্মমৃত্যু-বর্ণনার উদ্দেশ্য এই—ইহাদের সহগামী কষ্ট ও বিনশ্বরত্ব প্রদর্শন করিয়া বৈরাগ্য উৎপাদন করা।

পঞ্চমাধ্যায়—দশম খণ্ড

(পঞ্চাগ্নিবিদ্যা, গতি)

তদ্ য ইত্থং বিদুর্যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে তেঽর্চিষমভিসম্ভবন্ত্যর্চিষোঽহরহ্ন আপূর্যমাণপক্ষমাপূর্যমাণপক্ষাদ্ যান্ ষড়ুদঙ্ঙেতি মাসাংস্তান্ ॥ ১

মাসেভ্যঃ সংবৎসরং সংবৎসরাদাদিত্যমাদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎ পুরুষোঽমানবঃ স এনান্ ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবযানঃ পন্থা ইতি ॥ ২

[জৈবলির অপর প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইতেছে]—তৎ (তন্মধ্যে, উচ্চলোকাভিলাষী ও পঞ্চাগ্নিবিদ্যায় অধিকারী গৃহস্থগণের মধ্যে) যে (যাঁহারা) ইত্থম্ (এইরূপ, অর্থাৎ "আমরা দ্যুলোকাদি অগ্নি হইতে ক্রমে জাত হইয়াছি ; আমরা পঞ্চাগ্নিস্বরূপ"—এইরূপে পঞ্চাগ্নিবিদ্যা) বিদুঃ (জানেন), যে চ ইমে (ও এই যাঁহারা, [গৌণসন্ন্যাসী বা পরিব্রাজক ও বানপ্রস্থগণ]) অরণ্যে শ্রদ্ধা তপঃ ইতি (ইত্যাদি) উপাসতে (উপাসনা করেন, [শ্রদ্ধা তপস্যা প্রভৃতিতে] তৎপর হন) তে (তাঁহারা, উক্ত শ্রদ্ধালু ও তপোনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ) অর্চিষম্ (জ্যোতিরভিমানী দেবতাকে) অভিসম্ভবন্তি (প্রাপ্ত হন)। [অপরাংশের অন্বয়াদি ৪।১৫।৫ এর ন্যায়] ।১-২

তন্মধ্যে যাঁহারা এই পঞ্চাগ্নিবিদ্যা[১] জানেন এবং যে পরিব্রাজকগণ ও বানপ্রস্থগণ অরণ্যে (থাকিয়া) শ্রদ্ধা ও তপস্যাদির সেবা করেন, তাঁহারা[২] অর্চিরভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হন ; অর্চি হইতে অহঃ, অহঃ হইতে শুক্লপক্ষ, শুক্লপক্ষ হইতে সেই যণ্মাসে যাহাতে সূর্য উত্তর দিকে গমন করেন, ঐ মাসসমূহ হইতে (অর্থাৎ উত্তরায়ণ হইতে) সংবৎসরে, সংবৎসর হইতে আদিত্যে, আদিত্য হইতে চন্দ্রে গমন করেন, এবং চন্দ্র হইতে বিদ্যুদভিমানী দেবতাকে (প্রাপ্ত হন)। (ব্রহ্মলোক হইতে) অমানব কোনও পুরুষ আসিয়া বিদ্যুল্লোকে অবস্থিত ইহাদিগকে ব্রহ্মপ্রাপ্ত করান। ইহাই দেবযান পথ। ১-২

১। অগ্নিহোত্রাদির আহুতি হইতে উৎপন্ন অপূর্বই জগদাকারে পরিণত হয়। উক্ত জগৎকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রতিভাগে অগ্নিদৃষ্টি বিহিত হইয়াছে। এইরূপ দৃষ্টি আরোপ করিয়া উপাসনা করিলে উত্তরমার্গে ব্রহ্মলোকে গতি হয়।

২। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ও হিরণ্যগর্ভের উপাসকেরাও এই দলভুক্ত (৪।১৫।৫)।

অথ য ইমে গ্রাম ইষ্টাপূর্তে দত্তমিত্যুপাসতে তে ধূমমভিসম্ভবন্তি ধূমাদ্রাত্রিং রাত্রেরপরপক্ষমপরপক্ষাদ্ যান্ ষড়্ দক্ষিণৈতি মাসাংস্তান্ নৈতে সংবৎসরমভিপ্রাপ্নুবন্তি ॥ ৩

অথ (আর) ইমে যে (এই যাঁহারা) গ্রামে (গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া) ইষ্টাপূর্তে (অগ্নিহোত্রাদি শ্রৌত কর্ম এবং বাপীকূপাদির প্রতিষ্ঠারূপ স্মার্ত কর্ম) দত্তম্ (যজ্ঞবেদির বাহিরে দান) ইতি (ইত্যাদি [আদি শব্দে সেবা, গুরুশুশ্রূষা, নিত্যস্বাধ্যায় প্রভৃতি]) উপাসতে (তৎপরতা সহকারে অনুষ্ঠান করেন) তে (তাঁহারা) [উপাসনাবর্জিত বলিয়া] ধূমম্ (ধূমাভিমানী দেবতাকে) অভিসম্ভবন্তি (প্রাপ্ত হন); ধূমাৎ (ধূমদেবতা হইতে) রাত্রিম্ (রাত্র্যভিমানী দেবতাকে), রাত্রেঃ (রাত্রিদেবতা হইতে) অপরপক্ষম্ (কৃষ্ণপক্ষ-দেবতাকে), অপরপক্ষাৎ যান্ ষড় মাসান্ (যে ছয় মাস ব্যাপিয়া) [সূর্য] দক্ষিণা (দক্ষিণ দিকে, দক্ষিণমার্গে) এতি (গমন করেন) তান্ (সেই দক্ষিণায়ন-দেবগণকে [ইঁহারা সঙ্ঘচারী দেবতা]) [প্রাপ্ত হন]। এতে (ইঁহারা) সংবৎসরম্ (সংবৎসর দেবতাকে) ন অভিপ্রাপ্নুবন্তি (প্রাপ্ত হন না)। ৩

আর যে সকল গ্রামবাসী (গৃহস্থ) ইষ্ট, পূর্ত, দত্ত ইত্যাদি অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা ধূমকে প্রাপ্ত হন; ধূম হইতে রাত্রি, রাত্রি হইতে কৃষ্ণপক্ষ, কৃষ্ণপক্ষ হইতে যে ষণ্মাসে সূর্য দক্ষিণে গমন করেন, সেই মাসসকলকে প্রাপ্ত হন। ইহারা (দেবযানপথে গমনকারীদের ন্যায়) সংবৎসরকে প্রাপ্ত হন না।[১] ৩

---

[১] দেবযান ও পিতৃযান মার্গ চিতাগ্নি হইতেই বিচ্ছিন্ন হইয়াছে—ইহাই তৃতীয় প্রশ্নের (৫।৩।২) আংশিক উত্তর। উপাসকেরা সংবৎসরের অবয়ব উত্তরায়ণ ষণ্মাসকে পাইয়া

সংবৎসরে গমন করেন এবং ক্রমে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। কিন্তু কর্মীরা সংবৎসরের অবয়ব দক্ষিণায়ন ষণ্মাসকেই মাত্র প্রাপ্ত হন, সংবৎসরকে নহে। ষণ্মাস হইতে তাঁহারা পিতৃলোকে ও ক্রমে চন্দ্রলোকে গমন করেন।

মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাদাকাশমাকাশাচ্চন্দ্রমসমেষ সোমো রাজা তদ্দেবানামন্নং তং দেবা ভক্ষয়ন্তি ॥ ৪

মাস সকল হইতে পিতৃলোক, পিতৃলোক হইতে আকাশ, আকাশ হইতে চন্দ্রমাকে প্রাপ্ত হন[১]—ইনিই (অর্থাৎ এই চন্দ্রমাই) ব্রাহ্মণদিগের রাজা সোম ; ইনি দেবগণের অন্ন, দেবগণ ইহাকে ভক্ষণ করেন।[২] ৪

[১] পূর্বে বলা হইয়াছে যে, শ্রদ্ধাখ্য তরল আহুতি বা জল দ্যুলোকে হুত হইয়া চন্দ্রলোকে উপভোগযোগ্য জলীয় শরীর (৬।৪।৩) নির্মাণ করে। কারণ গৃহস্থের দেহ যখন চিতাগ্নিতে হুত হয়, তখন দেহোদ্ভূত জল ঐ যজমানকে বেষ্টন করিয়া ধূমসহ ঊর্ধ্বে উত্থিত হয় এবং চন্দ্রলোকে যাইয়া ভোগশরীর নির্মাণ করে। কর্মী গৃহস্থগণ চন্দ্রলোকে যাইয়া এই উৎপন্ন শরীরই প্রাপ্ত হন। মনে রাখিতে হইবে যে, উক্ত জল জলতন্মাত্র নহে ; উহা সূক্ষ্ম হইলেও অপর ভূতের সহিত পঞ্চীকৃত ; সুতরাং জল=জলপ্রধান পঞ্চভূত।

[২] অন্ন=ভোগোপকরণ। দেবগণ মুখে আহার করেন না, তাঁহারা দর্শন করিয়াই তৃপ্ত হন। স্বামিকর্তৃক উপভোগ্য ভৃত্যেরও যেমন পৃথক্ ভোগ থাকে, তেমনি চন্দ্রলোকস্থ জীবগণ দেববৃন্দকর্তৃক উপভুক্ত হইলেও তাঁহাদের পৃথক্ ভোগ আছে। সুতরাং কর্মফলের দ্বারা লব্ধ চন্দ্রলোক একটি ভোগক্ষেত্র মাত্র।

তস্মিন্ যাবৎসম্পাতমুষিত্বাঽথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্তন্তে যথেতমাকাশমাকাশাদ্বায়ুং বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি ধূমো ভূত্বাঽভ্রং ভবতি ॥ ৫

অভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি ত ইহ ব্রীহিযবা ওষধিবনস্পতয়স্তিলমাষা ইতি জায়ন্তেঽতো বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরং যো যো হ্যন্নমত্তি যো রেতঃ সিঞ্চতি তদ্ভূয় এব ভবতি ॥ ৬

[দ্বিতীয় প্রশ্নের (৫।৩।২) উত্তর প্রদত্ত হইতেছে]—তস্মিন্ (উক্ত চন্দ্রলোকে) যাবৎ-সম্পাতম্ (কর্মক্ষয়পর্যন্ত) উষিত্বা (বাস করিয়া) অথ (অনন্তর) যথা (যে প্রকারে, যে মার্গে) ইতম্ (গমন হইয়াছিল) [সেই প্রকারে] এতম্ অধ্বানম্ (এই বক্ষ্যমাণ পথে) পুনঃ নিবর্তন্তে (পুনরায় ফিরিয়া আসেন); আকাশম্ (আকাশকে) [প্রাপ্ত হন], আকাশাৎ বায়ুম্ ; বায়ুঃ ভূত্বা (হইয়া) ধূমঃ ভবতি (হন); ধূমঃ ভূত্বা অভ্রম্ (পাতলা মেঘ) ভবতি ; অভ্রম্ ভূত্বা মেঘঃ ভবতি ; মেঘঃ ভূত্বা প্রবর্ষতি (বর্ষণ করেন)। তে (তাঁহারা, জীবগণ) ইহ (এই পৃথিবীতে) ব্রীহি-যবাঃ ওষধি-বনস্পতয়ঃ, তিল-মাষাঃ, ইতি (ইত্যাদি রূপে) জায়ন্তে (জাত হন)। অতঃ বৈ খলু (এই কারণেই, অথবা—উহা হইতেই কিন্তু) দুঃ-নিষ্প্রপতরম্ (=দুঃনিষ্প্রপত-তরম্, নিক্রমণ বা নিঃসরণ অধিকতর দুঃসাধ্য); যঃ যঃ হি (যে কেহই) অন্নম্ অত্তি (অন্ন ভক্ষণ করে) [এবং] যঃ রেতঃ সিঞ্চতি (যে রেতঃসেক করে, সন্তানোৎপাদন করে) তৎ-ভূয়ঃ এব (তাহারই আকার লাভ করিয়া) ভবতি (জাত হন)। ৫-৬

কর্মফল ক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত উক্ত চন্দ্রলোকে বাস করিয়া[১] অতঃপর যেরূপে গিয়াছিলেন সেইরূপেই বক্ষ্যমাণ মার্গে[২] তাঁহারা পুনর্বার[৩] ফিরিয়া আসেন।[৪] তাঁহারা আকাশকে প্রাপ্ত হন, আকাশ হইতে বায়ুকে প্রাপ্ত হন ; বায়ু হইতে ধূম হন ; ধূম হইয়া অভ্র হন ; অভ্র হইয়া মেঘ হন ; মেঘ হইয়া বর্ষণ করেন। অনন্তর উক্ত (ক্ষীণকর্মা) জীবগণ এই লোকে ব্রীহি, যব, ওষধি, বনস্পতি, তিল, মাষ, ইত্যাদি রূপে জাত[৫] হন। এই ব্রীহি প্রভৃতি হইতে নিক্রমণ কিন্তু অধিকতর দুঃসাধ্য।[৬] (সন্তানোৎপাদন-সমর্থ) যে কেহ ঐ (ব্রীহি প্রভৃতি) অন্ন ভক্ষণ করে এবং যে কেহ সন্তানোৎপাদন করে, জীব তাঁহারই আকার গ্রহণ করিয়া[৭] জাত হন। ৫-৬

১। কর্মফল বহু প্রকার। সকল কর্মের ফল ক্ষয় হইলেই মাত্র যে চন্দ্রলোক হইতে পতন হইবে এইরূপ নহে। যে সকল কর্মের ফলে চন্দ্রলোক লাভ হইয়াছিল, কেবল সেই ফলগুলি ক্ষয় হইলেই চন্দ্রলোক হইতে পতন হয়। অবশিষ্ট কর্মের ফলে জীব সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

২। পর পর যে সকল স্তর অতিক্রম করিয়া চন্দ্রলোকে যাওয়া হয়, ঠিক সেই

সকল স্তরের মধ্য দিয়াই যে ফিরিতে হইবে এমন কোন নিয়ম নাই ;—আরোহণ ও অবরোহণ মার্গের পার্থক্য আছে। বর্তমানস্থলে প্রত্যাগমনের একটি বিশেষ প্রকারমাত্র দর্শিত হইতেছে।

৩। পুনর্বার শব্দে ইহাই বুঝাইতেছে যে, পূর্বে বহুবার যাতায়াত হইয়াছে।

৪। কর্মক্ষয়ে চন্দ্রলোকসুলভ জলময় দেহ সূক্ষ্মাকার ধারণ করিয়া আকাশসদৃশ হয় ; এইরূপে পর পর বায়ুসম ধূমসম, অভ্রসম ও মেঘসম হইয়া বৃষ্টিধারারূপে পতিত হয়।

৫। অর্থাৎ ব্রীহি-যবাদিতে সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে। আকাশাদি-দেবতা সেই সেই স্থলে এক বলিয়া তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মূলে "ভবতি," "প্রবর্ষতি" ইত্যাদি ক্রিয়ার একবচন প্রযুক্ত হইয়াছে ; কিন্তু ক্ষীণকর্মাদিগের সংখ্যা বহু বলিয়া "জায়ন্তে" শব্দে বহুবচন ব্যবহৃত হইয়াছে।

৬। বৃষ্টির জল কোথায় পড়িবে এবং তৎসংলগ্ন জীব কোথায় যাইবে, কিছুই ঠিক নাই। আবার সন্তানোৎপাদনে সমর্থ পুরুষের দ্বারা ব্রীহিযবাদি ভক্ষিত না হইলে জীবের পক্ষে মাতৃগর্ভে যাওয়া অসম্ভব। ব্রীহিযবাদি-ভাব প্রাপ্ত হওয়াই দুঃসাধ্য ; পুরুষদেহে যাইয়া যথাকালে মাতৃগর্ভে যাওয়া আরও কঠিন। কিন্তু যাহারা স্বকর্মবশে ব্রীহিযবাদিরূপেই জাত হইয়াছে, অর্থাৎ ব্রীহিযবাদি যাহাদের পক্ষে মনুষ্যাদিজন্ম লাভের জন্য একটি স্তরমাত্র নহে, তাহাদের কথা ভিন্ন। তাহারা কর্মক্ষয়ে ব্রীহিযবাদি ত্যাগ করিয়া অন্য ভাব প্রাপ্ত হয়।

৭। প্রথমে পিতৃদেহে শুক্ররূপে থাকিয়া পরে গর্ভাবস্থায় মনুষ্যাদির আকৃতি প্রাপ্ত হয়।

তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বাহথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরঞ্শ্বযোনিং বা সূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা ॥ ৭

তৎ (তাঁহাদের মধ্যে) যে (যাঁহারা) ইহ (ইহলোকে) রমণীয়চরণাঃ (শুভকর্মফলবিশিষ্ট, [যাঁহাদের পুণ্যাবশেষ আছে—ব্রঃ ৩।১।৯]) তে (তাঁহারা) অভ্যাশঃ হ যৎ (অতি শীঘ্রই যে প্রাপ্তি সেইরূপে) যোনিম্ (জন্ম)—ব্রাহ্মণ-যোনিম্ বা, ক্ষত্রিয়-যোনিম্ বা, বৈশ্য-যোনিম্ বা আপদ্যেরন্ (প্রাপ্ত হন)। অথ (আবার) যে ইহ কপূয়চরণাঃ (অশুভকর্মফলবিশিষ্ট)

তে অভ্যাশঃ হ যৎ কপূয়াম্ (অশুভ, মন্দ) যোনিম্—শ্ব-যোনিম্ বা, সূকর-যোনিম্ বা, চণ্ডাল-যোনিম্ বা আপদ্যেরন্। ৭

তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের ইহলোকে অর্জিত (ও চন্দ্রলোকপ্রাপ্তির পূর্বে অভুক্ত) শুভ কর্মফল (অবশিষ্ট) আছে, তাঁহারা ব্রাহ্মণযোনিতে বা ক্ষত্রিয়যোনিতে বা বৈশ্যযোনিতে অতিশীঘ্র জন্মলাভ করেন। আবার যাহাদের ইহলোকে অর্জিত অশুভ কর্মফল (অবশিষ্ট) আছে, তাহারা কুক্কুরযোনিতে বা শূকরযোনিতে বা চণ্ডালযোনিতে অতিশীঘ্র জন্মলাভ করে। ৭

অথৈতয়োঃপথোর্ন কতরেণচন তানীমানি ক্ষুদ্রাণ্যসকৃদাবর্তীনি ভূতানি ভবন্তি জায়স্ব ম্রিয়স্বেত্যেতত্তৃতীয়ং স্থানং তেনাসৌ লোকো ন সম্পূর্যতে তস্মাজ্জুগুপ্সেত তদেষ শ্লোকঃ ॥ ৮

[যখন জীবগণ উপাসনা বা ইষ্টাপূর্তাদি কর্ম করে না] অথ (তখন) [তাহারা] এতয়োঃ পথোঃ ([উত্তর ও দক্ষিণ] এই উভয় পথের) কতরেণ চন (কোনও পথেই) [গমন করে] ন (না) তানি ইমানি (উক্ত [পথভ্রষ্ট] জীবগণ জায়স্ব, ম্রিয়স্ব ("জন্মাও ও মর") ইতি (এইরূপ ঈশ্বরাদেশক্রমে) অসকৃৎ আবর্তীনি (পুনঃ পুনঃ জন্মমরণশীল) ক্ষুদ্রাণি ভূতানি (ক্ষুদ্র [মশকাদি] প্রাণী) ভবন্তি (হয়)। এতৎ (ইহাই, এই ক্ষুদ্রপ্রাণী হইয়া জন্মই) [মার্গদ্বয়াতীত] তৃতীয়ম্ স্থানম্ (তৃতীয় স্থান)। তেন (এই কারণে) [অর্থাৎ, যেহেতু দক্ষিণমার্গগামীরা ঐ লোক হইতে প্রত্যাবর্তন করে এবং কর্ম ও উপাসনাতে যাহারা অধিকারী নহে, তাহারা সেখানে যায় না, অতএব] অসৌ লোকঃ (ঐ চন্দ্রলোক) ন সম্পূর্যতে (পূর্ণ হয় না)। [এখানে চতুর্থ প্রশ্নের (৫।৩।৩) উত্তর হইল]। [যেহেতু ক্ষুদ্র প্রাণীদের জীবন দুঃখময় এবং স্বল্প বলিয়া ভোগেরও অবসর নাই] তস্মাৎ (সুতরাং) [এই গতিলাভকে] জুগুপ্সেত (ঘৃণা করিবে)। তৎ (পঞ্চাগ্নিবিদ্যার স্তুতির জন্য) এষঃ শ্লোকঃ—। ৮

(শাস্ত্রীয় কর্মাদি হইতে বিমুখ জীবগণ) এই উভয় পথের কোন পথেই

গমন করে না। সেই জীবগণ "জন্মাও ও মর" এই ঈশ্বরাদেশক্রমে[১] পুনঃ পুনঃ (সংসারচক্রে) ভ্রমণকারী ক্ষুদ্র প্রাণী হইয়া থাকে। ইহাই তৃতীয় স্থান। এই কারণেই ঐ লোক পরিপূর্ণ হয় না। সুতরাং (এই গতিকে) ঘৃণা করিবে। উক্ত (পঞ্চাগ্নিবিদ্যা) বিষয়ে এই শ্লোক আছে—। ৮

---

[১] অথবা—জায়স্ব ম্রিয়স্ব ইতি=(তাহারা) পুনঃ পুনঃ জন্মায় ও মরে।

স্তেনো হিরণ্যস্য সুরাং পিবংশ্চ
গুরোস্তল্পমাবসন্ ব্রহ্মহা
চৈতে পতন্তি চত্বারঃ
পঞ্চমশ্চাচরংস্তৈঃ।—ইতি ॥ ৯

হিরণ্যস্য স্তেনঃ ([ব্রাহ্মণের] সুবর্ণাপহারক) চ সুরান্ পিবন্ (এবং সুরাপানকারী), গুরোঃ তল্পম্ আবসন্ (গুরুর শয্যায় শয়নকারী, অর্থাৎ গুরুপত্নীগামী) ব্রহ্মহা (এবং ব্রহ্মঘাতী) —এতে চত্বারঃ (এই চারিজন) চ (এবং) পঞ্চমঃ তৈঃ আচরন্ (যে পঞ্চম ব্যক্তি তাহাদের সংসর্গ করে, সে) পতন্তি (পতিত হয়) ইতি। ৯

সুবর্ণাপহারী, মদ্যপ, গুরুতল্পগ ও ব্রহ্মঘ্ন এই চারি ব্যক্তি এবং যে পঞ্চম ব্যক্তি ইহাদের সংসর্গ করে, (ইহারা) পতিত হয়। ৯

অথ হ য এতানেবং পঞ্চাগ্নীন্ বেদ ন সহ তৈরপ্যাচরন্ পাপ্মনা লিপ্যতে শুদ্ধঃ পূতঃ পুণ্যলোকো ভবতি য এবং বেদ য এবং বেদ ॥ ১০

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য দশমখণ্ডঃ ॥

[উদ্ধৃত শ্লোকে পঞ্চাগ্নিবিদ্যার প্রশংসা সুস্পষ্ট না হওয়ায় বলা হইতেছে]—অথ হ (পরন্তু) যঃ (যিনি) এতান্ পঞ্চাগ্নীন্ (এই পাঁচ অগ্নিকে) এবম্ বেদ (এইরূপে উপাসনা

করেন) [তিনি] তৈঃ সহ (উক্ত মহাপাতকীদের সহিত) আচরন্ অপি (সংসর্গ করিয়াও) পাপ্মনা ন লিপ্যতে (পাপে লিপ্ত হন না), [কারণ] পূতঃ [সন্] ([পঞ্চাগ্নিবিদ্যার ফলে] পবিত্রীকৃত হইয়া) [তিনি] শুদ্ধঃ (শুদ্ধ) [হন]। যঃ এবং বেদ (যিনি পূর্বপ্রশ্নগুলির উত্তর যথাযথ জানেন) [তিনি] পুণ্যলোকঃ (পুণ্যলোকগামী) ভবতি (হন)। যঃ এবং বেদ [সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসাসূচক]। ১০

পরন্তু যিনি এই পঞ্চাগ্নিকে যথোক্তরূপে উপাসনা করেন, তিনি উক্ত পাপীদের সংসর্গ করিলেও[1] পাপে লিপ্ত হন না, কারণ তিনি (পঞ্চাগ্নিবিদ্যার ফলে) বীতপাপ হইয়া বিশুদ্ধ হন। যিনি উক্ত বিষয়গুলি জানেন, তিনি পুণ্যলোকগামী হন। ১০

[1] এখানে বিদ্বানের জন্য পাপীর স্পর্শ বিহিত হয় নাই, বিদ্যারই প্রশংসা হইয়াছে।

পঞ্চমাধ্যায়—একাদশ খণ্ড

(অশ্বপতি ও ছয় ব্রাহ্মণ, বৈশ্বানর আত্মা)

প্রাচীনশাল ঔপমন্যবঃ সত্যযজ্ঞঃ পৌলুষিরিন্দ্রদ্যুম্নো ভাল্লবেয়ো জনঃ শার্করাক্ষ্যো বুড়িল আশ্বতরাশ্বিস্তে হৈতে মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়াঃ সমেত্য মীমাংসাং চক্রুঃ কো ন আত্মা কিং ব্রহ্মেতি ॥ ১

[পূর্বে (৫।১০।৪) বলা হইয়াছে যে, দক্ষিণপথগামীরা দেবগণের অন্ন হন ; কোন কোনও জীব মশকাদিও হয় (৫।১০।৮)। অধুনা উভয়দোষমুক্ত বিরাট্পদপ্রাপ্তির উপায় বলা হইতেছে]—ঔপমন্যবঃ (উপমন্যুতনয়) প্রাচীনশালঃ, পৌলুষিঃ (পুলুষসুত) সত্যযজ্ঞঃ, ভাল্লবেয়ঃ (ভল্লবির পৌত্র) ইন্দ্রদ্যুম্নঃ, শার্করাক্ষ্যঃ (শর্করাক্ষতনয়) জনঃ, আশ্বতরাশ্বিঃ (অশ্বতরাশ্বের পুত্র) বুড়িলঃ—মহাশ্রোত্রিয়াঃ (বেদজ্ঞ ও বেদাচারী) মহাশালাঃ (মহাগৃহস্থ) তে হ এতে (ঐ পাঁচ জন) সমেত্য (মিলিত হইয়া) মীমাংসাম্ চক্রুঃ (বিচার করিয়াছিলেন) —কঃ নঃ আত্মা (কে আমাদের আত্মা), কিম্ব্রহ্ম (কে ব্রহ্ম) ? ইতি। ১

উপমন্যুতনয় প্রাচীনশাল, পুলুষস্থত সত্যযজ্ঞ, ভাল্লবিপুত্র ইন্দ্রদ্যুম্ন, শর্করাক্ষতনয় জন, অশ্বতরাশ্বতনয় বুড়িল, এই পাঁচজন মহাশ্রোত্রিয় ও মহাগৃহস্থ পরস্পর মিলিত হইয়া আলোচনা করিলেন, "কে আমাদের আত্মা, কে ব্রহ্ম" ?[1] ১

---

[1] এখানে আত্মা ও ব্রহ্ম পরস্পরের বিশেষণ ও বিশেষ্য হইয়া ইহাই বুঝাইতেছে যে, আধ্যাত্মিক পরিচ্ছিন্ন আত্মা অথবা আদিত্যব্রহ্মাদি উপাস্য নহেন, পরন্তু "আত্মাই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম আত্মা"—এইরূপে "আত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্ম" বা সর্বাত্মা বৈশ্বানরই উপাস্য।

তে হ সম্পাদয়াঞ্চক্রুরুদ্দালকো বৈ ভগবন্তোঽয়মারুণিঃ সম্প্রতীমমাত্মানং বৈশ্বানরমধ্যেতি তং হন্তাভ্যাগচ্ছামেতি তং হাভ্যাজগ্মুঃ ॥ ২

তে হ (তাঁহারা) সম্পাদয়াম্-চক্রুঃ ([এইরূপে] সমস্যার সমাধান করিলেন)—ভগবন্তঃ (হে পূজ্যপাদগণ), অয়ম্ (এই) আরুণিঃ উদ্দালকঃ বৈ (অরুণপুত্র উদ্দালক) সম্প্রতি (অধুনা) ইমম্ (এই) বৈশ্বানরম্ আত্মানম্ (বিরাট্ আত্মাকে) অধ্যেতি (অবগত আছেন) ; হন্ত (আসুন), তম্ অভ্যাগচ্ছাম (আমরা তৎসমীপে যাই) ইতি। তম্ অভ্যাজগ্মুঃ হ (তাঁহার নিকটে গমন করিলেন)। ২

তাঁহারা এইরূপে সমস্যাটির সমাধান করিলেন, "মহোদয়গণ, সুবিখ্যাত অরুণপুত্র উদ্দালক সম্প্রতি এই বৈশ্বানর[1] আত্মাকে অবগত আছেন। আসুন, আমরা তাঁহার নিকট যাই।" (অনন্তর তাঁহারা) তাঁহার সমীপে গমন করিলেন। ২

---

[1] বিশ্ব=সকল, নর=মানুষ ; বিশ্ব+নর=বিশ্বানর=বৈশ্বানর, অর্থাৎ যিনি সকল মানবরূপে বিদ্যমান। অথবা—বিশ্ব=সকল বিকার, নর=কর্তা ; বৈশ্বানর=সকল বিকারের কর্তা। অথবা—বিশ্ব=(সকল) নর যাঁহার, অর্থাৎ যিনি সকল নরের আত্মস্বরূপে বিদ্যমান, তিনি বৈশ্বানর।

স হ সম্পাদয়াঞ্চকার প্রক্ষ্যন্তি মামিমে মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়াস্তেভ্যো ন সর্বমিব প্রতিপৎস্যে হন্তাহমন্যমভ্যনুশাসানীতি ॥ ৩

সঃ হ (তিনি, উদ্দালক) সম্পাদয়াঞ্চকার (স্থির করিলেন)—ইমে (এই সকল) মহাশালাঃ মহাশ্রোত্রিয়াঃ মাম্ (আমাকে) প্রক্ষ্যন্তি (প্রশ্ন করিবেন) । তেভ্যঃ (তাঁহাদিগকে) সর্বম্ (সমস্ত) ন প্রতিপৎস্যে ইব (বলিতে বোধ হয় সমর্থ হইব না) । হন্ত (যাহা হউক), অহম্ অন্যম্ অভ্যনুশাসানি (অন্য উপদেষ্টার সমীপে যাইতে বলি) ইতি । ৩

উদ্দালক এই সিদ্ধান্ত করিলেন, "এই সকল মহাগৃহস্থ ও মহাশ্রোত্রিয়েরা আমায় প্রশ্ন করিবেন ; কিন্তু তাঁহাদিগকে সকল কথা বলিতে বোধ হয় সমর্থ হইব না । যাহা হউক, আমি তাঁহাদিগকে অপর একজন উপদেষ্টার সন্ধান দিই ।" ৩

তান্ হোবাচাশ্বপতির্বৈ ভগবন্তোঽয়ং কৈকেয়ঃ সম্প্রতীমমাত্মানং বৈশ্বানরমধ্যেতি তং হন্তাভ্যাগচ্ছামেতি তং হাভ্যাজগ্মুঃ ॥ ৪

[উদ্দালক] তান্ (তাঁহাদিগকে) উবাচ হ—ভগবন্তঃ, সম্প্রতি অয়ম্ কৈকেয়ঃ (কেকয়পুত্র) অশ্বপতিঃ বৈ বৈশ্বানরম্ [ইত্যাদি পূর্ববৎ] । ৪

(উদ্দালক) তাঁহাদিগকে বলিলেন, "মহাশয়গণ, সম্প্রতি সুপ্রসিদ্ধ কেকয়পুত্র অশ্বপতি বৈশ্বানর আত্মাকে অবগত আছেন । আসুন, আমরা তাঁহার নিকট যাই ।" (অতঃপর) তাঁহারা তাঁহার নিকট গেলেন । ৪

তেভ্যো হ প্রাপ্তেভ্যঃ পৃথগর্হাণি কারয়াঞ্চকার স হ প্রাতঃ সঞ্জিহান উবাচ—

ন মে স্তেনো জনপদে ন কদর্যো ন মদ্যপো
নানাহিতাগ্নির্নাবিদ্বান্ন স্বৈরী স্বৈরিণী কুতো

যক্ষ্যমাণো বৈ ভগবন্তোঽহমস্মি যাবদেকৈকস্মা ঋত্বিজে ধনং দাস্যামি তাবদ্ভগবদ্ভ্যো দাস্যামি বসন্তু ভগবন্ত ইতি ॥ ৫

প্রাপ্তেভ্যঃ তেভ্যঃ হ (সমাগত তাঁহাদের জন্য) [অশ্বপতি] পৃথক্ (পৃথক্ পৃথক্ ভাবে) অর্হাণি কারয়াঞ্চকার (পূজা করাইলেন)। সঃ হ (তিনি) [পরদিন] প্রাতঃ সঞ্জিহানঃ (প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিয়া) [তাঁহাদিগকে ধন দিতে চাহিলেন ; কিন্তু তাঁহারা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলে] উবাচ (বলিলেন)—মে (আমার) জনপদে (রাজ্যে) স্তেনঃ ন (চোর নাই) কদর্যঃ (কৃপণ, নরাধম) ন, মদ্যপঃ ন, অনাহিতাগ্নিঃ (এমন ব্রাহ্মণ যিনি অগ্নিহোত্রী নহেন) ন, অবিদ্বান্ (অশিক্ষিত) ন, স্বৈরী (ব্যভিচারী) ন, [সুতরাং] স্বৈরিণী কুতঃ (ব্যভিচারিণী কিরূপে থাকিবে) ?, [অর্থাৎ আমি নিষ্পাপ ; অতএব আমার দান কেহ গ্রহণ করিবেন না] ? [ইহাতেও তাঁহারা দান করিলেন না দেখিয়া রাজা ভাবিলেন যে, তাঁহারা অল্পে তুষ্ট নহেন ; সুতরাং তিনি পুনর্বার বলিলেন]—ভগবন্তঃ, অহম্ যক্ষ্যমাণঃ বৈ অস্মি (আমি যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইতেছি) ; এক-একস্মৈ ঋত্বিজে (এক এক জন ঋত্বিক্‌কে) যাবৎ (যে পরিমাণ) ধনম্ (ধন) দাস্যামি (দিব) তাবৎ (সেই পরিমাণ) ভগবদ্ভ্যঃ (আপনাদিগকে) দাস্যামি (দিব)। ভগবন্তঃ বসন্তু (অবস্থান করুন) ইতি। ৫

তাঁহারা তথায় সমাগত হইলে রাজা প্রত্যেকের যথোচিত পূজাদি করাইলেন। (তাঁহাদিগকে ধনাভিলাষী মনে করিয়া, অথচ প্রদত্ত ধন গ্রহণে অসম্মত দেখিয়া) পরদিবস প্রাতে শয্যাত্যাগান্তে তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আমার রাজ্যে কোন চোর নাই, কৃপণ নাই, মদ্যপায়ী নাই, এমন ব্রাহ্মণ নাই যিনি আহিতাগ্নি নহেন, অবিদ্বান্ নাই, ব্যভিচারী নাই, সুতরাং ব্যভিচারিণী কিরূপে থাকিবে ? (অতএব আমার দান কেন গ্রহণ করিবেন না ?) আমি যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইতেছি। (উহাতে) প্রত্যেক ঋত্বিক্‌কে যত দক্ষিণা দেওয়া হইবে আপনাদের প্রত্যেককেও তত দেওয়া হইবে। মহাশয়গণ এখানে অবস্থান করুন (তাহা হইলে অধিকতর ধন পাইতে পারিবেন)।" ৫

তে হোচুর্যেন হৈবার্থেন পুরুষশ্চরেত্তং হৈব বদেদাত্মানমেবেমং বৈশ্বানরং সম্প্রত্যধ্যেষি তমেব নো ব্রূহীতি ॥ ৬

তে (তাঁহারা) উচুঃ হ (বলিলেন)—যেন এব হ অর্থেন (যে প্রয়োজনে) পুরুষঃ (কোনও ব্যক্তি) [অপরের নিকট] চরেৎ (গমন করে) তম্ হ এব (সেই বিষয়টিই) বদেৎ (বলা উচিত)। সম্প্রতি ইমম্ বৈশ্বানরম্ আত্মানম্ এব অধ্যেষি (আপনি অবগত আছেন), নঃ তম্ এব ব্রূহি (বলুন) ইতি। ৬

তাঁহারা বলিলেন—"মানুষ যে প্রয়োজনে (কাঁহারও নিকট) গমন করে, (তাঁহার নিকট) তাহাই বলা উচিত।[১] সম্প্রতি আপনি এই বৈশ্বানর আত্মা অবগত আছেন। আমাদিগকে উহা বলুন।" ৬

[১] অর্থাৎ আমরা ধনকামী নহি, বিদ্যাকামী।

তান্ হোবাচ প্রাতর্বঃ প্রতিবক্তাস্মীতি তে হ সমিৎপাণয়ঃ পূর্বাহ্নে প্রতিচক্রমিরে তান্ হানুপনীয়ৈবৈতদুবাচ—॥ ৭

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্যৈকাদশখণ্ডঃ ॥

তান (সেই ছয় ব্রাহ্মণকে) [রাজা] উবাচ হ—বঃ (আপনাদিগকে) প্রাতঃ প্রতিবক্তা [অস্মি] (প্রত্যুত্তর দিব) ইতি। তে হ সমিৎপাণয়ঃ ([উপনয়নের জন্য] সমিদ্ভার হস্তে লইয়া) পূর্বাহ্নে প্রতিচক্রমিরে (রাজসকাশে গেলেন)। তান্ হ অনুপনীয় এব (উপনীত না করিয়াই) এতৎ (এই কথা) উবাচ—। ৭

(রাজা) তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আমি প্রাতঃকালে আপনাদিগকে প্রত্যুত্তর দিব।" তাঁহারা (পরদিন) পূর্বাহ্নে সমিৎপাণি হইয়া তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন। (রাজা) তাঁহাদিগকে উপনীত[১] না করিয়াই এইরূপ বলিলেন—। ৭

---

[১] উপনয়ন=পদদ্বয়ে পতন (আনন্দগিরি)। এই আখ্যায়িকার দ্বারা এই বুঝান

হইতেছে যে, হীনজাতি (ক্ষত্রিয়) রাজার নিকট ব্রাহ্মণগণ যেরূপ বিদ্যাভিমান ত্যাগ করিয়া বিনয়সহকারে গিয়াছিলেন, গুরুসকাশে সেইরূপ বিনয়ী হইয়া গমন করিতে হয় এবং রাজা যেরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, উপযুক্ত শিষ্যকে গুরুও সেইরূপ অবশ্যই উপদেশ দিবেন। সমিধ্ = গুরুসেবার উপযুক্ত দ্রব্য।

পঞ্চমাধ্যায়—দ্বাদশ খণ্ড

(বৈশ্বানর আত্মার মস্তক—সুতেজস্ত্ব-গুণ-বিশিষ্ট দ্যুলোক)

ঔপমন্যব কং ত্বমাত্মানমুপাস্স ইতি দিবমেব ভগবো রাজন্নিতি হোবাচৈষ বৈ সুতেজা আত্মা বৈশ্বানরো যং ত্বমাত্মানমুপাস্সে তস্মাত্তব সুতং প্রসুতমাসুতং কুলে দৃশ্যতে ॥ ১

অৎস্যন্নং পশ্যসি প্রিয়মত্ত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চসং কুলে য এতমেবাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে মূর্ধা ত্বেষ আত্মন ইতি হোধাচ মূর্ধা তে ব্যপতিষ্যদ্ যন্মাং নাগমিষ্য ইতি ॥ ২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য দ্বাদশখণ্ডঃ ॥

[রাজা বলিলেন]—[হে] ঔপমন্যব, ত্বম্ (তুমি) কম্ (কোন্) [বৈশ্বানর] আত্মানম্ (আত্মাকে) উপাস্সে (উপাসনা কর) ? ইতি। [প্রাচীনশাল] উবাচ হ (বলিলেন)—[হে] ভগবঃ রাজন্, দিবম্ এব (দ্যুলোককেই) ইতি। [রাজা]=যম্ (যে) আত্মানম্ ত্বম্ উপাস্সে এষঃ বৈ (ইনিই) সুতেজাঃ (উত্তম জ্যোতি বলিয়া প্রসিদ্ধ) বৈশ্বানরঃ আত্মা ; তস্মাৎ (সেই জন্যই) তব কুলে (তোমার বংশে) সুতম্ ([একাহে সমাপ্য জ্যোতিষ্টোমে] সোমরস অভিষুত বা নিষ্কাসিত হইতে) প্রসুতম্ ([দুই হইতে দ্বাদশ দিনব্যাপী অহীনযাগে] প্রকৃষ্টরূপে নিষ্কাসিত হইতে) আসুতম্ ([বহুদিনব্যাপী সত্রে] সম্যক্ নিষ্কাসিত হইতে)

দৃশ্যতে (দেখা যায়)। [এইজন্যই] অন্নম্ অৎসি (অন্ন ভক্ষণ কর), প্রিয়ম্ (ইষ্ট বিষয়) পশ্যসি (দর্শন কর)। যঃ (যে কেহ) এতম্ বৈশ্বানরম্ আত্মানম্ এবম্ উপাস্তে (উপাসনা করেন)। [তিনি] অন্নম্ অত্তি (ভক্ষণ করেন), প্রিয়ম্ পশ্যতি (দর্শন করেন), অস্য কুলে ব্রহ্মবর্চসম্ ([কর্মকুশলতারূপ] ব্রহ্মতেজ) ভবতি। তু (পরন্তু) এষঃ (ইনি) আত্মনঃ (বৈশ্বানর আত্মার) মূর্ধা (মস্তক) [মুঃ ২।১।৪] ইতি উবাচ হ (এই কথা বলিলেন)। [এবং আরও বলিলেন]—যৎ (যদি) মাম্ (আমার কাছে) ন আগমিষ্যঃ (না আসিতে) [তবে অংশমাত্রকে পূর্ণরূপে উপাসনা করার অপরাধে] তে মূর্ধা (তোমার মস্তক) ব্যপতিষ্যৎ (পড়িয়া যাইত)। ইতি। ১-২

(রাজা)—"হে ঔপমন্যব, তুমি কিরূপ আত্মাকে উপাসনা কর ?" (প্রাচীনশাল)—"হে রাজা মহাশয়, (আমি) দ্যুলোককেই (উপাসনা করি)।" (রাজা)—"তুমি যে আত্মাকে উপাসনা কর, ইনি সুতেজা নামে প্রসিদ্ধ বৈশ্বানর আত্মা ;[১] (যেহেতু সুতেজাকে উপাসনা কর) সেই জন্য তোমার কুলে সোমরস সুত, প্রসুত ও আসুত হইতে দেখা যায়।[২] (এই কারণে) তুমি অন্নভোজী হইয়াছ এবং প্রিয়বস্তু দর্শন করিয়া থাক। যে কেহ এই বৈশ্বানর আত্মাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি অন্নভোজী হন, প্রিয় বস্তু দর্শন করেন, এবং তাঁহার কুলে ব্রহ্মতেজ সমদ্ভূত হয়। পরন্তু ইনি (বৈশ্বানর) আত্মার (একাঙ্গ) মস্তক মাত্র। তুমি যদি আমার নিকট না-আসিতে, তবে তোমার মস্তক পড়িয়া যাইত।" ১-২

---

[১] উহা বৈশ্বানর আত্মার একদেশ মাত্র।

[২] অর্থাৎ তোমার বংশীয়েরা সাতিশয় কর্মনিষ্ঠ। সোমযাগ মোট তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—জ্যোতিষ্টোম, অহীন ও সত্র। জ্যোতিষ্টোম একদিনে, অহীন দুই হইতে দ্বাদশ দিনে এবং সত্র বহুদিনে সমাপ্য ; অনুষ্ঠানকালের দীর্ঘতানুযায়ী সোমরসেরও অধিকাধিক প্রয়োজন হয়। এই উপাসনার ফলে উপাসকের বংশধরগণ সমৃদ্ধ ও ধর্মপরায়ণ হইয়াছেন—ইহাই তাৎপর্য। সোমাভিষব = শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে সোমলতা ছেঁচিয়া রস বাহির করা।

পঞ্চমাধ্যায়—ত্রয়োদশ খণ্ড

(বৈশ্বানর আত্মার চক্ষু—বিশ্বরূপত্ব-গুণ-বিশিষ্ট আদিত্য)

অথ হোবাচ সত্যযজ্ঞং পৌলুষিং প্রাচীনযোগ্য কং ত্বমাত্মানমুপাস্‌স ইত্যাদিত্যমেব ভগবো রাজন্নিতি হোবাচৈষ বৈ বিশ্বরূপ আত্মা বৈশ্বানরো যং ত্বমাত্মানমুপাস্‌সে তস্মাত্তব বহু বিশ্বরূপং কুলে দৃশ্যতে ॥ ১

প্রবৃত্তোঽশ্বতরীরথো দাসীনিষ্কোঽৎস্যন্নং পশ্যসি প্রিয়মত্ত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চসং কুলে য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে চক্ষুষ্ট্বেতদাত্মন ইতি হোবাচান্ধোঽভবিষ্যো যন্মাং নাগমিষ্য ইতি ॥ ২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য ত্রয়োদশখণ্ডঃ ॥

অথ...দৃশ্যতে, [পূর্ববৎ]। বহু বিশ্বরূপম্ (ইহলোকের ও পরলোকের জন্য বিবিধ ভোগসামগ্রী)। অশ্বতরী-রথঃ (অশ্বতরী-বাহিত রথ [৪।২।১]) দাসী-নিষ্কঃ (দাসীবৃন্দ সহ কণ্ঠহার) [ত্বাম্ অনু] প্রবৃত্তঃ (তোমার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে)। অৎসি [ইত্যাদি পূর্ববৎ]। চক্ষুঃ তু এতৎ আত্মনঃ (পরন্তু ইহা আত্মার চক্ষু)। অন্ধঃ অভবিষ্যঃ (তুমি অন্ধ হইতে)। ১-২

অনন্তর সত্যযজ্ঞ পৌলুষিকে (রাজা) বলিলেন, "হে প্রাচীনযোগ্য, তুমি কিরূপ আত্মাকে উপাসনা কর ?" (তিনি বলিলেন)—"রাজা মহাশয়, আমি আদিত্যকেই (উপাসনা করি)।" (রাজা) "তুমি যে আত্মাকে উপাসনা কর, ইনিই বিশ্বরূপ[1] নামে প্রসিদ্ধ বৈশ্বানর আত্মা ; এই কারণেই তোমার বংশে সর্বপ্রকার ভোগোপকরণ দৃষ্ট হয়। তোমার জন্য অশ্বতরীরথ, দাসীবৃন্দ ও কণ্ঠহার প্রস্তুত রহিয়াছে ; তুমি অন্নভোজী হইয়াছ এবং প্রিয়বস্তু দর্শন করিতেছ। যে কেহ এই বৈশ্বানর আত্মাকে এইরূপ দর্শন করেন, তিনি অন্নভোজী হন, প্রিয়বস্তু দর্শন করেন, এবং

তাঁহার কুলে ব্রহ্মতেজ সম্ভূত হয়। পরন্তু ইহা (বৈশ্বানর) আত্মার (এক অঙ্গ) চক্ষু মাত্র। তুমি যদি আমার নিকট না আসিতে, তবে তুমি অন্ধ হইয়া যাইতে।” ১-২

১। কারণ বিশ্ব বা সমস্ত রূপই সূর্যের।

পঞ্চমাধ্যায়—চতুর্দশ খণ্ড

(বৈশ্বানর আত্মার প্রাণ—পৃথগ্‌বর্ত্মত্ব-গুণ-বিশিষ্ট বায়ু)

অথ হোবাচেন্দ্রদ্যুম্নং ভাল্লবেয়ং বৈয়াঘ্রপদ্য কং ত্বমাত্মানমুপাস্‌স ইতি বায়ুমেব ভগবো রাজন্নিতি হোবাচৈষ বৈ পৃথগ্‌বর্ত্মাত্মা বৈশ্বানরো যং ত্বমাত্মানমুপাস্‌সে তস্মাত্ত্বাং পৃথগ্‌বলয় আয়ন্তি পৃথগ্রথশ্রেণয়োঽনুযন্তি ॥ ১

অৎস্যন্নং পশ্যসি প্রিয়মত্ত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যস্যব্রহ্মবর্চসং কুলে য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে প্রাণস্ত্বেষ আত্মন ইতি হোবাচ প্রাণস্ত উদক্রমিষ্যদ্ যন্মাং নাগমিষ্য ইতি ॥ ২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য চতুর্দশখণ্ডঃ ॥

পৃথক্-বর্ত্মা (নানা বর্ত্ম বা পথ যাঁহার, অর্থাৎ আবহ, উদ্বহ প্রভৃতি ভেদবিশিষ্ট বায়ু)। পৃথক্-বলয়ঃ (নানাদিকে উৎপন্ন [বস্ত্রাদি] উপহার) ত্বাম্ আয়ন্তি (তোমার নিকট আসে)। অনুযন্তি (অনুগমন করে)। তে (তোমার) প্রাণঃ উদক্রমিষ্যৎ (উৎক্রমণ করিত) [অপরাংশ পূর্ববৎ]। ১-২

অনন্তর ইন্দ্রদ্যুম্ন ভাল্লবেয়কে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে বৈয়াঘ্রপদ্য, তুমি কিরূপ আত্মাকে উপাসনা কর?” (তিনি বলিলেন)—“রাজা

মহাশয়, আমি বায়ুকেই (উপাসনা করি)।" রাজা বলিলেন, "তুমি যে আত্মাকে উপাসনা কর, ইনিই পৃথগ্‌বর্ত্মা নামক বৈশ্বানর আত্মা। এই জন্যই বিভিন্ন দিক্ হইতে তোমার নিকট উপঢৌকন আসে এবং বিভিন্ন রথশ্রেণী তোমার অনুগমন করে; তুমি অন্নভোজী হইয়াছ এবং প্রিয়বস্তু দর্শন করিয়া থাক। যে কেহ এই বৈশ্বানর আত্মাকে এইরূপ জানেন, তিনি অন্নভোজী হন, প্রিয়বস্তু দর্শন করেন এবং তাঁহার কুলে ব্রহ্মতেজ হয়। পরন্তু ইনি আত্মার এক অঙ্গ প্রাণ মাত্র। তুমি যদি আমার নিকট না আসিতে, তবে তোমার প্রাণ উৎক্রমণ করিত।" ১-২

পঞ্চমাধ্যায়—পঞ্চদশ খণ্ড

(বৈশ্বানর আত্মার স্কন্দ—বহুলত্ব-গুণ-বিশিষ্ট আকাশ)

অথ হোবাচ জনং শার্করাক্ষ্য কং ত্বমাত্মানমুপাস্স ইত্যাকাশমেব ভগবো রাজন্নিতি হোবাচৈষ বৈ বহুল আত্মা বৈশ্বানরো যং ত্বমাত্মানমুপাস্সে তস্মাত্ত্বং বহুলোঽসি প্রজয়া চ ধনেন চ ॥ ১

অৎস্যন্নং পশ্যসি প্রিয়মত্ত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চসং কুলে য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে সন্দেহস্ত্বেষ আত্মন ইতি হোবাচ সন্দেহস্তে ব্যশীর্য্যদ্ যন্মাং নাগমিষ্য ইতি ॥ ২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য পঞ্চদশখণ্ডঃ ॥

প্রজয়া চ ধনেন চ (সন্তানসন্ততি ও ধনসম্পদে) বহুলঃ (সমৃদ্ধ) অসি (আছ)। ১

অনন্তর জনকে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে শার্করাক্ষ্য, তুমি কিরূপ আত্মাকে উপাসনা কর?" তিনি বলিলেন, "রাজা মহাশয়, আমি

আকাশকে উপাসনা করি।” রাজা বলিলেন, “তুমি যে আত্মাকে উপাসনা কর, ইনিই বহুল[১] নামক বৈশ্বানর আত্মা। এইজন্যই তুমি (বহু) সন্তানসন্ততি ও ধনসম্পদে সমৃদ্ধ হইয়াছ ; তুমি অন্নভোজী হইয়াছ এবং প্রিয়বস্তু দর্শন করিতেছ। যে কেহ এই বৈশ্বানর আত্মাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি অন্নভোজী হন ও প্রিয়বস্তু দর্শন করেন এবং তাঁহার কুলে ব্রহ্মতেজ হয়। পরন্তু ইহা আত্মার সন্দেহ[২] (বা দেহমধ্যভাগ)। তুমি যদি আমার নিকট না আসিতে, তবে তোমার দেহস্কন্দ বিশীর্ণ হইত।” ১-২

---

[১] আকাশ সর্বব্যাপী বলিয়া বহুল (=প্রচুর, আয়ত) ; শরীরে মাংস, রুধিরাদি বহু পদার্থ থাকে বলিয়া উহাও বহুল-পদ-বাচ্য—ইহা পরেই বলা হইতেছে।

[২] সন্দেহ শব্দটি উপচয়ার্থক বা বৃদ্ধিবোধক দিহ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। মাংসাদির বৃদ্ধিদ্বারা শরীর নির্মিত হয়।

পঞ্চমাধ্যায়—ষোড়শ খণ্ড

বৈশ্বানর আত্মার বস্তি—রয়িত্ব-গুণ-বিশিষ্ট জল)

অথ হোবাচ বুড়িলমাশ্বতরাশ্বিং বৈয়াঘ্রপদ্য কং ত্বমাত্মানমুপাস্স ইত্যপ এব ভগবো রাজন্নিতি হোবাচৈষ বৈ রয়িরাত্মা বৈশ্বানরো যং ত্বমাত্মানমুপাস্সে তস্মাত্ত্বং রয়িমান্ পুষ্টিমানসি ॥ ১

অৎস্যন্নং পশ্যসি প্রিয়মত্ত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চসং কুলে য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে বস্তিস্ত্বেষ আত্মন ইতি হোবাচ বস্তিস্তে ব্যভেৎস্যদ্ যন্মাং নাগমিষ্য ইতি ॥ ২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য ষোড়শখণ্ডঃ ॥

অপঃ (জলকে), বস্তিঃ (মূত্রাশয়) ব্যভেৎস্যৎ (ফাটিয়া যাইত)। ১-২

অনন্তর বুড়িল আশ্বতরাশ্বিকে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে বৈয়াঘ্রপদ্য, তুমি কিরূপ আত্মাকে উপাসনা কর ?" তিনি বলিলেন, "রাজা মহাশয়, আমি জলকে উপাসনা করি।" রাজা বলিলেন, "তুমি যে আত্মাকে উপাসনা কর, ইনিই রয়ি[১] নামক বৈশ্বানর আত্মা। এইজন্যই তুমি ধনবান্ ও পুষ্টিমান্ হইয়াছ ; তুমি অন্নভোজী হইয়াছ এবং প্রিয়বস্তু দর্শন করিয়া থাক। যে কেহ এই বৈশ্বানর আত্মাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি অন্নভোজী হন, প্রিয়বস্তু দর্শন করেন এবং তাঁহার কুলে ব্রহ্মতেজ হয়। পরন্তু ইহা আত্মার বস্তি বা মূত্রাশয়। তুমি যদি আমার নিকট না আসিতে, তবে তোমার মূত্রাশয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত।" ১-২

১। রয়ি=ধন। জল হইতে ধান্যাদি অন্ন হয়, এবং অন্ন হইতে ধনসম্পদ্ ও দেহপুষ্টি লাভ হয়। বৈয়াঘ্রপদ্য=ব্যাঘ্রপদের বংশসম্ভূত।

পঞ্চমাধ্যায়—সপ্তদশ খণ্ড

(বৈশ্বানর আত্মার পদ—প্রতিষ্ঠাত্ব-গুণ-বিশিষ্ট পৃথিবী)

অথ হোবাচোদ্দালকমারুণিং গৌতম কং ত্বমাত্মানমুপাস্স ইতি পৃথিবীমেব ভগবো রাজন্নিতি হোবাচৈষ বৈ প্রতিষ্ঠাত্মা বৈশ্বানরো যং ত্বমাত্মানমুপাস্সে তস্মাত্ত্বং প্রতিষ্ঠিতোঽসি প্রজয়া চ পশুভিশ্চ ॥ ১

অৎস্যন্নং পশ্যসি প্রিয়মত্ত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যস্যব্রহ্মবর্চসং কুলে য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে পাদৌ ত্বেতাবাত্মন ইতি হোবাচ পাদৌ তে ব্যম্লাস্যেতাং যন্মাং নাগমিষ্য ইতি ॥ ২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য সপ্তদশখণ্ডঃ ॥

ব্যশীর্যেতাম্ (বিশীর্ণ হইত)। ১-২

অনন্তর উদ্দালক আরুণিকে রাজা প্রশ্ন করিলেন, "হে গৌতম, তুমি কিরূপ আত্মাকে উপাসনা কর ?" তিনি বলিলেন, "রাজা মহাশয়, আমি পৃথিবীকে উপাসনা করি।" রাজা বলিলেন, "তুমি যে আত্মাকে উপাসনা কর, ইনিই প্রতিষ্ঠা নামক বৈশ্বানর আত্মা। এইজন্যই তুমি সন্তান ও পশুবৃন্দে সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছ; তুমি অন্নভোজী হইয়াছ এবং প্রিয়বস্তু দর্শন করিয়া থাক। যে কেহ এই বৈশ্বানর আত্মাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি অন্নভোজী হন, প্রিয়বস্তু দর্শন করেন এবং তাঁহার কুলে ব্রহ্মতেজ হয়। পরন্তু ইহা আত্মার চরণদ্বয়। তুমি যদি আমার নিকট না আসিতে, তবে তোমার পাদদ্বয় বিশীর্ণ হইয়া যাইত।" ১-২

পঞ্চমাধ্যায়—অষ্টাদশ খণ্ড

(সর্ব্বান্নপ্রাপ্তি ও প্রাণাগ্নিহোত্র)

তান্ হোবাচৈতে বৈ খলু যূয়ং পৃথগিবেমমাত্মানং বৈশ্বানরং বিদ্বাংসোঽন্নমত্থ যস্ত্বেতমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমানমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে স সর্বেষু লোকেষু সর্বেষু ভূতেষু সর্বেষ্বাত্মস্বন্নমত্তি ॥ ১

[রাজা] তান্ (তাঁহাদিগকে) উবাচ হ—এতে বৈ খলু যূয়ম্ (এইরূপ [খণ্ডিতজ্ঞানবান্] তোমরা) ইমম্ বৈশ্বানরম্ আত্মানম্ পৃথক্ ইব বিদ্বাংসঃ (পৃথক্ ভাবিয়া) অন্নম্ অত্থ (আহার করিতেছ)। তু যঃ (কিন্তু যিনি) প্রাদেশমাত্র (প্রাদেশমাত্র) অভিবিমানম্ (প্রত্যগাত্মস্বরূপে "আমি বলিয়া" জ্ঞাত) এতম্ বৈশ্বানরম্ আত্মানম্ (এই বৈশ্বানর আত্মাকে) এবম্ (পরবর্তী কণ্ডিকাতে উক্ত বিধি অনুসারে) উপাস্তে (উপাসনা করেন), সঃ (তিনি) সর্বেষু লোকেষু ([দ্যুলোকাদি] সকল লোকে), সর্বেষু ভূতেষু (চরাচর সকলের মধ্যে) সর্বেষু

আত্মসু (আত্মরূপে প্রতিভাত [শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি] সকলের মধ্যে) [বৈশ্বানররূপে অবস্থানপূর্বক] অন্নম্ অত্তি ([সকল প্রাণীর ভোজ্য] অন্ন আহার করেন) । ১

রাজা তাঁহাদিগকে বলিলেন, "এইরূপ (স্বল্পজ্ঞানবান্) তোমরা এই বৈশ্বানর আত্মাকে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে জানিয়া অন্ন আহার করিতেছ ; কিন্তু কেহ যদি এই প্রাদেশমাত্র[১] ও অভিবিমান[২] বৈশ্বানর আত্মাকে যথোক্ত প্রকারে উপাসনা করেন, তবে তিনি সকল লোকে, সকলের মধ্যে এবং সকল আত্মাতে অন্ন আহার করেন।" ১

১। প্রাদেশমাত্র—(১) প্রাদেশ = দ্যুলোক-মূর্ধা হইতে পৃথিবী-পাদ পর্যন্ত অবয়বসকল ; যিনি এইরূপ প্রাদেশ বা অবয়ববিশিষ্টরূপে প্রত্যগাত্মার মধ্যে (মীয়তে) জ্ঞাত হন, তিনি। (২) দ্যুলোক হইতে পৃথিবী পর্যন্ত প্রদেশ বা স্থান, মান বা পরিমাণ যাঁহার তিনি। (৩) প্রাদেশ = (দ্যুলোকাদি) যাহা প্রকৃষ্টরূপে শাস্ত্রে আদিষ্ট হইয়াছে, যিনি তাবৎপরিমাণ, তিনি প্রাদেশমাত্র। (৪) মুখাদি প্রদেশে বা অবয়বে অত্তা বা সাক্ষিরূপে যিনি (মীয়তে) জ্ঞাত হন, তিনি। (৫) জ্ঞানের অভিব্যক্তিস্থল হৃদয়াদি প্রদেশে যিনি বিশেষরূপে অভিব্যক্ত হন, তিনি।

২। অভিবিমান = (১) প্রত্যগাত্মরূপে অভিবিমত, বা "আমি" বলিয়া জ্ঞাত। (২) প্রত্যগাত্মরূপে সকলের "অভিগত" বা সমীপবর্তী এবং "বিমান" অর্থাৎ অপরিমেয়। (৩) জগৎকারণরূপে সকলের পরিমাপক। ব্রঃ ১।২।৩২

তস্য হ বা এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্ধৈব সুতেজাশ্চক্ষুর্বিশ্বরূপঃ প্রাণঃ পৃথগ্বর্ত্মাত্মা সন্দেহো বহুলো বস্তিরেব রয়িঃ পৃথিব্যেব পাদাবুর এব বেদির্লোমানি বর্হির্হৃদয়ং গার্হপত্যো মনোহন্বাহার্যপচন আস্যমাহবনীয়ঃ ॥ ২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্যাষ্টাদশখণ্ডঃ ॥

[সর্বাত্মা বৈশ্বানরের উপাসক সর্বাত্মা হন ; অতএব তিনি সর্বান্নভোজী হন ; ইহাই

প্রদর্শিত হইতেছে]—তস্য হ বৈ এতস্য (উক্ত এই) বৈশ্বানরস্য আত্মনঃ (বৈশ্বানর আত্মার) সুতেজাঃ এব মূর্ধা [৫।১২], বিশ্বরূপঃ চক্ষুঃ [৫।১৩], পৃথগ্ বর্ত্মাত্মা প্রাণঃ [৪।১৪], বহুলঃ সন্দেহঃ [৫।১৫], রয়িঃ এব বস্তিঃ [৫।১৬], পৃথিবী এব পাদৌ [৫।১৭]। [এইরূপে প্রধান উপাসনা বলিয়া অতঃপর উক্ত উপাসনার অঙ্গ প্রাণাগ্নিহোত্র প্রদর্শনের জন্য ভূমিকা করা হইতেছে। বৈশ্বানরবিদের ভোজনই যে অগ্নিহোত্র, ইহা প্রদর্শনের জন্য অশ্বপতি বলিতে লাগিলেন—"এইরূপ বৈশ্বানরবিদের] উরঃ এব (বক্ষঃস্থলই) বেদিঃ (বেদি), [কারণ উভয়ের আকার একরূপ] ; [বক্ষঃস্থ] লোমানি (লোমসকল) বর্হিঃ ([বেদিতে আস্তীর্ণ] কুশ) ; হৃদয়ম্ গার্হপত্যঃ ; মনঃ অন্বাহার্যপচনঃ (দক্ষিণাগ্নি) ; আস্যম্ (মুখ) আহবনীয়ঃ ।"২

(রাজা বলিতে লাগিলেন)—"দ্যুলোকই উক্ত বৈশ্বানর আত্মার মস্তক, আদিত্য চক্ষু, বায়ু প্রাণ, আকাশ দেহস্কন্দ, জল মূত্রাশয়, ও পৃথিবী পাদদ্বয়। (বৈশ্বানররূপী ভোক্তার) বক্ষঃস্থল বেদি,[১] (বক্ষঃস্থ) লোমসকল কুশ, হৃদয় গার্হপত্যাগ্নি, মন দক্ষিণাগ্নি, ও মুখ আহবনীয়াগ্নি।"[২] ২

---

[১] ১। স্থণ্ডিল, অর্থাৎ যজ্ঞের জন্য প্রস্তুত সমতল সমচতুষ্কোণ ভূমি।

[২] ২। গার্হপত্য হইতে দক্ষিণাগ্নির উৎপত্তির ন্যায় যেন হৃদয় হইতে মন উত্থিত হয় ; এবং আহবনীয়ে দেবোদ্দেশ্যে আহুতি-প্রদানের ন্যায় যেন মুখে অন্ন হুত হয়। ৪।১১।১ ও ৪।১২।১, টীকা দ্রঃ।

পঞ্চমাধ্যায়—ঊনবিংশ খণ্ড

(প্রাণাগ্নিহোত্রে "প্রাণায় স্বাহা")

তদ্ যদ্ ভক্তং প্রথমমাগচ্ছেৎ তদ্ধোমীয়ং স যাং প্রথমামাহুতিং জুহুয়াৎ তাং জুহুয়াৎ প্রাণায় স্বাহেতি প্রাণস্তৃপ্যতি ॥ ১

তৎ (অতএব, উপাসকের ভোজনই অগ্নিহোত্রস্বরূপ হওয়ায়) যৎ (যে) ভক্তম্

(অন্ন) [আহারকালে] প্রথমম্ (সর্বাগ্রে) আগচ্ছেৎ (আসিবে), তৎ (উহা) হোমীয়ন্ (আহুতিরূপে অর্পণীয়) ; [অগ্নিহোত্র-স্থানীয় ভোজনে] সঃ (তিনি) যাম্ (যে) প্রথমাম্ আহুতিম্ (প্রথম আহুতি) জুহুয়াৎ ([অগ্নিতে] অর্পণ করিবেন), তাম্ (সে আহুতিকে) প্রাণায় স্বাহা ইতি ("প্রাণের উদ্দেশ্যে স্বাহা" এই মন্ত্রে) জুহুয়াৎ ([আহবনীয়-স্থানীয় নিজ মুখে] হোম করিবেন) ; [তাহাতে] প্রাণঃ তৃপ্যতি (তৃপ্ত হন) । ১

সুতরাং যে অন্ন সর্বাগ্রে উপস্থিত হইবে, উহা আহুতিরূপে অর্পণীয়।[১] উক্ত হোতা (বা ভোক্তা) প্রথমে যে আহুতি অর্পণ করিবেন, উহা "প্রাণায় স্বাহা" এই মন্ত্রে অর্পণ করিবেন। ইহাতে প্রাণ তৃপ্ত হন। ১

---

[১] এখানে ইহা বলা হইতেছে না যে, প্রাণাগ্নিহোত্রেও প্রসিদ্ধ অগ্নিহোত্রের যাবতীয় অঙ্গাদি অনুষ্ঠেয় ; পরন্তু এখানে কেবল ভোজনে অগ্নিহোত্রদৃষ্টি বিহিত হইতেছে। প্রথম অন্নগ্রাস-গ্রহণকালে "প্রাণায় স্বাহা" এই মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক মনে করিতে হইবে, আমি "অগ্নিহোত্রে প্রথম আহুতি দিতেছি—ইহা আমার আহার মাত্র নহে।"

প্রাণে তৃপ্যতি চক্ষুস্তৃপ্যতি চক্ষুষি তৃপ্যত্যাদিত্যস্তৃপ্যত্যাদিত্যে তৃপ্যতি দ্যৌস্তৃপ্যতি দিবি তৃপ্যন্ত্যাং যৎ কিঞ্চ দ্যৌশ্চাদিত্যাশ্চাধিতিষ্ঠতস্তৎ তৃপ্যতি তস্যানু তৃপ্তিং তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিরন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চসেনেতি ॥ ২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্যৈকোনবিংশখণ্ডঃ ॥

প্রাণে তৃপ্যতি (প্রাণ তৃপ্ত হইলে) চক্ষুঃ তৃপ্যতি (তৃপ্ত হন) [ইত্যাদি একরূপ] ; দিবি তৃপ্যন্ত্যাম্ (দ্যৌ তৃপ্ত হইলে) যৎ কিম্ চ (যাহা কিছু) দ্যৌঃ চ আদিত্যঃ চ (দ্যৌ ও আদিত্য) অধিষ্ঠিতঃ ([নিজেদের] অধীনে বা অধোদেশে রাখেন) তৎ (তাহা) তৃপ্যতি ; তস্য তৃপ্তিম্ অনু (তাহার তৃপ্তির পরে) [স্বয়ং ভোক্তা তৃপ্যতি, [এবং] প্রজয়া পশুভিঃ (সন্তানসন্ততি ও পশুবর্গে) অন্নাদ্যেন (ভোজ্য অন্নে), তেজসা (দেহকান্তিতে বা বাগ্মিতাতে বা বুদ্ধিপ্রাখর্যে) ব্রহ্মবর্চসেন (ব্রহ্মতেজে) [সমৃদ্ধ হন] ইতি । ২

প্রাণ তৃপ্ত হইলে চক্ষু তৃপ্ত হন; চক্ষু তৃপ্ত হইলে আদিত্য তৃপ্ত হন; আদিত্য তৃপ্ত হইলে দ্যুলোক তৃপ্ত হন; দ্যুলোক তৃপ্ত হইলে দ্যুলোক ও আদিত্যের অধোদেশে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই তৃপ্ত হয়। তাহার তৃপ্তিতে ভোক্তাও তৃপ্ত হন; এবং তিনি প্রজা, পশু, ভোগ্য অন্ন, দেহকান্তি ও ব্রহ্মতেজে পরিতৃপ্ত হন। ২

পঞ্চমাধ্যায়—বিংশ খণ্ড

(প্রাণাগ্নিহোত্রে "ব্যানায় স্বাহা")

অথ যাং দ্বিতীয়াং জুহুয়াৎ তাং জুহুয়াৎ ব্যানায় স্বাহেতি ব্যানস্তৃপ্যতি ॥ ১

ব্যানে তৃপ্যতি শ্রোত্রং তৃপ্যতি শ্রোত্রে তৃপ্যতি চন্দ্রমাস্তৃপ্যতি চন্দ্রমসি তৃপ্যতি দিশস্তৃপ্যন্তি দিক্ষু তৃপ্যন্তীষু যৎ কিঞ্চ দিশশ্চ চন্দ্রামাশ্চাধিতিষ্ঠন্তি তৎ তৃপ্যতি তস্যানু তৃপ্তিং তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিরন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চসেনেতি ॥ ২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য বিংশখণ্ড ॥

অনন্তর যে দ্বিতীয় আহুতি অর্পণ করিবেন, তাহা "ব্যানায় স্বাহা" এই মন্ত্রে আহুতি দিবেন। তাহাতে ব্যান তৃপ্ত হন। ব্যান তৃপ্ত হইলে শ্রবণ তৃপ্ত হন; শ্রবণ তৃপ্ত হইলে চন্দ্র তৃপ্ত হন; চন্দ্র তৃপ্ত হইলে দিক্‌সমূহ তৃপ্ত হন; দিক্‌সমূহ তৃপ্ত হইলে দিক্‌সমূহ ও চন্দ্রের দ্বারা অধিষ্ঠিত যাহা কিছু আছে তৎসমস্ত তুষ্ট হয়। তাহার তৃপ্তিতে ভোক্তা তৃপ্ত হন; এবং তিনি প্রজা, পশু, ভোগ্য অন্ন, দেহলাবণ্য ও ব্রহ্মতেজে পরিতুষ্ট হন। ১-২

পঞ্চমাধ্যায়—একবিংশ খণ্ড

(প্রাণাগ্নিহোত্রে "আপনায় স্বাহা")

অথ যাং তৃতীয়াং জুহুয়াৎ তাং জুহুয়াদপানায় স্বাহেত্যপানস্তৃপ্যতি ॥ ১

অপানে তৃপ্যতি বাক্ তৃপ্যতি বাচি তৃপ্যন্ত্যামগ্নিস্তৃপ্যত্যগ্নৌ তৃপ্যতি পৃথিবী তৃপ্যতি পৃথিব্যাং তৃপ্যন্ত্যাং যৎ কিঞ্চ পৃথিবী চাগ্নিশ্চাধিতিষ্ঠতস্তৎ তৃপ্যতি তস্যানু তৃপ্তিং তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিরন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চসেনেতি ॥ ২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্যৈকবিংশখণ্ডঃ ॥

অতঃপর যে তৃতীয় আহুতি অর্পণ করিবেন, তাহা "অপানায় স্বাহা" এই মন্ত্রে আহুতি দিবেন ; তাহাতে অপান তৃপ্ত হন। অপান তৃপ্ত হইলে বাক্ তৃপ্ত হন ; বাক্ তৃপ্ত হইলে অগ্নি তৃপ্ত হন ; অগ্নি তৃপ্ত হইলে পৃথিবী তৃপ্ত হন ; পৃথিবী তৃপ্ত হইলে পৃথিবী ও অগ্নির অধীনে যাহা কিছু আছে তাহা তৃপ্ত হয়। উহা তৃপ্ত হইলে ভোক্তা তৃপ্ত হন ; এবং তিনি প্রজা, পশু, ভোগ্য অন্ন, দেহলাবণ্য ও ব্রহ্মতেজে পরিতৃপ্ত হন। ১-২

পঞ্চমাধ্যায়—দ্বাবিংশ খণ্ড

(প্রাণাগ্নিহোত্রে "সমানায় স্বাহা")

অথ যাং চতুর্থীং জুহুয়াৎ তাং জুহুয়াৎ সমানায় স্বাহেতি সমানস্তৃপ্যতি ॥ ১

সমানে তৃপ্যতি মনস্তৃপ্যতি মনসি তৃপ্যতি পর্জন্যস্তৃপ্যতি

পর্জন্যে তৃপ্যতি বিদ্যুৎ তৃপ্যতি বিদ্যুতি তৃপ্যন্ত্যাং যৎ কিঞ্চ বিদ্যুচ্চ পর্জন্যশ্চাধিতিষ্ঠতস্তৎ তৃপ্যতি তস্যানু তৃপ্তিং তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিরন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চসেনেতি ॥ ২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য দ্বাবিংশখণ্ডঃ ॥

অতঃপর যে চতুর্থ আহুতি অর্পণ করিবেন, উহা "সমানায় স্বাহা" এই মন্ত্রে আহুতি দিবেন। তাহাতে সমান তৃপ্ত হন। সমান তৃপ্ত হইলে মন তৃপ্ত হন ; মন তৃপ্ত হইলে পর্জন্য তৃপ্ত হন ; পর্জন্য তৃপ্ত হইলে বিদ্যুৎ তৃপ্ত হন ; বিদ্যুৎ তৃপ্ত হইলে বিদ্যুৎ ও পর্জন্যের অধীনে যাহা কিছু আছে তাহা তৃপ্ত হয়। উহা তৃপ্ত হইলে ভোক্তাও তৃপ্ত হন ; এবং তিনি প্রজা, পশু, ভোগ্য অন্ন, দেহলাবণ্য ও ব্রহ্মতেজে পরিতুষ্ট হন। ১-২

পঞ্চমাধ্যায়—ত্রয়োবিংশ খণ্ড

(প্রাণাগ্নিহোত্রে "উদানায় স্বাহা")

অথ যাং পঞ্চমীং জুহুয়াৎ তাং জুহুয়াদুদানায় স্বাহেত্যুদানস্তৃপ্যতি ॥ ১

উদানে তৃপ্যতি ত্বক তৃপ্যতি ত্বচি তৃপ্যন্ত্যাং বায়ুস্তৃপ্যতি বায়ৌ তৃপ্যত্যাকাশস্তৃপ্যত্যাকাশে তৃপ্যতি যৎ কিঞ্চ বায়ুশ্চাকাশশ্চাধিতিষ্ঠতস্তৎ তৃপ্যতি তস্যানু তৃপ্তিং তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিরন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চসেনেতি ॥ ২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য ত্রয়োবিংশখণ্ড ॥

অতঃপর তিনি যে পঞ্চম আহুতি অর্পণ করিবেন, উহা "উদানায় স্বাহা" এই মন্ত্রে আহুতি দিবেন। ইহাতে উদান তৃপ্ত হন; উদান তৃপ্ত হইলে বায়ু তৃপ্ত হন; বায়ু তৃপ্ত হইলে আকাশ তৃপ্ত হন; আকাশ তৃপ্ত হইলে আকাশ ও বায়ুর অধীনে যাহা কিছু আছে তাহা তৃপ্ত হয়। তাহার তৃপ্তিতে ভোক্তাও তৃপ্ত হন; এবং তিনি প্রজা, পশু, ভোগ্য অন্ন, দেহকান্তি ও ব্রহ্মতেজে পরিতৃপ্ত হন। ১-২

পঞ্চমাধ্যায়—চতুর্বিংশ খণ্ড

(প্রাণাগ্নিহোত্রের ফল)

স য ইদমবিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি যথাঽঙ্গারানপোহ্য ভস্মনি জুহুয়াৎ তাদৃক্ তৎ স্যাৎ॥ ১

সঃ যঃ (যে কেহ) [যদি] ইদম্ (এই যথোক্ত বৈশ্বানর-বিজ্ঞান) অবিদ্বান্ (না জানিয়া) অগ্নিহোত্রম্ জুহোতি ([প্রসিদ্ধ] অগ্নিহোত্রে হবন করেন) [তবে] [আহুতিযোগ্য জ্বলন্ত] অঙ্গারান্ (অঙ্গারগুলিকে) অপোহ্য (সরাইয়া) যথা (যেমন) [কেহ] ভস্মনি (ভস্মে) জুহুয়াৎ (আহুতি দেয়), তৎ (উক্ত অগ্নিহোত্রও) তাদৃক্ স্যাৎ (তৎসদৃশ হইবে)। ১

কেহ যদি এই বৈশ্বানরদর্শন না জানিয়া অগ্নিহোত্রে হবন করেন, তবে কেহ জ্বলন্ত অঙ্গারগুলিকে সরাইয়া দিয়া ভস্মে আহুতি[1] দিলে যেমন ইহা, উক্ত অগ্নিহোত্রও তাহারই সদৃশ হইবে। ১

১। এখানে সাধারণ প্রসিদ্ধ অগ্নিহোত্রের নিন্দা করা উদ্দেশ্য নহে; পরন্তু তুলনা-অবলম্বনে বৈশ্বানরবিদের প্রাণাগ্নিহোত্রের প্রশংসা করাই অভিপ্রেত। বৈশ্বানরবিদের এইরূপ হবন করা অবশ্য কর্তব্য—ইহাও দেখান হইল।

অথ য এতদেবং বিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি তস্য সর্বেষু লোকেষু সর্বেষু ভূতেষু সর্বেষ্বাত্মসু হুতং ভবতি॥ ২

অথ যঃ (আর যিনি) এতৎ (বৈশ্বানরের সর্বাত্মত্বাদি) এবন্ বিদ্বান্ (এইরূপ জানিয়া) অগ্নিহোত্রম্ (প্রাণাগ্নিহোত্র) জুহোতি, তস্য (তাঁহার) সর্বেষু ইত্যাদি [৫।১৮।১ দ্রঃ] হুতম্ ভবতি (আহুতিপ্রদান হয়) । ২

আর যিনি এই বৈশ্বানর-বিজ্ঞানটি এইরূপে জানিয়া প্রাণাগ্নিহোত্র সম্পাদন করেন, তাঁহার সর্বলোকে, সর্বভূতে ও সকল আত্মায় আহুতি প্রদত্ত হইয়া থাকে।[১] ২

তদ্ যথেষীকাতূলমগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েতৈবং হাস্য সর্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে য এতদেবং বিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি ॥ ৩

তৎ (উক্ত [বৈশ্বানরবিদ্যার মাহাত্ম্য] বিষয়ে দৃষ্টান্ত)—যথা (যেমন) অগ্নৌ (অগ্নিতে) প্রোতম্ (প্রক্ষিপ্ত) ইষীকাতূলম্ (মুঞ্জা ঘাসের শীষের তূল্য) প্রদূয়েত (ভস্মীভূত হইয়া যায়) এবম্ হ (তেমনি) যঃ এতৎ এবম্ বিদ্বান্ [আহবনীয়-স্থানীয় নিজ মুখে] অগ্নিহোত্রম্ জুহোতি, [সর্বাত্মভূত] অস্য (উক্ত বিদ্বানের) সর্বে পাপ্মানঃ (নিখিল পাপ) প্রদূয়ন্তে ([অতি শীঘ্র] নিঃশেষে দগ্ধ হয়) । ৩

উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—মুঞ্জার শীষের তূলা অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইলে যেমন (নিঃশেষে) ভস্মীভূত হয়, তেমনি যে ব্যক্তি এই বিদ্যাটি এইরূপে জানিয়া প্রাণাগ্নিহোত্র হবন্ করেন, তাঁহার নিখিল পাপ[১] নিঃশেষিত হয়।৩

তস্মাদু হৈবংবিদ্ যদ্যপি চণ্ডালায়োচ্ছিষ্টং প্রযচ্ছেদাত্মনি হৈবাস্য তদ্বৈশ্বানরে হুতং স্যাদিতি তদেষ শ্লোকঃ—॥ ৪

---

[১] অর্থাৎ তিনি সর্বস্বরূপে আহার করেন ; সকলের অন্ন তাঁহার অন্ন হয়। এখানে হুতম্=অন্নম্ (৫।১৮।১ দ্রঃ) ।

[১] পাপ শব্দটি উপলক্ষণে প্রযুক্ত=অনেক পূর্ব জন্মে সঞ্চিত, জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে এই জন্মে সঞ্চিত, এবং জ্ঞানসহ ভাবী সমস্ত পাপ ও পুণ্যরূপ কর্মফল।

তস্মাৎ উ হ (এই জন্যই) এবং-বিৎ যদি-অপি চণ্ডালায় (চণ্ডালকে) উচ্ছিষ্টম্ (উচ্ছিষ্টান্ন) প্রযচ্ছেৎ (দান করেন), তৎ হ (ঐ অন্ন) অস্য (উক্ত জ্ঞানীর) বৈশ্বানরে আত্মনি এব (চণ্ডালদেহস্থ বৈশ্বানর আত্মাতেই) হুতম্ স্যাৎ (হুত হয়) ইতি। তৎ (উক্ত [বিদ্বানের প্রাণাগ্নিহোত্রের স্তুতি] বিষয়ে) এষঃ শ্লোকঃ (এই শ্লোক আছে)— । ৪

এই কারণেই এইরূপ বিজ্ঞানবান্ কেহ যদিই বা চণ্ডালকে উচ্ছিষ্ট অন্ন প্রদান করেন, তবে ঐ অন্ন উক্ত বিদ্বানের বৈশ্বানর আত্মাতেই হুত হয়।[১] এই বিষয়ে এই শ্লোক আছে— । ৪

[১] চণ্ডালকেও উচ্ছিষ্ট দেওয়া অনুচিত ; সুতরাং নিষিদ্ধ কর্মের ফলে উক্ত দাতার পাপ হওয়া উচিত। কিন্তু এই বিদ্বান্ বৈশ্বানরত্ব প্রাপ্ত হইয়া চণ্ডালের আত্মার সহিত অভিন্ন হইয়াছেন। উচ্ছিষ্টান্ন ঐ আত্মাতে হুত হওয়ায় বিদ্বানের পাপ হয় না। এইরূপে বৈশ্বানরবিদ্যার স্তুতির দ্বারা প্রাণাগ্নিহোত্রেরই স্তুতি করা হইল।

যথেহ ক্ষুধিতা বালা মাতরং পর্যুপাসত
এবং সর্বাণি ভূতান্যগ্নিহোত্রমুপাসত
ইত্যগ্নিহোত্রমুপাসত ইতি ॥ ৫
ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য চতুর্বিংশখণ্ডঃ ॥

ইতি ছান্দোগ্যোপনিষদি পঞ্চমাধ্যায়ঃ ॥

ইহ (এই জগতে) ক্ষুধিতাঃ বালাঃ (বালকগণ) যথা (যেমন) [কখন মা অন্ন দিবেন, এই চিন্তায়] মাতরম্ পর্যুপাসতে (মাতার চারিদিকে সাগ্রহে সমবেত হয়) এবম্ (তেমনি) সর্বাণি ভূতানি ([অন্নভোজী] সকল প্রাণী) অগ্নিহোত্রম্ উপাসতে (অগ্নিহোত্রের সেবা করে [উক্ত বিদ্বানের ভোজনের প্রতীক্ষা করিয়া থাকে ; কারণ সর্বাত্মরূপী বৈশ্বানরবিদের আহারে সমস্ত জগৎ পরিতৃপ্ত হয়] ইতি। অগ্নিহোত্রম্ উপাসতে ইতি [অধ্যায়ের পরিসমাপ্তিসূচক দ্বিরুক্তি]। ৫

এই জগতে ক্ষুধার্ত বালকগণ যেমন সাগ্রহে মাতার নিকটে অবস্থান করে, তেমনি সকল প্রাণী অগ্নিহোত্রের প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। ৫

ষষ্ঠাধ্যায়—প্রথম খণ্ড

(শ্বেতকেতু ও আরুণি, একজ্ঞানে সর্বজ্ঞান)

ওঁ। শ্বেতকেতুর্হারুণেয় আস তং হ পিতোবাচ শ্বেতকেতো বস ব্রহ্মচর্যং ন বৈ সোম্যাস্মৎকুলীনোঽননূচ্য ব্রহ্মবন্ধুরিব ভবতীতি ॥ ১

পূর্বে (৩।১৪।১এ) ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় বলা হইয়াছে ; এবং একজন বিদ্বানের ভোজনে সকলের তৃপ্তি হয়, ইহাও বলা হইয়াছে (৫।২৪।৫)। সর্বভূতের আত্মা এক হইলেই ইহা সম্ভবপর ; সুতরাং সম্প্রতি তাহাই প্রদর্শিত হইবে]—আরুণেয়ঃ (অরুণের পৌত্র) শ্বেতকেতুঃ হ (একদা) আস (ছিলেন)। তম্ হ পিতা উবাচ—[হে] শ্বেতকেতো, [উপযুক্ত গুরুকুলে] ব্রহ্মচর্যম্ বস (ব্রহ্মচর্য বাস কর)। [হে] সোম্য (প্রিয়দর্শন) অস্মৎকুলীনঃ (আমাদের বংশীয় কেহ) অননূচ্য ([বেদ] অধ্যয়ন না করিয়া] ব্রহ্মবন্ধুঃ ইব (ব্রাহ্মণোচিত আচারাদি না থাকিলেও যিনি ব্রাহ্মণদিগকে আপন বান্ধব বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহার সদৃশ) ন বৈ ভবতি (কখনও হয় না) ইতি। ১

পুরাকালে অরুণপৌত্র শ্বেতকেতু নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে বলিলেন, "হে শ্বেতকেতু, তুমি ব্রহ্মচর্য-অবলম্বনে গুরুগৃহে বাস কর। হে সোম্য, আমাদের বংশে কেহই অধ্যয়ন না করিয়া ব্রহ্মবন্ধুসদৃশ হয় না।" ১

স হ দ্বাদশবর্ষ উপেত্য চতুর্বিংশতিবর্ষঃ সর্বান্ বেদানধীত্য মহামনা অনূচানমানী স্তব্‌ধ এয়ায় তং হ পিতোবাচ শ্বেতকেতো যন্নু সোম্যেদং মহামনা অনূচানমানী স্তব্‌ধোঽস্যুত তমাদেশমপ্রাক্ষ্যঃ—॥ ২

যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি কথং নু ভগবঃ স আদেশো ভবতীতি ॥ ৩

[পিতার দ্বারা আদিষ্ট] দ্বাদশ-বর্ষঃ (দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক) সঃ হ (তিনি) [গুরুকুলে] উপেত্য (উপস্থিত হইয়া) চতুর্বিংশতি-বর্ষঃ (যতদিন চতুর্বিংশতি বৎসর বয়স্ক না হইয়াছিলেন ততদিন) সর্বান্ বেদান্ (সকল বেদ) অধীত্য (অধ্যয়ন করিয়া) মহামনাঃ (গম্ভীরচিত্ত : যাঁহার মন কাহাকেও নিজের সদৃশ দেখিতে পায় না, এইরূপ), অনূচানমানী (যিনি আপনাকে বেদজ্ঞ মনে করেন, এইরূপ), স্তব্ধঃ (অবিনীতস্বভাব) [হইয়া] এয়ায় (=আসিলেন)। পিতা তম্ উবাচ হ—[হে] সোম্য শ্বেতকেতো, যৎ নু ইদম্ (এই যে) [তুমি] মহামনাঃ, অনূচানমানী, স্তব্ধঃ অসি (হইয়াছ) তম্ (সেই) আদেশম্ (উপদেশ বা উপদিষ্ট বিষয়) উত অপ্রাক্ষ্যঃ (জিজ্ঞাসা করিয়াছ কি)—যেন (যে উপদেশ সহায়ে বা যাঁহার জ্ঞানে) অশ্রুতম্ (অশ্রুত বিষয়) শ্রুতম্ (শ্রুত) ভবতি (হয়), অমতম্ (অবিচারিত বিষয়) মতম্ [ভবতি], অবিজ্ঞাতম্ (অনিশ্চিত বিষয়) বিজ্ঞাতম্ [ভবতি] ? [মুঃ ১।১।৩] ইতি। [শ্বেতকেতু], ভগবঃ, সঃ আদেশঃ (উক্ত উপদেশ বা উপদেষ্টব্য বিষয়) কথম্ নু (কি প্রকার) ভবতি ? ২-৩

শ্বেতকেতু বার বৎসর বয়সে (গুরুগৃহে) যাইয়া সমস্ত বেদ অধ্যয়নপূর্বক গম্ভীরচিত্ত, বেদজ্ঞানাভিমানী ও অবিনীতস্বভাব হইয়া চব্বিশ বৎসর বয়সে ফিরিয়া আসিলেন। পিতা (আরুণি) তাঁহাকে বলিলেন, “হে সোম্য শ্বেতকেতু, তুমি তো দেখিতেছি, গম্ভীরচিত্ত, বেদজ্ঞানাভিমানী ও অবিনীতস্বভাব হইয়াছ ; সেই আদেশটি[1] জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে কি, যাঁহার জ্ঞানে (বা যৎসহায়ে) অশ্রুত বিষয় শ্রুত হয়, অচিন্তিত বিষয় সুচিন্তিত হয় ও অনিশ্চিত বিষয় সুনিশ্চিত হয় ?” (শ্বেতকেতু)—“সে আদেশ আবার কিরূপ ?” ২-৩

যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্
বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্ ॥ ৪

[1] আদেশ = আদিশ্যতে যঃ ইতি = যাহা আদিষ্ট হয় ; যে (ব্রহ্ম) বস্তু (কেবল শাস্ত্র ও গুরুর) উপদেশ হইতে লভ্য। অথবা আদেশঃ = যেন আদিশ্যতে ইতি = যদ্দ্বারা ব্রহ্মের উপদেশ দেওয়া হয়, তাহা ; রহস্যবিদ্যাদি।

যথা সোম্যৈকেন লোহমণিনা সর্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং লোহমিত্যেব সত্যম্ ॥ ৫

যথা সোম্যৈকেন নখনিকৃন্তনেন সর্বং কার্ষ্ণায়সং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং কৃষ্ণায়সমিত্যেব সত্যমেবং সোম্য স আদেশো ভবতীতি ॥ ৬

সোম্য, যথা একেন মৃৎপিণ্ডেন (একটি মৃত্তিকাপিণ্ডের দ্বারা, একটি মাটির ঢেলা জানা হইলে) মৃন্ময়ম্ সর্বম্ (মৃত্তিকার বিকারভূত সমস্ত বস্তু) বিজ্ঞাতম্ স্যাৎ (সুবিদিত হয়)—[কারণ] বিকারঃ (বস্তুর পরিণাম) বাচা আরম্ভণম্ (নাম-অবলম্বনে অবস্থিত) নাম-ধেয়ম্ (নামমাত্র [স্বার্থেধেয়-প্রত্যয়]) মৃত্তিকা ইতি এব (কেবল মাটিই) সত্যম্ (যথাযথ বস্তু)। লোহমণিনা (সুবর্ণপিণ্ডদ্বারা), লোহম্ (স্বর্ণ), নখনিকৃন্তনেন (নরুন, তদুপলক্ষিত লৌহপিণ্ডের দ্বারা), কার্ষ্ণায়সম্ (লৌহের পরিণাম), কৃষ্ণায়সম্ (লৌহ)। এবম্ (এইরূপে) সঃ আদেশঃ ভবতি। ৪-৬

"হে সোম্য, যেমন একটি মৃত্তিকাপিণ্ডের দ্বারা মৃত্তিকার পরিণামভূত সমস্তই জানা যাইতে পারে,—(কারণ) সমস্ত বিকারই বাগবলম্বনে অবস্থিত নামমাত্র, কেবল মৃত্তিকাই সত্য ; যেমন একটি সুবর্ণপিণ্ডের দ্বারা সুবর্ণের পরিণামভূত সমস্তই জানা যাইতে পারে,—(কারণ) সমস্ত বিকারই বাগবলম্বনে অবস্থিত নামমাত্র, কেবল সুবর্ণই সত্য ; যেমন একটি লৌহ-পিণ্ডের দ্বারা লৌহের পরিণামভূত সমস্তই জানা যাইতে পারে,—(কারণ) সমস্ত বিকারই বাগবলম্বনে অবস্থিত নামমাত্র, কেবল লৌহই সত্য ;—হে সোম্য, এইরূপেই উক্ত উপদেশ হইয়া থাকে।[১]" ৪-৬

[১] শ্বেতকেতু আশঙ্কা করিয়াছিলেন, "গুরুর উপদেশে কোনও একটি বিশেষ বস্তুই জানিতে পারি ; কিন্তু তদ্দ্বারা অজ্ঞাত বস্তুও জানিব, ইহা হইতে পারে না।" পিতা উত্তর দিলেন, "কার্য ও কারণ ভিন্ন হইলে তোমার আশঙ্কা যুক্তিযুক্ত হইত ; কিন্তু কার্য ও কারণ অভিন্ন। অতএব কারণের জ্ঞান হইলেই কার্যের জ্ঞানও হইল। ঘট, সরা, ইট ইত্যাদির

মধ্যে আছে মাটি এবং ঘটাদির নাম ও রূপ। তন্মধ্যে মৃত্তিকা এই সকলেরই মধ্যে অনুস্যূত; সুতরাং সত্য। নাম ও রূপ প্রতিস্থলে বিভিন্ন; অতএব উহারা কেবল শব্দরাশিরূপেই বিদ্যমান।

ন বৈ নূনং ভগবন্তস্ত এতদবেদিষুর্যদ্ধ্যেতদবেদিষ্যন্ কথং মে নাবক্ষ্যন্নিতি ভগবাংস্ত্বেব মে তদ্ ব্রবীত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥ ৭

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য প্রথমখণ্ডঃ ॥

[শ্বেতকেতু]—ভগবন্তঃ তে (আমার পূজার্হ গুরুগণ) এতৎ (ইহা) নূনম্ বৈ (অবশ্যই) ন অবেদিষুঃ (জানিতেন না) ; যৎ হি (যদি) অবেদিষ্যন্ (জানিতেন), [তবে গুণবান্ ও অনুগত] মে (আমায়) কথম্ ন অবক্ষ্যম্ (কেন না বলিতেন) ইতি ; ভগবান্ তু এব (আপনিই কিন্তু) মে তৎ (উহা) ব্রবীতু (বলুন)। [পিতা]—সোম্য, তথা (তাহাই হউক) ইতি উবাচ হ। ৭

(শ্বেতকেতু)—"পুজ্যপাদ গুরুগণ ইহা অবশ্যই জানিতেন না; যদি তাঁহারা জানিতেন তবে কেনই বা আমায় না বলিতেন? যাহাই হউক,[১] আপনিই আমায় উহা বলুন।" পিতা বলিলেন, "হে সোম্য, তথাস্তু।" ৭

ষষ্ঠাধ্যায়—দ্বিতীয় খণ্ড

(ব্রহ্ম জগৎকারণ)

সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তস্মাদসতঃ সজ্জায়ত ॥ ১

---

[১] পিতার জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও পুত্রকে যখন একবার গুরুকুলে পাঠাইয়াছিলেন, তখন আবশ্যক হইলে পুনর্বারও পাঠাইতে পারেন। এই ভয়ে শ্বেতকেতু পিতার নিকট উপাধ্যায় সম্বন্ধে হীনোক্তি করিতেও দ্বিধা বোধ করিলেন না। ইহাকে গুরুনিন্দা না বলিয়া 'ভয়' বলা উচিত।

[যাঁহার বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান হয় তাঁহাকে প্রদর্শনের জন্য অগ্রে সমস্ত জগতের সন্মাত্রত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে]—সোম্য, ইদম্ (এই জগৎ) অগ্রে (উৎপত্তির পূর্বে) একম্ এব (একমাত্র, স্বজাতীয় ও স্বগত ভেদবিহীন) অদ্বিতীয়ম্ ([সহকারী কারণস্থানীয়] দ্বিতীয়-বিহীন, বিজাতীয় ভেদশূন্য) আসীৎ (ছিল)—[অর্থাৎ যে জগৎ বর্তমানে ইদং (=এই)-শব্দ ও ইদং-বুদ্ধির এবং সৎ-শব্দ ও সৎ-বুদ্ধির বিষয়ীভূত, পূর্বে তাহা কেবলমাত্র সৎ-শব্দ ও সৎ-বুদ্ধির গম্য ছিল ; সেই সতের লক্ষণ "একম্ এব অদ্বিতীয়ম্"]। তৎ ([সৃষ্টির পূর্ববর্তী] উক্ত [বস্তুর নিরূপণ] বিষয়ে) একে হ (কেহ কেহ, শূন্যবাদীরা) আহুঃ (বলেন)—ইদম্ অগ্রে একম্ এব অদ্বিতীয়ম্ অসৎ (সতের অভাবস্বরূপ) আসীৎ। তস্মাৎ অসতঃ (সেই সর্বাভাবরূপ অসৎ হইতে) সৎ (বিদ্যমান যাহা কিছু) জায়ত (=অজায়ত, জাত হইল)। ১

"হে সোম্য, সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সদ্রূপে (বিদ্যমান) ছিল। উক্ত বিষয়ে কেহ কেহ বলেন, 'এই জগৎ পূর্বে এক অদ্বিতীয় অসৎস্বরূপ ছিল, সেই অসৎ হইতে সৎ জাত হইল'।" ১

কুতস্তু খলু সোম্যৈবং স্যাদিতি হোবাচ কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি। সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্ ॥

[আরুণিঃ] উবাচ হ—সোম্য, তু (পরন্তু) কুতঃ (কোন্ প্রমাণ-অবলম্বনে) এবম্ স্যাৎ (ইহা স্থাপিত হইতে পারে) ? ইতি। অসতঃ কথম্ (কি প্রকারে) সৎ জায়েত (জাত হইতে পারে [গীতা ২।১৬]) ? ইতি। সোম্য, তু অগ্রে একম্ এব অদ্বিতীয়ম্ সৎ এব আসীৎ। ২

(আরুণি) বলিলেন, "পরন্তু, হে সোম্য, ইহা কিরূপে হইতে পারে ;—অসৎ হইতে কিরূপে সৎ জাত হইতে পারে ? হে সোম্য, প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র অদ্বিতীয় সৎই ছিলেন। ২

তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোঽসৃজত তত্তেজ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তদপোঽসৃজত তস্মাদ্ যত্র ক্ব চ শোচতি স্বেদতে বা পুরুষস্তেজস এব তদধ্যাপো জায়ন্তে ॥ ৩

[অদ্বিতীয়ত্ব স্ফুটীকরণের জন্য দেখান হইতেছে যে, মহাভূতসমূহ ব্রহ্মেরই কার্য]—তৎ (উক্ত সৎ) ঐক্ষত (ঈক্ষণ বা দর্শন করিলেন, সৃষ্টিবিষয়ে আলোচনা করিলেন)—বহু স্যাম্ (আমি বহু হইব), প্রজায়েয় (প্রকৃষ্টরূপে উৎপন্ন হইব) ইতি [ঐঃ ১।১।১]; তৎ তেজঃ অসৃজত (সৃষ্টি করিলেন)। তৎ তেজঃ ঐক্ষত—বহু স্যাম্ প্রজায়েয় ইতি ; তৎ (উক্ত তেজ) অপঃ (জলকে) অসৃজত। [যেহেতু জল তেজের কার্য], তস্মাৎ (সেই জন্য) যত্র ক্ব চ (যে কোনও স্থানে বা কালে) পুরুষঃ (মানুষ) শোচতি (তাপপ্রাপ্ত হয়) বা স্বেদতে (ঘর্মাক্ত হয়) তৎ (তখন) তেজসঃ এব (তেজ হইতে) আপঃ (জল) অধিজায়ন্তে (উৎপন্ন হয়)। ৩

“উক্ত সৎ ঈক্ষণ করিলেন, ‘আমি বহু হইব, প্রকৃষ্টরূপে জাত হইব।’ তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন। সেই তেজ ঈক্ষণ করিলেন,[১] ‘আমি বহু হইব, প্রকৃষ্টরূপে জাত হইব।’ উক্ত তেজ জল সৃষ্টি করিলেন। এই হেতু যখনই মানুষ সন্তাপগ্রস্ত হয় বা ঘর্মাক্ত হয়,[২] তখনই তেজ হইতে জল উৎপন্ন হয়।[৩]

১। মনে হইতে পারে যে, তেজ প্রভৃতির ঈক্ষণ অসম্ভব ; কিন্তু পরমেশ্বরই তেজ ও অগ্নিরূপে অবস্থিত থাকিয়া জলাদির সৃষ্টি করেন (ব্রঃ ২।৩।১৩)।

২। অর্থাৎ সে কাঁদে কিংবা তাহার ঘাম হয়।

৩। তেজ=যাহা দগ্ধ করে, পক্ক করে বা প্রকাশ করে ও যাহা লোহিত। জল=যাহা দ্রব, স্নিগ্ধ, বহমান ও শুক্ল। তৈঃ ২।১।৩ এ আছে যে ; আত্মা হইতে ক্রমে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী সৃষ্ট হইল। এখানে মাত্র তিনটির উল্লেখ থাকিলেও ঐ ক্রমই গ্রাহ্য। বর্তমান স্থলে প্রপঞ্চের সন্মাত্রত্ব-প্রদর্শনের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকায়, উক্ত ক্রমের বিস্তার না করিয়া প্রতিপাদ্য বিষয়ের পক্ষে যেটুকু যথেষ্ট, তাহার—অর্থাৎ মাত্র তেজ, জল ও পৃথিবীরই —উল্লেখ করা হইয়াছে।

তা আপ ঐক্ষন্ত বহ্ব্যঃ স্যাম প্রজায়েমহীতি তা অন্নমসৃজন্ত তস্মাদ্ যত্র ক্ব চ বর্ষতি তদেব ভূয়িষ্ঠমন্নং ভবত্যদ্ভ্য এব তদধ্যন্নাদ্যং জায়তে ॥ ৪

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য দ্বিতীয়খণ্ডঃ ॥

তাঃ আপঃ [ইত্যাদি পূর্ববৎ, সর্বত্র বহুবচন]। যত্র ক্ব চ (যেখানেই) বর্ষতি (বর্ষণ হয়) তৎ (সেখানে) ভূয়িষ্ঠম্ (প্রভূত) অন্নম্ (অন্ন) ভবতি ; অদ্ভ্যঃ এব (জল হইতেই) তৎ (সেখানে) অন্ন-অদ্যম্ (ভক্ষ্য অন্ন, ব্রীহিযবাদি) অধিজায়তে (উৎপন্ন হয়) । ৪

“উক্ত জল ঈক্ষণ করিলেন, ‘বহু হইব, প্রকৃষ্টরূপে জাত হইব।’ উক্ত জল (অর্থাৎ জলরূপী সৎ) অন্ন (অর্থাৎ পৃথিবী) সৃজন করিলেন। এই হেতু যেখানেই বর্ষণ হয়, সেখানেই অন্ন জাত হয়, সেখানে জল হইতেই ভক্ষ্য অন্ন উৎপন্ন হয়। ৪

ষষ্ঠাধ্যায়—তৃতীয় খণ্ড

(ত্রিবৃৎকরণ)

তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্ত্যাণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জমিতি ॥ ১

[ভূতসৃষ্টি যেমন ব্রহ্মের কার্য, জীবাবিষ্ট ভৌতিকসৃষ্টিও তেমনি তাঁহারই কার্য—ইহাই প্রদর্শিত হইতেছে]—[৫।১০ খণ্ডে যাহাদের গমনাগমন প্রদর্শিত হইয়াছে এবং যাঁহাদের তৃতীয় স্থান বলা হইয়াছে, জীবাবিষ্ট] তেষাম্ এষাম্ (উক্ত এই প্রত্যক্ষদৃষ্ট) ভূতানাম্ (পক্ষী পশু বৃক্ষ প্রভৃতি প্রাণীর) ত্রীণি এব খলু (কেবল তিনটি) বীজানি (কারণ) ভবন্তি (আছে)—আণ্ডজম্ (= অণ্ডজম্, অণ্ড হইতে জাত), জীবজম্ (জরায়ুজ), উদ্ভিজ্জম্ (বীজজ বা অঙ্কুরজ) ইতি। ১

“পূর্বোক্ত এই ভূতবর্গের[1] মাত্র তিনটি কারণ আছে—অণ্ডজ, জীবজ ও উদ্ভিজ্জ[2]। ১

---

[1] মূলের “তেষাম্” শব্দে মহাভূতবর্গ (অমিশ্রিত সূক্ষ্ম পৃথিব্যাদি) গৃহীত হইতে পারে না; কারণ পরে “এষাম্” শব্দ প্রযুক্ত হওয়ায় প্রত্যক্ষ জীবাবিষ্ট ভূতগণকেই বুঝাইতেছে; ত্রিবৃৎকরণের পূর্বে, অর্থাৎ মিশ্রিত হইয়া স্থূল হওয়ার পূর্বে মহাভূতগণ প্রত্যক্ষ হয় না।

বিশেষতঃ পরে (৬।৩।২) অত্রিবৃৎকৃত মহাভূতগণকে দেবতা বলা হইবে,—দেবতারা প্রত্যক্ষ নহেন।

২। স্বেদজ প্রভৃতি জীবেরা এই তিনেরই অন্তর্ভুক্ত। অণ্ড প্রভৃতিকে কারণ না বলিয়া অণ্ডজ প্রভৃতিকে কারণ বলা হইয়াছে; ইহা শ্রুতির অভিরুচি। অধিকন্তু অণ্ড না থাকিলেও পক্ষী প্রভৃতি অণ্ডজ জীব হইতে নূতন অণ্ড উৎপন্ন হইয়া সৃষ্টি হইতে পারে; কিন্তু অণ্ডজাদি জীব না থাকিলে সৃষ্টি হয় না। অতএব অণ্ডজাদিই প্রকৃত কারণ।

সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি ॥ ২

[পূর্বে বলা হইয়াছে যে, জীবাবিষ্ট ভূত ব্রহ্মের কার্য। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, বিশিষ্টরূপে জীব ব্রহ্মের কার্য হইলেও স্বরূপতঃ সে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন; উপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্মই জীবরূপে জ্ঞাত হন। অতএব ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা জীবজ্ঞান হওয়া সম্ভব এবং এইরূপে একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানও সম্ভব। ইহাই প্রদর্শিত হইতেছে এবং ভোগায়তন ভৌতিক সৃষ্টির জন্য নামরূপের অভিব্যক্তিও দর্শিত হইতেছে]—সা ইয়ম্ দেবতা (পূর্বোক্ত [৬।২।৩] এই সৎ) ঐক্ষত—হন্ত (আচ্ছা), [মহাভূত সৃষ্টির পরে এখন] অনেন (এই) আত্মনা (আপনা হইতে অভিন্ন) জীবেন (প্রাণবিধারক চৈতন্যের দ্বারা) ইমাঃ তিস্রঃ দেবতাঃ (এই তিন দেবতার [তেজ, জল ও পৃথিবীর] মধ্যে) অনুপ্রবিশ্য (প্রবেশ করিয়া) [ঐঃ ১।৩।১১-১৩] অহম্ নামরূপে (নাম ও রূপ) ব্যাকরবাণি (অভিব্যক্ত করি) ইতি। ২

"পূর্বোক্ত এই (সৎস্বরূপ) দেবতা ঈক্ষণ করিলেন, 'অধুনা আমি এই প্রাণধারক আত্মারূপে[১] এই তিন দেবতার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ অভিব্যক্ত করি।' ২

১। সৃষ্টির প্রাক্কালে সৎস্বরূপ ভগবানের মনে পূর্বসৃষ্টির স্মৃতির উদয় হইলে ঐ স্মৃতির সহিত তাঁহার মনে যে জীবের কথা উদ্বুদ্ধ হইল, সেই জীবরূপে। এই জীব উক্ত সূতের সহিত তাঁহার মনে যে জীবের কথা উদ্বুদ্ধ হইল, সেই জীবরূপে।

তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণীতি সেয়ং দেবতেমাস্তিস্রো দেবতা অনেনৈব জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ ॥ ৩

তাসাম্ (উক্ত তিন দেবতার) একৈকাম্ (প্রত্যেককে) ত্রিবৃতম্ ত্রিবৃতম্ (ত্রয়ীকৃত) করনাণি (করি) ইতি (এইরূপ [ঈক্ষণ করিয়া]) সা ইয়ম্ দেবতা (উক্ত এই দেবতা) ইমাঃ তিস্রঃ দেবতাঃ অনেনৈব জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য ([প্রতিবিম্ব-অবলম্বনে সূর্যের জলে প্রবেশের ন্যায় প্রথমে বিরাট্‌পিণ্ডে এবং পরে দেবগণের দেহপিণ্ডে] প্রবেশ করিয়া) নামরূপে ("ইহার এই নাম, ইহার এই রূপ" ইত্যাদি) ব্যাকরোৎ (ব্যক্ত করিলেন) । ৩

" 'উক্ত তিন দেবতার প্রত্যেককে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ[১] করিব,' এই চিন্তা করিয়া উক্ত এই দেবতা এই তিনটি দেবতার মধ্যে প্রাণবিধারক আত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ ব্যক্ত করিলেন । ৩

---

[১] ত্রিবৃৎ-প্রক্রিয়াটি এইরূপ—প্রত্যেক মহাভূতকে প্রধানরূপে গ্রহণ করিয়া অপর অপ্রধান দুইটিকে তাহার সহিত মিশ্রিত করিতে হইবে। যথা—(সূক্ষ্ম) তেজ দুই ভাগের এক ভাগ+জল চার ভাগের এক ভাগ+পৃথিবী চার ভাগের এক ভাগ=স্থূল তেজ ; (সূক্ষ্ম) পৃথিবী দুই ভাগের এক ভাগ+তেজ চার ভাগের এক ভাগ+জল চার ভাগের এক ভাগ= স্থূল পৃথিবী ; (সূক্ষ্ম) জল দুই ভাগের এক ভাগ+তেজ চার ভাগের এক ভাগ+পৃথিবী চার ভাগের এক ভাগ=স্থূল জল। পঞ্চীকরণ-প্রক্রিয়াও এইরূপ (৬।২।৩-এর টীকা)। যথা—আকাশ দুই ভাগের এক ভাগ+বায়ু আট ভাগের এক ভাগ+তেজ আট ভাগের এক ভাগ +জল আট ভাগের এক ভাগ+পৃথিবী আট ভাগের এক ভাগ=স্থূল আকাশ ; বায়ু দুই ভাগের এক ভাগ+আকাশ আট ভাগের এক ভাগ+তেজ আট ভাগের এক ভাগ+জল আট ভাগের এক ভাগ+পৃথিবী আট ভাগের এক ভাগ=স্থূল বায়ু ; অন্যান্য স্থূল ভূতের রচনাও এইরূপ। এই ত্রিবৃৎ-প্রক্রিয়া আবার দুই প্রকার—(১) শরীরে ত্রিবৃৎকরণ এবং (২) ঐ শরীরসমূহের বাহিরে মূল মহাভূতবর্গের ত্রিবৃৎকরণ। প্রথম প্রক্রিয়া পরে (৬।৫-৬ খণ্ডে) বর্ণিত হইবে। দ্বিতীয়টি বর্তমান খণ্ডে ও পরবর্তী খণ্ডে বর্ণিত হইতেছে।

তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকামকরোদ্ যথা তু খলু সোম্যেমাস্তিস্রো দেবতাস্ত্রিবৃৎ ত্রিবৃদেকৈকা ভবতি তন্মে বিজানীহীতি ॥ ৪

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য তৃতীয়খণ্ডঃ ॥

তাসাম্ ত্রিবৃতম্ ত্রিবৃতম্ একৈকাম্ অকরোৎ (করিলেন)। তু (পরন্তু), সোম্য (হে শ্বেতকেতু), যথা (যে প্রকারে) ইমাঃ তিস্রঃ দেবতাঃ একৈকা (প্রত্যেকে) ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ ভবতি, তৎ (তাহা) মে (আমার সকাশে) বিজানীহি (বিদিত হও) ইতি। ৪

"তাঁহাদের প্রত্যেককে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিলেন। পরন্তু, হে সোম্য, এই তিনটি দেবতা যেরূপে প্রত্যেকে (শরীরসমূহের বাহিরে) ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ হন, তাহা আমার সকাশে অবগত হও। ৪

ষষ্ঠাধ্যায়—চতুর্থ খণ্ড

(ত্রিবৃৎকৃত স্থূলভূত)

যদগ্নে রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্যাপাগাদগ্নেরগ্নিত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্ ॥ ১

[মহাভূতগণের ত্রিবৃৎকরণের উদাহরণ দেওয়া হইতেছে]—যৎ (যাহা) [ত্রিবৃৎ-কৃত] অগ্নেঃ (অগ্নির) রোহিতম্ রূপম (রক্তবর্ণ) [বলিয়া পরিচিত] তৎ (তাহা) [অত্রিবৃৎকৃত] তেজসঃ (তেজের) রূপম্ ; যৎ [ত্রিবৃৎকৃত অগ্নির] শুক্লম্ [রূপম্] তৎ [অত্রিবৃৎকৃত] অপাম্ (জলের) [রূপ] ; যৎ [ত্রিবৃৎকৃত অগ্নির] কৃষ্ণম্ [রূপম্] তৎ [অত্রিবৃৎকৃত] অন্নস্য (পৃথিবীর) [রূপ]। [এই প্রকারে অগ্নিতে স্থিত রূপসমূহের বিবেক বা পৃথক্ পৃথক্ পরিচয় হওয়ায়, "রূপত্রয়কে বাদ দিয়া অগ্নি থাকে"—তোমার অগ্নিবিষয়ক এতাদৃশ যে বুদ্ধি ছিল] অগ্নেঃ (অগ্নি হইতে) [তোমার, শ্বেতকেতুর সেই] অগ্নিত্বম্ (অগ্নিত্ব, অগ্নিত্ববুদ্ধি) অপাগাৎ (দূরীভূত হইল) [বিবেক করার পূর্বে তোমার যাদৃশ অগ্নিবুদ্ধি এবং

যাদৃশ অগ্নিশব্দের সহিত পরিচয় ছিল, তাহা অপহৃত হইল]; [কারণ] বাচারম্ভণম্ [ইত্যাদি ৬।১।৪], ত্রীণি রূপাণি ইতি এব (তিনটী রূপমাত্রই) সত্যম্ (সত্য)। ১

"(ত্রিবৃৎকৃত স্থূল) অগ্নিতে যে রক্তবর্ণ (দৃষ্ট হয়), উহাই (অত্রিবৃৎকৃত) অগ্নির রূপ ; (স্থূল অগ্নিতে) যে শুক্লবর্ণ, উহাই (অত্রিবৃৎকৃত) জলের রূপ ; (স্থূল অগ্নিতে) যে কৃষ্ণবর্ণ, উহাই (অত্রিবৃৎকৃত) পৃথিবীর রূপ ;— এইরূপে অগ্নি হইতে তোমার অগ্নিত্ববুদ্ধি অপগত হইল ; কারণ সমস্ত বিকারই বাগবলম্বনে অবস্থিত নামমাত্র, কেবল তিনটি রূপই সত্য।[১] ১

যদাদিত্যস্য রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্যাপাগাদাদিত্যাদাদিত্যত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্ ॥ ২

"আদিত্যে যে রক্তবর্ণ (দৃষ্ট হয়) উহাই তেজের রূপ ; (আদিত্যে) যে শুক্লবর্ণ, উহাই জলের রূপ ; (আদিত্যে) যে কৃষ্ণবর্ণ, উহাই পৃথিবীর রূপ ;—এইরূপে আদিত্য হইতে তোমার আদিত্যত্ববুদ্ধি অপগত হইল ; কারণ সমস্ত বিকারই বাগবলম্বনে অবস্থিত নামমাত্র, কেবল তিনটি রূপই সত্য। ২

যচ্চন্দ্রমসো রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্যাপাগাচ্চন্দ্রাচ্চন্দ্রত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্ ॥ ৩

"চন্দ্রে যে রক্তবর্ণ (দৃষ্ট হয়), উহা তেজের রূপ ; চন্দ্রে যে শুভ্রবর্ণ, উহা জলের ; (চন্দ্রে) যে কৃষ্ণবর্ণ, উহা পৃথিবীর ; এইরূপে চন্দ্র হইতে তোমার চন্দ্রত্ববুদ্ধি অপহৃত হইল ;—কারণ সমস্ত বিকারই বাগবলম্বনে অবস্থিত নামমাত্র, কেবল তিনটি রূপই সত্য। ৩

---

[১] ত্রিবৃৎকৃত অগ্নির নাম ও ঐ অগ্নিবিষয়ক বুদ্ধি মিথ্যা। অত্রিবৃৎকৃত কারণগুলি— অর্থাৎ সূক্ষ্মভূতত্রয় সত্য। রূপত্রয়ব্যতিরিক্ত কোনও স্থূল অগ্নি নাই।

যদ্বিদ্যুতো রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্যাপাগাদ্বিদ্যুতো বিদ্যুত্ত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্ ॥ ৪

“বিদ্যুতে যে রক্তবর্ণ, উহা তেজের রূপ ; যাহা শুভ্রবর্ণ, উহা জলের ; যাহা কৃষ্ণবর্ণ, উহা পৃথিবীর ;—এইরূপে বিদ্যুৎ হইতে তোমার বিদ্যুত্ত্ব-বুদ্ধি অপসৃত হইল ; কারণ সমস্ত বিকারই বাগবলম্বনে অবস্থিত নামমাত্র, কেবল রূপ তিনটিই সত্য ।[১] ৪

এতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বাংস আহুঃ পূর্বে মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়া ন নোঽদ্য কশ্চনাশ্রুতমমতমবিজ্ঞাতমুদাহরিষ্যতীতি হ্যেভ্যো বিদাঞ্চক্রুঃ ॥ ৫

এতৎ হ স্ম বৈ তৎ (পূর্বোক্ত এই ত্রিবৃৎকরণ) বিদ্বাংসঃ ব্রৈ (জানিয়াই) পূর্বে (পূর্বতন) মহাশালাঃ মহাশ্রোত্রিয়াঃ আহুঃ (বলিয়াছিলেন), অদ্য (ইদানীং, সম্প্রতি) নঃ (আমাদের বংশের নিকট) কঃ চন (কেহই) অশ্রুতম্, অমতম্, অবিজ্ঞাতম্ ন উদাহরিষ্যতি (বলিতে পারিবে না) ইতি ; হি (কারণ) [ঐ মহাশ্রোত্রিয়েরা] এভ্যঃ (এই তিনটি রূপের সহায়ে বা এই দৃষ্টান্তগুলিকে অবলম্বন করিয়া) [অবশিষ্ট স্থূল সমস্তই যে অনুরূপ মিথ্যা ও কারণই সত্য], [তাহা] বিদাঞ্চক্রুঃ (জ্ঞাত হইয়াছিলেন] । ৫

“পূর্বোক্ত ইহা জানিয়াই প্রাচীন মহাগৃহস্থ ও মহাশ্রোত্রিয়গণ বলিয়াছেন,

---

[১] এখানে অগ্নিবিষয়েই চারিটি উদাহরণ দেওয়া হইল ; স্থূল জল ও পৃথিবী সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। রূপ-অবলম্বনে ভূতগণের সহিত সহজেই পরিচয় হয় বলিয়া শব্দ, স্পর্শ, রস ও গন্ধের অবতারণা না করিয়া রূপের সহায়েই ব্যাখ্যা করা হইল। যাহা হউক, ইহাই পাঞ্চভৌতিক জগতের মিথ্যাত্ব-প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট। কেন না স্থূল বস্তুমাত্রেরই কারণ অনুসন্ধান করিলে স্থূল অগ্নির অগ্নিত্বের ন্যায় জগতের জগত্ত্ব চলিয়া যায়। পৃথিবীর কারণ গন্ধ ; অতএব গন্ধ সত্য, পৃথিবী মিথ্যা। এইরূপে সূক্ষ্ম পঞ্চভূতও মিথ্যা, তাহাদের মূল কারণ সৎই একমাত্র সত্য—তাঁহার আর কারণ নাই। এইরূপে ব্রহ্মবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হইল (৬।১।৩)।

‘সম্প্রতি আমাদের বংশীয়ের নিকট কেহই এমন কিছু বলিতে পারেন না, যাহা অশ্রুত, অচিন্তিত বা অবিদিত।’ (তাঁহারা এইরূপ বলিতে সমর্থ ছিলেন) কারণ এইগুলি হইতেই তাঁহারা (অবশিষ্ট সমস্তও যে এতাদৃশ, ইহা) অবগত হইয়াছিলেন।’[১] ৫

যত্তু রোহিতমিবাভূদিতি তেজসস্তদ্রূপমিতি তদ্বিদাঞ্চক্রুর্যত্তু শুক্লমিবাভূদিত্যপাং রূপমিতি তদ্বিদাঞ্চক্রুর্যত্তু কৃষ্ণমিবাভূদিত্যন্নস্য রূপমিতি তদ্বিদাঞ্চক্রুঃ ॥ ৬

[তাঁহারা অবশিষ্ট সমস্ত কিরূপে জানিয়াছিলেন, তাহা দেখান হইতেছে]—[সন্দেহস্থলে] যৎ উ (অপর যে কোনও রূপ) রোহিতম্ ইব অভূৎ ([প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞদের নিকট] রক্তবর্ণ-সদৃশ বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল) তৎ (তাহা) [অত্রিবৃৎকৃত] তেজসঃ রূপম্ ইতি বিদাঞ্চক্রুঃ (তেজের রূপ, ইহা অবগত হইয়াছিলেন)। [অবশিষ্টাংশও অনুরূপ]। ৬

“(তাঁহাদের নিকট অপর) যে কোনওটি রক্তবর্ণের ন্যায় অনুভূত হইয়াছিল, তাহাকেও তাঁহারা তেজের রূপ বলিয়া জানিয়াছিলেন। যে কোনওটি শুক্লসদৃশ বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল, তাহাকে জলের রূপ বলিয়া জানিয়াছিলেন। যে কোনওটি কৃষ্ণসদৃশ বোধ হইয়াছিল, তাহাকে পৃথিবীর রূপ বলিয়া জানিয়াছিলেন। ৬

যদ্ববিজ্ঞাতমিবাভূদিত্যেতাসামেব দেবতানাং সমাস ইতি তদ্বিদাঞ্চক্রুর্যথা নু খলু সোম্যেমাস্তিস্রো দেবতাঃ পুরুষং প্রাপ্য ত্রিবৃৎ ত্রিবৃদেকৈকা ভবতি তন্মে বিজানীহীতি ॥ ৭

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য চতুর্থখণ্ডঃ ॥

যৎ উ (যাহা কিছু) অবিজ্ঞাতম্ ইব (নামরূপের দ্বারা দুর্জ্ঞেয়, বিশেষ কোনও রূপ-বিহীন

---

[১] সত্তের জ্ঞানলাভ হওয়ায় তাঁহারা সর্বজ্ঞ হইয়াছিলেন।

বলিয়া) অভূৎ ইতি, এতাসাম্ দেবতানাম্ (এই দেবতাগণের) এব সমাসঃ (মিশ্রণ) ইতি তৎ বিদাঞ্চক্রুঃ। [বাহ্যবিষয় জানা হইল ; এখন] যথা খলু নু ইমাঃ তিস্রঃ দেবতাঃ [৬।৩।৪] পুরুষম্ (হস্তপদাদিলক্ষণ কার্যকারণসঙ্ঘাতকে) প্রাপ্য (প্রাপ্ত হইয়া) [অর্থাৎ পুরুষের দ্বারা ভুক্ত হইয়া] একৈকা [ইত্যাদি ৬।৩।৪ দ্রঃ]। ৭

"যে কোনওটি দুর্জ্ঞেয়স্বরূপ বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল, তাহাকে (তাঁহারা) এই দেবতাগণেরই মিশ্রণ বলিয়া জানিয়াছিলেন। (বাহ্য অগ্ন্যাদি জানা হইল ; এখন) হে সোম্য, যেরূপে এই তিনটি দেবতা পুরুষের দ্বারা ভুক্ত হইয়া প্রত্যেকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ হন, তাহা আমার নিকট অবগত হও। ৭

ষষ্ঠাধ্যায়—পঞ্চম খণ্ড

(শরীরে ত্রিবৃৎকরণ, অন্তঃকরণাদি ভৌতিক)

অন্নমশিতং ত্রধা বিধীয়তে তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তৎ পুরীষং ভবতি যো মধ্যমস্তন্মাংসং যোঽণিষ্ঠস্তন্মনঃ॥ ১

[নামরূপাকারে ব্যাকৃত দেবতাশরীরের তেজ, জল ও পৃথিবীরূপ ত্রেধাত্ব বলা হইতেছে—৬।৩।৩, টীকা দ্রঃ]—অন্নম্ অশিতম্ (ভুক্ত) হইয়া ত্রেধা বিধীয়তে (তিন ভাগে বিভক্ত হয়)। তস্য (তাহার) যঃ (যেটি) স্থবিষ্ঠঃ (স্থূলতম) ধাতুঃ (অংশ) তৎ (উহা) পুরীষম্ (মল) ভবতি ; যঃ মধ্যমঃ তৎ মাংসম্ ; যঃ অণিষ্ঠঃ (অণুতম, সূক্ষ্মতম) তৎ মনঃ। ২

"অন্ন ভক্ষিত হইয়া ত্রিবিধাকারে পরিণত হয়। উহার যেটি স্থূলতম অংশ তাহা মলে, মধ্যমাংশ মাংসে ও সূক্ষ্মতম অংশ মনে পরিণত হয়।[1] ১

[1] মধ্যমাংশ তরল রুধিরাদিতে পরিণত হইয়া ক্রমে মাংস হয় ; সূক্ষ্মাংশ ঊর্ধ্বে হৃদয়দেশে যাইয়া হিতানামক নাড়ীসকলে প্রবেশপূর্বক বাগাদি ইন্দ্রিয়ের স্থিতির কারণ হয় ও ঐরূপে পরিশেষে ইন্দ্রিয়বর্গের অধিষ্ঠাতা মনের পুষ্টিসাধন করে। (বৃঃ ৪।৩।২০)।

আপঃ পীতাস্ত্রেধা বিধীয়ন্তে তাসাং যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তন্মূত্রং ভবতি যো মধ্যমস্তল্লোহিতং যোঽণিষ্ঠঃ স প্রাণঃ ॥ ২

“জল পীত হইয়া ত্রিবিধাকারে পরিণত হয়। তাহার যেটি স্থূলতম অংশ তাহা মূত্রে, যেটি মধ্যমাংশ তাহা রক্তে ও যেটি সূক্ষ্মতম অংশ তাহা প্রাণে[১] পরিণত হয়। ২

[১] প্রাণ জলের পূর্বে সৃষ্ট বলিয়া জলের বিকার নহে; তবে শরীরে অবস্থিতির জন্য উহা জলের উপর নির্ভর করে।

তেজোঽশিতং ত্রেধা বিধীয়তে তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তদস্থি ভবতি যো মধ্যমঃ স মজ্জা যোঽণিষ্ঠঃ সা বাক্ ॥ ৩

“তেজ (অর্থাৎ তৈজস ঘৃতাদি) ভক্ষিত হইয়া ত্রিবিধ রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। তাহার যেটি স্থূলতম অংশ উহা অস্থিতে, যাহা মধ্যমাংশ উহা মজ্জায় ও যাহা সূক্ষ্মতম অংশ উহা বাকে[১] পরিণত হয়। ৩

[১] ঘৃতাদি তৈজস পদার্থ-ভোজনে বাগ্মিতা হয় বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

অন্নময়ং হি সোম্য মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাগিতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥ ৪

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য পঞ্চমখণ্ডঃ ॥

হি (এই হেতু)। ভূয়ঃ এব (পুনর্বার) ভগবান্ (আপনি) মা (আমাকে) বিজ্ঞাপয়তু (বুঝাইয়া দিন) ইতি। তথা [ইত্যাদি ৬।১।৭ দ্রঃ]। ৪

“অতএব, হে সোম্য (শ্বেতকেতু), মন অন্নময়, প্রাণ জলময় এবং বাক্ তেজোময়ী।[১]” (শ্বেতকেতু বলিলেন)—“আপনি আমায় পুনরায় বুঝাইয়া দিন।[২] (আরুণি) বলিলেন, “হে সোম্য, তাহাই হউক।” ৪

১। জাগতিক সকলেই ত্রিবৃৎকৃত অন্ন, জল ও তেজ ভক্ষণ করে; অত্রিবৃৎকৃত অন্নাদি কেহ ভক্ষণ করিতে পারে না। সুতরাং যাহাই আহার করা হউক না কেন, তাহাতেই সকল ভূতের অংশ থাকিয়া যায়। এই কারণেই (স্থূল) জলমাত্র-ভোজী প্রাণীদেরও মন ও বাকের ক্রিয়াদি আছে এবং অন্নমাত্র-ভোজী ইঁদুর প্রভৃতিরও বাক্ ও প্রাণের ক্রিয়া আছে। এইরূপে মন প্রভৃতির অন্নাদিময়ত্ব প্রতিপাদিত হওয়ায় স্থির হইল যে অন্তঃকরণাদিও ত্রিবৃৎকৃত, সকলেই বিকারী ও বিনাশী; একমাত্র সৎই সত্য। শ্বেতকেতু ইহা ঠিক ধারণা করিতে পারিলেন না।

২। শ্বেতকেতুর না বুঝিবার কারণ এই—মিশ্রিত তিনটি স্থূল ভূত একই ভৌতিক উদরে পড়িয়া তাহাদের সূক্ষ্মাংশের দ্বারা মন প্রভৃতির পৃথক্ পৃথক্ সৃষ্টি করিবে, ইহা বুদ্ধিগম্য নহে। বিশেষতঃ মন সর্বভূতের গুণের প্রকাশক হওয়ায় সকলের সূক্ষ্মাংশের দ্বারা নির্মিত হওয়া উচিত। সে কেন শুধু অন্নময় হইবে?

ষষ্ঠাধ্যায়—ষষ্ঠ খণ্ড

(কারণের একাংশে কার্যোৎপত্তি)

দধ্নঃ সোম্য মথ্যমানস্য যোঽণিমা স ঊর্ধ্বঃ সমুদীষতি তৎ সর্পির্ভবতি ॥ ১

[মিশ্র বস্তুর সূক্ষ্ম একাংশ যে অপরের কারণ হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত এই]—সোম্য, মথ্যমানস্য দধ্নঃ (দধি যখন মথিত হইতে থাকে, তখন তাহার) যঃ (যেটি) অণিমা (সূক্ষ্মাংশ), সঃ (উহা) ঊর্ধ্বঃ [সন্] সমুদীষতি ([নবনীতরূপে] ঊর্ধ্বমুখী হইয়া উত্থিত হয়), তৎ (উহা) সর্পিঃ (ঘৃত) ভবতি। ১

"হে সোম্য, দধি যখন মথিত হয়, তখন তাহার যেটি সূক্ষ্মাংশ, উহা উপরে উঠে এবং উহা ঘৃতে পরিণত হয়। ১

এবমেব খলু সোম্যান্নস্যাশ্যমানস্য যোঽণিমা স ঊর্ধ্বঃ সমুদীষতি তন্মনো ভবতি ॥ ২

"হে সোম্য, ঠিক এইরূপেই ভক্ষ্যমাণ অন্নের যেটি সূক্ষ্মাংশ, তাহা উপরে উঠে এবং তাহা মনে পরিণত হয় (অর্থাৎ মনকে পুষ্ট করে)। ২

অপাং সোম্য পীয়মানানাং যোঽণিমা স ঊর্ধ্বঃ সমুদীষতি স প্রাণো ভবতি ॥ ৩

"হে সোম্য, পীয়মান জলের যেটি সূক্ষ্মাংশ, উহা উপরে উঠে এবং উহা প্রাণ হয়। ৩

তেজসঃ সোম্যাশ্যমানস্য যোঽণিমা স ঊর্ধ্বঃ সমুদীষতি সা বাগ্ ভবতি ॥ ৪

"হে সোম্য, ভুজ্যমান তেজের যেটি সূক্ষ্মাংশ, উহা উপরে উঠে এবং উহা বাক্ হয়। ৪

অন্নময়ং হি সোম্য মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাগিতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥ ৫

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য ষষ্ঠখণ্ডঃ ॥

"অতএব, হে সোম্য, মন অন্নময়, প্রাণ জলময়, বাক্ তেজোময়।" (শ্বেতকেতু)—"আপনি পুনশ্চ আমায় বুঝাইয়া দিন।[১]" (আরুণি) —"হে সাম্য, তাহাই হউক। ৫

---

[১] শ্বেতকেতুর ভাব এই—জল ও তেজের সূক্ষ্মাংশসম্বন্ধেও আপনার এই যুক্তি না হয় গ্রহণ করিলাম; কিন্তু একই হৃদয়দেশে অবস্থিত প্রাণ, মন ও বাকের মধ্যে কেবল মনই অন্নময়; অপর দুইটি নহে—ইহা তো অবোধ্য।

ষষ্ঠাধ্যায়—সপ্তম খণ্ড

(অন্তঃকরণের অন্নময়ত্বে প্রমাণ)

ষোড়শকলঃ সোম্য পুরুষঃ পঞ্চদশাহানি মাহশীঃ কামমপঃ পিবাপোময়ঃ প্রাণো ন পিবতো বিচ্ছেৎস্যত ইতি ॥ ১

[এখানে দর্শিত হইতেছে যে, প্রাণ বাক্ ও মনের মধ্যে কেবল মনই অন্নময় অর্থাৎ অন্নের দ্বারা মনে শক্তি আহিত হয়। সেই মানসিক বীর্যকে ষোল ভাগ করিলে প্রত্যেক ভাগকে একটি কলা বলা হয় ; অতএব] সোম্য, পুরুষঃ ষোড়শকলঃ (ষোলটি কলা-বিশিষ্ট) । [মনের অন্নময়ত্ব বুঝিতে হইলে তুমি] পঞ্চদশ অহানি (পনর দিন) মা অশীঃ (আহার করিও না) [কিন্তু] কামম্ (যথেচ্ছ) অপঃ (জল) পিব (পান কর) ; [কারণ] প্রাণঃ আপোময়ঃ ; পিবতঃ (যিনি জল পান করেন, তাঁহার) প্রাণঃ ন বিচ্ছেৎস্যতে (বিচ্ছিন্ন হয় না) ইতি । ১

"হে সোম্য, পুরুষের ষোড়শ কলা আছে। পঞ্চদশ দিন আহার করিও না। তবে যথেচ্ছ জল পান করিও ; কারণ প্রাণ জলময় ;—যে জল পান করে, তাহার প্রাণবিয়োগ হয় না।"[১] ১

---

[১] "ন পিবতঃ প্রাণঃ বিচ্ছেৎস্যতে" এইরূপ অন্বয় করিলে অর্থ—জলপান না করিলে প্রাণত্যাগ হয়।

স হ পঞ্চদশাহানি নাশাথ হৈনমুপসসাদ কিং ব্রবীমি ভো ইত্যৃচঃ সোম্য যজূংষি সামানীতি স হোবাচ ন বৈ মা প্রভিভান্তি ভো ইতি ॥ ২

সঃ (শ্বেতকেতু) পঞ্চদশ অহান্তি ন আশ (আহার করিলেন না) ; অথ (অনন্তর) এনম্ হ উপসসাদ (ইঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন)—ভোঃ, কিম্ ব্রবীমি (আমি কি বলিব) ইতি (এই বলিয়া)। সঃ উবাচ হ—সোম্য, ঋচঃ, যজূংষি, সামানি ইতি। [শ্বেতকেতু]—ভোঃ, মা (আমার নিকট) [উহারা] ন বৈ প্রভিভান্তি (মোটেই প্রতিভাত হইতেছে না) ইতি। ২

শ্বেতকেতু পনর দিন আহার করিলেন না। অনন্তর (ষোড়শ দিনে)

তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "পিতঃ, আমি কি বলিব ?" (পিতা) বলিলেন—"হে সোম্য, ঋক্, যজুঃ ও সাম সকল উচ্চারণ কর।" (শ্বেতকেতু বলিলেন)—"পিতঃ, ঐগুলি তো আমার মনে প্রতিভাত হইতেছে না।" ২

তং হোবাচ যথা সোম্য মহতোঽভ্যাহিতস্যৈকোঽঙ্গারঃ খদ্যোতমাত্রঃ পরিশিষ্টঃ স্যাৎ তেন ততোঽপি ন বহু দহেদেবং সোম্য তে ষোড়শানাং কলানামেকা কলাঽতিশিষ্টা স্যাৎ তয়ৈতর্হি বেদান্ নানুভবস্যশানাথ মে বিজ্ঞাস্যসীতি ॥ ৩

তম্ উবাচ হ—সোম্য, [কাষ্ঠাদি দ্বারা] অভ্যাহিতস্য (পরিবর্ধিত) মহতঃ (বিশাল) অগ্নেঃ (অগ্নির) খদ্যোতমাত্রঃ (খদ্যোতপরিমিত) একঃ অঙ্গারঃ পরিশিষ্টঃ (অবশিষ্ট) [থাকিলে] যথা (যেমন) স্যাৎ (হয়)—তেন (উক্ত অঙ্গারের দ্বারা) ততঃ অপি (তাহা হইতেও) বহু (অধিকপরিমাণ) ন দহেৎ (দগ্ধ হয় না),—সোম্য, এবম্ (এইরূপ) তে (তোমার) ষোড়শানাম্ কলানাম্ একা কলা অতিশিষ্টা (অবশিষ্ট) স্যাৎ, তয়া এতর্হি (সম্প্রতি) বেদান্ (বেদসমূহ) ন অনুভবসি (অনুভব করিতে পারিতেছ না) ; অশান (ভক্ষণ কর), অথ মে (আমার) [কথা] বিজ্ঞাস্যসি (বুঝিতে পারিবে) ইতি। ৩

(পিতা) তাঁহাকে বলিলেন, "হে সোম্য, সুপ্রজ্বলিত বিশাল অগ্নির একটি অঙ্গার অবশিষ্ট থাকিলে যেমন হয়—উহার দ্বারা ততোধিক কিছুই দগ্ধ হয় না—হে সোম্য, তোমারও তেমনি ষোড়শ কলার মধ্যে একটি কলা অবশিষ্ট আছে ; সম্প্রতি তৎসহায়ে বেদসমূহ অনুভব করিতে পারিতেছ না। তুমি আহার কর, পরে আমার কথা বুঝিতে পারিবে।" ৩

স হাশাথ হৈনমুপসসাদ তং হ যৎ কিঞ্চ পপ্রচ্ছ সর্বং হ প্রতিপেদে ॥ ৪

সঃ হ আশ (ভক্ষণ করিলে), অথ হ এনম্ উপসসাদ [৬।৭।২] ; তম্ হ যৎ কিম্ চ

(যাহা কিছুই) পপ্রচ্ছ (জিজ্ঞাসা করিলেন) সর্বম্ হ প্রতিপেদে (সকল বিষয়েই ব্যুৎপত্তি দেখাইলেন) । ৪

তিনি আহার করিলেন। অতঃপর ইহার সকাশে গমন করিলেন। (পিতা) তাঁহাকে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি সেইসকল বিষয়েই ব্যুৎপত্তি দেখাইলেন। ৪

তং হোবাচ যথা সোম্য মহতোঽভ্যাহিতস্যৈকমঙ্গারং খদ্যোতমাত্রং পরিশিষ্টং তং তৃণৈরুপসমাধায় প্রাজ্বলয়েৎ তেন ততোঽপি বহু দহেৎ ॥ ৫

এবং সোম্য তে ষোড়শানাং কলানামেকা কলাঽতিশিষ্টাঽভূৎ সাঽন্নেনোপসমাহিতা প্রাজ্বালী তয়ৈতর্হি বেদাননুভবস্যন্নময়ং হি সোম্য মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাগিতি তদ্ধাস্য বিজজ্ঞাবিতি বিজজ্ঞাবিতি ॥ ৬

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য সপ্তমখণ্ডঃ ॥

তম্ উবাচ হ—সোম্য, অভ্যাহিতস্য মহতঃ তম্ (উক্ত) পরিশিষ্টম্ একম্ খদ্যোত-মাত্রম্ [৬।৭।৩] অঙ্গারম্ (অঙ্গারকে) তৃণৈঃ (তৃণসকলের দ্বারা) উপসমাধায় (সংযোজিত করিয়া) যথা [লোকে] প্রাজ্বলয়েৎ (সমুজ্জ্বল করে) [এবং তখন] তেন ততঃ অপি বহু দহেৎ [৬।৭।৩], এবম্ সোম্য, তে ষোড়শানাম্ কলানাম্ একা কলা অতিশিষ্টা অভূৎ (হইয়াছিল) ; সা (উক্ত কলা) অন্নেন (অন্নের দ্বারা) উপসমাহিতা (বর্ধিত [হইয়া]) প্রাজ্বালী (=প্রাজ্বালি প্রজ্বালিত হইয়াছে) [পাঠান্তর—প্রাজ্বালীৎ=প্রোজ্বল হইয়াছে] তয়া এতর্হি বেদান্ অনুভবসি [৬।৭।৩]। অন্নময়ম্ [ইত্যাদি—৬।৫।৪]। অস্য (পিতার) তৎ হ ("মন অন্নময়" ইত্যাদি বাক্য) বিজজ্ঞৌ (বুঝিতে পারিলেন) ইতি। [ত্রিবৃৎ-প্রকরণের সমাপ্তিসূচক দ্বিরুক্তি]। ৫-৬

(পিতা) তাঁহাকে বলিলেন, "হে সোম্য, সুপ্রজ্বলিত সেই বিশাল অগ্নির উক্ত অবশিষ্ট খদ্যোতপরিমিত অঙ্গারটিকে যদি তৃণসংযোগে বর্ধিত

করা হয়, তবে তদ্দ্বারা যেমন ততোধিক বহু বস্তুও দগ্ধ হয়, তেমনি হে সোম্য, তোমার ষোড়শ কলার একটি মাত্র কলা অবশিষ্ট ছিল। সেই কলাটি অন্নসংযোগে প্রজ্বলিত হইয়াছে ; তাহার দ্বারা অধুনা বেদসমূহ অনুভব করিতেছ। অতএব হে সোম্য, মন অন্নময়, প্রাণ জলময় এবং বাক্ তেজোময়।" পিতার বাক্য হইতে শ্বেতকেতু উহা অবগত হইলেন। ৫-৬

ষষ্ঠাধ্যায়—অষ্টম খণ্ড

(ব্রহ্ম সকলের অধিষ্ঠান)

উদ্দালকো হারুণিঃ শ্বেতকেতুং পুত্রমুবাচ স্বপ্নান্তং মে সোম্য বিজানীহীতি যত্রৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি স্বমপীতো ভবতি তস্মাদেনং স্বপিতীত্যাচক্ষতে স্বং হ্যপীতো ভবতি ॥ ১

[ত্রিবৃৎকরণ-বিষয়ক অবান্তর প্রকরণ শেষ করিয়া সৎ-বিষয়ক মূল প্রকরণের অনুসরণ করা হইতেছে এবং সুষুপ্তিতে জীবের ব্রহ্মস্বরূপতা প্রদর্শিত হইতেছে]—উদ্দালকঃ হ আরুণিঃ শ্বেতকেতুম্ পুত্রম্ উবাচ—সোম্য, স্বপ্ন-অন্তম্ (স্বপ্নের মধ্যে অর্থাৎ সুষুপ্তি ; বা স্বপ্নের সারাংশ অর্থাৎ সুষুপ্তি) মে (আমার সকাশে) বিজানীহি (অবগত হও)। যত্র (যে সময়) পুরুষঃ (মানুষ) স্বপিতি (সুষুপ্ত) এতৎ নাম (এই নাম) [প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যখন লোকে তাহাকে বলে, "ইনি ঘুমাইতেছেন"] তদা (তখন) সোম্য, [সে] সতা (সৎ-শব্দ-বাচ্য দেবতার সহিত) সম্পন্নঃ (সঙ্গত, একীভূত) ভবতি—স্বম্ (স্ব-স্বরূপকে) অপীতঃ (প্রাপ্ত) ভবতি ; তস্মাৎ (সেই জন্য) এনম্ (ইঁহাকে) স্বপিতি ইতি (সুপ্ত এই নামে) [লোকে] আচক্ষতে (বলিয়া থাকে)—হি (কারণ) স্বম্ অপীতঃ ভবতি ইতি। ১

উদ্দালক আরুণি একদা পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিলেন, "সোম্য, আমার সকাশে স্বপ্নের মর্ম অবগত হও। যখন বলা হয় যে, কেহ সুষুপ্ত হইয়াছেন,

তখন হে সোম্য, তিনি সতের সহিত একীভূত হন এবং নিজ স্বরূপে গমন করেন।[১] সেই জন্য লোকে ইঁহাকে 'সুষুপ্ত' (স্বপিতি) এই শব্দে নির্দেশ করে, কেন না তখন তিনি স্ব-স্বরূপকে প্রাপ্ত হন।[২] ১

[১] পূর্বে ৬।৩।২ এর টীকায় দেখান হইয়াছে যে, অন্তঃকরণরূপ দর্পণে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যকেই জীব বলা হয়। দর্পণ অপসৃত হইলে প্রতিবিম্বটি যেমন মুখরূপেই অবস্থান করে। ইহা আত্যন্তিক মুক্তি নহে, কারণ এই অবস্থায়ও কর্মবীজ অবশিষ্ট থাকায় জীব পুনর্বার ফিরিয়া আসে।

[২] শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতেও দেখা গেল যে, স্বপিতি=আত্মপ্রাপ্তি।

স যথা শকুনিঃ সূত্রেণ প্রবদ্ধো দিশং দিশং পতিত্বাঽন্যত্রায়তনমলব্ধ্বা বন্ধনমেবোপশ্রয়ত এবমেব খলু সোম্য তন্মনো দিশং দিশং পতিত্বাঽন্যত্রায়তনমলব্ধ্বা প্রাণমেবোপশ্রয়তে প্রাণবন্ধনং হি সোম্য মন ইতি ॥ ২

সঃ (উক্ত [সুষুপ্তিতে ব্রহ্মলাভ] বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই), যথা (যেমন) সূত্রেণ প্রবদ্ধঃ (সূত্রে আবদ্ধ) শকুনিঃ (পক্ষী) দিশম্ দিশম্ (বিভিন্ন দিকে) পতিত্বা (উড়িয়া) [বন্ধনস্থান ভিন্ন] অন্যত্র (অন্য কোথাও) আয়তনম্ (আশ্রয়) অলবধ্বা (না পাইয়া) বন্ধনম্ এব ([সূত্রের অপর প্রান্তের] বন্ধনস্থানকে) উপশ্রয়তে (আশ্রয় করে), সোম্য, এবম্ এব খলু (ঠিক এইরূপই) তৎ মনঃ (উক্ত মন, অর্থাৎ মনে প্রবিষ্ট ও মনে উপহিত জীব) দিশম্ দিশম্ পতিত্বা, ([অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্মের অনুযায়ী জাগরণ ও স্বপ্ন-অবস্থায় সুখদুঃখাদি ভোগ করিয়া] ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া) অন্যত্র আয়তনম্ অলবধ্বা প্রাণম্ এব (প্রাণকেই, যিনি প্রাণের প্রাণ, কেঃ ১।২, সেই] সদাখ্য ব্রহ্মকেই) উপশ্রয়তে [বৃঃ ৪।৩।১৯]—হি, সোম্য, মনঃ প্রাণবন্ধনম্ (জীব ব্রহ্মে আশ্রিত) ইতি। ২

“উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—যেমন সূত্রে আবদ্ধ কোনও পক্ষী ইতস্ততঃ উড়িয়া অন্য কোথাও আশ্রয় না পাইয়া অবশেষে বন্ধনস্থানকেই আশ্রয়

করে, ঠিক তেমনি, হে সোম্য, উক্ত জীব (স্বপ্ন ও জাগরণে) ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া অন্য কোথাও আশ্রয় না পাইয়া আত্মাকেই আশ্রয় করে ; কারণ হে সোম্য, জীব পরমাত্মাতেই আশ্রিত। ২

অশনাপিপাসে মে সোম্য বিজানীহীতি যত্রৈতৎ পুরুষোঽশিশিষতি নামাপ এব তদশিতং নয়ন্তে তদ্ যথা গোনায়োঽশ্বনায়ঃ পুরুষনায় ইত্যেবং তদপ আচক্ষতেঽশনায়েতি তত্রৈতচ্ছুঙ্গমুৎপতিতং সোম্য বিজানীহি নেদমমূলং ভবিষ্যতীতি ॥ ৩

[ব্রহ্মই জীবের মূল, ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। অধুনা দেখান হইতেছে যে, অন্নাদি কার্য-কারণ-পরম্পরা অবলম্বনে ব্রহ্মকেই জগৎকারণরূপে পাওয়া যায়]—সোম্য, মে অশনা-পিপাসে (=অশনায়া-পিপাসে, আহারেচ্ছা ও পানেচ্ছার তত্ত্ব) বিজানীহি ইতি (অবগত হও)—যত্র (যে সময়) পুরুষঃ (কোন ব্যক্তি) অশিশিষতি এতৎ-নাম [ভবতি] (খাইতে ইচ্ছুক, ক্ষুধার্ত, এই নামধারী হয় ; লোকে যখন বলে "এই ব্যক্তি খাইতে চায়") তৎ (সেই সময়) আপঃ এব (জলই) তৎ অশিতম্ (সেই ভুক্ত অন্নকে) নয়ন্তে (বহন করে, জীর্ণ করে), [অর্থাৎ জল ভুক্ত অন্নকে দ্রব করার পরে উহা জীর্ণ হইলে লোকে ক্ষুধার্ত হয়। তখন লোকে বলে, ইনি "অশিশিষতি"। বস্তুতঃ জলেরই নাম অশনায়া এবং পুরুষের গৌণ নাম অশিশিষতি]। তৎ (উক্ত বিষয়ে, জলই যে অশনায়া অর্থাৎ ভোজনেচ্ছা এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই (যথা (যেমন) গোনায়ঃ (গোকে নয়নকারী, গোপাল), অশ্বনায়ঃ (অশ্বনেতা, অশ্বপাল), পুরুষনায়ঃ (পুরুষের নায়ক, সেনাপতি বা রাজা) ইতি (ইত্যাদি শব্দ আছে) এবম্ (তেমনি) তৎ (সেই সময়ে) অপঃ (জলকে) অশনায়া ইতি ([বহুবচনান্ত অশনায়াঃ শব্দের বিসর্গ ত্যাগ করিয়া] অশনায়া এই নামে) [লোকে] আচক্ষতে (বলে)। তত্র (অতএব) [অর্থাৎ ভক্ষিত অন্ন জলের দ্বারা পরিণত হইয়া দেহ গঠন করে বলিয়া] সোম্য, এতৎ শুঙ্গম্ (এই অঙ্কুরটিকে, [বীজ হইতে উদ্ভূত অঙ্কুরসদৃশ, কারণ হইতে উদ্ভূত কার্যরূপ] এই দেহকে) উৎপাততম্ (উদ্গত, অপরের কার্যরূপে উদ্ভূত বলিয়া) বিজানীহি ; ইদম্ (ইহা) অমূলম্ (বিনা কারণে উৎপন্ন) ন ভবিষ্যতি (হইতে পারে না) ইতি। ৩

"হে সোম্য, আমার নিকট অশনায়া (ক্ষুধা) ও পিপাসার তথ্য অবগত

হও। কাহারও সম্বন্ধে যখন বলা হয় যে, ইনি (অশিশিষতি) ক্ষুধার্ত হইয়াছেন, তখন (ইহাই বুঝিতে হইবে যে), জলই উক্ত অন্নকে (যথাস্থানে) লইয়া যায় (অর্থাৎ পরিপাক করে) ; (অতএব জলই অশনায়া-শব্দের বাচ্য)। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—যেমন গোনায় (অর্থাৎ গোপালক), অশ্বনায় (অর্থাৎ অশ্বপালক), পুরুষনায় (অর্থাৎ লোকনায়ক) ইত্যাদি (শব্দ আছে), তেমনি সেই সময়ে লোকে জলকে অশনায়া বলে। সুতরাং হে সোম্য, এই (দেহরূপ) অঙ্কুরটিকে (কারণান্তর হইতে) উদ্‌গত বলিয়া জানিবে ; কেন না ইহা নিষ্কারণ হইতে পারে না।" ৩

তস্য ক্ব মূলং স্যাদন্যত্রান্নাদেবমেব খলু সোম্যান্নেন শুঙ্গেনাপো মূলমন্বিচ্ছাদ্ভিঃ সোম্য শুঙ্গেন তেজো মূলমন্বিচ্ছ তেজসা সোম্য শুঙ্গেন সন্মূলমন্বিচ্ছ সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ ॥ ৪

[শ্বেতকেতু জিজ্ঞাসা করিলেন]—তস্য (উক্ত দেহের) মূলম্ (মূল) ক্ব (কোথায়)) স্যাৎ (থাকিতে পারে) ? [পিতা উত্তর দিলেন—তস্য মূলম্] অন্নাৎ অন্যত্র (অন্ন ভিন্ন অন্য) [ক্ব স্যাৎ] ? [অর্থাৎ অন্নই উহার কারণ]। সোম্য, এবম্ এব খলু (ঠিক এইরূপেই) অন্নেন শুঙ্গেন (অন্নরূপ অঙ্কুর-অবলম্বনে) অপঃ মূলম্ (জলরূপ মূলকে) অন্বিচ্ছ (অন্বেষণ কর, অবগত হও) ; সোম্য, অদ্ভিঃ (জলরূপ) শুঙ্গেন তেজঃ-মূলম্ অন্বিচ্ছ ; তেজসা (তেজোরূপ) শুঙ্গেন সৎ-মূলম্ (সৎস্বরূপ, পরমার্থ বস্তুরূপ কারণকে) অন্বিচ্ছ ; সোম্য, ইমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ (এই সকল স্থাবর জঙ্গম) সন্মূলাঃ (সৎকারণ হইতে উৎপন্ন), সৎ-আয়তনাঃ (সতে আশ্রিত), [এবং অন্তে] সৎ-প্রতিষ্ঠাঃ (সতে লীন হয়)। ৪

(শ্বেতকেতু) "এই দেহের কারণ কোথায় ?" (পিতা) "অন্ন ভিন্ন কোথায় আবার এই দেহের কারণ থাকিতে পারে ? হে সোম্য, ঠিক এই প্রকারেই অন্নরূপ অঙ্কুর-অবলম্বনে জলরূপ মূলকে অবগত হও ; হে সোম্য, জলরূপ অঙ্কুর-অবলম্বনে তেজোরূপ মূলকে অবগত হও, হে সোম্য,

তেজোরূপ অঙ্কুর-অবলম্বনে সদ্রূপ মূলকে অবগত হও। হে সোম্য, চরাচর এই সমস্তই সৎ হইতে উৎপন্ন সতে আশ্রিত ও সতে বিলীন হয়। ৪

অথ যত্রৈতৎ পুরুষঃ পিপাসতি নাম তেজ এব তৎ পীতং নয়তে তদ্ যথা গোনায়োঽশ্বনায়ঃ পুরুষনায় ইত্যেবং তত্তেজ আচষ্ট উদন্যেতি তত্রৈতদেব শুঙ্গমুৎপতিতং সোম্য বিজানীহি নেদমমূলং ভবিষ্যতীতি ॥ ৫

[জলরূপ অঙ্কুর-অবলম্বনে সত্যের অনুসন্ধান করা হইতেছে]—অথ যত্র [ইত্যাদি ৬।৮।৩ দ্রঃ]। আচষ্টে ([লোকে] বলে)। উদন্যা (=উদন্যম্ [উদকম্ নয়তি ইতি], জলবাহক)। ৫

“আবার; কাহারও সম্বন্ধে লোকে যখন বলে যে, ইনি (পিপাসতি) পিপাসিত হইয়াছেন, (তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে,) তেজই উক্ত পীত জলকে (যথাস্থানে) লইয়া যায়,[1] (অতএব তেজই উদন্যা শব্দের বাচ্য)। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—যেমন গোনায়, অশ্বনায়, পুরুষনায় ইত্যাদি (শব্দ দৃষ্ট হয়), তেমনি তৎকালে (লোকে) তেজকে উদন্যা (জলবাহক) নামে অভিহিত করে। সুতরাং হে সোম্য, এই (জলরূপ) অঙ্কুরটিকে (কারণান্তর হইতে) উদ্‌গত বলিয়া জানিবে; কেন না ইহা নিষ্কারণ হইতে পারে না।৫

[1] যখন পীত জলকে এবং জলীয় পদার্থে পরিণত অন্নকে তেজ বিশুষ্ক করে ও রক্তাদিতে পরিণত করে, তখন পিপাসা উপস্থিত হয়।

তস্য ক্ব মূলং স্যাদন্যত্রাদ্ভ্যোঽদ্ভিঃ সোম্য শুঙ্গেন তেজো মূলমন্বিচ্ছ তেজসা সোম্য শুঙ্গেন সন্মূলমন্বিচ্ছ সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠা যথা নু খলু সোম্যেমাস্তিস্রো দেবতাঃ পুরুষং প্রাপ্য ত্রিবৃৎ ত্রিবৃদেকৈকা ভবতি তদুক্তং

পুরস্তাদেব ভবত্যস্য সোম্য পুরুষস্য প্রয়তো বাঙ্‌মনসি সম্পদ্যতে মনঃ প্রাণে প্রাণস্তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্‌ ॥ ৬

তস্য [ইত্যাদি ৬।৯।৪ দ্রঃ]। যথা নু খলু (যে প্রকারে) সোম্য, ইমাঃ তিস্রঃ [ইত্যাদি ৬।৪।৭ ত্রঃ], তৎ (তাহা) পুরস্তাৎ এব (পূর্বেই ৬।৪ খণ্ডে) উক্তম্ ভবতি (উক্ত হইয়াছে) । [এখন মরণব্যাপার অবলম্বনে পুনর্বার সদ্রূপ তত্ত্ব বলা হইতেছে]—সোম্য, প্রয়তঃ (মুমূর্ষু) অস্য পুরুষস্য (এই পুরুষের) বাক্ মনসি (মনে) সম্পদ্যতে (উপসংহৃত হয়), মনঃ প্রাণে, প্রাণঃ তেজসি (দৈহিক তেজে), তেজঃ (দৈহিক উষ্ণতা) পরস্যাম্ দেবতায়াম্ (পরম দেবতা ব্রহ্মে) [সম্পদ্যতে] । ৬

(পিতা) "জল ভিন্ন কোথায় আবার এই অন্নরূপ অঙ্কুরের মূল থাকিতে পারে ? হে সোম্য, জলরূপ অঙ্কুর-অবলম্বনে তেজোরূপ মূল অন্বেষণ কর, তেজোরূপ অঙ্কুর-অবলম্বনে সৎ-স্বরূপ মূলটি অবগত হও। হে সোম্য, চরাচর এই সমস্তই সৎ হইতে উৎপন্ন, সতে আশ্রিত ও সতে বিলীন হয়। হে সোম্য, যেরূপে কিন্তু এই তিনটি দেবতা পুরুষের দ্বারা ভক্ষিত হইয়া প্রত্যেকে ত্রিবৃৎ হন, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। হে সোম্য, এই পুরুষ যখন মুমূর্ষু হয়, তখন তাহার বাক্ মনে, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে এবং তেজ পরম দেবতায় উপসংহৃত হয়।[1] ৬

---

[1] মরণকালে প্রথমে বাক্ রুদ্ধ হয় ; কিন্তু মনের ব্যাপার থাকে : কারণ শ্রুতিতে আছে, "মনে যাহা চিন্তা করা হয়, তাহাই লোকে বাক্যে প্রকাশ করে। পরে সুষুপ্তিকালের ন্যায় মন প্রাণে লীন হয়। সেই সময় মন না থাকার প্রমাণ এই যে, লোকে বলে, "ইনি কাহাকেও চিনিতে পারিতেছেন না।" ঐ প্রাণ আবার দৈহিক তেজে উপসংহৃত হয়। তখন দেহের উষ্ণতা লক্ষ্য করিয়া লোকে মনে করে যে, জীবন আছে। কিন্তু সর্বশেষে উষ্ণতাও ব্রহ্মে লীন হয়। দর্পণে প্রতিবিম্বিত মুখ যেমন দর্পণ ভঙ্গ হইলে সত্য মুখরূপেই অবশিষ্ট থাকে, তেমনি মনোরূপ উপাধির বিনাশ হইলে তাহাতে উপহিত জীবও সৎ-স্বরূপ হইয়া থাকে। "আমি সৎ ব্রহ্ম" ব্রহ্মজ্ঞানীর এই জ্ঞান থাকায় তিনি ঐ অবস্থা হইতে আর ফিরিয়া আসেন না ; কিন্তু জ্ঞানহীন ব্যক্তি নিদ্রা হইতে জাগরণের ন্যায় পুনর্বার ফিরিয়া আসে ও দেহ ধারণ করে।

স য এবোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥ ৭

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্যাষ্টমখণ্ডঃ ॥

[যে সদ্রূপ মূল হইতে উত্থিত হইয়া জীব দেহে প্রবেশ করে] সঃ যঃ (সেই যে সদাখ্য) এষঃ (এই) অণিমা (সূক্ষ্মতম মূল কারণ), ইদম্ সর্বম্ ঐতদাত্ম্যম্ (এই সব এতদাত্মক অর্থাৎ তিনিই এই সমস্ত জগতের আত্মা) [তিনি ব্যতীত অন্য কোনও জীবাত্মা বা পরমাত্মা নাই, তাঁহারই দ্বারা সমস্ত জগৎ আত্মবান্, তদ্ভিন্ন বিকাররূপ সমস্ত মিথ্যা]। তৎ সত্যম্ (ঐ সদাখ্য কারণই সত্য) ; সঃ (সেই, সৎ) আত্মা (জগতের আত্মা, যাথাত্ম্য), ত্বম্ (তুমি) তৎ (সৎ, ব্রহ্ম) অসি (হও) [হে] শ্বেতকেতো ইতি। ভূয়ঃ [ইত্যাদি ৬।৫।৪ দ্রঃ] । ৭

"সেই যে (সদাখ্য) সূক্ষ্ম (কারণ) তাঁহারই দ্বারা এই সমস্ত জগৎ আত্মবান্ ;[১] তিনিই পরমার্থ সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতু, তুমি সেই সৎ।" (শ্বেতকেতু)—"ভগবন্, আপনি আমায় পুনর্বার বুঝাইয়া দিন।[২]" (পিতা)—"হে সোম্য, তাহাই হউক।" ৭

---

[১] ১। "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ"—জীব ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য নহে।

[২] ২। ৬।৮।১ ইত্যাদিতে বলা হইয়াছিল যে, সুষুপ্তি ও মরণে জীব সৎ-স্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। শ্বেতকেতুর সন্দেহ এই—"এইরূপই যদি হয়, তবে জীব তাহা জানে না কেন ?"

ষষ্ঠাধ্যায়—নবম খণ্ড

(সুষুপ্তিতে ব্যক্তিত্বের অভাব)

যথা সোম্য মধু মধুকৃতো নিস্তিষ্ঠন্তি নানাত্যয়ানাং বৃক্ষাণাং রসান্ সমবহারমেকতাং রসং গময়ন্তি ॥ ১

তে যথা তত্র ন বিবেকং লভন্তেঽমুষ্যাহং বৃক্ষস্য রসোঽস্ম্যমুষ্যাহং বৃক্ষস্য রসোঽস্মীত্যেবমেব খলু সোম্যেমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহ ইতি॥ ২

সোম্য, মধুকৃতঃ (মধুমক্ষিকাগণ) যথা মধু নিস্তিষ্ঠন্তি (প্রস্তুত করে)—নানাত্যয়ানাম্ (নানাদিকে অবস্থিত বা বিবিধফলপ্রসূ) বৃক্ষাণাম্ (বৃক্ষসমূহের) রসান্ (রসসকলকে) সমবহারম্ (সংগ্রহ করিয়া) রসম্ (রসকে) একতাম্ (একভাব) গময়তি (প্রাপ্ত করায়) ;—যথা তে (সেই রসসকল) তত্র (সেই মধুমধ্যে) অহম্ অমুষ্য (অমুক) বৃক্ষস্য (বৃক্ষের) রসঃ, অহম্ অমুষ্য বৃক্ষস্য রসঃ অস্মি (হই) ইতি বিবেকম্ (এইরূপ পার্থক্যবোধ) ন লভন্তে (প্রাপ্ত হয় না), এবম্ এব খলু, সোম্য, ইমাঃ সর্বাঃ (এই সকল) প্রজাঃ (চরাচর জীব) [প্রলয়, সুষুপ্তি বা মরণকালে] সতি সম্পদ্য (সৎকে পাইয়াও) সতি সম্পদ্যামহে (আমরা সৎকে পাইয়াছি) ইতি ন বিদুঃ (ইহা জানে না)। ১-২

"হে সোম্য, (এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই)—মধুকরগণ যখন মধু প্রস্তুত করে, (অর্থাৎ) নানাবিধফল-প্রসূ বৃক্ষরাজির রসসমূহকে একত্র সংগ্রহ করিয়া উক্ত রসকে একভাবাপন্ন করে, তখন (যেমন) সেই মধুমধ্যস্থ রসসকল 'আমি অমুক গাছের রস, আমি অমুক গাছের রস,' এইরূপে নিজের পৃথক্ পরিচয় পায় না, ঠিক তেমনি হে সোম্য, এই জীবগণ সৎস্বরূপকে পাইয়াও 'আমি সৎস্বরূপ হইয়াছি,' ইহা জানিতে পারে না। ১-২

ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্ যদ্ ভবন্তি তদাভবন্তি ॥ ৩

[যেহেতু নিজেকে সৎস্বরূপ না জানিয়াই সতের সহিত মিলিত হয়, অতএব] তে (উক্ত জীবগণ) ইহ (ইহলোকে) [সুষুপ্তি প্রভৃতির পূর্বে নিজের কর্মফলানুযায়ী] ব্যাঘ্রঃ বা, সিংহঃ বা, বৃকঃ (নেকড়ে) বা, বরাহঃ (শূকর) বা, কীটঃ বা পতঙ্গঃ বা, দংশঃ (ডাঁশ) বা, মশকঃ বা,—যৎ যৎ (যাহা যাহা) ভবন্তি (=বভূবুঃ, ছিল) তৎ (তাহা) আ-ভবন্তি ([ফিরিয়া আসিয়া] আবার হয়)। ৩

"উক্ত জীবগণ (নিদ্রাদির) পূর্বে ব্যাঘ্র, সিংহ, বৃক, বরাহ কীট, পতঙ্গ, দংশ, বা মশক—যাহা যাহা ছিল, (নিদ্রাদির পরে) ফিরিয়া আসিয়াও তাহাই হইয়া থাকে ।[1] ।৩

---

[1] সুষুপ্তি প্রভৃতিতে জীবগণ অজ্ঞানসমন্বিত থাকায় চক্রমধ্যস্থ রসেরই ন্যায় অচেতন ও পরস্পরের সহিত মিলিত থাকে ; সুতরাং ব্যক্তিত্ববোধ থাকে না । কিন্তু কর্মফল অবশিষ্ট থাকায় অর্থাৎ অজ্ঞান বিনষ্ট না হওয়ায়, তাহারা ফিরিয়া আসে ।

স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি[1] তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥ ৪

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য নবমখণ্ডঃ ॥

[অন্বয়ার্থাদি ৬।৮।৭এ দ্রষ্টব্য] । ৪

---

[1] শ্বেতকেতুর পুনর্বার সন্দেহের হেতু এই—"গৃহ হইতে গৃহান্তরে গেলে পূর্বগৃহের স্মৃতি থাকে ; কিন্তু জাগ্রত ব্যক্তি সৎ হইতে আসিলে সতের স্মৃতি থাকে না কেন ?"

ষষ্ঠাধ্যায়—দশম খণ্ড

(সুষুপ্তিতে বিশেষ-জ্ঞানের অভাব)

ইমাঃ সোম্য নদ্যঃ পুরস্তাৎ প্রাচ্যঃ স্যন্দন্তে পশ্চাৎ প্রতীচ্যস্তাঃ সমুদ্রাৎ সমুদ্রমেবাপিযন্তি স সমুদ্র এব ভবতি তা যথা তত্র ন বিদুরিয়মহমস্মীয়মহমস্মীতি ॥ ১

এবমেব খলু সোম্যেমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সত আগম্য ন বিদুঃ সত আগচ্ছামহ ইতি ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো

বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্‌যদ্ ভবন্তি তদাভবন্তি ॥ ২

সোম্য, ইমাঃ প্রাচ্যঃ নত্তঃ (এই পূর্বদিগ্‌বাহিনী নদীসকল) পুরস্তাৎ (পূর্বদিকে) স্যন্দন্তে (প্রবাহিত হয়), প্রতীচ্যঃ (পশ্চিমবাহিনী নদীসকল) পশ্চাৎ (পশ্চিম-দিকে) [প্রবাহিত হয়]। তাঃ (তাহারা) সমুদ্রাৎ (সমুদ্র হইতে [জলীয় বাষ্প বা মেঘরূপে উত্থিত হইয়া]) সমুদ্রম্ এব অপিযন্তি (সমুদ্রেই লীন হয়)—সঃ সমুদ্রঃ এব ভবতি (তাহারা উক্ত সমুদ্রই হইয়া থাকে)। তত্র (সেখানে, সমুদ্রমধ্যে) তাঃ (উক্ত নদীসকল) যথা (যেমন) অহম্ ইয়ম্ অস্মি (আমি এই নদী), অহম্ ইয়ম্ অস্মি ইতি ন বিদুঃ (জানে না) এবম্ এব (এমনি) খলু, সোম্য, ইমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সতঃ আগম্য (সৎ হইতে আসিয়া) সতঃ আগচ্ছামহে (সৎ হইতে আসিয়াছি) ইতি ন বিদুঃ। তে হ [ইত্যাদি ৬।৯।৩ দ্রঃ]। ১-২

"হে সোম্য, এই পূর্ববাহিনী নদীসমূহ পূর্বদিকে প্রবাহিত হয় এবং পশ্চিম-বাহিনী নদীসমূহ পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হয়। তাহারা সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া সমুদ্রেই লীন হয় এবং সমুদ্রস্বরূপই হইয়া যায়। সমুদ্রমধ্যস্থ নদীসকল যেমন 'আমি অমুক নদী, আমি অমুক নদী,' এইরূপে নিজের পরিচয় পায় না, ঠিক তেমনি হে সোম্য, এই জীবগণ সৎ হইতে আসিয়াও জানিতে পারেনা, 'আমরা সৎ হইতে আসিয়াছি।' উক্ত জীবগণ পূর্বে ব্যাঘ্র, সিংহ, বৃক, বরাহ, কীট, পতঙ্গ, দংশ, বা মশক—যাহা যাহা ছিল, ফিরিয়া আসিয়াও তাহাই হইয়া থাকে। ১-২

স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি[১] তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥ ৩

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য দশমখণ্ডঃ ॥

---

[১] "জল হইতে উত্থিত বুদ্বুদ্ জলে বিলীন হইলে পুনরায় উত্থিত হয় না। সুতরাং ব্রহ্মে বিলীন হইলে জীব বিনষ্ট হইবে না কেন ?—ইহাই শ্বেতকেতুর সন্দেহ। ৬।৮।৭ দ্রঃ।

ষষ্ঠাধ্যায়—একাদশ খণ্ড

(জীব অবিনাশী)

অস্য সোম্য মহতো বৃক্ষস্য যো মূলেঽভ্যাহন্যাজ্জীবন্ স্রবেদ্ যো মধ্যেঽভ্যাহন্যাজ্জীবন্ স্রবেদ্ যোঽগ্রেঽভ্যাহন্যাজ্জীবন্ স্রবেৎ স এষ জীবেনাত্মনাঽনুপ্রভূতঃ পেপীয়মানো মোদমানস্তিষ্ঠতি ॥ ১

সোম্য, অস্য (এই সম্মুখবর্তী) মহতঃ (বহুশাখাযুক্ত) বৃক্ষস্য (বৃক্ষের) মূলে যঃ (যে কেহ) [যদি] অভ্যাহন্যাৎ (আঘাত করে) [তবে ঐ বৃক্ষ একটি আঘাতেই মরে না, উহা] জীবন্ (জীবিত থাকিয়াই) স্রবেৎ (রস ক্ষরণ করে) ; মধ্যে যঃ [ইত্যাদিও অনুরূপ] ; সঃ এষঃ (উক্ত এই বৃক্ষটি) জীবেন আত্মনা (জীবাত্মা কর্তৃক) অনুপ্রভূতঃ (অনুব্যাপ্ত হইয়া) পেপীয়মানঃ ([জল ও মৃত্তিকার রস] পুনঃ পুনঃ পান করিয়া, হর্ষান্বিত হইয়া) তিষ্ঠতি (বিদ্যমান আছে) ।১

"হে সোম্য, সম্মুখের এই বিশাল বৃক্ষের মূলে কেহ আঘাত করিলে বৃক্ষটি বাঁচিয়া থাকিয়াই রস ক্ষরণ করে, মধ্যে কেহ আঘাত করিলে বৃক্ষটি বাঁচিয়া থাকিয়াই রস ক্ষরণ করে ; অগ্রভাগে কেহ আঘাত করিলে বৃক্ষটি বাঁচিয়া থাকিয়াই রস ক্ষরণ করে ; উক্ত এই বৃক্ষটি জীবাত্মা কর্তৃক অনুস্যূত বলিয়াই অবিরাম রস সংগ্রহ করিয়া সানন্দে বিদ্যমান আছে। ১

১। বিভিন্নাংশের রসক্ষরণ হইতে অনুমিত হয় যে, জীব সর্বত্র ব্যাপ্ত।

অস্য যদেকাং শাখাং জীবো জহাত্যথ সা শুষ্যতি দ্বিতীয়াং জহাত্যথ সা শুষ্যতি তৃতীয়াং জহাত্যথ সা শুষ্যতি সর্বং জহাতি সর্বঃ শুষ্যতীতি ॥ ২

[বৃক্ষটি জীবের দ্বারা অনুব্যাপ্ত ; কারণ] যৎ (যখন) জীবঃ অস্য (উহার) একাম্ শাখাম্ (একটি শাখাকে) জহাতি (ত্যাগ করে, উক্ত অংশ হইতে আপনাকে সঙ্কুচিত করে) অথ (তদনন্তর) সা (সেই শাখা) শুষ্যতি (শুকাইয়া যায়) ; দ্বিতীয়াম্ [ইত্যাদিও অনুরূপ] ; সর্বম্ (সমস্ত বৃক্ষকে) জহাতি, সর্বঃ শুষ্যতি ইতি । ২

"জীব এই বৃক্ষের একটি শাখাকে ত্যাগ করিলে[1] উহা শুকাইয়া যায়; দ্বিতীয় একটিকে ত্যাগ করিলে উহাও শুকাইয়া যায়; তৃতীয় আর একটিকে ত্যাগ করিলে উহাও শুকাইয়া যায়; সমগ্র বৃক্ষকে ত্যাগ করিলে সমগ্রই শুকাইয়া যায়।" ২

১। শাখাবিশেষ রোগগ্রস্ত হইলে বা বায়ু প্রভৃতি দ্বারা ভগ্ন হইলে, তাহা হইতে প্রাণ উপসংহৃত হয়। সুতরাং বাক্, মন, প্রাণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহে অনুপ্রবিষ্ট বলিয়া প্রাণের সহিত জীবও উপসংহৃত হয়। জীবের কর্মফলানুযায়ী আহার ও পান হইয়া থাকে। ঐ পানাহার রসরূপে পরিণত হইয়া জীবের অবস্থিতির সাক্ষ্য দান করে। কোনও শাখাবিশেষ ভগ্ন হওয়ার মত উপযুক্ত কর্মফল যখন প্রবল হয়, জীব তখন ঐ শাখাটি ত্যাগ করে এবং রসাভাবে শাখা শুকাইয়া যায়।

এবমেব খলু সোম্য বিদ্ধীতি হোবাচ জীবাপেতং বাব কিলেদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়ত ইতি স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥ ৩

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্যৈকাদশখণ্ডঃ ॥

[জীবাধিষ্ঠিত বৃক্ষকে যেরূপ জীবিত বলা হয় এবং জীবত্যক্ত বৃক্ষকে মৃত বলা হয়] এবম্ এব খলু (ঠিক তেমনি), সোম্য, বিদ্ধি (জানিও) ইতি উবাচ হ—জীবাপেতম্ (জীবপরিত্যক্ত) বাব কিল (অবশ্যই) ইদম্ (এই দেহ) ম্রিয়তে (মরে), জীবঃ (জীব) ন ম্রিয়তে (মরে না) ইতি। [অপরাংশ ৬।৮।৭ দ্রঃ]। ৩

(পিতা) বলিলেন, "হে সোম্য, ঠিক এইরূপই জানিও—জীববিযুক্ত হইয়াই এই শরীর মরে, জীব মরে না।"[1] (অপরাংশ ৬।৮।৭ দ্রঃ)[2]। ৩

১। সুষুপ্তি হইতে জাগিয়া লোকে অসমাপ্ত কার্য স্মরণপূর্বক তাহা পুনর্বার সম্পাদন করে। সদ্যোজাত শিশুর স্তন্যপান হইতেও অনুমান হয় যে, উহা তাহার পূর্বজন্মের সংস্কার। বেদেও দেখা যায় যে, জীবের পারলৌকিক অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াই পরজন্মে উপভোগ্য

ফললাভের জন্য বৈদিক কর্ম বিহিত হইয়াছে। অতএব স্থির হইল যে, জীব অমর, দেহেরই মরণাদি অবস্থাবিপর্যয় হয়।

২। শ্বেতকেতুর বর্তমান আশঙ্কা এই—"আত্মা অণুপরিমাণ ও নামরূপবিহীন। তাঁহা হইতে নামরূপবিশিষ্ট সুবিশাল জগৎ কিরূপে উৎপন্ন হইবে ?"

ষষ্ঠাধ্যায়—দ্বাদশ খণ্ড

(সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের উৎপত্তি)

ন্যগ্রোধফলমত আহরেতীদং ভগব ইতি ভিন্ধীতি ভিন্নং ভগব ইতি কিমত্র পশ্যসীত্যণ্ব্য ইবেমা ধানা ভগব ইত্যাসামঙ্গৈকাং ভিন্ধীতি ভিন্না ভগব ইতি কিমত্র পশ্যসীতি ন কিঞ্চন ভগব ইতি ॥ ১

অতঃ (এই [সুবিশাল] বৃক্ষ হইতে) ন্যগ্রোধফলম্ (বটফল) আহর (লইয়া আস) ইতি। ইদম্ ভগবঃ (এই যে, ভগবন্) ইতি। ভিন্ধি (ভাঙ্গ) ইতি। ভিন্নম্ (ভাঙ্গা হইয়াছে) ভগবঃ ইতি। অত্র (ইহাতে) কিম্ পশ্যসি (কি দেখিতেছ) ইতি। অণ্ব্যঃ ইব (অণুসদৃশ) ইমাঃ ধানাঃ (এই বীজসকল) ভগবঃ ইতি। অঙ্গ (হে বৎস), আসাম্ (ইহাদের) একাম্ (একটিকে) ভিন্ধি ইতি। ভগবঃ, ভিন্না (ভাঙ্গা হইয়াছে) ইতি। অত্র কিম্ পশ্যসি ইতি। ভগবঃ, ন কিম্ চন (কিছুই না)। ১

(পিতা) "এই (সুবিশাল বট) বৃক্ষ হইতে একটি বটফল আহরণ কর।" (শ্বেতকেতু)—"এই যে ভগবন্।" (পিতা)—"ভাঙ্গ।" (শ্বেতকেতু)—"ভগবন্, ভাঙ্গা হইয়াছে।" (পিতা)—"ইহাতে কি দেখিতেছ ?" (শ্বেতকেতু)—"ভগবন্, অণুর ন্যায় এই বীজসকল।" (পিতা)—"ইহাদের একটি ভাঙ্গ।" (শ্বেতকেতু)—"ভগবন্, ভাঙ্গা হইয়াছে।" (পিতা)—"ইহাতে কি দেখিতেছ ?" (শ্বেতকেতু)—"কিছুই না, ভগবন্।" ১

তং হোবাচ যং বৈ সোম্যৈতমণিমানং ন নিভালয়স এতস্য বৈ সোম্যৈষোঽণিম্ন এবং মহান্যগ্রোধস্তিষ্ঠতি শ্রদ্ধৎস্ব সোম্যেতি ॥ ২

তম্ উবাচ হ—সোম্য, এতম্ যম্ বৈ অণিমানম্ (বীজের এই যে সূক্ষ্মাবস্থা) ন নিভালয়সে (দেখিতেছ না) এতস্য বৈ অণিম্নঃ (এই সূক্ষ্মাংশ হইতে উৎপন্ন হইয়া) এষঃ মহান্যগ্রোধঃ এবম্ (এইরূপে) তিষ্ঠতি (বিদ্যমান আছে) ; সোম্য, শ্রদ্ধৎস্ব (শ্রদ্ধাবান্ হও) ইতি। ২

(পিতা) তাঁহাকে বলিলেন, "হে সোম্য, বীজের এই যে সূক্ষ্মাংশটি দেখিতেছ না, এই সূক্ষ্মাংশ হইতে উৎপন্ন হইয়া এই মহাবট-বৃক্ষটি এইরূপে বিদ্যমান আছে। হে সোম্য, শ্রদ্ধা অবলম্বন কর।[1]" ২

[1] যুক্তি ও শ্রুতিসহায়ে প্রমাণিত হইল যে, নামরূপহীন সূক্ষ্ম কারণ হইতে নামরূপাত্মক স্থূল জগৎ উৎপন্ন হয়। তথাপি শ্রদ্ধা অতীব প্রয়োজনীয়। শ্রদ্ধা না থাকিলে এই তত্ত্ব বুদ্ধিতে আরূঢ় হয় না।

স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি[1] তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥ ৩

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য দ্বাদশখণ্ডঃ ॥

[1] "সৎই যদি জগতের মূল হন, তবে তাহা প্রত্যক্ষ হয় না কেন?"—ইহাই শ্বেতকেতুর আশঙ্কা। অন্বয়ার্থাদি ৬।৮।৭-এ দ্রষ্টব্য।

ষষ্ঠাধ্যায়—ত্রয়োদশঃ খণ্ড

(বিদ্যমান বস্তুর অপ্রত্যক্ষতা)

লবণমেতদুদকেঽবধায়াথ মা প্রাতরুপসীদথা ইতি স তথা চকার তং হোবাচ যদ্দোষা লবণমুদকেঽবাধা অঙ্গ তদাহরেতি তদ্ধাবমৃশ্য ন বিবেদ ॥ ১

যথা বিলীনমেবাঙ্গাস্যান্তাদাচামেতি কথমিতি লবণমিতি মধ্যাদাচামেতি কথমিতি লবণমিত্যন্তাদাচামেতি কথমেতি লবণমিত্যভিপ্রাস্যৈতদথ মোপসীদথা ইতি তদ্ধ তথা চকার তচ্ছশ্বৎ সংবর্ততে তং হোবাচাত্র বাব কিল সৎ সোম্য ন নিভালয়সেঽত্রৈব কিলেতি ॥ ২

এতৎ লবণম্ (এই লবণ) উদকে (জলে) অবধায় (ফেলিয়া) অথ প্রাতঃ (কল্য সকালে) মা (আমার নিকট) উপসীদথাঃ (আসিও) ইতি। সঃ তথা (সেইরূপ) চকার (করিলেন)। তম্ উবাচ হ—অঙ্গ, দোষা (রাত্রে) যৎ লবণম্ (যে লবণ) উদকে অবাধাঃ (ফেলিয়াছিলে) তৎ আহর ইতি। তৎ হ (উহা) অবমৃশ্য (অনুসন্ধান করিয়া) ন বিবেদ (জানিলেন না)—যথা বিলীনম্ এব (যদিও উহা জলেই] বিলীনরূপে বিদ্যমান ছিল)। অঙ্গ, অস্য (এই জলের) অন্তাৎ (উপরিভাগ হইতে) আচামন (আচম কর) কথম্ (কিরূপ) [আস্বাদ] ? ইতি। লবণম্ (লবণাক্ত) ইতি। মধ্যাৎ (মধ্যভাগ হইতে), অন্তাৎ (অধোভাগ হইতে)—[অপরাংশ পূর্ববৎ]। এতৎ (এই জল) অভিপ্রাস্য (পরিত্যাগ করিয়া) অথ (অতঃপর) মা উপসীদথ্যাঃ ইতি। তৎ হ (তখন) তথা (সেইরূপ) চকার (করিলেন) [এবং] "তৎ (উক্ত লবণ) শশ্বৎ (সর্বদা) সংবর্ততে (সম্যক্ বিদ্যমান আছে)" [এই কথা বলিতে বলিতে ফিরিলেন]। তম্ (তাঁহাকে) [পিতা] উবাচ হ—সোম্য, [যেমন] অত্র বাব কিল (এই জলমধ্যেই) সৎ (বিদ্যমান [লবণকে] ন নিভালয়সে ([চক্ষুর্দ্বারা] দেখিতে পাও না।) [তেমনি] অত্র এব কিল (এই দেহেই) [তেজ, জল ও অন্নের পরিণামভূত দেহরূপ অঙ্কুরে ইন্দ্রিয়দ্বারা অবিজ্ঞাতরূপে] সৎ (ব্রহ্ম) [বিদ্যমান আছেন]। ১-২

(পিতা)—"এই লবণ জলে ফেলিয়া প্রাতঃকালে আমার নিকট আসিও।" শ্বেতকেতু তাহাই করিলেন। পিতা তাঁহাকে বলিলেন, "বৎস, রাত্রে যে লবণ জলে ফেলিয়াছিলে, তাহা লইয়া আস।" তিনি উহা অনুসন্ধান করিয়াও পাইলেন না, যদিও উহা জলেই বিলীন হইয়া বিদ্যমান ছিল। (পিতা)—"বৎস, এই জলের উপরিভাগ হইতে আচমন কর; কিরূপ

বোধ হইতেছে ?” “লবণাক্ত।” “মধ্যভাগ হইতে আচমন কর; কিরূপ বোধ হইতেছে ?” “লবণাক্ত।” “অধোভাগ হইতে আচমন কর ; কিরূপ বোধ হইতেছে ?” “লবণাক্ত।” “এই জল ফেলিয়া দিয়া আমার নিকট আসিয়া বস।” শ্বেতকেতু তখন তাহাই করিলেন, (এবং) “উক্ত লবণ সর্বদাই বিদ্যমান ছিল,” (এই কথা বলিতে বলিতে ফিরিলেন)। পিতা তাঁহাকে বলিলেন, “এই জলের মধ্যেই বিদ্যমান থাকিলেও যেমন তুমি লবণকে দেখিতে পাও নাই,[১] তেমনি, হে সোম্য, এই দেহমধ্যেই সৎ (ব্রহ্ম) বিদ্যমান আছেন।” ১-২

---

[১] জলে বিলীন লবণকে চক্ষে দেখা যায় না বা স্পর্শদ্বারা জানা যায় না বটে ; কিন্তু উপায়ান্তরদ্বারা অর্থাৎ জিহ্বাদ্বারা আস্বাদ করিয়া জানা যায়। তেমনি জগতের মূল সৎ ব্রহ্ম এই দেহে বিদ্যমান থাকিলেও ইন্দ্রিয়াদির অগ্রাহ্য ; কিন্তু তাঁহাকে জানার উপায়ান্তর আছে।

স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি[১] তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥ ৩

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য ত্রয়োদশখণ্ডঃ ॥

---

[১] “জগৎকারণকে উপলব্ধি করিবার উক্ত উপায়ন্তরটি কি ?”—ইহা শ্বেতকেতুর জিজ্ঞাস্য। অন্বয়ার্থাদি ৬।৮।৭-এ দ্রষ্টব্য।

ষষ্ঠাধ্যায়—চতুর্দশ খণ্ড

(ব্রহ্মজ্ঞানের উপায়)

যথা সোম্য পুরুষং গন্ধারেভ্যোঽভিনদ্ধাক্ষমানীয় তং ততোঽতিজনে বিসৃজেৎ স যথা তত্র প্রাঙ্‌বোদঙ্‌বাঽধরাঙ্‌ বা প্রত্যঙ্‌বা প্রধ্মায়ীতাভিনদ্ধাক্ষ আনীতোঽভিনদ্ধাক্ষো বিসৃষ্টঃ ॥১

সোম্য, যথা (যেমন) গন্ধারেভ্যঃ (গন্ধারদেশ হইতে) অভিনদ্ধাক্ষম্ পুরুষম্ (বদ্ধ-চক্ষু [এবং বদ্ধহস্ত] কাহাকেও) আনীয় (আনিয়া) [কোনও ডাকাত] তম্ (তাহাকে) ততঃ (তদপেক্ষা) অতিজনে ([অতিগত জন যাহা হইতে, এইরূপ] নির্জন স্থানে) বিসৃজেৎ (ত্যাগ করে), সঃ (সেই ব্যক্তি) যথা তত্র (সেখানে, ঐ নির্জন দেশে) [দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া] প্রাঙ্ বা (পূর্বমুখ বা) উদঙ্ বা (উত্তরমুখ) অধরাঙ্ বা (দক্ষিণমুখ) প্রত্যঙ্ বা (অথবা পশ্চিমমুখ) [হইয়া] প্রধ্মায়ীত (চীৎকার করে)—[আমি] অভিনদ্ধাক্ষঃ আনীতঃ, অভিনদ্ধাক্ষঃ বিসৃষ্টঃ (পরিত্যক্ত হইয়াছি)। ১

"হে সোম্য, কাহারও চক্ষু বন্ধনপূর্বক তাহাকে গন্ধারদেশ হইতে আনিয়া তদপেক্ষা নির্জনস্থানে ছাড়িয়া দিলে, সে যেমন (দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া) কখনও পূর্বমুখে, কখনও উত্তরমুখে, কখনও দক্ষিণমুখে, কখনও বা পশ্চিমমুখে এই বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে, 'আমায় বদ্ধচক্ষু অবস্থায় এখানে আনিয়াছে এবং বদ্ধচক্ষু অবস্থায়ই ফেলিয়া গিয়াছে।' ১

তস্য যথাভিনহনং প্রমুচ্য প্রব্রূয়াদেতাং দিশং গন্ধারা এতাং দিশং ব্রজেতি স গ্রামাদ্ গ্রামং পৃচ্ছন্ পণ্ডিতো মেধাবী গন্ধারানেবোপসম্পদ্যেতৈবমেবেহাচার্যবান্ পুরুষো বেদ তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্য ইতি ॥ ২

[তখন] তস্য (উক্ত বদ্ধ ব্যক্তির) অভিনহনম্ ([চক্ষুর] বন্ধন) প্রমুচ্য (মুক্ত করিয়া) যথা (যেমন) প্রব্রূয়াৎ ([কেহ] বলে)—এতাম্ দিশম্ (এই দিকে) গন্ধারাঃ (গন্ধার দেশ), এতাম্ দিশম্ ব্রজ (চল) ইতি। সঃ (সে) গ্রামাৎ গ্রামম্ (গ্রাম হইতে গ্রামান্তরের বিষয়ে) পৃচ্ছন্ (জিজ্ঞাসা করিয়া) পণ্ডিতঃ (জ্ঞানী, উপদেশযুক্ত) [এবং] মেধাবী (প্রাজ্ঞ, পরোপদিষ্ট বিষয়ের অবধারণে সমর্থ) [হইয়া] গন্ধারান্ এব (গন্ধারদেশেই) উপসম্পদ্যেত (উপস্থিত হয়),—এবম্ এব (ঠিক এমনি) ইহ (এই সংসারে) আচার্যবান্ পুরুষঃ (গুরুকর্তৃক উপদিষ্ট ব্যক্তি) বেদ (জানেন)। তস্য (তাঁহার) [সৎ-স্বরূপ আত্মলাভে] তাবৎ এব চিরম্ (ততক্ষণই বিলম্ব হইবে) যাবৎ (যতক্ষণ) ন বিমোক্ষ্যে (= ন বিমোক্ষ্যতে,

[দেহ হইতে] বিমুক্ত হইবেন)। [যখনই দেহ হইতে মুক্ত হইবেন] অথ (তখনই) সম্পৎস্যে (=সম্পৎস্যতে, [সত্যের সহিত] অভিন্নতা প্রাপ্ত হন) ইতি। ২

"তখন তাহার বন্ধন মোচন করিয়া কেহ যদি বলে, 'এই দিকে গন্ধারদেশ, এই দিকে গমন কর,' তবে (তখন) সেই উপদেশপ্রাপ্ত মেধাবী ব্যক্তি যেমন গ্রাম হইতে গ্রামান্তরের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া গন্ধার দেশেই উপস্থিত হয় ;—ঠিক তেমনি এই সংসারে প্রবিষ্ট ব্যক্তি গুরুকর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া (ব্রহ্ম) জ্ঞান লাভ করেন। যতক্ষণ তিনি দেহমুক্ত না হন, ততক্ষণই তাঁহার (ব্রহ্মলীন হওয়ার) বিলম্ব হয় ; অতঃপর অবিলম্বে তিনি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন।[1] ২

[1] কর্ম প্রধানতঃ দুই প্রকার—(১) প্রবৃত্তফল (যে কর্ম ফলদানে প্রবৃত্ত হইয়াছে) অর্থাৎ যে কর্মের ফল ভোগের জন্য বর্তমান দেহ হইয়াছে এবং (২) অপ্রবৃত্তফল (যাহা ফলদানে প্রবৃত্ত হয় নাই) অর্থাৎ যে কর্মের ফল পূর্ব পূর্ব জন্মে সঞ্চিত হইয়াছে এবং বর্তমান জীবনে জ্ঞানলাভের পূর্বে অর্জন করা হইয়াছে। জ্ঞানলাভ হইলে এই দ্বিতীয় প্রকার কর্মের ফলই নষ্ট হয় ; প্রথমোক্তটির অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্মের ফল নষ্ট হয় না—উহা ভোগের দ্বারাই বিনাশ্য। উক্ত জ্ঞানীর দেহপাতের পূর্বেই ভোগের দ্বারা প্রারব্ধ বিনষ্ট হয় এবং দেহপাতের পর আর জন্ম হয় না। তাঁহার দেহপাত ও ব্রহ্মলাভের মধ্যে কোনও কালবিলম্ব নাই, উহা তৎক্ষণাৎ হইয়া থাকে।

স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি[1] তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥ ৩

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য চতুর্দশখণ্ডঃ ॥

[1] স্থির হইয়াছে যে, জ্ঞান অনর্থক নহে ; কারণ উহার দ্বারা অবিদ্যাদির নিবৃত্তি হয়। জ্ঞানের ফল অনৈকান্তিকও নহে ; কারণ উহার কোনও অন্তরায় নাই। এখন শ্বেতকেতুর সন্দেহ এই, "জ্ঞানী কি অর্চিরাদি মার্গে গমন করিয়া মুক্ত হন, কিংবা এই দেহেই মুক্ত হন ?" অন্বয়ার্থাদি ৬।৮।৭-এ দ্রষ্টব্য।

ষষ্ঠাধ্যায়—পঞ্চদশ খণ্ড

(জ্ঞানীর দেহত্যাগ ও সৎসম্পত্তির ক্রম)

পুরুষং সোম্যোতোপতাপিনং জ্ঞাতয়ঃ পর্যুপাসতে জানাসি মাং জানাসি মামিতি তস্য যাবন্ন বাঙ্‌মনসি সম্পদ্যতে মনঃ প্রাণে প্রাণস্তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াং তাবজ্জানাতি ॥ ১

সোম্য, উত জ্ঞাতয়ঃ (আত্মীয়গণ) উপতাপিনম্ (জ্বরাদি-সন্তপ্ত) পুরুষম্ পর্যুপাসতে (ব্যক্তিকে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থান করে)—মাম্ জানাসি (আমায় চিন কি), মাম্ জানাসি—ইতি (এইরূপ বলিয়া)। যাবৎ (যতক্ষণ) তস্য (তাহার) বাক্ মনসি [ইত্যাদি ৬৮।৬ দ্রঃ], তাবৎ (ততক্ষণ) জানাতি (চিনিতে পারে)। ১

"হে সোম্য, মানুষ যখন রোগক্লিষ্ট হয় তখন জ্ঞাতিগণ এই বলিতে বলিতে তাহাকে ঘিরিয়া বসে, 'আমায় চিনিতেছ কি ? আমায় চিনিতেছ কি ?' যতক্ষণ তাহার বাক্ মনে, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে এবং তেজ পরম দেবতায় উপসংহৃত না হয়, ততক্ষণই সে চিনিতে পারে। ১

অথ যদাঽস্য বাঙ্‌মনসি সম্পদ্যতে মনঃ প্রাণে প্রাণস্তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়ামথ ন জানাতি ॥ ২

"অনন্তর যখন তাঁহার বাক্ মনে, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে এবং তেজ পরম দেবতায় উপসংহৃত হয়, তখন সে চিনিতে পারে না।[1] ২

১। বিদ্বানের দেহত্যাগ ও অবিদ্বানের দেহত্যাগ একই রূপ। তবে বিদ্বানের পুনর্জন্ম নাই, অবিদ্বানের কর্মফলানুসারে পুনর্জন্ম হয়। বিদ্বান্ অর্চিরাদি মার্গে গমন করেন না, এই দেহেই তিনি মুক্ত হন।

স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি[১] তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥ ৩

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য পঞ্চদশখণ্ডঃ ॥

---

[১] "সতে গমন (অর্থাৎ সাধারণ দৃষ্টিতে দেহত্যাগ) উভয়ের পক্ষে একইরূপ হইলেও বিদ্বান্ ফিরেন না, অথচ অবিদ্বান্ ফিরেন—এই অসামঞ্জস্যের কারণ কি ?"—ইহাই শ্বেতকেতুর জিজ্ঞাস্য। অন্বয়ার্থাদি ৬।৮।৭-এ দ্রষ্টব্য।

ষষ্ঠাধ্যায়—ষোড়শ খণ্ড

(ব্রহ্মজ্ঞের অপুনরাবৃত্তি)

পুরুষং সোম্যোত হস্তগৃহীতমানয়ন্ত্যপহার্ষীৎ স্তেয়মকার্ষীৎ পরশুমস্মৈ তপতেতি স যদি তস্য কর্তা ভবতি তত এবানৃতমাত্মানং কুরুতে সোঽনৃতাভিসন্ধোঽনৃতেনাত্মানমন্তর্ধায় পরশুং তপ্তং প্রতিগৃহ্ণাতি স দহ্যতেঽথ হন্যতে ॥ ১

সোম্য, [এই ব্যক্তি] অপহার্ষীৎ (=অপাহার্ষীৎ, পরস্ব অপহরণ করিয়াছে) স্তেয়ম্ অকার্ষীৎ (চুরি করিয়াছে), অস্মৈ (ইহার [পরীক্ষার] জন্য) পরশুম্ (কুঠার) তপত (উত্তপ্ত কর)—ইতি (এই বলিতে বলিতে) উত [রাজপুরুষেরা] হস্তগৃহীতম্ (বদ্ধহস্ত) পুরুষম্ আনয়ন্তি (আনয়ন করে)। সঃ (সেই ব্যক্তি) যদি তস্য (ঐ চৌর্যের) কর্তা ভবতি (হয়) [এবং তাহা অস্বীকার করে, তবে] ততঃ এব (ঐ কারণেই) আত্মানম্ (আপনাকে) অনৃতম্ কুরুতে (অন্যথা প্রতিপন্ন করে) ; অনৃতাভিসন্ধঃ (মিথ্যাচারী) সঃ

আত্মানম্ অনৃতেন (মিথ্যাদ্বারা) অন্তর্ধায় (আচ্ছাদিত করিয়া) [অর্থাৎ বস্তুতঃ আচ্ছাদিত করিতে অসমর্থ হইয়া] তপ্তম্ পরশুম্ (উত্তপ্ত কুঠার) প্রতিগৃহ্লাতি (গ্রহণ করে) সঃ দহ্যতে (দগ্ধ হয়), অথ (অনন্তর) [রাজপুরুষকর্তৃক] হন্যতে (নিহত হয়)। ১

“হে সোম্য, ‘এই ব্যক্তি পরস্ব গ্রহণ করিয়াছে, চুরি করিয়াছে, ইহার (পরীক্ষার) জন্য কুঠার তপ্ত কর,’ এইরূপ বলিতে বলিতে (রাজপুরুষেরা) যখন কোনও বদ্ধহস্ত ব্যক্তিকে লইয়া আসে, তখন সে যদি ঐ কার্য করিয়া থাকে, তবে সে ঐ কারণেই (অর্থাৎ ঐ চৌর্যবশতঃই) আপনার স্বরূপটি অস্বীকার করে। সেই মিথ্যা অভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তি আপনার স্বরূপকে মিথ্যার দ্বারা আবৃত করিয়া তপ্ত কুঠার গ্রহণ করে; সে উহার দ্বারা দগ্ধ হয় এবং পরিশেষে নিহত হয়। ১

অথ যদি তস্যাকর্তা ভবতি তত এব সত্যমাত্মানং কুরুতে স সত্যাভিসন্ধঃ সত্যেনাত্মানমন্তর্ধায় পরশুং তপ্তং প্রতিগৃহ্লাতি স ন দহ্যতেঽথ মুচ্যতে ॥ ২

অথ যদি তস্য (উক্ত চুরির) অকর্তা ভবতি, ততঃ এব (অপরাধী না হওয়ায়) আত্মানম্ সত্যম্ কুরুতে (আপনার সত্যস্বরূপ প্রকাশ করে)। সত্যাভিসন্ধঃ সঃ আত্মানম্ সত্যেন (সত্যের দ্বারা) অন্তর্ধায় তপ্তম্ পরশুম্ প্রতিগৃহ্লাতি, সঃ ন দহ্যতে অথ মুচ্যতে (মুক্ত হয়)। ২

“আর যদি সে উক্ত কার্যের কর্তা না হয়, তবে ঐ কারণেই আপনার প্রকৃত স্বরূপ স্বীকার করে (অর্থাৎ নিজেকে অন্যথা প্রদর্শন করে না)। সেই সত্যাভিসন্ধ ব্যক্তি সত্যের দ্বারা আপনাকে আচ্ছাদিত করিয়া উত্তপ্ত

পরশু গ্রহণ করে। সে দগ্ধ হয় না এবং অনন্তর সে বন্ধন হইতে মুক্ত হয়।[১] ২

[১] তপ্ত পরশু ও হস্তের সহিত সংযোগ উভয়স্থলে তুল্যরূপ হইলেও সত্যাভিসন্ধির বা মিথ্যাভিসন্ধির ফলে কাহারও মুক্তি, কাহারও বা মরণ হয়। সুতরাং বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ উভয়েই পরমদেবতায় উপসংহৃত হইলেও উভয় স্থলে মুক্তি ও সংসারলাভরূপ বিপরীত ফল দেখা যাইতে পারে।

স যথা তত্র নাদাহ্যেতৈতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি তদ্ধাস্য বিজজ্ঞাবিতি বিজজ্ঞাবিতি ॥৩

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য ষোড়শখণ্ডঃ

ইতি ছান্দোগ্যোপনিষদি ষষ্ঠাধ্যায়ঃ ॥

সঃ (সেই সত্যাভিসন্ধ ব্যক্তি) যথা (যেমন) তত্র (উক্ত দৃষ্টান্তস্থলে) ন অদাহ্যেত (দগ্ধ হয় না), [পরন্তু মিথ্যাভিসন্ধ ব্যক্তি দগ্ধ হয়], [সেইরূপ বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ উভয়ের সংসম্পত্তি ঘটিলেও, একের সংসারমুক্তি (৬।১৪।২) ও অপরের সংসারবন্ধন হয়]। ঐতদাত্ম্যম্ [ইত্যাদি পূর্ববৎ—৬।৮।৭]। অস্য (আরুণির নিকট হইতে) তৎ হ (["আমি ব্রহ্ম" এইরূপে] সেই সৎকে) [শ্বেতকেতু] বিজজ্ঞৌ (জানিয়াছিলেন)। [দ্বিরুক্তি অধ্যায়ের সমাপ্তিসূচক]। ৬

"উক্ত স্থলে যেরূপ (সত্যাভিসন্ধ ব্যক্তি) দগ্ধ হয় না, (সেইরূপ সত্যাভিসন্ধ ব্যক্তির পুনর্জন্ম হয় না)। এই সদাখ্য বস্তুর দ্বারাই এই সমস্ত আত্মবান্; তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতো, তুমি সেই।" পিতার নিকট হইতে শ্বেতকেতু সেই সৎস্বরূপকে জানিলেন। ৩

সপ্তমাধ্যায়—প্রথম খণ্ড

(নারদ-সনৎকুমার সংবাদ, নামব্রহ্ম)

ওঁ। অধীহি ভগব ইতি হোপসসাদ সনৎকুমারং নারদস্তং হোবাচ যদ্বেত্থ তেন মোপসীদ ততস্ত উর্ধ্বং বক্ষ্যামীতি স হোবাচ ॥ ১

ভগবঃ (হে ভগবন্) অধীহি (=অধীষ্ব, অধ্যাপন করুন, জ্ঞাপন করুন)—ইতি (এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক) নারদঃ সনৎকুমারম্ (সনৎকুমারের নিকট) উপসসাদ হ (শিষ্যরূপে উপস্থিত হইলেন)। [সনৎকুমার] তম্ উবাচ হ—যৎ বেত্থ (তুমি যাহা অবগত আছ) তেন (তাহার সহিত) মা (আমার নিকট) উপসীদ (উপস্থিত হও, শিষ্যত্ব গ্রহণ কর) [অর্থাৎ আমায় তাহা বল]। ততঃ উর্ধ্বম্ (তাহার পরে যাহা আছে, তাহা) তে (তোমায়) বক্ষ্যামি (বলিব) ইতি। সঃ (নারদ) উবাচ হ—। ১

"হে ভগবন্,[১] অধ্যাপন করুন", এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক নারদ সনৎকুমারের সমীপে উপস্থিত হইলেন। (সনৎকুমার) তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি যাহা অবগত আছ, তাহা লইয়াই শিষ্যত্ব গ্রহণ কর ; আমি তোমায় অতঃপর যাহা আছে, তাহা বলিব।" নারদ বলিতে লাগিলেন—। ১

১। উৎপত্তিং প্রলয়ং চৈব ভূতানাম্ আগতিং গতিম্।
বেত্তি বিদ্যাম্ অবিদ্যান্ চ স বাচ্যো ভগবান্ ইতি ॥

২। ষষ্ঠাধ্যায়ে নির্ণীত হইয়াছে, এই সমস্তই সদাত্মক। ঐ অধ্যায়ে পরমার্থতত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে ; কিন্তু নিকৃষ্ট বিকারী বস্তুসমূহ উপদিষ্ট হয় নাই। বর্তমান অধ্যায়ে নাম হইতে প্রাণ পর্যন্ত সমস্ত বলা হইবে এবং ঐগুলিকে অবলম্বন করিয়াও সেই ভূমা-নামক তত্ত্বই নির্দিষ্ট হইবে। কারণ হীনতর তত্ত্বগুলি নির্দিষ্ট না হইলে লোকের এইরূপ ভুল ধারণা হইতে পারে যে, সৎ ব্যতীত অন্য বস্তুও আছে এবং উহা অবিজ্ঞাত। সোপানে আরোহণের ন্যায় বুদ্ধিকে ক্রমে স্থূল হইতে সূক্ষ্মতর তত্ত্বে তুলিয়া জীবকে বুদ্ধির অতীত স্বারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করাও ইহার অপর উদ্দেশ্য। উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতর নামাদি বস্তু প্রদর্শনপূর্বক ক্রমে উৎকৃষ্টতম ভূমাখ্য সেই সদ্বস্তু প্রতিপাদনের দ্বারা তাঁহার স্তুতি করাও বর্তমান

অধ্যায়ের অন্যতম উদ্দেশ্য। আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য এই যে, তদ্দ্বারা গুরুশিষ্য-সম্বন্ধের একান্ত প্রয়োজনীয়তা দেখান হইবে। নারদের ন্যায় ঋষিকেও যখন শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে হয়, তখন অপরের আর কথা কি ?

ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্বেদং সামবেদমাথর্বণং চতুর্থমিতিহাস-পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যমেকায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্পদেবজনবিদ্যামেতদ্ ভগবোঽধ্যেমি ॥ ২

ভগবঃ, ঋগ্বেদম্ অধ্যেমি (স্মরণ করি, অবগত আছি), যজুর্বেদম্, সামবেদম্, চতুর্থম্ আথর্বণম্ (চতুর্থস্থানীয় অথর্ববেদ), পঞ্চমম্ (পঞ্চমবেদ) ইতিহাস-পুরাণম্ বেদানাম্ বেদম্ (বেদসমূহের প্রকাশক ব্যাকরণ), পিত্র্যম্ (শ্রাদ্ধ-ক্রিয়াদির তত্ত্ব), রাশিম্ (গণিত), দৈবম্ (উৎপাতবিষয়ক জ্ঞান), নিধিম্ (মহাকালাদি নিধিবিষয়ক শাস্ত্র), বাকোবাক্যম্ (তর্কশাস্ত্র), একায়নম্ (নীতিশাস্ত্র), দেববিদ্যাম্ (নিরুক্ত), ব্রহ্মবিদ্যাম্ (বেদবিদ্যা, শিক্ষাকল্পাদির জ্ঞান), ভূতবিদ্যাম্ (ভৌতিক বিদ্যা), ক্ষত্রবিদ্যাম্ (ধনুর্বেদ), নক্ষত্রবিদ্যাম্ (জ্যোতিষ), সর্পদেবজনবিদ্যাম্ (সর্পবিদ্যা অর্থাৎ গারুড়শাস্ত্র এবং গন্ধর্বশাস্ত্র অর্থাৎ গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করা ও নৃত্যগীতাদিকলা-বিষয়ক-শাস্ত্র)—ভগবঃ, এতৎ (এই সমস্ত) অধ্যেমি। ২

"হে ভগবন্, আমি ঋগ্বেদ অবগত আছি। হে ভগবন্, আমি যজুর্বেদ, সামবেদ, চতুর্থস্থানীয় অথর্ববেদ, পঞ্চমস্থানীয় ইতিহাস-পুরাণ, ব্যাকরণ, শ্রাদ্ধতত্ত্ব, গণিত, দৈব উৎপাত-বিষয়ক বিদ্যা, মহাকালাদিনিধি-শাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, শিক্ষাকল্পাদি বেদাঙ্গ, ভূতবিদ্যা, ধনুর্বেদ, জ্যোতিষ, সর্পবিদ্যা ও গন্ধর্বশাস্ত্র—এই সমস্তই[১] অবগত আছি। ২

---

[১] আচার্যের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা হইতে সব শাস্ত্রগুলির যথাযথ ধারণা করা অসম্ভব। শাস্ত্রে ইতিহাসের সংজ্ঞা এই—"ধর্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতং। পূর্ববৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে ॥" পুরাণের লক্ষণ এই—"সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ। বংশানুচরিতং চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥" মোটামুটি এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, ইতিহাসে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষবিষয়ক উপদেশযুক্ত প্রাচীন কাহিনী থাকে ; আর পুরাণে থাকে সৃষ্টি,

গৌণসৃষ্টি, বংশ মন্বন্তর ও বংশচরিত। বলা বাহুল্য যে, এই ইতিহাস-পুরাণ অধুনাপ্রসিদ্ধ পুস্তকাবলী নহে ; উহা বৈদিক ইতিহাস-পুরাণ [৩।৪।১ টীকা দ্রঃ]। নিধি শব্দে সম্ভবতঃ ধন বুঝাইতেছে এবং আচার্য শঙ্কর সম্ভবতঃ কুবেরের নব মহারত্নের উল্লেখ করিতেছেন—"মহাপদ্মশ্চ পদ্মশ্চ শঙ্খো মকরকচ্ছপৌ। মুকুন্দকুন্দনীলাশ্চ খর্বশ্চ নিধয়ো নব।" যাহা হউক, ইহা নির্ণয় করা কঠিন। ভূতবিদ্যা শব্দে প্রেতবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা কিংবা জীববিদ্যা বুঝিতে হইবে—ইহাও বলা কঠিন।

সোঽহং ভগবো মন্ত্রবিদেবাস্মি নাত্মবিচ্ছ্রুতং হ্যেব মে ভগবদ্‌দৃশেভ্যস্তরতি শোকমাত্মবিদিতি সোঽহং ভগবঃ শোচামি তং মা ভগবাঞ্ছোকস্য পারং তারয়ত্বিতি তং হোবাচ যদ্বৈ কিঞ্চৈতদধ্যগীষ্ঠা নামৈবৈতৎ ॥ ৩

ভগবঃ, সঃ অহম্ (এইরূপ জ্ঞানবান্ আমি) মন্ত্রবিৎ এব অস্মি (কেবল শব্দার্থই অবগত আছি, কেবল কর্মই অবগত আছি), ন আত্মবিৎ (আত্মস্বরূপ অবগত নহি) ; ভগবৎ-দৃশেভ্যঃ (আপনার সদৃশ জ্ঞানীদের নিকট) শ্রুতম্ হি এব মে (আমার জানা আছে যে), আত্মবিৎ শোকম্ (মনস্তাপ, অকৃতার্থতাবুদ্ধি) তরতি (অতিক্রম করেন) ইতি ; সঃ অহম্ (এইরূপ অনাত্মজ্ঞ আমি) ভগবঃ, শোচামি (শোকগ্রস্ত আছি) ; ভগবান্ তম্ মা (ঐরূপ আমাকে) শোকস্য (মনস্তাপের) পারম্ তারয়তু (পারে লইয়া যান) ইতি। তম্ উবাচ হ—যৎ বৈ কিম্ চ এতৎ (এই যাহা কিছু) অধ্যগীষ্ঠাঃ (তুমি অধ্যয়ন করিয়াছ, অবগত হইয়াছ) এতৎ (ইহা) নাম এব (নামমাত্র, বিকারমাত্র [৬।১।৪])। ৩

"হে ভগবন্, এইরূপ জ্ঞানবান্ হইয়াও আমি কেবল মন্ত্রবিদ্ হইয়াছি, আত্মবিদ্ হই নাই।[১] ভবৎসদৃশ জ্ঞানীদের নিকট আমি অবগত আছি যে, আত্মবিদ্ শোক অতিক্রম করেন। হে ভগবন্, তাদৃশ আমি শোকগ্রস্ত আছি ; এবম্বিধ আমাকে আপনি শোকের পরপারে লইয়া যান।" সনৎকুমার তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি এই যাহা কিছু আয়ত্ত করিয়াছ, উহা নামমাত্র। ৩

---

[১] শব্দার্থ-জ্ঞানের দ্বারা বা পাণ্ডিত্যের দ্বারা আত্মস্বরূপের জ্ঞান হয় না। এমন কি

'আত্মা" এই শব্দটিও লক্ষণা অবলম্বন না করিয়া বাক্যমনের অগোচর আত্মার সাক্ষাৎ জ্ঞান দিতে পারে না উহা গুরুর উপদেশ হইতেই লভ্য।

নাম বা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদ আথর্বণশ্চতুর্থ ইতিহাস-পুরাণঃ পঞ্চমো বেদানাং বেদঃ পিত্র্যো রাশির্দৈবো নিধির্বাকো-বাক্যমেকায়নং দেববিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা ভূতবিদ্যা ক্ষত্রবিদ্যা নক্ষত্রবিদ্যা সর্পদেবজনবিদ্যা নামৈবৈতন্নামোপাস্স্বেতি ॥ ৪

[প্রতিমাকে যেরূপ বিষ্ণুবুদ্ধিতে উপাসনা করা হয়, সেইরূপ ব্রহ্মবুদ্ধিতে] নাম উপাস্স্ব (নামকে উপাসনা কর) ; [অপরাংশ পূর্ববৎ]। [নাম হইতে আশা (৭ম ১৪শ খণ্ড) পর্যন্ত সর্বত্র প্রতীকোপাসনাই বুঝিতে হইবে]। ৪

"ঋগ্বেদ নামমাত্র ; যজুর্বেদ, সামবেদ, চতুর্থবেদ অথর্ববেদ, পঞ্চমবেদ ইতিহাস-পুরাণ, ব্যাকরণ, শ্রাদ্ধতত্ত্ব, গণিত, দৈব উৎপাত-বিষয়ক বিদ্যা, মহাকালাদি নিধিবিষয়ক বিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, শিক্ষা ও কল্পাদি, ভূতবিদ্যা, ধনুর্বেদ, জ্যোতিষ, সর্পবিদ্যা, গন্ধর্বশাস্ত্র, এই সমস্তই নামমাত্র। তুমি নামের উপাসনা কর। ৪

স যো নাম ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবন্নাম্নো গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যো নাম ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবো নাম্নো ভূয় ইতি নাম্নো বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥ ৫

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য প্রথমখণ্ডঃ ॥

সঃ যঃ নাম ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে (উপাসনা করেন), অস্য (ইঁহার) যাবৎ (যতদূর পর্যন্ত) নাম্নঃ গতম্ (নামের গতি অর্থাৎ যাহা যাহা নামের বিষয় বা অভিধেয়) তত্র (সেখানে) যথা—কামচারঃ (যথেচ্ছগতি) ভবতি (হয়)। যঃ নাম ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে [উপাসনার উপসংহারসূচক দ্বিরুক্তি]। ভগবঃ, নাম্ন ভূয়ঃ অস্তি (নাম অপেক্ষা [ব্রহ্মদৃষ্টির] অধিকতর [উপযুক্ত প্রতীক] কিছু আছে কি) ইতি। নাম্ন বাব ভূয়ঃ অস্তি (নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রতীক অবশ্যই আছে) ইতি। ভগবান্ (আপনি) তৎ (উহা) মে (আমায়) ব্রবীতু (বলুন)। ৫

"যিনি নামকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, নামের গতি যতদূর, তাঁহারও ততদূর যথেচ্ছ গমন হইয়া থাকে।" (ইহা শুনিয়া নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন)—"হে ভগবন্, নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কিছু আছে কি?" (সনৎকুমার)—"নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর (প্রতীক) অবশ্যই আছে।" (নারদ)—"আপনি আমায় উহা বলুন।" ৫

সপ্তমাধ্যায়—দ্বিতীয় খণ্ড

(বাগ্‌ব্রহ্ম)

বাগ বাব নাম্নো ভূয়সী বাগ্বা ঋগ্বেদং বিজ্ঞাপয়তি যজুর্বেদং সামবেদমাথর্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যমেকায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্পদেবজনবিদ্যাং দিবং চ পৃথিবীং চ বায়ুং চাকাশং চাপশ্চ তেজশ্চ দেবাংশ্চ মনুষ্যাংশ্চ পশূংশ্চ বয়াংসি চ তৃণবনস্পতীঞ্চ শ্বাপদান্যাকীটপতঙ্গপিপীলকং ধর্মং চাধর্মং চ সত্যং চানৃতং চ সাধু চাসাধু চ হৃদয়জ্ঞং চাহৃদয়জ্ঞং চ যদ্বৈ বাঙ্‌নাভবিষ্যন্ন ধর্মো নাধর্মো ব্যজ্ঞাপয়িষ্যন্ন সত্যং নানৃতং ন সাধু নাসাধু ন হৃদয়জ্ঞো নাহৃদয়জ্ঞো বাগেবৈতৎ সর্বং বিজ্ঞাপয়তি বাচমুপাস্‌স্বেতি ॥ ১

বাক্ (জিহ্বামূল, বক্ষ, কণ্ঠ, শির, দন্ত, ওষ্ঠ, নাসিকা ও তালুতে অবস্থিত এবং বর্ণসমূহের অভিব্যঞ্জক বাগিন্দ্রিয়) বাব নাম্নঃ (বর্ণাত্মক নাম অপেক্ষা) ভূয়সী (শ্রেষ্ঠতর) ; বাক্ বৈ ঋক্‌বেদম্ বিজ্ঞাপয়তি (জানাইয়া দেয়, পরিচিত করে), যজুর্বেদম্ [ইত্যাদি পূর্ববৎ], দিবম্ (দ্যুলোককে) বয়াংসি (পক্ষিকুলকে), আকীটপতঙ্গপিপীলকম্ (কীট, পতঙ্গ,

পিপীলিকা সহ) শ্বাপদানি (হিংস্র পশুগণকে), অনৃতম্ (মিথ্যা), সাধু চ (শুভ, মঙ্গলময়) অসাধু চ (এবং অশুভ), হৃদয়জ্ঞম্ চ (মনোরম) অহৃদয়জ্ঞম্ চ (অমনোরম), [অপর শব্দগুলি সহজবোধ্য]। যৎ বৈ (যদি) বাক্ ন অভবিষ্যৎ (বাক্ না থাকিত) [তবে] ন ধর্মঃ ন অধর্মঃ ব্যজ্ঞাপয়িষ্যৎ (বিজ্ঞাপিত হইত), [অপর শব্দ সহজ],—বাক্ এব এতৎ সর্বম্ (এই সব) বিজ্ঞাপয়তি, বাচম্ (বাক্‌কে) উপাস্স্ব ([ব্রহ্মদৃষ্টিতে] উপাসনা কর) ।১

“বাক্ অবশ্যই নাম হইতে শ্রেষ্ঠ।[১] বাক্‌ই ঋগ্বেদকে বিজ্ঞাপিত করে ; যজুর্বেদ, সামবেদ, চতুর্থবেদ অথর্ববেদ, পঞ্চমবেদ ইতিহাস-পুরাণ, ব্যাকরণ, শ্রাদ্ধতত্ত্ব, গণিত, দৈব উৎপাত-বিষয়ক বিদ্যা, মহাকালাদিনিধি-বিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, শিক্ষা ও কল্পাদি, ভূতবিদ্যা, ধনুর্বেদ, জ্যোতিষ, সর্পবিদ্যা, গন্ধর্বশাস্ত্র, দ্যুলোক, পৃথিবী, আকাশ, জল, তেজ, দেববৃন্দ, মনুষ্যগণ, পশুবৃন্দ, পক্ষিগণ, তৃণ ও বনস্পতিরাজি কীট পতঙ্গ ও পিপীলিকা সহ হিংস্র জন্তুগণ পুণ্য ও পাপ, সত্য ও মিথ্যা, শুভ ও অশুভ, মনোরম ও অমনোরম—(এই সমস্তকেই বাক্ বিজ্ঞাপিত করে)। যদি বাক্ না থাকিত তবে ধর্ম কিংবা অধর্ম বিজ্ঞাপিত হইত না ; সত্য বা অসত্য, শুভ বা অশুভ, মনোজ্ঞ বা অমনোজ্ঞ—কিছুই বিজ্ঞাপিত হইত না। বাক্‌ই এই সমস্তকে জানাইয়া দেয়, (অতএব) বাক্‌কে উপাসনা কর। ১

[১] বাগিন্দ্রিয় বর্ণোচ্চারণের কারণ ; কার্য অপেক্ষা কারণ শ্রেষ্ঠ হয়।

স যো বাচং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবদ্বাচো গতং তত্রাস্য যথা কামচারো ভবতি যো বাচং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবো বাচো ভূয় ইতি বাচো বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥ ২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়খণ্ডঃ ॥

সঃ যঃ [ইত্যাদি পূর্ববৎ—৭।১।৫ দ্রঃ] বাচঃ (বাকের, বাক্ হইতে)। ২

"যিনি বাক্‌কে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, বাকের গতি যতদূর, তাঁহার ততদূর যথেচ্ছ গতি হইয়া থাকে।" (নারদ)—"হে ভগবন্, বাক্ হইতে শ্রেষ্ঠতর কিছু আছে কি ?" (সনৎকুমার)—"বাক্ হইতে শ্রেষ্ঠতর বস্তু অবশ্যই আছে।" (নারদ)—"আপনি আমায় উহা বলুন।" ২

সপ্তমাধ্যায়—তৃতীয় খণ্ড

(মনোব্রহ্ম)

মনো বাব বাচো ভূয়ো যথা বৈ দ্বে বামলকে দ্বে বা কোলে দ্বৌ বাহক্ষৌ মুষ্টিরনুভবত্যেবং বাচং চ নাম চ মনোঽনুভবতি স যদা মনসা মনস্যতি মন্ত্রানধীয়ীয়েত্যথাধীতে কর্মাণি কুর্বীয়েত্যথ কুরুতে পুত্রাংশ্চ পশূংশ্চেচ্ছেয়েত্যথেচ্ছত ইমং চ লোকমমুং চেচ্ছেয়েত্যথেচ্ছতে মনো হ্যাত্মা মনো হি লোকো মনো হি ব্রহ্ম মন উপাস্স্বেতি ॥ ১

মনঃ (চিন্তাশক্তিবিশিষ্ট অন্তঃকরণ) বাব বাচঃ ভূয়ঃ। মুষ্টি (হস্তমুষ্টি) যথা (যেমন) যে (দুইটি) আমলকে (আমলকী ফল), দ্বে কোলে (বদরীফলদ্বয়) বা, দ্বৌ অক্ষৌ (বিভীতক বা বহেড়া ফল দুইটি) বা অনুভবতি (ব্যাপ্ত করে, অন্তর্ভুক্ত করে) এবং (এইরূপ) বাচম্ চ নাম চ (বাক্ ও নামকে) মনঃ অনুভবতি। সঃ (কেহ) যদা মনসা (মনের দ্বারা) মন্ত্রান্ (মন্ত্ররাশি) অধীয়ীয় (আমি উচ্চারণ করি) ইতি (এইরূপ) মনস্যতি (বিবেচনা, বিবক্ষাবুদ্ধি করে) অথ (তখন) অধীতে (উচ্চারণ করে), কর্মাণি কুর্বীয় (আমি কর্মসকল করি) ইতি [ইত্যাকার চিকীর্ষাবুদ্ধি করে], অথ কুরুতে (করে), পুত্রান্ চ পশূন্ চ (পুত্র ও পশুসকল) ইচ্ছেয় (=ইচ্ছেয়ম্, আমি বাসনা করি) ইতি অথ ইচ্ছতে (=ইচ্ছতে, বাসনা করে, লাভ করে), ইমম্ চ লোকম্ অমুম্ চ (ইহলোক ও পরলোক) ইচ্ছেয় ([যথোচিত উপায়ে পাইতে] ইচ্ছা করি) ইতি, অথ ইচ্ছতে। হি মনঃ আত্মা (মনই

আত্মা [অর্থাৎ মন আছে বলিয়া অকর্তা আত্মার কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব দৃষ্ট হয়]), মনঃ হি লোকঃ (মনই বিবিধ লোক [অর্থাৎ মন আছে বলিয়াই তদবলম্বনে লোকপ্রাপ্তি ও লোকপ্রাপ্তির জন্য সাধনা সম্ভবপর]), [মন যেহেতু লোক, অতএব] মনঃ হি ব্রহ্ম ; মন উপাস্স্ব (মনকে ব্রহ্মদৃষ্টিতে উপাসনা কর) ইতি। ১

"বাগিন্দ্রিয় হইতে মন অবশ্যই শ্রেষ্ঠ।[১] হস্তমুষ্টি যেমন দুইটি আমলকী বা দুইটি বদরী অথবা দুইটি অক্ষফল নিজের অন্তর্ভুক্ত করে, মনও তেমনি বাক্ এবং নামকে ব্যাপ্ত করে। কেহ যখন 'মন্ত্রপাঠ করি' মনে মনে এইরূপ চিন্তা করে, তখন সে মন্ত্র পাঠ করে ; যখন 'কর্ম করি' এইরূপ চিন্তা করে, তখন কর্ম করে ; যখন 'পুত্র ও পশু কামনা করি' এইরূপ চিন্তা করে, তখন তাহাই লাভ করে ; যখন 'ইহলোক ও পরলোক লাভ করিব' এইরূপ চিন্তা করে, তখন তাহা লাভ করে। মনই আত্মা, মনই লোক, (অতএব) মনই ব্রহ্ম ; মনকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা কর। ১

---

[১] আগে চিন্তা পরে বাগিন্দ্রিয়ের ব্যাপার ; অতএব মন শ্রেষ্ঠ।

স যো মনো ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবন্মনসো গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যো মনো ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবো মনসো ভূয় ইতি মনসো বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥ ২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য তৃতীয়খণ্ডঃ ॥

"যে কেহ মনকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, মনের গতি যতদূর, তিনিও ততদূর পর্যন্ত যথেচ্ছগতি হন।" (নারদ)—"হে ভগবন্, মন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি ?" (সনৎকুমার)—"মন হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু অবশ্যই আছে।" (নারদ)—"আপনি আমায় উহা বলুন।" ২

সপ্তমাধ্যায়—চতুর্থ খণ্ড

(সঙ্কল্পব্রহ্ম)

সঙ্কল্পো বাব মনসো ভূয়ান্‌ যদা বৈ সঙ্কল্পয়তেঽথ মনস্যত্যথ বাচমীরয়তি তামু নাম্নীরয়তি নাম্নি মন্ত্রা একং ভবন্তি মন্ত্রেষু কর্মাণি ॥ ১

সঙ্কল্পঃ (সঙ্কল্পনামক অন্তঃকরণবৃত্তি, যাহার সহায়ে কর্তব্যাকর্তব্য স্থিরীকৃত হয়) বাব মনসঃ (মন হইতে) ভূয়ান্‌, [কারণ চিন্তার পূর্বে সঙ্কল্পের আবশ্যক]। যদা বৈ (যখনই) সঙ্কল্পয়তে (কর্তব্য নিশ্চয় করে) অথ মনস্যতি ([“মন্ত্রপাঠ করি”—ইত্যাদি] চিন্তা করে), অথ বাচম্‌ ঈরয়তি (বাগিন্দ্রিয়কে প্রেরিত করে), তাম্‌ উ (উক্ত বাক্‌কে) নাম্নি ঈরয়তি (নামোচ্চারণে পরিচালিত করে); নাম্নি (নামমধ্যে) মন্ত্রাঃ (মন্ত্রসকল) [এবং] মন্ত্রেষু (মন্ত্রসকলের মধ্যে) কর্মাণি (কর্মসকল) একম্‌ ভবন্তি (একীভূত হয়)। ১

“মন হইতে সঙ্কল্প অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। লোকে প্রথমে সঙ্কল্প করে, তদনন্তর সে চিন্তা করে, পরে বাক্‌কে পরিচালিত করে, অবশেষে বাক্‌কে নামোচ্চারণে প্রবৃত্ত করে। মন্ত্রসকল নামে এবং কর্মসমূহ মন্ত্রে একীভূত হয়।[1] ১

---

[1] ১। বৈদিক মন্ত্রই সমস্ত কর্মের মূল। ব্রাহ্মণাংশে যে সকল কর্ম নূতন উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, তাহাও সংহিতাভাগে উপদিষ্ট কর্মেরই বিস্তার মাত্র।

তানি হ বা এতানি সঙ্কল্পৈকায়নানি সঙ্কল্পাত্মকানি সঙ্কল্পে প্রতিষ্ঠিতানি সমক্লৃপতাং দ্যাবাপৃথিবী সমকল্পেতাং বায়ুশ্চাকাশং চ সমকল্পন্তাপশ্চ তেজশ্চ তেষাং সঙ্‌ক্লৃপ্ত্যৈ বর্ষং সঙ্কল্পতে বর্ষস্য সঙ্‌ক্লৃপ্ত্যা অন্নং সঙ্কল্পতেঽন্নস্য সঙ্‌ক্লৃপ্ত্যৈ প্রাণাঃ সঙ্কল্পন্তে প্রাণানাং সঙ্‌ক্লৃপ্ত্যৈ মন্ত্রাঃ সঙ্কল্পন্তে মন্ত্রাণাং সঙ্‌ক্লৃপ্ত্যৈ কর্মাণি সঙ্কল্পন্তে কর্মণাং সঙ্‌ক্লৃপ্ত্যৈ লোকঃ সঙ্কল্পতে লোকস্য সঙ্‌ক্লৃপ্ত্যৈ সর্বং সঙ্কল্পতে স এষ সঙ্কল্পঃ সঙ্কল্পমুপাস্‌স্বেতি ॥ ২

তানি হ বৈ এতানি (পূর্বোক্ত এই সমস্তই) সঙ্কল্প-এক-অয়নানি (সঙ্কল্পৈকগতি, একমাত্র সঙ্কল্পেই তাহারা বিলীন হয়), [উৎপত্তিকালে] সঙ্কল্প-আত্মকানি (সঙ্কল্পই তাহাদের উপাদান), [স্থিতিকাল] সঙ্কল্পে প্রতিষ্ঠিতানি (সঙ্কল্পে অধিষ্ঠিত)। দ্যাবাপৃথিবী (দ্যুলোক ও পৃথিবী) [নিশ্চলভাবে অবস্থিত থাকায় মনে হয়, যেন তাহারা] সমক্লৃপতাম্ (সঙ্কল্প করিয়াছে), বায়ুঃ চ আকাশম্ (=আকাশঃ) চ সমকল্পেতাম্ ([যেন] সঙ্কল্প করিয়াছে) [সঙ্কল্প করিয়াই স্ব-স্বরূপ হইতে স্খলিত হয় না], আপঃ চ (জল) তেজঃ চ সমকল্পন্ত ([যেন] সঙ্কল্প করিয়াছিল) [বলিয়াই স্বরূপে অবস্থিত আছে]; তেষাম্ (তাঁহাদের, দ্যুলোকাদির) সঙ্ক্লৃপ্ত্যৈ (সঙ্কল্পবশতঃ) বর্ষম্ (বৃষ্টি) সঙ্কল্পতে (সঙ্কল্প করে, বর্ষণে সমর্থ হয়); বর্ষস্য (বৃষ্টির) সংক্লৃপ্ত্যৈ (সংকল্পবশতঃ) অন্নম্ সঙ্কল্পতে, [বৃষ্টি হইলেই অন্ন হয়]; অন্নস্য সংক্লৃপ্ত্যৈ প্রাণাঃ সঙ্কল্পন্তে, [অন্নাবলম্বনেই প্রাণ শরীরে অবস্থান করে]; প্রাণানাং সংক্লৃপ্ত্যৈ মন্ত্রাঃ সঙ্কল্পন্তে, [প্রাণবান ব্যক্তি মন্ত্রপাঠে সমর্থ]; মন্ত্রাণাং সংক্লৃপ্ত্যৈ কর্মাণি সঙ্কল্পন্তে, [যে সকল কর্ম মন্ত্রদ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহারাই অনুষ্ঠিত হয়]; কর্মণাং সংক্লৃপ্তৈ লোকঃ সঙ্কল্পতে, [কর্ম ও কর্তার সম্মিলন হইলে লোক, অর্থাৎ কর্মফল, উৎপন্ন হয়]; লোকস্য সংক্লৃপ্তৈ সর্বম্ সঙ্কল্পতে, [কর্মের ফলে সমস্ত জগৎ নিজ স্বরূপ অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হয়]; সঃ এষঃ সঙ্কল্পঃ (ইহাই সেই সঙ্কল্প); উহা অতি উত্তম, অতএব] সঙ্কল্পম্ উপাস্স্ব ইতি। ২

"সঙ্কল্পই পূর্বোক্ত সমস্তের একমাত্র গতি,—উহারা সঙ্কল্পাত্মক এবং সঙ্কল্পে প্রতিষ্ঠিত। দ্যুলোক ও পৃথিবী সঙ্কল্প করিয়াছে, বায়ু ও আকাশ সঙ্কল্প করিয়াছে, জল ও তেজ সঙ্কল্প করিয়াছে ;[1] তাঁহাদের সঙ্কল্পবশে বৃষ্টি সঙ্কল্প করে, বৃষ্টির সঙ্কল্পে অন্ন সঙ্কল্প করে, অন্নের সঙ্কল্পে প্রাণ সঙ্কল্প করে, প্রাণের সঙ্কল্পে মন্ত্র সঙ্কল্প করে, মন্ত্রের সঙ্কল্পে কর্ম সঙ্কল্প করে, কর্মের সঙ্কল্পে কর্মফল সঙ্কল্প করে, কর্মফলের সঙ্কল্পে সমস্ত জগৎ সঙ্কল্প করে। উক্ত সঙ্কল্প এবম্প্রকার (উত্তম), তুমি সঙ্কল্পের উপাসনা কর। ২

---

[1] কেবল পূর্বোক্ত সমস্তের কারণ বলিয়াই যে সঙ্কল্প মহৎ তাহাই নহে—দ্যুলোক প্রভৃতি মহৎ-দিগের অন্তরে উহার স্থান আছে বলিয়াও উহা মহৎ।

স যঃ সঙ্কল্পং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে ক্লৃপ্তান্ বৈ স লোকান্ ধ্রুবান্ ধ্রুবঃ প্রতিষ্ঠিতান্ প্রতিষ্ঠিতোঽব্যথমানানব্যথমানোঽভিসিধ্যতি যাবৎ সঙ্কল্পস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যঃ সঙ্কল্পং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবঃ সঙ্কল্পাদ্ ভূয় ইতি সঙ্কল্পাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥ ৩

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য চতুর্থখণ্ডঃ ॥

সঃ যঃ (যে কেহ) সঙ্কল্পম্ (সঙ্কল্পকে) ব্রহ্ম ইতি :(ব্রহ্মবুদ্ধিতে) উপাস্তে সঃ বৈ (সেই বিদ্বান্) ক্লৃপ্তান্ (সঙ্কল্পিত লোকসকলকে)—[অর্থাৎ নিজে] ধ্রুবঃ (ধ্রুব হইয়া) ধ্রুবান্ ([আপেক্ষিক] ধ্রুব, সুস্থির, লোকসকলকে), প্রতিষ্ঠিতঃ ([পশুপুত্রাদিতে] প্রতিষ্ঠাবান্ হইয়া), প্রতিষ্ঠিতান্ (উপকরণসম্পন্ন লোকসকলকে), অব্যথমানঃ (ব্যথাশূন্য হইয়া) অব্যথমানান্ (ব্যথাহীন লোকসকলকে)—অভিসিধ্যতি (প্রাপ্ত হন)। যাবৎ সঙ্কল্পস্য [ইতি পূর্ববৎ]। ৩

"যে কেহ সঙ্কল্পকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করেন, তিনি যথাসঙ্কল্পিত লোকসমূহ—(অর্থাৎ স্বয়ং) ধ্রুব হইয়া (আপেক্ষিক) ধ্রুব[১] লোকসকল, প্রতিষ্ঠাবান্ হইয়া প্রতিষ্ঠাশালী লোকসকল, এবং ব্যথাশূন্য হইয়া ব্যথাহীন লোকসকল—প্রাপ্ত হন। যিনি সঙ্কল্পকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, (তাঁহার নিজের) সঙ্কল্পের গতি যতদূর ততদূর পর্যন্ত তাঁহার যথেচ্ছগতি হইয়া থাকে।" (নারদ)—"হে ভগবন্, সঙ্কল্প অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি?" (সনৎকুমার)—"সঙ্কল্পাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু অবশ্যই আছে।" (নারদ)—"আপনি আমায় উহা বলুন।" ৩

১।—ব্রহ্মভিন্ন কোন বস্তুই ঠিক ঠিক ধ্রুব হইতে পারে না। অতএব অন্যত্র ধ্রুব শব্দের প্রয়োগ থাকিলেও উহা আপেক্ষিক নিত্য অর্থে গ্রহণীয়।

সপ্তমাধ্যায়—পঞ্চম খণ্ড

(চিত্তব্রহ্ম)

চিত্তং বাব সঙ্কল্পাদ্ভূয়ো যদা বৈ চেতয়তেঽথ সঙ্কল্পয়তেঽথ মনস্যত্যথ বাচমীরয়তি তামু নাম্নীরয়তি নাম্নি মন্ত্রা একং ভবন্তি মন্ত্রেষু কর্মাণি ॥ ১

চিত্তম্ (উপস্থিত বস্তু সম্বন্ধে যথাকালে যথোচিত চেতনাখ্য অন্তঃকরণবৃত্তি বা অনুভূতি, এবং অতীত ও অনাগত বস্তুর প্রয়োজন নিরূপণ করার সামর্থ্য)। চেতয়তে ([কোন বিষয়] অনুভব করে)। [অপরাংশ পূর্ববৎ—৭।৪।১]। ১

“সঙ্কল্প অপেক্ষা চিত্ত[১] অবশ্যই শ্রেষ্ঠ ; কারণ যখন কেহ কোন বিষয়ে সচেতন হয়, তখন সে সঙ্কল্প করে ; অনন্ত চিন্তা করে ;[২] তাহার পর বাক্‌কে পরিচালিত করে ; অবশেষে বাক্‌কে নামোচ্চারণে প্রবৃত্ত করে। মন্ত্রসকল নামে এবং কর্মসকল মন্ত্রে একীভূত হয়। ১

তানি হ বা এতানি চিত্তৈকায়নানি চিত্তাত্মানি চিত্তে প্রতিষ্ঠিতানি তস্মাদ্ যদ্যপি বহুবিদচিত্তো ভবতি নায়মস্তীত্যেবৈনমাহুর্যদয়ং বেদ যদ্বা অয়ং বিদ্বান্নেত্থমচিত্তঃ স্যাদিত্যথ যদ্যল্পবিচ্চিত্তবান্ ভবতি তস্মা এবোত শুশ্রূষন্তে চিত্তং হ্যেবৈষামেকায়নং চিত্তমাত্মা চিত্তং প্রতিষ্ঠা চিত্তমুপাস্স্বেতি ॥ ২

১। “অতীত ভোজন তৃপ্তিসাধক ছিল, অতএব আগামী ভোজনও ঐরূপই হইবে” ইত্যাকার নিরূপণের সামর্থ্য। অথবা “ইহা এইরূপ” এতাদৃশ অনুভূতি।

২। প্রথমে সমুপস্থিত বস্তু সম্বন্ধে চিত্তে অনুভূতি হয়, পরে ত্যাগ বা গ্রহণবিষয়ে সঙ্কল্প জাগে এবং অবশেষে যথোচিত উপায়াবলম্বনে উহার ত্যাগ বা গ্রহণবিষয়ে মনে বাসনা হয়।

তানি হ বৈ এতানি ([সঙ্কল্প হইতে কর্মফল পর্যন্ত] পূর্বোক্ত এই সকল) চিত্তৈকায়নানি [ইত্যাদি পূর্ববৎ]। তস্মাৎ (সুতরাং) যদ্যপি (যদিও) বহুবিৎ (বহুশাস্ত্রবিদ্ কেহ) অচিত্তঃ ভবতি (বোধসামর্থ্যরহিত হয়) [তবে] "অয়ম্ ন অস্তি (এই ব্যক্তি থাকিয়াও নাই), অয়ম্ যৎ বেদ (যাহা কিছু জানিয়াছে) [তাহা বৃথা] ; যৎ বৈ অয়ম্ বিদ্বান্ (ঐ ব্যক্তি যদি সত্যই জানিত) [তবে] ইত্থম (এইরূপ) অচিত্তঃ ন স্যাৎ ([উপস্থিত বিষয়ে] বোধসামর্থ্যহীন হইত না)"—ইতি এব এনম্ আহুঃ (এই ব্যক্তি সম্বন্ধে লোকে এইরূপ বলে)। অথ (আর) যদি অল্পবিৎ চিত্তবান্ ভবতি (অল্পজ্ঞ হইয়াও বুদ্ধিমান হয়) [তবে] তস্মৈ এব উত শুশ্রূষন্তে (তাহার কথা শুনিবার ও গ্রহণ করিবার জন্য লোকে আগ্রহ করে)। চিত্তম্, [ইত্যাদি পূর্ববৎ]। ২

"উক্ত এই সমস্তই চিত্তে লীন হয়, চিত্তই তাহাদের উপাদান এবং চিত্তেই তাহারা প্রতিষ্ঠিত থাকে ; সুতরাং বহুশাস্ত্রবিদ্ হইয়াও যদি কেহ বুদ্ধিহীন হয়, তবে লোকে তাহার সম্বন্ধে বলে, 'ইনি থাকিয়াও নাই, ইনি যাহা জানেন তাহাও বৃথা ; কারণ ইনি যদি সত্যই জানিতেন, তবে এইরূপ বুদ্ধিহীন হইতেন না।' আবার যদি কেহ অল্পজ্ঞ হইয়াও বুদ্ধিমান হয়, তবে লোকে তাহার কথা শুনিবার জন্য আগ্রহ করে। চিত্তই ইহাদের একমাত্র 'গতি,' চিত্তই ইহাদের স্বরূপ এবং চিত্তেই ইহাদের প্রতিষ্ঠা। চিত্তকে উপাসনা কর। ২

স যশ্চিত্তং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে চিত্তান্ বৈ স লোকান্ ধ্রুবান্ ধ্রুবঃ প্রতিষ্ঠিতান্ প্রতিষ্ঠিতোঽব্যথমানানব্যথমানোঽভিসিধ্যতি যাবচ্চিত্তস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যশ্চিত্তং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবশ্চিত্তাদ্ভূয় ইতি চিত্তাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥ ৩

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য পঞ্চমখণ্ডঃ ॥

চিত্তান্ (বুদ্ধিমান ব্যক্তির যে সকল গুণ আছে, সেই সকল গুণে সুসমৃদ্ধ)। [অপরাংশ পূর্ববৎ]। ৩

“যিনি চিত্তকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তিনি বুদ্ধিমৎসুলভ গুণাবলীতে সুসমৃদ্ধ লোকসমূহ—অর্থাৎ স্বয়ং ধ্রুব হইয়া ধ্রুবলোকসকল, প্রতিষ্ঠাবান্ হইয়া প্রতিষ্ঠাশালী লোকসকল এবং ব্যথাশূন্য হইয়া ব্যথাহীন লোকসকল —প্রাপ্ত হন। যিনি চিত্তকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, যতদূর চিত্তের গতি হয়, তাঁহারও ততদূর যথেচ্ছগতি হইয়া থাকে।” (নারদ)—হে ভগবন্, চিত্ত হইতে শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি ?” (সনৎকুমার)—“চিত্ত হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু অবশ্যই আছে।” (নারদ)—“আপনি আমায় তাহা বলুন।” ৩

সপ্তমাধ্যায়—ষষ্ঠ খণ্ড

(ধ্যানব্রহ্ম)

ধ্যানং বাব চিত্তাদ্ভূয়ো ধ্যায়তীব পৃথিবী ধ্যায়তীবান্তরিক্ষং ধ্যায়তীব দৌর্ধ্যায়ন্তীবাপো ধ্যায়ন্তীব পর্বতা ধ্যায়ন্তীব দেবমনুষ্যাস্তস্মাদ্ য ইহ মনুষ্যাণাং মহত্তাং প্রাপ্নুবন্তি ধ্যানাপাদাংশা ইবৈব তে ভবন্ত্যথ যে অল্পাঃ কলহিনঃ পিশুনা উপবাদিনস্তেঽথ যে প্রভবো ধ্যানাপাদাংশা ইবৈব তে ভবন্তি ধ্যানমুপাস্স্বেতি ॥ ১

ধ্যানম্ (একাগ্রতা, ভিন্নজাতীয় বৃত্তি নিরোধপূর্বক শাস্ত্রোক্ত দেবতাদি প্রতীকে অচল জ্ঞানধারা) বাব চিত্তাৎ (চিত্ত হইতে) ভূয়ঃ (শ্রেষ্ঠ), [কেন না উক্ত একাগ্রতা বোধসামর্থ্যের কারণ]। যোগী ধ্যান করিয়া যেমন নিশ্চল হন, তেমনি] পৃথিবী ধ্যায়তি ইব (ধ্যানমগ্ন [নিশ্চল] বলিয়াই মনে হয়) ; [অপরাংশ অনুরূপ]। দেবমনুষ্যাঃ (দেবগণ

ও মনুষ্যগণ ; অথবা—দেবসদৃশ [শমাদি গুণে ভূষিত] মনুষ্যগণ)। তস্মাৎ যে (যাঁহারা) ইহ এব (ইহলোকে) মনুষ্যাণাম্ (মনুষ্যসুলভ) মহত্তাম্ ([ঐশ্বর্য, বিদ্যা বা সদ্গুণরাশিরূপ] মহত্ব) প্রাপ্নুবন্তি (প্রাপ্ত হন) তে (তাঁহারা) ধ্যান-আপাদ-অংশাঃ ইব এব (ধ্যানের দ্বারা সম্পাদ্য ফলে ফলবান্) ভবন্তি (হন) [অর্থাৎ তাঁহারা স্থির, ধীর, গম্ভীর হন ; ক্ষুদ্রচেতা হন না]। অথ (আর) যে (যাহারা) অল্পাঃ (ক্ষুদ্র) তে (তাহারা) কলহিনঃ (বিবাদশীল) পিশুনাঃ (পরদোষদর্শী) উপবাদিনঃ (পরদোষপ্রচারক)। অথ যে প্রভবঃ (প্রভুস্থানীয় [আচার্য, রাজা, প্রভু প্রভৃতি]) তে ধ্যানাপাদাংশাঃ ইব এব ভবন্তি। ধ্যানম্ উপাস্স্ব (ধ্যানকে [ব্রহ্মবুদ্ধিতে] উপাসনা কর) ইতি। ১

"চিত্ত হইতে ধ্যান অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। পৃথিবী যেন ধ্যানমগ্ন, অন্তরিক্ষ যেন ধ্যাননিরত, দ্যুলোক যেন ধ্যানস্তিমিত, জল যেন ধ্যানস্তব্ধ, পর্বতসমূহ যেন ধ্যাননিমগ্ন, দেবসদৃশ মানবগণ যেন ধ্যানস্তিমিত। সুতরাং ইহলোকে যাঁহারা মানবোচিত মহত্ত্ব লাভ করেন, তাঁহারা যেন ধ্যানফলের অংশভাগী হন। প্রত্যুত যাহারা ক্ষুদ্র, তাহারা বিবাদপ্রিয়, পরদোষোদ্ঘাটক ও পরদোষপ্রচারক হয়। আর যাঁহারা প্রভুগুণে ভূষিত, তাঁহারা ধ্যানফলের অংশভাগী হন। ধ্যানকে উপাসনা কর। ১

স যো ধ্যানং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবদ্ধ্যানস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যো ধ্যানং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবো ধ্যানাদ্ ভূয় ইতি ধ্যানাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥ ২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য ষষ্ঠখণ্ডঃ ॥

"যিনি ধ্যানকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, ধ্যানের যতদূর গতি, তাঁহারও ততদূর যথেচ্ছগতি হয়।" (নারদ)—"হে ভগবন্, ধ্যান হইতে শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি ?" (সনৎকুমার)—"ধ্যান হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু অবশ্যই আছে।" (নারদ)—"আপনি আমায় উহা বলুন।" ২

সপ্তমাধ্যায়—সপ্তম খণ্ড

(বিজ্ঞানব্রহ্ম)

বিজ্ঞানং বাব ধ্যানাদ্ভূয়ো বিজ্ঞানেন বা ঋগ্বেদং বিজানাতি যজুর্বেদং সামবেদমাথর্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যমেকায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্পদেবজনবিদ্যাং দিবং চ পৃথিবীং চ বায়ুং চাকাশং চাপশ্চ তেজশ্চ দেবাংশ্চ মনুষ্যাংশ্চ পশূংশ্চ বয়াংসি চ তৃণবনস্পতীঞ্ছ্বাপদান্যাকীটপতঙ্গপিপীলকং ধর্মং চাধর্মং চ সত্যং চানৃতং চ সাধু চাসাধু চ হৃদয়জ্ঞং চাহৃদয়জ্ঞং চান্নং চ রসং চেমং চ লোকমমুং চ বিজ্ঞানেনৈব বিজানাতি বিজ্ঞানমুপাস্স্বেতি ॥ ১

বিজ্ঞানম্ (শাস্ত্রার্থবিষয়ক জ্ঞান) [ইহা ধ্যানের কারণ, অতএব] ধ্যানাৎ বাব ভূয়ঃ [ইত্যাদি পূর্ববৎ—৭।২।১] বিজ্ঞানেন বিজানাতি (বিজ্ঞানের দ্বারা জানে) অন্নম্ চ রসম্ চ (অন্ন ও তাহার স্বাদ), ইমম্ চ লোকম্ অমুম্ চ (ইহলোক ও পরলোক) । ১

ধ্যান হইতে "বিজ্ঞান অবশ্যই শ্রেষ্ঠ।[১] বিজ্ঞানের দ্বারা (লোক) ঋগ্বেদ অবগত হয় ; যজুর্বেদ, সামবেদ, চতুর্থবেদ অথর্ববেদ, পঞ্চমবেদ ইতিহাস-পুরাণ, ব্যাকরণ, শ্রাদ্ধতত্ত্ব, গণিত, দৈব উৎপাত-বিষয়ক বিদ্যা, মহাকালাদিনিধিবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, শিক্ষা ও কল্পাদি, ভূতবিদ্যা, ধনুর্বেদ, জ্যোতিষ, সর্পবিদ্যা, গন্ধর্বশাস্ত্র, দ্যুলোক, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, তেজ, দেববৃন্দ, মনুষ্যগণ, পশুবৃন্দ, পক্ষিগণ, তৃণ ও বনস্পতিরাজি, কীট, পতঙ্গ ও পিপীলিকা সহ হিংস্র জন্তুগণ, (শাস্ত্রদর্শিত) পুণ্য ও পাপ, সত্য ও মিথ্যা, শুভ ও অশুভ, মনোরম ও অমনোরম, অন্ন ও আস্বাদ, ইহলোক ও পরলোককে বিজ্ঞানেরই দ্বারা অবগত হয়। বিজ্ঞানকে উপাসনা কর। ১

১। মানুষ শাস্ত্রার্থদৃষ্টি-সহায়ে প্রামাণিকরূপে জানিতে পারে যে, ঋগাদি কোন্ মন্ত্রের অর্থ কিরূপ। তখন সে তদনুযায়ী ধ্যানে প্রবৃত্ত হয়। অতএব বিজ্ঞান ধ্যান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

স যো বিজ্ঞানং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে বিজ্ঞানবতো বৈ স লোকাঞ্জ্ঞানবতোঽভিসিধ্যতি যাবদ্ বিজ্ঞানস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যো বিজ্ঞানং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবো বিজ্ঞানাদ্ভূয় ইতি বিজ্ঞানাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥ ২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য সপ্তমখণ্ডঃ ॥

বিজ্ঞানবতঃ লোকান্ (শাস্ত্রার্থবিষয়ে বিজ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা যে সমস্ত লোকে থাকেন, সেই লোকসকল) জ্ঞানবতঃ (শাস্ত্রভিন্ন অন্য বিষয়ে নিপুণ ব্যক্তিগণের লভ্য লোকসকল)। ২

"যে কেহ বিজ্ঞানকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তিনি বিজ্ঞানবান্দিগের এবং জ্ঞানবান্দিগের লভ্য লোকসকল প্রাপ্ত হন। বিজ্ঞানের গতি যতদূর, ততদূর পর্যন্ত তিনি স্বচ্ছন্দগতি হন।" (নারদ)—"হে ভগবন্, বিজ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি ?" (সনৎকুমার)—"বিজ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু অবশ্যই আছে।" (নারদ)—"আপনি আমায় উহা বলুন।" ২

সপ্তমাধ্যায়—অষ্টম খণ্ড

(বলব্রহ্ম)

বলং বাব বিজ্ঞানাদ্ভূয়োঽপি হ শতং বিজ্ঞানবতামেকো বলবানাকম্পয়তে স যদা বলী ভবত্যথোত্থাতা ভবত্যুত্তিষ্ঠন্ পরিচরিতা ভবতি পরিচরন্নুপসত্তা ভবত্যুপসীদন্ দ্রষ্টা ভবতি

শ্রোতা ভবতি মন্তা ভবতি বোদ্ধা ভবতি কর্তা ভবতি বিজ্ঞাতা ভবতি বলেন বৈ পৃথিবী তিষ্ঠতি বলেনান্তরিক্ষং বলেন দ্যৌর্বলেন পর্বতা বলেন দেবমনুষ্যা বলেন পশবশ্চ বয়াংসি চ তৃণবনস্পতয়ঃ শ্বাপদান্যাকীটপতঙ্গপিপীলকং বলেন লোকস্তিষ্ঠতি বলমুপাসস্বেতি। ১

বলম্ (অন্নাহার হইতে লব্ধ মানসিক ও শারীরিক বল) বাব বিজ্ঞানাৎ ভূয়ঃ। [কারণ] বিজ্ঞানবতাম্ (বিজ্ঞানবান্‌দিগের) শতম্ অপি হ (একশত জনকেও) বলবান্ আকম্পয়তে (সম্যক্ কম্পিত করে)। সঃ (কেহ) যদা (যখন) বলী ভবতি (বলবান্ হয়) অথ (তখন) উত্থাতা ভবতি (উঠিতে সমর্থ হয়) ; উত্তিষ্ঠন্ (উঠিয়া) পরিচরিতা ([গুরুদিগের] শুশ্রূষাকারী) ভবতি (হয়) ; পরিচরন্ (পরিচর্যা করিয়া) উপসত্তা (তাঁহাদের সমীপগ ও অন্তরঙ্গ) ভবতি ; উপসীদন্ (অন্তরঙ্গ হইয়া) দ্রষ্টা ভবতি ([গুরুদিগের আচরণ] লক্ষ্য করে), শ্রোতা ভবতি ([তাঁহাদের উপদেশ] শ্রবণ করে), মন্তা ভবতি ([শ্রুত বিষয়] বিচার করে), বোদ্ধা ভবতি ([বিচার করিয়া] নিশ্চয় লাভ করে), কর্তা ভবতি ([উপদিষ্ট বিষয়] আচরণ করে), বিজ্ঞাতা ভবতি ([অনুষ্ঠানের ফল] অনুভব করে)। বলেন বৈ (বলসহায়েই) পৃথিবী তিষ্ঠতি (সুপ্রতিষ্ঠিত আছে), বলেন অন্তরিক্ষম্, বলেন দ্যৌঃ, বলেন পর্বতাঃ, বলেন দেবমনুষ্যাঃ, বলেন পশবঃ চ বয়াংসি চ তৃণবনস্পতয়ঃ শ্বাপদানি আকীটপতঙ্গপিপীলকম্, বলেন লোকঃ তিষ্ঠতি। বলম্ উপাস্স্ব ইতি। ১

"বিজ্ঞান হইতে বল অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। বিজ্ঞানবান্‌দিগের শতজনকেও একজন বলবান্ ব্যক্তি কম্পিত করে। কেহ যখন বলবান্ হয়, তখন সে উত্থানে সমর্থ হয় ; উত্থানসমর্থ হইয়া পরিচর্যা করে ; পরিচর্যা করিয়া অন্তরঙ্গ হয় ; অন্তরঙ্গ হইয়া দর্শন করে, শ্রবণ করে, চিন্তা করে, নিশ্চয় করে, অনুষ্ঠান করে, অনুষ্ঠানের ফল অনুভব করে। বলেরই দ্বারা পৃথিবী সুপ্রতিষ্ঠিত ; বলেরই দ্বারা অন্তরিক্ষ, বলের দ্বারা দ্যুলোক, বলের দ্বারা পর্বত, বলের দ্বারা দেবমানবগণ, বলের দ্বারা পশুগণ, পক্ষিগণ, তৃণ ও

বনস্পতিবৃন্দ এবং কীট, পতঙ্গ ও পিপীলিকা সহ পশুগণ এবং বলের দ্বারা লোক সুপ্রতিষ্ঠিত। বলকে উপাসনা কর। ১

স যো বলং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবদ্ বলস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যো বলং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবো বলাদ্ভূয় ইতি বলাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥ ২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্যাষ্টমখণ্ডঃ ॥

"যে কেহ বলকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, বলের গতি যতদূর, তিনিও ততদূর স্বচ্ছন্দগতি লাভ করেন।" (নারদ)—"হে ভগবন্, বল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি ?" (সনৎকুমার)—"বল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু অবশ্যই আছে।" (নারদ)—"আপনি আমায় তাহা বলুন।" ২

সপ্তমাধ্যায়—নবম খণ্ড

(অন্নব্রহ্ম)

অন্নং বাব বলাদ্ভূয়স্তস্মাদ্ যদ্যপি দশ রাত্রীর্নাশ্নীয়াদ্ যদ্যু হ জীবেদথবাঽদ্রষ্টাঽশ্রোতাঽমন্তাঽবোদ্ধাঽকর্তাঽবিজ্ঞাতা ভবত্যথান্নস্যায়ৈ দ্রষ্টা ভবতি শ্রোতা ভবতি মন্তা ভবতি বোদ্ধা ভবতি কর্তা ভবতি বিজ্ঞাতা ভবত্যন্নমুপাস্স্বেতি ॥ ১

অন্নম্ বাব বলাৎ ভূয়ঃ [কেন না অন্ন হইতে বল হয়]। তস্মাৎ যদ্যপি [কেহ] দশ রাত্রীঃ (দশ দিবস) ন অশ্নীয়াৎ (আহার না করে) [তবে] যদি উ হ (যদিই বা) জীবেৎ (বাঁচে) অথবা (তাহা হইলেও) [সে নিজ গুরুরও] অদ্রষ্টা (অদর্শনকারী) [গুরুবাক্যের] অশ্রোতা [ইত্যাদি অনুরূপ—৭।৮।১] অথ (অতঃপর) অন্নস্য আয়ৈ (অন্নের আয় অর্থাৎ অন্নসমাগম হইলে) দ্রষ্টা ভবতি [ইত্যাদি সহজবোধ্য]। ১

বল হইতে "অন্ন অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। এই জন্যই যদি কেহ দশ দিন আহার না করে, তবে সে যদিই বা বাঁচিয়া থাকে, তথাপি দৃষ্টিহীন, শ্রবণহীন, মননহীন, বোধহীন, ক্রিয়াহীন ও বিজ্ঞানহীন হয়; আবার অন্ন গ্রহণ করিলে দ্রষ্টা হয়, শ্রোতা হয়, মন্তা হয়, বোদ্ধা হয়, কর্তা হয় এবং বিজ্ঞাতা হয়। অন্নকে উপাসনা কর। ১

স যোঽন্নং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽন্নবতো বৈ স লোকান্ পানবতোঽভিসিধ্যতি যাবদন্নস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যোঽন্নং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবোঽন্নাদ্ভূয় ইত্যন্নাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥ ২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য নবমখণ্ডঃ ॥

অন্নবতঃ (প্রভূত অন্নবিশিষ্ট), পানবতঃ (প্রভূত জলযুক্ত)। ২

"যে কেহ অন্নকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তিনি প্রভূত অন্নপানযুক্ত লোকসকল লাভ করেন। অন্নের গতি যতদূর, তাঁহার ততদূর স্বচ্ছন্দগতি হয়।" (নারদ)—"হে ভগবন্, অন্ন হইতে শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি?" (সনৎকুমার)—"অন্ন হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু অবশ্যই আছে।" (নারদ)—"আপনি আমায় তাহা বলুন।" ২

সপ্তমাধ্যায়—দশম খণ্ড

(জলব্রহ্ম)

আপো বাব অন্নাদ্ভূয়স্যস্তস্মাদ্ যদা সুবৃষ্টির্ন ভবতি ব্যাধীয়ন্তে প্রাণা অন্নং কনীয়ো ভবিষ্যতীত্যথ যদা সুবৃষ্টির্ভবত্যানন্দিনঃ

প্রাণা ভবন্ত্যন্নং বহু ভবিষ্যতীত্যাপ এবেমা মূর্তা যেয়ং পৃথিবী যদন্তরিক্ষং যদ্ দ্যৌর্যৎ পর্বতা যদ্দেবমনুষ্যা যৎ পশবশ্চ বয়াংসি চ তৃণবনস্পতয়ঃ শ্বাপদান্যাকীটপতঙ্গপিপীলকমাপ এবেমা মূর্তা অপ উপাস্স্বেতি ॥ ১

আপঃ (জল) বাব অন্নাৎ ভূয়স্যঃ (শ্রেষ্ঠ) [কেন না জল অন্নোৎপত্তির হেতু]। তস্মাৎ যদা সুবৃষ্টিঃ ন ভবতি [তখন] প্রাণাঃ (প্রাণবৃন্দ, প্রাণিগণ) ব্যাধীয়ন্তে (দুঃখার্ত হয়)—অন্নম্ কনীয়ঃ (অল্পতর) ভবিষ্যতি (হইবে) ইতি (এই মনে করিয়া); অথ যদা সুবৃষ্টিঃ ভবতি, প্রাণাঃ আনন্দিনঃ (সুখী) ভবন্তি (হয়)—অন্নম্ বহু (প্রভূত) ভবিষ্যতি ইতি। আপঃ এব ইমাঃ (এই সকল) মূর্তাঃ (মূর্ত বস্তু)—যা ইয়ম্ (এই যে পৃথিবী), যৎ (যে) অন্তরিক্ষম্ [ইত্যাদি সহজবোধ্য]। অপঃ (জলকে) উপাস্স্ব ইতি। ১

অন্ন হইতে "জল অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। এই জন্যই কখনও সুবৃষ্টি না হইলে 'অন্ন অল্পতর হইবে,' এই মনে করিয়া প্রাণসমূহ ব্যথিত হয়; আবার সুবৃষ্টি হইলে, 'প্রভূত অন্ন হইবে,' এই মনে করিয়া প্রাণসমূহ আনন্দিত হয়। এই যাহা কিছু স্থূল—এই যে পৃথিবী, এই যে অন্তরিক্ষ, এই যে দ্যুলোক, এই যে পর্বতরাজি, এই যে দেবমনুষ্যবৃন্দ, এই যে পশুগণ, পক্ষিগণ, তৃণবনস্পতিসকল এবং কীট, পতঙ্গ ও পিপীলিকা সহ হিংস্র জন্তুগণ,—জলই এই সকল মূর্তবস্তুরূপে পরিণত হইয়াছে।[১] জলকে উপাসনা কর। ১

---

[১] অগ্নিহোত্রে প্রদত্ত দধি দুগ্ধ প্রভৃতি তরল আহুতির ফলে এই সমস্ত জাত হয়।

স যোঽপো ব্রহ্মেত্যুপাস্ত আপ্নোতি সর্বান্ কামাংস্তৃপ্তিমান্ ভবতি যাবদপাং গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যোঽপো ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবোঽদ্ভ্যো ভূয় ইত্যদ্ভ্যো বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥ ২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য দশমখণ্ডঃ ॥

"যে কেহ জলকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তিনি সমস্ত (স্থূল) কাম্য বস্তু লাভ করেন এবং তৃপ্তিমান্ হন। জলের গতি যতদূর, তাঁহারও ততদূর যথেচ্ছগতি হয়।" "হে ভগবন্, জল হইতে শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি ?" "জল হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু অবশ্যই আছে।" "আপনি আমায় তাহা বলুন।" ২

সপ্তমাধ্যায়—একাদশ খণ্ড

(তেজোব্রহ্ম)

তেজো বাবাদ্ভ্যো ভূয়স্তদ্বা এতদ্বায়ুমাগৃহ্যাকাশমভিতপতি তদাহুর্নিশোচতি নিতপতি বর্ষিষ্যতি বা ইতি তেজ এব তৎ পূর্বং দর্শয়িত্বাঽথাপঃ সৃজতে তদেতদূর্ধ্বাভিশ্চ তিরশ্চীভিশ্চ বিদ্যুদ্ভিরাহ্রাদাশ্চরন্তি তস্মাদাহুর্বিদ্যোততে স্তনয়তি বর্ষিষ্যতি বা ইতি তেজ এব তৎ পূর্বং দর্শয়িত্বাঽথাপঃ সৃজতে তেজ উপাস্স্বেতি ॥ ১

তেজঃ বাব অদ্ভ্যঃ ভূয়ঃ, [কারণ তেজ হইতে জল উৎপন্ন হয়]। [এই জন্যই যখন] তৎ বৈ এতৎ (উক্ত এই তেজ) [স্বীয় কারণ] বায়ুম্ আগৃহ্য (বায়ুকে আশ্রয় করিয়া) আকাশম্ (আকাশকে) অভিতপতি (অভিতপ্ত করে), তৎ (তখন) [লোকে] আহুঃ (বলে)—নিশোচতি ([জগৎকে] সন্তপ্ত করিতেছে) নিতপতি ([দেহসমূহকে] উত্তপ্ত করিতেছে) [অতএব] বর্ষিষ্যতি বৈ (বৃষ্টি হইবে) ইতি। তৎ (উক্ত স্থলে) তেজঃ এব [আপনাকে] পূর্বম্ (অগ্রে) দর্শয়িত্বা (দেখাইয়া, প্রকাশ করিয়া) অথ (অনন্তর) অপঃ সৃজতে (সৃজন করে), [অতএব জল অপেক্ষা জলের কারণ তেজ শ্রেষ্ঠ]। [যখন] উর্ধ্বাভি চ তিরশ্চীভিঃ চ (উর্ধ্বগামী ও তির্যক্‌গামী) বিদ্যুদ্ভিঃ (বিদ্যুৎসমূহের সহিত) আহ্রাদাঃ (মেঘগর্জনসকল) চরন্তি (বিচরণ করে) তৎ (তখন, উক্ত স্থলে) এতৎ (এই তেজই) [মেঘগর্জনের রূপ ধারণপূর্বক বৃষ্টির কারণ হয়]; তস্মাৎ (তাহা দেখিয়া)

আহু৽—বিদ্যোততে (বিদ্যুৎ প্রকাশিত হইতেছে), স্তনয়তি (মেঘগর্জন হইতেছে), বর্ষিষ্যতি বৈ ইতি। তেজঃ [ইত্যাদি পূর্ববৎ]। ১

জল অপেক্ষা "তেজ অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। (যখন) উক্ত তেজ বায়ুকে সমাশ্রয় করিয়া আকাশকে অভিতপ্ত করে, তখন লোকে বলে, 'বড় গরম, (গা) পোড়াইতেছে, বৃষ্টি হইবে।' উক্ত স্থলে তেজই আপনাকে অগ্রে প্রকাশ করিয়া অনন্তর জল সৃজন করে। ঊর্দ্ধগামী ও তির্যক্‌গামী বিদ্যুৎগণের সহিত যখন মেঘগর্জনসকল পরিভ্রমণ করিতে থাকে, তখনও এই তেজই (মেঘগর্জনরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া বৃষ্টির কারণ হয়)। এই জন্যই লোকে বলে, 'বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, মেঘ ডাকিতেছে, বৃষ্টি হইবে।' (অতএব) তেজই পূর্বে আত্মপ্রকাশ করিয়া তদনন্তর জল সৃজন করে। তেজকে উপাসনা কর। ১

স যস্তেজো ব্রহ্মেত্যুপাস্তে তেজস্বী বৈ স তেজস্বতো লোকান্ ভাস্বতোঽপহততমস্কানভিসিধ্যতি যাবত্তেজসো গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যস্তেজো ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবস্তেজসো ভূয় ইতি তেজসো বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি॥ ২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্যৈকাদশখণ্ডঃ॥

"যে কেহ তেজকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তিনি তেজস্বী হন; তিনি তেজোময়, ভাস্বর ও তমোহীন লোকসমূহ প্রাপ্ত হন। তেজের গতি যতদূর, তাঁহারও ততদূর স্বচ্ছন্দগতি হয়।" "হে ভগবন্, তেজ অপেক্ষা উচ্চতর কিছু আছে কি?" তেজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু অবশ্যই আছে।" "আপনি আমায় উহা বলুন।" ২

সপ্তমাধ্যায়—দ্বাদশ খণ্ড

(আকাশব্রহ্ম)

আকাশো বাব তেজসো ভূয়ানাকাশে বৈ সূর্যাচন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণ্যগ্নিরাকাশেনাহ্বয়ত্যাকাশেন শৃণোত্যাকাশেন প্রতিশৃণোত্যাকাশে রমত আকাশে ন রমত আকাশে জায়ত আকাশমভিজায়ত আকাশমুপাস্স্বেতি ॥ ১

আকাশঃ বাব তেজসঃ (তেজ হইতে) ভূয়ান্, [কেন না আকাশ হইতে বায়ু ও বায়ু হইতে তেজ উৎপন্ন হয়]। সূর্যাচন্দ্রমসৌ উভৌ (সূর্য ও চন্দ্র উভয়ে), বিদ্যুৎ, নক্ষত্রাণি, অগ্নিঃ [ইহারা সকলেই তেজের বিভিন্ন রূপ, এবং সকলেই] আকাশে বৈ (আকাশে অবস্থিত, আকাশে অন্তর্ভুক্ত)। আকাশেন (আকাশের সাহায্যে) আহ্বয়তি (আহ্বান করে), [আহুত ব্যক্তি] আকাশেন শৃণোতি (শ্রবণ করে), [আহ্বানকারী] আকাশেন প্রতিশৃণোতি ([আহুত ব্যক্তির] প্রত্যুত্তর শ্রবণ করে), আকাশে রমতে (আনন্দ করে, ক্রীড়া করে), আকাশে ন রমতে, [অঙ্কুরাদি] আকাশে জায়তে (জাত হয়) আকাশম্ অভিজায়তে (আকাশাভিমুখে উদ্গত হয়)। আকাশম্ উপাস্স্ব ইতি। ১

"তেজ হইতে আকাশ অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। সূর্য ও চন্দ্র উভয়ে এবং বিদ্যুৎ, নক্ষত্রবৃন্দ ও অগ্নি আকাশেই আশ্রিত। আকাশের সাহায্যে (একে অন্যকে) আহ্বান করে, আকাশের সাহায্যে (আহ্বান) শ্রবণ করে, আকাশের সাহায্যে (প্রত্যুত্তর) প্রতিশ্রবণ করে ; আকাশে (একে অন্যের সহিত) ক্রীড়া করে, এবং আকাশেই (বন্ধু প্রভৃতির বিয়োগজনিত) শোক অনুভব করে ; (অঙ্কুরাদি) আকাশে জাত হয়, আকাশের অভিমুখে উদ্গত হয়। আকাশকে উপাসনা কর। ১

স য আকাশং ব্রহ্মেত্যুপাস্ত আকাশবতো বৈ স লোকান্ প্রকাশবতোঽসংবাধানুরুগায়বতোঽভিসিধ্যতি যাবদাকাশস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি য আকাশং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি

ভগব আকাশাদ্ভূয় ইত্যাকাশাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥ ২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য দ্বাদশখণ্ডঃ ॥

আকাশবতঃ (বিস্তীর্ণ), [আকাশের সহিত জ্যোতির সম্বন্ধ আছে, অতএব] প্রকাশবতঃ (জ্যোতির্ময়) অসংবাধান্ (পরস্পরের ক্লেশের অনুৎপাদক), উরুগায়বতঃ (অবাধ পরিভ্রমণের উপযুক্ত, বিশাল) লোকান্ (লোকসকল) অভিসিধ্যতি (লাভ করেন)। [অপরাংশ পূর্ববৎ]। ২

"যে কেহ আকাশকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তিনি সুবিস্তীর্ণ, জ্যোতির্ময়, পরস্পরের ক্লেশের অনুৎপাদক এবং অবাধ ভ্রমণের উপযুক্ত লোকসকল লাভ করেন। আকাশ যতদূর বিস্তৃত, তাঁহার ততদূর স্বচ্ছন্দগতি হয়।" "হে ভগবন্, আকাশ হইতে শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি ?" "আকাশ হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু অবশ্যই আছে।" "আপনি আমায় উহা বলুন।"২

সপ্তমাধ্যায়—ত্রয়োদশ খণ্ড

(স্মৃতিব্রহ্ম)

স্মরো বাবাকাশদ্ভূয়স্তস্মাদ্ যদ্যপি বহব আসীরন্ন স্মরন্তো নৈব তে কঞ্চন শৃণুয়ুর্ন মন্বীরন্ন বিজানীরন্ যদা বাব তে স্মরেয়ুরথ শৃণুয়ুরথ মন্বীরন্নথ বিজানীরন্ স্মরেণ বৈ পুত্রান্ বিজানাতি স্মরেণ পশূন্ স্মরমুপাস্স্বেতি ॥ ১

স্মরঃ বাব (স্মৃতিই) আকাশাৎ ভূয়ঃ (=ভূয়ান্), [আকাশাদি পদার্থ ভোক্তার ভোগের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। তাহারা স্মৃতির বিষয়ীভূত না হইলে তাহাদের থাকা না থাকা

দুই-ই সমান ; কারণ তাহাতে ভোগ সিদ্ধ হয় না]। তস্মাৎ যদ্যপি বহবঃ আসীরন্ ([কোনও স্থলে] বহু লোকের সমাবেশ হয়) [তথাপি] ন স্মরন্তঃ ([পরস্পরের কথা] স্মরণ না করিলে) তে (তাহারা) কম্-চন (কোনও শব্দ) ন এব শৃণুয়ুঃ (অবশ্যই শুনিতে পারে না), ন মন্বীরন্ (চিন্তা করিতে পারে না), ন বিজানীরন্ (জানিতে পারে না) ; যদা বাব (যখনই) তে স্মরেয়ুঃ (স্মরণ করে) অথ (তদনন্তর) শৃণুয়ুঃ, অথ মন্বীরন্, অথ বিজানীরন্ ; স্মরেণ বৈ (স্মৃতির সাহায্যেই) পুত্রান্ (পুত্রগণকে) বিজানাতি (জানে, চিনিতে পারে, স্মরেণ পশূন্ (পশুগণকে) [চিনিতে পারে]। স্মরম্ উপাস্স্ব ইতি। ১

"আকাশ হইতে স্মৃতি অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। এই জন্যই যদ্যপি বহু লোকের সমাবেশ হয়, তথাপি স্মরণ না থাকিলে তাহারা পরস্পরের কথা শুনিতে পায় না, চিন্তা করিতে পারে না, জানিতে পারে না ; যখন আবার স্মরণ করে, তখন শুনিতে পায়, চিন্তা করে ও জানে। স্মৃতির সাহায্যেই পুত্রগণকে চিনিতে পারে, স্মৃতির সাহায্যে পশুগণকে চিনিতে পারে। স্মৃতিকে উপাসনা কর। ১

স যঃ স্মরং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবৎ স্মরস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যঃ স্মরং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবঃ স্মরাদ্ভূয় ইতি স্মরাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥ ২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য ত্রয়োদশখণ্ডঃ ॥

"যে কেহ স্মৃতিকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, স্মৃতির গতি যতদূর, তাঁহারও ততদূর স্বচ্ছন্দগতি হয়।" "হে ভগবন্, স্মৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি ?" "স্মৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু অবশ্যই আছে।" "আপনি আমায় উহা বলুন।" ২

সপ্তমাধ্যায়—চতুর্দশ খণ্ড

(আশাব্রহ্ম)

আশা বাব স্মরাদ্ভূয়স্যাশেদ্ধো বৈ স্মরো মন্ত্রানধীতে কর্মাণি কুরুতে পুত্রাংশ্চ পশূংশ্চেচ্ছত ইমং চ লোকমমুং চেচ্ছত আশামুপাস্স্বেতি ॥ ১

আশা বাব (অপ্রাপ্ত বস্তুর আকাঙ্ক্ষা, কাম বা তৃষ্ণা) স্মরাৎ ভূয়সী। [কারণ] আশা-ইদ্ধঃ বৈ (আশার দ্বারা উদ্দীপিত) [হইয়া] স্মরঃ (স্মৃতি অর্থাৎ স্মৃতিমান্ পুরুষ) মন্ত্রান্ (ঋগাদি মন্ত্রসকল) অধীতে (পাঠ করেন), [মন্ত্রের অর্থ ও কর্মবিধি ব্রাহ্মণভাগ হইতে শ্রবণ করিয়া] কর্মাণি (যজ্ঞাদি কর্মসকল) কুরুতে (করেন), পুত্রান্ চ পশূন্ চ ([কর্মফলস্বরূপ] পুত্র ও পশুগণ ইচ্ছতে (বাঞ্ছা করেন), ইমম্ চ লোকম্ অমুম্ চ (ইহলোক ও পরলোক) ইচ্ছতে। আশাম্ উপস্স্ব ইতি। ১

"স্মৃতি হইতে আশা অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। (কারণ) আশার দ্বারা উদ্দীপিত হইয়াই স্মৃতিমান্ পুরুষ মন্ত্রসকল পাঠ করেন, কর্মের অনুষ্ঠান করেন, পুত্র পশু প্রভৃতি কামনা করেন এবং ইহলোক ও পরলোকের অভিলাষ করেন। ১

স য আশাং ব্রহ্মেত্যুপাস্ত আশয়াঽস্য সর্বে কামাঃ সমৃধ্যন্ত্যমোঘা হাস্যাশিষো ভবন্তি যাবদাশায়া গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি য আশাং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগব আশায়া ভূয় ইত্যাশায়া বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥ ২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য চতুর্দশখণ্ডঃ ॥

[সর্বদা উপাসিত] আশয়া (আশাব্রহ্মের দ্বারা) অস্য (এই উপাসকের) সর্বে কামাঃ (সকল বাসনা) সমৃধ্যন্তি (সমৃদ্ধ হয়); অস্য হ আশিষঃ (প্রার্থনাসকল) অমোঘাঃ (অব্যর্থ) ভবন্তি। [অপরাংশ পূর্ববৎ]। ২

"যে কেহ আশাকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তাঁহার সমস্ত কামনা আশাদ্বারা সমৃদ্ধ হয় এবং তাঁহার সমস্ত প্রার্থনা অমোঘ হয়। আশার গতি যতদূর, তাঁহারও ততদূর যথেচ্ছগতি হয়।" "হে ভগবন্, আশা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি?" "আশা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু অবশ্যই আছে।" "আপনি আমায় উহা বলুন।" ২

সপ্তমাধ্যায়—পঞ্চদশ খণ্ড

(প্রাণব্রহ্ম ও গৌণ অতিবাদী)

প্রাণো বাব আশায়া ভূয়ান্ যথা বা অরা নাভৌ সমর্পিতা এবমস্মিন্ প্রাণে সর্বং সমর্পিতং প্রাণঃ প্রাণেন যাতি প্রাণঃ প্রাণং দদাতি প্রাণায় দদাতি প্রাণো হ পিতা প্রাণো মাতা প্রাণো ভ্রাতা প্রাণঃ স্বসা প্রাণ আচার্যঃ প্রাণো ব্রাহ্মণঃ ॥ ১

[পরমেশ্বরের উপাধিভূত] প্রাণঃ (প্রাণ) বাব আশায়াঃ ভূয়ান্; [কারণ] যথা বৈ (যেমন) অরাঃ (রথচক্রের শলাকাসকল) নাভৌ (চক্রনাভিতে) সমর্পিতাঃ (সম্প্রবেশিত আছে) এবম্ (এইরূপ) অস্মিন্ প্রাণে (এই প্রাণে) [নাম হইতে আশা পর্যন্ত] সর্বম্ (সমস্ত) [জগৎ] সমর্পিতম্ [প্রঃ ২।৬, কৌঃ ৩।৮]; প্রাণঃ প্রাণেন (প্রাণের দ্বারা, অর্থাৎ স্বশক্তিসহায়ে) যাতি (যায়, [গমনের কর্তা ও করণ উভয়ই প্রাণ]); প্রাণঃ প্রাণম্ দদাতি (দান করে, [দাতা ও দেয় প্রাণ হইতে অভিন্ন]), প্রাণায় (প্রাণকে) দদাতি [সম্প্রদানের পাত্রও প্রাণ]। [অপরাংশ সহজ]। ১

"আশা অপেক্ষা প্রাণ অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। (কারণ) রথনাভিতে শলাকাসকল যেমন সম্প্রবেশিত থাকে, তেমনি এই প্রাণে সমস্ত প্রবিষ্ট রহিয়াছে। প্রাণ প্রাণের দ্বারা বিচরণ করে; প্রাণই প্রাণ দান করে এবং প্রাণকে দান

করে ; প্রাণই পিতা, প্রাণ মাতা, প্রাণ ভ্রাতা, প্রাণ ভগিনী, প্রাণ আচার্য, প্রাণ ব্রাহ্মণ।[১] ১

[১] অর্থাৎ প্রাণ সর্বাত্মক ; ক্রিয়া, কারক, ফল—সমস্তই প্রাণ। এই প্রাণই হিরণ্যগর্ভের দেহ, বাহ্য বায়ু ও জীবদেহস্থ মুখ্যপ্রাণ এই ত্রিবিধরূপে অবস্থিত। জগতের যাবতীয় জিনিস এই প্রাণশক্তির অন্তর্নিহিত। পূর্বে দেখান হইয়াছে যে, সমস্ত বস্তু স্মৃতির উপর নির্ভর করে এবং আশাদ্বারা তাহারা পরস্পর সম্বদ্ধ ; সূত্ররূপে অন্তরে ও বাহিরে অনুস্যূত থাকিয়া প্রাণ ঐ স্মৃতিমূলক ও আশাপাশবদ্ধ জগৎকে ধারণ করেন। প্রাণকে অবলম্বন করিয়াই আত্মা দেহে অবস্থান করেন এবং প্রাণের দেহত্যাগেই আত্মারও দেহত্যাগ হয়। প্রাণে উপহিত আত্মা ও হিরণ্যগর্ভদেহে অবস্থিত চৈতন্য—এই উভয়ই পরমাত্মার সহিত অভিন্ন।

স যদি পিতরং বা মাতরং বা ভ্রাতরং বা স্বসারং বাচার্যং বা ব্রাহ্মণং বা কিঞ্চিদ্ ভৃশমিব প্রত্যাহ ধিক্ ত্বাহস্ত্বিত্যেবৈনমাহুঃ পিতৃহা বৈ ত্বমসি মাতৃহা বৈ ত্বমসি ভ্রাতৃহা বৈ ত্বমসি স্বসৃহা বৈ ত্বমস্যাচার্যহা বৈ ত্বমসি ব্রাহ্মণহা বৈ ত্বমসীতি ॥ ২

[পিত্রাদি শব্দ প্রাণেরই লক্ষক ; কারণ দেহে প্রাণ থাকিলেই পিতা প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ হয়, অন্যথা নহে। যথা]—সঃ যদি (কেহ যদি) পিতরম্ (পিতাকে) বা, মাতরম্ (মাতাকে) বা, ভ্রাতরম্ বা, স্বসারম্ বা, আচার্যম্ বা, ব্রাহ্মণম্ বা কিম্ চিৎ (কিছু) ভৃশম্ ইব (অননুরূপ, রুক্ষ) প্রত্যাহ (বলে) [তবে অপরেরা] এনম্ (ইহাকে) ধিক্ ত্বা অস্তু (তোমায় ধিক্) ইতি, ত্বম্ বৈ (তুমি) পিতৃহা (পিতৃঘাতী) অসি (হইয়াছ) ইতি এব (এই কথাই) আহুঃ (বলে)। [অপরাংশও অনুরূপ]। ২

“কেহ যদি পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, আচার্য বা ব্রাহ্মণকে অননুরূপ কিছু বলে, তবে (অপরেরা) তাহাকে এইরূপ বলে, ‘তোমায় ধিক্, তুমি পিতৃঘাতী হইয়াছ, মাতৃঘাতী হইয়াছ, ভ্রাতৃঘাতী হইয়াছ, ভগিনীঘাতী হইয়াছ, গুরুঘ্ন হইয়াছ, ব্রাহ্মণঘ্ন হইয়াছ।’ ২

অথ যদ্যপ্যেনানুৎক্রান্তপ্রাণাঞ্ছূলেন সমাসং ব্যতিষন্দহেন্নৈবৈনং ব্রূয়ুঃ পিতৃহাঽসীতি ন মাতৃহাঽসীতি ন ভ্রাতৃহাঽসীতি ন স্বসৃহাঽসীতি নাচার্যহাঽসীতি ন ব্রাহ্মণহাঽসীতি ॥ ৩

অথ যদ্যপি (আবার যদিই বা) উৎক্রান্তপ্রাণান্ (মৃত) এনান্ (ইহদিগকে) [কেহ] সমাসম্ (পুঞ্জীকৃত করিয়া) শূলেন (শূলের দ্বারা) ব্যতিষম্ (অবয়বসকল বিভিন্ন করিয়া) দহেৎ (দগ্ধ করে), [তাহাদের দেহের অবয়বসকল একত্র বা পৃথক্ করিয়া দগ্ধ করে, তথাপি এতাদৃশ ক্রূরকর্মকারী] এনম্ (ইহাকে) ন এব ব্রূয়ুঃ (অবশ্যই বলিবে না)—পিতৃহা অসি ইতি [ইত্যাদি পূর্ববৎ]। ৩

“আবার যদি কেহ বিগতপ্রাণ ইহাদিগকে পুঞ্জীভূত করিয়া এবং শূলের দ্বারা খণ্ড-বিখণ্ড করিয়াও দগ্ধ করে, তথাপি (অপরেরা) তাঁহাকে কখনও ইহা বলিবে না, ‘তুমি পিতৃঘাতী হইয়াছ, মাতৃঘাতী হইয়াছ, ভ্রাতৃঘাতী হইয়াছ, ভগিনীঘাতী হইয়াছ, গুরুঘ্ন হইয়াছ, ব্রাহ্মণহন্তা হইয়াছ।’ ৩

প্রাণো হ্যেবৈতানি সর্বাণি ভবতি স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নতিবাদী ভবতি. তং চেদ্ ব্রূয়ুরতিবাদ্যসীত্যতিবাদ্যস্মীতি ব্রূয়ান্নাপহ্নুবীত ॥ ৪

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য পঞ্চদশখণ্ডঃ ॥

প্রাণঃ হি এব (প্রাণই) এতানি সর্বাণি ([পিতা, মাতা প্রভৃতি ও স্থাবরজঙ্গম] এই সমস্ত) ভবতি (হইয়া থাকেন)। সঃ বৈ এষঃ (উক্ত এই প্রাণবিদ্ [যিনি সর্বাত্মক প্রাণকে আপনার সহিত অভিন্ন বলিয়া বোধ করিয়াছেন]) এবম্ পশ্যন্ (যথোক্ত প্রকারে স্বরূপতঃ দর্শন করিয়া) এবম্ মন্বানঃ (এইরূপ বিচার করিয়া), এবম্ বিজানন্ (এইরূপ নিশ্চয় করিয়া) অতিবাদী ভবতি (অতিবাদী হন, [নাম

হইতে আশা পর্যন্ত সমস্ত অতিক্রম করিয়া জগদতীত বস্তু বলেন])। তম্ (তাঁহাকে) চেৎ (যদি) ব্রূয়ুঃ [লোকে বলে]—অতিবাদি অসি (আপনি অতিবাদী) ইতি—[তবে তিনি] অতিবাদী অস্মি (আমি অতিবাদী) ইতি ব্রূয়াৎ (বলিবেন), ন অপহ্নুবীত (মিথ্যা বলিবেন না, নিজের অতিবাদিত্ব গোপন করিবেন না)। ৪

"প্রাণই এই সমস্ত হইয়াছেন। উক্ত প্রাণবিদ্ এইরূপ দর্শন করিয়া, এইরূপ বিচার করিয়া, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া[১] অতিবাদী হন। তাঁহাকে যদি লোকে বলে, 'আপনি অতিবাদী', তবে তিনি বলিবেন, 'হাঁ, আমি অতিবাদী',—তিনি অস্বীকার করিবেন না।[২] ৪

[১] মূলের বিজানন্=যে অন্বয়ব্যতিরেক-অবলম্বনে শ্রুতিতে প্রাণের সর্বাত্মত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই অন্বয়ব্যতিরেকাত্মক বিচারসহায়ে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞান লাভ করিয়া। দর্শন করিয়া=ঐ জ্ঞানের ফল সাক্ষাৎ করিয়া।

[২] তিনি "আমি প্রাণ" এইরূপে সর্বেশ্বর প্রাণকে জানিয়াছেন ; সুতরাং সত্য গোপন করিবেন কেন ?

সপ্তমাধ্যায়—ষোড়শ খণ্ড

(মুখ্য অতিবাদী)

এষ তু অতিবদতি যঃ সত্যেনাতিবদতি সোঽহং ভগবঃ সত্যেনাতিবদানীতি সত্যং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি সত্যং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ॥ ১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য ষোড়শখণ্ডঃ ॥

[বিকারী, অতএব মিথ্যা, প্রাণে উপহিত কার্যব্রহ্মকে জানিয়াই নারদ আপনাকে পরমার্থতঃ অতিবাদী ও কৃতকৃত্য ভাবিয়া শান্ত হইলেন এবং আর প্রশ্ন করিলেন না দেখিয়া, উপযুক্ত শিষ্যকে পরমার্থ সত্য জ্ঞাপন করিবার জন্য সনৎকুমার বলিলেন]—

তু (পরন্তু [ইহা অপরপক্ষের ব্যাবর্তক অব্যয় ; অর্থাৎ পূর্বে যাঁহাকে অতিবাদী বলিয়াছি, সেই প্রাণাত্মবিদ্ গৌণ অতিবাদী, মুখ্য অতিবাদী নহেন]) যঃ (যিনি) সত্যেন ([পরমার্থ সত্য অবগত হইয়া সেই] সত্য-অবলম্বনে) অতিবদতি ([নাম হইতে প্রাণ পর্যন্ত সমস্তকে] অতিক্রম করিয়া বলেন), এষঃ বৈ অতিবদতি (ইনিই যথার্থ অতিবাদ করেন) । [নারদ]—[আপনার শরণাগত] সঃ অহম্ (উক্ত আমি) সত্যেন (পারমার্থিক সত্যাবলম্বনে) অতিবদানি (যেন [মুখ্য] অতিবাদী হইতে পারি) ইতি । [সনৎকুমার] —তু (তাহা হইলে কিন্তু) সত্যম্ এব বিজিজ্ঞাসিতব্যম (সত্যকেই জানিবার ইচ্ছা করিতে হইবে) ইতি । [নারদ]—ভগবঃ, সত্যম্ বিজিজ্ঞাসে (বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করি) ইতি । ১

"যিনি সত্যকে আশ্রয় করিয়া অতিবাদী হন, তিনিই কিন্তু প্রকৃত অতিবাদী।" "(শরণাগত) আমি সত্যাবলম্বনেই যেন অতিবাদী হই।" "তবে কিন্তু সত্যকেই বিশেষরূপে জানিবার জন্য সমুৎসুক হইতে হইবে।" "হে ভগবন্, আমি সত্যকেই বিশেষরূপে জানিতে চাই।" ১

সপ্তমাধ্যায়—সপ্তদশ খণ্ড

(সত্য বিজ্ঞানসাপেক্ষ)

যদা বৈ বিজানাত্যথ সত্যং বদতি নাবিজানন্ সত্যং বদতি বিজানন্নেব সত্যং বদতি বিজ্ঞানং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি বিজ্ঞানং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ॥ ১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য সপ্তদশখণ্ডঃ ॥

যদা বৈ (যখন) [কেহ] বিজানাতি (["বিকারসমূহ মিথ্যা, একমাত্র সৎই পরমার্থ সত্য" ইত্যাকার] বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন) অথ (তখন) [তিনি বিকারসমূহকে

ত্যাগ করিয়া] সত্যম্ বদতি (সৎস্বরূপ সত্যেরই কথা বলেন) ; অবিজানন্ (বিশেষরূপে না জানিয়া) [যিনি বলেন, তিনি] সত্যম্ ন বদতি ; বিজানন্ এব (সবিশেষ জানিয়া) [লোকে যাহা বলে, তাহা] সত্যম্ বদতি। বিজ্ঞানম্ এব তু (বিজ্ঞান কিন্তু) বিজিজ্ঞাসিতব্যম্ (বিশেষ অনুসন্ধিৎসার বিষয় হইবার যোগ্য) ইতি। ভগবঃ, বিজ্ঞানম্ বিজিজ্ঞাসে (সবিশেষ জানিতে চাই) ইতি। ১

"যখন কেহ সবিশেষ জানেন, তখনই তিনি সত্য বলেন ; সবিশেষ না জানিয়া কেহ সত্য বলিতে পারেন না, সবিশেষ জানিয়াই সত্য বলিতে পারেন।[১] (এই) সবিশেষ জ্ঞান (বা বিজ্ঞান) সম্বন্ধে কিন্তু অনুসন্ধিৎসা আবশ্যক।" "হে ভগবন্, আমি বিজ্ঞান সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে চাই।" ১

[১] ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্বে "জাগতিক অগ্ন্যাদি বস্তু সত্য"—এইরূপ যে সত্যবুদ্ধি থাকে, তাহা ব্যবহারিক সত্য। পারমার্থিক দৃষ্টিতে অগ্ন্যাদিরূপে উহাদের কোনও বাস্তব সত্তা নাই (৬।৪ খণ্ড দ্রঃ)। পারমার্থিক তত্ত্ব না জানিয়া যখন কেহ অগ্নি প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেন, তখন তিনি ঐগুলিকে সৎ হইতে পৃথগ্‌রূপে বিদ্যমান সত্য বস্তু বলিয়াই মনে করেন, এবং এইরূপে তিনি সত্য না বলিয়া মিথ্যা বলেন। কিন্তু বিজ্ঞানী যখন ঐ শব্দসকল বলেন, তখন তিনি জানেন, "বিকারী সমস্ত মিথ্যা ; সর্বানুস্যূত ও সকলের অধিষ্ঠান অবিকারী সৎই সত্য ;" সুতরাং তাঁহার উক্তি সত্য হয়, মিথ্যা হয় না।

সপ্তমাধ্যায়—অষ্টাদশ খণ্ড

(বিজ্ঞান মননসাপেক্ষ)

যদা বৈ মনুতেঽথ বিজানাতি নামত্বা বিজানাতি মত্বৈব বিজানাতি মতিস্ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি মতিং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ॥ ১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্যাষ্টাদশখণ্ডঃ ॥

মন্নুতে (চিন্তা করেন, মনন করেন, জ্ঞাতব্য বিষয়ে বিচার করেন), অমত্বা (চিন্তা না করিয়া), মত্বা এব (চিন্তা করিয়া) মতিঃ (মনন)। [অপরাংশ পূর্ববৎ]। ১

"যখন কেহ মনন করেন, তখন তিনি বিজ্ঞান লাভ করেন; মনন না করিয়া কেহ বিজ্ঞান লাভ করিতে পারেন না, মনন করিয়াই বিজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। মননকে জানিবার জন্য কিন্তু সমুৎসুক হওয়া আবশ্যক।" "হে ভগবন্, আমি মননকেই জানিতে চাই।" ১

সপ্তমাধ্যায়—ঊনবিংশ খণ্ড

(মনন শ্রদ্ধাসাপেক্ষ)

যদা বৈ শ্রদ্দধাত্যথ মনুতে নাশ্রদ্দধন্মনুতে শ্রদ্দধদেব মনুতে শ্রদ্ধা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি শ্রদ্ধাং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ॥ ১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্যোনবিংশখণ্ডঃ ॥

"যখন কেহ শ্রদ্ধা (অর্থাৎ আস্তিক্যবুদ্ধি-) বিশিষ্ট হন, তখন তিনি মনন করেন; শ্রদ্ধাবান্ না হইলে কেহ মনন করেন না, শ্রদ্ধাবান্ হইয়াই মনন করেন। শ্রদ্ধাকে জানিবার জন্য কিন্তু উৎসুক হওয়া আবশ্যক।" "হে ভগবন্, আমি শ্রদ্ধাকে জানিতে চাই।" ১

সপ্তমাধ্যায়—বিংশ খণ্ড

(শ্রদ্ধা নিষ্ঠাসাপেক্ষ)

যদা বৈ নিস্তিষ্ঠত্যথ শ্রদ্দধাতি নানিস্তিষ্ঠঞ্ছ্রদ্দধাতি নিস্তিষ্ঠন্নেব শ্রদ্দধাতি নিষ্ঠা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি নিষ্ঠাং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ॥ ১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য বিংশখণ্ডঃ ॥

নিস্তিষ্ঠতি (নিষ্ঠাবান হন ; ব্রহ্মবিজ্ঞানের জন্য গুরু-শুশ্রূষাদিতে তৎপর হন) ; অনিস্তিষ্ঠন্ (নিষ্ঠাবান্ না হইয়া) ন শ্রদ্দধাতি (শ্রদ্ধা করেন না) । ১

"কেহ যখন নিষ্ঠাবান্ হন, তখনই তিনি শ্রদ্ধালু হন ; নিষ্ঠাবান্ না হইলে কেহ শ্রদ্ধাবান্ হন না, নিষ্ঠাবান্ হইলেই শ্রদ্ধাবান্ হন। নিষ্ঠাকে জানিতে কিন্তু উৎসুক হওয়া আবশ্যক।" "হে ভগবন্, আমি নিষ্ঠাকে জানিতে চাই।" ১

সপ্তমাধ্যায়—একবিংশ খণ্ড

(নিষ্ঠা একাগ্রতাসাপেক্ষ)

যদা বৈ করোত্যথ নিস্তিষ্ঠতি নাকৃত্বা নিস্তিষ্ঠতি কৃত্বৈব নিস্তিষ্ঠতি কৃতিস্ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি কৃতিং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ॥ ১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্যৈকবিংশখণ্ডঃ ॥

করোতি (কর্তব্যপরায়ণ হন, [বর্তমান স্থলে ব্রহ্মচারীর শ্রেষ্ঠ সাধন একাগ্রতাই গ্রহণীয়]) ; কৃত্বা (কর্তব্যপরায়ণ হইয়া [চিত্তের একাগ্রতা সাধন করিয়া]) ; কৃতিঃ (সাধন, চিত্তের একাগ্রতা) । [অপরাংশ পূর্ববৎ] । ১

"কেহ যখন একাগ্র হন, তখনই তিনি নিষ্ঠাবান্ হন ; একাগ্র না হইয়া কেহ নিষ্ঠাবান্ হইতে পারেন না, একাগ্র হইয়াই নিষ্ঠাবান্ হইতে পারেন। একাগ্রতাকে জানিতে কিন্তু উৎসুক হওয়া প্রয়োজন।" "হে ভগবন্, আমি একাগ্রতাকে জানিতে চাই।" ১

সপ্তমাধ্যায়—দ্বাবিংশ খণ্ড

(একাগ্রতা সুখসাপেক্ষ)

যদা বৈ সুখং লভতেঽথ করোতি নাসুখং লব্ধ্বা করোতি সুখমেব লব্ধ্বা করোতি সুখং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি সুখং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ॥ ১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য দ্বাবিংশখণ্ডঃ ॥

যদা বৈ সুখম্ লভতে (সুখলাভ করেন, [অর্থাৎ অনন্তর বক্ষ্যমাণ নিরতিশয় আনন্দটিকে লভ্য বলিয়া মনে করেন]) অথ করোতি (চিত্তকে একাগ্র করেন, ইন্দ্রিয় ও মন সংযত করেন) ; অসুখম্ লব্ধ্বা (সুখলাভ না করিয়া, [অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ সুখটিকে লভ্য বলিয়া মনে না করিলে]) ন করোতি। ১

"যখন কেহ সুখলাভ করেন, তখন কর্তব্যসাধনে অগ্রসর হন ; সুখলাভ না করিয়া কেহ কর্তব্যসাধনে অগ্রসর হন না, সুখলাভ করিয়াই কর্তব্যসাধনে একাগ্র হন।[১] ঐ সুখটিকে জানিবার জন্য কিন্তু উৎসুক হওয়া আবশ্যক।" "হে ভগবন্, আমি সুখকে বিদিত হইতে ইচ্ছা করি।" ১

[১] লৌকিক সুখলাভের সম্ভাবনা থাকিলে এবং তজ্জন্য ইচ্ছা জাগরূক হইলে যেমন লোকে তজ্জন্য চেষ্টিত হয়, তেমনি পরমানন্দলাভের সম্ভাবনা ও ইচ্ছার একত্র সমাবেশ হইলেই লোকে তজ্জন্য তৎপর হয়।

সপ্তমাধ্যায়—ত্রয়োবিংশ খণ্ড

(ভূমাই সুখ)

যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি ভূমানং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ॥ ১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য ত্রয়োবিংশখণ্ডঃ ॥

যঃ বৈ (যাহাই) ভূমা (মহান্, সর্বাধিক, সর্বশ্রেষ্ঠ) তৎ (তাহা) সুখম্ ; [যাহাতে জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতারূপ বিভাগ আছে, এতাদৃশ] অল্পে (সসীম কিছুতে) ন সুখম্ অস্তি (সুখ নাই) ; ভূমা এব সুখম্। ভূমানম্ (ভূমাকে) । ১

“যাহা ভূমা, তাহাই সুখ ; অল্পে সুখ নাই, ভুমাই সুখ। ভূমাকে কিন্তু জানিবার জন্য ইচ্ছা করিতে হইবে।” “হে ভগবন্, আমি ভূমাকে জানিবার জন্য ইচ্ছা করি।”—১

সপ্তমাধ্যায়—চতুর্বিংশ খণ্ড

(ভূমার লক্ষণ)

যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমাঽথ যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি তদল্পং যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্পং তন্মর্ত্যং স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিম্নি যদি বা ন মহিম্নীতি ॥ ১

যত্র (যে তত্ত্বে, যে ভূমাতে) [দ্রষ্টৃরূপে পৃথক্ হইয়া কেহ] অন্যৎ ([আপনা হইতে ভিন্ন দ্রষ্টব্য] অপর কিছু) ন পশ্যতি (দর্শন করে না), অন্যৎ ন শৃণোতি (শ্রবণ করে না) [অর্থাৎ যাঁহাতে দ্রষ্টা, দৃশ্য ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিভাগ নাই], অন্যৎ ন বিজানাতি

(অপর কিছু জানে না) [যাঁহাতে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানরূপ বিভাগ নাই ; মন্তা, মন্তব্য ও মননরূপ বিভাগ নাই]—সঃ ভূমা (তিনিই ভূমা) [ভূমাতে দ্বৈতসুলভ ভেদ-ব্যবহার নাই, তিনি দ্বৈতবিলক্ষণ] ; অথ যত্র (যে অবিদ্যার বিষয়ে) অন্যৎ পশ্যতি, অন্যৎ শৃণোতি, অন্যৎ বিজানাতি—তৎ অল্পম্ (তাহা সসীম, [যতক্ষণ অবিদ্যা আছে, ততক্ষণ থাকে]) ; যঃ বৈ ভূমা (যিনি ভূমা), তৎ অমৃতম্ (তিনি অবিনাশী), অথ যৎ অল্পম্, তৎ মর্ত্যম্ (বিনাশী)। ভগবঃ, সঃ (উক্ত ভূমা) কস্মিন্ (কাহাতে) প্রতিষ্ঠিতঃ (অধিষ্ঠিত) ইতি। স্বে মহিম্নি (আপন মহিমায়), যদি বা (অথবা) ন মহিম্নি (মহিমাতেও নহেন) ইতি। ১

"যাঁহাতে কেহ অপর কিছু দেখে না, অপর কিছু শুনে না, অপর কিছু জানে না,[১] তিনিই ভূমা ; আর যাহাতে অন্য কিছু দেখে অন্য কিছু শুনে, অন্য কিছু জানে—তাহাই অল্প। যিনি ভূমা, তিনিই অমৃত ; আর যাহা অল্প, তাহা মর।" "হে ভগবন্, তিনি কোথায় প্রতিষ্ঠিত ?" "স্বমহিমায়, অথবা মহিমায়ও (প্রতিষ্ঠিত) নহেন।"[২] ১

---

[১] অবিদ্যাবস্থায় দ্বৈতের দর্শন, শ্রবণ ও জ্ঞান হয়। ভূমাতে এই দ্বৈত নাই ; সুতরাং তাদৃশ দর্শনাদিও নাই।

[২] ভূমার প্রতিষ্ঠা যদি জানিতেই চাও, তবে তাঁহাকে স্বমহিমায় বা স্ব-রূপেই প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানিবে। আর যদি তাঁহার পরমার্থ স্বরূপ জানিতে চাও, তবে তাঁহাকে অপ্রতিষ্ঠিত বা নিরালম্ব, দ্বিতীয়বিহীন বলিয়া জানিবে।

গোঅশ্বমিহ মহিমেত্যাচক্ষতে হস্তিহিরণ্যং দাসভার্যং ক্ষেত্রাণ্যায়তনানীতি নাহমেবং ব্রবীমি ব্রবীমীতি হোবাচান্যো হ্যন্যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি ॥ ২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য চতুর্বিংশখণ্ডঃ ॥

[ভূমা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত অথচ অপ্রতিষ্ঠিত—ইহা কিরূপে হইতে পারে ? এই আশঙ্কার উত্তরে সনৎকুমার বলিতেছেন]—ইহ (এই পৃথিবীতে) গো-অশ্বম্ (গরু ও

ঘোড়াদিগকে) হস্তি-হিরণ্যম্ (হাতী ও সোনাকে), দাস-ভার্যম (ভৃত্য ও স্ত্রীকে), ক্ষেত্রাণি (ক্ষেত্রসকলকে), আয়তনানি ইতি (গৃহাদিসকলকে) মহিমা ইতি (মহিমা, ঐশ্বর্য, এই নামে) [লোকে] আচক্ষতে (বলে)। অহম্ (আমি) এবম্ (এইরূপ) [অর্থাৎ আপনা হইতে ভিন্ন অপর কোনও মহিমাতে বা ঐশ্বর্যে ভূমা আশ্রিত ইহা] ন ব্রবীমি (বলি না), হি (কারণ) অন্যঃ অন্যস্মিন্ (একে অপরে) প্রতিষ্ঠিতঃ (প্রতিষ্ঠিত থাকে) [অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা বলিতে একের উপর অপরের অবস্থিতি বুঝায়। আমি ভূমার ঐরূপ অবস্থিতি বলিতেছি না। প্রত্যুত এইরূপ] ব্রবীমি (বলিতেছি) ইতি উবাচ হ (ইহা সনৎকুমার বলিলেন)—[পরে দ্রষ্টব্য]। ২

"ইহলোকে গো, অশ্ব, হস্তী, হিরণ্য, দাস, ভার্যা, ক্ষেত্র ও গৃহ প্রভৃতিকেই লোকে মহিমা বলে। আমি এতাদৃশ মহিমার কথা বলিতেছি না; কারণ প্রতিষ্ঠা বলিতে একের অন্যের উপর অবস্থিতি বুঝায়। কিন্তু এইরূপ বলিতেছি—। ২

সপ্তমাধ্যায়—পঞ্চবিংশ খণ্ড

(ভূমার উপদেশ)

স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্বমিত্যথাতোঽহঙ্কারাদেশ এবাহমেবাধস্তাদহমুপরিষ্টাদহং পশ্চাদহং পুরস্তাদহং দক্ষিণতোঽহমুত্তরতোঽহমেবেদং সর্বমিতি ॥ ১

[ভূমা কাহাতেও প্রতিষ্ঠিত নহেন ; কারণ]—সঃ এব অধস্তাৎ (নিম্নভাগে), সঃ উপরিষ্টাৎ (উর্ধ্বভাগে), সঃ পশ্চাৎ (পশ্চাতে), সঃ পুরস্তাৎ (সম্মুখে), সঃ দক্ষিণতঃ (দক্ষিণে), সঃ উত্তরতঃ (উত্তরে), সঃ এব ইদম্ সর্বম্ (তিনি এই সমস্ত, তিনি ভিন্ন অন্য কিছুই নাই—[মুঃ ২।২।১১]) ইতি। [পূর্বে আধার ও আধেয়—মহিমা ও ভূমা,—এবং

বর্তমানে পরোক্ষ বস্তু (সঃ=তিনি) অবলম্বনে উপদেশ দেওয়ায় সন্দেহ হইতে পারে যে, দ্রষ্টা জীব হইতে ভূমা ভিন্ন] অতঃ (এই জন্য) অথ (অতঃপর) অহঙ্কার-আদেশঃ এব (অহঙ্কার-অবলম্বনেই [দ্রষ্টার সহিত অভিন্নত্ব-প্রতিপাদনের জন্য] উপদেশ [প্রদত্ত হইতেছে])—অহম্ এব (আমিই) [ইত্যাদি পূর্ববৎ]। ১

"তিনিই নিম্নে, তিনি ঊর্ধ্বে, তিনি পশ্চাতে, তিনি সম্মুখে, তিনি দক্ষিণে, তিনি উত্তরে,—তিনিই এই সমস্ত; (সুতরাং তাঁহার পক্ষে অন্যত্র অধিষ্ঠান অসম্ভব)। অতঃপর অহম্ (আমি) অবলম্বনে উপদেশ (প্রদত্ত হইতেছে)—আমিই অধোভাগে, আমি ঊর্ধ্বে, আমি পশ্চাতে, আমি সম্মুখে, আমি দক্ষিণে, আমি উত্তরে—আমিই এই সমস্ত; (সুতরাং আমি ভূমার সহিত অভিন্ন)। ১

অথাত আত্মাদেশ এবাত্মৈবাধস্তাদাত্মোপরিষ্টাদাত্মা পশ্চাদাত্মা পুরস্তাদাত্মা দক্ষিণত আত্মোত্তরত আত্মৈবেদং সর্বমিতি স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড় ভবতি তস্য সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবত্যথ যেঽন্যথাঽতো বিদুরন্যরাজানস্তে ক্ষয্যলোকা ভবন্তি তেষাং সর্বেষু লোকেষ্বকামচারো ভবতি ॥ ২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য পঞ্চবিংশখণ্ডঃ ॥

[আমি শব্দে সাধারণ লোক দেহাদিকেও বুঝিয়া থাকে। পাছে মাত্র ঐ দেহাদির সহিত ভূমার অভেদজ্ঞান হয়] অতঃ (এই জন্য) অথ (অতঃপর) আত্ম-আদেশঃ ([ৎকেবল শুদ্ধ সৎস্বরূপ] আত্মা-অবলম্বনে উপদেশ) [প্রদত্ত হইতেছে]—আত্মা এব অধস্তাৎ [ইত্যাদি পূর্ববৎ]। এবম্ (এই প্রকারে) পশ্যন্ (দেখিয়া), এবম্ মন্বানঃ (মনন করিয়া),

এবম্ বিজানন্ (বিশেষরূপে জানিয়া) আত্মরতিঃ (আত্মাতে যাঁহার রতি বা আনন্দ), আত্মক্রীড়ঃ (আত্মাতে যাঁহার ক্রীড়া) আত্মমিথুনঃ (আত্মাতেই যাঁহার মিলন-সুখ), আত্মানন্দঃ (আত্মাতেই যাঁহার বাহ্যবস্তু-নিরপেক্ষ সুখ)—স বৈ এষ সঃ (উক্তপ্রকার এই জ্ঞানী) [জীবিতাবস্থাতেই] স্বরাট্ ভবতি (স্বারাজ্যে বা স্বীয় স্বাধীন সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হন) ; তস্য (তাঁহার) সর্বেষু লোকেষু (সকল লোকে) কামচারঃ ভবতি (স্বচ্ছন্দগতি হয়—[৮।১২।৩ টীকা])। অথ (আবার) যে (যাঁহারা) অতঃ (উক্ত দর্শন হইতে) অন্যথা (অন্যরূপে) বিদুঃ (জানেন) তে (তাঁহারা) অন্যরাজানঃ (অপর রাজার অধীন) ক্ষয্য-লোকাঃ (ক্ষয়শীল লোকের অধিবাসী) ভবন্তি (হন) ; সর্বেষু লোকেষু তেষাম্ (তাঁহাদের) অকামচারঃ (অস্বচ্ছন্দগতি) ভবতি। ২

"অনন্তর আত্মা-অবলম্বনে উপদেশ (প্রদত্ত হইতেছে)—আত্মাই নিম্নে, আত্মা ঊর্ধ্বে, আত্মা পশ্চাতে, আত্মা সম্মুখে, আত্মা দক্ষিণে, আত্মা উত্তরে, আত্মাই এই সমস্ত। এইরূপ দর্শন করিয়া, এইরূপ মনন করিয়া, এইরূপ সবিশেষ জানিয়া, আত্মরতি, আত্মক্রীড়,[১] আত্মমিথুন, আত্মানন্দ হইয়া পূর্বোক্ত সেই বিদ্বান্ স্বরাট্ হন ; সমস্ত লোকে তিনি অপ্রতিহত গতি প্রাপ্ত হন। পক্ষান্তরে যাহারা এতদ্ভিন্ন অন্যরূপে জানে, তাহারা অপর রাজার অধীন ও ক্ষয়শীল লোকের অধিবাসী হয় ; সমস্ত লোকে তাহাদের অপ্রতিহত গতি হয় না। ২

[১] রতি বাহ্য-বস্তু-নিরপেক্ষ, ক্রীড়া বাহ্য-বস্তু-সাপেক্ষ।

সপ্তমাধ্যায়—ষড়্বিংশ খণ্ড

(ভূমার উপলব্ধি)

তস্য হ বা এতস্যৈবং পশ্যত এবং মন্বানস্যৈবং বিজানত আত্মতঃ প্রাণ আত্মত আশাত্মতঃ স্মর আত্মত আকাশ

আত্মতস্তেজ আত্মত আপ আত্মত আবির্ভাবতিরোভাবাবাত্মতোঽন্নমাত্মতো বলমাত্মতো বিজ্ঞানমাত্মতো ধ্যানমাত্মতশ্চিত্তমাত্মতঃ সঙ্কল্প আত্মতো মন আত্মতো বাগাত্মতো নামাত্মতো মন্ত্রা আত্মতঃ কর্মাণ্যাত্মত এবেদং সর্বমিতি ॥ ১

[বিদ্যার স্তুতির জন্য বিদ্বানের স্রষ্টৃত্ব বলা হইতেছে]—এবম্ (এইরূপে) পশ্যতঃ (দর্শনকারীর), এবম্ মন্বানস্য (মননকারীর), এবম্ বিজানতঃ (বিজ্ঞানশীলের)—তস্য হ বৈ এতস্য (এতাদৃশ এই স্বারাজ্যপ্রাপ্ত জ্ঞানীর [পক্ষে]) আত্মতঃ (আত্মা হইতে) প্রাণঃ, আত্মতঃ আশা [ইত্যাদি সহজ]; আবির্ভাব-তিরোভাবৌ (উৎপত্তি ও লয়) [হয়]। ১

"এইরূপ দর্শনকারী, এইরূপ মননকারী, এইরূপ বিজ্ঞানশীল উক্ত বিদ্বানের পক্ষে আত্মা হইতে প্রাণ, আত্মা হইতে আশা, আত্মা হইতে স্মৃতি, আত্মা হইতে আকাশ, আত্মা হইতে তেজ, আত্মা হইতে জল, আত্মা হইতে আবির্ভাব ও তিরোভাব, আত্মা হইতে অন্ন, আত্মা হইতে বল, আত্মা হইতে বিজ্ঞান, আত্মা হইতে ধ্যান, আত্মা হইতে চিত্ত, আত্মা হইতে সঙ্কল্প, আত্মা হইতে মন, আত্মা হইতে বাক্, আত্মা হইতে নাম, আত্মা হইতে মন্ত্রসমূহ, আত্মা হইতে কর্মসমূহ, আত্মা হইতেই এই যাহা কিছু সমস্ত হইয়া থাকে।[১] "১

---

[১] । সৎস্বরূপ আত্মাকে জানার পূর্বে যিনি মনে করিতেন যে, প্রাণ হইতে নাম পর্যন্ত সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি ও লয় আত্মা হইতে পৃথগ্‌ভূত ব্রহ্ম-বস্তু হইতে হইয়া থাকে, বিজ্ঞানোৎপত্তির পরে তিনিই মনে করেন যে, ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন আত্মা হইতেই উহা হয়। গীতা ১৩।৩০

তদেষ শ্লোকঃ

ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি ন রোগং নোত দুঃখতাম্।
সর্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্বমাপ্নোতি সর্বশঃ ॥ ইতি।

স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি পঞ্চধা সপ্তধা নবধা চৈব পুনশ্চৈকাদশঃ স্মৃতঃ শতঞ্চ দশ চৈকশ্চ সহস্রাণি চ বিংশতিরাহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ স্মৃতিলম্ভে সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষস্তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় তমসস্পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারস্তং স্কন্দ ইত্যাচক্ষতে তং স্কন্দ ইত্যাচক্ষতে ॥ ২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য ষড়্‌বিংশখণ্ডঃ ॥

ইতি ছান্দোগ্যোপনিষদি সপ্তমাধ্যায়ঃ ॥

তৎ (বিদ্যাফল-বিষয়ে) এষঃ শ্লোকঃ (এই মন্ত্র আছে)—পশ্যঃ ([পূর্বোক্ত] জ্ঞানী) মৃত্যুম্ (মরণ) ন পশ্যতি (দেখেন না), ন রোগম্ [পশ্যতি] (রোগ দেখেন না), উত (ও) ন দুঃখতাম্ [পশ্যতি]; পশ্যঃ সর্বম্ হ (সমস্তই) পশ্যতি ([আত্মস্বরূপ] দেখেন) [সুতরাং] সবশঃ (সর্বপ্রকারে) সর্বম্ (সমস্ত) আপ্নোতি (লাভ করেন) [নিজের সসীমতাভ্রম দূর হওয়ায় পূর্ণস্বরূপে বর্তমান থাকেন।] ইতি। [নির্গুণ-বিদ্যার স্তুতির জন্য বলা হইতেছে যে, উক্ত বিদ্বান্ সগুণ-বিদ্যার ফলও প্রাপ্ত হন—৮।১২।৬ টীকা]—সঃ (উক্ত বিদ্বান্) [সৃষ্টির পূর্বে] একধা ভবতি (অদ্বিতীয়রূপে বিদ্যমান্ থাকেন), [তৎপরে] ত্রিধা ([তেজ, জল ও অন্নরূপে] তিন প্রকার) ভবতি, পঞ্চধা, সপ্তধা, নবধা চ এব, পুনঃ চ (পুনর্বার) একাদশঃ (একাদশ) শতম্ চ দশ (একশ দশ), একঃ চ সহস্রাণি চ বিংশতিঃ (এক হাজার বিশ) স্মৃতঃ (উল্লিখিত হন)। [এখন শুদ্ধির কারণীভূত সাধন বলা হইতেছে]—আহার-শুদ্ধৌ (আহার শুদ্ধ হইলে) সত্ত্বশুদ্ধিঃ (অন্তঃকরণের বিশুদ্ধি হয়);

সত্ত্বশুদ্ধৌ (অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে) ধ্রুবা স্মৃতিঃ ([ভূমাত্মার সম্বন্ধে] অবিচ্ছিন্না স্মৃতি) [হয়] ; স্মৃতিলম্ভে (স্মৃতিলাভ হইলে) সর্বগ্রন্থীনাম্ ([অবিদ্যাদি] সকল পাশের) বিপ্রমোক্ষঃ (বিমোচন বা বিনাশ হয় [মুঃ ২।২।৮]) । মৃদিত-কষায়ায় তস্মৈ (রাগদ্বেষাদি দোষ হইতে বিমুক্ত সেই নারদকে) ভগবান্ সনৎকুমারঃ [অবিদ্যারূপ] তমসঃ (অন্ধকারের) পারম্ (পার, [পরব্রহ্মকে]) দর্শয়তি (=দর্শিতবান্, দেখাইলেন) । তম্ (তাঁহাকে, সনৎকুমারকে) [জ্ঞানীরা] স্কন্দঃ ইতি (স্কন্দ নামে) আচক্ষতে (অভিহিত করেন) । তম্ স্কন্দঃ ইতি আচক্ষতে [অধ্যায়ের পরিসমাপ্তিসূচক পুনরুক্তি] । ২

"উক্ত বিষয়ে এই শ্লোক আছে—'তত্ত্ববিদ্ মৃত্যু দর্শন করেন না, রোগ দর্শন করেন না, দুঃখও দর্শন করেন না। তত্ত্ববিদ্ সমস্তই দর্শন করেন এবং সর্বপ্রকারে সমস্তই লাভ করেন।' তিনি এক প্রকার থাকেন ; তিন প্রকার হন ; পঞ্চ প্রকার, সপ্ত প্রকার এবং নব প্রকার হন ; পুনর্বার একাদশ, একশত দশ এবং এক হাজার বিশ বলিয়া তিনি উল্লিখিত হন। আহারশুদ্ধি[১] হইলে সত্ত্বশুদ্ধি হয়, সত্ত্বশুদ্ধি হইলে নিশ্চলা স্মৃতি হয়, স্মৃতিলাভ হইলে সমস্ত হৃদয়গ্রন্থি বিনষ্ট হয়।" (এইরূপে) রাগাদি দোষ হইতে বিমুক্ত নারদকে ভগবান্ সনৎকুমার অজ্ঞানান্ধকারের পরপার দর্শন করাইলেন। সনৎকুমারকেই (জ্ঞানীরা) স্কন্দ[২] বলেন। ২

১। "আহ্রিয়তে ইতি আহারঃ"—যাহা আহরণ করা হয়, তাহাই আহার। ভোক্তা নিজের ভোগের জন্য শব্দাদি বিষয় আহরণ করেন—সুতরাং এই সমস্তই তাঁহার আহার। এতাদৃশ বিষয়ের উপলব্ধি করা রূপ যে জ্ঞান, তাহার শুদ্ধিকেই আহারশুদ্ধি বলা হইয়াছে। অতএব আহারশুদ্ধি=রাগ, দ্বেষ, মোহ প্রভৃতি দোষ হইতে নির্মুক্ত বিষয়োপলব্ধি।

২। আচার্য ইহার প্রতিশব্দ দেন নাই। ইহার আভিধানিক অর্থ জ্ঞানী বা কার্তিকেয়।

অষ্টমাধ্যায়—প্রথম খণ্ড

(দহরাকাশ)

ওঁ। অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি ॥ ১

[পূর্ব অধ্যায়দ্বয়ে দেশাদির দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন নির্গুণ ব্রহ্ম উপদিষ্ট হইয়াছেন ; কিন্তু সাধারণ লোক উহা সহজে ধারণা করিতে পারে না বলিয়া পুনর্বার সগুণরূপে ও হৃদয়ে অবস্থিতরূপে ব্রহ্মের উপদেশ দেওয়া হইতেছে। এইরূপে সগুণ ও সসীমরূপে ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া মন অবশেষে তাঁহার নির্গুণ স্বরূপে উপস্থিত হইতে পারে]—অথ (অনন্তর) অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে (এই ব্রহ্মপুরে, ব্রহ্মোপলব্ধির স্থানভূত এই শরীরে) ইদম্ যৎ (এই যে) দহরম্ পুণ্ডরীকম্ (ক্ষুদ্র হৃদয়পদ্মরূপ) বেশ্ম (গৃহ, প্রাসাদ) অস্মিন্ (উহার অভ্যন্তরে) দহরঃ (ক্ষুদ্র) অন্তরাকাশঃ (অন্তরাকাশাখ্য ব্রহ্ম) [বর্তমান]। তস্মিন্ (সেই হৃদয়পদ্মে) যৎ অন্তঃ (যে অন্তরাকাশাখ্য ব্রহ্ম) তৎ (তিনি) অন্বেষ্টব্যম্ (অনুসন্ধানের যোগ্য), তৎ বাব (তিনিই) বিজিজ্ঞাসিতব্যম্ (বিশেষ জিজ্ঞাসার বিষয় হইবার যোগ্য) ইতি। [অথবা]—যৎ (যিনি, যে ব্রহ্ম) তস্মিন্ অন্তঃ (সেই আকাশাখ্য ব্রহ্মের মধ্যে, অর্থাৎ স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত) তৎ অন্বেষ্টব্যম্ [(ইত্যাদি]। [কিংবা]—যৎ (যাহা, যে সত্য কাম্য বস্তুসকল [৮।১৭৬]) তস্মিন্ অন্তঃ (সেই অন্তরাকাশাখ্য ব্রহ্মের ভিতরে, তাঁহাতে আশ্রিত) তৎ (=তেন, তাহার সহায়ে) [ব্রহ্ম] অন্বেষ্টব্যম্। ১

অনন্তর ব্রহ্মনগরস্থানীয় এই শরীরের মধ্যে যে ক্ষুদ্র হৃদয়পদ্মরূপ প্রাসাদ আছে, তাহাতে ক্ষুদ্র অন্তরাকাশাখ্য ব্রহ্ম আছেন। সেই হৃদয়পদ্মে যে অন্তরাকাশ,[১] তাঁহাকেই অন্বেষণ করিতে হইবে। তাঁহাকেই বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা করিতে হইবে।[২] ১

১। ব্রহ্মকে আকাশ নামে অভিহিত করা হয় (৮।১৪।১) এবং তিনি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত (৭।২৪।১)। ব্রহ্ম আকাশ-শব্দ-বাচ্য ; কারণ তিনি আকাশের ন্যায় অশরীরী, সূক্ষ্ম ও সর্বব্যাপী। যাঁহারা বাহ্য বিষয়ে বিরাগসম্পন্ন এবং ব্রহ্মচর্য ও সত্যরূপ সাধনে ভূষিত, তাঁহাদের দ্বারা ব্রহ্ম বক্ষ্যমাণ গুণসম্পন্নরূপে উপাসিত হইলে, তিনি হৃদয়পদ্মমধ্যে

উপলব্ধ হন। হৃদয়পদ্ম ব্রহ্মের উপলব্ধির স্থান। ব্রহ্মই জীবরূপে হৃদয়পদ্মে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ অভিব্যক্ত করিয়াছেন। অন্তঃকরণরূপ উপাধির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া ব্রহ্ম ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতিভাত হইলেও, স্বরূপতঃ তিনি অনন্ত,—দেশ, কাল ও বস্তুদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন। ব্রঃ সূঃ ১।৩।১৪ দ্রঃ।

২। দ্বিতীয় বাক্যের অন্য অর্থ এই—(১) যিনি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত, তিনিই অন্বেষ্টব্য, তিনিই বিজিজ্ঞাসিতব্য। কিংবা—(২) সেই ব্রহ্মে যাহা আশ্রিত তৎসহায়ে (আধার-ভূত) ব্রহ্ম অন্বেষ্টব্য এবং বিজিজ্ঞাসিতব্য।

তং চেদ্ ব্রূয়ুর্যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ কিং তদত্র বিদ্যতে যদন্বেষ্টব্যং যদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি স ব্রূয়াৎ ॥ ২

যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশ উভে অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্যাচন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণি যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্বং তদস্মিন্ সমাহিতমিতি ॥ ৩

তম্ (এইরূপ উপদেশ-প্রদানকারী আচার্যকে) চেৎ (যদি) [শিষ্যগণ] ব্রূয়ুঃ (বলে) —যৎ ইদম্ [ইত্যাদি—পূর্ববৎ], কিম্ তৎ (এমন কি) তত্র (উহাতে, হৃদয়পুণ্ডরীক- পরিচ্ছিন্ন আকাশে) বিদ্যতে (বিদ্যমান আছে) যৎ (যাহা) অন্বেষ্টব্যম্, যৎ বাব বিজিজ্ঞা- সিতব্যম্? [অর্থাৎ তেমন কিছু থাকিতে পারে না] ইতি। সঃ (তিনি, আচার্য) ব্রূয়াৎ (বলিবেন)—অয়ম্ আকাশঃ (এই ভৌতিক আকাশ) বৈ যাবান্ (যেরূপ বিশাল) অন্তঃ- হৃদয়ে (হৃদয়ের মধ্যবর্তী) এষঃ (এই) আকাশঃ তাবান্ (সেই পরিমাণে) ; দ্যাবাপৃথিবী উভে (দ্যুলোক ও ভূলোক উভয়ে) অস্মিন্ অন্তঃ এব (উহারই মধ্যে) সমাহিতে (সম্যক্ আহিত বা সংস্থাপিত আছে) ; অগ্নিঃ চ বায়ুঃ চ উভৌ সূর্যাচন্দ্রমসৌ (সূর্য ও চন্দ্র) উভৌ, বিদ্যুৎ, নক্ষত্রাণি [সংস্থাপিত] ; অস্য (এই দেহধারী আত্মার আত্মীয়রূপে) যৎ চ (যাহা কিছু) [আছে], যৎ চ ন অস্তি (এবং যাহা নাই, অর্থাৎ যাহা নষ্ট হইয়াছে বা ভবিষ্যতে উৎপন্ন হইবে), তৎ (উহা) সর্বম্ অস্মিন্ (এই হৃদয়াকাশে) সমাহিতম্। ২-৩

তাঁহাকে যদি (শিষ্যগণ) বলে, "ব্রহ্মের এই নগরস্থিত ক্ষুদ্র পদ্মরূপ প্রাসাদে ক্ষুদ্রতর যে অন্তরাকাশ, সেই হৃদয়পদ্মাকাশে এমন কি থাকিতে পারে যাহার অন্বেষণ করিতে হইবে এবং যাহাকে বিশেষরূপে জানিতে হইবে?" তবে তিনি বলিবেন, "এই আকাশের পরিমাণ যেরূপ, হৃদয়ের মধ্যবর্তী আকাশের পরিমাণও সেইরূপ। দ্যুলোক ও ভূলোক উভয়ই ইহার মধ্যে সংস্থাপিত; অগ্নি ও বায়ু উভয়, সূর্য ও চন্দ্র উভয়, বিদ্যুৎ ও নক্ষত্ররাজি তাঁহার মধ্যে সংস্থাপিত; (দেহধারী) ইহার আপনার বলিতে যাহা কিছু আছে বা যাহা নাই, সেই সমস্তও এই হৃদয়াকাশে সমাহিত।"[১] ২-৩

---

[১] শিষ্যগণ ক্ষুদ্র হৃদয়াকাশকে ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতে না পারায় গুরু উত্তর দিলেন, "হৃদয়াকাশকে (অর্থাৎ ব্রহ্মকে) স্বরূপতঃ ক্ষুদ্র ভাবিয়াই যে আমি 'দহর' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি, তাহা নহে। অন্তঃকরণরূপ উপাধিই এই আপাতপ্রতীয়মান ক্ষুদ্রত্বের কারণ; হৃদয়পদ্মের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বলিয়াই বিশাল আকাশ (ব্রহ্ম) ক্ষুদ্ররূপে বর্ণিত হইয়াছেন। অতুলনীয় ব্রহ্মকে বুদ্ধিস্থ করিতে হইলে তাঁহার নিকটতম উপমারূপে আকাশই গৃহীত হইতে পারে। এই জন্যই ব্রহ্মকে ভৌতিক আকাশের সমপরিমাণ বলা হইয়াছে।"

তং চেদ্ ব্রূয়ুরস্মিংশ্চেদিদং ব্রহ্মপুরে সর্বং সমাহিতং সর্বাণি চ ভূতানি সর্বে চ কামা যদৈতজ্জরা বাপ্নোতি প্রধ্বংসতে বা কিং ততোঽতিশিষ্যত ইতি ॥ ৪

তম্ চেৎ ব্রূয়ুঃ—অস্মিন্ চেৎ ব্রহ্মপুরে (ব্রহ্মের নগরস্থানীয় এই দেহে, অর্থাৎ দেহোপলক্ষিত হৃদয়াকাশে, যদি) ইদম্ সর্বম্ সমাহিতম্ (এই সমস্ত আহিত থাকে), সর্বাণি চ ভূতানি (সকল প্রাণী) সর্বে চ কামাঃ (সকল কাম্য বস্তু) [নিহিত থাকে], [তবে] যদা (যখন) জরা (বার্ধক্য) এতৎ (এই দেহকে) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়), বা (অথবা) প্রধ্বংসতে ([এই দেহ] ধ্বংস হয়) ততঃ (তাহা হইতে, দেহ হইতে) কিম্ (কি) অতিশিষ্যতে (অতিরিক্তরূপে অবশিষ্ট থাকে)? [অর্থাৎ কিছু থাকিতে পারে না] ইতি। ৪

গুরুকে যদি (কেহ) বলে, "এই ব্রহ্মপুরে যদি সকল প্রাণী এবং নিখিল

কাম্যবস্তু[১]—এই সমস্তই সংস্থাপিত থাকে, তবে দেহ যখন জরাগ্রস্ত হয় বা বিনষ্ট হয়, তখন দেহাতিরিক্তরূপে কি অবশিষ্ট থাকিতে পারে ?”[২] ৪

১। আচার্য বলিয়াছিলেন, “ইঁহার আপনার বলিতে যাহা আছে বা যাহা নাই ; ইহাতে শিষ্যেরা যদি ভাবে যে, আচার্য ইঁহার কাম্যবস্তুরই উল্লেখ করিয়াছেন।

২। ঘট নষ্ট হইলে ঘটমধ্যস্থ দধ্যাদি যেমন নষ্ট হয়, দেহনাশ হইলে দেহের সহিত তন্মধ্যস্থ সমস্তও তেমনি নষ্ট হইবে—ইহাই প্রশ্নের তাৎপর্য।

স ব্রূয়ান্নাস্য জরয়ৈতজ্জীর্যতি ন বধেনাস্য হন্যত এতৎ সত্যং ব্রহ্মপুরমস্মিন্ কামাঃ সমাহিতা এষ আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পো যথা হ্যেবেহ প্রজা অন্বাবিশন্তি যথানুশাসনং যং যমন্তমভিকামা ভবন্তি যং জনপদং যং ক্ষেত্রভাগং তং তমেবোপজীবন্তি ॥ ৫

সঃ (আচার্য) ব্রূয়াৎ—অস্য (এই দেহের) জরয়া (জরার দ্বারা) এতৎ (এই—অন্তরাকাশাখ্য ব্রহ্ম) ন জীর্যতি (জীর্ণ হন না), অস্য বধেন (হত্যার দ্বারা) ন হন্যতে (হত হন না) ; এতৎ (এই ব্রহ্মতত্ত্ব) সত্যম্ (যথার্থ) ব্রহ্মপুরম্ (ব্রহ্মরূপ পুর) [দেহ যথার্থ ব্রহ্মপুর নহে, কেন না উহা বিকারী, অতএব মিথ্যা], অস্মিন্ (এই [পারমার্থিক] ব্রহ্মপুরে) কামাঃ (কাম্য বস্তুসকল) [আশ্রিতরূপে] সমাহিতাঃ। এষঃ (ইনি) [তোমাদের] আত্মা (আত্মা বা স্বরূপ) [অর্থাৎ উক্ত “দহরাকাশ ব্রহ্ম আমি” এবম্প্রকার অহংগ্রহোপাসনা করিতে হইবে]। [আত্মার লক্ষণ এই]—অপহতপাপ্মা (পাপ [ও পুণ্য] হইতে বিমুক্ত), বিজরঃ (জরাহীন), বিমৃত্যুঃ (মৃত্যুহীন)—[পূর্বে দেখান হইয়াছে যে, দেহাশ্রিত জরামৃত্যুর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ নাই ; এখন দেখান হইল যে, দেহেতে অনাশ্রিত জরামৃত্যুর সহিতও তিনি অসম্বদ্ধ] ; বিশোকঃ (শোক অর্থাৎ ইষ্টাদিবিয়োগ-জনিত মানসিক সন্তাপ রহিত), বিজিঘৎসঃ (ভোজনেচ্ছাশূন্য), অপিপাসঃ (পিপাসাশূন্য), সত্যকামঃ (অব্যর্থকাম), সত্যসঙ্কল্পঃ (অব্যর্থসঙ্কল্প)। [এতাদৃশলক্ষণ আত্মাকে শাস্ত্র ও গুরুর নিকট হইতে জানিতে হইবে ; তাহা না হইলে স্বারাজ্যলাভ না হইয়া পরাধীনতা

হইবে]—যথা হি এব (ঠিক যেমন) ইহ (ইহলোকে) প্রজাঃ (মানবগণ) যথানুশাসনম্ ([রাজার] আদেশানুসারে) অন্বাবিশন্তি (অনুবর্তন করে, কর্মানুষ্ঠান করে), [এবং] যম্ যম্ (যে যে) অন্তম্ (প্রদেশ) [অর্থাৎ] যম্ জনপদম্ (যে জনপদ) [বা] যম্ ক্ষেত্রভাগম্ (ভূমিখণ্ড) [এর প্রতি] অভিকামাঃ ভবন্তি (কামনাযুক্ত হয়) তম্ তম্ এব (সেই সেই [জনপদ বা ক্ষেত্রকেই]) উপজীবন্তি (জীবিকারূপে গ্রহণ করে) [ঠিক তেমনি অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তি পরের অধীনে থাকিয়া স্বীয় পুণ্যের ফল ভোগ করে]। ৫

গুরু বলিবেন, "এই দেহের জরাদ্বারা এই অন্তরাকাশাখ্য ব্রহ্ম জরাগ্রস্ত হন না, ইহার বধে তিনি নিহত হন না ; এই অন্তরাকাশই পারমার্থিক ব্রহ্মপুর, উহাতে কাম্যবস্তুসকল সম্যক্ সংস্থাপিত আছে। ইনিই আত্মা এবং ইনি পাপশূন্য, জরাহীন, মৃত্যুহীন, শোকহীন, ক্ষুধাহীন, পিপাসাহীন, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প।[১] ইহলোকে মানবগণ যেমন স্বীয় রাজার আদেশ অনুসরণ করে এবং তাহারা যে যে প্রদেশের—অর্থাৎ যে যে জনপদ বা ভূমিখণ্ডের—প্রতি কামনাবান্ হয়, সেই জনপদ বা ভূমিখণ্ডকেই (স্বীয় রাজার আদেশক্রমে) জীবিকারূপে গ্রহণ করে (কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে করে না, অনাত্মজ্ঞও তেমনি পুণ্যফল উপভোগের জন্য পরাধীন হয়)। ৫

[১] ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার অংশভূত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ দ্বারা অস্পৃষ্ট শুদ্ধ-সত্ত্বরূপ উপাধিতে উপহিত হওয়ায় তাঁহার ইচ্ছা ও সঙ্কল্প অব্যর্থ।

তদ্ যথেহ কর্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে তদ্ য ইহাত্মানমননুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামাংস্তেষাং সর্বেষু লোকেষ্বকামচারো ভবত্যথ য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামাংস্তেষাং সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি ॥ ৬

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য প্রথমখণ্ডঃ ॥

[পূর্বে পুণ্যভোগকালে পরাধীনতার দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, এখন পুণ্যক্ষয়-বিষয়ে অপর দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে]—তৎ (উক্ত দৃষ্টান্তস্থলে) যথা (যেমন) ইহ (এই জগতে) কর্মজিতঃ লোকঃ (সেবাদি কর্মের দ্বারা অর্জিত [পরাধীন] উপভোগ) ক্ষীয়তে (ক্ষয় হয়) এবম্ এব (ঠিক এইরূপই) অমুত্র (পরলোকে) পুণ্যজিতঃ ([অগ্নিহোত্রাদি] পুণ্যানুষ্ঠানদ্বারা লব্ধ) [পরাধীন] লোকঃ (ভোগ) ক্ষীয়তে। [পূর্বোক্ত দোষগুলি অবিদ্বানদের হয়]—তৎ (উক্ত স্থলে, উক্ত ব্যাপারটি এইরূপ)—যে (যাহারা) ইহ আত্মানম্ (আত্মাকে) চ (এবং) [তাঁহাতে আশ্রিত] এতান্ (এই সকল) সত্যান্ কামান্ (সত্য [সঙ্কল্পের ফলভূত] কাম্যবস্তুসমূহকে) অননুবিদ্য (না জানিয়া, স্বানুভবগোচর না করিয়া) ব্রজন্তি (গমন করে, দেহত্যাগ করে) তেষাম্ (তাহাদের) সর্বেষু লোকেষু (সকল লোকে) অকামচারঃ (অস্বতন্ত্রগতি) ভবতি ; অথ (পক্ষান্তরে) যে (যাঁহারা, যে বিদ্বান্‌গণ) ইহ আত্মানম্ অনুবিদ্য (জানিয়া) [ইত্যাদি অনুরূপ]। ৬

“উক্ত দৃষ্টান্তস্থলে যেমন ইহজগতে কর্মের দ্বারা অর্জিত উপভোগ ক্ষীণ হয়, পরলোকেও তেমনি কর্মের দ্বারা অর্জিত ভোগের ক্ষয় হয়। উহা এইরূপ—যাহারা ইহজগতে আত্মাকে না জানিয়া এবং এই সকল সত্য কাম্যবস্তুকে না জানিয়া দেহত্যাগ করে, বিভিন্ন লোকে তাহাদের স্বচ্ছন্দগতি হয় না ; পক্ষান্তরে যাঁহারা ইহজগতে আত্মাকে ও সত্য কাম্যবস্তুসকলকে জানিয়া দেহত্যাগ করেন, তাঁহারা সকল লোকেই স্বচ্ছন্দগতি হন। ৬

অষ্টমাধ্যায়—দ্বিতীয় খণ্ড

(ব্রহ্মজ্ঞ যথাকামচারী)

স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন পিতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ১

[গুরু বলিতে লাগিলেন]—[যথোক্ত আত্ম ও তাঁহার আশ্রিত সত্য কাম্য-

সকলকে সাক্ষাৎকারের পর দেহত্যাগ করিয়া] সঃ যদি পিতৃলোক-কামঃ ভবতি (সুখের হেতুভূত পূর্বতন পিতৃগণকে পাইতে ইচ্ছা করেন) [তবে] অস্য (ইঁহার) সঙ্কল্পাৎ এব (সঙ্কল্পমাত্র হইতেই) পিতরঃ (পিতৃগণ) সমুত্তিষ্ঠন্তি (তাঁহার সহিত মিলিত হন) ; তেন পিতৃলোকেন সম্পন্নঃ (উক্ত সুখপ্রদ পূর্বতন পিতৃগণকে প্রাপ্ত হইয়া) মহীয়তে (পূজিত হন, মহিমা অনুভব করেন) । ১

“তিনি যদি পিতৃলোক[1] কামনা করেন, তবে তাঁহার সঙ্কল্পমাত্রই পিতৃগণ তাঁহার সহিত মিলিত হন ; সুখের হেতুভূত উক্ত পিতৃগণকে পাইয়া তিনি মহিমা অনুভব করেন । ১

১ । লোক্যন্তে (ভুজ্যন্তে) ইতি লোকাঃ = যাহা ভোগের জন্য ঈপ্সিত হয় । পিতৃগণ সুখাদির কারণ হন, এইজন্য তাঁহারাই লোকশব্দের বাচ্য । তাঁহাদের অন্য কামনা, অর্থাৎ তাঁহাদের সহিত মিলনের ইচ্ছা আছে যাঁহার তিনি পিতৃলোককাম । পূর্ব পূর্ব জন্মে যে সকল পিতামাতা প্রভৃতি সুখের কারণ ছিলেন, তাঁহাদেরই জন্য উক্ত জ্ঞানীর কামনা হয় ; যে সকল পূর্ব পিতামাতা নিম্ন জন্ম ও দুঃখের কারণ ছিলেন, তাঁহাদের সহিত মিলনের ইচ্ছা বিশুদ্ধসত্ত্ব যোগীর পক্ষে সম্ভব নহে । পরেও এইরূপ । মাতরঃ = মাতৃগণ, স্বসারঃ = ভগ্নীগণ, সখায়ঃ = বন্ধুগণ ।

অথ যদি মাতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য মাতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন মাতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ২

“আবার যদি তিনি মাতৃলোক কামনা করেন, তবে তাঁহার সঙ্কল্পমাত্রই (অতীত) মাতৃগণ তাঁহার সহিত সম্মিলিত হন ; উক্ত সুখপ্রদায়িনী মাতাদিগকে প্রাপ্ত হইয়া তিনি মহিমা অনুভব করেন । ২

অথ যদি ভ্রাতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য ভ্রাতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন ভ্রাতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ৩

“আর যদি তিনি ভ্রাতৃলোক কামনা করেন (ইত্যাদি) । ৩

অথ যদি স্বসৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য স্বসারঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন স্বসৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ৪

"আর যদি তিনি ভগিনীলোক কামনা করেন (ইত্যাদি)। ৪

অথ যদি সখিলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য সখায়ঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন সখিলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ৫

"আর যদি তিনি বন্ধুলোক কামনা করেন (ইত্যাদি)। ৫

অথ যদি গন্ধমাল্যলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য গন্ধমাল্যে সমুত্তিষ্ঠতস্তেন গন্ধমাল্যলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ৬

"আর তিনি যদি গন্ধ ও মাল্য হইতে লভ্য ভোগ কামনা করেন, তবে তাঁহার সঙ্কল্পমাত্রই সুখপ্রদ গন্ধ ও মাল্য তাঁহার সহিত মিলিত হয় ; উক্ত সুখপ্রদ গন্ধ ও মাল্য প্রাপ্ত হইয়া তিনি মহিমা অনুভব করেন। ৬

অথ যদ্যন্নপানলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্যান্নপানে সমুত্তিষ্ঠতস্তেন অন্নপানলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ৭

"আর তিনি যদি অন্ন ও পানীয় হইতে লভ্য ভোগ (ইত্যাদি)। ৭

অথ যদি গীতবাদিত্রলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য গীতবাদিতে সমুত্তিষ্ঠতস্তেন গীতবাদিতলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ৮

"আর তিনি যদি গীত ও বাদ্য হইতে লভ্য ভোগ (ইত্যাদি)। ৮

অথ যদি স্ত্রীলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য স্ত্রিয়ঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন স্ত্রীলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ৯

"আর যদি তিনি স্ত্রীগণ হইতে লভ্য ভোগ (ইত্যাদি)। ৯

যং যমন্তমভিকামো ভবতি যং কামং কাময়তে সোঽস্য সঙ্কল্পাদেব সমুত্তিষ্ঠতি তেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ১০

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়খণ্ডঃ ॥

যম্ যম্ [ইত্যাদি ৮।১।৫], যম্ কামম্ (যে কাম্যবস্তু) কাময়তে (প্রার্থনা করেন) [ইত্যাদি]। ১০

"যে যে প্রদেশ বিষয়ে তাঁহার অভিলাষ হয়, যে কাম্যবস্তু তিনি প্রার্থনা করেন, সঙ্কল্পমাত্রই উহারা তাঁহার সহিত মিলিত হয়। তৎসম্পন্ন হইয়া তিনি মহিমা অনুভব করেন। ১০

অষ্টমাধ্যায়—তৃতীয় খণ্ড

(সম্প্রসাদ আত্মা ও সত্যব্রহ্ম)

ত ইমে সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাস্তেষাং সত্যানাং সতামনৃতমপিধানং যো যো হ্যস্যেতঃ প্রৈতি ন তমিহ দর্শনায় লভতে ॥ ১

[আত্মধ্যানের সাধনে সাধকদের উৎসাহ জন্মাইবার জন্য গুরু বলিতে লাগিলেন]—তে ইমে সত্যাঃ কামাঃ (উক্ত এই সত্য কাম্যবস্তু-বর্গ) অনৃত-অপিধানাঃ (মিথ্যার দ্বারা আবৃত); সতাম্ (স্বতঃই বিদ্যমান, [সহজ-লভ্য ও স্বাত্মস্থ]) তেষাম্ সত্যানাম্ (উক্ত সত্য [কাম্য] সকলের) অনৃতম্ (মিথ্যা, [অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞানজনিত বাহ্য-

বিষয়ে তৃষ্ণা]) অপিধানম্ (আবরণ, [অপ্রাপ্তির কারণ])—হি (কেন না) অস্য (এই জীবের) যঃ যঃ (যে কোনও আত্মীয়) ইতঃ (ইহজগৎ হইতে) প্রৈতি (গমন করে) [সে জীবিত ব্যক্তির স্বহৃদয়ে বিদ্যমান থাকিলেও] তম্ (উক্ত মৃতকে) [সেই জীব] ইহ (ইহলোকে) দর্শনায় (দর্শনের বিষয়ীভূতরূপে) ন লভতে (পায় না) । ১

“উক্ত এই সত্য কাম্যবস্তুসকল মিথ্যাদ্বারা আবৃত ; মিথ্যাই উক্ত স্বতোবিদ্যমান সত্য কাম্যসকলের আবরণ ;[১] কারণ জীবের যে কোনও আত্মীয় ইহজগৎ ত্যাগ করিলে, তাহাকে সে আর এই জগতে দর্শন করিতে পায় না। ১

[১] সমস্ত কাম্যবস্তু আত্মাতেই বিদ্যমান, অথচ মানুষ ভ্রমে বাহিরে তাহার অন্বেষণ করে। তাহার দৃষ্টি ও আচরণ বাহিরের কাম্যবস্তুতে কেন্দ্রীভূত থাকায় সে সত্য কাম্যবস্তু লাভ করে না। মিথ্যাই যে সত্যের আবরণ, তাহা পরের বাক্যে প্রমাণিত হইতেছে। বাহিরে অনুসন্ধান করিয়া কেহ মৃত পুত্রাদির মিলনসুখ লাভ করিতে পারে না।

অথ যে চাস্যেহ জীবা যে চ প্রেতা যচ্চান্যদিচ্ছন্ন লভতে সর্বং তদত্র গত্বা বিন্দতেঽত্র হ্যস্যৈতে সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাস্তদ্ যথাঽপি হিরণ্যনিধিং নিহিতমক্ষেত্রজ্ঞা উপর্যুপরি সঞ্চরন্তো ন বিন্দেয়ুরেবমেবেমাঃ সর্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্ত্যনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ ॥ ২

অথ অস্য (উক্ত বিদ্বানের) যে (যে সকল আত্মীয়) ইহ জীবাঃ (ইহলোকে জীবিত আছে) যে চ প্রেতাঃ (এবং যাহারা মরিয়াছে), যৎ চ অন্যৎ (এবং অপর যে [সকল রত্নাদি] দ্রব্য) ইচ্ছন্ (ইচ্ছা করিয়াও) ন লভতে (লাভ করিতে পারা যায় না), [তিনি] অত্র গত্বা (এখানে গিয়া, এই সর্বাধার হৃদয়াকাশাখ্য ব্রহ্মে গমন করিয়া) তৎ সর্বম্ (সেই সমস্ত) বিন্দতে (প্রাপ্ত হন) ; হি (কারণ) অত্র (এই স্থানে) এতে (এই সকল) সত্যাঃ কামাঃ অনৃতাপিধানাঃ [হইয়া বিদ্যমান আছে]। তৎ (উক্ত বিষয়টি এইরূপ) —যথা (যেমন) উপরি উপরি (বার বার উপরে) সঞ্চরন্তঃ অপি (বিচরণ করিয়াও),

অক্ষেত্রজ্ঞাঃ (নিধিশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ) নিহিতম্ ([নিধাতৃগণ কর্তৃক] ভূগর্ভে প্রোথিত) হিরণ্যনিধিম্ (সংরক্ষিত স্বর্ণ) ন বিন্দেয়ুঃ (প্রাপ্ত হয় না) এবম্ এব (ঠিক তেমনি) ইমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ (এই সকল জীব) অহঃ অহঃ (প্রতিদিন) [সুষুপ্তিকালে] গচ্ছন্ত্যঃ ([ব্রহ্মে] গমন করিয়াও) এতম্ ব্রহ্মলোকম্ (এই ব্রহ্মরূপ লোককে) ন বিন্দতি (লাভ করে না), [অর্থাৎ আমি ব্রহ্মে আসিয়াছি—ইহা জানে না]; হি (কারণ) [তাহারা] অনৃতেন (মিথ্যাদ্বারা, অবিদ্যাদি দোষের দ্বারা) [স্বরূপ জ্ঞান হইতে] প্রত্যূঢ়াঃ (অপহৃত বা বাহিরে প্রক্ষিপ্ত রহিয়াছে)। ২

"উক্ত বিদ্বানের যে সকল আত্মীয় জীবিত আছে, বা যাহারা মরিয়াছে, বা অপর যাহা কিছু ইচ্ছা করিয়াও লাভ করিতে পারা যায় না, সেই সমস্তই তিনি হৃদয়াকাশাখ্য ব্রহ্মে যাইয়া লাভ করেন; কেন না সেখানে এই সমস্ত সত্য কাম্যবস্তু মিথ্যাদ্বারা আবৃত হইয়া বিদ্যমান আছে। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—যেমন বার বার উপরে বিচরণ করিয়াও নিধিশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভূগর্ভে প্রোথিত ও সংরক্ষিত স্বর্ণ প্রাপ্ত হয় না, ঠিক তেমনি জীবগণ প্রতিদিন (সুষুপ্তিকালে) এই ব্রহ্মরূপ লোকে গমন করিয়াও তাঁহাকে লাভ করে না; কেন না তাহারা মিথ্যা (-জ্ঞানসম্ভূত বিষয়তৃষ্ণা) দ্বারা স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকে। ২

স বা এষ আত্মা হৃদি তস্যৈতদেব নিরুক্তং হৃদ্যয়মিতি তস্মাদ্ধৃদয়মহরহর্বা এবংবিৎ স্বর্গং লোকমেতি ॥ ৩

সঃ বৈ এষঃ আত্মা (পূর্বোক্ত এই আত্মাই) হৃদি (হৃদয়পুণ্ডরীকে অবস্থিত) [এবং আকাশ-শব্দের বাচ্য]। তস্য (উক্ত হৃদয়ের) এতৎ এব (ইহাই) নিরুক্তম্ (নির্বচন, মৌলিক অর্থ)—[যেহেতু] হৃদি অয়ম্ ইতি (হৃৎ-মধ্যে এই আত্মা [বর্তমান]) তস্মাৎ (অতএব) হৃৎ-অয়ম্ (হৃদয়); [অর্থাৎ ঐ নির্বচন হইতেও বুঝা যায় যে, আত্মা স্বহৃদয়েই অবস্থিত এবং সেখানেই উপলভ্য]। এবম্-বিৎ যিনি জানেন যে, এই আত্মা হৃদয়েই আছেন, তিনি) অহঃ অহঃ বৈ (প্রতিদিনই) [সুষুপ্তিকালে] স্বর্গম্ লোকম্ এতি (স্বর্গলোকে গমন করেন, সুখস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন)। ৩

"সুপ্রসিদ্ধ সেই আত্মা হৃদয়েই অবস্থিত। উক্ত হৃদয়শব্দের নির্বচন এই—যেহেতু হৃৎ (-পিণ্ডে) অয়ম্ বা ইনি (অর্থাৎ আত্মা), অতএব (উহা) হৃদয়। এইরূপ জ্ঞানী অবশ্যই প্রতিদিন স্বর্গলোক লাভ করেন।[১] ৩

[১] । সুষুপ্তিতে সকলেরই ব্রহ্মলাভ হইলেও বিদ্বানের ঐ বিষয়ে একটু পার্থক্য আছে; বিদ্বান্ জানেন যে, তিনি ব্রহ্মলাভ করিয়াছেন ; অবিদ্বান্ তাহা জানে না। তেমনি দেহ-ত্যাগান্তে সকলেরই আত্মায় লয় হইলেও, যিনি তত্ত্বমসি বাক্যের অর্থ জানেন, তিনি প্রত্যাবর্তন করেন না ; পরন্তু যিনি জানেন না, তাঁহার পুনর্জন্ম হয়। ৬।৯।৩ টীকা দ্রষ্টব্য।

অথ য এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যমিতি ॥ ৪

[মুক্তির অবলম্বন শুদ্ধব্রহ্মের সহিত বিদ্বানের তাদাত্ম্য উপদেশ করিয়া উপাস্য ব্রহ্মের স্তুতির জন্য তাঁহার 'সত্য' নামের নির্বচন করা হইতেছে]—অথ যঃ এষঃ (এই যিনি) সম্প্রসাদঃ ([সম্যক্ প্রসাদগুণযুক্ত] বিদ্বান্) [তিনি] অস্মাৎ শরীরাৎ (এই শরীর হইতে) সমুত্থায় (উত্থিত হইয়া, বিদ্যাসহায়ে দেহাত্মাভিমান ত্যাগ করিয়া) পরম্ জ্যোতিঃ (পরম জ্যোতি অর্থাৎ পরমাত্মনামক স্বপ্রকাশ চৈতন্যজ্যোতিকে) উপসম্পদ্য (সমীপবর্তিরূপে, তদাত্মভাবে, লাভ করিয়া) স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে (স্বীয় [অশরীরী সদাত্মা] স্বরূপে অবস্থিতি লাভ করেন)। [আচার্য] উবাচ হ (বলিলেন)—এষঃ আত্মা ([সম্প্রসাদ যে চৈতন্যজ্যোতিতে তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হন] ইনিই আত্মা) ইতি। [আরও বলিলেন] এতৎ (এই আত্মা) অমৃতম্ (মরণহীন); অভয়ম্ (ভয়হীন) [অতএব] এতৎ (ইনি) ব্রহ্ম ; [সুতরাং ইনি উপাস্য] ইতি। তস্য হ বৈ এতস্য (উক্ত এই) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) নাম সত্যম্ [৬।৮।৭ দ্রঃ] ইতি। ৪

"আবার এই যে সম্প্রসাদ,[১] ইনি এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া এবং পরমজ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া স্বীয় স্বরূপে অবস্থিতি লাভ করেন। ইনিই আত্মা ; ইনিই অমৃত, অভয় ; ইনিই ব্রহ্ম। উক্ত ব্রহ্মের নাম সত্য"—গুরু এই উপদেশ দিলেন। ৪

৩। জাগরণে ও স্বপ্নে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগবশতঃ চিত্তকালুষ্য ঘটে। সুষুপ্তিতে জীব উহা হইতে মুক্ত থাকে বলিয়া তাহার আভিধানিক নাম সম্প্রসাদ। এখানে বিশেষভাবে বিদ্বানকেই ঐ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।

তানি হ বা এতানি ত্রীণ্যক্ষরাণি সতীয়মিতি তদ্ যৎ সৎ তদমৃতমথ যত্তি তন্মর্ত্যমথ যদ্ যং তেনোভে যচ্ছতি যদনেনোভে যচ্ছতি তস্মাদ্ যমহরহর্বা এবংবিৎ স্বর্গং লোকমেতি ॥ ৫

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য তৃতীয়খণ্ডঃ ॥

তানি হ বৈ এতানি অক্ষরাণি ([ব্রহ্মের "সত্য" এই নামের] এই অক্ষরগুলি) ত্রীণি (তিনটি)—সতীয়ম্ (সৎ, তী এবং যম্ [তন্মধ্যে স, ত্ ও যম্—এই তিনটিই অক্ষর ; ৎ ও ঈ উচ্চারণের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে ; স+ত্+যম্=সত্যম্]। তৎ (তন্মধ্যে) যৎ (যেটি) সৎ (স-কার), তৎ অমৃতম্ (উহা অমৃত) ; অথ যৎ তি (=তী-কার), তৎ মর্ত্যম্ (মর) ; অথ যৎ যম্, তেন (সেই অক্ষরের দ্বারা) উভে (উভয় অক্ষরকে) যচ্ছতি (নিয়মিত বা বশীকৃত করে)। যৎ (যেহেতু) অনেন (যম্ এই অক্ষরের দ্বারা) উভে যচ্ছতি, তস্মাৎ (সেই জন্য) [উহা] যম্ ; [যম্ যেন উভয়কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে]। [অপরাংশ পূর্ববৎ]। ৫

ব্রহ্মের উক্ত নামের অক্ষরগুলি সংখ্যায় তিন—সৎ, তী এবং যম্। তন্মধ্যে যেটি স-কার, তাহা অমর ; যেটি ত-কার, তাহা মর ; আর যেটি যম্-কার, তাহা পূর্বোক্ত অক্ষরদ্বয়কে নিজের বশীভূত করে। যেহেতু এই অক্ষর উভয়কে সংযমিত করে, অতএব উহার নাম যম্। যে কেহ এইরূপ জানেন, তিনি প্রত্যহ স্বর্গলোক (অর্থাৎ ব্রহ্মকে) লাভ করেন।[১] ৫

---

[১] যে ব্রহ্মের নামেরই এতাদৃশ মহিমা, সেই ব্রহ্ম অবশ্য উপাস্য।

অষ্টমাধ্যায়—চতুর্থ খণ্ড

(ব্রহ্মসেতু)

অথ য আত্মা স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসংভেদায় নৈতং সেতুমহোরাত্রে তরতো ন জরা ন মৃত্যুর্ন শোকো ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতং সর্বে পাপ্মানোঽতো নিবর্তন্তেঽপহতপাপ্মা হ্যেষ ব্রহ্মলোকঃ ॥ ১

[ব্রহ্মচর্যরূপ সাধনের (৮।৪।৩) সহিত উপাস্য ব্রহ্মের সম্বন্ধ-বিধানের জন্য অতঃপর পূর্বোক্ত সম্প্রসাদের স্বরূপকে, পূর্বোল্লিখিত এবং অনুল্লিখিত গুণাবলীর বর্ণনা করিয়া স্তব করা হইতেছে]—অথ যঃ আত্মা সঃ সেতুঃ ([যেন একটি] বাঁধ) ; এষাম্ লোকানাম্ (ভূরাদি এই সকল লোকের) অসংভেদায় (বিদীর্ণ না হওয়ার জন্য, অবিনাশের জন্য) [ইনি] [কর্মানুষ্ঠাতার কর্মানুরূপ ফল বিধানপূর্বক জগতের] বিধৃতিঃ (বিধারক) । এতম্ সেতুম্ (এই বাঁধকে) অহোরাত্রে (দিন ও রাত্রি [অর্থাৎ তদ্দ্বারা উপলক্ষিত সর্ববস্তুর পরিচ্ছেদক কাল]) ন তরতঃ (উত্তীর্ণ হয় না, স্বায়ত্ত করিতে পারে না), [অর্থাৎ আত্মা কালপরিচ্ছেদ-শূন্য]; জরা ন, মৃত্যুঃ ন, শোকঃ ন, সুকৃতম্ (পুণ্য, ধর্ম) ন, দুষ্কৃতম্ (পাপ, অধর্ম) ন (ইঁহাকে অতিক্রম করে না, অর্থাৎ স্পর্শ করে না) । সর্বে পাপ্মানঃ (সকল পাপ) অতঃ (ইঁহা হইতে) নিবর্তন্তে (নিবৃত্ত হয়, তাঁহাকে পায় না) ; হি (কারণ) এষঃ ব্রহ্মলোকঃ (ব্রহ্মরূপ লোক বা ব্রহ্ম) অপহত-পাপ্মা (বিগত-পাপ) । ১

যিনি আত্মা, তিনি (যেন) সেতুস্বরূপ (অর্থাৎ বাঁধ)—এই সকল লোক যাহাতে বিচ্ছিন্ন না হয়, এই জন্য ইনি ইহাদের ধরিয়া রাখিয়াছেন। ইহাকে দিন ও রাত্রি অতিক্রম করিতে পারে না , জরা, মৃত্যু, শোক, ধর্ম ও অধর্ম তাঁহাকে পার হইতে পারে না। সমুদয় পাপ (ইহাকে না পাইয়া) ইহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় ; কেন না এই ব্রহ্মরূপ লোক সর্বপাপাতীত। ১

তস্মাদ্বা এবং সেতুং তীর্ত্বাঽন্ধঃ সন্ননন্ধো ভবতি বিদ্ধঃ সন্নবিদ্ধো ভবত্যুপতাপী সন্ননুপতাপী ভবতি তস্মাদ্বা এতং সেতুং তীর্ত্বাঽপি নক্তমহরেবাভিনিষ্পদ্যতে সকৃদ্বিভাতো হ্যেবৈষ ব্রহ্মলোকঃ ॥ ২

[পাপের ফলে শরীরধারীরা অন্ধ প্রভৃতি হয়; কিন্তু অশরীরী আত্মা সেরূপ হন না]—তস্মাৎ বৈ (সেই জন্যই, তিনি পাপাতীত বলিয়াই) এতম্ সেতুম্ তীর্ত্বা (এই [আত্মরূপ] সেতুকে প্রাপ্ত হইয়া, [অবিদ্যার পারে গমন করিয়া]) অন্ধঃ সন্ (যিনি অন্ধ ছিলেন, তিনিও) অনন্ধঃ ভবতি (অন্ধত্ববিহীন হন), বিদ্ধ সন্ (যিনি দুঃখাদিদ্বারা বিদ্ধ ছিলেন, তিনি) অবিদ্ধঃ ভবতি, উপতাপী সন্ (যিনি রোগাদির দ্বারা জর্জরিত ছিলেন, তিনি) অনুপতাপী (সন্তাপাতীত) ভবতি। [যেহেতু ঐ সেতুতে দিবারাত্র নাই] তস্মাৎ বৈ (অতএব) এতম্ সেতুম্ তীর্ত্বা নক্তম্ অপি (রাত্রিও) অহঃ এব অভিনিষ্পদ্যতে [চৈতন্য-জ্যোতিঃস্বরূপ] দিবসে পরিণত হয়)—হি (কেন না) এষঃ ব্রহ্মলোকঃ সকৃৎ বিভাতঃ এব (সদাজ্যোতির্ময়, সর্বদা একরূপ স্বপ্রকাশ)। ২

এই জন্যই এই সেতুকে প্রাপ্ত হইলে অন্ধও অন্ধত্বহীন হয়, শোকাদিক্লিষ্ট ব্যক্তিও ক্লেশাতীত হয়, (রোগাদি) সন্তপ্ত ব্যক্তিও সন্তাপাতীত হয়। এই জন্যই এই সেতুকে প্রাপ্ত হইলে রাত্রিও দিবসে পরিণত হয়; কেন না এই ব্রহ্মরূপ লোক চিরজ্যোতিষ্মান্। ২

তদ্ য এবৈতং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মচর্যেণানুবিন্দন্তি তেষামেবৈষ
ব্রহ্মলোকস্তেষাং সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি ॥ ৩

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য চতুর্থখণ্ডঃ ॥

[বিদ্যার ফল যখন এইরূপ] তৎ (সুতরাং) যে এব (যাঁহারাই) ব্রহ্মচর্যেণ (কামহীন ব্রহ্মচর্যের দ্বারা) এতম্ ব্রহ্মলোকম্ (এই ব্রহ্মরূপ লোককে) অনুবিন্দন্তি (গুরুর উপদেশ অনুযায়ী লাভ করেন, স্বীয় আত্মরূপে অবগত হন), এষঃ ব্রহ্মলোকঃ তেষাম্ এব (তাঁহাদেরই, কামাদিহীন সেই ব্রহ্মজ্ঞদেরই), তেষাম্ সর্বেষু [ইত্যাদি—৮।১।৬]। ৩

(তাহাই যখন হইল) তখন যাঁহারা গুরুর উপদেশ অনুযায়ী ব্রহ্মচর্য-সহায়ে এই ব্রহ্মরূপ লোক প্রাপ্ত হন, এই ব্রহ্মলোক তাঁহাদেরই। সকল লোকেই তাঁহাদের স্বচ্ছন্দগতি হইয়া থাকে। ৩

অষ্টমাধ্যায়—পঞ্চম খণ্ড

(ব্রহ্মচর্য)

অথ যদ্ যজ্ঞ ইত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্যমেব তদ্ ব্রহ্মচর্যেণ হ্যেব যো জ্ঞাতা তং বিন্দতেঽথ যদিষ্টমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্যমেব তদ্ ব্রহ্মচর্যেণ হ্যেবেষ্ট্বাত্মানমনুবিন্দতে ॥ ১

[সেতু প্রভৃতি রূপে যে আত্মার গুণাদি কীর্তিত হইয়াছে, তাঁহার প্রাপ্তির জন্য জ্ঞানের সহকারী সাধন ব্রহ্মচর্য বিহিত হইতেছে, এবং উক্ত ব্রহ্মচর্যে নিষ্ঠা উৎপাদনের জন্য যজ্ঞাদিরূপে উহার প্রশংসা করা হইতেছে]—অথ যৎ (যাহাকে) [লোকে] যজ্ঞঃ ইতি (যজ্ঞ নামে) আচক্ষতে (উল্লেখ করে) তৎ (তাহা) ব্রহ্মচর্যম্ এব (ব্রহ্মচর্যই) [অর্থাৎ যজ্ঞের যাহা ফল, তাহা ব্রহ্মচর্যের দ্বারাও লভ্য],—হি (কারণ) যঃ জ্ঞাতা (যিনি জ্ঞাতা, তিনি) [চিত্তশুদ্ধিক্রমে যজ্ঞের যাহা চরম লভ্য ফল] তম্ (তাঁহাকে, ব্রহ্মলোককে) ব্রহ্মচর্যেণ এব (ব্রহ্মচর্যের দ্বারাই) বিন্দতে (লাভ করেন), [কেবল ফলসাম্যহেতুই ব্রহ্মচর্য যজ্ঞ নহে ; অধিকন্তু যজ্ঞ শব্দে 'য' ও 'জ্ঞ' আছে এবং 'যঃ জ্ঞাতা' ইহাতেও 'য' ও 'জ্ঞ' আছে,—এই জন্যও ব্রহ্মচর্য যজ্ঞ]। অথ যৎ ইষ্টম্ ইতি (ইষ্ট বলিয়া [ইষ্ট=যজ্ঞ, পূজা]) আচক্ষতে, তৎ ব্রহ্মচর্যম্ এব—হি ব্রহ্মচর্যেণ এব ইষ্ট্বা ([ঈশ্বরকে] পূজা করিয়া, অথবা আত্মবিষয়ে এষণা বা কামনা করিয়া) আত্মানম্ (আত্মাকে) অনুবিন্দতে ; [ইষ্ট-অনুষ্ঠানে যেমন ব্রহ্মবিষয়ক এষণারই অভিব্যক্তি হয়, ব্রহ্মচর্যানুষ্ঠানেও তাহাই হয়, ব্রহ্মচর্যও এষণাত্মক ; ইষ্ট ও এষণা উভয়েই ইষ্ ধাতু হইতে সিদ্ধ]। ১

লোকে যাহাকে যজ্ঞ বলে তাহাও ব্রহ্মচর্য ; কারণ যিনি জ্ঞাতা, তিনি ব্রহ্মচর্যদ্বারাই ব্রহ্মলোক লাভ করেন। আবার লোকে যাহাকে ইষ্ট[১] বলে তাহাও ব্রহ্মচর্য ; কারণ ব্রহ্মচর্যের দ্বারাই (আত্মার বিষয়ে) এষণা করিয়া (তাহারা) আত্মাকে লাভ করে। ১

---

[১] একাগ্নি-কর্মহবনং ত্রেতায়াং যচ্চ হূয়তে। অন্তর্বেদ্যাং চ যদ্দানমিষ্টং তদভিধীয়তে ॥ অগ্নিহোত্রং তপঃ সত্যং বেদানাঞ্চানুপালনং। আতিথ্যং বৈশ্বদেবঞ্চ প্রাহুরিষ্টমিতি স্মৃতম্ ॥

অথ যৎসত্রায়ণমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্যমেব তদ্ ব্রহ্মচর্যেণ হ্যেব সত আত্মনস্ত্রাণং বিন্দতেঽথ যন্মৌনমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্যমেব তদ্ ব্রহ্মচর্যেণ হ্যেবাত্মানমনুবিদ্য মনুতে ॥ ২

অথ যৎ সত্রায়ণম্ (বহু যজমানবিশিষ্ট বৈদিক কর্ম) ইতি আচক্ষতে, তৎ ব্রহ্মচর্যম্ এব—হি ব্রহ্মচর্যেণ এব সতঃ (পরমাত্মার সকাশে) আত্মনঃ (আপনার, জীবের) ত্রাণম্ (পরিত্রাণ) বিন্দতে (লাভ করেন) [সত্রায়ণম্=সৎ+ত্রায়ণম্=সতঃ ত্রাণম্] ; অথ যৎ মৌনম্ (মৌন) ইতি আচক্ষতে তৎ ব্রহ্মচর্যম্ এব—হি ব্রহ্মচর্যেণ এব আত্মানম্ (আত্মাকে) অনুবিদ্য (শাস্ত্রাচার্য হইতে জানিয়া পরে) মনুতে (মনন করে, ধ্যান করে) [মৌন ও মনন উভয় শব্দই মন্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন] । ২

আবার লোকে যাহাকে সত্রায়ণ বলে, তাহাও ব্রহ্মচর্য ; কারণ ব্রহ্মচর্যসহায়েই লোকে পরমাত্মার সকাশে আপনার ত্রাণ লাভ করে। আবার লোকে যাহাকে মৌন বলে, তাহাও ব্রহ্মচর্য ; কারণ ব্রহ্মচর্যসহায়েই লোকে (শাস্ত্রাদি হইতে) আত্মাকে জানিয়া পরে মনন করে। ২

অথ যদনাশকায়নমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্যমেব তদেষ হ্যাত্মা ন নশ্যতি যং ব্রহ্মচর্যেণানুবিন্দতেঽথ যদরণ্যায়নমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্যমেব তৎ তদরশ্চ হ বৈ ণ্যশ্চার্ণবৌ ব্রহ্মলোকে তৃতীয়স্যামিতো দিবি তদৈরম্মদীয়ং সরস্তদশ্বত্থঃ সোমসবনস্তদপরাজিতা পূর্ব্রহ্মণঃ প্রভুবিমিতং হিরণ্ময়ম্ ॥ ৩

অথ যৎ অনাশকায়নম্ (উপবাসপরায়ণতা, অনশনব্রত) ইতি আচক্ষতে তৎ ব্রহ্মচর্যম্ এব—হি যম্ (যে আত্মাকে) ব্রহ্মচর্যেণ অনুবিন্দতে, [ব্রহ্মচর্যপরায়ণ সেই সাধকের] এষঃ আত্মা (এই আত্মা) ন নশ্যতি (নাশ হয় না, “অনাশ” হন) [অনাশক-অয়নম্=অনাশে গমন]। অথ যৎ অরণ্যায়নম্ (অরণ্যবাস) ইতি আচক্ষতে, তৎ ব্রহ্মচর্যম্ এব—[কারণ যে লোকে “অর” ও “ণ্য” নামক সমুদ্রদ্বয় আছে, সেখানে

ব্রহ্মচারীর "অয়ন" বা গতি হয়]। তৎ (সেই) ব্রহ্মলোকে, [অর্থাৎ] ইতঃ তৃতীয়স্যাম্ দিবি (এই পৃথিবীলোক হইতে গণনা করিয়া তৃতীয়-সংখ্যক দ্যুলোকে ; ভূলোক ও অন্তরিক্ষ-লোকের ঊর্ধ্বে) অরঃ চ হ বৈ (অর নামে প্রসিদ্ধ) ণ্যঃ চ (এবং ণ্য নামে খ্যাত) অর্ণবৌ (সমুদ্র, অথবা সমুদ্রোপম সরোবর, দুইটি [আছে]), তৎ (সেখানে) ঐরম্মদীয়ম্ সরঃ (ইরা=অন্ন, ঐর=অন্নের মণ্ড, সেই মণ্ডপূর্ণ ও তদুপভোগকারীদের মদের বা আনন্দের বর্ধক সরোবর) [আছে], তৎ সোমসবনঃ (অমৃতস্রাবী) অশ্বত্থঃ, তৎ ব্রহ্মণঃ (হিরণ্যগর্ভের) অপরাজিতা ([ব্রহ্মচারী ভিন্ন] অপরের দ্বারা অজিত) পূঃ (পুরী) [আছে], [সেখানে] প্রভু-বিমিতম্ (প্রভুর, অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের দ্বারা বিশেষরূপে নির্মিত) [এবং] হিরণ্ময়ম্ (সুবর্ণময়) [মণ্ডপ আছে]। ৩

আবার লোকে যাহাকে অনাশকায়ন বলে, তাহাও ব্রহ্মচর্য ; কারণ ব্রহ্মচর্যের দ্বারা যে আত্মাকে লাভ করা হয় সেই আত্মার নাশ হয় না। আবার যাহাকে অরণ্যায়ন বলে, তাহাও ব্রহ্মচর্য। সেই ব্রহ্মলোকে— অর্থাৎ এই (পৃথিবী) লোক হইতে গণনা করিয়া তৃতীয় দ্যুলোক নামক লোকে অর ও ণ্য নামক সমুদ্রদ্বয় আছে। সেখানে ঐরম্মদীয় সরোবর আছে ; সেখানে অমৃতস্রাবী অশ্বত্থ আছে ; সেখানে ব্রহ্মার অপরাজিতা-নাম্নী পুরী আছে ; সেখানে ব্রহ্মার দ্বারা বিশেষরূপে সৃষ্ট হিরণ্ময় মণ্ডপ আছে। ৩

তদ্ য এবৈতাবরং চ ণ্যং চার্ণবৌ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মচর্যেণানুবিন্দন্তি তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকস্তেষাং সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি ॥ ৪

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য পঞ্চমখণ্ডঃ ॥

তৎ (সুতরাং) যে এব (যাঁহারা) ব্রহ্মলোকে এতৌ (ব্রহ্মলোকস্থ এই দুইটি) অরম্ চ

ণ্যম্ চ (অর ও ণ্য নামক) অর্ণবৌ (সমুদ্রদ্বয়কে) ব্রহ্মচর্যেণ (ব্রহ্মচর্যের দ্বারা) অনুবিন্দন্তি, তেষাম্ এব (তাঁহাদেরই) এষঃ ব্রহ্মলোকঃ, সর্বেষু লোকেষু তেষাম্ কামচারঃ ভবতি। ৪

সুতরাং যাঁহারা ব্রহ্মচর্যসহায়ে ব্রহ্মলোকস্থ এই অর ও ণ্য নামক সমুদ্রদ্বয় লাভ করেন,[১] এই ব্রহ্মলোক তাঁহাদেরই। তাঁহারা সমস্ত লোকে স্বচ্ছন্দচারী হন। ৪

১। বর্তমান অধ্যায়ের দ্বিতীয় খণ্ডাদিতে ও বর্তমান স্থলে যে সকল সত্য কাম্যবস্তু ব্রহ্মলোকে লভ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, উহারা সকলেই মানসিক (৮।১২।৫) ; ব্রহ্মলোকবাসী যোগীও সেখানে মানসদেহেই বিচরণ করেন। স্থূলদেহধারী পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতির ঐরূপ মানসদেহের সহিত মিলন হইতে পারে না। কিন্তু মানস হইলেও এই কাম্যবস্তুসকল মিথ্যা নহে ; কেন না মানস রচনা মিথ্যা হইলে সৎস্বরূপ ব্রহ্মের মানস সঙ্কল্পের দ্বারা বিরচিত এই স্থূল জগৎকেও মিথ্যা বলিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে মানস ও বাহ্য জগতের মধ্যে বীজাঙ্কুরের ন্যায় সম্বন্ধ রহিয়াছে। বীজ হইতে অঙ্কুর এবং অঙ্কুর হইতে বীজ হয় ; তেমনি জাগ্রতকালীন সংস্কার হইতে মানসিক শক্তি লাভ হয় এবং মানসসৃষ্টি হয় ; আবার মানসসংস্কার অনুযায়ী জাগ্রৎকালীন বিষয়ের পরিচয়লাভ হয়। (ছাঃ ৬।৫।৪ এবং ৬।২।৩ দ্রঃ)। জাগ্রতের তুলনায় স্বাপ্নিক সৃষ্টিকে মিথ্যা বলিলে, স্বপ্নের তুলনায় জাগ্রৎসৃষ্টিকেও মিথ্যা না বলার কোনও কারণ নাই ; কেন না উভয়ের সমান অর্থক্রিয়াকারিত্ব রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে সৎস্বরূপ ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় কোনও সত্যবস্তু নাই। মানস ও স্থূল বস্তু যখন সদ্রূপে প্রতিভাত না হইয়া বিশেষ বিশেষ নাম ও রূপের সহিত সংসৃষ্টরূপে প্রতিভাত হয়, তখনই তাহারা মিথ্যা। এই হিসাবে জাগ্রৎ ও স্বপ্ন উভয়ই মিথ্যা। ব্রহ্মলোকস্থ অর ও ণ্য প্রভৃতি এবং সঙ্কল্পপ্রসূত পিতাপ্রভৃতি কাম্যবস্তু সমস্তই মানস। কিন্তু এই সত্য কাম্যগুলি শুদ্ধ সঙ্কল্প হইতে প্রসূত এবং বাহ্যভোগের ন্যায় অশুদ্ধিযুক্ত নহে বলিয়া নিরতিশয় সুখপ্রদ। রজ্জুজ্ঞানের পরেও রজ্জুতে কল্পিত সর্পাদি যেমন রজ্জুরূপে সত্য, তেমনি সদাত্মজ্ঞানের পরেও মানসিক ও বাহ্য কাম্যসমূহ সৎস্বরূপে সত্য।

অষ্টমাধ্যায়—ষষ্ঠ খণ্ড

(নাড়ীসমূহ)

অথ যা এতা হৃদয়স্য নাড্যস্তাঃ পিঙ্গলস্যাণিম্নস্তিষ্ঠন্তি শুক্লস্য নীলস্য পীতস্য লোহিতস্যেত্যসৌ বা আদিত্যঃ পিঙ্গল এষ শুক্ল এষ নীল এষ পীত এষ লোহিতঃ ॥ ১

[যিনি ব্রহ্মচর্যাদি সাধনসম্পন্ন হইয়া ও বাহ্যতৃষ্ণা ত্যাগ করিয়া হৃৎপুণ্ডরীকস্থ ব্রহ্মকে যথোক্ত গুণবিশিষ্টরূপে উপাসনা করেন, তাঁহার কিরূপে মস্তকস্থ নাড়ী-অবলম্বনে গতি হয় তাহা বলিবার জন্য বর্তমান খণ্ড আরম্ভ হইতেছে]—হৃদয়স্য ([ব্রহ্মোপাসনার স্থান পুণ্ডরীকাকার] হৃদয়ের সহিত সম্বদ্ধ) যাঃ এতাঃ নাড্যঃ (এই যে সকল নাড়ী আছে) [হৃদয়দেশ হইতে যেগুলি ইতস্ততঃ নিঃসৃত হইয়াছে] তাঃ (তাহারা) পিঙ্গলস্য অণিম্নঃ (পিঙ্গলবর্ণবিশিষ্ট অন্নরসের সারে পূর্ণ ও তদাকারপ্রাপ্ত হইয়া) তিষ্ঠন্তি (বিদ্যমান আছে) ; [সেইরূপ] শুক্লস্য, নীলস্য, পীতস্য, লোহিতস্য (অন্নের শুক্ল, নীল, পীত ও লোহিত বর্ণের রসের সারে [পূর্ণ হইয়া বিদ্যমান আছে]) ইতি। অসৌ বৈ আদিত্যঃ (এই আদিত্যই) পিঙ্গলঃ, এষঃ (ইনি) শুক্লঃ, এবঃ নীলঃ, এবঃ পীতঃ, এষঃ লোহিতঃ ; (অর্থাৎ আদিত্যের সহিত সম্বদ্ধবশতঃ ঐ সকল নাড়ীর বিভিন্ন বর্ণ হয়)। ১

অনন্তর, হৃদয়ের এই যে নাড়ীসমুদয়, তাহারা পিঙ্গল, শুক্ল, নীল, পীত ও লোহিত রসের সারভাগের দ্বারা পূর্ণ রহিয়াছে। ঐ আদিত্যই পিঙ্গল ; ইনিই শুক্ল, ইনি নীল, ইনি পীত, ইনি লোহিত।[১] ১

১। নাভির উপরে ও হৃদয়ের নিম্নে আমাশয় আছে। উহাতে যে সৌরতেজ রহিয়াছে, তাহার নাম পিত্ত। লোকে যাহা খায় ও পান করে, তাহা এই পিত্তাখ্য সৌরতেজের দ্বারা পক্ক হয়। এই পাকের ফলে কফ ও বায়ু উদ্ভূত হয়। উক্ত পিত্তাখ্য সৌরতেজ যখন স্বপাক-সম্পাদিত স্বল্প কফের সহিত মিশ্রিত হয়, তখন পিঙ্গলবর্ণ হয় ; এবং পিঙ্গলবর্ণ সৌরতেজের সম্পর্কে দেহের অন্নরস ও নাড়ী পিঙ্গল হয়। এইরূপে পাকসম্পাদিত অধিক বায়ুর সহিত মিশিয়া সৌরতেজ নীল হয়, তাহার সম্পর্কে অন্নরস ও নাড়ী নীল হয়। ঐ পিত্তাখ্য

সৌরতেজই যখন শ্বপ্নাকসম্পাদিত অধিকপরিমাণ কফের সহিত মিশে তখন শুক্ল হয় এবং অন্নরস ও নাড়ীকেও শুক্ল করে। বায়ু ও কফ সমপরিমাণ হইলে তাহাদের সম্পর্কে ঐ পিত্তাখ্য সৌরতেজ পীতবর্ণ হয় এবং অন্নরস ও নাড়ীকেও পীত করে। যখন পাকনিষ্পন্ন শোণিতের আধিক্য হয়, তখন সৌরতেজ লোহিত হয় এবং উহা অন্নরস ও নাড়ীকেও লোহিত করে।

তদ্ যথা মহাপথ আতত উভৌ গ্রামৌ গচ্ছতীমং চামুং চৈবমেবৈতা আদিত্যস্য রশ্ময় উভৌ লোকৌ গচ্ছন্তীমং চামুং চামুষ্মাদাদিত্যাৎ প্রতায়ন্তে তা আসু নাড়ীষু সৃপ্তা আভ্যো নাড়ীভ্যঃ প্রতায়ন্তে তেঽমুষ্মিন্নাদিত্যে সৃপ্তাঃ ॥ ২

[সৌরতেজ নাড়ীতে অনুসৃত হইয়া কিরূপে বিভিন্ন বর্ণ প্রাপ্ত হয়, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে]—তৎ (উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই)—যথা (যেমন) মহাপথঃ (বিশাল পথ) আততঃ (বিস্তীর্ণ হইয়া) ইমম্ চ অমুম্ চ উভৌ গ্রামৌ (এই গ্রাম এবং ঐ গ্রাম উভয় গ্রামেই) গচ্ছতি (গমন করে) এবম্ এব (ঠিক এমনি) আদিত্যস্য এতাঃ রশ্ময়ঃ (সূর্যের এই কিরণগুলি) ইমম্ চ অমুম্ চ উভৌ লোকৌ (এই শরীর ও আদিত্যমণ্ডল এই উভয় স্থানেই) গচ্ছন্তি (গমন করে, প্রবিষ্ট রহিয়াছে) ; অমুষ্মাৎ আদিত্যাৎ (ঐ সূর্যমণ্ডল হইতে) প্রতায়ন্তে (প্রবৃত্ত, বিস্তৃত হয়) [ও] তাঃ (তাহারা) আসু নাড়ীষু ([দেহস্থ] এই নাড়ীসকলে) সৃপ্তাঃ (প্রবিষ্ট হয়) ; আভ্যঃ নাড়ীভ্যঃ (এই নাড়ীসকল হইতে) তে (ঐ রশ্মিসকল) প্রতায়ন্তে, অমুষ্মিন্ আদিত্যে (ঐ সূর্যমণ্ডলে) সৃপ্তাঃ। [রশ্মি-শব্দ স্ত্রী ও পুং উভয় লিঙ্গে প্রযুক্ত হয়] । ২

উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—যেমন কোনও বিশাল পথ বিস্তৃত হইয়া নিকটবর্তী ও দূরবর্তী গ্রামদ্বয়ে প্রবেশ করে, ঠিক তেমনি এই সূর্যকিরণরাশি এই দেহে এবং ঐ আদিত্যমণ্ডলে উভয় স্থানেই প্রবিষ্ট রহিয়াছে। ঐ সূর্যমণ্ডল হইতে বিস্তীর্ণ হইয়া উহারা নাড়ীসকলের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং এই নাড়ীসকল হইতে বিস্তৃত হইয়া ঐ সূর্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হয়। ২

তদ্ যত্রৈতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাত্যাসু তদা নাড়ীষু সৃপ্তো ভবতি তং ন কশ্চন পাপ্মা স্পৃশতি তেজসা হি তদা সম্পন্নো ভবতি ॥ ৩

[জীবের সুষুপ্তির অধিকরণরূপে নাড়ীর প্রশংসা করা হইতেছে]—তৎ [সুতরাং] যত্র (যখন) [জীব] এতৎ (এতাদৃশ [নিদ্রামগ্ন] হয় [যে]) সমস্তঃ ([সকল ইন্দ্রিয়গ্রাম হইতে] সম্যক্ অস্ত বা উপসংহৃত [হইয়া] সম্পূর্ণরূপে) সুপ্তঃ (নিদ্রিত হইয়া) সম্প্রসন্নঃ (জাগরণ ও স্বপ্ন-সুলভ ক্লান্তিবর্জিত [বৃঃ ৪।৩।১৯, ছাঃ ৬।৮।২] হয়), স্বপ্নম্ ন বিজানাতি (স্বপ্নও জানে না, অর্থাৎ দেখে না), তদা (তখন) আসু নাড়ীষু (এই নাড়ীসকলের মধ্যে) সৃপ্তঃ ভবতি (প্রবিষ্ট হয়) [নাড়ী-অবলম্বনে হৃদয়াকাশ বা সতে যায়, কারণ নাড়ী সুষুপ্তি-স্থান নহে [৬।৮।১-২] । সুষুপ্তির আধার [সতের সহিত একীভূত] তম্ (তাহাকে) কঃ চন পাপ্মা (কোনও পাপ) ন স্পৃশতি (স্পর্শ করে না), হি (কারণ) তদা (তখন) [সে] তেজসা সম্পন্নঃ ভবতি (নাড়ীমধ্যস্থ সৌরতেজের দ্বারা সর্বতোভাবে ব্যাপ্ত হয়) । ৩

সুতরাং জীব যখন এতাদৃশ নিদ্রায় মগ্ন হয় যে, ইন্দ্রিয়গ্রাম হইতে বিরত হইয়া পরিপূর্ণস্বরূপে[১] নিদ্রিত ও সম্প্রসন্ন হয় এবং কিছুই জানে না, তখন সে নাড়ীসমূহ-অবলম্বনে (হৃদয়াকাশে) প্রবেশ করে । (তখন) তাহাকে কোনও পাপ স্পর্শ করে না ;[২] কারণ সে তখন (সৌর) তেজের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয় । ৩

[১] জাগ্রদবস্থায় দ্রষ্টা, শ্রোতা, জ্ঞাতা ইত্যাদিরূপে জীব অসমস্ত বা অপরিপূর্ণ থাকে ; সুষুপ্তিতে সে সমস্ত বা পরিপূর্ণস্বরূপ হয়—বৃঃ ১।৪।৭। সমস্ত শব্দের অর্থ সমগ্র বা কৃৎস্ন ; আবার সম্-অস্-তঃ=সম্যক্ একীভূত, ইন্দ্রিয়গ্রাম হইতে উপসংহৃত ।

[২] জাগ্রদবস্থার সুখদুঃখভাগী হয় না । কিন্তু তখনও প্রারব্ধ বা বর্তমান শরীরের দ্বারা উপভোগ্য কর্মফল এবং অজ্ঞান অবশিষ্ট থাকে বলিয়া জীব ঐ অবস্থা হইতে বিচ্যুত হয় ।

অথ যত্রৈতদবলিমানং নীতো ভবতি তমভিত আসীনা আহুর্জানাসি মাং জানাসি মামিতি স যাবদস্মাচ্ছরীরাদনুৎক্রান্তো ভবতি তাবজ্জানাতি ॥ ৪

[ঊর্ধ্বগমন-প্রদর্শনের জন্য মরণকাল বর্ণিত হইতেছে]—অথ যত্র (যখন) [কেহ] এতৎ অবলিমানম্ নীতঃ ([রোগাদিবশতঃ] এইরূপে বলহীনতা প্রাপ্ত হয়) [তখন] অভিতঃ আসীনাঃ (চতুর্দিকে সমাসীন আত্মীয়গণ) তম্ (তাহাকে) আহুঃ (বলে)—জানাসি মাম্ (আমায় চেন কি) ? জানাসি মাম্ ইতি। সঃ (সেই মুমূর্ষু) যাবৎ (যতক্ষণ) শরীরাৎ অনুৎক্রান্তঃ ভবতি (দেহ হইতে নির্গত না হয়), তাবৎ (ততক্ষণ) জানাতি (চিনিতে পারে)।৪

অনন্তর যখন কেহ এতাদৃশরূপে বলহীনতা প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ মুমূর্ষু হয়), তখন চতুর্দিকে উপবিষ্ট ব্যক্তিরা তাহাকে বলে, "আমায় চিনিতেছ কি ? আমায় চিনিতেছ কি ?" যতক্ষণ সে শরীর হইতে নির্গত না হয়, ততক্ষণ চিনিতে পারে। ৪

অথ যত্রৈতদস্মাচ্ছরীরাদুৎক্রামত্যথৈতৈরেব রশ্মিভিরূর্ধ্বমাক্রমতে স ওমিতি বা হোদ্বা মীয়তে স যাবৎ ক্ষিপ্যেন্মনস্তাবদাদিত্যং গচ্ছত্যেতদ্বৈ খলু লোকদ্বারং বিদুষাং প্রপদনং নিরোধোঽবিদুষাম্ ॥ ৫

অথ (প্রারব্ধ কর্মের অবসানে) যত্র (এইরূপে যখন) এতস্মাৎ শরীরাৎ (এই শরীর হইতে) [জীব] উৎক্রামতি (নির্গত হয়) অথ (তখন) সঃ (সে) [যদি অবিদ্বান্ হয় তবে] এতৈঃ এব রশ্মিভিঃ (এই সকল রশ্মি-অবলম্বনেই) [স্বকর্মানুরূপ লোকলাভের জন্য] ঊর্ধ্বম্ আক্রমতে (ঊর্ধ্বে গমন করে) ; [পরন্তু] সঃ (দহরবিদ্যাবিদ্—৮।১।১) [যথাভ্যস্তরূপে] ওম্ ইতি (ওঙ্কারাবলম্বনে [মরণকালে আত্মার] ধ্যান করিয়া) উৎ হ বা (ঊর্ধ্বদিকেই) মীয়তে (গমন করেন), বা (অথবা) [বিদ্যা না জানিলে ঊর্ধ্বগতি প্রাপ্ত না হইয়া তির্যক্‌গতিই প্রাপ্ত হয়]। সঃ (উক্ত বিদ্বান্) মনঃ যাবৎ ক্ষিপ্যেৎ (বিষয় হইতে বিষয়াস্তরে যাইতে মনের যতটুকু সময় লাগে) তাবৎ (সেই স্বল্প সময়েই) আদিত্যম্ গচ্ছতি

(আদিত্যকে প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ সূর্যদ্বারে ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হন)—এতৎ বৈ (ইহাই) লোকদ্বারম্ খলু (ব্রহ্মলোকের প্রসিদ্ধ দ্বার) ; [ইহা] বিদুষাম্ (বিদ্বানের পক্ষে) প্রপদনম্ ([ব্রহ্মলোকের] প্রাপক), অবিদুষাম্ নিরোধঃ (অবিদ্বানের পক্ষে নিরুদ্ধ, অপ্রাপক) [অর্থাৎ অবিদ্বান্ ব্রহ্মরন্ধ্র-অবলম্বনে গমন করে না, বিদ্বান্ করেন] । ৫

অনন্তর এইরূপে যখন এই শরীর হইতে কেহ নির্গত হন, তখন তিনি এই রশ্মিসকল-অবলম্বনে উর্ধ্বে উৎক্রান্ত হন ;—তিনি (বিদ্বান্ হইলে) ওম্ উচ্চারণ করিয়া উর্ধ্বেই গমন করেন, কিংবা (অবিদ্বান্ হইলে) করেন না। মন যতক্ষণে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে যায়, সেই স্বল্প সময়েই সেই বিদ্বান্ আদিত্যকে প্রাপ্ত হন—ইহাই ব্রহ্মলোক লাভের দ্বার ; বিদ্বানের পক্ষে ইহা প্রাপ্তির দ্বার, কিন্তু অবিদ্বানের পক্ষে ইহা নিরুদ্ধ। ৫

তদেষ শ্লোকঃ—
শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্ধানমভিনিঃসৃতৈকা।
তয়োর্ধ্বমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি
উৎক্রমণে ভবন্তি ॥ ৬

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য ষষ্ঠখণ্ডঃ ॥

হৃদয়স্য (হৃদয়ের সহিত সম্বদ্ধ) শতম্ চ একা চ (একশত এক) নাড্যঃ ([প্রধান] নাড়ী [আছে] ; তাসাম্ (তাহাদের মধ্যে) একা (একটি) মূর্ধানম্ অভিনিঃসৃতা (মস্তকের অভিমুখে প্রসারিত হইয়াছে, ব্রহ্মরন্ধ্র অভিমুখে গমন করিয়াছে)। তয়া (তদবলম্বনে) উর্ধ্বম্ আয়ন্ (উর্ধ্বে গমন করিয়া) অমৃতত্বম্ এতি (অমরত্ব প্রাপ্ত হন, [ক্রমমুক্তি লাভ করেন]), অন্যাঃ (অপর নাড়ীসকল) বিষ্বঙ্ [ভবন্তি] (বিভিন্নপথগামী হয়, অর্থাৎ অমৃতত্বলাভের দ্বার হয় না), উৎক্রমণে ভবন্তি (দেহত্যাগের দ্বারমাত্রই হয়, [সংসারগতির কারণ হয়])। উৎক্রমণে ভবন্তি [প্রকরণের সমাপ্তিসূচক পুনরুক্তি] । [কঃ ২।৩।১৬ দ্রঃ] । ৬

হৃদয়ের একশত একটি (প্রধান) নাড়ী আছে। তাহাদের মধ্যে একটি মস্তকাভিমুখে গিয়াছে। (বিদ্বান্) তদবলম্বনে ঊর্ধ্বে গমন করিয়া অমৃতত্ব লাভ করেন। তির্যক্‌গামী অপর নাড়ীগুলি (কেবল) দেহত্যাগেরই দ্বার। ৬

অষ্টমাধ্যায়—সপ্তম খণ্ড

(ইন্দ্র-বিরোচন-প্রজাপতি-সংবাদ, অক্ষিপুরুষ)

য আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ স সর্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতি হ প্রজাপতিরুবাচ ॥ ১

[৮।৩।৪ এ বলা হইয়াছে যে, সম্প্রসাদ শরীরাভিমান ত্যাগ করিয়া স্বরূপে অবস্থিতি লাভ করেন। এই সম্প্রসাদ 'কে? সম্প্রসাদের পরমাত্ম-বিষয়ক জ্ঞান কি প্রকারে হয়? যাঁহাকে তিনি প্রাপ্ত হন তাঁহারই বা স্বরূপ কি?—ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য পরবর্তী প্রকরণ আরম্ভ হইতেছে]—যঃ আত্মা (যে আত্মা) অপহতপাপ্মা ([পুণ্য ও] পাপের অতীত), বিজরঃ (জরাহীন), বিমৃত্যুঃ (মৃত্যুহীন), বিশোকঃ (শোকহীন), বিজিঘৎসঃ (ক্ষুধাহীন), অপিপাসঃ (পিপাসাহীন), সত্যকামঃ (অব্যর্থকাম), সত্যসঙ্কল্পঃ (অটুটসঙ্কল্প) [৮।১।৫]—[শাস্ত্রাচার্যের সহায়ে] সঃ অন্বেষ্টব্যঃ (তিনিই অন্বেষণীয়), সঃ বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ (তাঁহাকেই বিশেষরূপে জানিবার জন্য আগ্রহান্বিত হওয়া আবশ্যক); যঃ (যিনি) তম্ আত্মানম্ (উক্ত আত্মাকে) অনুবিদ্য বিজানাতি ([শাস্ত্র ও আচার্যের নিকট হইতে] পরিচয় লাভ করিয়া পরে বিশেষরূপে সাক্ষাৎ অনুভব করেন), সঃ (তিনি) সর্বান্ চ লোকান্ (সমস্ত লোক) সর্বান্ চ কামান্ (এবং সমস্ত কাম্যবস্তু) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন)—ইতি (ইহা) হ (একদা) প্রজাপতিঃ (ব্রহ্মা) উবাচ (বলিয়াছিলেন)। ১

একদা প্রজাপতি বলিয়াছিলেন, "যে আত্মা নিষ্পাপ, বিজর, বিমৃত্যু, বিশোক, ক্ষুধাহীন, পিপাসাহীন, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প, তাঁহারই অনুসন্ধান করা উচিত, তাঁহাকেই বিশেষরূপে জানার জন্য আগ্রহ করা উচিত। যিনি (শাস্ত্র ও আচার্যের নিকট হইতে) এই আত্মার পরিচয় পাইয়া তদনুযায়ী ইহাকে বিশেষরূপে অনুভব করেন, তিনি সমস্ত লোক ও সমস্ত কাম্য লাভ করেন।" ১

তদ্ধোভয়ে দেবাসুরা অনুবুবুধিরে তে হোচুর্হন্ত তমাত্মানমন্বিচ্ছামো যমাত্মানমন্বিষ্য সর্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্বাংশ্চ কামানিতীন্দ্রো হৈব দেবানামভিপ্রবব্রাজ বিরোচনোঽসুরাণাং তৌ হাসংবিদানাবেব সমিৎপাণী প্রজাপতিসকাশমাজগ্মতুঃ ॥ ২

তৎ হ (প্রজাপতির ঐ বাক্য) দেবাসুরাঃ উভয়ে (দেবগণ ও অসুরগণ উভয়ে) অনুবুবুধিরে (পরম্পরাক্রমে জানিতে পারিলেন)। তে হ উচুঃ (তাঁহারা [নিজ নিজ সমাজে এইরূপ] আলোচনা করিলেন)—হন্ত (ভাল কথা), যম্ আত্মানম্ অন্বিষ্য (যে আত্মাকে অনুসন্ধান করিয়া) [লোকে] সর্বান্ চ লোকান্ সর্বান্ চ কামান্ আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়) তম্ (তাঁহাকে), অন্বিচ্ছামঃ (অনুসন্ধান করি) ইতি। [এইরূপ পরামর্শ করিয়া] দেবানাম্ ইন্দ্রঃ হ এব (দেবগণের মধ্য হইতে ইন্দ্র) অভিপ্রবব্রাজ (প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন, ভোগাদি ত্যাগ করিয়া শরীরমাত্র-অবলম্বনে বহির্গত হইলেন), অসুরাণাম্ বিরোচনঃ (অসুরদিগের মধ্য হইতে বিরোচন) [ঐরূপ করিলেন]। তৌ হ (তাঁহারা উভয়ে) অসংবিদানৌ এব (পরস্পরের অজ্ঞাতসারেই) সমিৎপাণী ([যজ্ঞার্থ] সমিদ্ভার হস্তে লইয়া) প্রজাপতিসকাশম্ আজগ্মতুঃ (প্রজাপতির নিকট আগমন করিলেন)। ২

দেবগণ ও অসুরগণ উভয়েই প্রজাপতির ঐ বাণী পরম্পরাক্রমে জানিলেন এবং এইরূপ বলিলেন, "বেশ কথা, যে আত্মাকে অনুসন্ধান করিলে সকল লোক ও সকল কাম্য বস্তু পাওয়া যায়, আমরা তাঁহার অনুসন্ধান করি।" অনন্তর দেবগণের মধ্য হইতে ইন্দ্র ও অসুরগণের মধ্য

হইতে বিরোচন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন, এবং পরস্পরের অজ্ঞাতসারে সমিদ্ভার হস্তে লইয়া প্রজাপতিসকাশে উপস্থিত হইলেন।[1] ২

তৌ হ দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি ব্রহ্মচর্যমূষতুস্তৌ হ প্রজাপতিরুবাচ কিমিচ্ছন্তাববাস্তমিতি তৌ হোচতুর্য আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ স সর্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতি ভগবতো বচো বেদয়ন্তে তমিচ্ছন্তাববাস্তমিতি ॥ ৩

তৌ হ দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি (বত্রিশ বৎসর) ব্রহ্মচর্যম্ ঊষতুঃ (ব্রহ্মচর্য অবলম্বনপূর্বক প্রজাপতিগৃহে বাস করিলেন)। প্রজাপতিঃ তৌ (তাঁহাদের উভয়কে) উবাচ হ—কিম্ ইচ্ছন্তৌ (কি অভিপ্রায়ে) অবাস্তম্ (=অবাত্তম্ [বস্ লুঙ্], উভয়ে বাস করিয়াছ) ইতি। তৌ হ উচতুঃ (তাঁহারা উভয়ে বলিলেন)—যঃ আত্মা [পূর্ববৎ]—ভগবতঃ বচঃ (আপনার এই বাণীসকল) [শিষ্টাচারীরা] বেদয়ন্তে (অবগত আছেন); তম্ ইচ্ছন্তৌ (সেই আত্মাকে জানিবার জন্য) অবাস্তম্ (=অবাৎস্ব [বস্ লুঙ্], আমরা দুইজন বাস করিয়াছি) ইতি।৩

তাঁহারা উভয়ে বত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্যবাস করিলেন। তখন প্রজাপতি একদা তাঁহাদিগকে বলিলেন, "কি প্রয়োজনে তোমরা এখানে বাস করিলে?" তাঁহারা বলিলেন, "'যে আত্মা নিষ্পাপ, বিজর, বিমৃত্যু, বিশোক, ক্ষুধাহীন, পিপাসাহীন, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প, তাঁহারই অনুসন্ধান করা উচিত, তাঁহাকেই বিশেষরূপে জানিবার জন্য আগ্রহ করা উচিত। যিনি উক্ত আত্মার পরিচয় লাভ করিয়া তাঁহাকে অনুভব করেন, তিনি সমস্ত লোক ও সমস্ত কাম্য বস্তু প্রাপ্ত হন'—ইহা আপনারই বাণী বলিয়া পরিচিত। সেই আত্মাকেই জানিবার অভিপ্রায়ে আমরা বাস করিয়াছি।[1]" ৩

---

[1] এই আখ্যায়িকাতে ইহাই প্রদর্শিত হইতেছে যে, ত্রিলোকাধিপতির পক্ষেও এই বিদ্যা অতি আদরের বস্তু, এবং ইহা শ্রদ্ধাসহকারে গুরুরই নিকটে গ্রহণীয়।

১। পূর্বে দেবতা ইন্দ্র ও অসুর বিরোচনের মধ্যে বিরোধ থাকিলেও অধুনা বিদ্যালাভের আগ্রহে তাঁহারা তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন—ইহাও বিদ্যার মহিমা।

তৌ হ প্রজাপতিরুবাচ য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যত এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেত্যথ যোঽয়ং ভগবোঽপ্সু পরিখ্যায়তে যশ্চায়মাদর্শে কতম এষ ইত্যেষ উ এবৈষু সর্বেষ্বন্তেষু পরিখ্যায়ত ইতি হোবাচ ॥ ৪

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য সপ্তমখণ্ডঃ ॥

প্রজাপতিঃ তৌ (উভয়কে) উবাচ হ—অক্ষিণি (চক্ষে) যঃ এষঃ পুরুষঃ (এই যে পুরুষ) দৃশ্যতে (দৃষ্ট হন) এষঃ আত্মা (ইনিই [আমার কথিত] আত্মা) ইতি ; উবাচ হ—এতৎ (=এষঃ, ইনি) অমৃতম্ ([ভূমাখ্য] অমৃত), [অতএব] অভয়ম্, [সুতরাং] এতৎ (=এষঃ) ব্রহ্ম (বৃদ্ধতম, পুরাতন) ইতি। [ইহাতে ইন্দ্র ও বিরোচন এই বুঝিলেন যে, চক্ষুতে দৃষ্ট ছায়ারূপ পুরুষই আত্মা ; সুতরাং অনুমোদনলাভের জন্য] অথ (অনন্তর) [বলিলেন]—ভগবঃ, অয়ম্ যঃ (এই যিনি) অপ্সু পরিখ্যায়তে (জলে [প্রতিবিম্বাকারে] সমগ্ররূপে জ্ঞাত হন) যঃ অয়ম্ চ আদর্শে (এবং এই যিনি দর্পণে) [দৃষ্ট হন] কতমঃ এষঃ (ঐ বিভিন্ন প্রতিবিম্বের মধ্যে কে এই আত্মা) ইতি। [প্রজাপতি] উবাচ হ—এষঃ উ এব (এই আত্মাই) এষু সর্বেষু অন্তেষু (এই সমস্তেরই মধ্যে) পরিখ্যায়তে ইতি। ৪

প্রজাপতি উভয়কে বলিলেন, "চক্ষুতে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন, ইনিই আত্মা[১]।" তিনি আরও বলিলেন, "এই আত্মাই অমৃত ও অভয় ; ইনিই ব্রহ্ম।" অনন্তর তাঁহারা বলিলেন, "হে ভগবন্, এই যিনি জলে এবং এই যিনি দর্পণে সম্যক্ জ্ঞাত হন, ইহাদের মধ্যে কে (আপনার কথিত) আত্মা?" প্রজাপতি বলিলেন, "ইনিই এই সমস্তের মধ্যে সম্যক্ জ্ঞাত হন।[২]" ৪

১। যিনি চক্ষু (অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়ের) দ্বারা দর্শন বা উপলব্ধি করেন (কেঃ ১।২), তিনিই দ্রষ্টা, তাঁহাকেই প্রজাপতি অপহতপাপ্মা আত্মরূপে বলিয়াছেন।

৩। “আত্মা সকলের অন্তর্নিহিত—এইরূপেই উপদেশ দেওয়া হয়। প্রজাপতিও তাহাই করিলেন; তিনি “দ্রষ্টা আত্মার” প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই উত্তর দিলেন। সুতরাং তাঁহার কথা মিথ্যাগ্রস্ত নহে। কিন্তু শিষ্যগণ নিজ বুদ্ধির পরিণতি অনুযায়ীই গুরুর বাক্য হৃদয়ঙ্গম করেন। ইন্দ্র ও বিরোচন অশুদ্ধচিত্ত ছিলেন বলিয়া প্রজাপতির বক্তব্য বুঝিতে পারিলেন না।

অষ্টমাধ্যায়—অষ্টম খণ্ড

(আসুরী উপনিষৎ)

উদশরাব আত্মানমবেক্ষ্য যদাত্মনো ন বিজানীথস্তন্মে প্রব্রূতমিতি তৌ হোদশরাবেঽবেক্ষাংচক্রাতে তৌ হ প্রজাপতিরুবাচ কিং পশ্যথ ইতি তৌ হোচতুঃ সর্বমেবেদমাবাং ভগব আত্মানং পশ্যাব আ লোমভ্য আ নখেভ্যঃ প্রতিরূপমিতি ॥ ১

উদশরাবে (জলপূর্ণ শরাবে [পাত্রে]) আত্মানম্ অবেক্ষ্য (আপনাকে দেখিয়া) আত্মনঃ (আত্মার সম্বন্ধে) যৎ (যাহা) ন বিজানীথঃ (বুঝিতে পারিবে না) তৎ (তাহা) মে প্রব্রূতম্ (আমায় বলিবে) ইতি। তৌ (উভয়ে) হ উদশরাবে অবেক্ষাংচক্রাতে (অবেক্ষণ করিলেন); [কিন্তু জিজ্ঞাস্য কিছু নাই মনে করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তখন শিষ্যের প্রতি অনুগ্রহবশতঃ] প্রজাপতিঃ তৌ (দুইজনকে) উবাচ হ—কিম্ পশ্যথঃ (কি দেখিতেছ) ইতি। তৌ হ উচতুঃ—ভগবঃ, আবাম্ (আমরা দুইজন) ইদম্ সর্বম্ এব আত্মানম্ (এই সমগ্র আত্মাকেই, দেহকেই), আ লোমভ্যঃ আ নখেভ্যঃ (লোম ও নখ পর্যন্ত, লোম ও নখ-সংযুক্তরূপে) প্রতিরূপম্ পশ্যাবঃ (প্রতিমূর্তিকেই দেখিতেছি) ইতি। ১

(প্রজাপতি বলিলেন)—“জলপূর্ণ পাত্রে আপনাকে দেখিয়া আত্মার সম্বন্ধে যাহা বুঝিতে পারিবে না, তাহা আমায় জিজ্ঞাসা করিও।” তাঁহারা জলপূর্ণ পাত্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। প্রজাপতি তাঁহাদিগকে বলিলেন, “কি দেখিতেছ?” তাঁহারা বলিলেন, “আমরা সমগ্ররূপেই আত্মাকে দর্শন

করিতেছি ; এমন কি লোম ও নখের সহিত সমন্বিত (আমাদের) প্রতিমূর্তিই দেখিতেছি।” ১

তৌ হ প্রজাপতিরুবাচ সাধ্বলঙ্কৃতৌ সুবসনৌ পরিষ্কৃতৌ ভূত্বোদশরাবেঽবেক্ষেথামিতি তৌ হ সাধ্বলঙ্কৃতৌ সুবসনৌ পরিষ্কৃতৌ ভূত্বোদশরাবেঽবেক্ষাংচক্রাতে তৌ হ প্রজাপতিরুবাচ কিং পশ্যথ ইতি ॥ ২

তৌ হ প্রজাপতিঃ উবাচ—সাধু অলঙ্কৃতৌ (উত্তম অলঙ্কারে ভূষিত) সুবসনৌ (মহার্হ-বস্ত্রপরিহিত) পরিষ্কৃতৌ (পরিষ্কৃত, নখলোমাদিবর্জিত) ভূত্বা (হইয়া) উদশরাবে অবেক্ষেথাম্ (তোমরা উভয়ে দেখ) ইতি। তৌ হ [পূর্ববৎ] অবেক্ষাংচক্রাতে (উভয়ে দেখিলেন)। তৌ হ প্রজাপতিঃ উবাচ—কিম্ পশ্যথঃ ইতি। ২

প্রজাপতি তাঁহাদের উভয়কে বলিলেন, “উত্তম অলঙ্কারে ভূষিত, সুবস্ত্রপরিহিত ও পরিষ্কৃত হইয়া (উভয়ে) জলপূর্ণ পাত্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর।[১]” তাঁহারা উভয়ে উত্তম অলঙ্কারে ভূষিত, সুবস্ত্রপরিহিত ও পরিষ্কৃত হইয়া জলপূর্ণ পাত্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। প্রজাপতি তাঁহাদিগকে বলিলেন, “কি দেখিতেছ ?” ২

[১] ছায়া ও তাহার কারণ দেহে আত্মবুদ্ধি দূর করাই প্রজাপতির উদ্দেশ্য। এইজন্য তিনি যে উপায় অবলম্বন করিলেন তাহা অপূর্ব। প্রথমতঃ তিনি দেখাইলেন যে, শরীরের সহিত নিত্যসম্বদ্ধ নহে এইরূপ আগন্তুক অলঙ্কারাদিও ছায়ার কারণ হইতে পারে ; সুতরাং “ছায়ার কারণ দেহও হয়তো আত্মার পক্ষে আগন্তুক”—এইরূপ সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। বিশেষতঃ ইহাই প্রমাণিত হইল যে, বেশভূষাদির পরিবর্তনে ছায়া পরিবর্তিত হয় বলিয়া উহা নিত্য হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ কেশলোমাদি দেহেরই অংশ ; অথচ তাহারা ছিন্ন হইলে আর দেহের সহিত মিলিতভাবে ছায়ার কারণ হয় না। সুতরাং তাহারাও নিত্য নহে, তাহারা আসে ও যায়। “শরীরের একাংশে যখন এইরূপ অনিত্যত্ব রহিয়া গেল, তখন সর্বশরীরই হয়তো অনিত্য”—এইরূপ মনে হওয়া স্বাভাবিক। এই যুক্তির অনুসরণ করিলে, নখলোমাদির

ন্যায় অহঙ্কার এবং তাহার ধর্ম সুখদুঃখাদিও আত্মার সহিত নিত্যসম্বদ্ধ নহে—ইহাই প্রমাণিত হইবে। ৮।৯।১ ইত্যাদি দ্রঃ।

তৌ হোচতুর্যথৈবেদমাবাং ভগবঃ সাধ্বলঙ্কৃতৌ সুবসনৌ পরিষ্কৃতৌ স্ব এবমেবেমৌ ভগবঃ সাধ্বলঙ্কৃতৌ সুবসনৌ পরিষ্কৃতাবিত্যেষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি তৌ হ শান্তহৃদয়ৌ প্রবব্রজতুঃ ॥ ৩

তৌ হ উচতুঃ—ভগবঃ, যথা এব ইদম্ (ঠিক এই যেমন) আবাম্ (আমরা দুইজন) সাধ্বলঙ্কৃতৌ সুবসনৌ পরিষ্কৃতৌ স্বঃ (আছি), ভগবঃ, এবম্ এব (ঠিক এমনি) ইমৌ (এই দুইটি) [প্রতিবিম্ব] সাধ্বলঙ্কৃতৌ, সুবসনৌ, পরিষ্কৃতৌ ইতি। [প্রজাপতি] উবাচ হ—এষঃ [ইত্যাদি ৮।৭।৪]। তৌ হ শান্তহৃদয়ৌ (তুষ্টহৃদয়, কৃতার্থবুদ্ধি হইয়া) প্রবব্রজতুঃ (চলিয়া গেলেন)। ৩

তাঁহারা উভয়ে বলিলেন, "আমরা দুই জন যেমন এই সুন্দর অলঙ্কারে ভূষিত, সুবসনপরিহিত ও সুপরিষ্কৃত আছি, এই দুই প্রতিবিম্বও ঠিক তেমনি সুন্দর অলঙ্কারে ভূষিত, সুবস্ত্রপরিহিত ও সুপরিষ্কৃত।" (প্রজাপতি) বলিলেন, "ইনিই আত্মা ; এই আত্মাই অমৃত ও অভয় ; ইনিই ব্রহ্ম।" তাঁহারা দুইজন শান্তহৃদয় হইয়া চলিয়া গেলেন।[১] ৩

তৌ হান্বীক্ষ্য প্রজাপতিরুবাচানুপলভ্যাত্মানমননুবিদ্য ব্রজতো যতর এতদুপনিষদো ভবিষ্যন্তি দেবা বাহসুরা বা তে পরাভবিষ্যন্তীতি স হ শান্তহৃদয় এব বিরোচনোঽসুরাঞ্জগাম তেভ্যো

---

[১] প্রজাপতি তাঁহাদের ভ্রম দূর করিবার চেষ্টা করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহাদের চিত্ত শুদ্ধ না হওয়ায় ঠিক ধারণা হইতেছে না। আবার ব্রহ্মচর্য করিতে বলিলে অযথা মনঃকষ্ট হইবে। সুতরাং পূর্বের উপদেশের (৮।৭।৪) পুনরাবৃত্তি করিলেন, "ইহারা এই উপদেশ আলোচনা করিয়া যথাকালে ইহার মর্ম উপলব্ধি করিতে পারিবে," এইরূপ মনে করিয়া গমনে বাধা দিলেন না।

হৈতামুপনিষদং প্রোবাচাত্মৈবেহ মহয্য আত্মা পরিচর্য আত্মানমেবেহ মহয়ন্নাত্মানং পরিচরন্নুভৌ লোকাববাপ্নোতীমং চামুং চেতি ॥ ৪

[প্রজাপতি দেখিলেন যে, ভোগাসক্ত দেবরাজ ও অসুররাজ আত্মাকে না জানিয়াই চলিয়া যাইতেছেন। তখন তিনি মনঃখেদে বলিতে লাগিলেন এবং ভাবিলেন যে, এই কথাগুলিও পূর্বের "য আত্মাঽপহতপাপ্মা" (৮।৭।১) ইত্যাদির ন্যায় তাঁহাদের কর্ণগোচর হইয়া তাঁহাদের কল্যাণসাধন করিবে]—[দূরগামী] তৌ (ঐ দুইজনকে) অন্বীক্ষ্য (লক্ষ্য করিয়া) প্রজাপতিঃ উবাচ হ—আত্মানম্ অনুপলভ্য (আত্মার পরিচয় লাভ না করিয়া) অননুবিদ্য (স্বানুভবগোচর না করিয়া) ব্রজতঃ ([দুইজন] যাইতেছে) ; দেবাঃ বা অসুরাঃ বা (দেবগণই হউক, আর অসুরগণই হউক) যতরে (উভয়ের মধ্যে যাহারাই) এতৎ-উপনিষদঃ ([ইন্দ্রবিরোচনের দ্বারা স্বীকৃত] এই প্রকার উপনিষৎ-পরায়ণ) ভবিষ্যন্তি (হইবে), তে (তাহারা) পরাভবিষ্যন্তি (পরাভূত হইবে, শ্রেয়োমার্গ হইতে বিচ্যুত হইবে) ইতি। সঃ হ বিরোচনঃ (উক্ত বিরোচন) শান্তহৃদয়ঃ এব (তুষ্টচিত্তেই) অসুরান্ জগাম (অসুরদিগের নিকট চলিয়া গেলেন)। তেভ্যঃ হ (সেই অসুরগণের মধ্যে) এতাম্ উপনিষদম্ ([শরীরে আত্মবুদ্ধিরূপ] এই উপনিষৎ বা রহস্যবিদ্যা) প্রোবাচ (বলিলেন)—ইহ (ইহলোকে) আত্মা এব (শরীরই) মহয্যঃ (পূজনীয়), আত্মা পরিচর্যঃ (পরিচর্যার যোগ্য) ; ইহ (ইহলোকে) আত্মানম্ (শরীরকে) এব মহয়ন্ (পূজা করিয়া), আত্মানম্ এব পরিচরন্ (পরিচর্যা করিয়া) ইমম্ চ অমুম্ চ উভৌ লোকৌ (ইহলোক ও পরলোক এই উভয় লোকই [অর্থাৎ ৮।৭।১ এ উক্ত সর্বলোক ও সর্বকাম]) অপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়) ইতি। ৪

তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া প্রজাপতি বলিলেন, "আত্মাকে না জানিয়া এবং তাঁহাকে স্বাত্মপ্রত্যক্ষ না করিয়াই দুইজন চলিয়া যাইতেছে ; দেবগণ ও অসুরগণ যাহারাই এই প্রকার উপনিষৎ গ্রহণ করিবে, তাহারাই পরাভূত হইবে।" অসুররাজ বিরোচন তুষ্টচিত্তেই অসুরগণের নিকট চলিয়া গেলেন এবং তাঁহাদিগকে এই উপনিষৎ বলিলেন, "ইহলোকে এই আত্মারই (অর্থাৎ দেহেরই) পূজা করা উচিত, এবং ইহারই সেবা করা

উচিত। এই জগতে এই আত্মাকে পূজা করিলে ও ইহার সেবা করিলে ইহলোক ও পরলোক, উভয়লোকই লাভ হয়।[১]” ৪

---

[১] বিরোচন বুঝিয়াছিলেন, “যে দেহের ছায়া চক্ষুতে পড়ে, ঐ দেহই আত্মা।”

তস্মাদপ্যদ্যেহাদদানমশ্রদ্দধানমযজমানমাহুরাসুরো বতেত্যসুরাণাং হ্যেষোপনিষৎ প্রেতস্য শরীরং ভিক্ষয়া বসনেনালঙ্কারেণেতি সংস্কুর্বন্ত্যেতেন হ্যমুং লোকং জেষ্যন্তো মন্যন্তে ॥ ৫

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্যাষ্টমখণ্ডঃ ॥

তস্মাৎ (সেই জন্য, অসুরসম্প্রদায় এখনও বিদ্যমান্ আছে বলিয়াই) অদদানম্ (যে দান করে না, তাহাকে) অশ্রদ্দধানম্ (যে শ্রদ্ধাহীন, তাহাকে), অযজমানম্ (যে যজ্ঞ করে না, তাহাকে) অদ্য অপি (আজও) ইহ (এই জগতে) [লোকে] আহুঃ (বলে)—আসুরঃ বত ইতি (এই ব্যক্তি সত্যই অসুরস্বভাব),—হি (কারণ) এষা উপনিষৎ (শ্রদ্ধাহীনতাদিরূপ উপনিষৎ) অসুরাণাম্ (অসুরদিগের)। [ঐ উপনিষৎপরায়ণ হইয়া তাহারা] প্রেতস্য (মৃতব্যক্তির) শরীরম্ (দেহকে) ভিক্ষয়া (গন্ধ, মাল্য, অন্ন প্রভৃতি ভোগ্যবস্তুর দ্বারা) বসনেন (বস্ত্রাদি আচ্ছাদনের দ্বারা) অলঙ্কারেণ (অলঙ্কারের দ্বারা, ধ্বজ পতাকাদির দ্বারা) ইতি (এতাদৃশরূপে) সংস্কুর্বন্তি (সুসজ্জিত করে),—এতেন হি (এই শবসজ্জার দ্বারা অবশ্যই) অমুম্ লোকম্ (পরলোক) জেষ্যন্তঃ (জয় করিবে)—মন্যন্তে (মনে করে)। ৫

এই জন্য আজও দানহীন, শ্রদ্ধাহীন ও যজ্ঞহীন ব্যক্তি সম্বন্ধে লোকে বলে, “এই ব্যক্তি সত্যই অসুরস্বভাব,”—কারণ ইহা আসুরী উপনিষৎ। তাহারা (অর্থাৎ ঐরূপ অসুরেরা) মৃতব্যক্তির দেহকে, ভোগ্যদ্রব্য, বসন ও অলঙ্কারে সজ্জিত করে ; কারণ তাহারা মনে করে যে, এই শবসজ্জাদ্বারাই পরলোক জয় করিবে। ৫

অষ্টমাধ্যায়—নবম খণ্ড

(ছায়াদেহ নশ্বর)

অথ হেন্দ্রোঽপ্রাপ্যৈব দেবানেতদ্ভয়ং দদর্শ যথৈব খল্বয়মস্মিঞ্ছরীরে সাধ্বলঙ্কৃতে সাধ্বলঙ্কৃতো ভবতি সুবসনে সুবসনঃ পরিষ্কৃতে পরিষ্কৃত এবমেবায়মস্মিন্নন্ধেঽন্ধো ভবতি স্রামে স্রামঃ পরিবৃক্ণে পরিবৃক্ণোঽস্যৈব শরীরস্য নাশমন্বেষ নশ্যতি ॥ ১

[প্রজাপতির উপদেশশ্রবণে (৮।৭।৪) ইন্দ্রও প্রথমে বুঝিয়াছিলেন যে, চক্ষুতে দৃষ্ট দেহচ্ছায়াই আত্মা ; কিন্তু] অথ হ ইন্দ্রঃ দেবান্ অপ্রাপ্য এব (দেবগণের নিকট উপস্থিত হইবার পূর্বেই) এতৎ (এই) ভয়ম্ (আশঙ্কা, দোষ) দদর্শ (দেখিলেন)—যথা এব খলু (ঠিক যেমন) অস্মিন্ শরীরে সাধু অলঙ্কৃতে (এই শরীর উত্তমরূপে অলঙ্কৃতে হইলে) অয়ম্ (এই ছায়াদেহ) সাধ্বলঙ্কৃতঃ ভবতি (হয়), সুবসনে সুবসনঃ, পরিষ্কৃতে পরিষ্কৃতঃ [ভবতি] এবম্ এব অয়ম্ (এই ছায়াদেহ) অস্মিন্ অন্ধে (এই দেহ অন্ধ হইলে) অন্ধঃ ভবতি, স্রামে (কাণা হইলে ; অথবা চক্ষু ও নাসিকা অশ্রুস্রাবী ও শ্লেষ্মাস্রাবী হইলে) স্রামঃ, পরিবৃক্ণে (অঙ্গহীন হইলে) পরিবৃক্ণঃ [ভবতি], অস্য শরীরস্য (এই শরীরের) নাশম্ অনু (নাশানুযায়ী এব এষঃ (এই ছায়াদেহ) নশ্যতি (নষ্ট হয়) । ১

অনন্তর ইন্দ্র দেবগণের নিকট উপস্থিত না হইয়াই এইরূপ আশঙ্কাগ্রস্ত হইলেন,—"ঠিক যেমন এই শরীরটি উত্তমরূপে অলঙ্কৃত হইলে এই প্রতিবিম্বও উত্তমরূপে অলঙ্কৃত হয়, দেহ সুবসনে আচ্ছাদিত হইলে সুবসন ভূষিত হয়, দেহ পরিষ্কৃত হইলে পরিষ্কৃত হয়, ঠিক তেমনি দেহ অন্ধ হইলে উহাও অন্ধ হয়, কাণা হইলে কাণা হয়, অঙ্গহীন হইলে অঙ্গহীন হয়, এবং এই শরীরের নাশ হইলে তদনুযায়ী উহাও নষ্ট হয় । ১

নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি স সমিৎপাণিঃ পুনরেয়ায় তং হ প্রজাপতিরুবাচ মঘবন্ যচ্ছান্তহৃদয়ঃ প্রাব্রাজীঃ সার্ধং বিরোচনেন কিমিচ্ছন্ পুনরাগম ইতি স হোবাচ যথৈব খল্বয়ং ভগবোঽস্মিঞ্ছরীরে সাধ্বলঙ্কৃতে সাধ্বলঙ্কৃতো ভবতি সুবসনে সুবসনঃ

পরিষ্কৃতে পরিষ্কৃত এবমেবায়মস্মিন্নন্ধেঽন্ধো ভবতি স্রামে স্রামঃ পরিবৃক্ণে পরিবৃক্ণোঽস্যৈব শরীরস্য নাশমন্বেষ নশ্যতি নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি ॥২

[ইন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন]—অহম্ অত্র ভোগ্যম্ (ইষ্টফল [৮।৭।১ এ উক্ত], কল্যাণ) ন পশ্যামি (দেখিতেছি না)—ইতি (এই চিন্তা করিয়া) সঃ (ইন্দ্র) সমিৎপাণিঃ পুনঃ এয়ায় (ফিরিয়া আসিলেন)। তম্ হ প্রজাপতিঃ উবাচ—মঘবন্ (হে ইন্দ্র), [তুমি] যৎ (যে) শান্তহৃদয়ঃ বিরোচনেন সার্ধম্ (বিরোচনের সহিত) প্রাব্রাজীঃ (চলিয়া গিয়াছিলে) ; কিম্ ইচ্ছন্ (কি অভিপ্রায়ে) পুনঃ আগমঃ ([আ-গম্-লুঙ্] আসিলে) ইতি। সঃ উবাচ হ —যথৈব [ইত্যাদি পূর্ববৎ]। ২

“আমি ইহাতে ইষ্টফল দেখিতেছি না ;”—এই চিন্তা করিয়া সমিদ্ভার হস্তে লইয়া তিনি পুনর্বার ফিরিয়া আসিলেন। প্রজাপতি তাঁহাকে বলিলেন, “হে ইন্দ্র, তুমি তো তুষ্টচিত্ত হইয়া বিরোচনের সহিত চলিয়া গিয়াছিলে ; আবার কি মনে করিয়া ফিরিলে ?[১]” ইন্দ্র বলিলেন, “ঠিক যেমন এই দেহ উত্তমরূপে অলঙ্কৃত হইলে ছায়াদেহও উত্তমরূপে অলঙ্কৃত হয়, সুবসনভূষিত হইলে সুবসনভূষিত হয়, পরিষ্কৃত হইলে পরিষ্কৃত হয়, ঠিক তেমনি এই দেহ অন্ধ হইলে উহাও অন্ধ হয়, কাণা হইলে কাণা হয়, অঙ্গহীন হইলে অঙ্গহীন হয়, এবং দেহ বিনষ্ট হইলে উহাও তদনুরূপ বিনষ্ট হয়। আমি এই (ছায়াত্মার) জ্ঞানে ইষ্টফল দেখিতেছি না।[২]” ২

---

[১] । প্রজাপতি সর্বজ্ঞ হইলেও শিষ্যের নিজমুখে তাহার অভিপ্রায় জানিতে চাহিতেছেন ; কারণ গুরুশিষ্যের মধ্যে এই রীতিই অবলম্বনীয় (৭।১।১)।

[২] । প্রজাপতি আত্মাকে “অমৃত অভয় বলিয়াছিলেন ; সুতরাং প্রজাপতির বাক্যে শ্রদ্ধাপর ইন্দ্র নশ্বর ছায়াদেহকে অনাত্মা বলিয়া বুঝিলেন।

এবমেবৈষ মঘবন্নিতি হোবাচৈতং ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি

বসাপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণীতি স হাপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণ্যুবাস তস্মৈ হোবাচ—। ৩

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য নবমখণ্ডঃ ॥

মঘবন্, এবম্ এব এষঃ (ইহা এইরূপই বটে. [চক্ষুস্থ দেহচ্ছায়া আত্মা নহে]) ইতি উবাচ হ। তে (তোমায়) ভূয়ঃ (আবার) এতম্ তু এব (পূর্বোক্ত [৮।৭।৪] আত্মাকেই) অনুব্যাখ্যাস্যামি (পুনর্বার ব্যাখ্যা করিব) । অপরাণি (অপর, আরও) দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি (বত্রিশ বৎসর) বস (বাস কর) ইতি। সঃ হ অপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি উবাস (বাস করিলেন)। তস্মৈ (তাঁহাকে) উবাচ হ। ৩

প্রজাপতি বলিলেন, "হে ইন্দ্র, ইহা এইরূপই বটে। পূর্বোক্ত আত্মাকেই তোমার নিকট পুনর্বার ব্যাখ্যা করিব। তুমি আরও বত্রিশ বৎসর এখানে বাস কর।" ইন্দ্র আরও বত্রিশ বৎসর বাস করিলেন। (তখন) প্রজাপতি তাঁহাকে বলিলেন—। ৩

অষ্টমাধ্যায়—দশম খণ্ড.

(স্বপ্নাত্মা)

য এষ স্বপ্নে মহীয়মানশ্চরত্যেষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি স হ শান্তহৃদয়ঃ প্রবব্রাজ স হাপ্রাপ্যৈব দেবানেতদ্ভয়ং দদর্শ তদ্ যদ্যপীদং শরীরমন্ধং ভবত্যনন্ধঃ স ভবতি যদি স্রামমস্রামো নৈবৈষোঽস্য দোষেণ দুষ্যতি ॥ ১

ন বধেনাস্য হন্যতে নাস্য স্রাম্যেণ স্রামো ঘ্নন্তি ত্বেবৈনং বিচ্ছাদয়ন্তীবাপ্রিয়বেত্তেব ভবত্যপি রোদিতীব নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি ॥ ২

[প্রজাপতি] উবাচ হ—যঃ এষঃ (চক্ষুস্থ যে দ্রষ্টা [৮।৭।৪]) স্বপ্নে মহীয়মানঃ ([স্বপ্নদৃষ্ট অপর সকলের দ্বারা] স্বপ্নে সেবিত, পূজিত হইয়া) চরতি (বিচরণ করেন, স্বপ্নভোগ উপভোগ করেন) এষঃ আত্মা [ইত্যাদি—৮।৭।৪]। সঃ হ (ইন্দ্র) শান্তহৃদয়ঃ (কৃতকৃত্য হইয়াছেন মনে করিয়া) প্রবব্রাজ (চলিয়া গেলেন)। সঃ হ (ইন্দ্র) অপ্রাপ্য এব [৮।৯।১]—যদি অপি (যদিও) তৎ ইদম্ শরীরম্ (এই স্থূল দেহ) অন্ধম্ ভবতি (অন্ধ হয়) সঃ (স্বপ্নাভিমানী আত্মা) অনন্ধঃ ভবতি (অন্ধ হন না), যদি স্রামম্ অস্রামঃ (কাণা হইলেও কাণা হন না)—এষঃ (এই স্বপ্নাত্মা) অস্য দোষেণ (এই দেহের দোষে) ন এব দুষ্যতি (অবশ্যই দূষিত হন না), অস্য বধেন (এই দেহের বধে) ন হন্যতে (হত হন না), অস্য স্রাম্যেণ (ইহার অশ্রুপাতাদি হইলেও) [উহার] ন স্রামঃ (অশ্রুপাতাদি হয় না), তু (তথাপি) এনম্ (এই স্বপ্নাত্মাকে) এব (=ইব, যেন) ঘ্নন্তি (হত্যা করে), বিচ্ছাদয়ন্তি ইব (যেন বিতাড়িত করে), অপ্রিয়বেত্তা ইব ভবতি (যেন দুঃখানুভব করেন), অপি (আরও) রোদিতি ইব (যেন ক্রন্দন করেন)। অত্র (স্বপ্নাত্মার জ্ঞানে) অহম্ ভোগ্যম্ ন পশ্যামি। ১-২

প্রজাপতি বলিলেন, “এই যিনি স্বপ্নে পূজ্যমান হইয়া বিচরণ করেন, ইনিই আত্মা; এই আত্মাই অমৃত, অভয়; ইনিই ব্রহ্ম।” ইন্দ্র তখন কৃতার্থবুদ্ধি হইয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু দেবগণের নিকট উপস্থিত হইবার পূর্বেই তাঁহার মনে এই আশঙ্কা উঠিল, “যদিও এই শরীর অন্ধ হইলেও স্বপ্নাত্মা অন্ধ হন না, দেহ কাণা হইলেও তিনি কাণা হন না এবং ইহার দোষে তিনি দুষ্ট হন না, দেহের বধে ইনি হত হন না, দেহের অশ্রুপাতাদিতেও ইহার অশ্রুপাত হয় না, তথাপি অপরে যেন ইহাকে হত্যা করে, যেন বিতাড়িত করে, অধিকন্তু ইনি যেন দুঃখানুভব করেন ও যেন ক্রন্দন করেন।[১] এতএব আমি ইহাতে ইষ্টফল দেখিতেছি না।” ১-২

স সমিৎপাণিঃ পুনরেয়ায় তং হ প্রজাপতিরুবাচ মঘবন্

---

[১] “প্রজাপতি বলিয়াছেন, ‘এই আত্মা অভয়, অমৃত।’ অথচ স্বপ্নে ক্রন্দনাদি দৃষ্ট হয়”—এই সমস্যায় পড়িয়া প্রজাপতির বাক্যে শ্রদ্ধাবান্ ইন্দ্র “যেন” শব্দ ব্যবহার করিলেন। অর্থাৎ তিনি ভাবিলেন, “হয়তো আমি বুঝিতেছি না।”

যচ্ছান্তহৃদয়ঃ প্রাব্রাজীঃ কিমিচ্ছন্ পুনরাগম ইতি স হোবাচ তদ্ যদ্যপীদং ভগবঃ শরীরমন্ধং ভবত্যনন্ধঃ স ভবতি যদি স্রামমস্রামো নৈবৈষোঽস্য দোষেণ দুষ্যতি ॥ ৩

ন বধেনাস্য হন্যতে নাস্য স্রাম্যেণ স্রামো ঘ্নন্তি ত্বেবৈনং বিচ্ছাদয়ন্তীবাপ্রিয়বেত্তেব ভবত্যপি রোদিতীব নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীত্যেবমেবৈষ মঘবন্নিতি হোবাচৈতং ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি বসাপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণীতি স হাপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণ্যুবাস তস্মৈ হোবাচ— ॥ ৩

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য দশমখণ্ডঃ ॥

ইন্দ্র সমিদ্ভারহস্তে পুনর্বার আগমন করিলেন। প্রজাপতি তাঁহাকে বলিলেন, "হে ইন্দ্র, তুমি তো তুষ্টচিত্তে চলিয়া গিয়াছিলে; আবার কি মনে করিয়া ফিরিয়া আসিলে?" তিনি বলিলেন, "হে ভগবন্, যদিও এই দেহ অন্ধ হইলে স্বপ্নাত্মা অন্ধ হন না, ইহা কাণা হইলেও তিনি কাণা হন না, ইহার দোষে তিনি দুষ্ট হন না, ইহার বধে তিনি হত হন না, ইহার অশ্রুবিগলনে তাঁহার অশ্রুবিগলন হয় না, তথাপি অপরে যেন এই স্বপ্নাত্মাকে হত্যা করে, যেন বিতাড়িত করে; তিনি যেন অপ্রিয় বিষয় অনুভব করেন ও যেন ক্রন্দন করেন। আমি ইহাতে ইষ্টফল দর্শন করিতেছি না।" প্রজাপতি বলিলেন, "হে ইন্দ্র, ইহা এইরূপই বটে।[1] আমি পূর্বোক্ত আত্মাকেই পুনর্বার তোমার নিকট ব্যাখ্যা করিব। তুমি আরও বত্রিশ বৎসর এখানে বাস কর।" ইন্দ্র আরও বত্রিশ বৎসর বাস করিলেন। (তখন) প্রজাপতি তাঁহাকে বলিলেন—। ১-৪

---

[1] স্বপ্নাভিমানী আত্মাকে সর্বানুস্যূত পরমাত্মা বলিয়া ভ্রম করিলে ঐরূপই প্রতীতি হয়।

অষ্টমাধ্যায়—একাদশ খণ্ড

(সুষুপ্তাত্মা)

তদ্ যত্রৈতং সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাত্যেষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি স হ শান্তহৃদয়ঃ প্রবব্রাজ স হাপ্রাপ্যৈব দেবানেতদ্ ভয়ং দদর্শ নাহ খল্বয়মেবং সম্প্রত্যাত্মানং জানাত্যয়মহমস্মীতি নো এবেমানি ভূতানি বিনাশমেবাপীতো ভবতি নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি ॥ ১

তৎ যত্র [ইত্যাদি=৮।৬।৩]—এষঃ আত্মা [ইত্যাদি=৮।৭।৪]। সঃ [ইত্যাদি=৮।১০।১]। সঃ হ [ইত্যাদি=৮।৯।১]।—[স্বপ্ন ও জাগরণে ইনি আপনাকে ও জীবজগৎকে যেমন জানেন] অয়ম্ (এই [সুষুপ্ত] আত্মা) সম্প্রতি (ইদানীং, সুষুপ্তিতে)—অয়ম্ অহম্ অস্মি (আমি এই প্রকার)—ইতি (এতাদৃশরূপে) আত্মানম্ (আপনাকে) ন অহ খলু জানাতি (অবশ্যই সম্যক্ জানেন না), ইমানি ভূতানি [চ] ন এব (এই প্রাণিবর্গকেও জানেন না); [সুতরাং] বিনাশম্ এব [=ইব] অপীতঃ ভবতি (তিনি যেন বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছেন)। অহম্ অত্র [ইত্যাদি—৮।৯।২]। ১

প্রজাপতি বলিলেন, "যিনি এতাদৃশ নিদ্রায় মগ্ন হন যে, সমস্ত ও সম্প্রসন্ন হইয়া স্বপ্নদর্শন হইতেও বিরত হন, তিনিই আত্মা। এই আত্মাই অমৃত ও অভয়, ইনিই ব্রহ্ম।" ইন্দ্র সন্তুষ্টচিত্তে চলিয়া গেলেন। তিনি দেবগণসমীপে উপস্থিত হইবার পূর্বেই এইরূপ আশঙ্কান্বিত হইলেন, "ইনি সম্প্রতি (সুষুপ্তাবস্থায়) আপনাকে 'আমি এইরূপ' এবম্প্রকারে জানেন না, এবং এই সকল প্রাণীদিগকেও জানেন না; সুতরাং ইনি যেন বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছেন।[১] আমি ইহাতে ইষ্টফল দেখিতেছি না।" ১

---

[১] ৮।১০।২ টীকা দ্রঃ। আত্মা হইতে পৃথক্ জ্ঞেয় বস্তু আছে এই ভ্রম থাকায় এবং আত্মার বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান না থাকায় মনে হয় যে, সুষুপ্তিতে আত্মার স্বরূপ নষ্ট হয়। বৃঃ ৪।৩।২৩-৩০।

স সমিৎপাণিঃ পুনরেয়ায় তং হ প্রজাপতিরুবাচ মঘবন্ যচ্ছান্তহৃদয়ঃ প্রাব্রাজীঃ কিমিচ্ছন্ পুনরাগম ইতি স হোবাচ নাহ খল্বয়ং ভগব এবং সম্প্রত্যাত্মানং জানাত্যয়মহমস্মীতি নো এবেমানি ভূতানি বিনাশমেবাপীতো ভবতি নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি ॥ ২

তিনি সমিদ্ভার হস্তে লইয়া পুনর্বার আগমন করিলেন। প্রজাপতি তাঁহাকে বলিলেন, "হে ইন্দ্র, তুমি তো সন্তুষ্টচিত্তে চলিয়া গিয়াছিলে; আবার কি মনে করিয়া ফিরিলে?" তিনি বলিলেন, "ইনি সম্প্রতি নিজেকে 'আমি এইরূপ' এবম্প্রকারে জানেন না, এই সকল প্রাণীদিগকেও জানেন না। সুতরাং ইনি যেন বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছেন। আমি ইহাতে ইষ্টফল দেখিতেছি না।" ২

এবমেবৈষ মঘবন্নিতি হোবাচৈতং ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি নো এবান্যত্রৈতস্মাদ্ বসাপরাণি পঞ্চ বর্ষাণীতি স হাপরাণি পঞ্চ বর্ষাণ্যুবাস তান্যেকশতং সম্পেদুরেতত্তদ্ যদাহুরেকশতং হ বৈ বর্ষাণি মঘবান্ প্রজাপতৌ ব্রহ্মচর্যমুবাস তস্মৈ হোবাচ—। ৩

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্যৈকাদশঃ খণ্ডঃ ॥

এবম্ এব [ইত্যাদি পূর্ববৎ]। [৮।৭।৪, ৮।১০।১, ৮।১১।১—এই তিন পর্যায়ে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে যে আত্মার কথা বলিয়াছি] এতস্মাৎ (এই আত্মা হইতে) অন্যত্র (অন্য কোনও আত্মার বিষয়ে) নো এব (অবশ্যই [বলিব] না) অপরাণি পঞ্চ বর্ষাণি (আরও পাঁচ বৎসর) বস (বাস কর) ইতি। সঃ হ অপরাণি পঞ্চ বর্ষাণি উবাস। তানি (সেই বৎসর সকল) একশতম্ সম্পেদুঃ (একাধিক এক শত, অর্থাৎ এক শত এক হইল)। যৎ আহুঃ (লোকে যে বলিয়া থাকে),—মঘবান্ (ইন্দ্র) প্রজাপতৌ (প্রজাপতিসন্নিধানে) একশতং হ বৈ বর্ষাণি ব্রহ্মচর্যম্ উবাস (ব্রহ্মচর্যবাস করিয়াছিলেন), তৎ এতৎ ([illegible] এইরূপে [প্রদর্শিত হইল])। তস্মৈ উবাচ হ—। ৩

প্রজাপতি বলিলেন, "হে ইন্দ্র, ইহা এইরূপই বটে। আমি পুনর্বার তোমাকে এই আত্মার সম্বন্ধেই বলিব, এতদতিরিক্ত অন্য কাহারও সম্বন্ধে বলিব না। তুমি আরও পাঁচ বৎসর[১] বাস কর।" তিনি আরও পাঁচ বৎসর বাস করিলেন। লোকে যে বলে, "ইন্দ্র প্রজাপতিসকাশে একশত এক বৎসর বাস করিয়াছিলেন," তাহা এইরূপ। (অতঃপর) প্রজাপতি তাঁহাকে বলিলেন—।[২] ৩

---

[১] চিত্তদোষ ক্ষীণ হওয়ায় এবারে দীর্ঘকাল থাকা অনাবশ্যক।

[২] অবস্থাত্রয়ের সহিত সম্বন্ধহীন আত্মার কথা বলিলেন। এই তত্ত্বের জন্য দেবরাজকেও দীর্ঘকাল গুরুগৃহে বাস করিতে হইয়াছিল ; সুতরাং এই দুর্লভ বিদ্যাসম্বন্ধে সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক।

অষ্টমাধ্যায়—দ্বাদশ খণ্ড

(আত্মা অশরীরী)

মঘবন্মর্ত্যং বা ইদং শরীরমাত্তং মৃত্যুনা তদস্যামৃতস্যাশরীরস্যাত্মনোঽধিষ্ঠানমাত্তো বৈ সশরীরঃ প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাং ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্ত্যশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ ॥ ১

মঘবন্, ইদম্ শরীরম্ ([ইন্দ্রিয় ও মন-সংযুক্ত] এই শরীর) মর্তম্ বৈ (মরণশীল), মৃত্যুনা আত্তম্ (মৃত্যুর দ্বারা গ্রস্ত, [সর্বদা মরণের দ্বারা ব্যাপ্ত]) ; তৎ (উক্ত শরীরাদি) অমৃতস্য (দেহাদির ধর্ম-] মরণ প্রভৃতি বর্জিত) অশরীরস্য (দেহাদিবিহীন) [স্থানত্রয়বিহারী] অস্য আত্মনঃ (এই আত্মার) অধিষ্ঠানম্ (ভোগক্ষেত্র) ; সশরীরঃ (যিনি শরীরাভিমানী, [আমিই শরীর এবং শরীরই আমি এইরূপ যে আত্মা মনে করেন], তিনি) [ধর্মাধর্মের ফল] প্রিয়প্রিয়াভ্যাম (সুখদুঃখের দ্বারা) আত্তঃ বৈ (অবশ্যই গ্রস্ত) ; সশরীরস্য সতঃ (যিনি দেহাভিমানী তাঁহার) প্রিয়াপ্রিয়য়োঃ (সুখদুঃখের) অপহতিঃ (বিরতি) ন অস্তি (নাই) ;

[সেই আত্মাই] অশরীরম্ বাব সন্তম্ (স্বীয় অশরীরী স্বরূপ জানিয়া দেহাভিমানরহিত হইলে, তাঁহাকে) প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতঃ ([ধর্মাধর্মের ফল] সুখদুঃখ স্পর্শ করে না, প্রিয় বা অপ্রিয়ের সহিত সংযোগ হয় না)। ১

(প্রজাপতি বলিতে লাগিলেন)—“হে ইন্দ্র, এই শরীর মরণশীল, ইহা মৃত্যুকবলিত ; ইহা অমর ও অশরীর[১] আত্মার অধিষ্ঠান। যিনি সশরীর তিনিই সুখদুঃখগ্রস্ত হন ; যিনি সশরীর তাঁহার সুখদুঃখের বিরাম নাই। যিনি অশরীর তাঁহাকে সুখ বা দুঃখ স্পর্শ করে না। ১

---

[১] পরে অশরীর বায়ু প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দেওয়া হইবে ; কিন্তু উহারা মর ও অশরীর, আর আত্মা অমর ও অশরীর।

অশরীরো বায়ুরভ্রং বিদ্যুৎ স্তনয়িত্নুরশরীরাণ্যেতানি তদ্ যথৈতান্যমুষ্মাদাকাশাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যন্তে ॥ ২

এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষঃ স তত্র পর্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্বা যানৈর্বা জ্ঞাতিভির্বা নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরং স যথা প্রয়োগ্য আচরণে যুক্ত এবমেবায়মস্মিঞ্ছরীরে প্রাণো যুক্তঃ ॥ ৩

[অশরীর সম্প্রসাদ কিরূপে শরীর হইতে উত্থিত হইয়া স্বরূপ প্রাপ্ত হন, তাহা দেখান হইতেছে]—বায়ুঃ অশরীরঃ (অবয়বহীন) ; অভ্রম্ (পাতলা মেঘ), বিদ্যুৎ স্তনয়িত্নুঃ (মেঘ-গর্জন)—এতানি (ইহারা সকলে) অশরীরাণি (দেহহীন)। তৎ (এই জন্য) যথা (যেমন) [আকাশের সহিত অভিন্নভাবে অবস্থিত এবং আকাশনামেই জ্ঞাত] এতানি (এই বায়ু প্রভৃতি) [শিশিরাবসানে] অমুষ্মাৎ আকাশাৎ (ঐ আকাশ প্রদেশ হইতে) সমুত্থায় (উত্থিত হইয়া, আকাশাত্মভাব ত্যাগ করিয়া) [গ্রীষ্মকালে] পরম্ জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য ([illegible] সৌর-তেজ প্রাপ্ত হইয়া) [বর্ষাগমে] স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যন্তে (আপন আপন স্বরূপে প্রকটিত

হয়) এবম্ এব (এইরূপই) এষঃ সম্প্রসাদঃ (জীব) অস্মাৎ শরীরাৎ (এই দেহ হইতে) সমুত্থায় (উত্থিত হইয়া, [বিদ্যাদ্বারা আপনার স্বাতন্ত্র্য জানিয়া দেহভাব ত্যাগ করিয়া]) পরম্ জ্যোতিঃ (পরমাত্মজ্যোতি) উপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ (স্বীয় সদাত্মস্বরূপে) অভিনিষ্পদ্যতে [৮।৩।৪] ; [জীবের প্রাপ্ত] সঃ (তিনি, উক্ত স্বরূপটি) উত্তমঃ পুরুষঃ (সর্বোত্তম পুরুষ [গীতা ১৫।১৬-১৮]) । [আপনার স্বরূপে অবস্থানহেতু সর্বাত্মক হইয়া] সঃ (সেই সম্প্রসাদ) তত্র (স্বীয় স্বরূপে থাকিয়া), [স্বর্গলোকে ইন্দ্রাদিরূপে] জক্ষৎ (হাস্য অথবা ভক্ষণে নিরত থাকিয়া), ক্রীড়ন্ (ক্রীড়ারত থাকিয়া), [ব্রহ্মলোকে সঙ্কল্পমাত্র হইতে উত্থিত] স্ত্রীভিঃ বা (স্ত্রীবৃন্দের সহিত), যানৈঃ বা (অথবা যানারোহণে), জ্ঞাতিভিঃ বা (কিংবা জ্ঞাতিগণের সহিত) রমমাণঃ ([মানস] আনন্দ উপভোগ করিয়া) উপজনম্ (মাতাপিতা হইতে সঞ্জাত ও আত্মরূপে, কিংবা আত্মার সমীপবর্তী রূপে, অবস্থিত) ইদম্ শরীরম্ (এই দেহকে) ন স্মরন্ (স্মরণ না করিয়া) পর্যেতি (পরিভ্রমণ করেন) । [অশরীর আত্মা কিরূপে অক্ষিতে দৃষ্ট হন (৮।৭।৪), বলা হইতেছে]—যথা (যেমন) সঃ প্রয়োগ্যঃ (কোনও ঘোড়া বা ষাঁড়) আচরণে যুক্তঃ (রথে বা শকটে সংযুক্ত হয়), এবম্ এব অয়ম্ প্রাণঃ ([ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সহিত যুক্ত এই প্রাণাপানাদি পঞ্চবৃত্তি-বিশিষ্ট] প্রাণ [অর্থাৎ জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট প্রজ্ঞাত্মা) । [জীবের কর্মফলভোগ-সম্পাদনের জন্য] অস্মিন্ শরীরে (এই দেহে) যুক্তঃ (যুক্ত আছেন) । ৩

“বায়ু শরীরবিহীন ; সূক্ষ্ম মেঘ, বিদ্যুৎ, মেঘগর্জন—ইহারাও দেহহীন। অশরীর বলিয়াই ইহারা যেমন (শীতের অবসানে আপনাদের পূর্বাবস্থিতির স্থান) ঐ আকাশ হইতে সমুত্থিত হইয়া (গ্রীষ্মকালে) প্রখর সৌরতেজ প্রাপ্ত হইয়া (বর্ষায়) স্ব-স্বরূপে প্রকটিত হয়, ঠিক তেমনি এই সম্প্রসাদ এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া[১] ও পরমজ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া স্বীয় স্বরূপে অবস্থিতি লাভ করেন।[২] তিনিই উত্তম পুরুষ। তিনি স্বীয় স্বরূপে অবস্থানপূর্বক হাস্য করিয়া, ক্রীড়া করিয়া, অথবা স্ত্রীবৃন্দসহ, জ্ঞাতিগণসহ, কিংবা যানসমূহসহ আনন্দ সম্ভোগ করিয়া, পিতামাতা হইতে সম্ভূত এই দেহকে ভুলিয়া[৩] পরিভ্রমণ করেন। অশ্ব যেমন রথে সংযুক্ত থাকে, তেমনি প্রাণও এই দেহে সংযুক্ত আছে।[৪] ২-৩

১। তত্ত্বমস্যাদি বাক্যের দ্বারা প্রবোধিত হইয়া স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরে এবং জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে অভিমান ত্যাগ করিয়া (৮।৮।২, টীকা)।

২। মেঘ প্রভৃতি যেমন আকাশের সহিত এক হইয়া অবস্থান করে এবং পরে তাহা হইতে উত্থিত হয়—অর্থাৎ যে মেঘ সূক্ষ্মভাবে আকাশে লীন ছিল, তাহা স্থূল হইয়া হস্তী, পর্বত প্রভৃতির রূপ ধারণ করে ; বায়ু স্তিমিত ভাব ত্যাগ করিয়া পূর্ববায়ু, পশ্চিমবায়ু, দক্ষিণবায়ু প্রভৃতি রূপে প্রকটিত হয় ; বিদ্যুৎ লতা প্রভৃতির আকারে প্রকাশিত হয় ; এবং দিকে দিকে মেঘগর্জন হইতে থাকে—সেইরূপ যে জীব অবিদ্যাহেতু দেহ ও আত্মার সহিত অভিন্ন হইয়াছিল, সে বিদ্যাবস্থায় স্বরূপ লাভ করে, পরমাত্মার সহিত অবিভক্তরূপে অবস্থান করে (ব্রঃ সূঃ ৪।৪।৪)।

এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প (৮।৭।১), হাসি, ক্রীড়া ইত্যাদি (৮।১২।৩), এবং কামচার (৭।২৫।২) প্রভৃতি ঐশ্বর্যের কথা ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে বলা হইয়াছে। সুতরাং নির্গুণ চৈতন্যস্বরূপের সহিত এই সগুণভাবের কোনও বিরোধ নাই (ব্রঃ সূঃ ৪।৪।৭)।

৩। মিথ্যাজ্ঞানের সহিত দেহজ্ঞানও বিদ্যাদ্বারা লুপ্ত হইয়াছে।

৪। দেহকে চালাইবার জন্য প্রাণ নিযুক্ত আছেন ; চক্ষুরাদি তাহার অধীন (কঃ ১।৩।৩-৬)। অশ্ব যেমন অপরের দ্বারা চালিত হয়, তেমনি প্রাণকেও চালাইবার জন্য প্রাণাদি হইতে ভিন্ন একজন চেতন পরিচালক থাকা আবশ্যক। প্রাণের ক্রিয়ার ন্যায় চক্ষু প্রভৃতির দর্শনও ঐ চৈতন্যজ্যোতি ব্যতিরেকে অসম্ভব। সুতরাং চৈতন্যের অস্তিত্ব স্বীকার্য।

অথ যত্রৈতদাকাশমনুবিষণ্ণং চক্ষুঃ স চাক্ষুষঃ পুরুষো দর্শনায় চক্ষুরথ যো বেদেদং জিঘ্রাণীতি স আত্মা গন্ধায় ঘ্রাণমথ যো বেদেদমভিব্যাহরাণীতি স আত্মাঽভিব্যাহারায় বাগথ যো বেদেদং শৃণবানীতি স আত্মা শ্রবণায় শ্রোত্রম্ ॥ ৪

[পূর্বে দেখান হইয়াছে যে, আত্মা দেহাদি হইতে অতিরিক্ত ; এখন দেখান হইতেছে যে তাঁহার দ্রষ্টৃত্বাদি ধর্ম ঔপাধিক]—অথ (এখন) যত্র (যে সংসার-দশায়) এতৎ আকাশম্ চক্ষুঃ (এই [কৃষ্ণ চক্ষুতারকার দ্বারা উপলক্ষিত] আকাশমধ্যে [দেহচ্ছিদ্রমধ্যে] চক্ষুরিন্দ্রিয়) অনুবিষণ্ণম্ (অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে), [তত্র—সেই সংসারাবস্থায়] সঃ পুরুষঃ (সেই অশরীর আত্মা) চাক্ষুষঃ (চক্ষুতে অধিষ্ঠিত থাকেন) ; [তৎকর্তৃক] দর্শনায় (রূপ উপলব্ধির জন্য) চক্ষুঃ ([করণস্থানীয়] চক্ষু) [অবস্থিত আছে] ; অথ (আর) যঃ বেদ (যিনি জানেন)

ইদম্ জিঘ্রাণি ইতি (এই গন্ধ উপলব্ধি করি), সঃ (তিনি) আত্মা, [তাঁহার] গন্ধায় (গন্ধোপলব্ধির জন্য) ঘ্রাণম্ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়)। অথ যঃ বেদ ইদম্ (ইহা) অভিব্যাহরাণি (বলিব) ইতি, সঃ আত্মা; অভিব্যাহারায় (বাক্‌ক্রিয়া-নিষ্পাদনের জন্য) বাক্ (বাগিন্দ্রিয়)। অথ যঃ বেদ ইদম্ শৃণবানি (ইহা শুনি) ইতি, সঃ আত্মা; শ্রবণায় (শ্রবণক্রিয়া-সম্পাদনের জন্য) শ্রোত্রম্ (শ্রবণেন্দ্রিয়)। ৪

"এখন—আত্মা যখন দেহে অবস্থান করেন, তখন এই কৃষ্ণতারকার দ্বারা পরিচিত দেহচ্ছিদ্রের মধ্যে চক্ষুরিন্দ্রিয় অনুগত হইয়া অবস্থান করে। উক্ত আত্মা সেই চক্ষুতে অধিষ্ঠিত থাকেন; রূপদর্শনের জন্য (তাঁহারই করণরূপে) চক্ষু অবস্থান করে।[১] আর যিনি জানেন, 'আমি গন্ধ উপলব্ধি করি,' তিনি আত্মা; (তাঁহারই) গন্ধোপলব্ধির জন্য ঘ্রাণেন্দ্রিয়। আর যিনি জানেন, 'আমি বাক্য বলি,' তিনি আত্মা; (তাঁহারই) বাক্যোচ্চারণের জন্য বাগিন্দ্রিয়। আর যিনি জানেন, 'আমি শুনি,' তিনি আত্মা; (তাঁহারই) শ্রবণের জন্য শ্রবণেন্দ্রিয়। ৪

[১] চক্ষু রূপোপলব্ধির করণ এবং উহা দেহাদির সহিত সংহত। অপর সংহত বস্তুর ন্যায় দেহেন্দ্রিয়ও নিশ্চয় তদতিরিক্ত কর্তার ভোগের জন্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং তদতিরিক্ত অশরীর চেতন আত্মা আছেন। এইরূপে চক্ষুর দর্শনব্যাপার-অবলম্বনে আত্মার পরিচয় ঘটে। চক্ষুসহায়ে আত্মা যেমন রূপের উপলব্ধা, অন্যান্য ইন্দ্রিয়-অবলম্বনেও তেমনি অন্যান্য বিষয়ের উপলব্ধা হন—এইরূপ পরেও বুঝিতে হইবে।

অথ যো বেদেদং মন্বানীতি স আত্মা মনোঽস্য দৈবং চক্ষুঃ স বা এষ এতেন দৈবেন চক্ষুষা মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে য এতে ব্রহ্মলোকে ॥ ৫

অথ যঃ ইদং বেদ মন্বানি (চিন্তা করি) ইতি, সঃ আত্মা। মনঃ অস্য (এই আত্মার) দৈবম্ চক্ষুঃ (অলৌকিক চক্ষু, অর্থাৎ উপলব্ধির করণ) [ইন্দ্রিয়ের শক্তি বর্তমানকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ, মন ত্রৈকালিক, সূক্ষ্ম, দূরবর্তী বস্তু দেখিতে পায়, এবং উহা আগন্তুক দোষশূন্য]। সঃ বৈ এষঃ (উক্ত এই স্বরূপে অবস্থিত মুক্ত পুরুষ) [দেহেন্দ্রিয়ের বন্ধন হইতে বিমুক্ত ও

সর্বাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া] এতেন (এই) দৈবেন (অপ্রাকৃত) মনসা চক্ষুষা (মানস চক্ষুর দ্বারা) এতান্ কামান্ (এই সকল কাম্য বস্তু [৮।২।১-৯, ৮।১২।৩]) [অর্থাৎ] যে এতে ব্রহ্মলোকে (ব্রহ্মলোকে [নিখিল লোকে] যে সকল কাম্য আছে) [তাহা] পশ্যন্ (দর্শন করিয়া) রমতে (আনন্দিত হন)। ৫

"আর, যিনি ইহা জানেন, 'আমি চিন্তা করি,' তিনি আত্মা ;[১] মন ইহার দৈব চক্ষু। উক্ত এই (মুক্ত) পুরুষ এই দৈব মানস চক্ষু অবলম্বনে[২] এই সমস্ত কাম্য বস্তু,—অর্থাৎ যাহা যাহা ব্রহ্মলোকে আছে তাহা,—দর্শন করিয়া[৩] আনন্দিত হন। ৫

১। "সূর্য দিকে দিকে প্রকাশ পান" বলিলে যেরূপ বুঝা যায় যে, সূর্য প্রকাশস্বরূপ ; তেমনি "যিনি জানেন, তিনি আত্মা" এই কথা বার বার বলায় বুঝাইতেছে যে, আত্মা জ্ঞানস্বরূপ। সূর্য ও প্রকাশ যেমন অভিন্ন, আত্মা ও জ্ঞানও তেমনি অভিন্ন। আত্মা জ্ঞানের কর্তা নহেন ; প্রকাশাত্মা সূর্য যেমন প্রকাশকর্তা বলিয়া ব্যবহৃত হন, ইন্দ্রিয়দ্বার-অবলম্বনে নির্গত মনোবৃত্তির সান্নিধ্যবশতঃ আত্মাও তেমনি জ্ঞাতা বলিয়া ব্যবহৃত হন। আমরা বলি "সূর্য প্রকাশিত হন ;" কিন্তু বিচার করিলে প্রকাশাতীত সূর্য নাই ; তেমনি "আত্মা জানেন" —এখানেও জ্ঞানাতীত আত্মা নাই। কর্তা ও ক্রিয়ার ভেদ কল্পিত মাত্র।

২। যে শুদ্ধ মনে সর্বেশ্বর অভিব্যক্ত হইয়াছেন, তদবলম্বনে।

৩। অবিদ্যাদি প্রতিবন্ধক নিবৃত্ত হওয়ায় এবং স্বয়ং সর্বাত্মক হওয়ায় তিনি নিত্য অভিব্যক্ত চৈতন্যজ্যোতির দ্বারা সমস্ত অনুভব করেন (৮।১২।৬, টীকা) ; (বৃঃ ৪।৩।২৩)। অর্থাৎ তিনি পূর্ণকাম হন (তৈঃ ২।১।৩)।

তং বা এতং দেবা আত্মানমুপাসতে তস্মাত্তেষাং সর্বে চ লোকা আত্তাঃ সর্বে চ কামাঃ স সর্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতি হ প্রজাপতিরুবাচ প্রজাপতিরুবাচ ॥ ৬

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য দ্বাদশখণ্ডঃ ॥

তম্ বৈ এতম্ (প্রজাপতির দ্বারা ইন্দ্রকে উপদিষ্ট এই) আত্মানম্ (আত্মাকে) [অপর] দেবাঃ (দেবগণ) [ইন্দ্রের নিকট শুনিয়া] উপাসতে ([আজও] উপাসনা করেন) ; তস্মাৎ (সেই জন্য) সর্বে চ লোকাঃ (সমস্ত লোক) সর্বে চ কামাঃ (এবং সমস্ত কাম্য) তেষাম্ (তাঁহাদের নিকট) আত্তাঃ (প্রাপ্ত, স্বায়ত্ত হইয়াছে) [ইদানীন্তন] যঃ (যে কেহ) তম্ আত্মানম্ (উক্ত আত্মাকে) অনুবিদ্য (শাস্ত্র ও আচার্য হইতে পরিচয় লাভ করিয়া) বিজানাতি (সাক্ষাৎ অনুভব করেন) সঃ সর্বান্ চ লোকান্ সর্বান্ চ কামান্ (সকল লোক ও সকল কাম্য) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন)—ইতি হ (এই কথাই) প্রজাপতিঃ উবাচ । ৬

“উক্ত এই আত্মাকে দেবগণ উপাসনা করেন ; সেই জন্য সকল লোক এবং সকল কাম্য বস্তু তাঁহাদের আয়ত্ত হইয়াছে। যে কেহ উক্ত আত্মাকে শাস্ত্র ও আচার্য হইতে বিদিত হইয়া বিশেষরূপে অনুভব করেন, তিনি সকল লোক ও সকল কাম্য প্রাপ্ত হন[১],”—এই কথাই প্রজাপতি বলিয়াছিলেন। ৬

১। ইহা রাজার রাজ্যপ্রাপ্তির মত নহে ; পরন্তু মৃত্তিকা যেমন ঘট, শরাব প্রভৃতিতে অনুস্যূত, সেইরূপ সর্বাত্মক হইয়া সব পাওয়া (তৈঃ ৩।১০।৫)। প্রশ্ন এই—“মুক্তপুরুষ যখন সকলের আত্মা, তখন ‘তিনি সর্বকাম প্রাপ্ত হন,’ এইরূপ বলা হয় কেন ?” ইহার উত্তর এই—নির্গুণ-বিদ্যার স্তুতির জন্য সগুণবিদের লভ্য ঐশ্বর্যগুলি নির্গুণবিদেরও লভ্যরূপে উল্লিখিত হয়। ব্রহ্মভূত মুক্তপুরুষ সগুণবিদেরও প্রত্যগাত্মা ; সুতরাং সগুণবিদের ঐশ্বর্যও তাঁহার অপ্রাপ্ত নহে—ইহাই মর্মার্থ। বস্তুতঃ এই প্রাপ্তি গৌণ অর্থে ব্যবহৃত। অবশ্য বিদ্যাদ্বারা অবিদ্যা ধ্বংস হওয়ায় এইরূপ গৌণ প্রাপ্তিও অসম্ভব মনে হইতে পারে। কিন্তু মায়াবস্থায় মুক্তপুরুষেরও সহিত শুদ্ধসত্ত্বজনিত ঐশ্বর্যের সম্বন্ধ স্বীকার করিতে আপত্তি নাই। কারণ মুক্তপুরুষ ও পরমাত্মা অভিন্ন এবং সর্বপ্রাণীর উপাধি-অবলম্বনে পরমাত্মাই ভোক্তা বলিয়া প্রতিভাত হন ; তিনিই অবিদ্যাকৃত সমস্ত ব্যবহারের আস্পদ। পরমার্থতঃ দেখিতে গেলে পরমাত্মা ভিন্ন ভোক্তা বা ব্যবহারের আস্পদ জীবনামক অপর কেহ নাই—ইহাই বেদান্তসিদ্ধান্ত।

অষ্টমাধ্যায়—ত্রয়োদশ খণ্ড

(শ্যাম ও শবল)

শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যেঽশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপং চন্দ্র ইব রাহোর্মুখাৎ প্রমুচ্য ধূত্বা শরীরমকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামীত্যভিসম্ভবামীতি ॥ ১

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য ত্রয়োদশখণ্ডঃ ॥

[বর্তমানে দহরবিদ্যার অঙ্গীভূত জপ-বিধানের জন্য মন্ত্র বলা হইতেছে। ইহার জপে পবিত্রতা লাভ হয়]—শ্যামাৎ (শ্যামবর্ণ হইতে) শবলম্ (বিচিত্রবর্ণকে) প্রপদ্যে (প্রাপ্ত হই), শবলাৎ (মিশ্রবর্ণ হইতে) শ্যামম্ (শ্যামবর্ণকে) প্রপদ্যে। অশ্বঃ ইব (অশ্ব যেমন) রোমাণি (লোমসমূহকে) [কম্পিত করিয়া ধূলি অপসৃত করে এবং শ্রম দূর করে] [সেইরূপ] পাপম্ বিধূয় (পাপ, অর্থাৎ ধর্মাধর্ম বিধৌত করিয়া), চন্দ্রঃ ইব (চন্দ্র যেমন) রাহোঃ মুখাৎ (রাহুর মুখ হইতে) প্রমুচ্য (মুক্ত হইয়া) [ভাস্বর হয়], [তেমনি] শরীরম্ ধূত্বা (শরীর ধৌত করিয়া, ত্যাগ করিয়া) [ধ্যানসহায়ে] কৃতাত্মা (কৃতকৃত্য হইয়া) অকৃতম্ (অনুৎপন্ন, নিত্য) ব্রহ্মলোকম্ (ব্রহ্মলোক) অভিসম্ভবামি (প্রাপ্ত হই) ইতি। অভিসম্ভবামি ইতি। [মন্ত্রের পরিসমাপ্তিসূচক পুনরুল্লেখ]। ১

আমি শ্যাম হইতে শবলকে প্রাপ্ত হই ;[১] শবল হইতে শ্যামকে প্রাপ্ত হই।[২] অশ্ব যেমন লোমসকল কম্পিত করিয়া (শ্রমাদি দূর করে), আমিও তেমনি পাপ বিধৌত করিয়া, এবং চন্দ্র যেমন রাহুর গ্রাস হইতে মুক্ত হইয়া (উজ্জ্বল হয়), আমিও তেমনি শরীর ত্যাগ করিয়া ও কৃতকৃত্য হইয়া শাশ্বত ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হই। ১

[১] শ্যামবর্ণটি অতি গভীর অর্থাৎ নিবিড় ; শ্যাম বা হৃদয়স্থ ব্রহ্মও তেমনি দুরধিগম্য। "অর" ও "ণ্য" (৮।৫।৩) প্রভৃতি বহু বিচিত্র কাম্য বস্তুতে ব্রহ্মলোক পূর্ণ ; অতএব ব্রহ্মলোক শবল বা বিচিত্র। সুতরাং প্রথম বাক্যের তাৎপর্য এই, "আমি ধ্যানসহায়ে দুর্জ্ঞেয় ও হৃদয়স্থ ব্রহ্মকে জানিয়া যেন বিচিত্র ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হই।"

২ দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ এই—“নামরূপের অভিব্যক্তির জন্য শবল ব্রহ্মলোক হইতে আসিয়া আমি শ্যামকে পাইয়াছি, অর্থাৎ হৃদয়াবস্থিত ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছি।” উভয় বাক্যের অন্বয় এই—“যেহেতু আমি শবল (ব্রহ্মলোক হইতে শ্যামে অর্থাৎ হৃদয়স্থ ব্রহ্মে) আসিয়াছি, অতএব আমি যেন শ্যাম (অর্থাৎ হৃদয়ব্রহ্ম) হইতে শবলে (অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে) যাই।”

অষ্টমাধ্যায়—চতুর্দশ খণ্ড

(ব্রহ্মোপাসনা)

আকাশো বৈ নাম নামরূপয়োর্নির্বহিতা তে যদন্তরা তদ্ ব্রহ্ম তদমৃতং স আত্মা প্রজাপতেঃ সভাং বেশ্ম প্রপদ্যে যশোঽহং ভবামি ব্রাহ্মণানাং যশো রাজ্ঞাং যশো বিশাং যশোঽহমনুপ্রাপৎসি স হাহং যশসাং যশঃ শ্যেতমদৎকমদৎকং শ্যেতং লিন্দু মাঽভিগাং লিন্দু মাঽভিগাম্ ॥ ১

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য চতুর্দশখণ্ডঃ ॥

[ধ্যানের জন্য ব্রহ্মের লক্ষণ নির্দেশ করা হইতেছে]—আকাশঃ বৈ নাম ([যিনি] আকাশ এই নামে [শ্রুতিতে] প্রসিদ্ধ) [তিনি] নামরূপয়োঃ ([জগতের বীজভূত ও স্বাত্মাশ্রিত] নাম ও রূপের) নির্বহিতা (অভিব্যক্তির কারণ)। তে (ঐ নাম ও রূপ) যৎ-অন্তরা (যাঁহার মধ্যে বর্তমান, অথবা যিনি নামরূপের মধ্যে [তাহাদের দ্বারা স্পৃষ্ট না হইয়া] বিদ্যমান) তৎ ব্রহ্ম (তিনি ব্রহ্ম), তৎ (ঐ ব্রহ্ম) অমৃতম্ (অমরণধর্মা), সঃ (ব্রহ্ম) আত্মা (প্রতিজীবের অন্তর্নিহিত ও স্বসংবেদ্য চৈতন্য)। [উপাসকের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়া অধুনা প্রার্থনামন্ত্র বলা হইতেছে]—প্রজাপতেঃ (চতুর্মুখ ব্রহ্মার) সভাম্ বেশ্ম (সভা ও প্রাসাদে) প্রপদ্যে (যেন গমন করি)। অহম্ ব্রাহ্মণানাম্ (ব্রাহ্মণদের) যশঃ (যশ, আত্মা) রাজ্ঞাম্ (রাজাদের—ক্ষত্রিয়দের), বিশাম্ (বৈশ্যদের) যশঃ ভবামি (হইব); অহম্ [সেই] যশঃ অনুপ্রাপৎসি (পাইতে ইচ্ছা করি); সঃ হ অহম্ (উক্ত আমি) যশসাম্ যশঃ (যশসকলের

যশ, দেহ ইন্দ্রিয় বুদ্ধি প্রভৃতি আত্মা সকলের আত্মা)। শ্বেতম্ (লোহিতবর্ণ) অদৎকম্ (দন্তহীন) অদৎকম্ (ভক্ষক) [অর্থাৎ কামসেবীদের তেজ বল বীর্য বিজ্ঞান ও ধন বিনাশকারী] শ্বেতম্ লিন্দু (পিচ্ছিল) [স্থানকে] মা অভিগাম্ (আমি যেন প্রাপ্ত না হই] [অর্থাৎ আমার যেন পুনর্জন্ম না হয়]। লিন্দু মা অভিগাম্ [গর্ভবাস অতি কষ্টদায়ক, ইহা বুঝাইবার জন্য পুনরুল্লেখ]। ১

যিনি আকাশ এই নামে প্রসিদ্ধ, তিনিই নাম ও রূপকে ব্যাকৃত করেন। উক্ত নাম ও রূপ যাঁহার মধ্যে, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত, তিনিই আত্মা।[1] "আমি যেন প্রজাপতির সভায়, প্রজাপতির প্রাসাদে গমন করি। আমি যেন ব্রাহ্মণগণের যশ, ক্ষত্রিয়ের যশ, বৈশ্যের যশ (স্বরূপ) হইতে পারি; আমি সেই যশ পাইতে ইচ্ছা করি; আমি যশসকলের যশ। আমার যেন পুনঃ গর্ভবাস না হয়।" ১

[1] ১। যিনি নামরূপের নির্বাহক, তিনি নামরূপ হইতে ভিন্ন। যিনি অশরীর, ব্যোমবৎ সর্বগত ও প্রত্যক্‌চেতন আত্মা, তিনি ব্রহ্ম—এইরূপ জ্ঞাতব্য।

অষ্টমাধ্যায়—পঞ্চদশ খণ্ড

(বিদ্যা-সম্প্রদায়)

তদ্ধৈতদ্ ব্রহ্মা প্রজাপতয় উবাচ প্রজাপতির্মনবে মনুঃ প্রজাভ্য আচার্যকুলাদ্ বেদমধীত্য যথাবিধানং গুরোঃ কর্মাতিশেষেণাভিসমাবৃত্য কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ানো ধার্মিকান্ বিদধদাত্মনি সর্বেন্দ্রিয়াণি সম্প্রতিষ্ঠাপ্যাহিংসন্ সর্বভূতান্যন্যত্র

তীর্থেভ্যঃ স খল্বেবং বর্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে ন চ পুনরাবর্ততে ন চ পুনরাবর্ততে ॥ ১

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য পঞ্চদশখণ্ডঃ ॥

ইতি ছান্দোগ্যোপনিষদ্যষ্টমাধ্যায়ঃ ॥

তৎ হ এতৎ (উক্ত এই আত্মজ্ঞান) ব্রহ্মা (হিরণ্যগর্ভ বা হিরণ্যগর্ভকে অবলম্বন করিয়া পরমেশ্বর) প্রজাপতয়ে (প্রজাপতি কশ্যপকে) উবাচ, প্রজাপতিঃ মনবে (মনুকে), মনুঃ প্রজাভ্যঃ (মানবগণকে) [বলিলেন]। [৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, আত্মবিদ্যা বিশেষ ফলপ্রদ ; পাছে কেহ মনে করে, যজ্ঞাদি বৃথা, সেই জন্য দেখান হইতেছে যে, বিদ্বান্‌দিগের কর্মসকল বিশেষ ফল দান করে]—যথাবিধানম্ (যথাবিধি) গুরোঃ (গুরুর) কর্ম ([গুরুশুশ্রূষাদি] কর্ম) [করিয়া] অতিশেষেণ (অবশিষ্ট সময়ে) বেদম্ অধীত্য ([অর্থসহ] বেদাধ্যয়ন করিয়া) [ধর্মজিজ্ঞাসা-সমাপনান্তে] আচার্যকুলাৎ (গুরুগৃহ হইতে) অভিসমাবৃত্য (সমাবর্তন করিয়া) [যথাবিধি দারপরিগ্রহ করিয়া] কুটুম্বে (গার্হস্থ্যে বিহিত কর্মে) [অবস্থানপূর্বক] শুচৌ দেশে (পবিত্র স্থানে) [যথাশাস্ত্র উপদিষ্ট হইয়া] স্বাধ্যায়ম্ অধীয়ানঃ ([নিত্যপাঠ্য ও ততোধিক] ঋগাদি অভ্যাস করিয়া) ধার্মিকান্ বিদধৎ ([শিষ্য ও পুত্রদিগকে] ধর্মপরায়ণ করিয়া) আত্মনি (পরমাত্মায়) সর্বেন্দ্রিয়াণি (সকল ইন্দ্রিয়) সম্প্রতিষ্ঠাপ্য (উপসংহৃত করিয়া [এবং কর্ম ত্যাগ করিয়া]) তীর্থেভ্যঃ অন্যত্র (তীর্থসমূহ ব্যতীত অন্যত্র, অর্থাৎ শাস্ত্রানুমোদিত [ভিক্ষাটন, স্নান, আচমন প্রভৃতি] আচার ব্যতীত অন্যত্র) সর্বভূতানি (চরাচর কাহাকেও) অহিংসন্ (হিংসা না করিয়া, পীড়া না দিয়া)—সঃ খলু (তিনি) যাবৎ-আয়ুষম্ (যাবজ্জীবন) এবম্ বর্তয়ন্ (এইরূপ আচরণ করিয়া) [দেহান্তে] ব্রহ্মলোকম্ অভিসম্পদ্যতে (ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন) ; ন চ পুনরাবর্ততে এবং ([এই কল্পে] জন্মান্তর-গ্রহণের জন্য ফিরিয়া আসেন না)। ন চ পুনরাবর্ততে [উপনিষদের সমাপ্তিসূচক পুনরাবৃত্তি]। ১

হিরণ্যগর্ভ এই আত্মজ্ঞান প্রজাপতি কশ্যপকে উপদেশ করিয়াছিলেন ; প্রজাপতি মনুকে এবং মনু স্বীয় সন্তানগণকে (অর্থাৎ মানবদিগকে) বলিয়াছিলেন। যথাবিধি গুরুর কর্ম-নিষ্পাদনান্তে যিনি (আচার্যকুলে

থাকিয়া) বেদাধ্যয়ন করেন, তাহার পর গুরুগৃহ হইতে সমাবর্তনান্তে গার্হস্থ্যে অবস্থানপূর্বক পবিত্রস্থানে বেদাধ্যয়নে নিরত হন, এবং অবশেষে পুত্রাদিকে ধর্মপরায়ণ করিয়া পরমাত্মায় সকল ইন্দ্রিয় উপসংহারপূর্বক শাস্ত্রানুমোদিত বিষয় ভিন্ন অন্য বিষয়ে হিংসা ত্যাগ করেন[১]—যিনি যাবজ্জীবন এই প্রকার আচরণ করেন—তিনি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, এবং (জন্মলাভের জন্য) পুনরায় ফিরিয়া আসেন না।[২] ১

১। "ইন্দ্রিয়ের উপসংহার" এই কথার দ্বারা সন্ন্যাসাশ্রম বিহিত হইতেছে। সেই অবস্থায়ও ভিক্ষাটনাদি হইতে অজ্ঞাতসারে অপরের কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। এই জন্য বলা হইল, "তীর্থ (অর্থাৎ শাস্ত্রানুমোদিত বিষয়) ভিন্ন অন্য" বিষয়ে। ইহা তীর্থে হিংসা করার বিধি নহে ; পরন্তু অন্যত্র হিংসাত্যাগেরই বিধি।

২। ইহা প্রাপ্তের প্রতিষেধ ; অর্থাৎ কর্মিগণ যেমন চন্দ্রলোক হইতে ফিরেন, তেমনি ইঁহারও প্রত্যাবর্তন প্রাপ্তপ্রায় হওয়ায়, অর্থাৎ তাঁহারও ফিরার সম্ভাবনা ঘটায়, উহার প্রতিষেধ করা হইল। ব্রহ্মলোক কল্পকালস্থায়ী ; ইনি ততকালের মধ্যে ফিরেন না—ইহাই তাৎপর্য—৪।১৫।৫-এর ৩য় টীকা দ্রঃ।

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি সর্বং ব্রহ্মৌপনিষদং মাঽহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্ত্বনিরাকরণং মেঽস্তু তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্মাস্তে ময়ি সন্তু তে ময়ি সন্তু। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

LIBRARY
No.............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

নির্ঘণ্ট

অক্ষি (চক্ষু দ্রঃ), ঋক্ ও সাম ৫৯ ; পুরুষ ৬০-২, ২৩৬, ৪১৭, ৪৩৩
অগ্নিহোত্র (প্রাণাগ্নি দ্রঃ)
অঙ্গিরা ৩৭
অথর্ববেদ ৩৪৭-৬১
অধ্বর্যু ২৪১
অন্তরিক্ষ (আকাশ দ্রঃ) ১৩৬, ১৭৪, ১৭৯, ৩৫৯, ৩৬৩ ; উদ্গীথ ৯০-৯২ ; ঋক্ ৫৪ ; গির্ ৪৪ ; প্রস্তাব ১১৭; ব্রহ্মকলা ২২০ ; ভুবনকোষের উদর ১৭৬-৭৯ ; মধুচক্র ১৩৯ ; বায়ুর আধার ২৪৪ ; সৃষ্টি ২৪৪, ৩৮৭
অন্তেবাসী ১৫৮
অন্বাহার্যপচন (দক্ষিণাগ্নি দ্রঃ)
ভিপ্রতারী কাক্ষসেনি ২০৯
অমানব পুরুষ ২৩৮, ২৭৫
অবভৃথ ১৮৮
অশ্বপতি কৈকেয় ২৮৪-৯৫
অসৎ, অব্যাকৃত ১৯৫ ; জগৎকারণ ৩০৭-৮
অসুর ৩২-৩৬, ৪১৫-৪২২
অহিংসা ১৮৭, ৪৩৯
আকাশ (অন্তরিক্ষ দ্রঃ) ১৬৮, ২২৮, ২৩২, ২৭৭, ৩০০, ৩৫০, ৩৬১, ৩৬৭, ৪৩১ ; ধূম ২৭১ ; ব্রহ্ম ৬৯, ১৬৪, ১৭৩, ১৯১, ৩৬৯-৭০, ৩৯০-৯১ (দহর দ্রঃ), ৪৩৮ ; বৈশ্বানরের দেহ ২৯১, ২৯৫
আগ্নীধ্রীয় (দক্ষিণাগ্নি দ্রঃ)
আঙ্গিরস ৩৭ ; অথর্বা ১৪৪ ; ঘোর ১৮৯
আচার্য ২২৪-২৭, ২৩৩, ৩৪০, ৩৭৩-৭৫ ; আচার্যকুল ১২৯, ২১৭, ২২৪; ৪৩৯ ; গুরুতল্পগ ২৮১
আর্জব ১৮৭
আত্মা ২১১, ২৩৩, ২৮২, ৩৫২, ৪১৪-৩৬ ; ইহকার ৮৫ ; দেহচ্ছায়া ৫৯ ; নিজে ৪৬, ১২৫, ৩৪৩-৪৪, ৪০৬, ৪১৮ ; নিষ্পাপ ৩৯৩, ৪০৩, ৪১৪-১৬, ৪৩১-৪১ ; ব্রহ্ম ১৭৪, ২৩৬, ৪০০-৩, ৪১৭-২০; বৈশ্বানর ২৮৩-৯৩ ; সর্বব্যাপী ৩৩০-৪৫, ৩৮৫-৮৭; সেতু ৪০৩
আদিত্য ৮৪, ১৫০-৫৭, ১৬৫, ১৭৯, ২২৯, ২৩৮, ২৬১, ২৭৫, ২৯৭, ৩৬৯, ৩৯১ ; আদিত্যগণ ১৩২, ১৩৬-৩৭, ১৫১-৫২, ১৮৪ ; আদিত্যজয় ১০৮ ; উৎ ৪৪ ; উদ্গীথ ৩৯-৪০, ৫০, ১২১-২২ ; উদ্গীথদেবতা ৮০ ; উকার ৮৬ ; জন্ম ১৯৭ ; দেবমধু ১৩৯-৪৬; দ্যুলোকের রস ২৪৪ ; পুরুষ ৫৬-৫৭, ২২৯ ; নাড়ীর সম্বন্ধ ৪০৯-১০ ; প্রতিহার ৯০ ; প্রস্তাব ৯২ ; ব্রহ্ম ১৯০, ১৯৫-৯৮, ২০৭-৯ ; ব্রহ্মকলা ২২১ ; ব্রহ্মপাদ ১৯২-৯৪ ; বিবিধ রূপ ৫৫, ৩১৪-১৬, ৪০৯ ; বৈশ্বানরের চক্ষু ২৮৯, ২৯৫ ; সমিধ্ ২৬৮ ; সাম ৫৫, ১০০-৫, ১১৪ ; সামের উৎপত্তি ২৪৪
আহবনীয়াগ্নি ১৩৬, ২৩২-৩৩, ২৪৬, ২৯৫
আহারশুদ্ধি ৩৮৮

আহুতি ২৬৪, অন্নাহুতি ২৭২; প্রাণাগ্নিহোত্রে পঞ্চাহুতি ২৯৬-৩০৩ ; বর্ষাহুতি ২৭২ ; শুক্রাহুতি ২৭৩ ; শ্রদ্ধাহুতি ২৬৯ ; সোমাহুতি ২৭১

ইতিহাসপুরাণ ১৪৪, ৩৪৬-৬১

ইন্দ্র ১২৪-২৭, ১৪৯-৫০ ; ইন্দ্র ও প্রজাপতি ৪১৫-৩৫

ইন্দ্রদ্যুম্ন ভাল্লবেয় ২৮২-৯০

উদরশাণ্ডিল্য ৭০

উদ্গাতা ৩৭, ৫৭, ৬২, ৭৫-৭৬, ৭৯, ২৪১

উদ্গীথ ২৫-৮২, ৯০-১২৪ ; অক্ষরোপাসনা ৪৩-৪৪ ; অন্তরিক্ষ ৯০-৯২ ; আদিত্য ১০৩, ১২১ ; আদিত্যপুরুষ ৫৭ ; উৎ ৯৯ ; ওম্ ২৫-২৭, ৪৭, ৫০-৫৩ ; কাম্যফলার্থে উপাসনা ৪৫-৪৬ ; গরু ৯৬, ১১৮ ; চক্ষু ৯৭, ১০৯ ; দেবগণের অসুরজয় ৩২ ; দেবগণের মৃত্যুজয় ৪৮-৪৯ ; দ্যৌ ১১৭ ; নদী ৯৪; পরোবরীয়ান্ ৬৯ ; ব্রহ্মপ্রতীক ও রসতম ২৭ ; মাংস ১১৯ ; মুখ্যপ্রাণ ৫১ ; বর্ষা ৯৫, ১১৬ ; বৃষ্টি ৯৩, ১১৫ ; ব্যান ৪১-৪২ ; সাম ৪২ ; সামের রস ২৬

উদ্দালক আরুণি ১৫৮, ২৮৩, ২৯৩

উপকোসল কামলায়ন ২২৬-৩৮

উপনিষৎ ২৫, ১৫৭, ৪৪১ ; আসুরী ৪২১-২২; উপাসনা ৩১ ; রহস্য ৮৭

উপসৎ ১৮৬

উপাকরণ ১৩৩-৩৬

উপাসনা (ভূমিকা দ্রঃ)

উষস্তি চাক্রায়ণ ৭১-৮১

ঋক্ ৪৫, ১৬২, ১৮৯, ২৪৫, ৩২১ ; অক্ষিপুরুষ ৬০ ; অঙ্গিরস ২৪৪ ; অন্তরিক্ষ ৫৪ আদিত্যপুরুষের পর্ব ৫৭ ; ঋক্‌মন্ত্রে আচমন ২৬১ ; দেবগণের প্রবেশ ৪৮-৪৯ ; দ্যৌ ৫৫ ; পৃথিবী ৫৩ ; নক্ষত্র ৫৫ ; মধুকর ১৪০ ; বাক্ ২৭, ৪২, ৫৮; বাক্‌রস ২৬ ; শুক্ল আভা ৫৫, ৫৯ ; স্তোত্র ৫৯ ; ও সাম ৪২, ৫৩-৬০

ঋগ্বেদ ১৭৯, ৩৪৭-৬১ ; থ ৪৪ ; পুষ্প ১৪০

ঋতু ৯৫-৯৬, ১১৬-১৭

ঋত্বিক্ ৭৪, ৭৭, ২৪৮, ২৮৫

ঐতরেয় মহিদাস ১৮৫

ওম্ ৪৭-৫৩, ৪১২ ; অনুজ্ঞা ২৯ ; অমৃত অভয় ৪৯ ; (উদ্গীথ দ্রঃ) ; ত্রিবেদ ৪৯ ; ব্যাহৃতির সার ৩১ ; সমৃদ্ধি ২৯ সর্বাত্মক ১৩১

ক, প্রজাপতি ২১০ ; ব্রহ্ম ২২৮

কুরুদেশ ৭১

কৃত ২০১-২, ২১২

কৃষ্ণ ১৮৯

কোষবিজ্ঞান ১৭৬-৭৯

কৌষীতকি ৫১-৫২

ক্ষত্তা ২০২-৩
ক্ষত্রিয় ২৬৭, ২৭৯, ৩৪৭-৫০, ৪৩৮

খং, ব্রহ্ম ২২৮

গতি ২৩৩, ২৩৮, ২৬৩-৮১
গন্ধর্ব ১২২
গায়ত্রী ১৮০ ; নির্বচন ১৫৯ ; সর্বাত্মিকা ১৫৯-৬২
গার্হপত্য ১২৯, ১৩৩, ২৪৫, ২৯৫
গৌতম (উদ্দালক দ্রঃ) ; হারিদ্রুমত ২১৫
চক্ষু (অক্ষি দ্রঃ) ; ২৪, ১৬৫, ২৮৯, ২৯৫, ২৯৭ ; অঙ্গার ২৭২ ; উদ্‌গীথ ৩৪, ১০৯; ঋক্ ও সা ৫৯ ; প্রতিষ্ঠা ২৫০-৫৪; প্রাণে লয় ২০৮ ; ব্রহ্মকলা ২২৩ ; ব্রহ্মপাদ ১৯২-৯৪
চণ্ডাল ২৭৯, ৩০২

ছন্দঃ ৪৫, ৪৭ (গায়ত্রী দ্রঃ) জগতী ১৮৪ ; ত্রিষ্টুপ্ ১৮২

জন শার্করাক্ষ্য ২৮২, ২৯১
জাঠরাগ্নি ১৬৯
জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ ১৯৯-২১২
জায়স্ব ম্রিয়স্ব ২৮০
জীব, তিন প্রকার ৩১০ ; দেহে প্রবেশ ৩১১-১২ ; দেহের জীবন মৃত্যুর কারণ ৩৩৪-৩৫ ; পঞ্চাগ্নিক্রমে জন্ম ২৬৮-৭৪
জ্যোতিঃ ১৯০-৯৪ ; ব্রহ্মজ্যোতি ১৬৯, ১৯০, ৪০১, ৪৩১

তত্ত্বমসি ৩৩০-৪৫
তপস্যা ১২৯, ১৮৭, ২২৬-২৮, ২৭৫ ; প্রজাপতির তপস্যা ১৩০-৩১, ২৪৪-৪৫
ত্রয়ীবিদ্যা ৩০; দেবগণের আশ্রয় ৪৭; লোক-রস ১৩০, ২৪৫ ; ব্যাহৃতির উৎপত্তি ১৩০, ২৪৫-৪৬ ; হিঙ্কার ১২২
ত্রিবৃৎকরণ, ভৌতিক ৩১২-১৬ ; দৈহিক ৩১৬-২৩

দক্ষিণা ১৮৭
দক্ষিণাগ্নি ১৩৫, ২৩১, ২৪৬, ২৯৫
দহরবিদ্যা ৩৯০-৯১
দান ১২৯, ১৮৭, ২৭৬, ৩৭৩, ৪২২
দাল্‌ভ্য চৈকিতায়ন ৬৩-৬৭ ; বক ৩৭, ৮২
দীক্ষা ১৮৬
দেব ৮৪, ১২৫, ১৫৭, ১৯০, ২০৯-১০, ২৬১, ২৬৯-৭৩, ২৭৭, ৩৫১, ৪১৫, ৪২০, ৪৩৫; দর্শনে ভোগ ১৪৭-৫৪ ; দেবকাম ৫৭, ৬১ ; দেবমধু ১৩৯ ; দেববিদ্যা ৩৪৭-৬১; দেবসুষি ১৬৫-৬৮; দেবাসুর-সংগ্রাম ৩২-৩৬ ; বেদে প্রবেশ ৪৭
দেবকীপুত্র ১৮৯
দেবতা ৪৫, ৭৬-৮০, ২০৪; অগ্ন্যাদি ২৪৪-৪৬, ৩১১-১৬, ৩২৮ ; ব্রহ্ম ৩১১-১২, ৩৪২ ; রাজন সাম ১২১
দেবপথ ২৩৮, ২৬৮, ২৭৫
দ্বারপাল ১৬৫-৬৮
ধর্ম ২৪, ৯০, ১২৯, ৩৫০, ৩৬১, ৪৩৯-৪১
ধর্মস্কন্ধ ১২৯

নাড়ী ৪০৯-১৩
নাম ৩৫৪, ৩৮৭ ; ঋগ্বেদাদি ৩৪৮-৪৯ ; ব্রহ্ম ৩৪৯ ; মিথ্যা ৩০৫-৬, ৩১৩-১৫ ; নামরূপ ৩১১-১৫
নারদ ৩৪৬-৮৮
নিধন ৯০-১২২
নৈমিষারণ্য ৩৭
পঞ্চ মহাপাতক ২৮১
পঞ্চাগ্নিবিদ্যা ২৬৩-৮১
পঞ্চাল ২৬৩
পর্জন্য (বরুণ দ্রঃ) ; ৯৩-৯৪, ১৬৭, ৩০০, ৩০৯ ; অগ্নি ২৭০ ; উৎপত্তি ২৭১ ; বর্ষাহুতি ২৭২ ; বৈরূপ সাম ১১৫-১১৬
পিতৃগণ ১০৫, ১২২, ১২৫ (লোক দ্রঃ)
পিতৃযান ২৬৩, ২৭৬-৭৭
পুরুষ (অক্ষি পুঃ দ্রঃ) ; অগ্নি ২৭২ (অমানব পুঃ দ্রঃ), (আদিত্য পুঃ দ্রঃ) ; আহুতির পরিণাম ২৬৪, ২৭৩ ; ওষধিরস ২৬ ; ক্রতুময় ১৭১ ; চন্দ্র পুঃ ২৩১ ; (জীব দ্রঃ) ; দেহ ২৬ ; পুরুষোত্তম… ; ব্রহ্ম ১৬২ ; মানুষ ১৬১-৬৩, ১৬৯, ২২৭, ২৮৬, ৩০৮, ৩১৬, ৩২৬-২৯, ৩৪২-৪৩ যজ্ঞ ১৮০ ; বিদ্যুৎ পুঃ ২৩২ ; ষোড়শকল ৩২১-২৩
প্রজাপতি ৩২, ৮৪, ১২৪-২৭, ১৩০, ১৫৮, ২৪৪, ২৫১, ৪৩৮-৩৯ ; ও ইন্দ্রবিরোচন ৪১৪-৩৫ ; হিঙ্কার ৮৬
প্রতিহার ৭৬, ৮০-৮১, ৯০-১২২
প্রবাহণ জৈবলি ৬৩-৬৯, ২৬৩-৮১
প্রস্তাব ৭৫, ৭৮, ৯০-১২২
প্রাচীনশাল ঔপমন্যব ২৮২-৮৭
প্রাণ ২৪, ৪১, ৪২, ১৬৫, ২৩২, ২৯০, ২৯৫, ৪৩১ ; অপাপবিদ্ধ ৩৫-৩৬ ; আদিত্য ১৮৪ ; আপোময় ৩১৮-২৩ ; ইন্দ্রিয় ৯৭-৯৮, ১৬১, ২০৮-৯, ২৫১-৫৫, ৩৫৪, ৩৬৬ ; ইন্দ্রিয়মধ্যে শ্রেষ্ঠ ২৪৯-৫৫ ; উৎ ৪৩ ; উৎপত্তি ৩৮৬ ; উদ্গীথ ৫১ ; গায়ত্র ১০৯-১০ ; ঘ্রাণ ৩২, ১৯২ ; তেজে লয় ৩২৯, ৩৪২, ; ধূম ২৭২ ; নিধন ১০৯ ; প্রাণের অন্ন ও বাস ২৫৬-৫৭ ; ব্রহ্ম ৭৯, ২২৮, ৩১৫, ৩৭৩-৭৫ ; ব্রহ্মকলা ২২৩ ; ব্রহ্মপাদ ১৯২-৯৪ ; লিঙ্গশরীর ১৭৩ ; বসু ১৮০-৮১ ; সম্বর্গ ২০৮-৯ ; সর্বাত্মক ১৭৮, ৩৭৩-৭৫ ; সাম ২৭, ৫৮ ; স্বর ৪০, ৬৫, ৮৬
প্রাণাগ্নিহোত্র ২৯৪-৩০৩
প্রাতরনুবাক ১৩৩, ২৪১-৪৩
বিদ্যাসম্প্রদায় ১৫৮-৫৯, ৪৩৯
বুড়িল আশ্বতরাশ্বি ২৮২, ২৯২
বৃহস্পতি ৩৭, ১২৪
ব্রহ্ম ২৪, ১৫৭, ১৬৩, ১৭৪, ২৩৬, ২৩৮, ২৭৫, ২৮২, ৩৯৯-৪০৭, ৪১৭-২০ ; ক, খ ও প্রাণ ২২৮ ; চতুষ্পাৎ ১৬২, ১৯২-৯৪ ; তজ্জলান্ ১৭১, ৩৮৬-৮৭ ; নামরূপে প্রবেশ ৩১১-১২ ; নাম, বাক্, মন, সঙ্কল্প, চিত্ত, ধ্যান, বিজ্ঞান, বল, অন্ন, অপ্,

তেজ, আকাশ, স্মৃতি, আশা, প্রাণ ৩৪৯-৭৫ ; প্রণব ১৪৫, ১৫৪ ; ব্রহ্মপথ ২৩৮ ; ব্রহ্মপুর ৩৯০-৯২ ; ব্রহ্মপুরুষ ১৬৮ ; ব্রহ্মলাভের সাধন ৩৭৬-৮১ ; ব্রহ্মবর্চস ১১৭, ১৬৭, ১৯৩-৯৪, ২৮৭-৩০০ ; ব্রহ্মবাদী ১৩২ ; ভামনী ও বামনী ২৩৭ ; ভূমা ৩৮২-৮৪ ; মধুবিদ্যা ১৫৮ ; মনোময়ত্ব, সত্যসঙ্কল্পত্বাদি গুণবান্ ১৭৩-৭৪, ৩৯৩, ৪১৪-১৬, (লোক দ্রঃ) ; বেদ ১৫৭, ৩৪৭-৬১ ; শ্যাম ও শবল ৪৩৭ ; ষোড়শকল ২১৭-২৩ ; হিরণ্যগর্ভ ৪০৬

ব্রহ্মচর্য ১২৯, ২০৯-১৩, ২২৬-২৮, ৩০৪, ৪০৪-৭, ৪১৬, ৪২৯

ব্রহ্মবিদ্ ১২৯, ২২৪, ২৩৪ ; তাঁহার শবক্রিয়া ২৩৮ ; পাপাদিহীন ৫৬, ২৩০, ২৩৫, ২৮১, ৩০২, ৩৪৮, ৩৮৮ ; মুক্তি ৩৪০, ৩৮৮, ৩৯৪, ৪০১ ; সর্বাত্মক ২৯৪-৩০১, ৩৮৫-৮৮

ব্রহ্মা ১৫৮, ৪৩৯ ; ঋত্বিক্ ২৪১-৪৮

ব্রহ্মাণ্ড ১৯৫

ব্রাহ্মণ ৬৪, ১২১, ২০৩, ২১৬, ২৬৭, ২৭৯, ৩৭৩-৭৫, ৪৩৮ ; ব্রহ্মহত্যা ২৮১, ৩৭৪-৭৫

ভল্লাক্ষ ১৯৯-২০০

মধুবিদ্যা ১৩৯-৪৫

মন ৩১৮-২৩, ৩২৫, ৩২৮-২৯, ৩৪২, ৩৫২-৫৪, ৩৮৭, ৪৩৪

মনু ১৫৮, ৪৩৯

মন্থকর্ম ২৫৮-৬২

মরুদ্গণ ১৫২-৫৩

মৃত্যু ১২৬-২৭, ৩২৯, ৩৩৫, ৩৪২, ৩৮৮, ৪০৩, ৪১২-১৩ ; অবভৃথ ১৮৮ ; অতিমৃত্যু ১০৬-৮, উৎক্রমণ ৪১৩ ; দেবগণের মৃত্যুজয় ৪৭-৪৯

যজমান ৭৭, ১২৫, ২৪১, ২৪৮ ; যজমানের লোকলাভ ১৩২-৩৭

যজুঃ ২৪৬, ৩২১ ; অক্ষিপুরুষ ৬০ ; দেবগণের প্রবেশ ৪৮-৪৯ ; মধুকর ১৪২ ; বায়ুরস ২৪৪

যজুর্বেদ ১৭৯, ৩৪৭-৬১ ; গির্ ৪৪ ; পুষ্প ১৪২

যজ্ঞ ৭৪, ১২৯, ১৩৮, ২৮৫, ৪২২ ; পুরুষযজ্ঞ ১৮০-৮১ ; ব্রহ্মচর্য ৪০৫ ; বায়ু ২৪০ ; রিষ্টির প্রতিকার ২৪১-৪৮

রুদ্রগণ ১৩২-৩৬, ১৪৯-৫০, ১৮২-৮৩

রৈক্ক ২০০-৬

লোক ৫৭, ৬১-৭১, ১৬৯, ১৭১, ১৭৪, ২১৮-২৩, ২৩০-৩৭, ২৫০, ৩৫২-৭৫, ৩৯৪-৪০৪ ; অগ্নি ২৬৭ ; ত্রয়ীর উদ্ভব ১৩০ ; ত্রিলোক ১২২ ; নামাদির উপাসনার ফল ৩৪৯-৭২ ; পঞ্চলোক ৯০-৯১ ; পরলোক ৭০, ২৬৪, ২৮০, ৩৫২ ; পরোবরীয়ান ৬৯, ৯৮ ; পিতৃলোক ২৭৭, ৩৯৫ ; পুণ্যলোক ১৪৯, ২৮১ ; ব্রহ্মলোক ১০৮, ৩৯৯-৪০৭, ৪৩৪-৩৯ ; যজমানের লোকলাভ ১৩৪-৩৮ ; লোকদ্বার ১৩৩-৩৭, ৪১২ ; লোকরস ২৪৪ ; বিনাশী ৩৮৫,

৩৯৪ ; শক্করী সাম ১১৭-১৮ ; সর্বলোক ২৬৭, ২৯৪, ৩০১, ৩৮৫, ৪০৪, ৪০৭, ৪১৪-১৬, ৪৩৫ (স্বর্গ দ্রঃ); হাউকার ৮৫
বরুণ ৮৪, ১২৪, ১৫১ (পর্জন্য দ্রঃ)
বসুগণ ১৩২-৩৪, ১৪৭-৪৯, ১৮০-৮১
বহিষ্পবমান ৮৩
বাচারম্ভণং বিকারঃ ৩০৫-৬, ৩১৩-১৪
বায়ু ১২৪, ১৩৬, ১৬৮, ১৭৯, ২৭৭, ৩০০, ৩৫০-৬১, ৩৬৭, ৩৯১, ৪৩১ ; অন্তরিক্ষরস ২৪৪ ; উদ্গীথ ১২২ ; গির্ ৪৪ ; দিকের বৎস ১৭৭ ; দেবতা ১২৪ ; পুরোবাতাদি ৯৩ ; প্রস্তাব ১২১ ; ব্রহ্ম ২৯০ ; ব্রহ্মপাদ ১৯২-৯৪ ; যজ্ঞ ২৪০ ; যজুর উৎপত্তি ২৪৪ ; বৈশ্বানরের প্রাণ ২৯০, ২৯৫ ; সমিধ্ ২৭০ ; সম্বর্গ ২০৭-৮ ; সাম ও অন ৫৪ ; হাইকার ৮৫
বিদ্যা ৩১ ; অগ্নিবিদ্যা আত্মবিদ্যা ২৩৪ ; আচার্য হইতে লভ্য ২২৫, ৩৪০ ; বিদ্যার ফল অধিক ৩১, ১৩২, ৩০১ ; বিদ্যাসম্প্রদায় ১৫৮-৫৯, ২৬৭, ২৮৬, ৪৩৯
বিরাট ২১২ ; বাক্স্তোভ ৮৬
বিরোচন ৪১৫
বিশ্বদেব ১৩২, ১৩৬-৩৭ ; ঔহোয়িকার ৮৬
বেদ ১৪৬, ৩০৪, ৩২২-২৩, ৩৪৭-৬১. ৪৩৯
বৈরাঘ্রপদ্য ২৯০, ২৯২ ; গোশ্রুত ২৫৮
বৈশ্য ২৭৯, ৪৩৮
বৈশ্বানর ২৮৩-৯৩
ব্যাহৃতি ১৩০, ১৭৮-৭৯, ৫২৪
শবদাহ ২৭৪, ৩৭৫, ব্রহ্মবিদের ২৩৮
শাণ্ড্র ১৮৭
শাণ্ডিল্য ১৭৪
শিলক শালাবত্য ৬৩-৬৯
শূদ্র ২০৫-৬
শৌনিক, অতিধন্বা ৭০ ; কাপেয় ২০৯-১০
শ্রদ্ধা ৩১, ২৭৫, ৩৭৯-৮০, ৪২২ ; শ্রদ্ধাহুতি ২৬৯
শ্বেতকেতু ২৬৩-৬৬, ৩০৪-৪৫
সৎ জগৎকারণ ৩০৭-৮, ৩২৭ ; সতের ঈক্ষণ ৩০৮-১১ ; ব্যাকৃতাবস্থা ১৯৫ ; সুষুপ্তিতে সৎসম্পত্তি ৩২৪, ৩৩১-৩৩, ৪০১
সত্য ৩৩, ১৭৩, ১৮৭, ২১৫, ৩৩০-৪৫, ৩৫০, ৩৬১, ৩৭৬-৭৭, ৩৯১-৯৪, ৩৯৮-৪০২, ৪১৪-১৬ ; নির্বচন ৪০২ ; ব্রহ্ম ৪০১
সত্যকাম জাবাল ২০৩-২৭, ২৫৮
সত্যযজ্ঞ পৌলুষি (প্রাচীনযোগ্য) ২৮২-৩৩৫
সনৎকুমার ৩৪৬-৮৮
সম্প্রসাদ ৪০১, ৪২৮, ৪৩১
সম্বর্গ ২০৭-১২
সবন ১৩২-৩৮, ১৮০-৮৪
সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ১৭১
সাধ্যগণ ১৫৪
সাম ৪৫, ৬১-৬২, ২৪৬, ৩২১ ; অক্ষিপুরুষ ৬০ ; অগ্নি ৫৩ ; অতিমৃত্যু সপ্তবিধ সাম ১০৬-৮ ; আদি, উপদ্রব প্রভৃতি সপ্তবিধ

সাম ৯৯-১০৬; আদিত্য ৫৫; আদিত্যের পর্ব ৫৭; আদিত্যের রস ২৪৪; আদিত্য-সাম ১৩৬-৩৭; ও ঋক্ ৪২, ৫৩-৫৯; ঋক্-রস ২৬; কৃষ্ণ আভা ৫৫, ৫৯; গায়ত্র ১০৯-১০; চন্দ্র ৫৫; দেবগণের প্রবেশ ৪৮-৪৯; দেহচ্ছায়া ৫৯; পঞ্চবিধ সাম ৯০-৯৮; পরোবরীয় ৯৭-৯৮; প্রাণ ২৭, ৫৮; বৃহৎ সাম ১১৪; মধূকর ১৪৩; মন ৫৯; যজ্ঞাযজ্ঞীয় ১১৯-২০; রথন্তর ১১১; রাজন ১২১; রেবতী ১১৮; রৌদ্র ১৩৫; বামদেব্য ১১২-১৩; বায়ু ৫৪; বাসব ১৩৩; বৈরাজ ১১৬-১৭; বৈরূপ ১১৫-১৬; বৈশ্বদেব ১৩৬-৩৭; শক্করী ১১৭-১৮; সর্বসাম ১২২-২৪; সাধু সাম ৮৮-৯০; সামের উপনিষৎ ৮৭; সামের নির্বচন ৫৩-৫৫; সামের প্রতিষ্ঠা ৬৫-৬৮; সামের স্বর ১২৪-২৮

সামবেদ ১৭৯, ৩৪৭-৬১; উৎ ৪৪: পুষ্প ১৪৩

স্তোত্র, স্তোম ৪৫, ১৮৭

স্তোভ ৮৫-৮৭

স্বপ্ন ও সুপ্তি ৪১০-১১, ৪২৫-২৮; সুপ্তিতে ব্রহ্মলাভ (সৎ ও সম্প্রসাদ দ্রঃ); স্বপিতির নির্বচন ৩২৫, স্বপ্নে স্ত্রীদর্শন ২৬১-৬২

স্বর্গ ৬৫, ১২৫, ১৬৮, ৪০০-২

স্বাধ্যায় ১২৯, ৪৩৯

স্বারাজ্য ১৩৬, ১৪৯-৫৪, ৩৮৫

হৃদয় ১৬১, ১৭৪, ২৯৫, ৩৫০, ৩৬১, হৃদয়ের নির্বচন ৪০০, পঞ্চদ্বার ১৬৫-৬৮, হৃদয়াকাশ ১৬৩; ২২৮, ৩৯১, হৃদয় নাড়ী ৪০৯-১৩

হোতা ৫৩, ২৪১

সাঙ্কেতিক শব্দের সূচী

ঐঃ = ঐতরেয়োপনিষৎ
ঐঃ ব্রাঃ = ঐতরেয় ব্রাহ্মণ
কঃ = কঠোপনিষৎ
কেঃ = কেনোপনিষৎ
কৌঃ = কৌষীতকি উপনিষৎ
ছাঃ = ছান্দোগ্যোপনিষৎ
তৈঃ = তৈত্তিরীয়োপনিষৎ
প্রঃ = প্রশ্নোপনিষৎ
বৃঃ = বৃহদারণ্যকোপনিষৎ
বৃঃ-ভাষ্য = বৃহদারণ্যকভাষ্য
ব্রঃ = ব্রহ্মসূত্র
ব্রঃ-ভাষ্য = ব্রহ্মসূত্রভাষ্য
মুঃ = মুণ্ডকোপনিষৎ
শঃ = শতপথব্রাহ্মণ
শ্বেঃ = শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ
দ্রঃ = দ্রষ্টব্য

যেখানে সংখ্যা দেওয়া আছে কিন্তু গ্রন্থের নামোল্লেখ নাই, সেখানে ছান্দোগ্যোপনিষৎ বুঝিতে হইবে।

উপনিষৎ গ্রন্থাবলী

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি			
১৭	২০	দষ্টি	স্থলে	দৃষ্টি
৫০	১৯	স্মরন্	”	স্বরন্
১৭০	৩	যাহাদিগ	”	যাহাদের
১৭৬	১৪	উর্ধ্বরন্ধ	”	উর্ধ্বরন্ধ্র
১৮৩	৫	কর্মপুরাণে	”	কূর্মপুরাণে
১৮৯	১	ক্ত্বাবাচা	”	ক্তোবাচা-
২০০	৬	পৌত্রায়ণে	”	পৌত্রায়ণের
২০১	১১	নিম্নসংথাঙ্কিত	”	নিম্নসংথ্যাঙ্কিত
২০২	১২	উপশুশ্রাব	”	উপশুশ্রাব
২০৩	১২	অবিদম	”	অবিদম্
২১৪	১৩	সসত্যকাম	”	স সত্যকাম
”	১১	নাহমেদদ্	”	নাহমেতদ্
২৩৪	১১	অগ্নীন	”	অগ্নীন্
”	১৩	কিম	”	কিম্
”	”	অবোচন	”	অবোচন্
২৩৫	১০	তূ	”	তু
২৩৭	১৪	ভগবান	”	ভগবান্
”	১১	বামাতি	”	বামানি
২৩৮	১৯	অর্চিষঃ	”	অর্চিষঃ

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি			
২২৯	১১	কচিঃ	”	অচিঃ
২৩৯	২২	পরব্রন্ধপ্রাপ্তি,	”	পরব্রহ্মপ্রাপ্তি
২৪২	২১	‘ভুঃ’	”	‘ভূঃ’
২৪৪	১২ ও ২১	তাহাদিগ	স্থলে	তাহাদের
২৪৫	১৩	ঋচ্যম্	”	ঋচাম্
২৪৭	৮	রঙ্গ	”	রাঙ্‌
২৪৮	৭	সর্বাশ্চ	”	সর্বাংশ্চ
২৭৯	১৮	যোনি	”	যোনি-
২৮১	১১	তল্লম্	”	তল্পম্
২৮৩	১৪	অভ্যাজগ্মঃ	”	অভ্যাজগ্মু
২৮৯	৭	নমুপাস্স	”	মুপাস্স
৩০৬	৪	নামধেয়	”	নামধেয়ং
৩৫৩	৩	মন	”	মনঃ

LIBRARY
No............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.